Reg. No. D. 69.

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচন।

[চতুর্থ বর্ষ—১ম সংখ্যা।]

১৩১৮ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	নববর্ষ (সম্পাদক)	১
২।	কবিতাগুচ্ছ (শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা ইত্যাদি)	৪
৩।	শ্রীসুমঙ্গল প্রশস্তি (মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ)	১০
৪।	করণ ও অম্বষ্ঠ (শ্রীমধুসূদন রায় বিশারদ)	১৬
৫।	শ্যামবর্ণ (শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী)	১৮
৬।	উদ্বাহে উদ্বন্ধন (পূর্ব্বানুবৃত্তি (২) শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা)	২০
৭।	কায়স্থকবি শ্রীমধুসূদন দত্ত (পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩) শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা বি-এল)	২৪
৮।	শৌনকীয় সন্ধ্যোপাসনাপদ্ধতি (পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ) শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্মা শাস্ত্রী)	২৯
৯।	লঙ্কার বিদ্যোদয় বিহার (মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ)	৩৩
১০।	মদালসা (শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত)	৩৪
১১।	সমালোচনা (সম্পাদক)	৪২
১২।	বিবিধ প্রসঙ্গ (সম্পাদক)	৪৫

ফরিদপুর

হিতৈষী প্রেসে

শ্রীজানকীনাথ দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৭।

[...ার মূল্য সডাক ৵০ আনা মাত্র।] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।]

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

নববর্ষ।

সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির কৃপায় আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা তাহার জীবনের চতুর্থ-বর্ষে পদার্পণ করিল। আজ নববর্ষ সমাগমে মহামহিমময়ী প্রকৃতিদেবীর হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি অনুকরণে, বঙ্গীয় বিরাট আর্য্য-কায়স্থজাতির ভাস্বর-প্রতিভা নবীন উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। শ্রীভগবানের নির্ম্মাল্য, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ, কায়স্থ-ভ্রাতৃবৃন্দের উৎসাহ ও সহানুভূতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে তাহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছে। জীর্ণশীর্ণ-মলিন গতবর্ষ মহাকালের অনন্তস্রোতঃসঙ্গে বিলীন হইয়াছে, নূতন বৎসর নবীন বেশে, নবীন লাবণ্যে, আশা-মল্লিকাদাম হস্তে ধারণ করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। তাহার ঘন ঘন তূর্য্যধ্বনি আমাদিগের হৃদয়ে ও বাহুতে নবীন বল সঞ্চারিত করিতেছে, আসুন কায়স্থ-ভ্রাতৃগণ! কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার আগে এই রমণীয় সন্ধিস্থানে দাঁড়াইয়া গতবর্ষের কার্য্যফল একবার চিন্তা করি। গতবর্ষের কার্য্যকলাপ হইতে আমরা কি কি উপদেশ লাভ করিতে পারি। সামান্য কীটানু হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেকের দায়িত্ব যেন ২টী ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, প্রথম আত্মরক্ষা ও দ্বিতীয় সমাজরক্ষা, যেমন আত্মরক্ষা ভিন্ন জীব পৃথিবীতে তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি সমাজ, অর্থাৎ দলবদ্ধ অবস্থায় সমাজশক্তির উৎকর্ষ ভিন্ন বিচ্ছিন্ন জীব একে একে মরণের পথে, বিনাশের পথে অগ্রসর হয়। যে জাতির সমাজশক্তি যত বেশী সেই জাতি সেই পরিমাণে সমাজে আধিপত্য করে। কায়স্থজাতির মধ্যে সামাজিকচিন্তা অনেকের মনে উদয় হয় নাই, আমরা আত্মরক্ষায় তৎপর, সূর্য্যোদয় হইতে

সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত আমরা নিজ নিজ জীবন-সংগ্রামে নিযুক্ত, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সমাজের চিন্তা আমাদিগের মধ্যে কতজন করিয়া থাকেন। সমাজ কি প্রকারে উন্নত হইবে, কি প্রকারে কায়স্থ-সমাজ ক্ষত্রিয়ের নব-উদ্দীপনায় প্রণোদিত হইবে, কি উপায়ে সমাজের প্রত্যেকের জন্য অন্নসংস্থান করিতে হইবে, দারিদ্র্যশত্রু-নিহত, নূতন শিক্ষায়, নূতন দীক্ষায় সমাজকে গৌরবান্বিত করিতে হইবে, বিচ্ছিন্ন সমাজকে একসূত্রে একপ্রাণতায় গ্রথিত করিতে হইবে। এই সকল চিন্তা কতজনের মনে উদয় হইয়াছিল? গতবর্ষের সামাজিক অভিযান হইতে বর্ত্তমানবর্ষের আন্দোলন যে গুরুতর হইবে তাহা সুনিশ্চিত। আমাদিগের প্রধান ও সর্ব্বপ্রথম উদ্দেশ্য ব্যষ্টিভাবে ক্ষত্রিয়াচার-গ্রহণ করিয়া সমষ্টিভাবে ক্ষত্রিয়সমাজ নির্ম্মাণ করা। আমরা বিপ্লববাদী নহি, যাহা কালের আবর্ত্তনে হারাইয়াছি তাহাই মাত্র পুনর্গ্রহণ করিতেছি। ক্ষত্রিয়ের চিরন্তন কর্ত্তব্য গোব্রাহ্মণ-রক্ষা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই, ব্রাহ্মণ বিদ্বেষানল শান্তিজলে নির্ব্বাণ করিব, তাহাতে ঘৃতাহুতি দিব না। সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণকে ঔদারনৈতিকপথে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগেরই সাহায্যে ভগ্ন সমাজস্তূপের উপরে নূতন সমাজাট্টালিকা নির্ম্মাণ করিব। ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মবলে, ক্ষত্রিয়কে বাহুবলে, বৈশ্যকে ধনবলে, ও শূদ্রকে জনবলে নিযুক্ত করিয়া বৈদিক প্রণালী অবলম্বনে পুনর্ব্বার বর্ণচতুষ্টয়ের সমীকরণ করিব, চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ নির্ম্মাণ করিব। বেদ অবজ্ঞাত অবস্থায় দুর্দ্দশার সীমা অতিক্রম করিয়া, বঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে, ধূলিধূসরিত বেদকে সমাজের অধ্যস্থলে সুবর্ণ-সিংহাসনে স্থাপিত করিতে হইবে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সময় হইতেই বেদবিধ্বস্ত ও স্মৃতির প্রাধান্য বঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে, "যুগে জঘন্যে দ্বেজাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচ ও কলৌ ক্ষত্রিয় বৈশ্যৌ নস্ত" ইত্যাদি মিথ্যা প্রলাপবাক্যে বঙ্গীয় জনসাধারণ প্রতারিত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহাত্মা বেদব্যাসের বাক্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে—

চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয়ৱার্য্যাবর্ত্তস্ততঃপরম্॥

বিষ্ণুপুরাণ।

গুণকর্ম্মদ্বারা চারিবর্ণ শনৈঃ শনৈঃ বঙ্গে পুনঃ-স্থাপিত করিতে হইবে। আভিজাত্যের অভিমানের স্থলে পুরুষকারের শক্তি স্থাপিত করিতে হইবে।

আর কায়স্থ-ভ্রাতৃগণ! আপনাদিগের নিজ সমাজমধ্যে যে আত্মপরিবাদ, আত্মকলহ, পর-শ্রীকাতরতা, আভিজাত্যের অহমিকা, বিচ্ছেদৰ্ত্তবা বুদ্ধি পূর্ণভাবে বিরাজিত তাহাদিগের উচ্ছেদনের একমাত্র উপায় সকলে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ। যজ্ঞসূত্রদ্বারা কায়স্থসমাজে একত্বের ব্যবস্থা করিতে চাই। শিক্ষাদ্বারা একত্ব সম্পাদিত হইবে না, একত্ব সাধনের প্রধান মন্ত্র ও উপকরণ দীক্ষা, সেই দীক্ষা বৈদিক দীক্ষা অর্থাৎ উপনয়ন। জাতীয় একটী আদর্শ, একটী আকাঙ্ক্ষা সম্মুখে চিরবিরাজিত না থাকিলে আমরা পথহারা হইয়া পড়িব। সেই আদর্শ সেই আকাঙ্ক্ষা ক্ষত্রিয়ের—

"সর্ব্বধর্ম্ম পরং ক্ষাত্রং লোক শ্রেষ্ঠং সনাতনম্।"

শান্তিপর্ব্ব।

সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোকশ্রেষ্ঠ ক্ষাত্রধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ আমাদিগের হৃদয়ে চির-

বিরাজিত থাকা চাই। বেদব্যাস আমাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম এইভাবে সংস্থাপিত করিয়াছেন—

ক্ষত্রিয়াণাং হি সংস্কারো অধ্যয়নং যজ্ঞকর্ম্ম যৎ।
তৎ করিষ্যসি স্তেপুত্রা প্রজাপালন কর্ম্মণি।
নিয়তশ্চিত্রগুপ্তস্য স্বধর্ম্মোঽস্য করিষ্যসি॥

অর্থাৎ চিত্রগুপ্তদেবের বংশধরেরা ক্ষত্রিয়ের সংস্কার—উপনয়নাদি, বেদাধ্যয়ন, যজন ও প্রজাপালন করিবে শ্রীভগবান্ পরিমার্জ্জিত ভাষায় ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দ্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্য পলায়নম্।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥
গীতা ৪৩।১৮ অ০।

কায়স্থ-ভ্রাতৃগণ! শূদ্রের ন্যায় অতি দীনভাবে সমাজে থাকা অপেক্ষা আপনাদিগের মরণই মঙ্গল কেন না—

"সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে"
গীতা ৩৪।২ অ০।

সম্মানিত জাতির অকীর্ত্তি (দীনতা) মরণাপেক্ষাও অধিক। শূদ্রের জঘন্যাচার পদাঘাতে সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উত্থিত হও। এবং সমগ্র হিন্দুসমাজের আমরাই ঈশ্বর এই ভাবে অনুপ্রাণিত হও। ভ্রাতৃগণ! মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় মহাসংস্কারকার্য্যে ব্রতী হও, বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক নগরে—প্রত্যেক গৃহে কায়স্থ-ক্ষত্রিয়ের বিজয় বৈজয়ন্তী উত্থিত হউক। আবার নববর্ষারম্ভে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিম বরেন্দ্রভূমিনিবাসী কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণ সমস্বরে, মুখ ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া সেই প্রাচীন সামগান গাও, গাও—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥২॥
সমানো মং ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃসহ
চিত্ত মেষাম্।
সমানং মংত্রমভি মংত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা-
জুহোমি॥৩॥
সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানিবঃ।
সমানমস্তু বোমনো যথা বঃ সুসহাসতি॥৪॥

(শ্রীযুক্ত পণ্ডিতপ্রবর মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা দ্বারা অনূদিত)

তোমরা একত্র হও বল এক কথা।
এক মন কর সবে ভজহ একতা॥১॥
প্রাচীন দেবতাগণ সবে এক হ'য়ে।
পরিতুষ্ট হন এই যজ্ঞভাগ ল'য়ে॥২॥
এক হ'ক মন্ত্র আর একই সমিতি।
এক হ'ক মন আর একরূপ চিত্তি॥৩॥
আমি তোমাদিগে এক মন্ত্রেতে মন্ত্রিত
করিতেছি। কর যজ্ঞ হবিতে সাধিত॥৪॥
এক হ'ক তোমাদের যত অভিপ্রায়।
এক হউক মন আর একই হৃদয়॥৫॥
সর্ব্বাংশে তোমরা সবে ভজহ একতা।
লাভ কর তোমরা সে পরম একতা॥৬॥

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

সম্পাদকস্য।

কবিতাগুচ্ছ।

নববর্ষ (১)।

অনন্ত অবাধ গতি
কালার্ণব কি প্রকৃতি
বহে সমভাবে অবিরত।
কার পানে নাহি চায়
কারে কিছু না সুধায়
বুঝি না তাহার কি যে ব্রত ॥১॥
কত দিন কত বর্ষ
কত দুঃখ কত হর্ষ
কত প্রেম, কত অভিনয়।
পশ্চাতে পড়িয়া থাকে
কাল নাহি ফিরে দেখে,
চলে যায় জানি না কোথায় ॥২॥
দিনে দিনে মাস লয়,
মাসে মাসে বর্ষ যায়
এক যায় আর উঠে ফুটে।
পুরাণে বিদায় দিয়ে
মানব নবীন নিয়ে
কর্ম্ম-মত্ত উৎসাহ না টুটে ॥৩॥
পুরাণ ডুবিয়া গেছে
মরি, কালসিন্ধু-মাঝে,
নবীন তরঙ্গ আজ তুমি;
এস এস নববর্ষ,
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া হর্ষ,
যুক্তকরে ভক্তিভরে নমি ॥৪॥
বিগত বর্ষের বাণী
স্মরিলে হৃদয়খানি
দগ্ধ হয় উগ্র অনুতাপে।
কত আশা চুরমার
ব্যর্থ কত অঙ্গীকার,
কোথা গেল জড়তা প্রতাপে ॥৫॥
ভীরুতা দ্বিতীয় অরি,
মনুষ্যত্ব খর্ব্বকারী,
বাধা দেয় কত অনুষ্ঠানে।
উৎসাহে চলেছি ধেয়ে,
ভীরুতা সমুখে যেয়ে,
ফিরাইয়া এনেছে ভবনে ॥৬॥
কত যে সরমগাথা,
কত যে মরমব্যথা,
গতবর্ষ বুকে আছে আঁকা।
যখন নেহারি চোখে,
বক্ষ মম উঠে কেঁপে
আত্মগ্লানি টানে স্থূলরেখা ॥৭॥
গতানুশোচনা করি
কোন ফল নাহি হেরি,
জীবনের সে মুহূর্ত্ত আর;
আসিবে না হস্তে ফিরে,
তবে কেন তার তরে
বৃথা মোরা হইব কাতর ॥৮॥
হে বর্ষ হে নববর্ষ,
নব সাজে নবোৎকর্ষ
এলে যদি নব ভাবময়।
প্রতি হৃদে নবশক্তি,
নবত্বের অনুভূতি
ভরে দাও করিয়া অক্ষয় ॥৯॥
জড়তা ভীরুতাচয়,
উদ্যমের তীব্রতায়
উড়ে যাক্ তৃণের মতন।
সাহস—পাদুকা পরি,

গন্তব্য পথের অরি,
দলি যেন করি গো গমন ॥১০॥
তুলিকায় করমের,
ছবি যেন গৌরবের,
তব বক্ষে করি গো অঙ্কন।
জীবনের যে সময়,
তব সহ হবে লয়,
স্মৃতিযোগ্য হয় আজীবন ॥১১॥

এস এস নববর্ষ
চৌদিকে ছড়ায়ে হর্ষ
এস হর্ষ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া;
যত্নে করি আবাহন,
আমাদের দেহমন,
হর্ষে কর্ম্মে যাউক মাতিয়া ॥১২॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

চিত্রগুপ্ত ও তাঁহার স্ত্রী ইরাবতী।

[স্থান—স্বর্গের মন্দাকিনীতট, কাল – সায়াহ্ন।] (২)

চিত্রগুপ্ত।
শ্রান্ত তুমি প্রিয়তমে! প্রদোষ ভ্রমণে।
কোমল চরণ দুটী হ'য়েছে কাতর
ব্যথা পায় পরশিতে নব দূর্ব্বাদলে।
নবনীত দেহখানি পড়িছে এলায়ে
বাতাহতা বনলতা যেন তরুমূলে।
পথশ্রান্ত পথিকের নিত্য সহচর
স্বেদবিন্দু, বিকশিত কপোলে অধরে
শোভিতেছে দ্রবীভূত মুক্তাফল সম।
এস দোঁহে বসি এই মনঃশিলা তলে
মন্দাকিনী বারিসিক্ত সমীর পরশে
সায়াহ্ন গগন ছায়ে লভিবে বিরাম।

ইরাবতী। (মন্দাকিনীতটে উপবেশন করিয়া)
হের নাথ! ধরিয়াছে কি অপূর্ব্ব শোভা
মন্দাকিনী। পারিজাত, মন্দারকুসুম
অগণিত চলিয়াছে স্রোতে ভাসি ভাসি
পূজিয়া শঙ্করগৌরী অরুণ চরণে।
সুরতরঙ্গিনী যেন প'রেছেন গলে
বিচিত্র কুসুমদাম চারুফুলহার।
শোভিতেছে ঊর্দ্ধদেশে সুনীল অম্বর।
খচিত তারকাপুঞ্জে মণিময় যেন।
ত্রিদিবের স্বর্ণশশী চলিছে ভাসিয়া
নির্ম্মল শরদানিলে। দীপ্ত সুষমায়
অমেয় কৌমুদীরাশি পূর্ণ-চন্দ্রমার
ঢলিয়া ঢলিয়া যেন পড়িছে অলসে।
যেন বা প্রকৃতিরাণী অতি স্নেহভরে
তুলিয়াছে মণিময় চারুচন্দ্রাতপ,
রাখিবারে সযতনে সুপ্ত সুরগণে।
নন্দনকানন হ'তে আসিতেছে ধীরে
কলকণ্ঠী বিহঙ্গিনী কাকলিলহরী
শব্দময়ী সুধাসম। বনবালাগণ
মধুর সঙ্গীত গায় বনবীণা করে,
নিকুঞ্জ বিহগীগনে কণ্ঠ মিশাইয়া।

চিত্রগুপ্ত।
স্বরগের শোভা যত কহিলে কল্যাণি
তুচ্ছ সব, নহে তব মুখ সমতুল;

ত্রিদিব সৌন্দর্য্যরাশি ক্ষরিত সুষমা
সকলি মিলিত তব অধরপল্লবে।
ধীর সমীরণে তব অলক কুন্তল
দুলিতেছে, জাগাইছে মরমের তলে
মরমের ব্যথা মম; সৌন্দর্য্যলহরী
উছলি উছলি পড়ি কৌমুদী সলিলে
অধীর করিল চিত; বাড়াইল সুধু
কুল্লাধর সুধাপানে দারুণ পিয়াশা।
কুসুমপরাগে হরি দুষ্ট সমীরণ
চাহে আলিঙ্গিতে তব সুগন্ধি নিশ্বাসে।
উছলিত রূপরাশি লাবণ্যসলিলে
ডুবিয়া মরিব প্রিয়ে! হেন সাধ মনে,
আকণ্ঠ পিপাশা বহি হিয়ার মাঝারে।

ইরাবতী। (সলজ্জভাবে)

প্রীতিসম্ভাষণে নাথ! প্রণয়বচনে
শ্রবণে ঢেলেছ তুমি অমিয়ের রাশি,
রঞ্জিয়াছ হৃদিপট নব-প্রেমরাগে।
কিন্তু হায়! থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
কুসুমকোরকে কীটদংশনের সম
বঙ্গদেশ অধিবাসী সন্তানের কথা
স্মরিয়া তাদের দুঃখ জ্বলি মনাগুনে।
ক্ষত্রবংশে অবতংশ তুমি মহাবল
ক্ষত্রকুলমণি; কিন্তু হায় কি ঘটন
তোমার সন্তানগণ শূদ্র অভিহিত।
বল নাথ! কি কারণে হেন বিড়ম্বনা
শূদ্রত্ব-কালিমা তার কভু কি যাবে না?

চিত্রগুপ্ত।

সুকোমল ফুলদামে গড়িলা বিধাতা
হৃদয় তোমার প্রিয়ে! তাই হেন ভাব;
রচিয়াছ ত্রিদিবের স্বর্ণরাজ্য মাঝে
অপূর্ব্ব কুসুমশয্যা শুভ্র-চন্দ্রালোকে,
ভুল নাই তবু তুমি সন্তানের কথা।

ইরাবতী।

সন্তানের কথা কভু ভুলে কি জননী?
সন্তানের ব্যথা জাগে দিবসরজনী
জননীহৃদয়ে, তীক্ষ্ণ-শেলাঘাতসম।
শোন নাথ! আজি প্রাতে গিয়াছিনু আমি
পবিত্র কৈলাসধামে হেরিতে উমারে।
হাসি হাসি হৈমবতী সম্ভাষি আমারে,
সস্নেহে বসিলা আসি নিকটে আমার,
কহিলেন মোরে তব জন্মবিবরণ।
শান্তমনা পদ্মযোনি করিলেন যবে
সৃষ্টির বিধান, স্থিরচিত্তে নিরোধিয়া
ইন্দ্রিয়নিচয়ে, ধ্যানমগ্ন যোগিবেশে
রহিলেন সমাধিতে সহস্র বৎসর।
তৎকালে জন্মিল তাঁর রক্তাঙ্গ হইতে
নলিনাক্ষ, কম্বুগ্রীব, শ্যামবর্ণ দেহ
মনোহর, গূঢ়শিরা, পরমসুন্দর।
জন্মমাত্র, দাঁড়াইলা প্রজাপতিপাশে
হস্তে ল'য়ে মসিপাত্র, লেখনী, ছেদনী।
হইলে সমাধিভঙ্গ হেরিলা সম্মুখে
পদ্মযোনি, স্থিরনেত্রে ধ্যানপরায়ণ
সুগঠন চতুর্ভুজ পুরুষ সুন্দর।
প্রিয়ভাষে জিজ্ঞাসিলা,—"বল, কেবা তুমি?
লভিলে কেমনে হেন মূরতি মোহন?"
উত্তরিলা নবজাত পুরুষ সুঠাম;—
"পদ্মযোনি! তব কায়ে জনম আমার
নির্দ্দেশ করহ এবে কিবা মম নাম,
উপযুক্ত কার্য্যে মোরে কর নিয়োজিত।"
পরিতুষ্ট প্রজাপতি শুনি এই বাণী
কহিলেন স্মিতমুখে—"শোন বৎস! বলি;
স্থিরচিত্তে যবে মম সুন্দর সমাধি
উপজিল, তদা তুমি মম কায়া হ'তে
হ'য়েছ উদ্ভব; সেই হেতু এ জগতে

"কায়স্থ" নামেতে তুমি হইবে বিদিত;
"চিত্রগুপ্ত" নাম আমি দিলাম তোমারে।
ধর্ম্মরাজ সভা মধ্যে হ'ল তব স্থান
নির্দ্ধারিত; ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের তরে।
রহ সেথা, ধর্ম্মরাজ সহ চিরদিন;
ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম কররে পালন।
ভার-সমন্বিত প্রজা করহ সৃজন
ধরাতলে।

চিত্রগুপ্ত। (মৃদুহাস্যে)
তবু ভাল, এতদিন পরে
জানিয়াছ দয়িতের জন্মবিবরণ
বিশ্বজননীর মুখে। বল গো কল্যাণি
সুধালে কি পার্ব্বতীরে—"পতি যদি মম
ক্ষত্রিয়সন্তান, তবে কেন হ'ল হেন;
কি হেতু সন্তান তাঁর সহে এ লাঞ্ছনা
শূদ্রভাবে বঙ্গদেশে? নিদারুণ কথা!

ইরাবতী।
শঙ্করীরে করি নাই এ কথা জিজ্ঞাসা।
মনে হ'লে বুকে বাজে, শেল ব্যথা জাগে।
কহ নাথ! কি কারণে হইল এমন
হবে কি গো সন্তানের শূদ্রত্ব মোচন?

চিত্রগুপ্ত।
শোন প্রিয়ে! করিবারে ভূভার হরণ,
জীবের যতেক দুঃখ করিতে নির্ব্বাণ
হইলেন নারায়ণ বুদ্ধঅবতার।
পরিহরি রাজ্যসুখ, প্রিয়-প্রণয়িনী
কত দেশে ভ্রমিলেন সন্ন্যাসীর বেশে,
রহিলেন কতকাল ধ্যানে নিমগন
সুপ্তমীন হ্রদসম। মহাতপোধন
তপোবলে ধরিলেন বোধিসত্ত্ব নাম;
শিখালেন জীবে, অহিংসা পরমধর্ম্ম;
শিখালেন তারে, যত দুঃখ ভুঞ্জে তারা
অবনীমণ্ডলে, সকলি প্রাক্তন ফল;
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে দেহীগণ সবে
আসে যায় বারম্বার দুঃখের সংসারে।
করিলেন বোধিসত্ত্ব স্বধর্ম্ম প্রচার
স্বর্ণভূমি আর্য্যাবর্ত্তে; নরনারীগণ
উল্লাসে হইল নবধর্ম্মেতে দীক্ষিত।
সপ্তশত বর্ষকাল অখণ্ড প্রতাপে
বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্যাবর্ত্তে করিল শাসন।
বৌদ্ধরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাব সময়ে
স্বেচ্ছাক্রমে তেয়াগিল যজ্ঞসূত্র যত
তোমার সন্তানগণ পুনরায় তাহা
আর্য্যধর্ম্ম অভ্যুত্থানে না করে গ্রহণ।
চলিছে নবীন স্রোত বঙ্গদেশে এবে
নবভাবে উদ্দীপিত তোমার সন্তান
ধীরে ধীরে উপনীত করিছে গ্রহণ।
তাই বলি চন্দ্রাননি! বিষাদ-সলিলে
ভাসা'ও না আর অই বিমল বদন
উদিল অদৃষ্টাকাশে সৌভাগ্য-তপন।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

সার্থকজীবন (৩)।

বিকশিত ফুলবন, শ্যামলা ধরণী
বহিতেছে মৃদুল সমীর,
সরোবরবক্ষে শোভে প্রফুল্লনলিনী
অলিকুল আনন্দে অধীর।

তুলি প্রাণময়ী তান, বিহগ গাহিছে গান
উষার সীমন্তে শোভে তরুণ তপন ;
নীহারের হার পরি শোভে বৃক্ষগণ। ১
অস্তমিত ভানুদেব আরক্ত বদন
সুবর্ণে মণ্ডিত বৃক্ষশির,
পাখিগণ করে সবে কুলায় গমন
যেন সব শান্ত সুগম্ভীর।
সুনীল আকাশগায়, তারাগণ শোভা পায়
হেরি শশধরে সরে ফুল্লকুমুদিনী
রজত ভূষণে সাজি হাসিছে মেদিনী। ২
তুলি সুমধুর ধ্বনি ধায় স্রোতস্বিনী
সমিরণ-হিল্লোলে নাচিয়া,
আকাশের প্রান্তে হেরি ঘন কাদম্বিনী
নাচে শিখি পুচ্ছ বিস্তারিয়া।
যামিনী—মেঘের সঙ্গে খেলিছে ছুটিছে রঙ্গে
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে দূরে জলধর
প্রতিঘাতে কাঁপাইয়া আকাশভূধর। ৩
তুঙ্গ অভ্রভেদী গিরি পাষাণ নির্ম্মিত
বক্ষে তার অমিয় নির্ঝর,
উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ অনন্ত বিস্তৃত
রত্নাকর সুনীল সাগর।
অনন্ত সুষমারাশি, শিশুমুখে আধো হাসি
মায়ের অন্তরে চির স্নেহ প্রস্রবণ
সতীর সর্ব্বস্ব ত্যাগ পতির কারণ। ৪
এই সমুদায় যাঁর রচনামাধুরী।
হেরি যাহা মুগ্ধ হয় মন,
ভাবিতে যাঁহারে মনে পুলকে শিহরি
না জানি কেমন সেই জন।
নশ্বর সৌন্দর্য্যে হেরি নয়ন ফিরাতে নারি,
অনন্ত সে রূপ যদি করি দরশন
তুচ্ছ মানি ব্রহ্মপদ সার্থক জীবন। ৫

শ্রীনৃসিংহগোপাল সিংহ চৌধুরী।

নববর্ষ (৪)।
(আবাহন।)

(১)
এস এস নববর্ষ, করি আবাহন।
দাঁড়াইয়া একপল,
মুছাও নয়নজল ;
শান্তির হিল্লোলে এবে জুড়াও জীবন।

(২)
কত দিন, কত মাস, বর্ষ যুগান্তর—
অতীত তরঙ্গসহ,
মিশি দুঃখে অহরহ,
কালের করাল-স্রোতে ভাসে নিরন্তর।

(৩)
সেই মহাকালগর্ভে চলিছে আবার;
অই ভূধরের সানু,
সিন্ধুতলে পরমাণু;
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা বিশ্বচরাচর।

(৪)
নববর্ষে নববলে হ'য়ে বলীয়ান,
উন্নতি-গর্ব্বিত মুখে,
আশায় উৎফুল্ল বুকে,
কর্ত্তব্যের পথে সবে হয় আগুয়ান।

(৫)
ফুটিছে কাননে ফুল, গুঞ্জরিছে অলি,
অগণিত তরুরাজি,
নব কিশলয়ে সাজি,
শোভিছে চৌদিকে তাই শোভে বনস্থলী।

(৬)
ছুটিছে তটিনীতটে তরঙ্গলহরী—
ঢালিয়া পীযূষরাশি,
ভাসিয়া অমল হাসি,
নব অনুরাগে—যেন বিষাদ আবরি।

(৭)
দলবদ্ধ বিহঙ্গম গাইছে সুস্বরে।
নবীন সঙ্গীততান,
মোহিয়া মানবপ্রাণ,
নববর্ষ-সংমিশ্রণে বহিছে মধুরে।

(৮)
কত দেশে কত জাতি জাগিছে আবার,
নবীন উৎসাহ ভরে,
নব-পদচিহ্ন ধ'রে,
লভিছে নবীনতেজে নব অধিকার।

(৯)
বঙ্গীয় কায়স্থ শুধু লুটায় ধরণী,
ভুলিয়াছে মনোরথ,
আঁধারে কর্ত্তব্যপথ,
রাহুগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি।

(১০)
উন্নতি আশার দীপে উজলি এবারে,
না দেখাবে সেই ভাতি,
ক্ষত্র-তেজ-বীর্য্য-জ্যোতি।
নিশ্চেষ্ট কায়স্থ রবে চির-অন্ধকারে।

(১১)
ভারতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি,
শংক লেখক ব'লে
বুদ্ধি-বীর্য্য-বাহুবলে
সুধন্য জগতী-তলে তার কি এ গতি?

(১২)
ভ্রান্তির অতলজলে, অজ্ঞান-হিল্লোলে,
আশার কুসুম তার,
ছাড়িয়া জীবন-হার
খসিয়া পড়েছে এবে তরঙ্গের কোলে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু।

নববর্ষ (৪)।
(আরতী।)

আবার এসেছ তুমি,
গালভরা হাসি হেসে?
সাজায়ে এনেছ ভরা,
মধুমাসে মধুবেশে? ১

তুমি কি গো বার বার
এসো যাও ঘুরে ফিরে?
ভুলায়ে ছলনা মোহে
দুঃখভার দাও শিরে? ২

মলয় মারুত বায়,
কুসুম-রেণুকা বাস।
আলস লালস নেশা,
সুহৃতার নাগপাশ। ৩

পিছনে নিদাঘ ঘন,
বরিষার ঝঞ্ঝাবাত;
হাহাকার, মহামারী,
দুর্ভিক্ষ অশনিপাত। ৪

আধি, ব্যাধি, শোক, তাপ,
বিয়োগের আঁখিজল।
পেটারা ভরিয়া সঙ্গে
বিপ্লব বাড়বানল। ৫

হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা,
বিলাসিতা অহঙ্কার।
কোন্দল কলহে, আহা!
স্বর্ণভূমি ছারখার। ৬

এই তব ভালবাসা?
এই তব আশীর্ব্বাদ?
দূর হতে নমস্কার!
হিতে তব পরমাদ! ৭

শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীসুমঙ্গল প্রশস্তি।

শ্রীমৎ সুমঙ্গল মহাস্থবিরায় প্রদত্তঃ শ্রদ্ধোপহারঃ॥ *

দেদীপ্যতে ননু চিরং কনকোজ্জ্বলা সা
লঙ্কা সরিৎপতি-মহোর্ম্মি-বিধৌতপাদা।
যাক্কৈব মৈথিলসুতা সুতরামপাবীৎ
শোকাশ্রুভির্বিরহিতা প্রিয়বল্লভেন ॥১॥

১। যাঁহার শরীর পতিবিরহার্ত্তা মৈথিল-রাজকন্যার শোকাশ্রু দ্বারা পূত হইয়াছিল এবং যাঁহার পাদদেশ মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালা দ্বারা সর্ব্বদা বিধৌত হইতেছে, সেই সুবর্ণোজ্জ্বল লঙ্কা চিরকাল দেদীপ্যমান হইয়া থাকে।

শ্রীপাদপর্ব্বতবরোহপ্যভিতশ্চকাস্তি
যত্রাস্তি সৌগতপদোৎপল চিহ্নমেকম্।
অর্চ্চন্তি বৈদিকগণাঃ কিল বিষ্ণুপাদম্
বুদ্ধস্য পাদকমলং প্রবিচিন্ত্য বৌদ্ধাঃ ॥২॥
মোহাম্মদস্য কিল শিষ্যগণাস্তথৈতৎ
মত্বা ভজন্তি ননু হব্যবতী-প্রিয়স্য। *
পূতং তদঙ্ঘ্রি কমলং ননু তত্র সর্ব্বে—
হ্যাধ্যাত্মভক্তিকুসুমং বিসৃজন্তি নিত্যম্ ॥৩॥

---

* ১৩১৬ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, যখন কোলম্বনগর হইতে দেশাভিমুখে প্রতিগমন করেন তৎকালে তথাকার বিদ্যোদয় বিহারে, ভিক্ষু, সিংহলী, বৌদ্ধ, তামিলহিন্দু ও খ্রীষ্টানগণ সমবেত হইয়া মহাস্থবির জ্ঞানেশ্বর যতি সংস্কৃতে যে এক অভিনন্দন তাঁহাকে প্রদান করেন। তাহার প্রত্যুত্তরচ্ছলে এই ৩৩টী কবিতা রচিত হইয়াছিল। সম্পাদকস্য।

* হব্যবতীপ্রিয়=Adam, the husband of Eve.

২।৩। সম্মুখে শ্রীপাদপর্ব্বত (Adam's peak) শোভাবিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। এই পর্ব্বতের উপরে একখানি পাদপদ্ম অঙ্কিত আছে। বৈদিকধর্ম্মাবলম্বিগণ ঐ পাদপদ্মকে বিষ্ণুপাদ বলিয়া অর্চ্চনা করেন, বৌদ্ধগণ উহাকে বুদ্ধের পাদচিহ্ন বলিয়া পূজা করেন, মহম্মদের শিষ্যগণ উহাকে আদমের পদাঙ্ক মনে করিয়া ভজনা করেন। সেই পাদপদ্মখানি অত্যন্তই পবিত্র, কারণ সর্ব্বশ্রেণীর লোক নিয়ত উহাতে অকপট ভক্তিকুসুম উপহার দিয়া থাকে।

যত্রাদাবজনীহ বুদ্ধভগবদ্ধর্ম্মাঙ্কুরঃ সুন্দরঃ
সীহিস্থালগিরিঃসরম্যগহনঃ সন্দীপ্যতে দীপ্তিমান্।
চৈত্যশ্রেণিসমন্বিতং চ রুচিরং বোধিদ্রুনালী-
যুতম্
শ্রীলাঢ্যং হ্যনুরাধপত্তনবরং স্ফারং স্ফুরদ্ রাজতে
॥৪॥

৪। (লঙ্কার) যে স্থানে ভগবান্ বুদ্ধের সুন্দর ধর্ম্ম প্রথমতঃ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সেই দীপ্তিমান্, রমনীয় ও নির্জ্জন সীহিস্থাল পর্ব্বত-পার্শ্বে বিরাজ করিতেছে। বোধি বৃক্ষ সুশোভিত ও চৈত্যশ্রেণীসমন্বিত সুসমৃদ্ধ ও পরম রমনীয় অনুরাধপুর চতুর্দ্দিকে প্রভা বিকিরণপূর্ব্বক শোভা পাইতেছে।

কুন্দাভামলবর্ণশাক্যভগবদ্দন্তাখ্য ধাতোর্যুতম্
শ্রীভিঃ পূর্ণমনল্পসঙ্ঘসহিতং শ্রীবর্দ্ধনং পত্তনম্।
দ্বীপে ভাস্তি বিহাররাজিনিকরা ভিক্ষূৎকরৈঃ
সংযুতাঃ
মন্যে সাগরসন্নিধৌ সুরপুরীং স্থিত্বা হসন্তীব
তে ॥৫॥

৫। দেখ! ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ও নানা কারুকার্য্য-সমন্বিত শ্রীবর্দ্ধনপুর (Kandy) ভগবান্ বুদ্ধের কুন্দ-কুসুমের ন্যায় শুভ্র ও নির্ম্মল দন্ত-ধাতু ধারণ করিয়া কিরূপ শোভা পাইতেছে। অহো! এই দ্বীপে ভিক্ষুসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ বিহারশ্রেণী কিরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। মনে হইতেছে উহারা অমরাবতীকে উপহাস করিবার জন্যই যেন সাগরসমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

ঋদ্ধিপ্রভাববশতঃ কিল বুদ্ধদেবঃ
চাভ্যেত্য ধর্ম্মসুধয়া পরিষিচ্য লোকান্।
অক্ষয্যমুক্তিপদবীং প্রদিশন্ সমন্তান্
পূতাংশ্চকার করুণার্ণব দিব্যমূর্ত্তিঃ ॥৬॥

৬। কথিত আছে দয়ার সাগর দিব্যমূর্ত্তি বুদ্ধদেব ঋদ্ধিপ্রভাবে এই দ্বীপে আগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মামৃত দ্বারা লোকসমূহকে অভিষিক্ত করিয়া উহাদিগকে অক্ষয় মুক্তির পথপ্রদর্শনপূর্ব্বক পবিত্রকৃত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মাশোকে সমুদয়গতে সার্ব্বভৌমে ধরণ্যাং
তস্মাজ্জাতঃ প্রকৃতিকরুণো ভিক্ষুবর্য্যো মহেন্দ্রঃ।
তীর্ণো ব্যোম্না জলধিমতলং দুস্তরং ভীমভঙ্গৈঃ
আগম্যাস্মিন্নদিশদমলাং বৌদ্ধনীতিং বিশুদ্ধাম্ ॥৭॥

৭। যখন ধরণীতলে সার্ব্বভৌম ধর্ম্মাশোক অভ্যুদয় লাভ করে, তখন প্রকৃতি করুন ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র সমুদ্ভূত হন। তিনি তরঙ্গ-ভঙ্গে ভীষণ দুস্তর অতল জলধি উত্তীর্ণ হইয়া আকাশপথে এই দ্বীপে আগমনপূর্ব্বক নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বৌদ্ধনীতির উপদেশ দিয়াছিলেন।

তস্যানুজা চ বিদুষী কিল সঙ্ঘমিত্রা
ভিক্ষুব্রতঞ্চ দধতী প্রবিহায় ভোগম্।
যোষিৎসু যা করুণয়া ননু সিংহলানাং
সম্যক্ প্রচারমকরোদিহ বৌদ্ধবাচাম্ ॥৮॥

৮। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী বিদুষী সংঘ-মিত্রা ভোগসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষুণীব্রত

ধারণ করিয়া সিংহলীয় রমণীগণের প্রতি করুণা বশতঃ এখানে বুদ্ধের বাক্যপ্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীকালিদাস সুকবিঃ কবিষূত্তমোঽসৌ
সানন্দমাগমনমত্র বিধায় তস্থৌ।
সংলক্ষ্য চেহ নিখিলর্ত্তু সমত্বমেতদ্
মত্বৈব নন্দনবনং ন গতঃ স্বদেশম্ ॥৯॥

৯। কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুকবি কালিদাস এই দ্বীপে আগমন করিয়া আনন্দে অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানে সকল ঋতুর সাম্য (চিরবসন্ত) অবলোকনপূর্ব্বক "এই নন্দনবন" এইরূপ অবধারণ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন নাই।

বুদ্ধস্য ঘোষ ইব যস্য বচঃ প্রসিদ্ধং
সোঽপ্যত্র ধর্ম্মমদিশৎ কিল বুদ্ধঘোষঃ।
বঙ্গীয়পণ্ডিতবরঃ স চ চন্দ্রগোমী
বুদ্ধস্য নীতিমতনোৎ কিল সিংহলেষু ॥১০॥

১০। যাঁহার বাক্য বুদ্ধের ঘোষের (বাক্যের) সদৃশ বলিয়া প্রথিত আছে, সেই বুদ্ধ ঘোষও এখানে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। বঙ্গের পণ্ডিতাগ্রণী চন্দ্রগোমিও সিংহলে বুদ্ধের নীতিবিস্তার করিয়াছিলেন।

উচ্চারিতা সুমধুরা কবিতা যদীয়া
চাপ্লাবয়ত্যবিরতং শ্রবণং সুধাভিঃ।
আগম্য সোঽত্র বিদধৌ জিনভক্তিগাথাম্
গৌড়ীয়বিপ্রকবিভারতী রামচন্দ্রঃ ॥১১॥

১১। যাঁহার সুমধুর কবিতা উচ্চারিত হইবা মাত্র কর্ণ অবিরত অমৃতদ্বারা আপ্লুত হয়, সেই গৌড়ীয়ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র ভারতী এখানে আগমনপূর্ব্বক বুদ্ধের ভক্তিগাথা বিরচন করিয়াছিলেন।

আদানদানব্যবহারপূর্ণে
দ্বীপে প্রশিক্ষাং বিতরীতুমেষাম্।
অত্রাগতানামনুসৃত্য মার্গম্
ময়াপি বিদ্যাগ্রহণার্থমেতম্ ॥১২॥

১২। উল্লিখিত মহাত্মাগণ বিদ্যাবিতরণ করিবার জন্য এই দ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পদবী অনুসরণ করিয়া আমিও এখানে আসিয়াছি; কিন্তু আমার আগমন বিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত। এই দ্বীপ আদান ও প্রদানের জন্য চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে।

অস্মিংশ্চ মঞ্জুলতমে কিল তীর্থভূতে
হ্যদ্যাপি বৌদ্ধযতয়ঃ প্রভয়া বিভান্তি।
যে বৈ বিসৃজ্য হৃদয়ান্নিখিলাঞ্চ তৃষ্ণাং
ভৈক্ষ্যব্রতং পরিচরন্তি বিমুক্তসঙ্গাঃ ॥১৩॥

১৩। এই মনোজ্ঞ ও তীর্থসদৃশ দ্বীপে অদ্যাপি বৌদ্ধযতিগণ স্বদীপ্তিতে দীপ্তিমান হইয়া থাকেন। ইঁহারা হৃদয় হইতে নিখিল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে ভিক্ষুব্রতের অনুষ্ঠান করেন।

শ্রীমান্ সুমঙ্গলমুনির্জয়তাচ্চিরায়
যোঽসৌ মহাস্থবিরতাং প্রতিপন্ন পূজ্যাম্।
পুণ্যৈঃ সুধাংশুবিশদৈশ্চ যশোময়ূখৈঃ
শুভ্রায়তে ক্ষিতিতলং সুধিয়াং বরেণ্যঃ ॥১৪॥

১৪। যিনি পূজ্য মহাস্থবির পদপ্রাপ্ত হইয়া জ্যোৎস্নাধবল পুণ্য ও যশোময়ূখদ্বারা

ক্ষিতিতল শুভ্র করিয়াছেন, সুধীগণের অগ্রণী সেই শ্রীমান্ সুমঙ্গল যতির জয় হউক।

গীর্ব্বাণবাক্ষু পরমামগমৎ প্রতিষ্ঠাং
ভাষাসু সৌগতমুখাব্জবিনিঃসৃতাসু।
পালীষ্বয়ং ক্ষিতিতলে গুরুরেক এব
বৌদ্ধাগমে প্রথিতকীর্ত্তিরসৌ জগত্যাম্॥১৫॥

১৫। তিনি গীর্ব্বাণ বাণীতে (সংস্কৃত ভাষায়) পরমপ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, বুদ্ধদেবের মুখপদ্মবিনিঃসৃত পালিভাষা বিষয়ে তাঁহার অতুলনীয় পাণ্ডিত্য এবং বৌদ্ধাগমে তাঁহার কীর্ত্তি জগতীতলে সুপ্রথিত।

বিদ্যোদয়াখ্য পরিবেণ ইহ প্রসিদ্ধঃ
সংস্থাপিতো মতিমতাত্র কলোম্ব পুর্য্যাম্।
সৌবর্ণরত্নখচিতা সুগতস্য মূর্ত্তিঃ
সংপূজ্যতে প্রযতশিষ্যগণৈশ্চ যত্র॥১৬॥

১৬। বুদ্ধিমান্ সুমঙ্গল যতি কোলম্বনগরে বিদ্যোদয়নামে এক প্রসিদ্ধ পরিবেণ (Monastic College) সংস্থাপন করিয়াছেন। সেখানে স্বর্ণরত্ন ইত্যাদি খচিত বুদ্ধের প্রতিমা প্রযত শিষ্যগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে।

যত্রৈব সৌগতগুরুঃ খলু দেবমিত্রো
জ্ঞানেশ্বরো যতিবরশ্চ পবিত্র মূর্ত্তিঃ।
দেবাদিরক্ষিতযতী কিল রত্নসারঃ
শিষ্যান্ দিশন্তি বিবুধা সুগতোক্তবিদ্যাম্॥১৭॥

১৭। সেই পরিবেণে বৌদ্ধগুরু দেবমিত্র, পবিত্রমূর্ত্তি যতিবর জ্ঞানেশ্বর, যতিদের রক্ষিত ও রত্নসার এই সকল পণ্ডিতগণ সুগতোক্ত বিদ্যার উপদেশ দিয়া থাকেন।

প্রজ্ঞান্বিতং হতকদাগ্রহমগ্র্য চিত্তং
জ্ঞানেশ্বরারুণসমং হ্যবলম্ব্য সূতম্।
শ্রীমান্ সুমঙ্গলরবিঃ পরিবেণযানং
সম্যক্ প্রচালয়তি জাড্যতমোঽপহারী॥১৮॥

১৮। জড়তারূপ অন্ধকার-অপহরণকারী শ্রীমান্ সুমঙ্গলরূপরবি প্রজ্ঞাবান্, কদাগ্রহরহিত উদারচেতা, জ্ঞানেশ্বররূপ অরুণকে সারথিরূপে প্রাপ্ত হইয়া এই পরিবেণরূপ যান সম্যকরূপে চালিত করেন।

বিদ্যাধরাখ্যসদসাত্র নিয়ম্যমানো
বিদ্যোততে ক্ষিতিতলে পরিবেণ এষঃ।
যত্রৈব বিগ্রহবতী কিল পালিভাষা
রারাজ্যতে কৃতধিয়াং মুখ-পঙ্কজেষু॥১৯॥

১৯। বিদ্যাধরনামক সভাদ্বারা নিয়ম্যমান হইয়া এই পরিবেণ, ক্ষিতীতলে অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। এখানে বোধ হয় যেন পালিভাষা মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া পণ্ডিতগণের মুখপদ্মে সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন।

কাব্যং হ্বলঙ্করণসুন্দর শব্দবিদ্যা
জ্যোতিশ্চিকিৎসন সুপুস্তকমন্ত্রশাস্ত্রম্।
পাল্যাগমোঽপি পরিবর্ত্ত্য চ পাঠ্যতে তৈঃ
গীর্ব্বাণবাচি কিল বালহিতেচ্ছয়াত্র॥২০॥

২০। এখানে বালকগণের হিতের নিমিত্ত কাব্য, অলঙ্কার, শব্দশাস্ত্র, জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি বিদ্যা ও পালিভাষা সংস্কৃতে পরিবর্ত্তিত করিয়া অধ্যাপিত হইয়া থাকে।

শ্রীমেধাবি সুমঙ্গলাখ্যমুনিনা খ্যাতেন দিক্ষ্বষ্টসু
পূর্ব্বং পাঠিতমপ্যকারণতয়া রোধং গতং কালতঃ।
প্রজ্ঞানন্দযতিং প্রপাঠ্য চ ময়া সংক্রান্তাভিক্ষুং বুধো
তর্কাখ্যাগমশাস্ত্রমুদ্ধৃতকৃতং চাস্যাসতঃ সাম্প্রতম্॥২১॥

২১। অষ্টদিকে খ্যাত মেধাবী শ্রীসুমঙ্গল যতি পূর্ব্বে এই পরিবেণে তর্কশাস্ত্র পড়াইতেন, কিন্তু প্রয়োজনাভাববশতঃ কালসহকারে ঐ শাস্ত্রের প্রচলন রুদ্ধ হইয়াছে। সংপ্রতি

আমি প্রজ্ঞানন্দ যতি ও সংকৃত্য ভিক্ষুকে এই তর্কশাস্ত্র সম্যকরূপে পড়াইয়া বহুকষ্টে ঐ শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করিয়াছি।

ধর্ম্মারামযতিঃ সুবিশ্রুতযশা ব্যক্তাভিরূপ্যং দধৎ
শীলস্কন্ধমুনির্যশস্বী গুণযুক্ প্রাজ্ঞো গভীরাশয়ঃ।
বিদ্বান্ বৌদ্ধজনার্চ্চাপাদকমলঃ শ্রীমান্ সুভূতিস্তথা
রাজন্তেহত্র সুকীর্ত্তয়ঃ স্থবিরতাং প্রাপ্তা ইহে সিংহলে॥২২॥

২২। অধুনা এই সিংহলদ্বীপে তিনটী স্থবির বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ধর্ম্মারাম যতির যশ চতুর্দ্দিকে সুবিশ্রুত এবং ইহার পাণ্ডিত্যও সম্যকরূপে অভিব্যক্ত। শীলস্কন্ধ ভিক্ষু যশস্বী, গুণশালী ও প্রাজ্ঞ এবং ইঁহার হৃদয় অতি গভীর। শ্রীমান্ সুভূতিও অত্যন্ত বিদ্বান্ এবং বৌদ্ধজনের সুপূজিত।

ধর্ম্মানন্দকধর্ম্মরত্নশরণংকারাহ্বসিদ্ধার্থক—
সোমানন্দকরত্নপাল গুণযুগ্রত্নাহ্বয়া চাপরে।
ধর্ম্মস্কন্ধমুখাঃ শ্রয়ন্তি বহবো লঙ্কাং প্রসিদ্ধিং গতাঃ
সিদ্ধান্তে হি তথাগতপ্রকটিতে নৈপুণ্যসাম্বিভ্রতঃ॥২৩॥

২৩। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মানন্দ, ধর্ম্মরত্ন, শরণংকর, সিদ্ধার্থ, সোমানন্দ, রত্নপাল, গুণরত্ন, ধর্ম্মস্কন্ধ প্রভৃতি বহুভিক্ষু লঙ্কায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বৌদ্ধসিদ্ধান্তে ইঁহাদের নৈপুণ্য যথেষ্ট প্রকটিত হইয়াছে।

ধর্ম্মস্য পালক ইতি প্রথিতং পদং তৎ
অন্বর্থতামুপগতং নিপুণে চ যস্মিন্।
প্রখ্যাতকীর্ত্তিরবণৌ স চ বাগ্মিবর্য্যঃ
সংশোভতে যতিগুণঃ কিল ধর্ম্মপালঃ॥২৪॥

২৪। যাঁহাতে "ধর্ম্মেরপালক" এই পদ সার্থক হইয়াছে, যাঁহার নাম জগতে সুবিখ্যাত, সেই বাগ্মিশ্রেষ্ঠ যতিগুণবিশিষ্ট ধর্ম্মপাল এখানে বিরাজ করেন।

ভূয়ো নৃপূজ্যো গুণরত্ননামা
রাজ্ঞাভিমাপ্তঃ সমুদারচেতাঃ।
স্বধর্ম্মকার্য্যং স্থবিরৈঃ সমাত্র
কুর্ব্বন্ গৃহে রাজতি যঃ সুকীর্ত্তিঃ॥২৫॥

২৫। যিনি সকলের কর্ত্তৃক সবিশেষ পূজিত এবং রাজসম্মানে সম্যক বিভূষিত সেই গুণরত্ননামক উদারচেতাঃ কীর্ত্তিমান্ গৃহস্থ, স্থবিরগণের পরামর্শে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সর্ব্বদা শোভা পান।

আঙ্গলীয় শিক্ষণপতেঃ সুযোগ্যমন্ত্রী
প্রাচীনবাগুপকৃতাখ্যসভা সদস্যঃ।
প্রাপ্তা বিভাতি নৃপমানমনেকভাষা—
শুদ্ধানুবাদনিপুণো গুণবর্দ্ধনাখ্যঃ॥২৬॥

২৬। ইংরেজী শিক্ষাধিনায়কের সুযোগ্য মন্ত্রী, "প্রাচীন বাগুপকারক"নামক সভার সদস্য, ভাষাসমূহের শুদ্ধানুবাদে নিপুণ গুণবর্দ্ধননামক গৃহস্থ বহুরাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়া এখানে বাস করেন।

খ্রীষ্টীয়া নিবসন্তি চাত্র বহবঃ তেষামরং বুদ্ধিমান্
তেজস্বী সুযশঃসমূহসহিতঃ সর্ব্বত্র বৈ খ্যাতিমান্।
স শ্রীমানুপশেখরাহ্বয়সুধীঃ খ্রীষ্টে সদা ভক্তিমান্
বুদ্ধেহপ্যাদরবানভিহি মহতামৈশ্বর্য্যমুখ্যা গতিঃ॥২৭॥

২৭। এখানে অনেক খ্রীষ্টান বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তেজস্বী, যশস্বী ও খ্যাতিমান্ উপশেখরনামক সুধী যীশুখ্রীষ্টকে সর্ব্বদা ভক্তি করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেবের প্রতিও তাঁহার বিশেষ আস্থা আছে; কারণ উদারচিত্ত লোকসকল যেখানে ঐশীশক্তি

দেখিতে পান সেইদিকেই উন্মুখ হইয়া থাকেন।

অত্যোহপ্যস্তি বদান্যরম্যকরুণঃ খ্রীষ্টে জনে দক্ষিণঃ

প্রজ্ঞাবানিতিহাসশাস্ত্রনিপুণঃ পাল্‌পীরিসাখ্যানকঃ।

নানাবাগ্বিবুধো নৃপস্য কৃতিষু প্রোৎসাহবান্ মানবাঃ

যদ্বৃত্তং হ্যুদয়স্তমংশুমিব বৈ পশ্যন্তি কৌতূহলাৎ ॥২৮॥

২৮। খ্রীষ্টানসমাজে আর একজন সরল, প্রজ্ঞাবান্, বিদ্বান্ ও করুণহৃদয় ব্যক্তি বিদ্যমান আছেন। তাঁহার নাম পাল্‌পীরিস্। ইনি ইতিহাসশাস্ত্রে সুনিপুণ, নানাভাষায় অভিজ্ঞ এবং রাজকার্য্যে সর্ব্বদা উৎসাহশীল। উদয়্যুন্মুখ সূর্য্যের গতির ন্যায় এই মহাত্মার ভাবি উন্নতি ও অবনতি প্রজাগণ কৌতূহলের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

অত্রাপি তামিলবুধা নিবসন্ত্যনেকে

শৈবাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ খলু বৈষ্ণবাশ্চ।

তেষাস্তু পাণ্ড্যমহীপান্বয়জো মনস্বী

বিভ্রাজতেহরুণনিভোহপ্যরুণাচলোহসৌ ॥২৯॥

২৯। এখানে অনেক তামিল হিন্দু সুধী বাস করেন। তাঁহারা স্বধর্ম্মনিরত শৈব বা বৈষ্ণব। তাঁহাদের মধ্যে পাণ্ড্য রাজবংশে সমুৎপন্ন মনস্বী অরুণাচলম্ সূর্য্যের ন্যায় শোভা বিকীরণ করিতেছেন।

বিশারদো দেশজনাদিপূজিতঃ

নৃপস্য কার্য্যে পরমং পদং গতঃ।

বিচিত্রবিদ্যানিরবদ্যকর্ম্মণি

মহাশয়োহস্তি হ্যধুনা স সংবৃতঃ ॥৩০॥

৩০। ইনি সুপণ্ডিত ও দেশপূজ্য এবং রাজকার্য্যে পরমোন্নতিলাভ করিয়াছেন। অধুনা এই মহাত্মা নানা বিচিত্র বিদ্যানুশীলনে ও পবিত্রকর্ম্মে সংলিপ্ত আছেন।

তদ্‌ভ্রাত্রোজ্জ্বলতা কুশাগ্রমতিনা শ্রীরামনাথেন বৈ

বৌদ্ধখ্রীষ্টকবৈদিকাগমগণে সংরাধ্যতা তুল্যতাম্।

পৃথ্বী চৈব কুটুম্বমেবমনিশং নিধ্যায়তা স্বীয়কম্

অদ্বৈতপ্রসরং বিধাতুমনসা যত্নঃ সদা তন্যতে ॥৩১॥

৩১। তাঁহার ভ্রাতা সমুজ্জ্বল ও কুশাগ্রীয় বুদ্ধি শ্রীরামনন্দম্ বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও বৈদিকশাস্ত্রের পরস্পর সাম্য-সংস্থাপনপূর্ব্বক অহর্নিশ সমগ্র বসুধাকে নিজের কুটুম্ব বিবেচনা করিয়া যথার্থ অদ্বৈতমত জগতে প্রচারের জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিতেছেন।

নাম্নাহং হি সতীশচন্দ্র নিপুণঃ সংপ্রেরিতো বঙ্গতো

বিপ্রো ভারতবর্ষভূমিপতিনা বৌদ্ধাগমস্যাকরে।

লঙ্কায়াং চ সুমঙ্গলর্ষি সবিধে প্রাধীত্য বৌদ্ধাগমং

চন্দ্রাগ্নিদ্বিপচন্দ্রবর্ষ বিমিতে জাতঃ শকে তুষ্টিমান্ ॥৩২॥

৩২। আমার নাম শ্রীসতীশচন্দ্র। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। বৌদ্ধশাস্ত্র-অধ্যয়নার্থে আমি ভারত-গভর্ণমেন্ট-কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত হইয়াছি। বৌদ্ধাগমের আকরসদৃশ লঙ্কাদ্বীপে ১৭৩১ শকাব্দে সুমঙ্গল যতির নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমি প্রীতিলাভ করিলাম।

কিং বা সমর্প্য গুরুদেব গৃহং ব্রজামি

স্পর্শস্তয়া পরিহৃতো বসুরত্নকানাম্।

তস্মাৎ প্রশস্তিরিতি যা তব সন্নিকর্ষে

ভক্ত্যার্পিতা নহু ময়া গুরুদক্ষিণাস্তু ॥৩৩॥

৩৩। হে গুরো! (সুমঙ্গল) আমি গৃহ-প্রতিগমনকালে আপনাকে কি অর্পণ করিব? আপনি পার্থিব ধনরত্নের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব এই প্রশস্তি আমি ভক্তিপূর্ব্বক আপনার সমক্ষে অর্পণ করিলাম, ইহাই আমার গুরুদক্ষিণা হউক।

মহামহোপাধ্যায়—বিদ্যাভূষণোপাধিক
শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

করণ ও অম্বষ্ঠ।

"যদ্যপি ন কাচনো হানিঃ
পরকীয়ান্দ্রাক্ষান্ রোচয়তি রাসভঃ।
অসমঞ্জসমিতিমত্বা,
তথাপি খলু খিদ্যতে চেতঃ॥"

উপক্রান্ত প্রবন্ধের শিরোদেশে আমরা যে দুইটী জাতির নাম উল্লেখ করিলাম, ইহারা উভয়েই বর্ণসঙ্কর। কিন্তু এই উভয় জাতির মধ্যে কে কোন্ বর্ণের অন্তর্গত, তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। বলা বাহুল্য তোমার আমার নিকটেই যে কেবল সে রহস্য সূচী-ভেদ্যতমঃপটলের অন্তরালে লুকায়িত, তাহা নহে। অশেষ শাস্ত্রপারদৃশ্বা প্রাচীন নিবন্ধ-কারগণও এবিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। ফলতঃ তাহাদের মধ্যে কেহ বা অম্বষ্ঠ-কে, অপরপক্ষে আবার কেহ বা করণকেই একতর দ্বিজের আসনপ্রদানে সম্বর্দ্ধিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কাজেই এবিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক।

বোধ হয় আজকাল সাক্ষরব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে, বৈশ্যকর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্র কন্যাতে জাত অর্থাৎ অনন্তরজ বৈশ্য-তনয়ের নাম করণ। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক পরিণীতা (বিবাহিতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও আজ আমারা তর্কের খাতিরে পরিণীতা বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইলাম) বৈশ্যকন্যার গর্ভে সঞ্জাত অর্থাৎ একান্তরজ ব্রাহ্মণতনয়ের নাম অম্বষ্ঠ। মহর্ষি ব্যাস বলেন,—

"বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।৮"
(ব্যাসসংহিতা ১ম অ০)

"ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা, যে ব্রাহ্মণকন্যা তাহাকে বিপ্রবিন্না কহে। বিপ্র-বিন্না পত্নীতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে; ক্ষত্রবিন্না পত্নীতে (ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকন্যাকে ক্ষত্রবিন্না বলে) জাতসন্তানের জাতকর্ম্মাদি-সংস্কার ক্ষত্রিয়জাতির ন্যায় করিবে; ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহি-তা শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি শূদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের জাত-কর্ম্মাদি-সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে; এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যকর্ত্তৃক বিবাহিতা

শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি-সংস্কার শূদ্রজাতির মত করিবে।"

(পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ)

অতএব বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে সমুৎপন্ন অম্বষ্ঠজাতিকেই একতর বৈশ্য ও শূদ্রামাতৃক করণজাতিকে একতর শূদ্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু "প্রকৃতি বিশিষ্টং চাতুর্ব্বর্ণ্যং সংস্কারবিশেষাচ্চ।" ইহাই মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিপ্রায়। কিন্তু মনুমহারাজ বলেন,—

"স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেচাপধ্বজাঃ স্মৃতাঃ।"৪১।

(মনুস্মৃতি ১০ম অ০)

নাই অন্তর অর্থাৎ অবকাশ বা ব্যবধান যাহাদের তাহাকেই অনন্তর বলে। যেমন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা, বৈশ্যের শূদ্রা। অতএব কথা হইতেছে, স্বজাতিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণি, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যের বৈশ্যাপত্নীগর্ভেজাত পুত্রত্রয় এবং ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও বৈশ্যের শূদ্রাপত্নীতে সমুৎপন্ন পুত্রত্রয় অর্থাৎ মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণ এই জাতিত্রিতয় দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ দ্বিজোচিত উপনয়নাদি সংস্কারার্হ। যেহেতু "মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ণ প্রশস্যতে" ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। সত্য বটে মনুমহারাজও অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

"জাতোনার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যোভবেৎ গুণৈঃ।
জাতোহপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ।৬৭
তাবুভাবপ্যসংস্কার্য্যাবিতি ধর্ম্মোব্যবস্থিতঃ।
বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ।৬৮
সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রেজাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি।৬৯

(মনুস্মৃতিঃ ১০ম অ০)

ইহার ফলিতার্থ এই—শূদ্রাগর্ভে আর্য্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকর্ত্তৃক সঞ্জাত তনয় আর্য্য হয় সত্য; কিন্তু অনার্য্য অর্থাৎ শূদ্রকর্ত্তৃক আর্য্যাগর্ভে সমুৎপন্ন সন্তান অনার্য্যই হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহারা উভয়েই দ্বিজবৎ উপনয়নাদি সংস্কারার্হ নহে। পক্ষান্তরে আর্য্যকর্ত্তৃক আর্য্যাগর্ভে জাত সন্তান দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারার্হ হয়। অতএব ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বৈশ্যকন্যাগর্ভে জাত অম্বষ্ঠজাতি যে উপনয়নাদি দ্বিজোচিত সমস্ত সংস্কারার্হ তাহা অপলাপ করা সহজ নহে। কিন্তু ইহা সামান্যবিধি। বলা বাহুল্য সামান্যবিধি বিশেষবিধির বাধক হইতে পারে না। বরং বিশেষবিধিদ্বারাই সামান্যবিধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। অতএব "স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ" এই বিশেষবিধির বলে করণের পক্ষেই দ্বিজত্বের দাবী বলবৎ, অম্বষ্ঠের পক্ষে নহে। অন্যথা ভগবান্ মনু স্বয়ং অন্যত্র আর্য্যকর্ত্তৃক বিবাহিতা আর্য্যাগর্ভজাত আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরীনামক জাতিবিশেষকে একতরশূদ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন কেন? যথা,—

"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালদাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নাযশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।
২৫৩"

(মনুস্মৃতিঃ ৪র্থ অ০)

শূদ্রের মধ্যে আর্দ্ধিক, কুলমিত্র, গোপাল, দাস, নাপিত এবং যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহার অন্নগ্রহণ ব্রাহ্মণের পক্ষেও দোষাবহ নহে। বলা বাহুল্য আর্দ্ধিক ও অম্বষ্ঠ যে একই

কথা, মহর্ষি পরাশরের নিম্নলিখিত পত্তটীই তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ। যথা,—

"বৈশ্যকন্যা সমুৎপন্নঃ ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
আর্দ্ধিকঃ সতু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্য বিপ্রের্ণসংশয়ঃ। ২৩"

(পরাশরস্মৃতিঃ ১১শ অ০)

ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা (১) বৈশ্যকন্যাগর্ভে সঞ্জাত পুত্র ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইলে, তাহাকে আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরী বলে; ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাদের অন্নভোজন অবৈধ নহে। বলা বাহুল্য ভগবান্ মনুই যে কেবল এই বিপ্র-বৈশ্যাজ আর্দ্ধিক জাতিকে একতরশূদ্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা নহে। শাস্ত্রান্তরেও লিখিত আছে,—

"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ দাসগোপালনাপিতাঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নাযশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ। ১৬"

(বিষ্ণুস্মৃতিঃ ৫৭ অ০)

"শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতাশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ। ১৬৮"

(যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিঃ ১ম অ০)

"দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নাযশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।"

(যমস্মৃতিঃ ২০, পরাশরস্মৃতিঃ ১১ টিঃ)

"নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধসীরিণোদাসগোপকাঃ।
শূদ্রানামপ্যমীষান্তু ভুক্‌ত্বান্নং নৈব দুষ্যতি। ৫১"

(ব্যাসসংহিতা ৩য় অ০)

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়।

(১) "ব্রাহ্মণো বৈশ্যকন্যামূঢ়া তস্যাং যং পুত্রমুৎপাদয়ন্তি সংস্কৃতঃ স নাম্না আর্দ্ধিক ইতি বা অর্দ্ধসীরীতি বাভিধীয়তে ইতি।"
(পরাশরভাষ্যে প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডে মাধবাচার্য্যঃ)

শ্যামবর্ণ।

সাধারণতঃ লোকে "কৃষ্ণ" বর্ণকে "শ্যাম"-বর্ণ কহে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। "শ্যাম-বর্ণ বলিলে "তপ্তকাঞ্চন" বুঝায়। "শ্যাম" শব্দে "কৃষ্ণ"বর্ণ হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের রূপ বর্ণনায় "শ্যাম" শব্দে "কৃষ্ণ" নহে। গত শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় ১২৬ পৃষ্ঠায় পাদমন্তব্যে সুযোগ্য সম্পাদকমহাশয় শ্যামবর্ণকে "হেমবর্ণ" বলিয়াছেন। তাহাতে ঐ পত্রিকায় কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণমাসের সংখ্যায় ২৮৯ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় ঐ অর্থ সমীচীন বলিয়া স্বীকার না করিয়া "শ্যামবর্ণ" যে "কৃষ্ণবর্ণ" তাহার কতকগুলি আধুনিক বাঙ্গলা কবির রচনায় প্রমাণ দিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল প্রমাণ সমীচীন হয় নাই। ভবিষ্যপুরাণে চিত্রগুপ্তদেবের রূপবর্ণনায় "শ্যামঃ কমললোচনঃ" বলিয়াছেন। ভবিষ্য-পুরাণ সংস্কৃতগ্রন্থ; ইহার প্রমাণ সংস্কৃত কবির রচনা প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক "শ্যামবর্ণ" যে "হেমবর্ণ" তাহার প্রমাণ দিতেছি।

ভট্টির ষষ্ঠসর্গে সূর্পণখা রাবণের নিকট গিয়া সীতাদেবীর রূপবর্ণনায় কহিয়াছেন—

যোষিদ্বৃন্দারিকাতস্ত দয়িতাহংসনাদিনী।
দূর্ব্বাকান্তমিব শ্যামা ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা॥

ইহার টীকায় জয়মঙ্গল, ভরত মল্লি ও নারায়ণ, "শ্যামা" শব্দের লক্ষণায় বলিয়াছেন—

"শীতেসুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে যা সুখশীতলা।"
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥

মেঘদূতে উত্তরমেঘ ২১শ শ্লোকে যক্ষ তাঁহার স্ত্রীর বর্ণনায় বলিয়াছেন—

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামাচকিতহরিণী প্রেক্ষণানিম্ননাভিঃ।
শ্রোনীভারাদলসগমনাস্তোকনম্রাস্তনাভ্যাং
যাতত্র স্যাৎযুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেবধাতুঃ॥

ইহার "শ্যামা" শব্দে টীকাকার মল্লিনাথ ঐ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণা দিয়াছেন।

নৈষধচরিতে তৃতীয়সর্গে দময়ন্তী, নলপ্রেরিত হংসপশ্চাৎ ধাবমানা হইয়া তাহাকে ধারণ করিতে অশক্তা হইলে সখিগণ হাস্য করিয়াছিলেন। কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

ধৃতাল্প কোপাহসিতে সখীনাং
ছায়েব ভাস্বন্তমভি প্রযাতুঃ।
শ্যামাথ হংসস্য করানবাপ্তে-
র্মন্দাক্ষলক্ষ্যা লগতি স্ম পশ্চাৎ॥

ইহার "শ্যামা" শব্দের অর্থে টীকাকার মল্লিনাথ, নারায়ণ ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়গণ ঐ লক্ষণা করিয়াছেন।

ব্রজকুলললামভূতা শ্রীরাধিকার রূপবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—

মধ্যাত্মাত্ম সখীস্কন্ধ লীলান্যস্ত করাম্বুজাং।
শ্যামাং শ্যামস্মরামোদমধুলী পরিবেশিকাং॥
স্তবাবলী প্রেমাম্ভোজ মরন্দাখ্যস্তবে।

ইহার "শ্যামা" শব্দে টীকাকার শ্রীবঙ্কবিহারী বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও ঐ লক্ষণা করিয়াছেন। অন্যান্য কাব্য এখানে না থাকা বশতঃ প্রমাণ দিতে পারিলাম না।

সরকারমহাশয় আরও কহিয়াছেন যে, "কৃষ্ণের বর্ণ কি কৃষ্ণ নহে?" কৃষ্ণের বর্ণ যে কৃষ্ণ নহে তাহার প্রমাণ দিতেছি—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
শ্রীভাগবতে ১১।৫।৩২।

ইহার টীকায় স্বামীপাদ কহেন—

"কৃষ্ণতাং ব্যাবর্ত্তয়ন্তি" অর্থাৎ কৃষ্ণের রূপ যে খস্‌খসে কৃষ্ণবর্ণ নহে, উহাই পরিহার করিতেছেন। "ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণমিন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং।" টীকাকার বীর রাঘবাচার্য্য মহাশয় কহেন—

"ত্বিষা কান্ত্যা কৃষ্ণবর্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং।" বিম্বার্কসম্প্রদায়ী শ্রীশুকদেব কহেন—

"ত্বিষা মহত্যা কান্ত্যোপলক্ষিতং কৃষ্ণেন স্বাসাধারণেন বর্ণেন যুক্তমিন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং।"

শ্রীকৃষ্ণের রূপ যথা—

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীক প্রভঃ
প্রভাতি নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বি পীতাম্বরঃ।
অরণ্যজ পরিক্রিয়াদমিত দিব্য বেশাদরো
হরিন্মনি মনোহর দ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ॥
বিদগ্ধমাধবে ১ম অঙ্কে।

পুনরায়—

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীমদবিড়ম্বি দেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপিনব্যোযুবা।

সখি স্থিরকুলাঙ্গনা নিকরনীবিবন্ধার্গল
চ্ছিদাকরণ কৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ॥
ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে।

পুনরায়—
হরিন্মণি কবাটিকা প্রকরহারি বক্ষঃ স্থলঃ
স্মরার্ত্ত তরুণী মনঃ কলুষহারি দোরর্গলঃ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃ স্পৃহাং॥
গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে।

পুনরায়—
ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দ্র মুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক রাস রসতাণ্ডবী ক সখি জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক বত হন্ত হাধিগ্বিধিম্॥
ললিতমাধবে তৃতীয়াঙ্কে।

অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের রূপকে নবজলধরকান্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—
নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্র মুরলীমুখঃ শরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতার হার প্রভঃ
সমে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাং॥
গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে।

পুনরায়—
একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামা-ক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদ পরম্পরা মুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধ ঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটেবীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়েরতিরভূন্মন্যেমৃতিঃ শ্রেয়সী॥
বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে।

এতদ্ভিন্ন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচরিতামৃত কাব্য, উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ঐ রূপই বর্ণনা করিয়াছেন। বাহুল্য বশতঃ উদ্ধৃত করিলাম না।

অধুনাতন শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত সুতরাং তাহাতে নীলমণির বর্ণ প্রস্ফুটিত হয় না বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ খস্‌খসে কালবর্ণ তাহা সম্ভবপর নহে।

আরও ভবিষ্যপুরাণের বর্ণনা "শ্যামঃ কমল-লোচনঃ"; তাহাতে যিনি কমললোচন তাঁহার বর্ণ যে খস্‌খসে কাল বা দগ্ধ মৃণ্ময় পাত্রের নিম্নদেশের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ তাহাও সম্ভবপর নহে। অলমতিপল্লবিতেন।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

উদ্বাহে উদ্বন্ধন।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

(৫)

অন্তঃপুরে গিয়া নলিনীবাবু আহারে বসিলেন। মৃণালিনী পরিবেশন করিতে করিতে জিজ্ঞাসিলেন,— বিষ্ণুপুর হইতে ভট্টাচার্য্য-মহাশয় ফিরিয়াছেন কি? নলিনীবাবু বলিলেন, "হাঁ, তিনি এসেছেন। সে ঘরে যে আমি মেয়ে দিতে পারি এমন ত মনে হয় না। পাঁচটী হাজার টাকা দিতে পারিলে সে সম্বন্ধ হয়। তা হলেই বাড়ীখরচ ইত্যাদিতে সর্ব্ব-সাকল্য সাত হাজারের কমে বিবাহ কিছুতেই

নির্ব্বাহ হইতে পারে না। অত টাকার যোগাড় কিরূপে হবে?" মৃণালিনী। "তা সত্য কিন্তু মেয়ে বিয়ে না দিলেও ত নয়।" নলিনী। অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেওয়ানজী বলিলেন 'নিধিনগরের দত্তবাড়ীতে একটী ছেলে আছে—মাসে ৩০৲ টাকা পায়। স্থাবরসম্পত্তি কিছুই নাই। অল্প টাকায় হতে পারে। তাই ভাব্‌ছি কি করি।' মৃ। 'সে ছেলের খবর আমি জানি, আমার মামা বাড়ীর পাশেই তাদের বাড়ী। ছেলেটীর সমস্ত গুণ-ই আছে —ইন্দ্রিয় দোষও আছে—মদও চলে! আপনার মেয়ে আপনি যথেচ্ছা বিবাহ দিতে পারেন, আমার বাঁধা দিবার সাধ্য নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, ও ছেলের কাছে না দিয়া জলে ডুবাইয়া দিলেও মন্দ হয় না।' ন। 'আমি ত আর তোমার মত না লইয়া কোথাও সম্বন্ধ স্থির কর্‌ছি না; দেওয়ানজী বল্লেন তাই তোমাকে জানান গেল। অপাত্রে কিরণকে অর্পণ করা কখনই আমার মত নয়। বিষ্ণুপুরের সম্বন্ধ করিতে আমার স্পৃহা থাকিলেও অর্থাভাবে তাহা পূর্ণ হবার ত উপায় দেখি না। যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে তাহা হস্তান্তর করিলে বিষ্ণুপুরে মেয়ের বিয়ে হয়; পক্ষান্তরে আমাদিগকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে হইবে।' মৃণালিনী বলিলেন— "সম্পত্তিটুকু খোওয়ান কিছুতেই হ'তে পারে না। এক কাজ করুন, আমার গহনাগুলি বিক্রয় করিলে অন্ততঃ হাজার চার টাকা হবে— আর হাজার দেড়েক টাকা কর্জ্জ করিয়া সংগ্রহ করুন। ব্যয়বাহুল্য না করিলে উহাতেই বিবাহ নিষ্পন্ন হইবে।"

ন। ব্যয়বাহুল্য করিব! তা হ'লে আর আমার এমন দশা হ'বে কেন? তুমি যা বল মৃণাল, তোমার গহনা বিক্রয় ক'রে মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমি কাপুরুষত্ব দেখাব না— সম্পত্তিচ্যুত হই সেও ভাল।

মৃ। যেখানে করুন, আর যেরূপেই করুন, বিয়ে দিতে আর বিলম্ব কর্‌বেন না। মেয়ে বড় হওয়ায় লোকে নিন্দা কর্‌ছে। মেয়ে সরমে মরমর হয়ে আছে, মেয়ের পানে তাকা'লে বুক কাঁপিয়া উঠে!

ন। কাল বিষ্ণুপুর যাই, দেখি কিছু কম সম কর্‌তে পারি কি না, নেহাত কম কর্‌তে না পার্‌লে আর কি কর্‌ব; ঐ সম্বন্ধই স্থির ক'রে আস্‌ব। আমাদের অদৃষ্টে যা বাকী আছে তা হবেই।

মৃণালিনী আর কোন কথা বলিলেন না— রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। নলিনীবাবু মেয়ের বিবাহ ও আপনার ভাগ্য চিন্তা করিতে করিতে ভোজন শেষ করিলেন।

(৬)

মৃণালিনীর নিকট কাল যাব বলেছিলেন বটে কিন্তু কোন বিশেষ কারণে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই—আজ সপ্তাহ পরে গ্রাম্যপুরোহিত ও দেওয়ানজীকে সঙ্গে লইয়া নলিনীবাবু বিষ্ণুপুর রওনা হইলেন। বিষ্ণুপুর কামতাপুর হইতে ৬ ক্রোশ ব্যবহিত। জন্মাবধি যে নলিনীবাবু কোথায়ও দু'পা হাটিয়া যান নাই—আজ তিনি ছ ক্রোশ হাটিয়া চলিলেন। অবস্থা মানুষের অভ্যাসকে নির্দ্দয়তারসহিত পরিবর্ত্তিত করিয়া লয়; ইহা তাহার জলন্ত প্রমাণ। নলিনীবাবু কিছুক্ষণ হাটিয়াই বসিয়া পড়িতেছেন—একটু বিশ্রাম করিয়া আবার হাটিতেছেন; বারম্বার এইরূপ করিতে করিতে নির্দিষ্ট সময়ের বহু

পরে তাঁহারা বিষ্ণুপুর অভয়বসুর ভবনে পৌঁছিলেন। নলিনীবাবু আজ আসিবেন, এ সংবাদ পূর্ব্বেই জ্ঞাত থাকায় অভয় বসু নানারূপ আয়োজন করিয়াছেন। যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়ায় মনে করিতেছিলেন,—বুঝি আজ আর নলিনীবাবু আসিলেন না। বসুমহাশয় খাতক ও প্রজাবর্গসহ তত বেলা ও অম্লান অনাহারে কাছারীগৃহে বসিয়াছিলেন। বলিয়া রাখা ভাল; অভয় বসুর পূর্ব্বাবস্থা ভাল ছিল না। বিবাহ করিয়া কিছু টাকা পান, সেই টাকা লগ্নী করিয়া বুদ্ধিকৌশলে আজ প্রায় লক্ষ টাকার লগ্নী কারবার চালাইতেছেন; ভূসম্পত্তিও কিছু করিয়াছেন; ছেলে দু'টীকে পড়াইয়া মানুষ করিয়াছেন—বড়টী মুন্সেফী করেন, ছোটটী বি, এ, পাশ করিয়া ডিপুটী হইবার জন্ত কমিশনার সাহেবের উপাসনায় নিরত আছেন। এই ছোট ছেলের সহিতই কিরণের বিবাহ প্রস্তাব চলিতেছে। নলিনীবাবুর আগমনবার্ত্তা শুনিয়াই অভয় বসু কাছারীগৃহের বাহিরে আসিয়া সসম্মানে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। মুন্সীবাবুর আগমন সংবাদ গ্রামময় প্রচার হইয়া পড়িল—তাঁহাকে দেখিতে দলেদলে লোক আসিতে লাগিল। বসুমহাশয় অবিলম্বে স্নানাহারের সুবন্দোবস্ত করিলেন। এদিকে অধমর্ণ ও প্রজাদিগকে যাইবার আদেশ দিয়া নলিনীবাবুর সম্মান ও প্রীতিবিধান জন্ত যথোচিত যত্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 'নলিনীবাবু কালপ্রভাবে গরিব হইয়া থাকিলেও তিনি আমাদের মুকুটমণি—তাঁহার সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে আমার সামাজিক প্রতিপত্তি যে অত্যন্ত বাড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মেয়েটীও পরমাসুন্দরী অধিকন্তু নগদ মুদ্রাও কিছু পাওয়া যাইবে।' মনে মনে বসুমহাশয় এইরূপ লাভের অঙ্ক কষিয়া নলিনীবাবুর সহিত সম্পর্কস্থাপনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। দিনেরবেলা বিবাহ-প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন কথা-বার্ত্তা হইল না—রাত্রে অভয় বসু গ্রামস্থ সম্রান্ত ও বিচক্ষণ লোকদিগকে ডাকাইলেন। জ্ঞাতি-কুটুম্বেরাও আসিলেন। পল্লীগ্রামে কোন কাজ করিতে হইলে গ্রাম্য দশজনের সহিত পরামর্শ না করিয়া কেহ করে না। অপেক্ষাকৃত প্রাচীনেরা কখনও এ নিয়ম অতিক্রম করেন না। উপস্থিত ভদ্রসজ্জনেরা একবাক্যে বিবাহ-প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। কেহ কেহ এরূপও বলিলেন—'মুন্সীবাবুদের ঘরের মেয়ে ঘরে আনা কম সৌভাগ্যের কথা নহে; অবস্থা-বৈগুণ্য না ঘটিলে বসুমহাশয়ের এরূপ আশা মনে স্থান দিতেও সাহস হইত না।' বিষ্ণুপুরস্থ ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ভদ্রমহোদয়েরা নলিনীবাবুকে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের ও তাঁহার নিজের অসামান্ত মহত্বকাহিনী বর্ণনা করতঃ আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। বসুমহাশয়ের পুত্র নরেশের করে কন্যাসম্প্রদান করিলে তিনি অসুখী হইবেন না—নরেশ বড় চোখা ছেলে—চরিত্রটী বড়ই মধুর—চেহারাখানিও মনোহর—বিষ্ণুপুরের মধ্যে বর্ত্তমানে বসুমহাশয়ের তুল্য সম্পত্তিবান্ কেহই নাই। উন্নতির সময়—ইত্যাদি ইত্যাদি নানারূপ বিবাহ-যোজনার অনুকূল বাক্যাবলীতে বৈঠকখানা মুখর হইয়া উঠিল। দেওয়ানজী দেখিলেন, রাত্রিও ক্রমে বেশী হইতেছে অথচ কাজের কথা এখনও উঠিলে না—তিনি শুধু কাজ বুঝেন—বাজে কথা চাহেন না। বৃদ্ধ বলিলেন,—মুন্সীবাবুর উপস্থিতিতে

আপনারা যেরূপ সৌজন্য দেখাইলেন তাহা আপনাদের উচ্চ হৃদয়েরই যোগ্য। মুন্সীবাবু কন্যাদায়গ্রস্ত হ'য়ে বসুমহাশয়ের ভবনে উপনীত—বসুমহাশয় অবস্থাপন্ন ও সজ্জন। মুন্সীবাবু যাহাতে কন্যাদায়মুক্ত হ'তে পারেন; বসুমহাশয়ের তদনুরূপ অনুগ্রহপ্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

আপনারা দশজন ভদ্রসন্তান, তদ্বিষয়ে মুন্সীবাবুর বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় বসুমহাশয়ের হৃদয়ে একটু সহানুভূতির সৃষ্টি করিলে মুন্সীবাবু উপকৃত বোধ করিবেন।

দেনা পাওনার কথা আপনারা স্থির করিয়া দিন্—আশা করি উভয়পক্ষই বাধ্য হইবেন। দেওয়ানজীর কথা সমাপ্ত হইলে ন্যায়রত্নমহাশয় অভয় বসুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—অভয়বাবু, দেওয়ানজী মহাশয় যা বল্লেন, তা'ত শুন্‌লে—কি হ'লে সম্বন্ধটী হ'তে পারে বল ত? বসু বলিলেন—আপনারাই ত আছেন, আমি আর কি বল্‌ব। অতঃপর ন্যায়রত্নমহাশয়, স্বরূপ গুহ, রামগতি দত্ত, অভয় বসুর জ্ঞাতি খুড়া জগবন্ধু বসু প্রভৃতি বৈঠকখানা হইতে উঠিয়া মণ্ডপে গেলেন—অভয় বসুও তথায় যাইলেন। কিছুক্ষণ মন্ত্রণা করতঃ একে একে সকলেই বৈঠকখানায় আসিলেন। ন্যায়রত্ন দেওয়ানজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—অভয়বাবুর, পুত্র নরেশ যেরূপ ছেলে তা'তে দশ হাজার টাকা চাহিলেও চাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমরা মুন্সীবাবুর নিকট অত টাকা চাহি না—তিনি পাঁচ হাজার টাকা ও উপযুক্ত দানসামগ্রী দিউন—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকিলে বিবাহের আর কোন বাঁধা দেখা যায় না।' দেওয়ানজী বলিলেন—'মুন্সীবাবুর পূর্ব্বাবস্থা বজায় থাকিলে আপনি যেরূপ বল্লেন উহা দিতে কোন আপত্তি-ই করা হ'ত না—বর্ত্তমান অবস্থায় অত টাকা দেওয়া অসম্ভব। আপনারা যে কোন অন্যায় প্রস্তাব করিয়াছেন, এমন আমি বলি না; তবে বর্ত্তমান অবস্থায় বসুমহাশয়ের একটু ত্যাগস্বীকার না কর্‌লে মুন্সীবাবুর বামনের চাঁদ ধরার আকাঙ্ক্ষার ন্যায় স্বীয় বাসনাকে ক্ষুব্ধ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।' একটী যুবক নাম চারু—ঐ গ্রামেই বাড়ী। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"বলেন কি মহাশয়, বিবাহে পণগ্রহণ করার প্রস্তাব মাত্রেই কি অবৈধ ও অশাস্ত্রীয় নহে? এ পাপপ্রথা যে এখনও সমাজে স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা কেবল কতকগুলি অর্থলোলুপ ব্যক্তির সংকীর্ণ প্রবৃত্তির গুণে; সমাজ ত শ্মশান হইয়া গেল, তবু চৈতন্য হইল না।" চারুর কথা শুনিয়া অভয় বসু আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন—"আমি ভাবিয়াছিলাম চারু খুব ভাল ছেলে, দেখিতেছি খুব জেঠামি শিখেছে। যেখানে বৃদ্ধেরা কথা কহিতেছেন, সেখানে ফাজলাম করা কি ভাল। ছেলে মানুষ, তোমার বয়সই বা কত—বোঝই বা কি? শাস্ত্রে ত অনেক কথা আছে—কে কয়টা মানে; শুধু পণগ্রহণের বেলায় গোল করিলে চলে না। আর আমার কাছে নাম কর ত কে পুত্রের বিবাহে টাকা পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা ত্যাগ করিয়াছে? অনেকের কথা আমি জানি—প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে—কাজের বেলা গা ঢাকা দেয়।" গ্রাম্য মাষ্টারবাবু বলিলেন—"আপনি যাহা বলিলেন, তাহা অসত্য নহে;

অনেক দুর্ব্বল অন্তঃকরণের লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু তা বলিয়া পণগ্রহণ করা যে বৈধ এ কথা কে বলিবে? চারুবাবু ন্যায্যই বলিয়াছেন—সমাজের স্বার্থপরতায়, পররক্ত শোষণের প্রবলতায় অনেক ভদ্র পরিবার অধুনা নিরন্ন। সুখময় বিবাহ দুঃখময় হইয়া উঠিয়াছে। আপনি তাহা স্বীকার করুন আর না করুন সে স্বতন্ত্র কথা—পরন্তু ধীরভাবে চিন্তা করিলে আপনাকেও স্বীকার করিতে হইবে পণগ্রহণ অবৈধ ও সমাজ-গ্লানিকর।” স্বরূপ গুহ বলিলেন—যা'ক তর্কবিতর্কে সময় ক্ষেপণ করায় লাভ নাই—বসুমহাশয় যখন পণগ্রহণে প্রস্তুত মুন্সীবাবুও যখন দিতে অসম্মত নহেন, তখন আমাদের তৃতীয় পক্ষের বাকযুদ্ধের আবশ্যকতা কি—আসুন আমরা সকলে মিলিয়া পণের পরিমাণ একটা স্থির করিয়া দিয়া প্রজাপতির সাহায্য করি।” দেওয়ানজী বলিলেন—'মুন্সীবাবুর অবস্থা ত বেঁধে মারে সয় ভাল। কন্যাদায় উদ্ধার হ'তে ত হবে—কাজেই পণ দিতে বাধ্য! সে যা হ'ক আপনারা একটা স্থির করিয়া দিউন—এ পক্ষ অবিচারিতচিত্তে তাহা শিরোধার্য্য করিবেন।' স্বরূপ গুহ তখন ন্যায়রত্নের কাণে কাণে একটু, জগদ্বন্ধু বসুর কাণে কাণে একটু 'ফুস্‌ফাস্ গুস্‌গাস্' করিলেন—পরে মুন্সীবাবুকে বলিলেন—“আপনার কাছে বেশী কথা বলা অশোভন ও ভদ্রতাবিরুদ্ধ। আপনার নিকট আর অধিক কিছু চাহিব না—নগদ ৩০০০৲ টাকা ও যথাযোগ্য দানসামগ্রী আপনাকে দিতে হইবে—অন্য কোন বাবদে আর কপর্দ্দকও আপনার লাগিবে না। যদি মত করেন, আজই বাগ্দান ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যা'ক।” উপস্থিত অধিকাংশ লোকই ঐ কথায় সমর্থন করিতে লাগিলেন—মুন্সীবাবু কোন উত্তর না দিয়া দেওয়ানজীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেওয়ানজী বলিলেন—আপনারা এতগুলি ভদ্রলোক যাহা কহিলেন, তাহাতে মুন্সীবাবুর ন্যায় ব্যক্তি কখনও অসম্মত হইতে পারেন না। সকলেই প্রীত হইলেন। ঐ রাত্রেই শুভ বাগ্দান ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

কায়স্থকবি শ্রীমধুসূদন দত্ত।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩)।

বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মধুসূদনের চরিত্রের এবং তাঁহার কাব্যসমূহের সবিস্তার সমালোচনা করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। তবে তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার চরিত্র যতটুকু পরিস্ফুট হইয়াছে আমরা প্রথমতঃ তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া অতি সংক্ষেপে তাঁহার কাব্যসমূহের যৎকিঞ্চিত আলোচনার পর আমাদের এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চেষ্টা করিব।

মধুসূদনের জীবনীলেখক লিখিয়াছেন—গ্রন্থ গ্রন্থকর্ত্তার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব মাত্র। দর্পনস্থ

ছায়ার ন্যায় তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার মানসমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য গ্রন্থকারের ন্যায় মধুসূদনেরও গ্রন্থাবলী অন্বেষণ করিলে, আমরা তাহাতে তাঁহার প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে পারি। "একেই কি বলে সভ্যতা," "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি তাঁহার জীবনের যে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা তাহার কথা বলিতেছি না; যে চিত্তবৃত্তি কি পারিবারিক, কি সাহিত্য-বিষয়ক প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাকে প্রণোদন করিত তাহারই সৌসাদৃশ্যের কথা বলিতেছি। তাঁহার প্রতিভা এবং তাঁহার জীবন উভয়েই পরস্পরের অনুরূপ। সৎপথেই হউক, আর অসৎপথেই হউক কোন-রূপ নিষেধ বিধির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা যেন তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অবলম্বিতধর্ম্মে বৈবাহিক-সম্বন্ধে এবং আশ্রমিক আচারব্যব-হারে যেমন তিনি স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া-ছিলেন, তেমনি সাহিত্যেও তিনি চিরপ্রচলিত প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়া এক অভিনব রীতির প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য "মেঘনাদবধ" এবং তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক "কৃষ্ণকুমারী" উভয়ই যেমন বিষাদান্ত, তাঁহার নিজের জীবনও তেমনই প্রগাঢ় বিষাদচিত্তে পরিসমাপ্ত। নানাদেশীয় কাব্যসমূহ হইতে উপাদানসংগ্রহ করিয়া তিনি যেমন তাঁহার গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া-ছিলেন, তাঁহার নিজের চিত্তবৃত্তিও তেমনি নানাদেশের মনুষ্যসমাজের চিত্তবৃত্তির আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। স্নেহপ্রবণতায় ও কোমল-তায় তিনি বাঙ্গালী, আচারব্যবহারে তিনি ইংরাজ, বিলাসীতায় ও সুখপ্রিয়তায় তিনি ফরাসীস এবং অধ্যয়নশীলতায় ও ভাষা শিক্ষা-সম্বন্ধে তিনি জর্ম্মান্। তাঁহার কাব্যসমূহ যেমন বাল্মীকি, হোমার, ভার্জ্জিলমিল্টন, কালিদাস, দান্তে, ট্যাসো, ভবভূতি প্রভৃতি নানাদেশের কবিগণের প্রদত্ত উপাদানে বিরচিত হইয়াছিল, তাঁহার নিজের প্রকৃতিও তেমনি বহুজনের প্রকৃতিসম্মিলনে সংগঠিত হইয়াছিল। পাণ্ডিত্য ও গাম্ভির্য্যে তিনি মিল্টন, উশৃঙ্খলতা, প্রেম-পিপাসা এবং অসংযতেন্দ্রিয়তায় তিনি বাইরন; উদার্য্য ও মহাপ্রাণতায় তিনি বারনস্; অমিত-ব্যয়িতা এবং পরদিনের চিন্তায় উদাসীন্য সম্বন্ধে তিনি গোল্ডস্মিথ। তাঁহার গ্রন্থের ভাষা, ভাব, ঘটনা সমস্তই যেমন বীরোচিত, তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই তদনুরূপ। ফ্রান্সের নিদারুণ শীতে একদিকে যেমন তিনি প্রতিদিন শীতল-জলে স্নান করিতে বিরত ছিলেন না, আর লুইস জ্যাক্সনের ন্যায় দুর্দ্দান্ত ইংরাজের তীব্র-কটাক্ষেও অপরদিকে তেমনি তিনি প্রতি-কটাক্ষপাতে ভীত হইতেন না। বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যেক বিষয়ে এইরূপ তাঁহার প্রতিভা এবং জীবনের সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। অনেক গ্রন্থকারের নিজের জীবনই তাঁহাদের গ্রন্থের এক একটী চরিত্রের উপাদান। মিল্টন নিজে তাঁহার স্যামসন (Samson), গেটে তাঁহার (Werther) ওয়ার্টার, ডিকেন্স নিজে তাঁহার (Copper-field) কপার ফিল্ড, বায়রণ নিজে তাঁহার হ্যারোল্ড, ক্যানড্রেড ও জুয়ান। মধু-সূদনের অবলম্বিত কোন চরিত্রে যদি তাঁহার প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহার মেঘনাদবধের রাবণেই হইয়াছে। মেঘনাদবধের রাবণ মহামহিমান্বিত সম্রাট্,

স্নেহবান্ পিতা, নিষ্ঠাবান্ ভক্ত এবং স্বদেশ-বৎসল বীর। কাঞ্চনসৌধকিরিটিনী সাগর-পরিখাবেষ্টিতালঙ্কা তাঁহার পুরী; বাসববিজয়ী মেঘনাদ তাঁহার পুত্র, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীরূপিনী প্রমীলা তাঁহার পুত্রবধূ। রাবণের ন্যায় কাহার বাহুতে তেমন অপরিমিত বল! ইষ্টদেবতাকে কে তাঁহার ন্যায় ভক্তিডোরে বাঁধিতে পারিয়াছিল? মহামায়া কাহার পুরে পুরাধিষ্ঠাত্রী, শূলপাণি কাহার দ্বারে দ্বারপালক? কিন্তু সকল থাকিয়াও রাবণ দরিদ্র হইতেও দরিদ্র; অনাথ হইতেও অনাথ। সৌভাগ্যগিরির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া আর কাহারও বুঝি তেমন অধঃপতন হয় নাই। রাবণের এই শোচনীয় পরিণামের সহিত পাঠক মধুসূদনেরও পরিণাম চিন্তা করুন। স্নেহময় জনকজননী মধ্যবিত্তরূপ ঐশ্বর্য্য, অনবদ্য স্বাস্থ্য, সরলউদারপ্রাণ অনন্যসাধারণ-প্রতিভা এই সকলের অধিকারী করিয়া জননী প্রকৃতি তাঁহাকে সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রাণভরিয়া ভালবাসিতে পারিতেন কে? পরকে আপনার করিবার জন্য তেমন করিয়া প্রাণঢালিতে জানিতেন কয় জন? গুণবানের প্রতি সম্মান, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, অপকারীর অপকারে উপেক্ষা প্রভৃতি গুণে কয়জন তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন? তাঁহার সহাধ্যায়ী বাবু ভোলানাথ চন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন "There was no gall, no acrimony in him, he was all মধু।" তিনি ঐশ্বর্য্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান; ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের তিনি বারিষ্টার, পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা সমূহের তিনি সুপরিচিত; দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার সুহৃদ, গুণ-পক্ষপাতী এবং প্রতিভার উৎসাহদাতা; সমকালবর্ত্তী লেখকগণ মধ্যে প্রতিভায় তিনি অগ্রগণ্য; তাঁহার স্বদেশী ভাষা এবং স্বদেশবাসীগণ তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত। কিন্তু হায়! এই উজ্জ্বল মধ্যাহ্নের পর অতি ঘোরান্ধকার রজনী মধুসূদনের জীবনাকাশ আবৃত করিয়াছিল। যে যন্ত্রনায় তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। পৃথিবীর কীটপতঙ্গেরও মস্তক রাখিবার স্থান আছে, কিন্তু বঙ্গের নব্য-কবিশিরোমণির তাহাও ছিল না। তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকন্যাগণ কখনও উপবাসে কখনও পর্য্যুসিত অন্নে দিনপাত করিত; তিনি যাহাদিগকে প্রাণের অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন তাহাদের মধ্যে একজন বিনা পথ্যে, বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিল; মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া এ সমস্তই তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছিল। আর সর্ব্বশেষে তিনি নিজে রাজপথের ভিক্ষুকের ন্যায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহা অপেক্ষা অধিক শোচনীয় পরিণাম আর কি হইতে পারে? সেই জন্যই বলিয়াছি যে, মধুসূদনের অবলম্বিত কোন চরিত্রের সহিত যদি তাঁহার জীবনের তুলনা করা সম্ভব হয় তবে তাহা মেঘনাদ বধের রাবণের সহিতই হইতে পারে। উভয়ের সর্ব্বনাশের কারণও এক। যে আত্মসংযমের অভাব সমস্ত সত্বে রাবণকে অধঃপাতিত করিয়াছিল তাহা মধুসূদনেরও সর্ব্বনাশের

কারণ হইয়াছিল। উভয়ের প্রকৃতিতে এইরূপ সাদৃশ্য ছিল বলিয়াই বুঝি তিনি মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ এবং তাঁহার পরিজনবর্গের সম্বন্ধে সেরূপ পক্ষপাতীত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই বুঝি তিনি লিখিয়াছিলেন—"I hate Ram and his rabble; the idea of Ravana elevates and kindles my imagination. He was a good fellow." বাস্তবিক মধুসূদন ও রাবণের চরিত্রে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মধুসূদনকে চিনিতে হইলে তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা প্রয়োজন। ইহার অনেকগুলিতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব এবং জীবনের অভিজ্ঞতা অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কবিমাত্রকেই কিছু না কিছু আত্মগরিমা-পরায়ণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে—মধুসূদনও চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলির প্রারম্ভে নিজ পরিচয় প্রদানস্থলে অতি দক্ষতার সহিত এইরূপ একটু অহমিকার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তিনি উপক্রমে করযোড়ে অথচ সগর্ব্বে সকলকে জানাইতেছেন ;—

"যথাবিধি বন্দি কবি আনন্দে সাগরে,
কহে যোড় করি কর, গৌড়সুভাজনে
সেই আমি, ডুবি পূর্ব্বে ভারতসাগরে
তুলিল যে তিলোত্তমা মুকুতা যৌবনে ;
কবিগুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল কেমনে
নাশিলা সুমিত্রাপুত্র, লঙ্কার সমরে
দেবদৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্রনন্দনে।
কল্পনাদূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজধামে
শুনিল যে গোপিকার হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হ'য়ে শ্যামে ;)
বিরহ-লিখন পরে লিখিলে লেখনী
যার, বীরজায়া পক্ষে বীরপতি গ্রামে
সেই আমি শুন যত গৌড়চূড়ামণি।

পাঠক ! দেখিবেন কত অল্প কথায় কিরূপ কবিত্বপূর্ণ পরিচয় !

নিজের শক্তিতে এইরূপ অসাধারণ বিশ্বাসবান্ থাকিলেও তিনি অন্যের গুণপনার কিরূপ সমাদর এবং সম্মান করিতে জানিতেন তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমকালবর্ত্তী কবিগণের উদ্দেশে বিরচিত কবিতামালা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। বাল্মীকি, কালিদাস, কীর্ত্তিবাস ও কাশীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত, টেনিসন পর্য্যন্ত কবিগণের প্রতি তত্তৎ নামধেয় কবিতায় যে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন বঙ্গীয়-কাব্যজগতে তাহার তুলনা নাই। হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও তাঁহার হৃদয়ে হিন্দুজাতির কোমল-মধুরভাব কিরূপ রাজত্ব করিত তাহা তাঁহার বিরচিত "আশ্বিনমাস" "কোজাগর লক্ষ্মীপূজা" "দেবদোল" "বিজয়া দশমী" প্রভৃতি কবিতায় সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে। কবি "আশ্বিনমাস"শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন—

"সুশ্যামাঙ্গে ! বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা বৎসরের পরে,
... ...
কি আনন্দ, পূর্ব্ব কথা কেন কয়ে স্মৃতি !
আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে ?
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি ?"

উপকারীর উপকার স্বীকার করিতে তিনি কিরূপ সচেষ্ট ছিলেন তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্যে বিরচিত কবিতা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু।"

ভারতভূমির দুর্দ্দশা দর্শনে তিনি কিরূপ ব্যথিত হইতেন তাহা নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন ;—

"আকাশ-পরশী-গিরি দমি গুণবলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
তাদের সন্তান কিরে আমরা সকলে ?
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে
পরাধীন হা বিধাত ! আবদ্ধ শৃঙ্খলে !"
ইত্যাদি—

সংসারের দুঃখতাপে জর্জ্জরিত হইয়া কিরূপে তিনি বাগ্দেবীর চরণ-সেবায় শান্তিলাভ করিতেন তাহার উল্লেখ করিয়া কবি লিখিয়াছেন ;—

"তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে,
————এ দাস তেমতি
জলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,
ধরে রাঙা পা দুখানি দেবি সরস্বতি !"

কমলার প্রসাদলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া কবিবর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত লিখিয়াছেন—

ভেবেছিনু মোর ভাগ্যে হে রমা সুন্দরি,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি, লোকে যাহা বলে
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনজ্বলে।
ভেবেছিনু হায় ! দেখি ভ্রান্তিভাব ধরি
ডুবাইছ দেখিতেছি ক্রমে এই তরি ;
অদয়ে অতল দুঃখসাগরের জলে
ডুবিনু, কি যশঃতন হবে বঙ্গস্থলে ?"

এইরূপ তাঁহার কাব্যের বহুস্থানেই তাঁহার আভ্যন্তরিক চরিত্রের অপরিস্ফুট আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার এই সমস্ত কবিতাবলীর অভ্যন্তরে এমন একরূপ সকরুণ আর্ত্তধ্বনি আছে যাহাতে বহু অতীত স্বপ্নের সুখময়কাহিনী পাঠকের প্রাণে জাগিয়া উঠে এবং কবিজীবনের বহু দুঃখ-কষ্টের বহু আবেগ অশান্তির কথা মানসপটে সমুদ্ভাসিত হইয়া পাঠকের নয়নপ্রান্তে অশ্রুকণা আনয়ন করে।

ভাষা, ভাব, কল্পনা, বর্ণনাচাতুর্য্য ও চরিত্রাঙ্কন প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় দ্বারা কবিগণের কবিত্বের ওজন ও মাত্রা নিরূপণ হইয়া থাকে ঐ সমস্ত বিষয়ে মধুসূদন কিরূপ কৃতিত্ব ও পটুতা প্রদর্শন করিয়াছেন আমরা অতঃপর তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন, বি-এল।

শৌনকীয়া সন্ধ্যোপাসনাপদ্ধতি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

এইরূপ স্বাধ্যায় অভ্যাস দ্বারা চিত্তের অস্থিরতা নষ্ট হইয়া সুখসম্পাদিত হইলে, প্রণবধ্যান দ্বারা প্রাণায়াম করিতে হইবে, তাহাতে, হৃদয়ের অজ্ঞানতা নষ্ট হইয়া প্রাণ বশীভূত হয় এবং প্রাণ বশীভূত হইলেই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়। উপনিষদ একমাত্র ওঁকারের ধ্যান ধারণা করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু উহাতে দশাদি সংখ্যা রাখিতে হয়, কিন্তু বেদ-মন্ত্রের অভিপ্রায় অনুরূপ, এবং গৃহ্যসূত্রের বাক্যও তদনুকূল নহে। কিন্তু উহাতে সব্যাহৃতি গায়ত্রী প্রাণায়ামের পর জপের বিধান নাই মাত্র ধ্যানেরই বিধান আছে ফলতঃ ঐ বিধান ক্ষত্রিয়দিগের শান্তিকর্ম্মে রহিয়াছে এইজন্য গায়ত্রীযুক্ত প্রাণায়াম ক্ষত্রিয়ের এবং ওঁকার মাত্র ঔপনিষদিক প্রাণায়াম ব্রহ্মবাদীর পক্ষে বিহিত মনে করিলাম। অতএব ব্রাহ্মণ বা ঔপনিষদিক প্রাণায়াম প্রদর্শন করা যাইতেছে।

"যদর্চ্চিমদ্ যদনুভ্যোঽনু যস্মিন্ লোকা-নিহিতো লোকিনশ্চ, তদেতদক্ষং ব্রহ্ম স প্রাণ স্তদুবাঙ্মনঃ তদেতৎ সত্যং তদমৃত তদ্বেদ্ধব্যং ॥২"

মুণ্ডকশ্রুতি ২।২

যৎ (যাহা কিছু) অর্চ্চিমৎ (দীপ্তিমান্) যৎ (যাহা) অনুভ্যোঽনু (সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম) যস্মিন্ (যাহাতে) লোকা (স্থাবরজঙ্গম) নিহিতাঃ (স্থিতা) লোকিনঃ চ (মনুষ্য প্রভৃতি অন্য প্রসিদ্ধ) তদেতৎ (সেই এই) অক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণঃ তৎ উ বাঙ্মনঃ (নিত্য চৈতন্য সর্ব্বাত্মন্ ওঁ তিনিই প্রাণীর প্রাণ তাঁহা হইতেই বাক্য ও মন হইয়াছে) তদেতৎ সত্যং (সেই এই শাশ্বত) তদমৃতং (তাহা হইতে মৃত্যু রহিত হয়) তৎ এতৎ বেদ্ধব্যং (সেইজন্য এইপ্রকার মনের দ্বারা ধ্যেয়)।

ভাবার্থ—যাহা কিছু দীপ্তিমান্, যাহা কিছু সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, যাঁহাতে মনুষ্য প্রভৃতি এবং স্থাবর-জঙ্গম, চরাচর-জগত স্থিত তিনি এই নিত্য চৈতন্য সর্ব্বাত্মন্ ওঁ তিনিই প্রাণীর প্রাণ, তাহা হইতেই বাক্য ও প্রাণ হইয়াছে তাহা হইতেই এই শাশ্বতত্ব তাহা হইতেই মৃত্যু রহিত হয় সেইজন্য তিনি মন দ্বারা অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা ধ্যেয়। অতঃপর বেদমন্ত্রের বা ক্ষত্রিয়-দিগের প্রাণায়াম প্রদর্শিত হইতেছে। তদ্যথা—

"তস্মিন্ হিরণ্ময়ে কোশে ত্র্যরে ত্রিপ্রতিষ্ঠিতে।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ তৎ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥"৩২

অথর্ব্ববেদ ১০কাং ২বর্গা অনু ৬প্রপাঃ

তস্মিন্ (তাহাতে) হিরণ্ময়ে (জ্যোতির্ম্ময়ে) কোশে (গর্ভে) ত্রি অরে (অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের সার ভূর্ভুবঃ স্ব এই ব্যাহৃতিত্রয়রূপ আকর্ষণে) ত্রিপ্রতিষ্ঠিতে (প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনে অবস্থিত) তস্মিন্ (তাহাতে) যৎ (যিনি) যক্ষং (মহাপূজনীয়) আত্মন্বৎ (সর্ব্বসত্তাবিশিষ্ট পুরুষ) তৎ (তিনি) বৈ (অথবা) ব্রহ্মবিদঃ (প্রাণায়ামবিদ্‌গণ

বা স্তুতিজ্ঞ) বিদঃ (জানিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন)। (১)

ভাবার্থ—যে মহাপূজ্য সর্ব্বসত্তময়পুরুষ স্বীয় জ্যোতির্ম্ময়গর্ভে ব্যাহৃতিরূপ তিনটী স্বর দ্বারা আকর্ষন করিয়া প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রীতে অবস্থিত করিতেছেন, স্তুতিবিদ্গণ (প্রাণায়াম বিদ্গণ) তাঁহাকে জানিয়া থাকেন।

অথর্ব্ববেদ মধ্যে কোনস্থলে সবিতা-দৈবত-গায়ত্রী দেখা যায় না। কিন্তু উহার যে পাঁচখানি কল্প আছে তাহার অনেক কর্ম্মে অনেক স্থলে সবিতা-দৈবত-গায়ত্রীর উল্লেখ আছে এবং শৌনকশাখার তিন চারি স্থলে সাবিত্রীর দেবতাছন্দে ও ঋষির উল্লেখ আছে বিশেষতঃ গোপথব্রাহ্মণে ব্যাহৃতি সহিত সবিতা দৈবত ব্যাখাতও হইয়াছে এইজন্য এইস্থলে ঐ ব্রাহ্মণ হইতে সব্যাহৃতি গায়ত্রী প্রাণায়াম জন্য গ্রহণ করিলাম।

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ॥২৭
তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ॥৩৪
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ॥৩৫
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥"৩৬
গোঃ ব্রাঃ ১ প্রপাঠক।

যিনি ভূঃ প্রাণবায়ুরূপে হৃদয়ে থাকিয়া ভুবঃ পুরুষের ন্যায় চক্ষুদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়া স্বঃ তেজঃরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত করিয়া থাকেন; সবিতৃদেবের সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি যিনি আমাদিগকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। সংহিতাকল্পে প্রাণায়াম এই প্রকার করিতে বিধান আছে যথা—

১। সায়ণাচার্য্য ব্রহ্ম শব্দে স্তুতি—এই অর্থ করিয়াছেন।

"প্রত্যাহৃত্রীন্ প্রাণায়ামস্তাবছাস্থ ॥" ১৯
কৌশিকগৃহ্য ১৭অং ৬কণ্ডিকা।

ভাবার্থ—নাসাপথে পূর্ব্বোক্ত প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনকে (বায়ুর গ্রহণ, ধারণ ও ত্যাগ দ্বারা) প্রাণের সহিত অভেদ দর্শন করিবে। ইহাই ব্রহ্মদর্শনের যথার্থ পন্থা। প্রাণ+আ+যম—করণে ঘঙ্ প্রত্যয়ে প্রাণায়াম হইয়া প্রাণের সংরক্ষণই বোধ করিতেছে। এইজন্য ক্ষত্রিয়ের উহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনন্তর করপুটে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যমণ্ডলাভিমুখী হইয়া পুরুষোপস্থান করিবে। তন্মন্ত্রসমূহ যথা—

"ওঁ উদ্বয়ং তমসস্পরি রোহন্তো নাকমুত্তমম্।
দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥" ৭
অথর্ব্ববেদ ৭কাং ৫৩বর্গ ৫অনু।

তমসঃ (পাপ) পরি (উপরি) বয়ং (আমাদের) উৎ (উপসর্গসাধন যামাদি উৎক্রান্ত) উত্তমং (উৎকৃষ্ট) নাকং (দুঃখ সংস্পর্শহীন স্থান) রোহন্তঃ (আরোহনকরতঃ) দেবত্রা (বিদ্বান্দিগের উদ্ধারকর্ত্তা) উৎতমং (উদ্গত পাপ) জ্যোতিঃ (পরম দ্যোতমান্ পুরুষ) অগন্ম (গমন করিতেছেন) দেবং (বিদ্বান্গণের) সূর্য্যং (গমনকারিকে)।

হে দ্যোতমান্ পুরুষ! বিদ্বান্দিগের উদ্ধারকর্ত্তা! উৎকৃষ্ট স্বর্গধামে গমন কারি, উদ্গত পাপ বিদ্বান্গণকে যেরূপে গমন করাইতেন, সেইরূপ আমাদিগের পাপ উৎক্রমপূর্ব্বক সেই উপরিস্থানে আরোহন করান।

"ওঁ বিভ্রাজং জ্যোতিষা স্বরবগচ্ছোরোচনং দিবঃ।
দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে ॥"৭
অথর্ব্ববেদ ২০কাং ৬২বর্গ ৫ অনু।

বিভ্রাজং (মাধ্যমিক দ্বারা বিদ্যুতরূপে), জ্যোতিষা (প্রকাশ পায়) দিবঃ (দ্যুলোক) রোচনং (বিমান) স্বঃ অবগচ্ছঃ (সুন্দররূপে গমন করিতেছেন অর্থাৎ স্বাধীনভাবে গমন করিতেছেন) ইন্দ্র (হে ঐশ্বর্য্যবান্ পরমাত্মন্) দেবাঃ (দ্যোতমান্) ত (তব) সংখ্যায় (সংযোগ করিতে) যেমিরে (আমার প্রার্থনা)।

হে ঐশ্বর্য্যবান্ পরমাত্মন্! হে দ্যোতমান্! আপনার স্বাধীন গমনে মাধ্যমিক প্রভাবে দ্যুলোক, বিমান প্রকাশ পাইতেছে, আমার এই প্রার্থনা আপনি আমাকে তৎসহ সংযোগ করিয়া লউন।

"ওঁ সং চোদয় চিত্রমর্ব্বাগ্ রাধ ইন্দ্র বরেণ্যম্।
অসদিৎ তে বিভু প্রভু॥"১১

অথর্ব্ববেদ ২০কাং ৭১বর্গ ৬অনু।

চিত্রম্ (পূজনীয়) রাধ (ধন) বরেণ্যম্ (বরণীয়) বিভু (বিভবনীয়) প্রভু (প্রভবনীয়) তে (তব) ইৎ (ন্যূন) অ (অস্তি) সৎ (ওঁ প্রণব) চোদয় (প্রেরণ করা) সং (সম্যকরূপে) অর্ব্বাক্ (নিকটে)।

হে ঈশ্বর! আপনার নিকট পূজনীয় ধন রহিয়াছে। (কিপ্রকার ধন?) বরণীয় বিভবনীয় এবং প্রভবনীয় "ওতম্" এই মহাধন উহা সম্যকরূপে আমাকে প্রেরণ করুন ন্যূনতা করিবেন না।

ইহার পর সন্ধ্যা উপসংহারার্থ বেদচতুষ্টয়ের আন্তভূত মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিবে। কিন্তু এইস্থলে বলা আবশ্যক যে, গোপথ ব্রাহ্মণের প্রথম প্রপাঠকের ১৭।১৮।১৯।২০ সংখ্যায় 'অগ্নিমীলে ঋক্' 'ইষে ত্বোর্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণঃ।' যজু, 'অগ্ন আ যাহি সাম' শংণোদেবী আথর্ব্বণের বিধান আছে। উহা অথর্ব্ববেদের বিপ্পলাদ শাখার বিধান। এই পদ্ধতি শৌনকশাখীর অথর্ব্ববেদের এই শাখার আন্তভূত মন্ত্র "যে ত্রিষপ্তা" অতএব প্রয়োগশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মণ অধিক মান্য হইলেও শাখার ভেদ রক্ষার জন্য এই পদ্ধতিতে 'শংণোদেবী' মন্ত্র প্রয়োগ না করিয়া 'যে ত্রিষপ্তা' এই মন্ত্রই সন্নিবেশ করিব। অতঃপর ইহাও প্রকাশ করা উচিত যে পিপ্পলাদশাখার ঐ ব্রাহ্মণ কি উপনিষদ অথবা যে সূত্র আছে তাহাতে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া বিধান করা হইয়াছে। তথা শৌনকশাখার অন্তর্গত উপনিষদ, সূত্রও পরিশিষ্ট ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য রাখিয়া বিধান করা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে পরিশিষ্টের বচন উদ্ধার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ঋক্, কৃষ্ণ যজুঃ ও সাম অনিষ্টকারী; এই পদ্ধতি ক্ষত্রিয়সংস্কারে উপনীত আথর্ব্বণ কায়স্থদিগের উদ্দেশে লিখিত হইল। এ নিমিত্ত ঐ তরেয় তৈতরেয় ও ছান্দোগমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মাত্র মাধ্যন্দিন ও শৌনকশাখার শুক্ল যজুর্ব্বেদ এবং অথর্ব্ববেদের মন্ত্র উপস্থানোপসংহারে প্রয়োগ করিব। (১) যদি কোন অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ (২) এই পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করেন তবে গোপথমতানুসারে 'অগ্নি-

১। তৈত্তিরীয় সংহিতার ১ কাং ১ প্রঃ ১ অধ্যায়ের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য উপস্থান বলিয়াছেন।

২। গৃহকল্পে বৈশ্যসম্বন্ধে প্রয়োগ থাকিলেও সংহিতা কিম্বা ব্যবহারে নাই; এইজন্য বৈশ্যের উল্লেখ করিলাম না।

মীলে' ঋক্ 'অগ্ন আ যাহি' সাম এতৎসহ যথাক্রমে জপ করিবেন।

"ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বস্থ, দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু।
শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণেঃ॥" ১
শুক্লযজুর্ব্বেদ ১ অধ্যায়।

ত্বা (তোমাকে জানেন) উর্জ্জ (তেজ) ইষে (ইচ্ছায়) বঃ (তোমার) শ্রেষ্ঠতমায় (অত্যুত্তম) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) প্রার্পয়তু (প্রদান কর) ত্বা (তোমাকে) দেবঃ (বিদ্বান্) বায়বস্থ (অন্তরীক্ষে) সবিতা (প্রেরক)।

ভাবার্থ—হে গায়ত্র! (৩) বিদ্বান্ ব্যক্তি তোমাকে অন্তরীক্ষবাসী অত্যুত্তম কর্ম্মের প্রেরক জানেন। আমরা তোমার তেজ ইচ্ছা করি, প্রদান করুন।

"ওঁ যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বারূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে॥" ১
অথর্ব্ববেদ ১কাং ১বর্গ ১অনুবাক।

যে (যিনি) ত্রিষপ্তাঃ (ঋগাদি তিন বেদে সপ্ত ছন্দে সংযুক্ত) পরিয়ন্তি (অতীত) বিশ্বাঃ (সকল) রূপাণি (প্রতিনিয়ত গ্রহণ করিয়া) বিভ্রতঃ (চেতনা ধারণ করিয়া রক্ষা করা) বাচস্পতিঃ (বেদের রক্ষক) বলা (মেধা) তেষাং (তাহাদের) তন্বঃ (তনুর) অদ্য (এখন) দধাতু (দান কর) মে (আমাকে)।

ভাবার্থ—যিনি ত্রিষপ্তা (৪) বেদের রক্ষক তনুর অতীত, অথচ সকলের চেতনা ধারণ করিয়া প্রতিনিয়ত গ্রহণ করিয়া আছেন, আমাকে মেধা তাহার অবশ্য দেয়।

অথর্ব্ববেদে যে সপ্ত মহাযজ্ঞের বিধান আছে, তাহা যদিও নিত্য করণীয় তথাপি ইহার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। এই জন্য গৃহস্থ এই সন্ধ্যা শেষ করিয়া আপনার কর্ম্মেই মনোনিবেশ করিবেন। ওঁ শান্তি ওঁ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণঃ।

৩। হলায়ুধ প্রমুখ নব্য স্মার্ত্তগণ এই শুক্লযজুর্ব্বেদীয় "ইষে ত্বোর্জ্জে" মন্ত্র প্রয়োগে "শাখা বৎসো গাবোদেবতা শাখাচ্ছেদনে বিনিয়োগ" লিখিয়া স্বীয় স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। উহার মূল "বেদদীপ" মহীধর শুক্লযজুর্ব্বেদের এই ভাষ্য বলিয়াছেন, "স্বর্গকামী প্রতিপদতিথিতে দর্শযাগসময় পলাশশাখা দ্বারা বৎসমাংস প্রস্তুত করিত, এই জন্য শাখা বৎসো দেবতা হইয়াছে।" সর্ব্ববেদবিৎ সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন "দর্শযাগে যেন পলাশকাষ্ঠ দ্বারা বৎসমাংস প্রস্তুত করিবে প্রতিদিন স্বায়ং প্রাতে অগ্নিহোত্রের উপস্থানে ঐ মন্ত্র জপে কোন্ দেবতাকে চিন্তা করিবে? স্বাধ্যায়ে গায়ত্রীই সর্ব্বপাপহরা অতএব "শাখা বৎসো গাবোদেবতা" প্রয়োগ ঠিক হইতেছে না, ঐ মন্ত্রের 'গায়ত্র' দেবতা হইবে।" অবশ্য বাজসনেয়ী সংহিতার সায়ণভাষ্য এ দেশে এ পর্য্যন্ত কেহ দেখেন নাই, তথাপি তৈত্তিরেয় শাখার সহিত বাজসনেয়ী শাখার 'ইষে ত্বোর্জ্জে' মন্ত্রের বিশেষ পার্থক্য নাই, ইহাতে 'বায়বস্থ দেবঃ' আছে উহাতে "বায়বস্থো পায়বস্থ দেবঃ" এই পাঠ বেশী থাকিয়া ছন্দোলোপ করিয়াছে। শুক্লযজুর এই মন্ত্রের 'কর্ম্মণঃ' পর্য্যন্ত এক ছন্দ এবং 'আপ্যায়' হইতে "পাহি" পর্য্যন্ত অপর ছন্দ এই জন্য উপস্থানে "কর্ম্মণ" পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলাম। গোপথেরও ঐ মত। নতুবা মহীধরের সহিত দয়ানন্দ সরস্বতীর ছন্দেরও বিরোধ আছে। দয়ানন্দের সহিত কাত্যায়ণের সর্ব্বানুক্রমণির ছন্দের সহিত মিল আছে। তিনি মন্ত্রের 'সবিতা' দেবতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ এস্থলে সায়ণের মতই অনুকরণ করিয়াছি। অতঃপর ইহাও বলিয়া রাখি সায়ণভাষ্য বাজসনেয়ী সংহিতা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই; উড়িষ্যাদেশের কোন স্থানে সম্প্রতি Asiatic Society of Bengal সংবাদ পাইয়া যথাসঙ্গত মূল্যে ক্রয় জন্য Notice করিয়াছেন।

৪। সায়ণাচার্য্য শৌনকশাখারই ভাষ্য করিয়াছেন, উহাতে 'ত্রিষপ্তার' এইরূপ সাধিয়াছেন, "ত্রয়োবা সপ্তা-বা ভাবাঃ তে চ বহুব্রীহি সমাসান্ত শিষে স স্থানে বপু তদয়মর্থঃ। যথা পৃথিব্যাদি ত্রিলোক ইত্যাদি সপ্তঋষি ইত্যাদি' দ্বন্দ্বভাবোভিহিতার্থত্বাৎ॥" অগ্নিপুরাণে ২৫৫। ১৩ সংখ্যোত্তরপদসমাস।

লঙ্কার বিদ্যোদয় বিহার।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লঙ্কার বিদ্যোদয় বিহারে একটী মহাসভার অধিবেশন হয়। লঙ্কার শাসনকর্ত্তা সর্ হ্যু ক্লিফর্ড (Sir Hugh Clifford K. C. M. G.) সভাপতির আসনগ্রহণ করেন। লঙ্কার সমগ্র ভিক্ষুমণ্ডলী ও গণ্যমান্যলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমি "বৌদ্ধবিহারে শিক্ষাপ্রণালী"-সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করি প্রবন্ধের অন্তে কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক ছিল। উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

লঙ্কায়াঃ শাসনং কর্ত্তা
রাজনীতি পরায়ণঃ।
সর্ব্বদা নন্দতাৎ শ্রীমান্
সর্ হ্যু ক্লিফর্ড মহাশয়ঃ ॥১॥

লঙ্কার শাসনকর্ত্তা রাজনীতিপরায়ণ শ্রীমান্ সর্ হিউ ক্লিফর্ড মহাশয়ের সর্ব্বদা জয় হউক।

ভিক্ষুভ্যঃ ফললব্ধ্যভাববশতঃ ফল্গু প্রজৈষা মমে-
ত্যেবং নৈব বিচার্য্যমত্রভবতা বিজ্ঞপ্রজাপালক।
যস্মাত্তে ব্রতজন্য পুণ্যতপসোঃ ষষ্ঠেন ভাগেন তেহ
মূল্যং বাস্তবিকং ফলং প্রদদতে তত্র প্রমাণং
মনুঃ ॥২॥

হে বিজ্ঞ প্রজাপালক! "ভিক্ষুগণের নিকট কোন প্রকার কর পাওয়া যায় না অতএব ইহারা আমার নিষ্ফলপ্রজা" আপনি এইরূপ বিবেচনা করিবেন না। দেখুন, ভিক্ষুগণ ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া যে পুণ্য ও তপস্যা অর্জ্জন করেন তাহার ষষ্ঠভাগ আপনি লাভ করেন। ইহা বাস্তবিক অমূল্য ফল। এতদ্বিষয়ে মনু প্রমাণ।

তস্যৈবাসি মহস্বিনো নৃপপতেস্ত্বং প্রাতিনিধ্যং দধৎ
সাম্রাজ্যং জগতীহ যস্য নিয়তালোকেন ধন্যত্বভাক্।
যত্র স্বপ্রখর প্রভা বিততিভির্ভিস্ত্বং তমঃ প্রোৎসুকো
গন্তুং নোৎসহতে হস্তমুষ্ণকিরণস্তত্রান্ধকারঃ
কথম্ ॥৩॥

আপনি যাঁহার প্রতিনিধি তিনি মহাতেজঃ সম্পন্ন রাজরাজেশ্বর। তাঁহার সাম্রাজ্য সর্ব্বদা আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া জগতে ধন্য হইয়াছে। তথায় সূর্য্যদেব সর্ব্বদা নিজ কিরণ দ্বারা অন্ধকার নিরসন করিতে উৎসুক থাকেন কিন্তু অস্তগমন করিতে কখনই সাহস করেন না। অতএব এই সাম্রাজ্যে কিরূপে অন্ধকার থাকিবে?

ঐতিহ্যাগম কোবিদোপগতবানা লোক কেন্দ্রাদ্
ভবান্
বিদ্যানাং স্বয়মর্থ্যঃতাং প্রশমিনাং বেত্তি প্রভাবং
তথা।
নাস্মাকং বচনীয়মত্র কিমপীদং প্রার্থ্যতে কেবলং
দীর্ঘায়ুষ্ট্ব মনম শান্তিরতুলা সিদ্ধিশ্চ তেহস্তাৎ
সদা ॥৪॥

আপনি ইতিহাসশাস্ত্রনিপুণ এবং আলোকের কেন্দ্র (লণ্ডন) হইতে সমাগত। আপনি বিদ্যার মহামূল্যতা ও সাধুগণের মাহাত্ম্য সবিশেষ অবগত আছেন। এ বিষয়ে আপনার নিকট আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। তবে আমাদের এইমাত্র প্রার্থনা যে আপনি দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া অনুপম শান্তি ও সমৃদ্ধিতে বাস করিতে থাকুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

পৌরাণিকী কথা

মদালসা।

অতি প্রাচীনকালে এই আর্য্যাবর্ত্তভূভাগে শক্রজিৎনামে এক অতি-প্রবল-পরাক্রান্ত, প্রজারঞ্জক, মহাসমৃদ্ধ এবং ধর্ম্মশীল সম্রাট্ মহেন্দ্রের ন্যায় অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেন। মহেন্দ্রের শচীরানীর ন্যায় তাঁহারও এক সুশীলা, সত্যপরায়ণা, পরমপতিরতা মনঃস্বিনী মহিষী ছিলেন। শচীর জয়ন্তের ন্যায়, রুক্মিণীর প্রদ্যুম্নের ন্যায় এবং উমার কুমার কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় মহিষী এক পরমরূপবান্ ও অশেষ গুণালঙ্কৃত কুমার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজদম্পতী এইরূপ পুত্ররত্ন পাইয়া পরমসুখে সুখী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সুপবিত্র পুত্র-স্নেহ প্রত্যেক প্রজার উপর সঞ্চারিত হওয়ায় সম্রাট্ সত্য সত্যই প্রজাগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। রাজা ও রাজ্ঞী ইহলৌকিক সর্ব্বপ্রকার সুখে সুখী হইয়াও ধর্ম্মকে বিস্মৃত হন নাই; পরন্তু ধর্ম্মকেই তাঁহারা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ মনে করিতেন এবং শরণাগত বিপন্নের বিপদুদ্ধারকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গের যথোচিত সামঞ্জস্য সহকারে সেবা করতঃ আপনারা কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

একদা মহর্ষি গালব এক অত্যুৎকৃষ্ট উচ্চৈঃশ্রবা সদৃশ অশ্বে আরোহণ করতঃ মহারাজ শক্রজিতের সভায় আগমন করিলেন। মহারাজ শক্রজিৎ তাঁহার পাত্র-মিত্র-অমাত্য এবং সামন্তগণ সমভিব্যাহারে যথারীতি শিষ্টাচার সংকারে মহর্ষির স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা ক'রলেন। মহর্ষি সম্রাট্দত্ত মহার্ঘ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন "মহারাজ, আমি এক বিষম বিপদে পতিত হইয়াছি। কোন এক পাপাত্মা দৈত্য আমার ধর্ম্মনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমি মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যানযোগে প্রবৃত্ত হইবা মাত্র সেই পাপিষ্ঠ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি নানাবিধ হিংস্রপশুর আকার ধারণ করতঃ আমার তপোবনে প্রবেশ করে এবং নানারূপ উপায়ে আমার মনকে চঞ্চল করিয়া তুলে। চিত্ত চঞ্চল হইলে যোগসাধনা অসম্ভব হইয়া উঠে। তাহার এই অত্যাচারের নিমিত্ত আমি নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি।"

সম্রাট্ শক্রজিৎ মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্, আপনি প্রগাঢ় তপোবীর্য্যসম্পন্ন; অন্যের কথা দূরে থাকুক, ত্রিদশেশ্বর সুররাজ ইন্দ্রও আপনার সমকক্ষ নহেন,—তবে আপনি কেন ঐ দুরাত্মার সমুচিত শাসন বিধান করিতেছেন না?" মুনি উত্তর করিলেন, "ধর্ম্মজ্ঞ! মুনিধর্ম্ম অবশ্যই আপনার অজ্ঞাত নহে। আমি ঐ দৈত্যাধমকে তপোবলে বিনষ্ট করিতে পারি, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকে বিনষ্ট করিতে গেলেই আমাকে ক্রোধের অধীন হইতে হইবে। ক্রোধের অধীন হইলে আমার বহুশ্রমার্জ্জিত চিরাচরিত তপস্যালব্ধ সত্ত্বগুণের অপচয় হইবে। যদি তাহাই হইল,—তাহা

হইলে আমার ধ্যান ধারণায় ফল কি? মহারাজ, এই জন্যই আমি স্বয়ং তাহার হিংসা করিতে একান্ত অক্ষম। গতকল্য আমি উক্ত দৈত্যের দৌরাত্ম্যে কাতর হইয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলাম এমন সময়ে এই সুন্দর এবং সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন অশ্বটী আকাশতল হইতে আমার নিকট নিপতিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ অশরীরিণী দৈববাণী শ্রুত হইল,—"মহর্ষে! দেবতারা তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া এই তুরঙ্গমটীকে তোমায় দিয়াছেন। এই হয়শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বেগশালী,—এমন কি সূর্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মেদিনীমণ্ডল অতিক্রম করিতে পারে, কদাপি ক্লান্ত হয় না। জলে, স্থলে, পর্ব্বতে বা আকাশে সর্ব্বথা ইহার গতি অব্যাহত। যেহেতু এই অশ্ববর অবলীলাক্রমে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে সক্ষম, সেই হেতু দেবতারা ইহার নাম "কুবলয়" (১) রাখিয়াছেন। তুমি এই অশ্ব লইয়া সম্রাট্ শক্রজিতের পুত্র কুমার ঋতধ্বজকে প্রদান কর, তিনি এই অশ্বে আরোহণ করিয়া তোমার অনিষ্টকারী দানবাধমকে বিনাশ করিবেন এবং ধরাতলে তিনি "কুবলয়াশ্ব"নামে প্রখ্যাত হইবেন।" মহারাজ, সেই জন্য আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি কুমার ঋতধ্বজকে এ বিষয়ে আজ্ঞা প্রদান করতঃ আমার তপোবিঘ্নকারী সেই দানবের দমন করুন এবং আমাকে বর্ত্তমান বিপদ হইতে পরিত্রাণ করুন।

সম্রাট্শ্রেষ্ঠ শক্রজিৎ ঋষিবাক্য শ্রবণ করতঃ বলিলেন, "মহর্ষে, আপনার এই প্রার্থনায় আমি পরমপরিতুষ্ট হইলাম। এইরূপ কর্ত্তব্যপালনার্থই রাজা তপস্বিগণের পুণ্যের ষষ্ঠাংশ রাজকরস্বরূপ পাইয়া থাকেন। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আশ্রমে প্রতিগমন করুন, আমার একমাত্র পুত্র ঋতধ্বজ এখনই আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় গিয়া দানবদমনে ব্রতী হইবেন।

কর্ত্তব্যপরায়ণ পরমধর্ম্মনিষ্ঠ সম্রাট্ শক্রজিৎ ও তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মচারিণী মহিষী তাঁহাদের জীবনের জীবন একমাত্র পুত্রকে যথাবিধি মাঙ্গল্য-বিধানানুসারে সেই অশ্বরত্নে আরোপিত করিয়া গালবের তপোবনে প্রেরণ করিলেন।

(২)

পরমরূপবান্, অমিতবীর্য্য, অলৌকিক-গুণগ্রামভূষিত, দ্বিতীয় কুমারসদৃশ কুমার ঋতধ্বজ জনকজননীর আদেশ শিরোধারণপূর্ব্বক নির্ভীক হৃদয়ে, প্রফুল্লবদনে গালবের সেই তপোবনে প্রবেশ করিলেন। দানবাধম নিজ মদগর্ব্বে একান্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিল, সুতরাং মহাবীর কুমার কুবলয়াশ্ব যে শস্ত্রপাণি হইয়া আশ্রমরক্ষার্থ তথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা সে জানিতেই পারিল না! মহামুনি গালব যথাশাস্ত্র আচমনাদিপূর্ব্বক যেমন সন্ধ্যাবন্দনায় প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি সেই পাপাত্মা এক ভীষণ শূকররূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। ঋষির শিষ্যগণ সেই ঘোররূপ বরাহকে দেখিয়াই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং রাজকুমার তৎক্ষণাৎ সশর শরাসন গ্রহণ করতঃ একলম্ফে সেই দৈব অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং সুন্দর সুন্দর চিত্র-শোভিত শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক সেই শূকরের অনুসরণে প্রবৃত্ত

১। কু=পৃথিবী এবং বলয়=বেষ্টন। যে পৃথিবীকে বেষ্টন বা পরিভ্রমণ করিতে সক্ষম সেই "কুবলয়।"

হইলেন। দানব শস্ত্রধারী কুমারকে দেখিয়া পিনাকপাণি মহাদেবকে দেখিয়া ভীত যজ্ঞের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিল কিন্তু কুমারের অশ্ব বায়ুবৎ অতুলনীয় বেগে সত্বরেই সেই মায়াবিগ্রহধারী বরাহের সমীপবর্ত্তী হইলে কুমার চিরাভ্যস্ত ক্ষিপ্রহস্তে এক সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নারাচ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। দানব নারাচে বিদ্ধ হইয়া নিজ জীবনরক্ষার নিমিত্ত সুনিবিড় তরুলতাসমাচ্ছন্ন দুর্গম শৈলকাননে দ্রুতপদসঞ্চারে প্রধাবিত হইল,—কুমারের "কুবলয়" ও তড়িদ্বেগে তাহার অনুসরণ করিল। শস্ত্রাহত শূকর সেই দুর্গম গহন অরণ্যানীর মধ্য দিয়া ধাবমান হইতে হইতে সহসা এক মহাগর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিল। পিতৃ আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত বীরশ্রেষ্ঠ ঋতধ্বজ ও নির্ব্বিকারচিত্তে অন্ধকার সমাচ্ছন্ন সেই গর্ত্তে অশ্ব চালনা করিলেন। ভূগর্ভের নিবিড় অন্ধকার তাঁহার দৃষ্টি নিরোধ করিল। তিনি অন্ধের ন্যায় কিয়দ্দূর চলিতে চলিতে অবশেষে এক আলোকময় প্রদেশের দর্শন পাইলেন,—কিন্তু সেখানে ত শূকর নাই।

অনন্তর তিনি সেই মহীগর্ভস্থ আলোকময় প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা প্রাকার-পরিখাপরিবেষ্টিত, শত শত সুবর্ণময় সুন্দর প্রাসাদ-পরিশোভিত ইন্দ্রপুরীর ন্যায় পরম-রমণীয় এক নগরী দেখিতে পাইলেন। রাজকুমার দেখিতে পাইলেন যে সেই নগরীর অত্যুচ্চ এবং শোভাময় তোরণদ্বার উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে। তখন তিনি সেই নগরীর ভিতর প্রবেশপূর্ব্বক ইতস্ততঃ সেই শূকরের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি তাহার দর্শন পাইলেন না। পিতৃনিদেশ প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইলেন, এই দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি বিষণ্নমনে যত্রতত্র ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময় সহসা এক সুকুমারী তন্বঙ্গী যুবতী ত্বরিতপদে তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছেন দেখিতে পাইলেন। রাজকুমার সেই শীঘ্রগামিনী ললনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি ভদ্রে, তুমি কে এবং কি নিমিত্ত কাহার নিকট যাইতেছ?" কিন্তু সেই ললনা কুমারের কোন কথার উত্তর না দিয়া সমীপস্থ এক স্বর্ণসোপানশ্রেণী অবলম্বনে প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। সেই নির্জ্জননগরে ঐ নারীকে দেখিয়া কুমারের মনে অনিবার্য্য কৌতূহলের উদ্রেক হইল এবং তিনি একস্থানে অশ্বকে বন্ধনকরতঃ বিস্ময়-প্রফুল্ল-লোচনে সেই সিগন্তিনীর অনুসরণ করিলেন।

কুমার সেই স্বর্ণময়-সোপানযোগে প্রাসাদে আরোহণ করতঃ সম্মুখের এক সোপানে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহার অদৃষ্টপূর্ব্ব, অত্যাশ্চর্য্য এবং অপরূপ! তিনি দেখিলেন যে ঐ প্রকোষ্ঠের মধ্যভাগে বিশুদ্ধ সুবর্ণময় এক সুবিস্তৃত পর্য্যঙ্কে রাশিরাশি সুন্দর ও সুরভি কুসুমাস্তীর্ণ শয্যার উপরে এক নবযৌবনোদ্ভাসিত তনুবরবর্ণিনী রমণী আসীনা রহিয়াছেন। কুসুমশয্যায় যেন কোন এক অভিনব কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে! সুন্দরীর বর্ণ তপ্তকাঞ্চনতুল্য অথচ অতি স্নিগ্ধ এবং নেত্র-রসায়ন, বদন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, প্রান্তসূক্ষ্ম ও স্থূলমধ্য সুবঙ্কিম ভ্রুযুগ নিতান্তই নয়নাভিরাম। তাঁহার বক্তোজ্জ্বল সরস ওষ্ঠাধর পাটলকুসুমের সদ্যপ্রফুল্ল দলের

ন্যায় কমনীয় ও রমণীয়, কোমলনীলোজ্জ্বল লোচনযুগল সদ্যবিকসিত নীলোৎপলতুল্য, দশনপংক্তি সমসূল পরমসুন্দর মুক্তাপংক্তির ন্যায় উজ্জ্বল ও অবদাত, করতল ও পদতল প্রভাতের স্থলপদ্মের ন্যায়, তাঁহার নিতম্বচুম্বী কেশকলাপ নীল, সূক্ষ্ম, কোমল এবং অগ্রভাগ কুঞ্চিত। তাঁহার শরীর সুগঠিত, সুললিত এবং সুসমঞ্জসভাবে সুপরিণত। সেই গজকামিনী মদন-মদ-নাশিনী ললনাকে দেখিয়া রাজকুমারের মনে প্রতীতি জন্মিল ইনি পাতাল-লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সেই সুচারুহাসিনী বরবর্ণিনী বালাও তাঁহার সম্মুখস্থ সেই সুকুঞ্চিত স্কন্ধস্পর্শী কেশগুচ্ছ পরিশোভিত মনোহর পূর্ণচন্দ্রানন, প্রশস্তবক্ষ, বৃষস্কন্ধ, পীনবাহু সুদর্শন বীরমূর্ত্তি সহসা সন্দর্শন করতঃ ভাবিলেন, "ইনি বুঝি মদন।" তিনি যুগপৎ উল্লাস, লজ্জা, বিস্ময় ও ব্যাকুলতার বশবর্ত্তিনী হইয়া আগন্তুকের পরিচয়লাভার্থ ব্যগ্র হইলেন এবং তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবামাত্র মনের অতিশয় অস্থিরতানিবন্ধন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

রাজকুমারও সেই অলোকসামান্যরূপবতী-যুবতীকে দেখিয়া নিতান্ত মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি সত্বর অগ্রসর হইয়া মূর্চ্ছিতা-রমণীর মূর্চ্ছাপনয়নের নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন;—তখন তাঁহার সেই পূর্ব্বদৃষ্টা ললনাও ব্যগ্রচিত্তে মূর্চ্ছিতা সুন্দরীকে ব্যজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজকুমার উৎকণ্ঠিত-চিত্তে, অনিমেষনয়নে সেই মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। ক্রমশঃ সুন্দরী প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন,—তাঁহার মুখের পূর্ব্ব প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিতে লাগিল;—ক্রমশঃ তিনি সম্পূর্ণ সংজ্ঞালাভ করিলেন। কুমার অতিশয় আগ্রহ-সহকারে তাঁহার এই হঠাৎ মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি লজ্জাবশতঃ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার অভিপ্রায়-মতে পার্শ্ববর্ত্তিনী ব্যজনকারিণী অতি ধীরমৃদু-স্বরে বলিতে লাগিল,—

"মহাভাগ, দেবলোকবাসী, দেবরাজসখা গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্ববসুর নাম আপনি অবশ্যই অবগত আছেন। আমার এই প্রিয়সখী তাঁহার একমাত্র সন্তান, ইঁহার নাম মদালসা। মদালসার ন্যায় রূপগুণবতী রমণীরত্ন ভূলোকে কেন, দেবলোকেও নিতান্ত দুর্লভ। পরম-উগ্রস্বভাব, দেবশত্রু দৈত্যাধম বজ্রকেতু পুত্র পাতালকেতু এই পাতালপুরীর রাজা। সেই দুর্ব্বৃত্ত আমার সখীর রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়াছিল। একদা ইনি একাকিনী নন্দনোদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, পাপাত্মা পাতালকেতু সহসা তথায় আবির্ভূত হইয়া নিজ আসুরী-মায়ার প্রভাবে গাঢ় অন্ধকারের সৃষ্টি করতঃ সেই অন্ধকারের সহায়তায় ইঁহাকে অপহরণ করিয়া এই স্থানে আনিয়াছে এবং আগামী ত্রয়োদশীতিথিতে বিবাহ করিবে স্থির করিয়াছে। এই পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার আর দ্বিতীয় উপায় না দেখিয়া আমার সখী সে দিন পুষ্পমালা দ্বারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু গোমাতা-সুরভি সেই দারুণ অধ্যবসায় হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করতঃ বলিলেন, 'শুভে, তুমি কেন নিজ অকল্যাণ কামনা করিতেছ? দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তি যেমন কখনও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে না, এই দৈত্যাধমও তেমনি তোমাকে লাভ করিতে পারিবে না।

দানব মর্ত্ত্যলোকে গমন করিলে যে বীর তাহাকে স্বীয় শরে বিদ্ধ করিবেন,—তিনিই তোমার স্বামী হইবেন। অতএব তুমি আশ্বস্ত হও।' গোমাতার এই কথাতেই সখী প্রাণ রাখিয়াছেন। পাপাত্মা পাতালকেতু শূকরশরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক ঋষিদিগের তপোবিঘ্ন ঘটাইতেছিল, অদ্য সে কাহার শস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া পুরে প্রত্যাগমন করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি যথার্থ বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য বাহিরে গিয়াছিলাম, এমন সময়ে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল।"

রাজপুত্র সখীমুখে এই সমাচার শ্রবণ করিয়া পরমপরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বিধাতা তাঁহার পিতৃ-আজ্ঞাপালনের পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্বীয় হৃদয়ের হর্ষোচ্ছ্বাস যথাশক্তি দমন করতঃ সখীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সখী কুমারের প্রশ্ন শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ অধোমুখে উত্তর করিলেন, "দেব, এ হতভাগিনীর আর কি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন? গন্ধর্ব্বকুলের অলঙ্কার-স্বরূপ বিশ্ব-বিখ্যাত বিন্ধ্যবান্ আমার জনক, আমার নাম কুণ্ডলা। বহু পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে আমি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুরুষশ্রেষ্ঠ পুষ্করমালীকে স্বামীরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। কিন্তু জানি না বিধাতা কি পাপে আমার সকল সুখের অবশেষ করিলেন। এক বিপন্ন ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য আমার স্বামী মহাপরাক্রান্ত শুম্ভদৈত্যের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং——" কুণ্ডলা আর বলিতে পারিলেন না,—উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ এবং অশ্রুধারায় তাঁহার মুখমণ্ডল প্লাবিত হইয়া গেল। রাজকুমার নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ মধুর বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলে পর কুণ্ডলা পুনরায় বলিলেন,—"মহাভাগ, যদিও আমি সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পরলোকসাধনের নিমিত্ত ব্রতধারিণী হইয়াছি, তথাচ সখীকে এরূপ বিপন্ন অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারি না; কারণ, আমার প্রিয়তমা সখীকে দৈত্যের বন্দিনী দেখিয়া পতি-সমাগমেও আমি সুখী হইতে পারিব না, এই জন্য ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছি।"

কুণ্ডলার এই কাহিনী শুনিয়া রাজকুমার অকপটচিত্তে তাঁহার পতিপ্রাণতার ও সখী-প্রেমের প্রচুর প্রশংসা করিলেন। অবশেষে কুণ্ডলা বিনয়সহকারে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে রাজপুত্র স্বীয় পরিচয় প্রদান করতঃ যেরূপে তিনি মহর্ষি গালবের আশ্রমপীড়া নিবারণোদ্দেশ্যে আসিয়া শূকররূপী দানবকে নারাচে বিদ্ধ করতঃ তাহার অনুসরণ করিতে করিতে পাতালপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, সকলই বলিলেন। অবশেষে মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন, "শুচিস্মিতে! আমা হইতে আপনাদের ত্রাসের কোন সম্ভাবনাই নাই,—আমি দৈত্য-দানব নহি, সামান্য মানুষমাত্র।"

কুণ্ডলা রাজপুত্রের পরিচয়ে অতিমাত্র প্রীত হইয়া বলিলেন, "রাজপুত্র! আমার সখী আপনাকে দেখিবামাত্র কেন যে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ আর আপনাকে বলিতে হইবে না। আপনি পরমপণ্ডিত ব্যক্তি। গোমাতা সুরভির বাক্য যথার্থ হইয়াছে এবং আমার সখীর হৃদয় অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। এক্ষণে আপনি কৃপা করিলেই আমরা ধন্যা হই এবং আমার প্রাণ-

প্রিয়সখীকে অভিমত-পতি-সঙ্গতা দেখিয়া আমি নিরুদ্বেগচিত্তে তপশ্চর্য্যা করিতে পারি। কান্তি চন্দ্রের, প্রভা সূর্য্যের, লক্ষ্মী ভাগ্যবানের, ধৃতি বীরের এবং ক্ষমা উত্তমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। আপনার অস্ত্রেই দানবাধম বিদ্ধ হইয়াছে। দুঃখিনী মদালসা আপনাকে লাভ করিয়া ধন্যা ও সৌভাগ্যশালিনীদিগেরও নমস্যা হউন। অতএব বীর যাহা কর্ত্তব্য, বিধিপূর্ব্বক তাহার সমাধান করুন।"

রাজকুমার মদালসাকে দেখিয়া অবধি হৃতচিত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কুণ্ডলার কথায় তাঁহার হৃদয়ে অনুপম অমৃতস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল;—তিনি চারুসর্ব্বাঙ্গী মদালসাকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করতঃ জীবন সফল করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তথাপি, তিনি ধার্ম্মিক,—প্রেমের প্রখর বন্যায়ও তাঁহার বিবেক-বাঁধকে ভাঙ্গিতে পারে নাই;—সেইজন্য সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কুণ্ডলে, তুমি যাহা বলিলে, তৎসমুদয়ই সত্য,—আমার মনও তোমার সখীর প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত;—তথাপি আমি পরাধীন, পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে কিরূপে আমি বিবাহ করিতে পারি?"

মানবচিত্ততত্ত্বপণ্ডিতা কুণ্ডলা স্মিতমুখে বলিলেন,—"কুমার, আপনি নিশ্চিন্ত হউন,—আমার সখী দেবকন্যা;—মহারাজ শত্রুজিৎ কখনও এই সম্বন্ধে বিরক্ত অথবা অসন্তুষ্ট হইবেন না। আরও দেখুন,—আমি এখনই আপনার সমুদয় সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া কুণ্ডলা গন্ধর্ব্বকুলগুরু তুম্বরুকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রেই গন্ধর্ব্বঋষি মহামতি তুম্বরু সমিৎকুশাদি হস্তে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং মদালসা, কুণ্ডলা ও রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"কুমার আমি এইমাত্র তোমার পিতৃসভা হইতে আসিতেছি,—তোমার পিতা সানন্দচিত্তে এই বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন। গোমাতা সুরভির বাক্য কদাপি ব্যর্থ হইবার নহে।"

এই কথা বলিবার পর মন্ত্রবিৎ মহর্ষি তুম্বরু যথাবিধি বৈবাহিক পাবক প্রজ্জ্বলিত করিয়া মদালসার সহিত ঋতধ্বজের বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করতঃ তপশ্চরণ মানসে স্বকীয় স্থানে প্রস্থান করিলেন।

মনস্বিনী কুণ্ডলা নববিবাহিতা হর্ষোৎফুল্লমুখী মদালসাকে সপ্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে, গদগদকণ্ঠে বলিলেন—"সখি,—আজ আমি কৃতার্থ হইলাম। তুমি যেমন অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যশালিনী এবং সর্ব্বগুণে গুণবতী, সেইরূপ সৎপাত্রের হস্তে পড়িয়ে দেখিলাম। অভিমত এবং সুযোগ্য স্বামীলাভ অপেক্ষা সৌভাগ্য রমণীর আর কিছুই নাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি,—তোমরা উভয়ে দীর্ঘকাল এই অনন্যসুলভ অপার্থিব দাম্পত্যসুখ ভোগ কর,—যেন কদাপি তোমাদের বিচ্ছেদ না ঘটে। মদালসে, তুমি সকল শিক্ষায় সুশিক্ষিতা, তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে না যে,—

দুঃশীলঃ কামবৃত্তো বা ধনৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
স্ত্রীণামার্য্যস্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ॥
ন পিতা নাত্মজোনাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীনাং পতিরেকো গতিঃ সদা॥

স্বামী দুঃশীল হউন, কামপরায়ণ হউন, নির্ধন হউন,—যাহাই কেন

হউন না, সৎস্বভাবা স্ত্রী তাঁহাকেই পরমদেবতা বলিয়া জানেন। নারীর পতিই ইহপরলোকের সম্বল, পিতামাতা বল, পুত্র-কন্যা বল, সখাসখী বল,—এমন কি নিজের আত্মাও পতির তুল্য নহেন। তুমি সেই পরমপূজ্য পতিদেবতার পূজায় ব্রতী হইয়াছ,—তুমি ধন্যা হইয়াছ। এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও, আমি নিশ্চিন্তমনে এরূপ তপস্যাচরণ করিব, যাহাতে আর কখনও আমাকে এরূপ দুঃসহ যাতনা সহ্য করিতে না হয়।” তপস্বিনী কুণ্ডলা সখীকে এই কথা বলিয়া রাজকুমারকে সম্বোধন করতঃ স্নেহসিক্ত সুমধুর স্বরে বলিলেন “রাজপুত্র, আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পরম-প্রাজ্ঞ, পণ্ডিতেরাও আপনার ন্যায় মহাত্মাকে উপদেশ দিতে অক্ষম,—মাদৃশ অজ্ঞ স্ত্রীজনের কথা কি? আমি আপনাকে উপদেশ দিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। তবে এই সুকুমারী মদালসার স্নেহে আমার অন্তঃকরণ একান্ত আকৃষ্ট হই-তেছে এবং আপনিও আমাকে বিশ্বাস করেন; সেই স্নেহ ও বিশ্বাসবশে আপনাকে এই কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিতেছি মাত্র। ‘স্বামী সর্ব্বদা সযত্নে সহধর্ম্মিণীর রক্ষণ ও ভরণ করিবেন। ইহাই তাঁহার কর্ত্তব্য। দেখুন, স্ত্রীই স্বামীর ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের পরম সহায়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের বশবর্ত্তী থাকিলেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সম্যক্‌প্রকারে সাধিত হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের আধার স্ত্রী। এই কারণে স্ত্রীব্যতিরেকে স্বামী কদাচ এই ত্রিবর্গসাধন করিতে সমর্থ হন না;—আবার স্ত্রীও স্বামী ব্যতীত ধর্ম্মাদিসাধনে সক্ষম হয় না। প্রকৃতপক্ষে এই ত্রিবর্গ পতি-পত্নী উভয়কেই আশ্রয় করিয়া আছে। পুরুষ স্ত্রীব্যতিরেকে পিতৃগণ, ভৃত্যবর্গ ও অতিথিগণের পূজা করিতে পারেন না। দেখুন যদি ভার্য্যা না থাকে, অথবা যদি কুভার্য্যার সংসর্গ ঘটে, তাহা হইলে পুরুষ যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাহা ক্ষয় পাইয়া যায়। মনোমত ভার্য্যালাভ না হইলে কামোপভোগও সম্ভব নহে। পুত্র দ্বারা পিতৃ-গণের, অন্নসাধন দ্বারা অতিথিগণের ও পূজা দ্বারা যেমন অমরগণের পোষণ ও সেবা হইয়া থাকে, তদ্রূপ পুত্রোৎপাদন, অন্নসংযোজন এবং অভ্যর্থনা দ্বারা সাধ্বী স্ত্রীরও রক্ষণাবেক্ষণ ও সন্তোষসাধন করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দেশ আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে,—

‘স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেবচ।
স্বঞ্চ ধর্ম্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি॥
স্ত্রিয়ঃ স্ত্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥’

যিনি ভার্য্যার রক্ষাবিধানে মনোযোগী, তিনি তদ্দ্বারা নিজ বংশপরম্পরা, আত্মচরিত্র এবং ধর্ম্ম—এ সমস্তই রক্ষা করিয়া থাকেন। গৃহ-স্থের গৃহে স্ত্রী-ই শ্রী,—উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। আপনি দাম্পত্য-ধর্ম্ম-রক্ষা করতঃ মদালসের সহিত ধনে পুত্রে সুখে এবং পরমায়ুতে বর্দ্ধিত হউন,—আমি এক্ষণে অভি-লষিত স্থানে গমন করি।”

প্রিয়ভাষিণী প্রিয়চিকীর্ষু তাপসী কুণ্ডলা এইরূপ পরমহিতগর্ভ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পরমপ্রীতিসহকারে মদালসাকে আলিঙ্গন ও রাজকুমারকে নমস্কার করিয়া দিব্যগতিতে অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন কুমার ঋতধ্বজ নবোঢ়া প্রেমময়ী পত্নীকে সেই দৈব অশ্বে আরোপিত করিয়া পাতাল হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছুক হইলেন। নিহত দৈত্যাধম পাতালকেতুর আত্মীয়বর্গ এই

ব্যাপার জানিতে পারিয়া সকলে মিলিয়া রাজকুমারকে আক্রমণ করিল কিন্তু তিনি অত্যাশ্চর্য্য শিক্ষাকৌশলপ্রভাবে সকলের অস্ত্রজাল ব্যর্থ করতঃ অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দানবকুলকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন এবং মদালসাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পিতৃপুরে উপস্থিত হইলেন।

কুমার পিতৃপদে প্রণামপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলে মহাযশা মহারাজ শত্রুজিৎ পুত্রকে আলিঙ্গন করতঃ সস্নেহবচনে বলিতে লাগিলেন' "ঋতধ্বজ, তুমি আমার কুলপাবন সৎপুত্র এবং মহাত্মা। সদ্ধর্ম্মচারী ঋষিদিগের ভয় মোচন করিয়া অদ্য আমাকে উদ্ধার করিলে। আমার পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, পরে আমি সেই সুখ্যাতির বিস্তার সম্পাদন করি। বীরশ্রেষ্ঠ! অদ্য তুমি পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পুরঃসর তাহার আরও আধিক্য প্রচার করিলে। পিতা যে যশঃ, ধন অথবা বীর্য্য উপার্জ্জন করেন, যে ব্যক্তি তাহার অপচয় না করিয়া যথাযথ রক্ষা করিতে পারে, লোকে তাহাকে মধ্যমপুরুষ বলিয়া থাকে এবং যিনি স্বকীয় শক্তির সাহায্যে পিতৃ-সঞ্চিত বীর্য্যাদি অপেক্ষা আরও কিছু অধিক অর্জ্জন করেন, প্রাজ্ঞজনেরা তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া থাকেন;—আর যে হতভাগ্য পিতৃপুরুষদিগের অর্জ্জিত ধনবীর্য্যাদি রক্ষা করিতে না পারিয়া তাহাদের লাঘব করে,—সে পুরুষাধম। পুত্র, তোমার ন্যায় আমিও পূর্ব্বে বিপন্ন ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ করিয়াছিলাম, কিন্তু পাতালে গমন এবং অসুরগণের বিনাশ করি নাই; কিন্তু তুমি এই দুই বিষয়ে আমাকে অতিক্রম করিয়াছ;—সেইজন্য তুমি পুরুষোত্তম। অতএব বৎস, তুমিই ধন্য;—আর আমিও তোমার তুল্য গুণাধিক পুত্র পাইয়া পুণ্যবানগণেরও শ্লাঘনীয় হইলাম। আমার মতে পুত্র যদি নিজ প্রজ্ঞা, দান ও বিক্রম দ্বারা পিতাকে অতিক্রম করিতে না পারে, সেই পিতা পুত্রজনিত প্রীতি পান না। পিতার সুখ্যাতির সহায়তায় যে পুত্র নিজ প্রতিপত্তিলাভ করিতে চাহে, তাহার জন্মে ধিক্। যে পুত্রের খ্যাতিতে পিতার খ্যাতি প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হয়, সেই পুত্রের জন্মই সার্থক। যে ব্যক্তি নিজের কর্ম্ম বা বীর্য্যদ্বারা পৃথিবীতে পরিচিত হয়, সেই ব্যক্তিই ধন্য;—পিতৃ পিতামহাদির পরিচয়ে যে পরিচয় দেয় সে মধ্যম, আর মাতৃপক্ষ বা মাতার সহায়তায় যাহাকে লোক-সমাজে পরিচয় দিতে হয়, সে নরাধম। অতএব বৎস, তুমি ধন, বীর্য্য, সুখ প্রভৃতি সকল বিষয়েই বর্দ্ধিত হও এবং আশীর্ব্বাদ করি, এই কল্যাণী গন্ধর্ব্ববালার সহিত কদাপি যেন তোমার বিয়োগ না ঘটে।

মহারাজ শত্রুজিৎ যশস্বী পুত্রকে এই প্রকার বহুবিধ প্রিয়-সম্ভাষণ পুরঃসর আলিঙ্গন করিয়া বধূর সহিত গৃহে যাইতে বিদায় দিলে কুমার পত্নীসহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করতঃ মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন। মাতা বিজয়ী পুত্রকে বধূসহিত গৃহাগত দেখিয়া অতিমাত্র প্রীতিলাভ করিলেন এবং স্নেহভরে পুনঃপুনঃ পুত্রের শিরোঘ্রাণ মুখচুম্বন ও বধূকে আলিঙ্গন করিয়া নানাপ্রকারে স্বীয় হর্ষ প্রকাশ করিলেন। কুমার ঋতধ্বজ অনুরূপা পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া মহাসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন,—এবং শ্রীমতী মদালসা প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বামীর সমভিব্যাহারে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক সকলের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

সমালোচনা।

১। কায়স্থতর্ক-সমাধান।—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্মা শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ৴০ মাত্র। শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ নামক জনৈক ব্রাহ্মণের রচিত ব্রাত্য-কায়স্থ-চন্দ্রিকা নাম্নী পুস্তিকার প্রতিবাদ। সিদ্ধান্তভূষণ-মহাশয় বঙ্গীয় কায়স্থজাতিকে অন্ত্যজ, বর্ণ-সঙ্কর ইত্যাদি গালাগালি দিয়া নিজের সিদ্ধান্ত উপাধির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। এই সকল অন্ধ পল্লবগ্রাহী অধ্যাপকগণ সমগ্রভারতে যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-নিরত বিরাট-কায়স্থজাতি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা দেখিয়াও দেখে না। বঙ্গীয় কায়স্থগণ সেই বিরাট জাতির একটী ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। যে সকল ব্রাহ্মণ এই সাক্ষাৎ প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া কতকগুলি কল্পিত শ্লোকের আশ্রয়গ্রহণ করেন, তাঁহা-দিগের সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক। তিনি বলিতেছেন, "হে কায়স্থমহাপুরুষগণ! অবিলম্বে উঁহা-দিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করুন।" ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থে যে মনোমালিন্য দৃষ্ট হইতেছে, এই সকল লোকই তাহার মূল কারণ। গ্রন্থখানিতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত-প্রবর শাস্ত্রী মহাশয় বেদে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার প্রচুর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বৌদ্ধ-বিপ্লবে ব্রাহ্মণ,-ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যের সাবিত্রী-হীন হইতে হইয়াছিল। অতি দীর্ঘকাল তাঁহারা এই ভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তৎ-পরে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মাধবাচার্য্য ও আনন্দগিরি প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ বৈদিকধর্ম্ম ও উপনয়নপ্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল ব্রাহ্মণসমাজে এই প্রথা প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বৈদিক আচার প্রচলিত হইলে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-সমাজেও উহা প্রচলিত হইবে। তাৎকালিক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসমাজ এই নবসংস্কৃত ব্রাহ্মণ-গণকে শ্রদ্ধা করিতেন না, ইহার ফলে উভয় সমাজে একটী নিদারুণ মনান্তর উপস্থিত হয় এবং ইহার ফলেই উত্তরকালে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও তাঁহার পারিষদ্‌গণ ভারতে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য নাই বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের বিনাশস্তূপের উপর একটী পামুণ্ড-সমাজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রতেজদৃপ্ত ভারতে কৃতকার্য্য হন নাই, মুসলমান-বিধ্বস্ত-বঙ্গে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আদিশূরের সভায় ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ এবং দত্তের পরিচয়াত্মক শ্লোকগুলি হইতে ঐ ঐ কায়স্থবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব সুন্দররূপে প্রতি-পন্ন করিয়াছেন। কোলঞ্চাৎ পঞ্চশূরাস্থলে আমাদিগের বোধ হয় পঞ্চক্ষত্রাপদ ছিল। কারণ শূরাশব্দ প্রয়োগে ছন্দের পতন হয়। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ আদিশূরের সভায় দাসত্ব স্বীকার করেন না। ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এই দাস কথাটা লইয়া মূর্খের ন্যায় বৃথা গণ্ডগোল নব্যভারতে করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম পূর্ব্ব-পুরুষগণ কিঙ্কর শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন—

বিপ্রস্ত কিঙ্করোভূপো বৈশ্যোভূপস্ত কিঙ্করঃ।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক অনেক নূতন কথা এই পুস্তিকাখানিতে আছে, আমরা প্রত্যেক কায়স্থকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

২। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় বলি ও জীব-বলি।—কুমার শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব বিরচিত। গ্রন্থকর্ত্তা পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র ও শ্রুতি হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধার করিয়া পূজা ও উপাসনা-কালে ছাগাদি বলি যে অত্যন্ত গর্হিত ব্যাপার তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। সাঙ্খ্যকারগণ বলিয়াছেন হিংসাপূর্ণ নিত্যনৈমিত্তিক-কার্য্য অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। মীমাংসকগণ বলেন, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" একটী সামান্য নিষেধ বাক্য। বেদ বলিয়াছেন—"অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত" পশ্বাদি হনন করিয়া অগ্নিযজ্ঞ করিবে। ইহাই বিশেষবিধি। বিশেষবিধি সামান্যবিধিকে অতিক্রম করে ইহাই সাধারণ নিয়ম। ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া দ্বেষ শূন্য বুদ্ধিতে কোনও একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে সাত্বিক যজ্ঞ বলিয়া থাকে। শ্যেণাভিচার যদি আততায়ীর বিনাশের জন্য হয়, তাহাতে পাপ হয় না, কারণ আততায়ীকে বধ করা পাপ নহে। উক্ত যজ্ঞে যে শ্যেণ-পক্ষীর হিংসা করা হইল, তাহা উক্ত পক্ষীকে বিনাশের বাসনায় নহে। তদ্রূপ কালী-দুর্গাদি পূজায় পশুছেদন হিংসা জন্য ছেদন নহে, তাহাতে পাপ হয় না। শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মীমাংসকগণের মত সমর্থন করিয়া এইপ্রকার যে তর্ক তুলিয়াছেন, তাহা কর্ম্মীগণের সম্বন্ধে হইতে পারে, মুমুক্ষুগণের পক্ষে নহে। তিনি যে ভট্ট ও প্রভাকরের দোহাই দিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসক, জ্ঞানকাণ্ডের সহিত তাঁহাদিগের কোনও সংশ্রব ছিল না। বলিদানের পক্ষপাতীদিগের মত অতি সংক্ষেপে দিলাম। আমাদিগের মতে হিংসাবিশিষ্ট যজ্ঞাদি রাজসিক বা তামসিক হইলেও কখনও সাত্বিক হইবে না। হিংসা ব্যাপার পাপজনক, যে উদ্দেশ্য জন্যই সাধিত হউক না কেন, হিংসা জন্য প্রত্যবায় কোথায় যাইবে? যজ্ঞে জীব-বলির বিধান পর্জ্জন্য সৃষ্টি জন্য। যে পশু নিহত করা হইবে তাহার সমস্ত দেহ ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে হবন করিবে। সমস্ত ছাগ-দেহটী হবন করিতে হইলে একমণ ঘৃতের আবশ্যক এবং ৬।৭ ঘণ্টার কম হইবে না। সেই যজ্ঞীয় ধূম সামমন্ত্রে ঝংকারিত হইয়া আকাশে মেঘমালার সৃষ্টি করিবে, উহা জলধারায় পতিত হইয়া বসুন্ধরাকে শস্য-শালিনী করিবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ছাগকে উদরস্থ করিবার জন্যই বলি দেওয়া হয়। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া হিংসা মহাপাপজনক। এই সম্বন্ধে গীতায় ধর্ম্মামৃতের প্রথম শ্লোক—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং, মৈত্রঃ করুণ এবচ।"

শেষ মীমাংসা। কারণ ইহা ভগবদ্বাক্য। জীবগণের প্রতি বিদ্বেষবর্জ্জিত হইলেই মানুষের কর্ত্তব্য শেষ হইল না, তিনি তাহা-দিগের মিত্র হইবেন। যেমন হস্তদ্বয় শরীরের ও পক্ষদ্বয় চক্ষের মিত্র। অর্থাৎ বিনা চেষ্টায় তাহাদিগের রক্ষার্থ নিযুক্ত আছে তদ্রূপ মানুষ জীবগণের প্রার্থনা ব্যতিরেকেও তাহা-দিগের রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকিবে। কেবল রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকিলেই হইল না তিনি তাহাদিগের দুঃখে দুঃখী হইবেন। প্রাণিহিংসা সম্বন্ধে যাহাদিগের ধর্ম্মপুস্তকে এইপ্রকার বিধান, পূজায় জীববলি তাহাদিগের মধ্যে যে মহাপাপ তদ্বিষয়ে মতান্তর থাকিতে পারে না। এই উপাদেয় পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ্য, আশা করি বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে পূজায় বলি সত্বরই তিরোহিত হইবেক।

কুমার বাহাদুর আমাদের সকলের নিকট ধন্যবাদার্হ।

৩। পল্লীবন্ধু।—যশোহরের অন্তর্গত মাগুরা হইতে আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সরকার মহাশয় প্রণীত, মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। ভীষণ ব্যাধি ওলা-উঠা হইতে মফঃস্বলবাসিগণ কি উপায়ে জীবন-রক্ষা করিতে পারেন, তাহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা-খানিতে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কি প্রকারে কলেরাবিষ মানুষের শরীর মধ্যে প্রবেশ করে, বিষের উৎপত্তি, নিবারণ এবং সর্ব্বশেষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী বর্ণিত হই-য়াছে। আমরা আশা করি সকল গৃহস্থ এক একখানি পুস্তক গৃহে রাখিবেন। সময়কালে বিশেষ উপকারে আসিবে। আমার পারিবারিক হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্সের সহিত একখানি পল্লীবন্ধু অন্যান্য পুস্তকের সহিত রাখা হইয়াছে। বঙ্গীয় স্ত্রীলোকগণ ও আমরা ইহা দেখিয়া ঔষধি প্রয়োগ করিতে পারি।

৪। সাহা বা শঙ্খবণিকজাতি।—শ্রীযুক্ত মতিলাল ভৌমিক দ্বারা প্রণীত, মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। চাতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি, লক্ষণ, বৃত্তি, শাস্ত্রোক্ত প্রমাণে সাহাজাতি বৈশ্য, তাঁহাদিগের প্রাচীন বংশাবলী, শঙ্খবণিক সাহাদিগের উৎ-পত্তি, কয়েকজন সুশিক্ষিত ব্যক্তির জীবন-কাহিনী শৌণ্ডিকজাতির উৎপত্তি ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে অষ্টম অধ্যায়ে হিন্দুসমাজের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থা, সাহাজাতির প্রতি হিন্দুসমা-জের অবিচার ও অন্যায় ব্যবহার। গ্রন্থকর্ত্তা উপসংহারে বলিতেছেন—"মানুষ পুণ্য দ্বারা পবিত্র ও পাপ দ্বারা পতিত ও অস্পৃশ্য হয়, সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ব্যব-সায় ও কর্ম্মসমূহের উৎকর্ষাপকর্ষ দ্বারা জগতের যাবতীয় জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও নীচত্ব নির্ণিত হইয়া থাকে। "কেবল জন্ম দ্বারা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও নীচত্ব লাভ হয় না।" সাহাদিগের প্রতি যে সামাজিক অবিচার হইতেছে তাহা আমরা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করি, আশা করি এই নবজাগ-রণের যুগে হিন্দুসমাজ এই জাতির প্রতি সু-বিচার করিবেন। সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যজাতির সহিত শঙ্খবণিক সাহাজাতিকে গ্রহণ করা উচিত, আমাদের এই ধারণা। ভগবানের কৃপায় এই উদ্যমশীল জাতির উন্নতি প্রত্যাসন্ন।

৫। আর্য্য-নারী।—শ্রীযুক্ত সুশীলগোপাল বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রণীত, মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। গ্রন্থকর্ত্তা অতি সরল মধুর পদ্যে হিন্দুরমণীর পাঠ্য স্তবমালা প্রণয়ন করিয়াছেন। দুর্গানাম, গঙ্গাপ্রণাম, গায়ত্রী-বন্দনা, গণেশের প্রণাম, নারায়ণের স্তব, লক্ষ্মীর প্রণাম, শিবের প্রণাম ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে।

জাগো সবে জাগো সবে চির-শক্তিময়ী
অন্নদারূপিণি।
সহস্র কাজের ভার, শিরে তুলি লও
জীবনদায়িনি॥
জাগাও ঐশিকশক্তি, পিয়াও পিযুষ
মৃতসঞ্জীবনি
প্লাবহৃদি ক্ষীরধারে, হাসে যেন শিশু
বীর-প্রসবিনি॥

আমরাও সমস্বরে বলি—"তুমি না জাগিলে মাতঃ! না জাগিবে ভারতসন্তান।"

৬। শোক ও শান্তি।—শ্রীযুক্ত সুশীল-গোপাল বসু দেববর্ম্মা প্রণীত, পুত্রশোকে

নিমজ্জমান্ বন্ধুবর সুশীলবাবুর তপ্তহৃদয়োচ্ছ্বাস সরল পদ্যে বিরচিত। প্রিয়তমা পত্নীবিয়োগের পর শিশুপুত্রের মৃত্যুতে তিনি অতিশয় অধীর হন। দারিদ্র্য যেমন মানুষের চরিত্র গঠনের প্রধান উপকরণ, শোক ভক্তি ইত্যাদি তদ্রূপ কবিত্বশক্তি বিকাশের অনন্য সহায়। কবি লিখিতেছেন,—

ভাঙ্গিল সুখের স্বপ্ন, নিয়তির ফলে,
হারালেম প্রিয়পুত্র কালের হিল্লোলে।
মুক্ত-বাতায়নপথে হেরি চারি ধার,
দেখিলাম—দেখিলাম মায়ার সংসার।

পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে ইহার কারুণ্য-রসে মন দ্রবীভূত হইয়াছিল। গ্রন্থকর্ত্তার কবিত্বশক্তি প্রশংসনীয়।

৭। স্বধর্ম্ম।—কায়স্থ শ্রীযুক্ত লক্ষণ মজুমদার প্রচারিত রাথীডং আকীয়াব বরমা। মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র। একটী মহৎ সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীর সমুদায় নরনারীগণকে একসূত্রে আবদ্ধ করাই এই পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য। পুস্তকখানি একটী রূপকদ্বারা লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে বিজ্ঞাপনে মজুমদারমহাশয় বলিতেছেন—"পৃথিবীতে আরও বহু সহস্র সহস্র মত, উপমতাদি প্রকাশিত হইবে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে, সকল বিষয়ের সমষ্টিসম্বন্ধে সকলেই একমতী।" মজুমদার মহাশয় শুষ্ক বিদ্যা-মন্দির উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া পথে নানা-প্রকার বিভীষিকা দর্শন করেন। দরিদ্রতা নেশা রাক্ষসিনী রোগ-শোক-ব্যাধি, অতিক্রম করিয়া ভারতীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলে উপাস্যতম মহর্ষি তাঁহাকে প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। পুস্তকখানিপাঠে আমরা নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। আমরা আশা করি, প্রতিভার পাঠকবর্গ সকলেই ইহা পাঠ করিবেন। পুস্তকখানির সংস্কৃত ভাষা অতি উপাদেয় ও প্রাঞ্জল।

সম্পাদকস্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা। বিগত ৩০শে চৈত্র ও ১লা বৈশাখ ১৩১৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দিরে উক্ত সভার নবম বার্ষিক বিরাট অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উভয় দিনের অধিবেশনের আরম্ভ হইতে শেষ আমরা উপস্থিত ছিলাম। এই বর্ষের সভার কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে। অন্যান্য বর্ষের ন্যায় এইবার নিদ্রিতের সংখ্যা খুব কম ছিল! সকলেই যেন উদ্যমপূর্ণ (earnest) এবং ক্ষত্রতেজে প্রদীপ্ত। প্রস্তাবগুলি পাঠ, অনুমোদন, সমর্থন হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। এবারকার অধিবেশনে আমরা দেখিলাম কায়স্থসমাজে জীবনী আছে ও আমরা প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়। কায়স্থ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় অসুস্থতানিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি অত্যাগী নিরূপবিক্ত, সভায় উপস্থিত না হইয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি তিনি উপস্থিত থাকিলে সভাপতির আসন কখনই গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কেন না ব্রাত্যক্ষত্রিয় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য পাত্র নহে। পরম-শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সভাপতির আসন প্রথম দিনে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তৎপর দিন তাঁহার অসুস্থতানিবন্ধন শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুইজন কার্য্যক্ষম সভাপতির তত্ত্বাবধানে সভার কার্য্য যে সুন্দররূপে পরিচালিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সভারম্ভে মঙ্গলাচরণ একটী বালক দ্বারা ভাল হয় নাই। ক্ষত্রিয়ের সভায় ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক মঙ্গলাচরণের প্রয়োজন কি? "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্" ইত্যাদি মধুর স্বরে উচ্চারণ করিয়া আমরা কি

একটী মঙ্গলাচরণ করিতে অক্ষম? তানলয় বিশুদ্ধ-স্বরসংযোগে কায়স্থের মিলন সঙ্গীত কর্ণকুহরে প্রবেশ না করায় সমবেত ক্ষত্রিয়গণ কিঞ্চিৎ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তদনন্তর আমাদিগের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয়, যাঁহার প্রতিভা ও উদ্যমবলে মুমূর্ষু কায়স্থসভা নবজীবন লাভ করিয়াছে, তিনি সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেন। এই বিবরণীপাঠে আমরা দেখিতে পাই গত বর্ষে সভার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ১৫১ জন সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের ভাণ্ডারে ৭০০০৲ টাকার উপর সংগ্রহ হইয়াছে। ঠিক কত টাকা লিখিলে ভাল হইত। গত বার্ষিক অধিবেশনে ৪০০০ উপনীত কায়স্থের সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়, এবার অধিবেশনে ২৫০০০ হাজার কায়স্থের উপনয়নের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আমাদিগের ফরিদপুরে প্রায় দুই সহস্র কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন। উপনয়ন তীব্রবেগে প্রধাবিত হইয়াছে। প্রচারকার্য্যও মন্দ হয় নাই। অনেকেই নানাস্থানে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। ফলতঃ ১৩১৭ সনে কায়স্থ-সামাজিককার্য্য সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়াছে। বর্ত্তমানবর্ষের অভিযান বিস্তৃতভাবে হইবে এবং আমাদিগের হৃদয় আশাপূর্ণ। তাহার পর সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। অভিভাষণটী সংক্ষিপ্ত হইলেও মধুর ওজস্বিনী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। তাহার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি যথাক্রমে উপস্থাপিত, অনুমোদিত ও সমর্থিত হইয়াছিল।

প্রথম প্রস্তাব—ভারতসম্রাটের ভারতবর্ষে শুভাগমন উপলক্ষে অদ্যকার অধিবেশনে বঙ্গদেশীয়-কায়স্থসভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে, এ সভা পুনরায় তাহার অনুমোদন করিতেছেন এবং শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থানুসারে বঙ্গের চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন, বিবাহ ও অশৌচাদি বিষয়ে ক্ষত্রিয়াচার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং এই সভা নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে কায়স্থমণ্ডলীকে বর্ত্তমান বর্ষেই উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা প্রস্তাবক
„ মহেন্দ্রনাথ ভাবসাগর দেববর্ম্মা
অনুমোদক
„ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা

এবং „ সরলচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় এই প্রস্তাবটী সমর্থন করেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সভা ভঙ্গ হয় এবং সমবেত ক্ষত্রিয়গণ নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করেন। পরদিন অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় সংবাদ আসিল শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় পীড়িত, এমন কি মাথা খাড়া করিতে পারিতেছেন না। তৎকালে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন ও তিনি স্বয়ং নিম্নের তৃতীয় প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিলেন—বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণসভা উপনীত কায়স্থের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিতেছেন, তাহাতে এই সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণ রাগদ্বেষহীন এই সভা চিরকালই তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিবেন, কিন্তু যাঁহারা ঈর্ষাপরবশ হইয়া কায়স্থদিগের শাস্ত্রসঙ্গত বৈদিকসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন, অথচ নিজ সমাজের পাপাচারসমূহের প্রতি লক্ষ্যহীন, এই সভা সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করেন না। সভাপতি মহাশয়ের এই সুন্দর প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব।—চিত্রগুপ্তসন্তান বঙ্গদেশীয় দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থদিগের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার

যথাসম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুমহাশয় এই প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করেন, তাঁহার বক্তৃতাকালে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন কি উপায়ে ৪ শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি আদানপ্রদান কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে? দুঃখের বিষয় বক্তা এই সারগর্ভ প্রশ্নের কোনও উত্তর দেন না। এই প্রস্তাবের অনুমোদক শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সরকার মহাশয়কে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাস্যমান হইলে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এই মিলন সুসাধ্য করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ। ফলতঃ আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে সমাজ ক্ষত্রিয় ভাবে অনুপ্রাণিত না হইলে আন্তর্গণিক মিলন অসম্ভব।

পঞ্চম প্রস্তাব।—বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয়সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে কায়স্থসভা কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা কিয়ৎপরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভের প্রত্যাশায় সভা সমগ্র কায়স্থ-সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন করিয়া সভার কার্য্য সহায়তা করিতে অনুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

এই প্রস্তাবটী শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত উপস্থাপিত করিলে পর শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় ও যতীন্দ্রমোহন সিংহ অনুমোদন করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, কি উপায়ে বরপণপ্রথা সমাজ হইতে দূরীভূত হইবে তাহা কেহই নির্দ্দেশ করিলেন না। এই প্রস্তাবসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, বরপণপ্রথা অভাব পূরণশক্তির (Demand and supply) উপর নির্ভর করিতেছে। কন্যাকাময়তেরূপং, পিতা শ্রুতং, মাতা বিত্তং বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ এই ৫টী গুণ যে বরের আছে তাহার মূল্য বেশী হইবে ইহা নিশ্চয়, কারণ এই প্রকার পাত্রসংখ্যা অতি বিরল। যদি কোনও উপায়ে আমরা বিবাহ-ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করিতে পারি তাহা হইলে বর-পণ কমিয়া যাইবে সমূলে উচ্ছেদন অসম্ভব। বিবাহক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিবার একমাত্র উপায় ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ, কারণ যাঁহারা উপনীত হইতেছেন তাঁহাদিগের মধ্যে একটী ধর্ম্মবিশ্বাস (Creed) আছে যে, শ্রেণীচতুষ্টয়ের বিভাগ কাল্পনিক। অতএব সমাজ পূর্ণভাবে উপনীত হইলে ৪ শ্রেণীর মিলন কার্য্যে পরিণত হইবেক। বর-পণ কমাইবার দ্বিতীয় উপায় ষোড়শীর সহিত পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়স্ক যুবার বিবাহ। এই প্রকার বিবাহকালে প্রায়শঃ বরই সংসারের কর্ত্তা হন, তিনি কখনও কন্যাকর্ত্তার হৃদয়শোণিত পান করিবেন না ও অপরকেও পান করিতে দিবেন না। অতএব বরপণ-প্রথার উচ্ছেদনের ২টী প্রকৃষ্ট উপায় যথা—ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ ও যুবকযুবতীর পরিণয়।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—কায়স্থসভা স্থায়ী চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থমাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, এবং সভার প্রধান প্রধান মহোদয়গণের নিকট সাহায্যগ্রহণ করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিয়া কায়স্থ-সাধারণকে জ্ঞাত করার আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

সমাজ-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা বি-এ, কবিরত্ন মহাশয় এই প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করেন, এবং মহেন্দ্রনাথ বসুমহাশয় ইহার অনুমোদন করেন।

সপ্তম প্রস্তাব—কায়স্থসভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলন জন্য সকল কায়স্থ-প্রধানস্থানে শাখা-সমিতির গঠন ও পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত প্রচারসমিতির কার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা সভ্যগণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা।
অনুমোদক—শ্রীযুক্তহরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।

অষ্টম প্রস্তাব—কায়স্থসভার প্রত্যেক অধিবেশনের স্থান সঙ্কুলান, কায়স্থসভার পুস্তকালয় স্থাপন আফিসের কার্য্যাদি ও কায়স্থপত্রিকা প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থাদির জন্য কলিকাতার সদর রাস্তার উপরে একটী বাটী নির্ম্মাণের আবশ্যকতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা বোধ করিতেছেন এবং কায়স্থ-সাধারণকে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যথাসাধ্য অর্থসাহায্যের অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ।
অনুমোদক— „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।

নবম প্রস্তাব—এই সভা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লেখনী-ব্যবসায়ী কায়স্থদিগের এক সমাজভুক্ত হওয়ার আবশ্যকতার উপলব্ধি করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ।
অনুমোদক— „ লালা রাজেন্দ্রপ্রসাদ এম-এ,
„ শ্রীশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী।
„ রমানাথ দত্ত।

শেষোক্ত মহাশয় বলেন যে, ভাব ও আদর্শ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, যখন এই সভার জন্ম হয়, তখন আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল চারিশ্রেণীর কায়স্থের বৈবাহিক মিলন। সপ্তমবার্ষিক অধিবেশনে এই সভা হিন্দুস্থানী কায়স্থসভাকে ভগিনীসভা বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। অদ্য নবম অধিবেশনে ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশস্থ কায়স্থের সহিত বৈবাহিক মিলন কর্ত্তব্য বলিয়া এই সভা মনে করিতেছেন।

এই সমস্ত প্রস্তাব সভা কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইলে আগামীবর্ষের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইলেন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা।
সহকারী সভাপতি—কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার।
রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা বাহাদুর।
রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা।
„ কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা

তদনন্তর শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের অনুমোদনে সভাপতি মহাশয় ও গতবর্ষের কর্ম্মচারিগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। সভার কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষতঃ কায়স্থসভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র সভার কার্য্যাদি সুসম্পন্ন ও মফঃস্বল হইতে সমাগত প্রতিনিধিগণের বাসস্থান ও আহারের সুব্যবস্থা করিতে যে প্রকার অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা কায়স্থসমাজের ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। সভাভঙ্গ হইলে প্রতিনিধিগণ একত্রে জলযোগ ও সকলের সহিত প্রীতিবিনিময় করিয়া সন্ধ্যা-সমাগমে শ্রীভগবানের মধুর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন ইতি।

২। কায়স্থোপনয়ন—মাইমনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মধ্যস্থিত চাতুটিয়াগ্রামে নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহোদয়গণ বিগত ২৫শে মাঘ যথারীতি উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা।
„ হেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা।
„ প্রসন্নকুমার দেববর্ম্মা।

৩। বিগত ২০শে চৈত্র সোমবার ব্রাহ্মণগাঁওনিবাসী শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ চারুচন্দ্র গুহ কিশোরগঞ্জে যথারীতি উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত কার্য্যে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য ও জগচ্চন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা মহাশয় নিজে তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছিলেন। স্থানাভাবে অন্যান্য সংবাদ দিতে পারিলাম না।

সম্পাদকস্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নিয়মাবলী।

১। প্রবন্ধলেখকগণ দয়া করিয়া কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। মধ্যে মধ্যে উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু গ্রহণ করা যাইতেছে না। পত্রাদিতে গ্রাহকগণ তাঁহাদিগের রেজেষ্টারি নম্বর উল্লেখ করিবেন।

২। বর্ত্তমান ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধিতাকারে, অর্থাৎ রয়েল ৪৮ আট চল্লিশ পৃষ্ঠায় দুই স্তম্ভে মুদ্রিত মাসিক প্রতিভা বার্ষিক ১॥০ দেড় টাকা মূল্যে গ্রাহকগণ পাইবেন। ডাক মাশুল দিতে হয় না। প্রবন্ধলেখকগণের নিকট মূল্য গ্রহণ করা হয় না। আশা করি, বৎসরের প্রারম্ভেই গ্রাহকগণ তাঁহাদের দেয় সামান্য ১॥০ দেড় টাকা আমাদিগকে পাঠাইয়া দিবেন। এই প্রকার বৃহদাকার মাসিকপত্রিকা কেহই আজ পর্য্যন্ত এত স্বল্প মূল্যে দিতে পারেন নাই।

৩। বিগত ১৩১৭ সনের প্রতিভার মূল্য ভিঃ পিতে গ্রহণ করা হইতেছে। ভিঃ পিতে ও মণি অর্ডারে গ্রাহকগণের সামান্য ব্যয় অর্থাৎ ১॥৴০ একটাকা নয় আনা মাত্র। অনেকে ভিঃ পিতে দিতে ভালবাসেন, কারণ মণি অর্ডার লেখার কষ্টস্বীকার করিতে হয় না। ভিঃ পিঃ বাহির হইবার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভিঃ পির নোটীশ দেওয়া হয়। আশা করি, ভিঃ পিঃ সামান্য ১॥০ দেড় টাকার জন্য কেহই ফেরত দিবেন না।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ সময় মত না দেওয়ায় প্রতিভা প্রাপ্তির গোলমাল হইতেছে। কেহ কেহ স্থান পরিবর্ত্তনের অনেক দিন পরে, নূতন ঠিকানার সংবাদ দিয়া ২।৩ দুই তিন মাসের প্রতিভা পান নাই বলিতেছেন, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। আশা করি, গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে সংবাদ দিবেন।

৫। প্রতি মাসের প্রতিভা তৎপর মাসের প্রথম সপ্তাহে গ্রাহকগণ পাইবেন। ফরিদপুরের একটী প্রেসে প্রতিভার মুদ্রণকার্য্য চলিতেছে, আমরা ঠিক সময়ে প্রতিভা দিতে পারিতেছি না। কারণ মফঃস্বলে প্রেসের কার্য্য নানাবিধ অপরিহার্য্য কারণে প্রতিহত হয়। সহৃদয় গ্রাহকগণের ক্ষমা সর্ব্বদা প্রার্থনীয়।

৬। কায়স্থ মহোদয়গণের সমাজহিতৈষণা ও বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই দায়িত্বপূর্ণ দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ইচ্ছা সমাজের মঙ্গল। ফলতঃ বঙ্গদেশে "প্রতিভার" ন্যায় সুলভ মাসিক কায়স্থপত্রিকা আর দ্বিতীয় নাই। ইহাকে উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় পরিণত করিতে প্রয়াস পাইতেছি। কায়স্থসমাজের সুলেখকগণ প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন। কারণ কায়স্থের প্রতিভা (genius) প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

Reg. No. D. 69.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচন।

[চতুর্থ বর্ষ—২য় সংখ্যা।]

১৩১৮ বঙ্গাব্দ, জ্যৈষ্ঠ মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। কবিতাগুচ্ছ	
(১) আমি কি র'ব না (শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা)	৪৯
(২) উদ্বোধন (শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিত্র দেববর্ম্মা)	৫০
(৩) শিক্ষিত কায়স্থ-যুবকদিগের প্রতি (শ্রীরাধাবিনোদ সরকার) ...	৫১
(৪) আনন্দমোহন (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস)	৫২
(৫) প্রভাত (শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার)	৫৩
২। হিন্দু ও পৌত্তলিকতা (শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী)	৫৪
৩। করণ ও অম্বষ্ঠ (পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ) শ্রীমধুসূদন রায় বিশারদ) ...	৫৯
৪। উদ্বাহে উদ্বন্ধন (পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ) শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা)	৬২
৫। কায়স্থকবি শ্রীমধুসূদন দত্ত (পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ) শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা বি-এল)	৬৭
৬। ঐতিহাসিক একপৃষ্ঠা (শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সরকার)	৭৬
৭। লক্ষ্ণৌ বঙ্গীয় কায়স্থসভা (শ্রীচারুচন্দ্র সরকার)	৭৮
৮। কাকসংবাদ (শ্রীকাক)	৮০
৯। তীর্থদর্শন (সম্পাদক)	৮৪
১০। বসুমতী ও কায়স্থবিদ্বেষ (শ্রীহরিচরণ দেববর্ম্মা)	৮৯
১১। সমালোচনা, বিবিধ প্রসঙ্গ (সম্পাদক)	৯১

[প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৵০ আনা মাত্র।] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।]

ফরিদপুর

হিতৈষী প্রেসে

শ্রীজানকীনাথ দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৭।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

কবিতাগুচ্ছ।

আমি কি র'ব না ? (১)।

মরমে বাজিছে এক বিষাদ বাজনা,
রহিবে এ বিশ্ব, শুধু আমিই র'ব না !
রয়েছে ধরণী চারু, সুনীল আকাশ,
তেমনি বহিছে মৃদু মলয় বাতাস।
সেইরূপে দিনমণি শোভিছে অম্বরে,
গাইছে বিহঙ্গকুল তেমনি সুস্বরে।
চলিতেছে তরঙ্গিণী তেমনি নাচিয়া,
মধুর-সঙ্গীতে যেন ধরা উচ্ছ্বসিয়া।
অগণিত ফুলদল ফুটিছে কাননে,
সেই শশী সেইভাবে উঠিছে গগনে।
বায়ু তারারাজি আর হ্রদসরোবর,
অরণ্য নিকুঞ্জ মাঠ মরু মহীধর।
  সকলি রয়েছে শুধু আমি কি র'ব না ?
রয়েছে সকলি হেথা—কি ক্ষুদ্র মহৎ,
ব্যোম বায়ু মহীতল, আছে—এ জগৎ।
সুখ, দুঃখ, ভালবাসা, কীর্ত্তি, ধন, মান,
অধরে মধুর হাসি অমিয় সমান।
দয়া, মায়া, ক্ষমা, দান, দেব-আরাধনা,
পুরুষে স্বার্থতা, নারীহৃদয়ে ছলনা।
সকলি রহিবে হেথা, এ সৃষ্টি সুন্দর—
স্থাবর জঙ্গম জল তারকা-নিকর।
সজলা সফলা শস্যশ্যামলা ধরণী,
যা ছিল সকলি আছে, রহিবে তেমনি।
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা পরমাণু-কণা,
সকলি রহিবে শুধু আমিই র'ব না !
  মিথ্যাকথা আমি ইহা কভু শুনিব না

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

উদ্বোধন (২)।

জাগরে কায়স্থজাতি জাগ একবার,
আর কতকাল বল ঘুমাইয়ে রবে ?
দিনে দিনে ঘিরিতেছে শূদ্রত্ব আঁধার,
দেখিয়েও কিরে হায় দেখিছ না সবে ? ।১।
শূদ্রত্ব কলঙ্কমসী সর্ব্বাঙ্গেতে মাখি,
কি সুখে এখনও বল রয়েছ ধরায় ?
ক্ষত্রিয়-সন্তান তুমি মনে পড়ে নাকি ?
একের সন্তান ছি ছি অন্য পরিচয় ।২।
রাজার সন্তান হয়ে ভিখারী তনয়,
এর চেয়ে কিবা দুঃখ বল আছে আর।
ভুলিও না কভু আর বিদ্বেষী কথায়,
আপনার পথ চিনি হও অগ্রসর ।৩।
শূদ্রের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সেবা মাত্র সার,
ছিন্ন বস্ত্র হবে শুধু তার পরিধান।
উচ্চ কোন কার্য্যে তার নাহি অধিকার,
কে আছে ঘৃণিত হেন শূদ্রের সমান ।৪।
প্রণবে শূদ্রের নাহি কোন অধিকার।
উচ্চারণ মাত্রে হয় জিহ্বার কর্ত্তন।
যা কিছু পবিত্র বস্তু কিছু নাহি তার,
জেনে রেখ এই সার মুনির শাসন ।৫।
হেন শূদ্র হতে যদি সাধ তব মনে।
কেন মিছে লেখনীর কর অপমান ?
ত্রিবর্ণের সেবা কর ঐকান্তিক মনে।
তাতেই তোমার গ্রাস তাতে আচ্ছাদন ।৬।
লেখনীতে একমাত্র তব অধিকার,
তাইতে লেখকজাতি প্রখ্যাত ধরায়।
সতত কায়স্থ বলি গৌরব তোমার,
কোন মুখে দেও পুনঃ শূদ্র পরিচয়॥
(অজ্ঞানতা বিনা ইহা আর কিছু নয়) ।৭।
ক্ষত্রিয়ের দুই বৃত্তি অসিমসী হয়,
এ দুয়েতে তোমা ছাড়া কার অধিকার ?
কত শত মহাবীর তেজস্বী দুর্জ্জয়,
জন্মিয়াছে একমাত্র বংশেতে তোমার ।৮।
খুলে দেখ বেদ-স্মৃতি পুরাণাদি তন্ত্র,
যা কিছু হিন্দুর গ্রন্থ এ মহীমণ্ডলে।
সকলেই একবাক্যে বলে তোমা ক্ষত্র,
কেন তবে বাঁধা আছ অজ্ঞানতা জালে ।৯।
যে কায়স্থ একদিন গৌরবশিখরে,
আরোহণ করেছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়ে।
তারা কিনা এবে হায় বিষণ্ণ অন্তরে,
রয়েছে শূদ্রত্ব-মসী সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে ।১০।
চিরদিন পরবাদ আছে ভূমণ্ডলে,
সুখদুঃখ চক্রবৎ ভ্রমে অবিরত।
দুঃখান্তে কায়স্থ ভাগ্যে সুখ সুনির্ম্মল,
হইবে প্রদীপ্ত পুনঃ বিধির নিয়ত ॥১১॥
সীতারাম প্রতাপাদি কত মহাবীর,
যে বংশে জনম লভি ক্ষত্রিয় মহিমা—
বিঘোষিছে কত শত দেশ দেশান্তর।
তারি বংশে কেন হায় শূদ্রত্ব কালিমা ।১২।
প্রতিভায় যাঁরা চির আদর্শের স্থল।
রাজার প্রধান কার্য্যে যাঁরা নিয়োজিত,
বুদ্ধিমন্ত বলি যাঁরা খ্যাত চিরকাল,
তাঁরা কি কখন হয় শূদ্র অভিহিত ?।১৩।
তাঁরা যদি শূদ্র হবে কে হবে ক্ষত্রিয়,
তাঁরা যদি দাস হবে কে হইবে প্রভু।
তাঁরা যদি রক্ষ্য হবে কে হবে রক্ষক।
কায়স্থের জাতি কভু শূদ্র নয় নয়।
যে বলে কায়স্থ শূদ্র মূর্খ সে নিশ্চয়।
মূর্খের বচন কভু ধরা যোগ্য নয় ।১৪।
কায়স্থ !
বিন্দুমাত্র রক্ত যদি থাকে ধমনীতে ;
বিন্দুমাত্র ক্ষাত্রতেজ যদি থাকে হৃদে,

শূদ্রত্ব কলঙ্ক যেন না হয় সহিতে;
এ কথাটী হৃদে যেন জাগে নিরবধি।
(কেশরী-শাবক হয়ে জম্বুক অখ্যাতি) ।১৫।

কায়স্থ !

ক্ষত্রিয় হইয়ে তব কেন শূদ্রবাদ।
একবার জ্ঞাননেত্রে হের ভাল করি ॥
উপবীত ত্যাগ হেতু শুধু এ প্রমাদ।
কলঙ্কী হতেছ তাই শূদ্রাচার ধরি।১৬।
অতএব ভ্রাতৃগণ বিলম্ব কর না।
ধর উপবীত গলে সানন্দ অন্তরে ॥
সম্মুখে বিদ্বেষীদল রয়েছে দেখ না।
এখনও ভাবিছ কেহ সন্দেহ অন্তরে।১৭।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিত্র দেববর্ম্মা।

শিক্ষিত কায়স্থ-যুবকদিগের প্রতি (৩)।

হরি! হরি!
এই কি গো! তোমাদের নবজাগরণ?
এখনো বিদ্বেষ কর হৃদয়ে পোষণ?
বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন নও,
শিক্ষিত বলিয়া সবে করে সমাদর,
তবে কেন হেন মতি? উচ্চনীচ জ্ঞান—
স্বজাতির প্রতি—দেখি এত অনাদর!
হায়, হায় তোমাদের একি অভিমান?
ছি! ছি! কৌলিন্যের অভিমানে,
বিবাহের বরপণে—
করিছ স্বজাতিগণে এখনো পেষণ!
এই কি গো! তোমাদের নবজাগরণ?
চেয়ে দেখ—
শিক্ষা বিনা হীন-দশা কত স্বজাতির;
সমাজের উপেক্ষায়—ঘৃণিত জীবন।
জাতীয়-কলঙ্ক তারা কায়স্থজাতির!
থাকিলে সহানুভূতি হয় কি এমন?
এই সমাজ সংগ্রামে——
নহ, যদি কায়স্থ-সন্তান!
মানসিক বলে বলীয়ান।
ক্ষাত্র বলি তবে কিসে পাইবে সম্মান?
কিসে হবে—বীরনামে খ্যাত মতিমান?
দাঁড়াও যদ্যপি—
নব-তেজে তেজীয়ান যুবক-নিকর!—
আপন বিবেক-বুদ্ধি লয়ে; সমাজের—
স্বার্থপর মত (যাহা দোষের আকর)
দূর করা একমাত্র শক্তি তোমাদের।
ন্যায় প্রতিষ্ঠায়,
পাপ নাহি হয়—
বৃদ্ধের অন্যায়মত;—অবহেলা তরে।
তোমরা হে! আমাদের ভবিষ্য আলোক,
জীবনমরণ-কাঠি তোমাদের করে।
বিচার করিয়া দেখ সকল যুবক!
কি সাহসে বল বৃদ্ধগণ,
ভগ্নপ্রাণে করিবে খণ্ডন—
তোমাদের—ন্যায়-সত্য-স্থির-প্রতিজ্ঞায়?
বিশেষতঃ সর্ব্ববাদী-সম্মত যখন,
কেমনে করিবে তাঁরা, গতিরোধ তায়,—
"প্রতি কাজে চিত্তভ্রম" তাঁদের এখন?
দেখ নবীন বয়সে—

বিরাগী-চৈতন্য, বুদ্ধ,
মাতায়ে জগত শুদ্ধ—
মহম্মদ, যীশু আদি মহাত্মা নিচয়—
করেছেন অভিনব ধর্ম্ম-সংস্থাপন।
যুবক ব্যতীত কার সরল হৃদয় ?
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে বৃদ্ধ কি কখন ?
দাঁড়াও যুবক—
তোমার প্রতিভা লয়ে,
উদার সরল হয়ে।
কিন্তু হায়—বিপরীত দেখি যে তোমার—
সংকীর্ণ হৃদয় মোহমুগ্ধ নিরুপায়!
ছি! ছি!
হাসিবে বিপক্ষপক্ষ—দেখিলে এমন!
এই কি গো! তোমাদের নবজাগরণ ?

শ্রীরাধাবিনোদ সরকার।

আনন্দমোহন।* (৪)।

১

আনন্দমোহন,
কোথা আছ স্বর্গপুরে, কল্পনার কতদূরে,
কোথা সেই কুসুমিত মোদিত নন্দন,
কোথা হতে আসে নিতি, তোমার মধুর স্মৃতি
পারিজাত পুষ্পগন্ধে মুগ্ধ করে মন!
অলৌকিক দিব্য কান্তি, অপূর্ব্ব আনন্দ শান্তি
করুণা মমতা স্নেহে দ্রব দু'নয়ন,
দেখি তোমা দিবানিশি, প্রাণে তুমি আছ মিশি,
একি স্বপ্ন একি তন্দ্রা একি জাগরণ ?

২

আনন্দমোহন,
পবিত্র চরিত্র তব পবিত্র জীবন,
পবিত্র তোমার ভাষা, পবিত্র তোমার আশা,
পবিত্র তোমার সেই পুণ্য আলাপন,
সে পবিত্র কর্ম্মশক্তি, সে পবিত্র দেশভক্তি
বাঙ্গলায় রেখে গেছে নব আয়োজন!

৩

আনন্দমোহন,
উত্থানে সুশিক্ষা লাগে, সুশিক্ষায় জাতি জাগে,
বুঝিয়া শিক্ষার এই মহা প্রয়োজন,
স্থাপিলে এ শিক্ষাগার, অচির ভবিষ্যে যার,
জগতে উড়িবে চির বিজয়-কেতন!

৪

আনন্দমোহন,
মাতৃভূমি বঙ্গভূমি, আচ্ছাদিয়া আছ তুমি,
নীল গগনের মত করি আলিঙ্গন—
অবিরত নিশিদিবা, বিপদে বিভ্রাটে কিবা,
তুমি সে নয়নে জ্যোতি নিঃশ্বাসে পবন!

৫

আনন্দমোহন,
শিলাতে রাখিব স্মৃতি, তোমার সে স্নেহ-প্রীতি
লিখিয়া কোমল হৃদি—শোভে কি কখন ?
এও কি সম্ভবে কভু, কেন এ বাসনা তবু,
বাঙ্গালীর অস্থিমাংস নাহি আত্মমন ?

* মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহ সিটি স্কুলে প্রস্তরফলকে লিখিত উক্ত মহাত্মার স্মৃতিলিপির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে বর্ত্তমান মাসে যে সভা হইয়াছে, তাহাতে এই কবিতাটী পঠিত হইয়াছিল।

৬

আনন্দমোহন,
এ নহে প্রস্তর-শিলা, আমরা সকলে মিলা,
দিয়েছি বুকের অস্থি করি উৎপাটন,
তোমার পবিত্র নামে, হোক ধন্য ধরাধামে
আজি বাঙ্গালীর নাম, এই অকিঞ্চন,
এই তব প্রীতিচিহ্ন স্মৃতির আসন।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

প্রভাত (৫)।

জাগ,—জেগে উঠ ; মেল অলস নয়ন
ওরে মুগ্ধমন ! নিশা হ'ল অবসান ;
মধুর প্রভাত সমাগত। চেয়ে দেখ
সুপ্ত গগনের ভালে অসংখ্য প্রদীপ
নির্ব্বাপিত প্রায় ; বিশাল বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির কাল। শোন বাজে অই
মঙ্গল আরতি বাদ্য অনন্তের মাঝে
সুস্নিগ্ধ গভীর মন্দ্রে ; বনে উপবনে
কোটিকণ্ঠে গাহিতেছে মধুর প্রভাতী
বিহগ বিহগী মিলি সুস্বর নিস্বনে।
ভুলে যাও রজনীর বিশ্রান্ত বিলাপ
ভৈরবীর সন্দীপন রাগে। হের হের
সুপ্তা নিশীথিনী-শিরে সুবর্ণ মুকুট
মলিন নিষ্প্রভ। নিশারাণী বিষাদিতা ;
ম্লানমুখে নিরখিয়া প্রভাতের পানে।
হের দীপ্ত নভস্তল ; দীপ্ত বনরাজি ;
উষার শোণিমা-রাগে দীপ্ত বসুন্ধরা।
এ হেন সময়, কে অই পলায় ত্রস্ত
লুকাইতে গিরিগুহাতলে ? দেখ চেয়ে
অন্ধকার নিশাচরী লুকায় তরাসে
তস্কর, কৌশিক আর জম্বুকের সনে।
কি কাজ তাহারে অনুসরি ? যেতে দাও
যেথা ইচ্ছা, মায়াবিনী ; কিন্তু সাবধান
মানস মন্দিরে যেন না করে প্রবেশ।
হের বিস্তীর্ণ কান্তার, নিস্তব্ধ নীরব ;
এই মাত্র আসিয়াছে কুটির প্রাঙ্গনে
কৃষক গোপালসহ ; কৃষকের বধূ
অনিমেষ আঁখি মেলি র'য়েছে চাহিয়া।
ক্রমে ক্রমে রবিরেখা হয় খরতর,
পথিকের কোলাহল উঠে আকুলিয়া
জীর্ণ শীর্ণ বক্ষস্থল হ'তে ; শান্ত কর
সান্ত্বনার কোমল পরশে। মুছে ফেল
কাতর ক্রন্দন, ব্যথা, নিষ্ফল বিলাপ,
অসীমের পদতলে নত কর শির।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

হিন্দু ও পৌত্তলিকতা।

হিন্দুর দেবপ্রতিমা অনেক দিনের—সে কতদিনের তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার নামগন্ধও ছিল না, যখন পাশ্চাত্য সভ্য সমাজের আদিম পুরুষগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, মৃগয়ালব্ধ বন্যপশু দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, যখন তাঁহারা সভ্যতা ও সমাজ কাহাকে বলে কিছুই জানিতেন না—সুধু আত্মোদর পরিপোষণই একমাত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন, তৎকালেও ভারতে দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা হইত, তৎকালেও এই হিন্দুগণ সভ্যতা ও সমাজের বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন—সে সময়েও হিন্দুগণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই বিশ্বসৃষ্টি জড়ের কার্য্য নহে—সর্ব্বোপরি এক মহীয়সি ঐশীশক্তি বিরাজিত। হৃদয়ে যখন জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে থাকে, তখন কৃতজ্ঞতা, ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ স্বতঃই মানসক্ষেত্রে আবির্ভাব হয়। যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান সহায় সূর্য্য, তখন কৃতজ্ঞতাভরে সেই পরম সহায়কারীর সন্তোষবিধানার্থ স্তব করিতে আরম্ভ করিল। যখন তাহারা অগ্নির দাহিকাশক্তির আশ্চর্য্য প্রভাব দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইল, তখনি তাহারা তারস্বরে বলিয়া উঠিল—'অগ্নিমীলে পুরোহিতং।' এতাদৃশ চেষ্টা পূর্ব্বাপর প্রচলিত—প্রত্যুপকার স্মরণ করিয়া উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ,—উন্নত ব্যক্তির ক্ষমতা দর্শনে অবনত ব্যক্তির বিস্ময়াপন্ন হওয়া,—বড়র সন্তোষবিধানার্থ ছোটর ঐকান্তিক চেষ্টা জগতে স্বাভাবিক। সামান্য মানবের ক্ষমতায় যখন মানব অভিভূত,—সামান্য মানবের কিছু গুণ দেখিয়া যখন মানব বিমুগ্ধ, তখন সর্ব্বোপরি সমভাবে ক্ষমতাবিস্তারকারী সেই মহীয়সি শক্তির গুণদর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহার ভজনায় মানবমন আকৃষ্ট হইবে না কেন?

এ সংসারে গুণের আদর। তুমি আমি সকলেই গুণের পক্ষপাতী। শুধু তুমি আমি কেন, জগতের স্বাভাবিক নিয়মই তাই। বৃক্ষভরা কাঠমল্লিকা আপন মনে প্রস্ফুটিত হইয়া বন আলো করে, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই,—অনাদরে ঝরিয়া পড়ে, শেষে মনের দুঃখে বালবিধবার ন্যায় শুকাইয়া যায়। কিন্তু বাগানে যখন একটী গোলাপ প্রস্ফুটিত হয়, তখন সে সুন্দর দৃশ্য দেখিতে কাহার চিত্ত আকর্ষিত না হয়? দেখিবে তাহার গন্ধ লইতে সকলেই ব্যগ্র, মধুকর মধুলোভে তাহার পার্শ্বে গুণগুণ করিতেছে। এ সব কেন বুঝিয়াছ কি? জগতে সকলেই গুণের আদর করিয়া থাকে। নির্গুণ পুরুষের আদর নাই। তাই সেই অশেষ গুণময়ীর মহীয়সিশক্তির বিচিত্র গুণ দর্শনে তাহার প্রতি সকলেই ধাবিত হয়। তাঁহায় সন্তোষবিধানার্থ সকলের চেষ্টা। তাই হিন্দুর ঈশ্বর সগুণ—তাই হিন্দুর দেবতা অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালিনী ও অপূর্ব্ব শোভাময়ী।

জগদীশ্বর ও তাঁহার সৃষ্ট এই দৃশ্যমান জগতের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা লইয়া বিশেষ মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন এই জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্ট, সুতরাং ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আবার কেহ বলেন জগৎ ঈশ্বর হইতে

স্বতন্ত্র নহে,—ঈশ্বরের রূপ বা বিকাশ মাত্র। খ্রীষ্টধর্ম্মযাজী ও মহম্মদের অনুবর্ত্তীগণ পূর্ব্বোক্ত-মত সমর্থন করেন। হিন্দু সে মত স্বীকার করেন না, তিনি পরবর্ত্তীমতের পক্ষপাতী। হিন্দুগণ ঈশ্বরে জগৎ ও জগতে ঈশ্বর দেখিয়া থাকেন—একটীকে পরিত্যাগ করিয়া অপরটীর বিষয় চিন্তা করিতে পারেন না। জগৎ লইয়া হিন্দুর দেবতা—দেবতা লইয়া হিন্দুর জগৎ। এ কথায় কাহারও মনে করা উচিত নয় যে, হিন্দু সৃষ্টি মানেন না বা পাশ্চাত্যগণ জগতে ঈশ্বরস্ফূর্ত্তি স্বীকার করেন না। হিন্দু যখন বলেন—'পরমেশ্বর সকলই করিয়াছেন।' তখন-ই তিনি ঈশ্বরের সৃষ্টি স্বীকার করিতেছেন। আবার পাশ্চাত্যগণ যখন বলিতেছেন—'In Him we live.' তখন তাঁহারাও জগতে ঈশ্বরের সত্ত্বা স্বীকার করেন। ফলতঃ পরমেশ্বর সম্বন্ধে সকলেই সকল কথা মনে করেন—সকল কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। জগদীশ্বর এমন-ই সর্ব্বময়—এমনই সর্ব্বপ্রভাবশালী—এমনই সর্ব্বস্ব যে তাঁহাকে সমস্ত সংজ্ঞায়ই অভিহিত করা যায়। তাই হিন্দুগণ তাঁহার একটী সংজ্ঞা দিয়াছেন 'সর্ব্ব'। পরমেশ্বর সম্বন্ধে সকলের এতাদৃশ ভাব হইলেও, এক একটী জাতি বা সম্প্রদায় এক একটী ভাব বা প্রণালী-কে সর্ব্বোত্তম বলিয়া মনে করেন। তাই হিন্দুগণ জগতকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক মনে করেন না—পাশ্চাত্য ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক-গণ পৃথক মনে করিয়া থাকেন। এই উভয় মতের মধ্যে কোন মতটী শ্রেষ্ঠ, তাহা বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিংবা সে মীমাংসা করাও সহজ নহে। তবে এই মতদ্বয়ের সহিত পৌত্তলিকতার সম্বন্ধ কি তাহা প্রদর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহারা জগতকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করেন, তাঁহারা বলেন—সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্ট পদার্থ কোনক্রমেই সমতুল হইতে পারে না। একটী উৎকৃষ্ট—অপরটী নিকৃষ্ট। তাই তাঁহাদের নিকট জগতকর্ত্তা পূজনীয়—কিন্তু জগৎ অত্যন্ত হেয় ও অধম। তাই তাঁহারা জগতের জিনিষ লইয়া জগদীশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা দুষ্কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। তাই পাশ্চাত্যসভ্যতাভিমানী ব্যক্তিগণ হিন্দুর পৌত্তলিকতার নাম শুনিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন। হিন্দুগণ কখনও জগতকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন না, ঈশ্বর যেমন তাঁহাদের নিকট আদরের, জগতও তদ্রূপ। তাঁহারা জড়ে চৈতন্যে অপূর্ব্ব মিশামিশি ভাব দেখিয়া থাকেন। তাই জড়ের সাহায্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা, অপকর্ম্ম মনে করেন না। যদিও হিন্দুগণ জগতে ঈশ্বরস্ফূর্ত্তি দেখেন—তথাপি তাঁহারা জগতকে ঈশ্বর মনে করেন না। তাঁহারা জগতকে ঈশ্বরের মায়া মনে করিয়া, আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ পরমপদপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে কর্ত্তা হইতে কার্য্য কি এতই হেয়, যে একটী অপরটীকে প্রকাশ করিতে অক্ষম। এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট পদার্থ, সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত তাহার কোন অংশেই তুলনা হয় না, তাই বলিয়া কি জগতকে অপদার্থ ও অপকৃষ্ট বলিবে? রামায়ণ কাব্যখানি বাল্মীকির রচিত, তাই বলিয়া কি বলিবে বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ—রামায়ণ গ্রন্থখানি অত্যন্ত হেয় ও অপদার্থ? যদি তাহা না হয়, তবে জগতকে নিকৃষ্ট বলিতে

চাহ কেন? জগৎ যদি অপকৃষ্ট না হয়, তবে তদ্দ্বারা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার পরিচয় প্রদান করিতে বাধা কি? এস্থলে বলিতে পার যে, কালিদাস প্রায় ১৫।২০ খানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এক শকুন্তলা গ্রন্থে, কালিদাসের কি পরিচয় পাওয়া যাইবে! এ কথা ঠিক—কিন্তু তাই বলিয়া কি শকুন্তলা গ্রন্থখানি কালিদাসের কবিত্বের আংশিক পরিচয় দিতেও অক্ষম? যদি শকুন্তলাতে কালিদাসের কবিত্বের আংশিক পরিচয়ও পাওয়া যায়, তাহাতে বাধা কি! যতদূর জানা যায় তাই ভাল—না কিছু না জানাই ভাল? তাই বলিতেছি যে, যদিও জগদীশ্বরের অনন্তকার্য্য বিদ্যমান, তথাপি তাঁহার কোন একটী কার্য্য কি তাঁহার আংশিক পরিচয় দিতেও অক্ষম? কারণ প্রসূত কার্য্য কি এতই অপকৃষ্ট, যে কারণের আংশিক পরিচয় দিতেও অযোগ্য? যদি তাহাই হয় তবে এই সংসারে মানুষ কেমন করিয়া মানুষের কীর্ত্তিকে মানুষের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করে? কেমন করিয়া রণবিজয়লব্ধ পতাকা রণবিজয়ীর প্রতিনিধিস্বরূপ প্রদর্শিত হয়? যদি মানবের সৃষ্টপদার্থ, সৃষ্ট বলিয়া অপকৃষ্ট ও মানবের পরিচয় প্রদান করিতে একেবারে অক্ষম না হয়, তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া জগৎ সেই জগতকর্ত্তার আংশিক পরিচয় দিতে অক্ষম হইবে কেন? সুতরাং এই দৃশ্যমান জগৎ পরমেশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া যাঁহারা তাহাকে অপকৃষ্ট মনে করেন ও তাহা জগতকর্ত্তার পরিচয়ার্থে ব্যবহার করা কুসংস্কার বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহারা ভ্রান্ত পথের পথিক। আবার সেই পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী এদেশীয় যাঁহারা সেই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া এদেশের পৌত্তলিকতাকে মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারা আরও ভ্রান্ত। কেননা তাঁহারা আপন সত্যকে পদদলিত করিয়া পরের অসত্যকে সত্য বলিয়া আদর করিতেছেন। হায়! এ কুহেলিকা কি দূর হইবার নহে!!!

জাগতিক সৃষ্ট পদার্থ উৎকৃষ্টই হউক আর নিকৃষ্টই হউক,—সৃষ্ট জগৎ জগদীশ্বর হইতে পৃথকই হউক,—আর একইভূত হউক, তদ্দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার পরিচয় প্রদান করিতে যাওয়া কি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা দোষের নহে। কেননা জগৎ লইয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব;—জগতের রূপ, গুণ ও কার্য্য লইয়াই পরমেশ্বরের রূপ, গুণ ও কর্ত্তৃত্বশক্তির বিকাশ। জগতের রূপগুণ লইয়াই জগতকর্ত্তার রূপগুণ নিরূপিত হয়। যদি জগৎ না থাকে তবে মানুষের জগদীশ্বরও থাকে না। কিন্তু বল দেখি ভাই জগতের রূপ ও গুণ কি? আচ্ছা জগতের কথা এখন ছাড়িয়াই দিলাম,—বল ত একটী মানুষের রূপ কি? আমি ত দেখি মানুষ একটী বহুরূপী। কেননা তাহার বাল্যে একরূপ,—যৌবনে একরূপ,—প্রৌঢ়াবস্থায় একরূপ,—আবার বৃদ্ধাবস্থায় একরূপ। হর্ষের সময় এক মূর্ত্তি ধারণ করে—আবার বিষাদে অন্য মূর্ত্তি ধারণ করে। বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট প্রতি পলেপলে মানবের রূপান্তর ঘটিতেছে। আচ্ছা ভাই! বল ত একটী বটবৃক্ষের রূপ কি? যখন তাহার অঙ্কুরিত অবস্থা তখন একরূপ,—যখন শ্যামলপত্রে আবৃত হইয়া শাখা প্রশাখা প্রসারণ করিতে থাকে তখন একরূপ,—যখন বিশাল কাণ্ড

সকল চতুর্দ্দিকে প্রসারণপূর্ব্বক উপমূলে ভূমি আশ্রয় করিয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হয় তখন একরূপ,—যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ ফলে সুশোভিত হয় তখন একরূপ,—যখন সেই সমুদয় ফল ভক্ষণের নিমিত্ত বিহগকুল সমবেত হইয়া শাখায় শাখায় ক্রীড়া করিতে থাকে তখন একরূপ,—আবার যখন ঘূর্ণিবায়ুতে শাখা প্রশাখা ছিন্নভিন্ন বা বিদ্যুতানলে পত্রাদি দগ্ধ হইয়া যায় তখন অন্যরূপ। যখন জগতের প্রত্যেক পদার্থের গুণভেদে রূপভেদ ও রূপভেদে গুণভেদ হয়, তখন কাহারও প্রকৃত রূপগুণ নির্দ্দেশ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। যে জগতের সামান্য একটী জিনিষের রূপগুণ নির্দ্দেশ করা অসাধ্য—সেই জগতের ও তাহার মহিমময় সৃষ্টিকর্ত্তার রূপগুণ নির্দ্দেশ করে কাহার সাধ্য? সুতরাং জগদীশ্বরের রূপ ও গুণ অনন্ত ও অগণ্য। জগতের জগদীশ্বর দয়ালু, তিনি সুন্দর—তিনি নিষ্ঠুর, তিনি কমনীয়—তিনি ভীষণ, তিনি শান্ত—তিনি উগ্র, তিনি সর্ব্বরূপগুণসম্পন্ন। যাঁহার রূপের বা গুণের সীমা নাই—যাঁহার আকারের স্থির নির্দ্দেশ হয় না, তাঁহাকে কি একরূপী বলিতে পার? তাঁহার রূপ—তাঁহার গুণ একটী নির্দ্দিষ্ট সীমার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয় এবং তাঁহাতে সকল গুণই আছে বলিয়া সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুঋষিগণ পরমেশ্বরকে নিরাকার ও নির্গুণ বলিয়াছেন।

জগতকর্ত্তা জগদীশ্বরের যখন অনন্তরূপ ও অনন্তগুণ তখন তাঁহার একটী রূপবিশিষ্ট মূর্ত্তি গঠন করিলে, অসীমকে সসীম—অনন্তকে সান্ত করা হয়। তাঁহাকে এক নির্দ্দিষ্টরূপী বলিলে, তাঁহার বিশ্বমূর্ত্তি খর্ব্ব ও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। অতএব প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা পৌত্তলিক, তাঁহাদের নিকট জগদীশ্বরের অনন্তমূর্ত্তি। তাই হিন্দুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপ—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবতা,—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি রূপ—রাধা, কালী, দুর্গাদি অগণ্য—অনন্তরূপ; তাই হিন্দুর দেবতা একটী নহে—তেত্রিশ কোটি। এই ভূমণ্ডলস্থ অসংখ্য জাতির মধ্যে হিন্দুর মনে যেমন অনন্তগুণশালী পরমেশ্বরের অনন্তত্ব প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধ হইয়াছিল, অন্য কোন জাতির তাদৃশ কেন তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই। আর তাদৃশ উপলব্ধির ক্ষমতা যেমন হিন্দুর মনে জন্মিয়াছিল, শিক্ষাভিমানী অন্য কোন জাতির অন্তঃকরণে তাদৃশ শক্তি সঞ্চারিত হয় নাই। হিন্দুর যদি ঈশ্বরজ্ঞান পূর্ণ না হইত—যদি অনন্ত-পুরুষ কাহাকে বলে তাহা হিন্দু না বুঝিত, তবে হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি হইত না—চিরকালই 'এক' থাকিত।

যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদের অনুবর্ত্তীগণের মতে ঈশ্বর একটী নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতিসম্পন্ন। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে ও কোরাণে এতাদৃশ অনুশাসনই দেখা যায়। ঐরূপ অনুশাসন থাকিলেও কি ঐ সম্প্রদায়দ্বয়ের ধর্ম্মযাজীগণের সকলেরই আন্তরিক বিশ্বাস তাই? আমার তাহা বোধ হয় না। কেননা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন একরূপ আর মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—স্বাভাবিক প্রকৃতি অন্যরূপ। যেস্থলে বিচক্ষণ মানব অনন্তরূপগুণশালী ঈশ্বরের অনন্তত্ব উপলব্ধ করিয়াছে—সেই স্থলেই মানব অসংখ্য ঈশ্বর ও কোটি কোটি দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মানুষের এ স্বাভাবিক বৃত্তি কেহ চাপা দিয়া রাখিতে পারে নাই।—কেহ

কষ্টে স্থষ্টে চাপা দিয়া রাখিলেও প্রকৃত কবি কখনও আপন হৃদয়ের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। মুসলমান কবির কোন গ্রন্থ পাঠ করা ভাগ্যে ঘটে নাই—ঘটিবেও না। তবে ইউরোপীয় কবির যে দুই একখানা কাব্য পাঠ করিয়াছি, তাহাতে এ কথার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য কবি 'বাইরণ' শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন;—

"Thou glorious mirror, where the Almighty's form
Glasses itself in tempests; in all time,—
Calm or convulsed, in breezé, or gale, or storm,
Icing the pole, or in torrid climo
Dark-heaving-boundless-endless, and sublime,
The image of eternity, the throne of the Invisible."

বাইরণ সমুদ্র দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরের রূপ দেখিলেন। জগদীশ্বরের প্রতিকৃতি—অপকৃষ্ট স্থষ্ট জড়পদার্থে আসিয়া উপস্থিত হইল। আর একটী কবি পর্ব্বত দেখিয়া ঈশ্বরজ্ঞানে নমস্কার করিয়া বলিতেছেন;—

"Thou too again, stupendous Mountain! Thou
That I raise my head, awhile bow'd low
In adoration, upward from thy base."*

যাঁহারা ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এতাদৃশ বর্ণনা বহু দেখিয়াছেন। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, ধর্ম্মগ্রন্থের স্পষ্ট নিষেধ থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য কবিগণের মানসিক ভাব ঐরূপ হইয়াছে কেন? ইহা তাঁহাদের দোষ নহে। এ প্রকৃতি মানবের স্বাভাবিক। মানব যখন জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইয়া প্রতি পদার্থের বিচার আরম্ভ করে, তখন সেই 'এক' বিচার করিতে করিতে অনন্তে উপস্থিত হয়। আবার যে সমুদ্র, যে পর্ব্বত, যে আকাশের বর্ণনায় পাশ্চাত্য কবির হৃদয়ে ঈশ্বর স্ফূর্ত্তি হইয়াছে—এদেশীয় কোন কবির হৃদয়েই ঐগুলি বর্ণনার সময়ে জগদীশ্বরের রূপ স্ফূর্ত্তি হয় নাই। ইহার কারণ বলিতে পার কি? হিন্দু কি পাশ্চাত্য ধর্ম্মযাজীগণাপেক্ষা ঈশ্বরকে কম ভক্তি করে—ঈশ্বরকে কম ভালবাসে? তাহা নহে। হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি—সেই তেত্রিশ কোটি দেবতার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে হিন্দু ঈশ্বরের অনন্তত্ব উপলব্ধি করিয়াছে—আর অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের ধর্ম্মশাস্ত্র অনন্ত ঈশ্বরকে এক নির্দ্দিষ্ট রূপগুণাদিযুক্ত করিয়া, তাহাদের হৃদয়স্থিত অনন্তভাব চাপিয়া রাখে, তাই তাহাদের অনন্তপিপাসা নিবৃত্তি হয় নাই। কাজেই প্রাকৃতিক অপূর্ব্ব দৃশ্য বর্ণনাকালীন তাহাদের মন অনন্তের পথে ধাবিত হইয়াছে। তাই বলি তেত্রিশ কোটি দেবতা, সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুগণের অত্যুৎকৃষ্ট নির্ব্বাচনের ও মানবের স্বাভাবিক প্রকৃতির অনিবার্য্য ফল।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিয়া জগতকর্ত্তার মূর্ত্তি নির্ব্বাচন করিতে গেলে কতকগুলি মাধুর্য্যময়—আর কতক ভীষণ—আর কতক যে উগ্র

* ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠক ইংরেজী লেখাগুলি পরিত্যাগ করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না, সেইজন্য আর বঙ্গানুবাদ দিলাম না। লেখক।

হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? একচক্ষে দেখিলে এই জগৎ সুখের আবাসস্থল— সৌন্দর্য্যের খনি—প্রেমের লীলা-নিকেতন। বর্ষার পরিপূর্ণ বারিরাশিতে—হেমন্তের শিশির-স্নাত সদ্যবিকশিত স্থলপদ্মে,—শরতের আকাশে, —মধুর বসন্তের জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কত শোভা—কত সৌন্দর্য্য। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অতুল ও অপরিমেয় সৌন্দর্য্যরাশি যে যত পার সুখে ভোগ কর—ইহা কদাচও নিঃশেষ হইবার নহে। এখানে প্রাণভরা আশা,—বুকভরা ভালবাসা; শিশুর আধ আধ হাসি—যুবতীর রূপরাশি, যৌবনের উদ্বেলতা—বার্দ্ধক্যের প্রশান্ততা, নবীন যুবকের হৃদয়—যুবতীর প্রণয় সবই আছে, আর কি চাও পাঠক!!! আবার অন্য চক্ষে দেখিলে দেখিবে ইহা কি ভয়ঙ্কর। পলে পলে ইহার প্রতি লোমকূপ হইতে ভয়ঙ্কর জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া বাহির হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে সমুদ্যত। গ্রীষ্মাকাশস্থ মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে সংসার যেন ঝলসিয়া যাইতেছে,—প্রবল বায়ুর প্রলয় গর্জ্জনে, কড় কড় ভীষণ নাদে দিঙ্মণ্ডল সন্ত্রাসিত, প্রলয় বায়ুর অপ্রতিহত প্রতিঘাতে ভূধর ও মহীরুহ কম্পিত, প্রাবৃটের ঘোর ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন অমা রজনীর ভয়ঙ্কর দৃশ্য। এখানে কুসুমে গরল—অমৃতে হলাহল, রোগীর যাতনা—ভোগীর লাঞ্ছনা, স্থবিরের হতাশ—প্রেমে নিরাশ, সবই আছে। ইহাতে জগৎ সুখময় বলিতে চাও কি? তাই বলিতেছিলাম যে, জগতের মূর্ত্তি দেখিয়া জগতকর্ত্তার মূর্ত্তি নিরূপণ করিতে গেলে জগদীশ্বরের নানা মূর্ত্তি হইবেই হইবে। তাই আমরা হিন্দুশাস্ত্রে কখনও দেখি;—'স্মেরাং গোরচনাভাং স্ফুরদরুণপট প্রাপ্তাক্রুপ্তাবগুণ্ঠ্যাং।' আবার কখনও দেখি; 'করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।' কখনও দেখি; 'ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং।'—আবার কখনও দেখি—'উদ্যন্মার্ত্তণ্ডকোটিপ্রতিমতনুরুচিং সোমসূর্য্যাগ্নিনেত্রং।' তাই হিন্দুর দেবতা এক নহে—বহু। তাই হিন্দুর দেবতা একটী নহে তেত্রিশ কোটি। * (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।
পোষ্ট উথলী—ঢাকা।

* তেত্রিশ কোটি দেবতা দেখিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে, হিন্দুর দেবতা নির্দিষ্ট তেত্রিশ কোটি সংখ্যায় সমাপ্ত। এস্থলে তেত্রিশ কোটি শব্দ অনন্তার্থে প্রযোজ্য। তেত্রিশ কোটি শব্দ দ্বারা হিন্দুর দেবতা যে অনন্ত তাহাই বুঝান হয়। লেখক।

করণ ও অম্বষ্ঠ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

অতএব মনূক্ত "তথার্য্যাৎ জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কার মর্হতি" ইহা যে সামান্যবিধি ভিন্ন বিশেষবিধি নহে, তাহা বালকেও অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। ফলতঃ আর্য্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা আর্য্যাগর্ভোজাত হইলেও অম্বষ্ঠ বা আর্দ্ধিকজাতি যে, একতর দ্বিজ নহেন, তাহা আমরা সাহস করিয়াই বলিতে পারি। এখানে বলা আবশ্যক যাহারা উপস্থিত ক্ষেত্রে কুটতর্ক

বিস্তারে আৰ্দ্ধিক বা অৰ্দ্ধসীরী পদের "অৰ্দ্ধং ক্ষেত্র শস্যার্দ্ধ মর্হতীতিঠক্" অথবা অৰ্দ্ধং সীরস্য হলকৃষ্ট শস্যাদি ফলস্য অৰ্দ্ধসীরঃ স অস্তি অস্য অস্ত্যর্থে ইনি" এইরূপ অর্থাৎ কর্ষক অর্থ কল্পনা পূর্ব্বক করণজাতির জাতীয় গৌরব অপহরণ করিয়া গোপনে পলাইতে বাসনা করেন; আমরা মনে করি পরাশরস্মৃতির প্রাগুক্ত (১১।২১) ও (১১।২৩) সংখ্যক পদ্য দুইটীই তাহাদের পক্ষে পারঘাটের ঘাটমাঝির কুটীর স্বরূপ।

প্রিয় পাঠক! প্রস্তাবিত স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও শাস্ত্রের গৌরব রক্ষার্থ বাধ্য হইয়া আজ আমাদিগকে এখানে বলিতে হইতেছে যে, একসময়ে নাপিতাদি হীন জাতির সহিত তুলিত এই আৰ্দ্ধিক (অম্বষ্ঠ) জাতির অন্নগ্রহণ ব্রাহ্মণের পক্ষেও দোষাবহ ছিল না সত্য; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে লোক রক্ষার্থ নানাকারণে বুধ-মণ্ডলী ব্যবস্থাপূর্ব্বক উহা রহিত করিয়া দিয়াছেন। যথা,—

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতেভিঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতি দূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্বতাদিক্রিয়াপিচ॥
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥"

(হেমাদ্রিধৃত আদিত্যপুরাণ)

পক্ষান্তরে অনন্তরাজ বৈশ্যতনয় করণ-জাতির দ্বিজত্বে যাহারা সন্দিগ্ধ, আমরা তাহা-দিগকে মনোযোগের সহিত পৌরাণিক পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি। কেন? তাহা বলিতেছি।

বোধ হয় অস্মদ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন যে, একদা অযোধ্যা-ধিপতি মহারাজ দশরথ মৃগয়ার্থ সরযূতীরে গমন করিয়া গজ ভ্রমে নিশীথ সময়ে শব্দভেদী শরে জনৈক মুনিতনয়ের প্রাণবিনাশ করিয়া-ছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি এই মুনিপুত্রের পরিচয় প্রদান করিতে বসিয়া লিখিয়াছেন,—

"ন দ্বিজাতিরহং রাজন্ মাভূত্তে মনসোব্যথা।
শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন জাতো নরবরাধিপ॥৫১"

(বাল্মীকিয়ে অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৩ সর্গঃ)

হে রাজন্! আমি করণজাতি (১), দ্বিজাতি অর্থাৎ বিপ্র নহি। (২) বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ভেই আমার জন্ম। অতএব আপনি ব্রহ্মহত্যা-জনিত মনোবেদনা পরিত্যাগ করুন। আবার তিনি অন্যত্র এই বৈশ্য শূদ্রাজ করণকেই অধীয়ান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"কস্য বা পররাত্রেঽহং শ্রোষ্যামি হৃদয়ঙ্গমম্।
অধীয়ানস্য মধুরং শাস্ত্রং বান্যদ্বিশেষতঃ॥৩২
কোমাং সন্ধ্যামুপাস্যৈব স্নাত্বা হুতহুতাশনঃ।
শ্লাঘয়িষ্যত্যুপাসীনঃ পুত্রশোক ভয়ার্দ্দিতম্॥৩৩"

(বাল্মীকিয়ে অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৪ সর্গঃ)

"হায়! এক্ষণে রজনী শেষে আমাকে কে আর মনোহর ও মধুর বেদপুরাণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন ধ্বনি শ্রবণ করাইবে। হে পুত্র! আমি শোক ও ভয়ে কাতর হইলে কে

(১) "বৈশ্যেন শূদ্রায়াং জাতঃ করণ ইতীব ইতোবং জাতীয়কমিতি।"

(রামায়ণতিলকে রামানুজঃ)

(২) "কবচাচিতে দ্বিজাতির্বিপ্রাণ্ডজয়োশ্চ পুংলিঙ্গঃ।"

(ইতি নানার্থ শব্দকোষে মেদিনীকরঃ)

আর প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক সন্ধ্যা উপাসনা ও অগ্নিহোত্র হবন করিয়া আমার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে আহ্লাদিত করিবে।"

(শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ)

খ্যাতনামা টীকাকার রামানুজ এখানে "অগ্রবাপুরাণং বৈশ্যশূদ্রজাতত্বেন সঙ্করত্বাৎ বেদ প্রসঙ্গোনোক্তঃ। সন্ধ্যামিতি তন্ত্রমার্গেণেতি শেষঃ। হুতহুতাশনঃ নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ সমাপয়ে দিত্যুক্তরীত্যা শ্লাঘয়িষ্যতি শ্লাঘন মুদ্বর্ত্তনং তৎপূর্ব্বকং স্নাপয়িষ্যতি নাপ্সুঃ শ্লাঘ মানঃ স্নায়াদিতি ব্রহ্মচারি প্রকরণ-স্তাপসত্ব স্মৃতৌ তথা ব্যাখ্যানাৎ।" এইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু আমরা মনে করি মহর্ষি বাল্মীকির সেরূপ অভিপ্রায় হইলে, তিনি কখনই অন্যত্র এই মুনিপুত্রকে স্পষ্টাক্ষরে ঋষি এই দ্বিজোচিত উপাধি ভূষণে পরিমণ্ডিত করিতেন না। (৩) যেহেতু,—

"ঋষীত্যেষু গতৌ ধাতুঃ শ্রুতৌ সত্যে তপস্যথ।
এতৎ সন্নিয়তং তস্মিন্ ব্রহ্মণা স ঋষিঃ স্মৃতঃ॥৮২"

(বায়ুপুরাণ ৪৯ অ০)

অর্থাৎ ঋষি ধাতু গমন, শ্রুতি, সত্য ও তপস্যার্থক। যাঁহারা এই সকল গুণে অন্বিত হইয়া ব্রহ্মে রত হন, তাহারাই ঋষিপদবাচ্য। অতএব করণজাতি যে একতর দ্বিজ ভিন্ন শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত নহেন, তাহা সাহস করিয়াই বলা যাইতে পারে। যেহেতু মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন,—

"শূদ্রো * * * বেদমুপশৃণ্বতস্ত্র-পুজতুভ্যাং শ্রোত্র প্রতিপুরাণমুদাহরণে জিহ্বা-চ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ আসন শয়ন বাক্-পথিষু সমপ্রেপ্সুর্দণ্ড্যঃ শতমিতি।"

(গৌতমধর্ম্মসূত্র ১২ অ০)

শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা হইলে রাজা সিসা ও জৌ গলাইয়া তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া দিয়া উহা বুজাইয়া দিবেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন এবং বেদমন্ত্র ধারণ করিলে যে অঙ্গে উহা ধারণ করিবে সেই অঙ্গের ভেদ করিবেন। অধিক কি অনুপনীত দ্বিজবালকের পক্ষেও যখন বেদমন্ত্র শ্রবণ নিষিদ্ধ; (৪) তখন করণজাতি যে একতর দ্বিজ তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

ফলতঃ শাস্ত্রান্তরে বৈশ্য শূদ্রাজ করণ কুল-প্রদীপ এই মুনিবর যখন একতর দ্বিজ বা স্পষ্টাক্ষরে বৈশ্যতাপস (৫) বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া-

---

(৩) "ইষুণাভিহতঃ কেন কস্যবাপকৃতং ময়া।
ঋষেৰ্হি ন্যস্ত দণ্ডস্য বনে বন্যেন
(জীবতঃ।২৭।৬৩ সঃ)

অন্যত্র—
"বধমপ্রতিরূপন্তু মহর্ষেস্তস্য রাঘবঃ।
বিলপন্নেব ধর্ম্মাত্মা কৌশল্যামিদমব্রবীৎ॥১"
(অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৪ সর্গঃ)

(৪) "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ীন শ্রুতি-গোচরা।"

(৫) "পুরাহং যৌবনে দৃপ্তশ্চাপবাণধরোনিশি।
অধরং মৃগয়াসক্তো নদ্যাস্তীরে মহাবনে॥
গজঃ পিবতি পানীয়মিতিমত্বা মহানিশি।
বাণং ধনুষিসন্ধায় শব্দভেদিন মক্ষিপম্।
হাহতোঽস্মীতি তত্রাভূৎ শব্দো মানুষসূচকঃ॥
তৎশ্রুত্বা ভয় সন্ত্রস্ত স্ততোঽহং পৌরুষং বচঃ।
শনৈর্গত্বাথ তৎপার্শ্বং স্বামিন্ দশরথো-ঽস্ম্যহম্॥
তদামামাহ স মুনির্মাভৈষী নৃপসত্তম।
ব্রহ্মহত্যা স্পৃশেন্নত্বাং বৈশ্যোঽহং তপসি-স্থিতঃ॥"
(অধ্যাত্মরামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ৭ অ০)

ছেন; তখন পুরাকালে শূদ্রাপুত্র হইলেও করণজাতিই যে বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত ছিলেন, তাহা অপলাপ করিবার উপায় কোথায়? আমরা মনে করি সম্ভবতঃ এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম টীকাকার খ্যাতনামা বিজয়ধ্বজ তীর্থ সপ্তম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের অন্তর্গত "বৃত্তি সঙ্করজাতীনাং" ইত্যাদি পদ্যের ব্যাখ্যা-মুখে "অধ্যয়নমন্তরেণাম্বষ্ঠাদীনাং সংস্কারাদিকমিতি" এই কথা বলিয়া স্বীয় বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কাজেই আমরা আশা করি ধর্ম্মভীরু ও সাক্ষরাভিমানী চক্ষুষ্মান্ অম্বষ্ঠ মণ্ডলীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতঃপর এ বিষয়ে অবশ্যই আকৃষ্ট হইবে। ইতলং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

উদ্বাহে উদ্বন্ধন।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

শুভবিবাহের দিনাবধারণ করিয়া আসিয়াই নলিনীবাবু খুব দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। দেওয়ানজী অনেক উত্তমর্ণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন—কেহ সম্পত্তি বন্ধক না রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিতে চাহিল না। আবার বিবাহে যে পাঁচ হাজার টাকার দরকার তাহাও মুন্সীবাবুর বর্ত্তমান সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কেহ দিতে রাজী হইল না। অগত্যা দেওয়ানজী ৫।৭ জন মহাজনের নিকট হইতে সুখতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের প্রয়াস পাইলেন বটে কিন্তু কোন মহাজনই তাহাতে সম্মত হইল না। দেওয়ানজী ভগ্নহৃদয়ে মুন্সীবাবুকে সবই বলিলেন। মুন্সীবাবু বলিলেন, "দেওয়ানজী মহাশয়, আর বৃথা চেষ্টায় লাভ কি? সম্পত্তি আমার থাকিবার নয়। রক্ষার চেষ্টা করিয়া ত দেখিলেন—এখন বিক্রয়ের উপায় দেখুন—সময় আর নাই—ভাবিয়া কি করিবেন।" বাবুর কথায় দেওয়ানজী কাঁদিয়া ফেলিলেন। বৃদ্ধের কান্নায় নলিনীরঞ্জনের চক্ষেও জলের সঞ্চার হইয়া বুক বাহিয়া পড়িতে লাগিল। কতক্ষণ উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন। দুঃখাবেগ একটু হ্রাস হইলে নলিনীবাবুর বিশেষ অনুরোধে দেওয়ানজী সম্পত্তি বিক্রয় করিতে সম্মতি দিলেন। দেওয়ানজী মুন্সীবাবুদের পুরাতন কর্ম্মচারী—মুন্সীবাবুদের সম্পত্তি তাঁহার শরীরের রক্ত। মুন্সীবাবুদের বৃহৎ জমিদারীর শেষ চিহ্নটুকুও আজ তাঁহাকে মুছিয়া ফেলিতে হইতেছে; ভাবিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। নলিনীবাবুর কথা আর কি বলিব—রাজা ছিলেন, দরিদ্র হইয়াছেন—আজ আবার কন্যা-পরিণয়যজ্ঞে ধ্বংসাবশিষ্ট সম্পত্তি আহুতি দিয়া পথের ভিখারী সাজিতেছেন! তাঁহার হৃদয় পাষাণ।

৮

যদু রায়ের সহিত আট হাজার টাকা পণবহায় স্থির হইয়া কবালা লিখিত হই-

য়াছে—রেজিষ্টরী বাকী। বিবাহের দিন নিকট—মধ্যে মাত্র ৫ দিন। রেজিষ্টরী না করিয়া দিলে ত আর টাকা পাওয়া যাইবে না—দেওয়ানজীকে লইয়া নলিনীবাবু কবালা রেজিষ্টরী করিয়া দিতে মহকুমায় রওনা হইলেন। আজ মুন্‌সীবাবুর ভবনে যে কি নিরানন্দের স্রোত বহিয়া যাইতেছে তাহা বর্ণনা করার চেয়ে অনুভব করাই সহজ। মহকুমা যাইবার সময়—মুন্‌সীবাবু মৃণালিনীকে বলিলেন—"মৃণাল, তবে আমি এখন চলিলাম সব শেষ———" এইটুকু বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না—কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। দ্রুতগমনে বাড়ীর বাহির হইলেন। মৃণালিনী অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে শয়নকক্ষে শয্যায় আশ্রয় লইলেন। কিরণবালা মাতাপিতার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন—বিরস মুখে নির্ব্বাক হইয়া নিষ্পন্দ ভাবে বারান্দার দেওয়ালের গায় ঠেশান দিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। তাহার মুখ দেখিয়া সুকোমল হৃদয়ে প্রবল ঝড় বহিতেছে, অনুমিত হইতেছিল।

প্রভা কিরণবালার বাল্য সহচরী—উভয়ে প্রগাঢ় প্রণয়। প্রভা মুন্‌সীবাবুর প্রতিবেশী সর্ব্বনাগের কন্যা। প্রায় সর্ব্বদাই প্রভা কিরণের কাছে থাকিত। প্রভার বিবাহ হইয়াছে। দিন কয়েক হয় এখানে আসিয়াছে—৪।৫ দিনের মধ্যে শ্বশুরঘর যাওয়ার কথা থাকিলেও কিরণের বিবাহের জন্য যাইতে পারিতেছে না। কিরণের মাতাপিতার অনুরোধ কিরণের নিষেধ। প্রভা স্বামীকে পত্র লিখিয়া দিয়াছে, কিরণের বিয়া না হইলে, তাহার যাওয়া হইবে না। কিরণের হৃদয়ে যখন ঝটিকা বহিতেছিল—ঝটিকা প্রভাবে যখন কত সুখের কল্পনা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল; তখন প্রভা, কিরণের সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত। কিরণ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। প্রভা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলেন—কিরণের মুখ দেখিয়া তিনি ভীতা হইলেন। সোণার কমল যেন শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সদা হাস্যমুখীর কেন এ ভাবান্তর বুঝিতে পারিলেন না। প্রভা ডাকিলেন—'কিরণ—কিরণ' কিরণ চমকিয়া উঠিলেন। বসিতে বলিলেন। প্রভা বলিলেন—"তুমি ভাবিতেছ কি?" কি। "কি ভাবিব কিছুই না।" প্র। "আমাকে গোপন করিয়া লাভ কি—আর তোমার ভাবনার কারণই বা কি—শিক্ষিত বর, অবস্থাপন্ন ঘর পাইতেছ ক দিন পরেই ত তুমি আনন্দসাগরে হাবুডুবু খাবে—তবে বিরসবদন কেন বোন্?" কি। "প্রভা, এ বিবাহে আমার আনন্দেরই কথা; আমি অভাগিনী তাই আনন্দ আমার হৃদয় বিন্দুমাত্রও আসিতেছে না। যখনই আমার সুখের জন্য পিতার দুঃখের কথা, সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার কথা মনে করি, প্রভা, বলিব কি আমার মৃত্যু শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে হয়। যদি হিন্দুসমাজে নারী-বিবাহ ইচ্ছাধীন হইত—আমি বিবাহের বিরোধী হইতাম। আমার কোন হাত নাই—আমার জন্য পিতার সব গেল।" কিরণ কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভা, তাহাকে অনেক কষ্টে সান্ত্বনা দান করিলেন। প্রভা বলিলেন—"কিরণ, তুমি যাহা বলিলে সবই সত্য, সমাজের উপর আমাদের ত কোন হাত নাই—আমরা

শুধু কাঁদিতে পারি, কাঁদিয়া ফল কি? পুরুষেরা সমাজের কর্ত্তা—স্বার্থপরতায় সমাজকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে—ফলভোগ তাহারাই করিবে—আমরা নিমিত্তের ভাগী মাত্র। তোমার মজুমদার জিউ বলেন পণ গ্রহণ প্রথা পাপজনক শাস্ত্রনিষিদ্ধ। পুরুষেরা তাহা জানিয়াও ত সে বিধি অতিক্রম করে। সমাজ দিন দিন নরকের প্রতিরূপ ধারণ করিতেছে।” কিরণ বলিলেন—নারীজাতি কি ইহার জন্য কিছুমাত্র দায়ী নহে। অনেক গৃহিণী তাহার স্বামীকে পুত্রের বিবাহে বহুঅর্থ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করে, ইহা কি তুমি শোন নাই। সমাজ যখন অধঃপাতে যায়, তখন একের দোষে নহে—স্ত্রীপুরুষ উভয়ের দোষে। পুরুষেরা নারীজাতির যেরূপ প্রভাবাধীন, তাহাতে তাহারা ইচ্ছা করিলে দু'দিনে পণপ্রথা উঠাইয়া দিতে পারে।” প্রভা। “হাঁ, তা পারে বটে; সেরূপ শিক্ষা ও অনুভূতি তাহাদের কোথায়? যে নারী যখন মেয়ে নিয়ে বিপদে পড়ে; তখনই পণগ্রহণ সর্ব্বনাশকর মনে করে—পুত্রের বেলা সেই রমণীই অর্থের প্রলোভনে উল্টা বোঝে—বোকা সাজে।” এ কথার পরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে কিরণ বলিলেন—“প্রভা, আমার বাবার উপায় কি হবে?” প্র। “ভাবিও না ওরূপ ধার্ম্মিককে ধর্ম্মই রক্ষা করিবেন।” কি। “হাঁ, করিবেন—ভিক্ষাপাত্র হাতে দিয়া রক্ষা করিবেন।” প্রভা। “তিনি ভাল লেখাপড়া জানেন একটা চাকরীর যোগাড় অবশ্যই হবে, চিন্তা করিও না।” কি। “আমি আর চিন্তা করিয়া কি করিব—আমি ত সুখী হইতে চলিলাম। পিতার অদৃষ্টে আমার জন্য চাকরী! যে বংশে কত লোক চাকরী করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিয়াছে—সেই বংশের শেষরত্ন আজ আমার জন্য—তাঁহার রাক্ষসী কন্যার জন্য 'চাকরী চাকরী' করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিবেন। হা অদৃষ্ট! প্রভা দেখিলেন আর কথা বাড়াইয়া কিরণকে অস্থির করা ভাল নহে। তাহার মনে বিষম শোকাবেগ আবির্ভূত হওয়া স্বাভাবিক। অবস্থা বিপর্য্যয় মানুষকে দীন করে হীন করে কিন্তু তাহার পূর্ব্বের সুখময় গৌরবময় স্মৃতি-বিচ্যুত করিতে পারে না। কিরণ পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া অধীরা না হইয়া পারিবেন কেন? হইবারই কথা। প্রভা তখন অন্য প্রসঙ্গ অতি চতুরতার সহিত উত্থাপন করিলেন। স্বামীর মনোরঞ্জন কিরূপে করিতে হয়—শ্বশুর শাশুড়ী গুরুজনদিগকে প্রীত করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বনীয়—স্বামীর ভাই ভগ্নীদের প্রতি কোনরূপ ব্যবহার আবশ্যক—সাংসারিক কার্য্যকর্ম্মের শৃঙ্খলা বিধানের প্রণালী সমূহ কি তাহা ও অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে নানা কথা কহিলেন। কিরণ কতকটা সুস্থতা লাভ করিলেন। কিন্তু চিত্তক্ষেত্রের ঝড় যে একেবারে থামিল না, তাহা প্রভা বুঝিলেন না। মা ডাকিতে প্রভা চলিয়া গেলেন। কিরণ গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন।

(৯)

কবালা রেজিষ্টরী হয় নাই—নলিনীবাবু রাত্রে বাড়ী আসিয়াছেন। কাল আবার যাইতে হইবে। সবরেজিষ্টার রেজিষ্টরী করিলেন না। অনেক অনুরোধ উপরোধেও আজ কিছুতেই তিনি রেজিষ্টরী করিয়া দেন নাই।

লোকটী বড়ই খামখেয়ালে। অল্পেই গরম হইয়া যান। যদিও কবালা, বন্ধকী ইত্যাদি দলিল, অন্য দলিল রাখিয়া সদ্য সদ্যই রেজিষ্টরী করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক রেজিষ্টরী হাকিম (?)ই (পল্লীগ্রামের সাধারণলোকে সবরেজেষ্টারকে রেজিষ্টরী হাকিম বলে) হাকিমী মেজাজের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় ইহার অন্যথাচরণ করেন। তাহাদের মেজাজের ঝাঁজে অনেক ব্যক্তিরই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। নলিনীবাবু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—কন্যাদায়গ্রস্ত—বিবাহের দিন অতি নিকট—কবালা রেজিষ্টরী করিয়া না দিলে টাকা পাওয়া যাবে না—টাকার অভাবে বিবাহের কোন আয়োজনই হইতেছে না—ভদ্রলোকের জাতি যায়—ইহা বিশদরূপে রেজিষ্টরী হাকিমকে বুঝাইয়া দিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। যত অনুরোধ করা যাইতে লাগিল শুধু মুখে ঐ এক কথা—"আজ কিছুতেই হবে না, হাতে অনেক দলিল—কাল আসবেন।" নলিনীবাবু ডিপুটীবাবুর কাছে গেলে আজই কবালা রেজিষ্টরী করাইয়া লইতে পারিতেন তাঁহার সেরূপ ইচ্ছা হইল না। বর্ত্তমান হীনাবস্থায় কাহার নিকট যাইতেও তাঁহার প্রবৃত্তি সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল—আর এককথা কাহাকে জব্দ করিতেও তিনি নারাজ। রেজিষ্টরী হইতে একদিন বিলম্ব হইলে একটু অসুবিধা হইবে সত্য—কি করিবেন; কালই আসিবেন স্থির করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে হোচট্ খাইয়া পড়িয়া গিয়া ডানহাতে গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন। চর্ম্ম ফাটিয়া রক্তপাত হইয়াছে—অতি কষ্টে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বাড়ী আসিয়াই শয্যার আশ্রয় লইয়াছেন। মৃণালিনী নলিনীবাবুর আহত স্থানে নেকড়া বাঁধিয়া জল ঢালিতেছেন ও নানারূপ বিলাপ করিতেছেন। জল ঢালিতে ঢালিতে যন্ত্রনা একটু উপশমিত হইলে নলিনীবাবু বলিলেন—"কাল আবার এ অবস্থায় কিরূপে যাব, তাই ভাবছি—না গেলেও ত নয়।" মৃণালিনী বলিলেন—"আজ না আসাই উচিৎ ছিল—মেজদাদার বাসায় থাকলেই হত।" ন। এরূপ যে হবে কে জানে, ভাবলাম বাড়ী না এলে চিন্তায় থাকবে; যাই কাল আবার সকালেই আসা যাবে। তা অদৃষ্টের কষ্ট কে খণ্ডায় বল? মৃ। তা আমাদের ললাটে কি এত কষ্টই লেখা ছিল। ধন গেল, সম্পত্তি গেল, মান গেল, জীবনোপায় যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট যাহা ছিল; তাহাও গেল; হায়! হায়! মেয়ের জন্য এতদিনে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হলেম। আমার প্রবোধের জন্য গৌরব করিবার পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তির শেষ চিহ্নটুকুও আর রহিল না—তার পর আবার দেহের উপর কষ্ট—"মেয়েই আমাদের কাল হ'ল।" নলিনী বলিলেন—"মৃণাল, তুমি কি পাগল হ'লে? মেয়ের দোষ কি? তাহার উপর দোষারোপ ক'রে অনর্থক তাহাকে ব্যথিত করা সঙ্গত নহে। ভাবিয়া ভাবিয়া দেখিতেছি, তোমার বুদ্ধিবিবেচনা লোপ পাইতেছে; এরূপ দুর্ভাবনায় মগ্ন থাকিলে শীঘ্রই তুমি পাগল হবে তা হলেই আমার সব শেষ।" মৃ। আমি মনকে প্রবোধ দিতে পারি না—আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবিলেই আমি অস্থির হই—মাথা ঘোরে আমি উপায় করি কি? ন। দেখ দুরবস্থায় পড়্‌লে অধীর হ'লে ফল নাই। ভগবানকে

ডাক্‌তে হয়—তিনি কৃপা কর্‌লে পুনরায় সুখ শান্তি পাওয়া যায়। মৃ। আর আমরা পেয়েছি; ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে লয়ে কে সুখের আশা কর্‌তে পারে? ন। মৃণাল, ঈশ্বরানুগ্রহে আমি কি আর একটা চাকরীর যোগাড় কর্‌তে পার্‌ব না, তা যদি পারি তবে একরূপ সংসার নির্ব্বাহ হবে। ভাবনা করিও না ভাবনা করিতে নাই—ভগবানে নির্ভর কর, হৃদয় শান্ত হবে। স্বামী স্ত্রীতে বহুক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল। অতঃপর আগামী কল্য খুব ভোরে উঠাইয়া দিবার জন্য মৃণালিনীকে অনুরোধ করিয়া নলিনীবাবু নীরব হইলেন—অল্প সময়েই উভয়ে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলেন।

(১০)

নলিনীবাবুর শয়নকক্ষের পাশের কামরায় কিরণ শুইতেন—মাতাপিতার কথোপকথন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিলেন। তাহার বিবাহোপলক্ষে মাতাপিতার শোচনীয় অবস্থাপ্রাপ্তির সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়াছেন—চিন্তা করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া আছেন। পিতৃসম্পত্তি বজায় রাখার কোন উপায় স্থির করিতে পারেন নাই। পিতা কবালা রেজিষ্টরী করিতে যাইবার পর হইতেই নানারূপ চিন্তায় কিরণের কুসুম-কোমল চিত্ত বিক্ষোভিত হইতেছিল—প্রভার সহিত কথাবার্ত্তায় সে বিক্ষোভ কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইলেও সম্পূর্ণ হয় নাই। একাকী সারাদিন নানারূপ ভাবিয়াছেন, ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা গরম হইয়া রহিয়াছে। সেই উত্তপ্তাবস্থায় যখন মাতার মুখে শুনিলেন—"মেয়ের জন্য এতদিনে সর্ব্বস্বান্ত হলেম্—মেয়েই আমাদের কাল হ'ল।" তখন কিরণের হৃদয়ে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হল—আত্ম-বিসর্জ্জন করে সব গোল মিটাইতে প্রবৃত্তি জন্মিল। কিরণ ধর্ম্মাধর্ম্ম মায়ামমতা সব ভুলিয়া গেলেন। পিতার সম্পত্তি রক্ষাই তাহার লক্ষ্য হইল। আপনার সুখের কল্পনা মুছিয়া ফেলিলেন। অনুকূল প্রতিকূল নানা চিন্তা মনে উদিত হইয়া অনেক চিন্তার পর তাহার আত্মনাশের সঙ্কল্পই দৃঢ় করিয়া দিল। পিতার জন্য মাতার জন্য প্রবোধ ও প্রভার জন্য একবার শেষ মমতার নিদর্শন অশ্রুপাত করিয়া কিরণ রন্ধনশালায় গমন করিলেন। তারপর যে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করিলেন; তাহা লিখিতে লেখনী স্তম্ভিত হইতেছে—মইর সাহায্যে কড়িকাঠের সহিত রজ্জু সম্বদ্ধ করিয়া আপন কণ্ঠদেশে ঐ রজ্জু দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন অল্পক্ষণেই সব শেষ হইয়া গেল। পিতার সম্পত্তি রক্ষা হইল—উদ্বাহ উদ্বন্ধনে পর্য্যবসিত হইয়া সমাজের সুনাম ঘোষণা করিল!

(১১)

রাত্রে আর কেহ কিছু টের পাইল না। প্রভাতে মৃণালিনী রান্নাঘরে প্রবিষ্ট হইয়া লোমহর্ষণকর মর্ম্মভেদী ভীষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াই 'আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে গো—কিরণ মাগো আমার' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। ক্রন্দনের শব্দে নলিনীবাবু দৌড়াইয়া আসিলেন; আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী ক্রমে সকলেই আসিলেন। রান্নাঘরে যাহা দেখিলেন, তাহাতে সকলেরই মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। কিছুকাল সকলেই অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পরে থানায় খবর দেওয়া

হইল—দারগাবাবু ঘোড়া ছুটাইয়া আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন এবং এরূপ করার হেতু কিরণের আত্মহত্যার কিছু পূর্ব্বে লিখিত পত্রে যাহা অবগত হইলেন; তাহাতে তাহার নির্দ্দয় নেত্রেও জলের সঞ্চার হইল। তিনি বিষাদ মনে লাস জ্বালাইবার হুকুম দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া থানায় চলিয়া গেলেন। এ দুঃসংবাদ ক্রমে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বিষ্ণুপুরের বসুভবনেও পৌঁছিল। অভয় বসু দুঃখিত হইলেন—নরেশ স্তম্ভিত হইলেন, মর্ম্মাহত হইলেন, তাঁহার মনে ভাবান্তর আনিল। বসু মহাশয় দুঃখিত হইলেন, কারণ কতগুলি টাকা ও ভাল একটী সম্বন্ধ হস্তচ্যুত হইল তাই। নরেশ স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইলেন নিষ্ঠুর সমাজ-প্রথায় আশার সুকুমার কুসুম ঝরিয়া পড়ায় তাঁহার সমাজের প্রতি ঘৃণা—পিতার প্রতি রোষ—কন্যাদায়গ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি জন্মিল। তিনি ডিপুটীগিরির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া, নিজের সুখের আশা জলাঞ্জলি দিয়া মাতাপিতার অজ্ঞাতে কিছুদিনের মধ্যেই গৃহত্যাগ করিলেন—পিতা অনেক চেষ্টাও আর তাহাকে গৃহে আনিতে পারেন নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, নরেশ সন্ন্যাসী হইয়াছেন—নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজকাল উদ্বাহে উদ্বন্ধনের আখ্যায়িকা বর্ণনা করতঃ সমাজের পণগ্রহণ কুপ্রথা বিলুপ্ত করিবার যত্ন করিতেছেন। নরেশ সমাজের জন্য সন্ন্যাসী—ধন্য নরেশ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

কায়স্থকবি শ্রীমধুসূদন দত্ত।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

মধুসূদনের ভাষা সম্বন্ধে বোধ হয় ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মনিষীগণ যেরূপ গদ্যে, মধুসূদন সেইরূপ পদ্যে এক অভাবনীয় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষার অভ্যন্তরে যে গূঢ়শক্তি নিহিত ছিল—প্রতিভাশালী লেখকের হস্তে বঙ্গভাষা যে সর্ব্বপ্রকার রচনার উপযোগী হইতে পারে—মধুসূদনের গ্রন্থাবলী হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শন করিয়াছেন, "বঙ্গভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে।" বাস্তবিক মধুসূদনের প্রতিভা সর্ব্বদা নূতনত্বের দিকেই প্রধাবিত হইত। তাঁহার পাঠ্যাবস্থাতেও একদা "Evening in saturn" শীর্ষক কবিতার উপক্রমণিকায় মধুসূদন লিখিয়াছিলেন;—

"Reader! whoever publishes a sonnet with a preface? I hear, or fancy to hear, you say none! Well, I publish. I am an enemy to what

men call "custom" ... ... I have to teach the world something new; (don't get offended) Behold! I have written a sonnet in blank-verse! What a rare experiment! O Glory! O Happiness! that I have done successfully what none dared do before me. I have laid my scene in Planet Saturn, because I despise everything earthly." পাঠক দেখিবেন অল্প বয়স হইতেই মধুসূদনের মনোবৃত্তি কোন্ পথে প্রধাবিত হইতেছিল?

মধুসূদনের কবিত্বশক্তির আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রথম তাঁহার সেই মধুরতাময় চিত্তবিমুগ্ধকারী "উদ্বোধন"-গুলির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কি ভাবের গভীরতায়, কি কল্পনাচাতুর্য্যে, কি ভাষার মাধুর্য্যে এই উদ্বোধনগুলি কি মধুর—কি অমৃতমাখা তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

"সম্মুখ সমরে পড়ি, বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি!
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি-
রাঘবারি?
নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরচূড়ামণি
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।
ইত্যাদি।

অথবা—

কোথা ব্রহ্মলোক? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চণ? যে দুর্লভলোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহাযোগ,
কেমনে, মানব আমি ভব-মায়াজালে
আবৃত পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে? ভেলায় চড়িয়া
কে পারে হইতে পার অপার সাগর?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি!
তব বলে বলী যে, মা! কি অসাধ্য তার
এ জগতে? উর তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি! কবির হৃদয় পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি!

প্রভৃতি পংক্তিগুলি পাঠকালে ইংরেজ কবি মিল্টনের "invocations"গুলির কথা স্বতঃই মনে উদিত হয় এবং যতবার পাঠ করা যায় ততবারই যেন নূতন বলিয়া বোধ হয়। মনে হয় কি বিনীত, অথচ কি কবিত্বপূর্ণ সুমধুর এই পংক্তিগুলি! মধুসূদনের উদ্বোধন-গুলি পাঠ করিয়া যেমন মিল্টনের "invocations"গুলির কথা মনে পড়ে তেমনই তাঁহার কাব্যোল্লিখিত মনোহর উপমারাজির স্বাভাবিকত্ব ও চমৎকারিত্বে কবিগুরু কালিদাসের "উপমা কালিদাসস্য" কথাটি আমাদের মানসনেত্রে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

"ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরী তীরে
কপোতকপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে।"

হায়, সূর্পনখা!
কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুইরে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুখী)
পাবকশিখারূপিনী জানকীরে আমি

আনিস্থ এ হৈম গেহে ?

অথবা

—সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।

অথবা—

"উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচলে
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন.
উন্মিলী নয়নপদ্ম সুপ্রসন্নভাবে
চাহিলা মহীর পানে।"

অথবা—

"হায়রে মায়ের প্রাণ প্রেমাগার ভবে
তুই ফুলকুল যথা সৌরভ আগারে।"

প্রভৃতি শতশত উপমা তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মধুসূদন যে কিরূপ ভাবুক ছিলেন এবং প্রকৃতির প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার কিরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল তাহা এই সমস্ত উপমা দ্বারাই সুন্দররূপে উপলব্ধি হইতে পারে। তাঁহার উপমাগুলি কি সুন্দর, কি প্রাণস্পর্শী—কি স্বাভাবিক !

উদ্দাম কল্পনাশক্তিতেও মধুসূদন বঙ্গ কবিকুল মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। তাঁহার আবেগময়ী সর্ব্বতোমুখী কল্পনাশক্তি অক্লিষ্টপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় অপ্রতিহত গতিতে কখন স্বর্গে, কখন মর্ত্ত্যে, কখন ব্রহ্মলোকে—কখন প্রেতপুরে গমন করতঃ তথাকার রমনীয় ও ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহের এমনি আশ্চর্য্য চিত্রাবলী সংগ্রহ করে যে তাহা পাঠ করিতে করিতে পাঠককে দেশ ও কালের ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া যাইতে হয় এবং স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় কখন হর্ষ, কখন বিস্ময়, কখন ক্রোধ, কখন করুণরসের দ্বারা অভিভূত হইয়া অবশেষে বাষ্পাকুললোচনে তাহার পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের "চিরতুষারাবৃত অভ্রভেদী ধবলগিরির" বর্ণনা, ইন্দ্র ইন্দ্রানীর ব্রহ্মলোকে গমন, দেবশিল্পীর উত্তরমেরুস্থিত আবাস ভবনের বিবরণ এবং মেঘনাথবধ কাব্যের যমলোকের বিবরণ পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে প্রকৃতই একজন অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ঐন্দ্রজালিক বলিয়া ভ্রম জন্মে। অদ্ভুত কল্পনাশক্তিসম্পন্ন কবিবরের সুনিপুণ বর্ণনার সর্ব্বাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা অসম্ভব। আমরা অতি সংক্ষেপে ব্রহ্মলোক বর্ণনার স্থূল স্থূল অংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

দেবদম্পতী হিমগিরিশিখরস্থ "অভ্রভেদী দেবাত্মা ভীষণদর্শন" ধবলগিরি হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছেন। তাঁহাদের "হৈমব্যোমযান"

"উঠিল অম্বরপথে
মহাবেগে ঐরাবতসহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা ;"

মেঘদল—

"দেখি দেবরথে দেবদম্পতীরে
শিহরে অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল
অমনি। চলিল রথ মেঘময় পথে"

তারপর দেবযান মেঘমালা এড়াইয়া এবং রথচক্রের "ভৈরব আরাবে" দিগ্বারণগণকে সংক্ষুব্ধ করিয়া আরও উর্দ্ধে উত্থিত হইল।

"——চলিল বিমানে ;
কতদূরে চন্দ্রলোক অম্বরে শোভিল,
রজদ্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন

কামিনীকুলের সখী যামিনীর সখা,—
মদনরাজার বঁধু, দেব সুধানিধি
সুধাংশু।"

চন্দ্রলোক হইতে "দেবরথ দ্রুতে উত্তরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী গগনে।"

রাশিচক্র মধ্যস্থিত এই "সূর্য্যলোককে" দ্রুতবেগে অতিক্রম করিয়া দেবযান আরও উর্দ্ধে উত্থিত হইল। অকস্মাৎ কারণ-কিরণের প্রখর-রশ্মিজালে দেবদম্পতীর নয়নযুগল ঝলসিত হইল। চারুহাসিনী পৌলোমী সভয়ে নয়ন মুদিত করিল।

"দেব পুরন্দর
অসুরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি যে করে
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে
সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে
চমকি ঢাকিলা আঁখি।"

সুতেশ্বর মাতলি বিস্ময়ে অন্ধভাবে সংজ্ঞা-শূন্যের ন্যায় রথরশ্মি ছাড়িয়া দিল।

"রথচূড়াশিরে
মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন
দিবাভাগে।"

দিবাভাগে ধুমকেতুর ন্যায় সেই দেবকেতু বিমলিন বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে রথ কারণ-সলিল বিরাজিত ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইল।

"আইল এবে রথ ব্রহ্মলোকে।
মেরু কনক মৃণাল কারণ-সলিলে,
তাহে শোভে ব্রহ্মলোক কনক উৎপল;
তথা বিরাজেন ধাতা, পদতল যাঁর
মুমুক্ষুকুলের ধ্যেয়, মহামোক্ষধাম।"
"অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্রবাসব
কাঞ্চনতোরণ, রাজতোরণ-আকার,
আভাময়; তাহে জ্বলে আদিত্য আকৃতি,
প্রতাপে আদিত্য জিনি, রত্ননিকর।
নরচক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
কেমনে নর-রসনা বর্ণিবে তাহারে
অতুল ভবমণ্ডলে।"

ভীষণদর্শন ধবলগিরি-শিখর হইতে দেব-দম্পতীকে মেঘলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক অতিক্রম করিয়া কারণজ্যোতিপূর্ণ কারণ-সলিল মধ্যস্থিত ব্রহ্মলোকে সমানীত করিতে মধুসূদন যে অদ্ভুত কল্পনাশক্তি ও বর্ণনা-চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—তাঁহার বর্ণিত দেবশিল্পীর আবাসস্থান ও শিল্পাগার এবং মেঘনাথবধের যমলোক ও অশোক-কাননের দৃশ্য এবং বীরাঙ্গনাকাব্য প্রভৃতিতেও তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাতালপুরস্থিত দেবগণের সভা, সুমেরুশৃঙ্গে দেবরাজের তপশ্চর্য্যা, ব্রহ্মলোক বর্ণন, বিশ্বকর্ম্মার শিল্পাগার বর্ণন প্রভৃতি বৃত্রসংহারের অনেক-গুলি প্রধান প্রধান চিত্রের প্রথম উন্মেষ আমরা মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেই প্রাপ্ত হই। এমন কি

"দেব পুরন্দর
অসুরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি যে করে
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে।"

প্রভৃতি পংক্তিতে যেন "বৃত্রসংহার" কাব্যের আদি বীজ নিহিত বলিয়া মনে হয়। পাঠক দেখিবেন মধুসূদনের প্রতিভা কেবল তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থাবলীতেই বিকশিত হইয়া নিঃশেষিত হয় নাই, তাহা বঙ্গভূমির অপর একজন প্রতিভাশালী কবির কল্পনা উদ্দীপনেও কিরূপ সহায়তা প্রদান করিয়াছিল।

তিলোত্তমার বিলাসলীলা বর্ণনাতেও কবি যে আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইতে হয়। তিলোত্তমাকে লইয়া দেবরাজ দৈত্যদ্বয়ের বিহারস্থান বিন্ধ্যারণ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। ঋতুরাজ বসন্ত ও কামদেব সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্যভাবে চলিলেন। তিলোত্তমা সেই অপরিচিত বন মধ্যে সভয় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কখন নিজ নূপুরের ধ্বনিতে কখন পত্রের মর্ম্মরে মলয়বায়ুর হিল্লোলে চমকিত হইতে লাগিলেন—

"মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি চারিদিকে, চাহে যথা—
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিনী; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি।"

তাঁহার ভুবনমোহনরূপ দেখিয়া বিন্ধ্যারণ্যবাসিগণ বিমুগ্ধ হইল—

"কত স্বর্ণলতা
সাধিল ধরিয়া আহা রাঙা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে; কত মহীরুহ
মোহিত মদনমদে দিলা পুষ্পাঞ্জলি;
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীরসহ, কত গুণ গুণ করি
আরাধিলা অলিদল—কে পারে কহিতে?
আপনি ছায়াসুন্দরী ভানুবিলাসিনী
তরুমূলে, ফুলফল ডালায় সাজায়ে
দাঁড়াইলা সখীভাবে বরিতে বামারে;
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি;
কলরবে প্রবাহিনী পর্ব্বত-দুহিতা
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে, বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে
... ...
সাহসে সুরভিবায়ু ত্যজি কুবলয়ে
মুহুর্মুহুঃ; অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদনশশী। তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধুসহ মদন হাসিলা।"

পাঠক দেখিবেন মধুসূদন মহাকবি Wordsworthএর ন্যায় প্রকৃতিদেবীকে কিরূপ 'Living and speaking presence of thoughts" নানা ভাব—নানা ভাষাময়ী মূর্ত্তিমতী সজীবতার মহাবিকাশ বলিয়া মনে করিতেন।

"মলিনবদনা দেবী, হায়রে যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকররাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে।
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন।"

প্রভৃতি পংক্তিগুলিতে অতি অল্প অথচ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কবি মধুসূদন অশোকবনস্থিতা সীতাদেবীর যে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, রমণী সৌন্দর্য্য বর্ণনায় তাহা মহাকবি সেক্স্পিয়র অথবা কালিদাসের সহিত তুলনীয় হইবার যোগ্য। অতি অল্প কথায় শুধু একটী মাত্র উপমা দ্বারা কবি সীতাদেবীর সৌন্দর্য্যের যে সুমধুর প্রতিবিম্ব পাঠকের মনদর্পণে প্রতিফলিত করিয়াছেন তাহা ভাবে ও স্থায়ীত্বে কত সুন্দর কত মনোহর!

চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে;—"দেখ,
হে সখে! কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন-রূপে;
উজলিছে নভস্তলে ভয়ঙ্করী বিভা,

কালাগ্নিসম্ভবা যেন। শুন কাণ, দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন উছলিছে দূরে
প্লাবিতে প্রলয়ে বিশ্ব। কহিলা সত্রাসে
পাণ্ডুগণ্ডদেশ—রক্ষঃ, মিত্র-চূড়ামণি ;—
"কি আর কহিব, দেব ? কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীর পদভরে, নহে ভূকম্পনে।
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ ! স্বর্ণ-বর্ম্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশদিশ। রোধিছে যে কোলাহল, বলি !
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি ;
গরজে রাক্ষসচমূ, মাতি বীরমদে"

এবং

"মদকলকরী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর ! এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কার।
শুনিছি রাক্ষসপতি। মেঘের গর্জ্জনে !
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে ;
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড টঙ্কারে।
কভু নাহি হেরি শর হেন ভয়ঙ্কর।"

প্রভৃতি পংক্তিগুলিতে কবি রণসজ্জা ও সমর সংঘটনের যে অপূর্ব্ব বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা কি ভাষায়, কি ভাবে, কি গাম্ভীর্য্যে কি বর্ণনাচাতুর্য্যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ কবির উপযুক্ত সন্দেহ নাই।

কিন্তু মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গে অশোক-কাননে "রাঘববাঞ্ছা" সীতাদেবী ও বিভীষণ-পত্নী সরমাসুন্দরীর কথোপকথনছলে কবি-মধুসূদন যে একটী অপূর্ব্ব এবং মনোহর চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহার তুলনা বঙ্গসাহিত্য কেন, সমগ্রকাব্যজগতে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাসববিজয়ী বীর ইন্দ্রজিৎ পুনর্ব্বার সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আশামুগ্ধ লঙ্কাবাসী নরনারীগণ মহোৎসবে মাতিয়া রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। গৃহে গৃহে সুবর্ণ-দীপ প্রজ্জলিত হইয়াছে।

"ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে।"

কিন্তু হায় ! সেই আনন্দ-সলিল মগ্ন লঙ্কাপুরীর মধ্যে একটী মাত্র উপবনে সে আনন্দ-কল্লোল পরিশ্রুত হইতেছে না—সেই উপবনটী "অশোককানন।" সেখানে

"একাকিনী শোকাকুলা—
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে নীরবে।"

কিন্তু চতুর্দ্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত এই লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরেও তাঁহার সুখদুঃখভাগিনী একজন ছিলেন তিনি বিভীষণপত্নী—সরমা "রক্ষ-কুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ বেশে।"

রক্ষোবধূ সরমাসুন্দরী সীতাদেবীর দুঃখ-দগ্ধহৃদয়ে শান্তনাবারি পরিসেচনের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে সুযোগ উপস্থিত হইলেই অশোক-বনে আগমন করিতেন এবং তাঁহার অতীত কাহিনী শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। আজ দুরন্ত চেড়ীদিগকে দূরবনে উৎসব কৌতুকে মত্ত দেখিয়া সরমাসুন্দরী উপযুক্ত অবসরে অশোক-কাননে আসিয়াছেন। তাই মধুরভাষিণী সীতাদেবী তাঁহার অনুরোধে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন—

"যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি

সরমারে ;—হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া।—

তারপর কিরূপে বন্য কপোতকপোতীর ন্যায় "মর্ত্ত্যে সুরবনসম" পঞ্চবটীবনে গোদাবরী-তীরে রামচন্দ্রের সহিত কিরূপ সুখে তাঁহার দিনগুলি অতিবাহিত হইত, কাননের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় বনপালিত পশুপক্ষী, বনবাসিনী ঋষিবধূ, বনসঞ্জাত কুসুম ও পাদপ-রাজির সহিত অরণ্যবাসী হইয়াও কিরূপ সুখে ও আনন্দে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইত তারপর কিরূপে তাঁহার সে সুখও অন্তর্হিত হইল—কিরূপে ছদ্মবেশী রাক্ষসরাজ ছলে বলে কৌশলে তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিল ইত্যাদি বিষয়ের এক সুদীর্ঘ সকরুণ বিষাদমাখা বিবরণ দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত প্রদান করিলেন। সীতাদেবী ও সরমার কথোপকথনের মধ্যে মধুসূদন যে অপূর্ব্ব কবিত্ব যে অদ্ভুত বর্ণনাশক্তি যে অপরূপ কল্পনাশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই বর্ণনাতীত। তিনি অপর কোন কাব্য রচনা না করিয়া যদি শুধু এই অংশটীই লিখিতেন তাহা হইলেও তিনি কবিকুলে অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন। কথিত আছে মেঘনাদবধের এই অংশ রচনা করিয়া মধুসূদন তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রদ্ধেয় বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "Well Raj, will not this make me immortal ?" অর্থাৎ ইহা কি আমাকে অমর করিবে না? আমরা বলি মধুসূদনের আশা সম্যক ফলবতী হইয়াছে।

বিনয়, ধর্ম্মপরায়নতা এবং উদারতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের আধার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াও একমাত্র ভীরুতা ও চরিত্রগত দুর্ব্বলতাদোষে দুষিত করায়, দুগ্ধে গোমুত্র-বিন্দুর ন্যায় তাঁহার মেঘনাদবধের রামচন্দ্র-চরিত্র নানা দোষদুষ্ট হইয়াছে এবং মহাবীর লক্ষ্মণের চরিত্রও তাঁহার দ্বারা সুচিত্রিত হয় নাই সত্য কিন্তু তথাপি মেঘনাদ, রাবণ, প্রমীলা, সীতাদেবী প্রভৃতি অনেকগুলি চরিত্রের অঙ্কনে কবি মধুসূদন যে অতি উচ্চাঙ্গের প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চরিত্রাঙ্কন বিষয়েও মধুসূদন কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁহার বর্ণিত এই সমস্ত চরিত্র হইতে তাহা পরিস্কার উপলব্ধি হইতে পারে।

মেঘনাদবধ কাব্যে আমরা সীতাদেবীর সহিত দুইবার মাত্র সাক্ষাৎকার লাভ করি। প্রথমবার মেঘনাদের অভিষেকের পরে এবং দ্বিতীয়বার মেঘনাদের মৃত্যুর পরে। আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের দুই এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া মধুসূদনের সীতাচরিত্র যে কত সুচিত্রিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

যে সময় মায়ামৃগের চীৎকারধ্বনিতে সীতাদেবী বিকল্পচিত্ত হইয়া লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের রক্ষার্থ গমন করিতে অনুরোধ করিতেছেন, সেই সময় তাঁহার আদেশ পালনে বিলম্ব করিতে দেখিয়া সীতাদেবী লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "ওরে দুরাচার কুলদুষণ, তুই অনার্য্যদিগের ন্যায় দয়ার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। লক্ষ্মণ তোর ন্যায় প্রচ্ছন্নচারী নৃশংস স্বভাব শত্রুর মনে যে কদর্য্য অভিপ্রায় থাকিবে ইহা বিচিত্র নহে। তুই অত্যন্ত দুষ্ট-স্বভাব। তুই ভরত কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া বা স্বয়ংই আমাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করতঃ অভিপ্রায় গোপন করিয়া একাকীই

বনে একক রামের অনুগমন করিয়াছিস্। ইত্যাদি

ইহা মহাকবি বাল্মীকি চিত্রিত সীতাদেবীর উক্তি। ঐরূপস্থলে মধুসূদনের সীতাদেবী কি বলিতেছেন শুনুন—

"সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী;
কে বলে ধরিয়াছিল গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর। ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু দুর্ম্মতি।
রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি, যাব আমি
দেখিব করুণস্বরে কে স্মরে আমারে।"

যে লক্ষ্মণ ভ্রাতৃপ্রেমে আত্মহারা হইয়া রাজ্যধন, স্নেহময়ী মাতা, প্রেমময়ী পত্নী প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করতঃ রামচন্দ্রের সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন—যাঁহার চক্ষু সীতাদেবীর চরণ সংলগ্ন নুপুরের ঊর্দ্ধগামী হয় নাই সেই লক্ষ্মণের প্রতি বাল্মীকি বিরচিত উক্তিই স্বাভাবিক, কি মধুসূদনের বিরচিত উক্তিই স্বাভাবিক পাঠক তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। আমাদিগের বিবেচনায় এইস্থলে মধুসূদনের সীতাদেবী মহর্ষি বাল্মীকির সীতাদেবীকে চরিত্রের উজ্জলতায় বহুলাংশে পরাজিত করিয়াছে। মধুসূদনের হস্তে সীতাদেবীর চরিত্র যেন অনেক উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মধুসূদনের সীতাদেবী তাঁহার শ্রেষ্ঠতম শত্রুর প্রতিও মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। সীতাদেবীর অঙ্গের অলঙ্কার অপহরণের জন্য সরমা লঙ্কেশ্বরকে দোষী সাব্যস্ত করিলে সীতাদেবী স্বীয় মহত্ত্ব প্রদর্শন করতঃ বলিয়াছিলেন;—

"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুমুখি,
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী ধরিল আমারে
বনাশ্রমে।

তৎপর মেঘনাদবধের অন্তে রক্ষোকুলের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়াও আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন—

"কুক্ষণে জনম মম সরমা রাক্ষসি,
সুখের প্রদীপ সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশী যে গৃহে হায়! অমঙ্গলরূপী
আমি।
হেদে দেখ হেথা—
মারিল বাসবজিত অভাগীর দোষে
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে বর্ণিতে।
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে। ইত্যাদি।

সীতাচরিত্রের এই অনুপম দেবভাব মূল রামায়ণে নাই। ইহা মধুসূদনকে অমর করিবার উপযুক্ত।

মধুসূদন তাঁহার "মেঘনাদ" চরিত্র বর্ণনাতেও তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মেঘনাদের চরিত্রে সর্ব্বত্রই এক বিচিত্র নির্ভিকতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

বীরচূড়ামণি বীরবাহুর মৃত্যুতে স্বয়ং রাবণ পর্য্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ; কিন্তু ইন্দ্রজিত তাহা শ্রবণ করিয়া বলিতেছেন—

"শিশু ভাই বীরবাহু, বধিয়াছে তারে
পামর; দেখিব মোরে নিবারে কি বলে।"

যুদ্ধগমনের প্রাকালে পিতাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"কিন্তু অনুমতি দেহ সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি; ঘোর শরানলে

করি ভস্ম বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে,
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

জননীর নিকট বিদায় গ্রহণের সময়েও বলিতেছেন—

"কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি ?
... ...
পাইয়াছি পিতৃ আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি
কে আঁটিবে দাসে দেবি, তুমি আশীষিলে।"

পত্নীর নিকট বিদায় কালে বলিতেছেন—

"———এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা সুশোভিনি।"

মধুসূদন বর্ণিত মেঘনাদ কেবল নির্ভীক বীর নহেন। "তিনি স্বদেশবৎসল, পিতৃমাতৃভক্ত, পত্নীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ, অনুজগণের প্রতি স্নেহবান্, এমন কি আততায়ী শত্রুর প্রতিও আতিথেয় পরায়ণ।" লক্ষ্মণ তাঁহাকে বধের নিমিত্ত অসি উত্তোলন করিলেও তিনি বলিয়াছিলেন—

"———আতিথেয় সেবা
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে
রক্ষ রিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।

এ কথায় মেঘনাদবধ কাব্যের এই মেঘনাদের চরিত্রের তুলনা বঙ্গসাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এইরূপ কি রাবণের চরিত্রে, কি প্রমীলাচরিত্রে কি ব্রজাঙ্গনার চরিত্রে কি অন্যান্য বহুচরিত্রে সর্ব্বত্রই কবির অসাধারণ চিত্রাঙ্কন নিপুণতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে ঐ সমুদয় চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থানাভাব। এই সমুদয় চরিত্র বর্ণনে মধুসূদন যে প্রতিভা ও মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার পূর্ব্বে অতি অল্প কবিই সেরূপ প্রতিভা ও মৌলিকতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তেজস্বী সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎসম্পাদিত বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন—"বাঙ্গলা প্রাচীন দেশ, কিন্তু এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।" মধুসূদন যে কিরূপ প্রতিভাশালী কবি ছিলেন তাহা বঙ্কিমবাবুর ঐ সামান্য কয়েক পংক্তি হইতে অনুমিত হইতে পারে।

আজ বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের এক অভূতপূর্ব্ব যুগান্তর পরিলক্ষিত হইতেছে—পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজাতিসমূহের ভাষার মধ্যে দীনা বঙ্গভাষাও তাঁহার উপযুক্ত আসনলাভে সমর্থ হইয়া ক্রমশঃ আরও উন্নতির অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে—কিন্তু এই যুগান্তর ও অভ্যুদয়ের প্রাথমিক উষালোকে বঙ্গীয় সাহিত্যকাননের যে সমস্ত পিককুল জাগ্রত হইয়া তাঁহাদের সুমধুর কণ্ঠধ্বনিতে সমগ্র বঙ্গভূমি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তন্মধ্যে কবি মধুসূদনের আসন যে অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজ আমরা সেই বঙ্গীয় কবিকুলচূড়ামণির শ্রাদ্ধবাসরে, তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ত্রিংশ বৎসর অন্তে, তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা স্মরণ করিয়া তাঁহার নিমিত্ত দুই ফোটা অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত এই স্থলে সমাগত হইয়াছি কিন্তু অদ্য এমনি ভাবে তাঁহার সুপবিত্র সমাধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সুখ ও দুঃখ, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব স্মরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারই মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সমগ্র

বঙ্গদেশবাসীগণকে আহ্বান করিয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—

"দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষতীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।"

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা,
বি, এল, বগুড়া।

ঐতিহাসিক একপৃষ্ঠা।

আর্য্যজাতির বঙ্গে আগমন *-কালে যে চাতুর্ব্বর্ণিক হিন্দুসমাজ এদেশে আসিয়াছিলেন,—বেদ ও ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমানে আমরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যনামক দুইটী উল্লিখিত বর্ণ দেখিতে পাই না; কিন্তু তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটী ইতিহাসপ্রক্ষিপ্ত কথা আলোচনাপূর্ব্বক প্রবন্ধ সমাপন করিব। অপিচ, প্রাচীনগ্রন্থে কায়স্থজাতির কোন পরিচয় প্রাপ্ত হই না; ইহারা যে ভুঁইফোড় নহেন—বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশজাত, তাহার কয়েকটী প্রমাণ প্রদত্ত হইবে।

বৌদ্ধবিপ্লবে † যখন সমগ্র ভারত পীতবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়াছিল, তখন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে কিংবা গৌরব করিতে একটী মনুষ্যও বর্ত্তমান ছিলেন কি না সন্দেহস্থল! ঈদৃক্ বিপ্লবের উত্তরকালে অর্থাৎ ৮ম শতাব্দীতে শঙ্করপ্রতিম মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাতপূর্ব্বক, বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবসমাজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন করেন। এই সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ সাবিত্রী পুনঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারতে পাঠান শাসনের অবসানকালে হিন্দুদিগের প্রতিভা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে থাকে। তাঁহাদের মনে, নিকৃষ্টতা ও পরাধীনতার চিন্তা আশ্রয় লয়। ইহাতে তাঁহাদের সাহস, মনের বল, ধারণাশক্তি, স্বাধীন-চিন্তা ও কার্য্যক্ষমতা প্রভৃতি লোপ পাইতে লাগিল। পাঠান শাসনকালে হিন্দুদিগের অবস্থা বর্ণনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকার রমেশবাবু বলিয়াছেন;—

" * * * এই সময় হিন্দুদিগের ধর্ম্মভীরুতা বৃদ্ধি পাইল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়দিগের মর্য্যাদা হ্রাস পাইল; ধর্ম্ম-

* "আর্য্যজাতির বঙ্গে আগমন"নামক প্রবন্ধ শীঘ্রই প্রতিভায় মুদ্রণ নিমিত্ত প্রেরিত হইবে। লেখক।

† কথিত আছে জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু সিংহলে গমন করিলে, সিংহলরাজ তাঁহাকে ভারতীয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, "সমগ্র জম্বুদ্বীপ পীতবসনে মণ্ডিত।"

ভীরুতার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য রহিল না। ব্রাহ্মণগণই কেবল বেদপাঠ ও উপবীত ধারণের অধিকারী, অন্য সকল জাতি শূদ্র বা শূদ্রের ন্যায় দাস, এই অশুভকর মত প্রচারিত হইল। আপনাদিগের আধিপত্য অধিকতর দৃঢ় করণার্থ ব্রাহ্মণগণ হিন্দুদিগের পুরাতন শাস্ত্রের স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। নূতন নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সেইগুলি বেদব্যাস রচিত বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।"

* * * *

ইহা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, পাঠান শাসনের উত্তরকালে ক্ষত্রিয়গণ বেদপাঠ ও উপবীতগ্রহণে বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। অবশ্য ইহার কিছুকাল পরে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে রাজপুতনা ও মারহাট্টা প্রদেশে ক্ষত্রিয় প্রতিভার পুনর্ব্বিকাশ হইয়াছিল; কিন্তু দীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে যেমন একবার আপন ঔজ্জ্বল্য বোলকলায় বিকাশ করিয়া লয়, সেইরূপ বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রতিভা চিরকালের মত নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

আলাউদ্দিন যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন চিতোরের রাজলক্ষ্মী "মায়ি ভূখা হো" বলিয়া দৈববাণী করিয়া মহারাণার দ্বাদশ পুত্রের রক্তপানে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। মহারাণা, রাজলক্ষ্মীর এই রক্তপিপাসা শান্তি নিমিত্ত স্বীয় পুত্রদিগকে একে একে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র অজয় সিংহের উপর প্রগাঢ় স্নেহাতিশয্য নিবন্ধন তাঁহাকে বিশ্বস্ত সৈনিকগণের সমভিব্যাহারে আরাবালী পর্ব্বতে প্রেরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণও বর্ত্তমান ছিলেন।

এই সময়ে মালদেব, খিলজি সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপে মেবারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। অজয় সিংহের মৃত্যুর পর মেবার শাসনকর্ত্তা মালদেব তাঁহার কন্যার সহিত অজয় সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র হামিরের সম্বন্ধ উল্লেখপূর্ব্বক প্রস্তাব করিলে, হামির বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বিবাহার্থ হামির তাঁহার ভ্রাতা মাণিক রাওকে সঙ্গে করিয়া চিতোরে উপস্থিত হয়েন। সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈনিক বর্ত্তমান ছিল। এই সময় রাজকীয় কর্ম্মসম্পাদন নিমিত্ত মালদেবকে রাজ্যের সুদূর প্রান্তে যাইতে হইয়াছিল। এই সুযোগে হামির চিতোর দুর্গ পুনরুদ্ধার করিয়া মেবারের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন!!!

মহারাণা প্রতাপসিংহের শাসনকালে এই মাণিক রাওয়ের বংশধর রাঘবরাম রাও তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। যখন মহারাণা প্রতাপ যুদ্ধ করিতে করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন রাঘবরাম ভগ্নোৎসাহ হইয়া পূর্ব্বদিকে বাস করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। অবশেষে বঙ্গদেশস্থ বন্দীপুরে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইলেন যে, তথায় সর্প ও ভেক একত্র সাম্যভাবে ক্রীড়া করিতেছে। তাহাতে তিনি বঙ্গদেশকে আবাসের নিমিত্ত শান্তিপূর্ণ মনে করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর (সেলিম) তাঁহাকে 'রায় রায়ণ' উপাধী ও এক বিস্তীর্ণ জায়গীর প্রদান করেন।

তাঁহার পৌত্র বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-বংশজাত জানিয়া তাঁহাদের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন।

বর্ত্তমানে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত পাশ্চাত্য সিবিলিয়ান প্রমাণ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশস্থ বন্দীপুরের "রায় রায়ণ" পরিবার এই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-কুলাবতংস মাণিক রাওয়ের বংশধর।৮

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সরকার,
করাইল।

লক্ষ্ণৌ বঙ্গীয়-কায়স্থসভা।

১৩১৫ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার আদর্শে লক্ষ্ণৌ বঙ্গীয় কায়স্থসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এই সভা শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই সভার কয়েকটী বিশিষ্ট সভ্যের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে অনেক কায়স্থসন্তান ঘৃণিত ও জঘন্য শূদ্রাচার পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ব্যয়ে কয়েকটী বিবাহকার্য্যও সম্পন্ন হইয়াছে। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনকালে, তাঁহারা বিবিধ বাধাবিপত্তির মধ্যে পতিত হইয়াছেন—কত লোকের কটূক্তিবর্ষণ তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা বিচলিত হন নাই—ইহাতে তাঁহাদিগের কার্য্যকারিনী শক্তি অধিকতর বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগের কার্য্যগুলির মধ্যে কোন কোন কার্য্যের বিবরণ আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত পত্রিকার পাঠক মহাশয়েরা তাহা অবগত আছেন। উল্লিখিত বিশিষ্ট সভ্যগণের মধ্যে ভক্তিভূষণোপাধিক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি কায়স্থজাতির সেবায় আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কায়স্থমাত্রেই ইহার নিকট আদরের পাত্র। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী সমস্ত কায়স্থেরই ইনি শুভচিন্তা করিয়া থাকেন। ঘোষজ মহাশয়ের প্রযত্নে এখানে প্রতিবৎসর শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের পূজা হয় ও উৎসবে হিন্দুস্থানী কায়স্থভ্রাতাগণ আহ্লাদের সহিত যোগদান করেন। এতদ্দেশীয় হিন্দুস্থানী কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষজ মহাশয়ের বিশেষ সমাদর আছে ও পদস্থ কায়স্থগণ তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করেন। সে দিনও শ্রীদোলপূর্ণিমায় ইহার যত্ন ও চেষ্টায় কয়েকটী কায়স্থসন্তান উপনীত হইয়াছেন। যাহা হউক, ২৩শে চৈত্র সন ১৩১৭ তারিখে অত্রত্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয় অশেষ বাধাবিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ দ্বাদশদিনে সম্পন্ন করিয়া এ প্রদেশের কায়স্থসমাজের মধ্যে যে একটী সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজে [illegible] হইয়াছেন এবং

এ প্রদেশীয় কায়স্থজাতির মহোপকার সাধন করিয়াছেন। এস্থানে আরও দুই একটি শ্রাদ্ধ দ্বাদশদিনে সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি বিশেষ প্রকাশ্যভাবে ও সমারোহ-সহকারে সম্পাদিত না হওয়ায় জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই ও তাহা দৃষ্টান্ত স্থানীয় হইতে পারে নাই। মজুমদার মহাশয়ের জননীও একজন অসামান্যা মহিলা ছিলেন। এই কায়স্থ-মহিলা ১১ই চৈত্র সন ১৩১৭ তারিখে সজ্ঞানে তাঁহার প্রাণপ্রিয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগোপালের ধ্যান করিতে করিতে—তাঁহার বালমূর্ত্তি (চিত্র) দর্শন করিয়া "আহা কি দেখিলাম" বলিতে বলিতে শ্রীগোলোকধামে গমন করিয়াছেন। এরূপ কেনই বা হইবে না! নবদ্বীপের অবতার-শিরোমণি শ্রীগৌরহরি অপূর্ব্ব প্রেমভাব দর্শন করিয়া যাঁহার মহাবংশের নিকট বিকাইয়াছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচয়িতা কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী যাঁহার গ্রামকে লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ চৈতন্য পায়॥"

আলোচ্য মহিলা সেই দেশপ্রসিদ্ধ শ্রীপাট কুলীনগ্রামনিবাসী শ্রীবৃন্দাবনের অষ্টসখীর মধ্যে চম্পকলতিকা-নাম্নী সখীর অবতার শ্রীবসু রামানন্দ ঠাকুরের বংশসম্ভূতা। যাহা হউক পরম শ্রদ্ধাস্পদ মজুমদার মহাশয় এক্ষেত্রে যেরূপ ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মানসিকশক্তির সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থানীয় কায়স্থসভা এই সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন। এই শ্রাদ্ধে লক্ষ্ণৌবাসী অধিকাংশ কায়স্থসন্তান সমবেত হইয়াছিলেন এবং সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যে মজুমদার মহাশয়কে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ২৪শে চৈত্র তারিখে সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই কায়স্থ-মহাশয়েরা মজুমদার মহাশয়ের ভবনে আগমন করিতে লাগিলেন এবং ভোজনের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত কায়স্থসমাজের হিতকর নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। সমাগত মণ্ডলীর সম্মুখে পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরভূষণ গোস্বামী তত্ত্বনিধি মহাশয়—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এই বিষয়টী অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করেন। গোস্বামী মহাশয় নবদ্বীপের অবতার শ্রীগৌরহরির প্রসিদ্ধ পারিষদ কায়স্থকুলোদ্ভব বড়গাছিনিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বংশধর। বঙ্গের এই সুপ্রসিদ্ধ মহাবংশ কোন সময়েও উপনয়নশূন্য হন নাই। ইঁহারা কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি জাতির দীক্ষাগুরু। যাহা হউক, গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতাটি বড়ই হৃদয়গ্রাহিনী হইয়াছিল। ইনি যেরূপ যুক্তিসহকারে ও সুমধুর ভাষায় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব, উপনয়নগ্রহণ ও দ্বাদশদিনে অশৌচ পালনের আবশ্যকতা প্রভৃতি বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ পরম পরিতোষ ও উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণও দয়া করিয়া এই শ্রাদ্ধে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং ঐ দিনে ভোজনও করিয়াছিলেন। তবে আক্ষেপের বিষয় অনেক ব্রাহ্মণই এই শ্রাদ্ধে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে বিরত ছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয় কদাচ উন্নতিলাভ করিতে পারেন না এবং ক্ষত্রিয় ব্যতীত ব্রাহ্মণও উন্নত হইতে পারেন না। মনস্বীকুলের অগ্রগণ্য মনু এই সত্য উচ্চকণ্ঠে

ঘোষণা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা যদি এই মহাবাক্য কৃপা করিয়া স্মরণ করেন—কায়স্থজাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া এই সমস্ত সমাজহিতকর কর্ম্মে সাহায্য প্রদান করেন, তাহা হইলে কায়স্থজাতির এবং সমগ্র দেশের পরম কল্যাণ সাধিত হয়।

শ্রীভাগবত বলিয়াছেন ;—

"যো ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়মাবিশ্য বিভর্ত্তীদং স্বতেজসা।"

(৪র্থ স্কন্ধ, ৫১)

অর্থাৎ সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব মহীয়ান্ পুরুষ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুইজাতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া এই বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। অতএব শ্রীভাগবত রচয়িতার এই মহাবাক্য উপেক্ষা করিয়া এই দুইটী জাতির অন্যতরটির উন্নতির পথে অন্তরায় হইলে সমগ্র বিশ্বের অকল্যাণ সাধন করা হইবে। পূজ্যপাদ সমাজরক্ষক ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা সকলেই কবে এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবেন? কবে তাঁহাদিগের চিরসঙ্গী—চির অনুগত কায়স্থজাতিকে সর্ব্বপ্রাণে সাহায্য করিয়া তাঁহারা সমগ্র কায়স্থজাতির ও দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

শ্রীচারুচন্দ্র সরকার বর্ম্মা,
সম্পাদক কায়স্থসভা, লক্ষ্ণৌ।

কাকসংবাদ।

নমস্কার মহাশয়। আমি সম্প্রতি দীর্ঘপ্রবাসের পর স্বদেশে স্বনীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। ইহা আনন্দের বিষয় হওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু দুঃখী কাকের অদৃষ্টে বিধাতাপুরুষ বোধ হয়, সুখ লেখেন নাই। তাই বসতিতরুতে আসিয়াই যখন দেখিলাম, মদ্রচিত পুরাতন নীড়খানি বৈশাখী প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে উড়িয়া যে কোথায় গিয়াছে তাহার কোন খবরই নাই; কাকিনী ছানাগুলিকে লইয়া অতি কষ্টে নীড়-শূন্যাবস্থায় শাখার উপরে উপবিষ্ট হইয়াই সময় কাটাইতেছেন; তখন বড়ই দুঃখ হইল। অতি যত্নে নির্ম্মিত * কুলায়টী বিনষ্ট হওয়ায় কষ্ট ত হইবারই কথা—তাতে আবার নূতন করিয়া নীড় নির্ম্মাণ করিতে হইবে; তাহাতে প্রভূত পরিশ্রমের প্রয়োজন—শান্তিলাভের আশায় স্বদেশে আসিয়া প্রথমেই অশান্তির সহিত দেখা হওয়ায় মনে হইল, দুঃখীর জীবনে সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা দুরাশা মাত্র। শুনিয়া সুখী হইবেন; কোনরূপে বাসযোগ্য করিয়া তরুর পূর্ব্ব শাখায় দীর্ঘস্থায়ী একটী নীড় রচনা করিয়াছি। আজকাল ঝঞ্ঝাট একটু

* অতি যত্নে নির্ম্মিত কুলায় পড়িয়া আপনার পাঠকগণ হয়ত হাসিবেন। কাকের বাসার কোন নৈপুণ্য নাই, তাহারা তাহা বিলক্ষণ জানেন। কাকের বাসার নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য না থাকিলেও অতি যত্নে নির্ম্মিত হইতে পারে। কাকসমাজেও বাসা নির্ম্মাণে যত্নের ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়—আমি একটু সাংসারিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নীড় রচনা করিয়াছি, পাঠকগণ হাস্যসংবরণ করিবেন। শ্রীকাক।

কম হওয়ায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম। দেশে আসিয়াও আমি স্থির হইয়া বাসায় বসিয়া দুদিন আরাম ভোগ করিতে পারিতেছি না। আপনি জানেন, আপনাদের হিসাবী মানবের ন্যায় আমাদের সঞ্চয়প্রবৃত্তি নাই—'দিন আনি দিন খাই' এই আমাদের অবস্থা। কাজেই সাধ্য কি যে বসিয়া থাকি? ইতোমধ্যে অনেক গ্রাম নগর পরিভ্রমণ করিয়াছি; অনেক তথ্য জানিয়াছি। সব বৃত্তান্ত জানা আপনার নিষ্প্রয়োজন। তবে, আপনার কাজে আসিতে পারে অথবা আপনার জাতির উপকারে আসে, এমন কথা অবশ্যই আমি না বলিব এমন নহে। আর তজ্জন্যই আজ আপনার সহিত দেখা করিতে উপস্থিত। আপনার স্বজাতি—কায়স্থজাতির প্রতি আমার বড়ই সহানুভূতি। কেন এত সহানুভূতি তাহা কি আপনি জানেন? আপনারা যেমন মানব সমাজে ক্ষত্রিয়—পক্ষিসমাজে আমরাও তেমনি ক্ষত্রিয়। পক্ষিদেহ ধারণ করিয়া থাকিলেও আমি নির্ব্বোধ নহে; সর্ব্বজাতীয় ক্ষত্রিয়ের প্রতিই আমার সমমমতা বিদ্যমান। কোন জাতীয় ক্ষত্রিয় কোন বিষয়ে পরাজিত বা অপদস্থ হয়; ইহা আমি একেবারেই সহিতে পারি না। আপনারা জাতীয় উন্নতিকল্পে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন; তাহা অতীব প্রশংসাযোগ্য। এই জন্য আমি আপনাদের উপর বড়ই সন্তুষ্ট। আপনারা বঙ্গীয়কায়স্থজাতির পরিত্যক্ত ক্ষত্রাচার পুনঃ সমাজে প্রবর্ত্তনের যত্ন করিতেছেন; ইহা বুদ্ধিমত্তা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক হইলেও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণজাতির কিয়দংশ ও আপনার স্বজাতির অঙ্গারাংশ উঁহার যথাসাধ্য বিঘ্নোৎপাদন করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা ঈর্ষাবশতঃ ও জাতীয় অঙ্গারেরা কুসংস্কার ও অজ্ঞানতানিবন্ধন প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। কায়স্থসমাজের অতি বিজ্ঞতা, ধীরতা ও উপেক্ষা উঁহাদিগকে যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিতেছে। আমি জানিতে পারিয়াছি, কায়স্থজাতি বিগতবর্ষে উপনয়ন গ্রহণে অনেক অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলে কি হয় বিচ্ছিন্নভাবে উপবীতী হওয়ায় এবং নিরুপবীত কায়স্থের সকল স্থানে সহায়তা না পাওয়ায় বিরোধী ব্রাহ্মণেরা কায়স্থের শুভ-উদ্যমকে ব্যর্থ করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণদের সহিত উপবীতী কায়স্থের বিরোধ দৃষ্ট হইত; বর্ত্তমানে প্রায় সর্ব্বত্রই উপবীতী কায়স্থগণকে জব্দ করিবার জন্য সমবেতভাবে ব্রাহ্মণেরা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে। তাহারা উপবীতী কায়স্থের ভবনে কোন ক্রিয়াকর্ম্মে উপস্থিত হইবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে; যে সকল পুরোহিত উপবীতীর ক্রিয়াকলাপ নিষ্পন্ন করিতেছেন, তাহাদিগকেও সংশ্রব ত্যাগের ভয় দেখাইয়া স্বদলে আনিবার সঙ্কল্প আটিয়াছে। তাহারা নাপিত, ধোবা প্রভৃতি জাতিকে কায়স্থের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে। কোন কোন স্থানে অগ্রদানী ব্রাহ্মণকেও হস্তগত করিবার বিফল চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বপ্রকারে উপবীতী কায়স্থদিগকে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডের সুনির্ব্বাহে বঞ্চিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণের কোনরূপ যত্নের ত্রুটী করিতেছে না। একে ব্রাহ্মণদের এরূপ ঘৃণিত চেষ্টা, তাতে আবার

স্বজাতীয় নির্ব্বোধ সম্প্রদায়ের আত্মদ্রোহিতা উপবীতী কায়স্থদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা যেন নিঃস্বার্থ—পরোপকারে মনোসংযোগ করিয়াছেন! বলিতে পারেন আপনার স্বজাতীয় 'মহাপ্রভুরা' স্বার্থচিন্তা বিবর্জ্জিত হইয়া বংশ ও সম্পদাভিমানে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছেন কেন? জাতীয় গৌরব জাতীয় শক্তি যে চির অস্তমিত হইয়া যাইতেছে—কায়স্থজাতির সম্বন্ধে কায়স্থেতর সমগ্র জাতির যে, একটা সম্ভ্রমভাব, ভীতির ভাব ছিল, তাহা একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে; তাহা তাহারা দেখিতে পাইতেছে না কেন? ভবিষ্যতে এই কর্ম্মফলের তিক্তাস্বাদ যে ভোগ করিতে হইবে, তাহাদের হৃদয়ে একবারও ইহা উদয় না হইবার কারণ কি? অহর্নিশ গর্ব্বান্ধ হইয়া থাকাই কি ইহার যথেষ্ট কারণ? ধিক্ তাহাদিগকে যাহারা অন্ধ। অন্ধদের ন্যায় হতভাগ্য দ্বিতীয় আর কে? ব্রাহ্মণেরা আপনাদের—কায়স্থদের মস্তকোপরি চিরকালই আছেন। আজ যদি তাহারা মূর্খের ন্যায় আশ্রয়স্থানটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলেন; ক্ষতি তাহাদেরই হইবে। তাহারা তাহা মোহবশতঃ আজকাল বুঝিতে না পারিলেও পরে যে অনুতপ্ত হইবেন তাহা নিশ্চয়। কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধাচরণ না করিলেও বর্ত্তমানে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণেরা যেমন সমবেতভাবে কায়স্থের উন্নতির উদ্যমকে নিহত করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন; সমগ্র কায়স্থজাতিটা যদি একমতাবলম্বী হইয়া আত্মোন্নতিবিধানে আত্মগৌরব রক্ষায় প্রয়াসী হইতেন; তবে উন্নতির চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও আক্ষেপের হেতু থাকিত না। কায়স্থের জাতীয়শক্তি উপলব্ধি করিয়া শান্তিলাভ করা যাইত—মনকে প্রবোধ দেওয়া যাইত। কায়স্থজাতির ন্যায় হস্তীমূর্খ কোথায়? যাহারা আত্মদ্রোহী তাহাদের ন্যায় নারকী কে? ব্রহ্মণেরাই ধন্য—তাহারা প্রত্যাশী হইয়াও ত্যাগী—অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়াও নিগ্রহ করিতে সাহসী ও উদ্যত। আর আপনারা? প্রদাতা ও অনুগ্রহকারী হইয়াও তস্করের ন্যায় কাপুরুষ। জগতের কোথাও এরূপ বিসদৃশভাব লক্ষিত হয় না। পদাঘাতে ভূপতিত হইয়া আবার সেই পদ লেহনের প্রবৃত্তি বোধহয় ভারতছাড়া কুত্রাপি স্বীকৃত নহে। আমি কাক—অনুভব করিতে পারি—চীৎকার করিতে পারি—কাজ করিতে ত পারি না—কর্ম্মশক্তি আপনাদের হাতে। আপনারা ইচ্ছা করিলে সবই হইতে পারে। উপবীতীদিগের বিপদ আপদ আজ আর কল্পনার বিষয় নহে—স্বচক্ষে দেখিতেছেন—তাঁহাদের বিপন্নাবস্থা—দূরীকরণের জন্য কি উপায় অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন? উপবীতী কায়স্থের কেহ কেহ বলিতেছেন,—"জাতিবিদ্বেষ প্রচার করিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়—যখন ঈর্ষাপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা কায়স্থজাতির বিরুদ্ধে সকল জাতিকেই উত্তেজিত করিতেছে—বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিতেছে—তখন সকল জেলায়ই দুচারটা 'জাতিবিদ্বেষ প্রচার' ঘটিত মোকদ্দমা আদালতে দায়ের করিলে সহজেই সকল গোলমাল মিটিয়া যাইতে পারে।" ইহা কতদূর সম্ভব ও সঙ্গত তাহা আমি বলিতে পারি না—যেহেতু মানুষের আইন, পাখী আমি পড়ি

নাই। আমার মনে হয়, জড় প্রায় নির্জ্জীব সমাজকে চৈতন্যসম্পন্ন করিলেই নিপীড়িত উপবীতী কায়স্থের সামাজিক বিড়ম্বনা সহজেই তিরোহিত হইবে। কতগুলি উপযুক্ত প্রচারকের প্রয়োজন। তাহাদের দ্বারা বিস্তর কাজ হইবে। গ্রামে গ্রামে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিয়া কায়স্থসমাজকে উদ্বোধিত করিলে দেখিতে পাইবেন; কায়স্থসমাজের শীর্ষদেশে যে একখণ্ড বিপদের মেঘ দেখা যাইতেছে ও থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিতেছে; উহা দেখিতে না দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। কায়স্থজাতি জাতীয়তায় মত্ত না হইলে পরগাছার স্থূলদেহ কখনি কৃশ হইবে না। দেহ কৃশতাপ্রাপ্ত না হইলে কায়স্থতরুর প্রতি প্রকৃত ব্যবহারের ভাব তাহাদের চিত্তে কদাপি জাগ্রত হইবে না। মোহপ্রাপ্ত কায়স্থজাতি যেমন বিরাট— মোহ তিরোধানের উপায় তেমন সুপ্রশস্ত করা হয় নাই। এমন অনেক কায়স্থপল্লী আছে, যেখানে নবভাবের ক্ষীণ প্রবাহও প্রবেশলাভ করে নাই। মহাশয়, 'প্রচার চাই! প্রচার চাই!!' আমাদের কাকের মত চীৎকার করা চাই—তবে যদি মোহাচ্ছন্ন জাতির জ্ঞাননেত্র উন্মিলিত হয়। আপনি উপবীতী স্বজাতির অন্যতম সহায়। তাহাদের সুবিধা অসুবিধাবিষয়িনী চিন্তা সর্ব্বদা আপনাকে করিতে হয়—কাজেকাজেই আপনাকে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। সত্বরই যাহাতে সামাজিক নির্য্যাতনের হাত হইতে তাহারা অব্যাহত হইতে পারেন; তদনুরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করুন। উপবীতীদিগের প্রফুল্লবদন দর্শনে যেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারি। আপনাকে আর একটী সংবাদ দিয়াই আজ বিদায় গ্রহণ করিব। আপনার স্বজেলার 'বট্‌কাপারি' গ্রামের ব্রাহ্মণেরাই না কি উপবীতী কায়স্থের পরম শত্রু। ঐ গ্রামে বহু মুর্খরজী, বানরজী, চট্টোজী প্রভৃতি কুলীন ব্রাহ্মণের বাস। তাহারা উপবীতী কায়স্থের বাড়ী যাইতে নারাজ—দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শুনিয়া সুখী হইবেন, বট্‌কাপারির মুর্খরজীবংশীয়েরা তাহাদের প্রজা ধনশালী এক কাপালীর বাড়ী ভোজন করিয়া সম্প্রতি কৃতার্থ করিয়াছেন! মনে করিবেন না তাহারা কাপালী গিন্নির হস্তরন্ধিত অন্ন উদরস্থ করিয়াছেন; তাহারা কাপালী বাড়ী স্বহস্তে রাধিয়া খাইয়াছেন। ইহাও এই নূতন— ভবিষ্যতে আরও কত দেখিতে হইবে! কায়স্থকে ত্যাগ করিলে কাপালী, সাহা প্রভৃতিকে আশ্রয় না করিলে চলিবে কেন? কায়স্থজাতি কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে অনেক দেখিতে পাইবেন। সমস্ত জাতিটাকে সজাগ করুন—আত্মসম্মানজ্ঞানে ভূষিত করুন—অর্থরক্ষণনীতিতে অভ্যস্ত করুন— দানে পুণ্য—ভোজনে ধন্য হওয়ার স্মৃতি মুছিয়া ফেলুন—দেখিবেন, প্রতিকূল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যাইবে—বিরোধী অনুগত হইবে। তবে এক্ষণ চলিলাম।

শ্রীকাক।

তীর্থদর্শন।

২৫শে পৌষ ১৩১৭ সোমবার

চিন্তাক্লিষ্টহৃদয়ে পুণ্যভূমি, তীর্থময়ী ভারতের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বয়োধর্ম্মে প্রজ্ঞপ্রদীপ্ত হইয়া যেন বলিতে লাগিল "তীর্থস্থানে যাইয়া ভারতের অতীত কাহিনী অধ্যয়ন কর, হৃদয়ে শান্তিলাভ করিবে, বর্ত্তমানে তোমার কিছুই নাই, তুমি লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় মরুভূমিতে বিচরণ করিতেছ, মহাত্মাদিগের স্মৃতিবিজড়িত তীর্থস্থানে উপদেশ পাইবে।" আরও ভাবিলাম যে নয়টী প্রকৃত কায়স্থের লক্ষণ, তন্মধ্যে তীর্থদর্শন অন্যতম। আশ্রম-ধর্ম্মের সহিত এই নবলক্ষণের অপূর্ব্ব সমাবেশ। কায়স্থের প্রথমাশ্রম ব্রহ্মচর্য্য, তখন আচার, বিনয়, বিদ্যা ও আবৃত্তি অনুশীলন করিবে। ব্রহ্মচর্য্যের প্রাথমিক সোপান "আচার।" একাদশবর্ষে এই আচার গ্রহণ করিবে। কেন না—

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্ত স্মার্ত্ত এবচ—মনু। বেদে যে আচার উক্ত হইয়াছে, স্মৃতিপ্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বনে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। সে কি—উপনয়ন। এই আচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমাদিগের দুর্গতির একশেষ হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা, নিষ্ঠা ও দান গার্হস্থ্য আশ্রমের লক্ষণ, তীর্থদর্শন ও তপ বানপ্রস্থের ধর্ম্ম। সস্ত্রীক ধর্ম্মমাচরেৎ মনে করিয়া ধর্ম্মপত্নীকে সঙ্গে লইলাম আর দুইটী প্রাচীনা আত্মীয়া ও একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে করিয়া অদ্য দুই প্রহরের গাড়ীতে ফরিদপুর হইতে রওনা হইয়া ২৭শে মাঘ বুধবার প্রাতঃকালে প্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। ঋষি-সেবিত, পুণ্যজলা প্রয়াগরাজ আর্য্যাবর্ত্তের একটী শীর্ষস্থানীয় তীর্থ। পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামরূপ ঘোষ দেববর্ম্মা বি-এ মহাশয়ের বাটীতে তদীয় উপাদেয় আতিথ্য স্বীকারে আমরা ছয় দিন পরমসুখে অতিবাহিত করিলাম। তদীয় ধর্ম্মপ্রাণময়ী ভার্য্যা ও গুণবতী কন্যার যত্ন ও পরিচর্য্যা, তথা রাজ-ভোগ আমাদিগের জীবনের অপরিশোধনীয় ঋণ। প্রয়াগে ত্রিবেণী একটী অপার্থিব দৃশ্য। যমুনার পূর্ব্বতীরে সংস্থাপিত প্রয়াগ-প্রদর্শনীর (Allahabad exhibition) বৈচিত্র প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া আমার নয়নদ্বয় যখন সঙ্গমজল রাশির উপর নিপতিত হইল, তাহার লাবণ্যে আমার মন মুগ্ধ হইল। শ্রীভগবানের বাণী আমার মনে পড়িল

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"
গীতা ১০অ০ ।৪২।

মায়াপর্য্যাপ্তি এই সমগ্র বিশ্ব (Solar system) আমি আমার একাংশে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহারও এই কথা বলিবার সাধ্য নাই। ভাবিলাম এই সুনীল জলরাশির মধ্যে বুঝি মায়ার বিকার নাই, শুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত চৈতন্য পুরুষ এই প্রশান্ত জলের উপর ভাসিতেছেন। দূরে অতিদূরে চক্রবালের সহিত বেলাভূমির সংমিশ্রণ। গঙ্গাযমুনিমজ্জিত তমালতালীবনরাজি নীলার কলঙ্করেখা দেখা যাইতেছিল। একদিকে শ্বেতগঙ্গা দক্ষিণা-ভিমুখে প্রবাহিতা, ঊর্দ্ধদেশ হইতে কালিন্দী সুনীল জলরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া শ্বেতবরণা ভগ্নীর কণ্ঠালিঙ্গনে নিবদ্ধা। বর্ত্তমান সময়ে যমুনার সর্ব্বত্র শ্বেতজল, কেবল সঙ্গমতীর্থ

হইতে ক্রোশদ্বয় নীল। উভয়দিকে শ্বেত-জলরাশির মধ্যে ক্রোশদ্বয় নীলজল কি প্রকারে রক্ষিত হইতেছে? শ্রীকৃষ্ণের সুনীল বর্ণ, যেন এই নীলিমার মাহাত্ম্য রক্ষা করিতেছে। এবারকার এলাহাবাদের প্রদর্শনী একটী দেখিবার জিনিষ। অতি বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় শাসনকর্ত্তাগণ বহু অর্থ ও পরিশ্রমব্যয়ে একটী বিচিত্র, সার্ব্বজনীন শিক্ষাপ্রদ, আমোদোচ্ছ্বাসের লীলাভূমি কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের প্রদর্শনী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দেখিলাম নানাবিধ শিল্পীগণ, কোথায় স্ত্রীলোক চিত্রিত স্তরে স্তরে সজ্জিত চিত্রপট নানাবিধ প্রস্তর ও ধাতু নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি, দেশী ও বিদেশী বস্ত্রশালা, মণিরত্নবিজড়িত রজত-স্বর্ণা-লঙ্কার পূর্ণ পণ্যবিথিকা, নানাবিধ কারুকার্য্য-খচিত ধাতুনির্ম্মিত বস্তুজাত সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত। কোথায় নৃত্যামোদের নাট্যসমাজ, নানাবিধ বৃক্ষবল্লরী পরিশোভিত জঙ্গল (Forest) বিভাগ, কোথায় বা কৃষিজাত দ্রব্য-সম্ভার পরিপূর্ণ কৃষিবিভাগ, হাস্যামোদের রঙ্গভূমি, বিজ্ঞান-কৌশলজাত বিবিধ আশ্চর্য্য যন্ত্রাধিষ্ঠিত যন্ত্রশালা, কোনও স্থানে কৌতুকাবহ জীবন্ত জন্তুর সমাবেশ ইত্যাদি ইত্যাদি কত শতসহস্র বস্তু দেখিলাম তাহা কে বর্ণন করিবে? এই বৈচিত্রময়ী প্রদর্শনীর বর্ণনায় লেখনী পরাস্ত হইল। উপভোগ ভিন্ন যেমন ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি হয় না তদ্রূপ নিজচক্ষে দর্শন না করিলে কেহই এই প্রদর্শনীর জীবন্ত স্বরূপকে অবধারণ করিতে পারিবেন না। শত শত রম্য হর্ম্ম্যমালা বিভূষিত, প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিবৃত, নিত্য জলসিক্ত সুগঠিত বর্ত্মরাজি পরিপূর্ণ, সমুন্নত তোরণে সুসজ্জিত এই সুবিস্তৃত প্রদর্শনী প্রাঙ্গণ অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রাত্রিকালে যখন শতসহস্র বৈদ্যুতিক আলোকমালা এই রঙ্গভূমিকে আলোকিত করে তখন ইহার বর্ণনায় কবির বর্ণভাণ্ডার নিঃশেষ হয়। যেস্থানে তিনমাস আগে একটী বালুকাপূর্ণ প্রান্তরভূমি ধূ ধূ করিয়াছিল, আজি তাহা কোন যাদুকরের বিদ্যা কৌশল প্রভাবে একটী সুন্দর নগরীতে পরিণত হইয়াছে। কৃষি ও শিল্পবিদ্যার অনুশীলনে বিবিধ সম্প্রদায় কর্ত্তৃপক্ষদিগের তত্ত্বাবধানে সভা-সমিতির অধিবেশন করিতেছিলেন। ভারতীয় কৃষি বিভাগের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়া কোন ও স্থানে কৃষিসম্মিলনীর (agricultural conferenco) অধিবেশন হইতেছিল। কোন স্থানে কৃষকদিগের উপকারার্থে ঋণদান-সমিতির (co-operativo credit sociotics) অধিবেশন হইতেছিল। এই প্রকারে অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন চারিমাসকাল এই প্রদর্শনী ভারতের বহুবিধ উপকার সংসাধিত করিয়াছে। ধন্য সেই ভারতের সম্রাট্ ও তাঁহার নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাগণ ও কর্ম্মচারিগণ যাঁহাদিগের বিদ্যাকৌশল ও অর্থবলে এই প্রকার সার্ব্বজনীন উপকার সংসাধিত হইয়াছিল, আর ধন্য সেই প্রজাগণ যাহারা ব্রিটিশ সম্রাটের রাজত্বে অপূর্ব্ব শান্তিসুখ উপভোগ করিয়া বিবিধ সামাজিক উন্নতিলাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রয়াগে ভগবান্ চিত্রগুপ্ত-দেবের মন্দির একটী দর্শনীয় বিষয়। এইস্থানে অনেক নিরুপবীত কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচারে বিভূষিত হইয়াছেন। মুন্সী কালীপ্রসাদ দ্বারা এই মন্দির সংস্থাপিত। ভরদ্বাজাশ্রম, পাতালপুরী, রামসীতার মূর্ত্তি, বেনীমাধবের মন্দির, মুরার

সেণ্ট্রাল কালেজ, মুন্সী কালীপ্রসাদের প্রসিদ্ধ কায়স্থ-পাঠশালা, দুর্গাভ্যন্তরে অক্ষয়বট ইত্যাদি প্রাচীন স্মৃতিবিজড়িত অনেক দর্শনীয় বস্তু প্রয়াগে বিরাজ করিতেছে, আমরা সকলগুলি দেখিবার অবকাশ পাইলাম না। গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া পদ্মপুরাণ ভূমি-খণ্ড ১২৭ অধ্যায় বলিতেছেন—

যৎ পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বেদবিত্থাসু যৎ ফলম্।
স্নানমাত্রস্য তৎ পুণ্যং গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে॥

এইস্থানে অনেক যাগযজ্ঞাদি হইয়াছে ও হইতেছে বলিয়া ইহার নাম প্রয়াগ হইয়াছে। যেস্থানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন তাহাকে ত্রিবেণী কহে। গঙ্গা, যমুনা দেখিলাম কিন্তু সরস্বতী এইক্ষণে দর্শনীয়া নহে, শুনিলাম ইহার অন্তশিলা প্রবাহ সময়ে সময়ে সঙ্গমের অনতিদূরে জলরাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হয়। সঙ্গমে স্নান ও শ্রাদ্ধকার্য্যাদি সম্পন্ন করিলাম। প্রয়াগে অনেক উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও বঙ্গদেশবাসী কায়স্থ বাস করেন। হিন্দুস্থানী কায়স্থগণ সকলেই দ্বিজ, কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থগণ অনেকেই শূদ্রাচারী। বিগত ১লা মাঘ রবিবার অপরাহ্নে লয়েন্সগঞ্জে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। আমরা অতি সংক্ষেপে কায়স্থের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করি, সভাতে বিজ্ঞ-কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন, শাস্ত্র দ্বারা কায়স্থ যে বিশুদ্ধ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশধর তাহাও প্রমাণ করিলাম, কিন্তু কোনও ফল হইল না। প্রয়াগের অতীতের সহিত বর্ত্তমান তুলিত করিয়া মন বিষাদে পূর্ণ হইল, যে প্রয়াগ অতীতে ধর্ম্মভূমি ছিল, আজ তাহা বিলাসের রঙ্গভূমি হইয়াছে। স্বার্থত্যাগের স্থলে বণিকবৃত্তি, ধর্ম্মের স্থানে পাপস্রোত প্রবাহমান। সভাতে অনেক শিক্ষিত জ্ঞানবান্ লোক উপস্থিত ছিলেন কিন্তু—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥
গীতা ৩অং।৩৩।

অর্থাৎ জ্ঞানীলোকেও নিজ নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করে, লোকসকল স্বভাবের বশবর্ত্তী আমাদিগের উপদেশে কি ফল হইবে। এই প্রকার মর্ম্মস্পৃক্ বিষাদে পরিপূর্ণ হৃদয়ে কাণপুর কায়স্থসভার সভাপতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিগত ৩রা মাঘ মঙ্গলবার অপরাহ্নে কাণপুরে উপস্থিত হইলাম। বন্ধুবর স্বয়ং ষ্টেশনে আসিয়া আমাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার দিব্যমূর্ত্তি, অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইল। তিনি পরম সমাদরে ইংরেজ কোয়াটারে একটী রমণীয় সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত দ্বিতলে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তৎকালে কাণপুরে কোন কোন স্থানে মহামারী (Plague) হইতেছিল। কাণপুরে আমাদিগের অবস্থিতি একদিন (বুধবার) মাত্র ঐ দিবস রাত্রিতে বন্ধুবরের বিশেষ উদ্যোগে তত্রত্য আর্য্যসমাজগৃহে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। তথায়ও আমরা কায়স্থের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একটী বক্তৃতা করি। বিগত ৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় কাণপুর হইতে রওনা হইয়া রাত্রি দশ ঘটিকার সময় বসুদেব দৈবকীর বিষাদাশ্রু প্লাবিত যমুনাবিধৌত পাদা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কংশাসুরের রাজধানী মথুরা নগরীতে উপস্থিত হইলাম। কংশালয় কি কংশ-কারাগারের চিহ্ন মাত্রও নয়নগোচর হয় না। তাহাদিগের

স্থলে ধনজনপূর্ণ হর্ম্ম্যমালা, প্রস্তর-সোপানশ্রেণী-যুক্ত কালিন্দীতট ও অগণিত বানরের উল্লম্ফন ও দলে দলে বিচরণ মথুরার বর্ত্তমান দৃশ্য। ইহাদিগের উৎপাতে মথুরায় নরনারী-গণ নিরন্তর সন্ত্রস্ত। বস্ত্রাদি পাইলে তৎক্ষণাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। তৈজসপত্রাদি তেজোময় পদার্থের প্রতি ইহারা বিশেষ আকৃষ্ট। প্রাপ্তিমাত্রেই নিকটবর্ত্তী স্থানে লইয়া যায়, পরে মটর ও ছোলাভাজা পাইলে প্রত্যাখ্যান করে। সকল গৃহস্থের বাটীতে মৃৎপাত্রে ছোলাভাজা ও মটর রাখিতে হয়। মথুরার পাদদেশে যমুনা সুবিস্তৃতা ও তরঙ্গময়ী। কংশের সময় ইহা যে একটী প্রবল নদী ছিল, অপর পারের বালুকাপূর্ণ বেলাভূমি দেখিলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ছোট বড় অনেক কচ্ছপ যমুনা মধ্যে সর্ব্বদাই বিচরণ করে। ইহারা দলবদ্ধ অবস্থায় সোপানশ্রেণীর নিকট বিচরণ করে, চাউল রন্তাদি জলমধ্যে পতিত হইবা মাত্র ভক্ষণ করে। কালিন্দীর পুত-নীরের প্রভাবে ইহারাও অহিংসাধর্ম্ম পালন করে। কোন অবস্থাতে ইহারা কাহারও প্রতি হিংসা করে না। আমরা প্রাতঃকালে সংকল্পাদি করিয়া বিশ্রাম-ঘাটে স্নান করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ কংশকে নিহত করিয়া এই ঘাটে বিশ্রাম করেন। এই ঘাটের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণীয় মথুরাখণ্ডে বিবৃত হই-য়াছে। কথিত আছে, বিশ্রামঘাটে স্নান করিলে সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়। ধ্রুবঘাট, প্রহ্লাদঘাট, পরশুরামঘাট ইত্যাদি দ্বাদশটী ঘাট দর্শন করিলাম। প্রত্যেক ঘাটের সহিত অতীতের কাহিনী বিজড়িত। ধ্রুবঘাটে পিতৃগণ উদ্দেশে যবের ভুষির দ্বারা পিণ্ডদান করিলাম। কথিত আছে গয়ায় পিণ্ডদানাপেক্ষা এইস্থানে পিণ্ডদানে অধিক ফল হয়। গোকুল যমুনার পূর্ব্বপারে, মথুরা পশ্চিমতীরে অবস্থিত। মথুরা হইতে গোকুল প্রায় তিন ক্রোশ ব্যব-ধান। কথিত আছে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন মথুরা ইংরেজাধিকৃত হয়, তখন একটী ভয়ানক ভূকম্পনে অনেক অট্টালিকাদি ভূমিসাৎ হইয়া-ছিল। মথুরা বহুকাল সুরসেনবংশীয় রাজন্য-গণ দ্বারা শাসিত হয়, সেই কারণ প্রথমে ইহা সুরসেননগর বলিয়া প্রখ্যাত হয়। তদনন্তর মাথুর ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা চোবে নামে অভিহিত, তাঁহাদিগের বাসস্থান হইলে ইহার নাম মথুরা হয়। কথিত আছে ত্রেতাযুগে মধুনামা দৈত্য আশুতোষকে প্রসন্ন করিয়া একটী অমোঘ ত্রিশূল প্রাপ্ত হন। মধু হইতে এই নগরী মধুপুরী, তৎপর্য্যায় মধুরা তস্য অপভ্রংশ মথুরা নামে নগরী অভিহিত হয়। মধুপুত্র লবণ এই ত্রিশূল দ্বারা মথুরাবাসিগণকে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলে তাৎকালিক অযোধ্যা-পতি শ্রীরামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে মথুরা রক্ষার্থে প্রেরণ করেন, লবণসৈন্য সুরক্ষিত একটী মন্দিরে এই ত্রিশূলটী ছিল, শত্রুঘ্ন উহা হস্তগত করিয়া উহা দ্বারা লবণ দৈত্যাধমকে নিহত করেন। বরাহ-পুরাণে বরাহরূপী বিষ্ণু বসুন্ধরাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

ভবিষ্যামি বরারোহে দ্বাপরে যুগসংস্থিতে।
যযাতিভূপবংশাচ্চ ক্ষত্রিয়ঃ কুলবর্দ্ধনঃ॥

যযাতি রাজার পুত্র যদু এইস্থানে আসিয়া অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশের আদিপুরুষ হন। ইঁহারা বহুকাল ব্রাত্যক্ষত্রিয় ছিলেন। দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত সমাধান করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ

করেন। কায়স্থগণ প্রায় ৭০০ বৎসর মাত্র ব্রাত্য ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা শ্রীভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উপবীতী হইতেছেন। যে সকল বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের উপনয়নের দাবী তামাদি হইয়াছে বলিয়া থাকেন, তাঁহারা দয়া করিয়া অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশের ইতিহাস মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিবেন। *ইরাবতীদেবীর গর্ভজাত শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পুত্র চারু এই নগরীতে আগমন করিয়া কায়স্থদিগের মাথুরবংশের আদিপুরুষ হন। মথুরা মোক্ষতীর্থ। যথা—

অযোধ্যামথুরামায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

যেমন অযোধ্যা রামনগরী, সেইপ্রকার মথুরা কৃষ্ণপালিতা। ভারতবর্ষে যে ৮টী কায়স্থদিগের আদিস্থান তন্মধ্যে মথুরা অন্যতম। কায়স্থপ্রদীপে লিখিত আছে—

অযোধ্যামথুরামায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
হস্তিনা দ্বারকা চৈব কায়াস্থানমষ্টকম্॥

পাঠক! দেখিবেন যে কয়েকটী ভারতে মোক্ষনগরী সেই কয়েকটীই কায়স্থদিগের জন্মস্থান। অতএব কায়স্থ প্রাচীন সময়ে কি প্রকার মহামহিমান্বিত পবিত্র জাতি ছিলেন তাহা ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। মথুরার মাহাত্ম্য ত্রেতা হইতে আরম্ভ হইয়া অদ্যাবধি সমভাবেই রক্ষিত হইতেছে। দ্বাপরে এই মোক্ষপ্রদ স্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় তদবধি ইহার মাহাত্ম্য সহস্রগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এইস্থানে কংশ বধান্তে ভগবান্ কংশের পিতা উগ্রসেনকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া মথুরার সিংহাসনে সংস্থাপিত করেন। কিন্তু নিজেই শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। কংশের বিধবা পত্নীদ্বয় প্রাপ্তি ও অস্তি তাঁহাদিগের পিতা মগধরাজ জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণবলরামকর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে কংশের নিধনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলে মগধরাজ সসৈন্যে মথুরা আক্রমণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে মগধরাজকে পরাজিত করিলেন, কিন্তু মথুরা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সৌরাষ্ট্রের নিকট সাগরবেষ্টিত একটী রমনীয় দ্বীপে দ্বারকানাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন।

মথুরায় পাণ্ডবদিগের সংস্থাপিত মহেশ্বরীদেবী, কুব্জানাথ, পারীখজীশেটের সংস্থাপিত মথুরানাথ এবং রাধাকৃষ্ণের মন্দিরাদি দর্শন করিলাম। গোকুল ও অন্যান্য তীর্থস্থানে গমন করিতে সময় হইল না। বিগত ৭ই মাঘ শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০ঘটিকার সময় অশ্বযানে আমরা মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনধামে রওনা হইলাম ও অপরাহ্ণ তিনটার সময় আমাদিগের নির্দ্ধারিত কুঞ্জে প্রবেশ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

বসুমতী ও কায়স্থবিদ্বেষ।

সম্পাদক মহাশয়! নিম্নলিখিত বিষয়টী আপনার প্রসিদ্ধ আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। বিগত ১৩১৭ সালের ৮ই শ্রাবণের বসুমতী পত্রিকায় কোন শাস্ত্রদৃক্ মহাশয়ের একখানা পত্রপাঠ করিয়া আমি উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে মল্লিখিত তৎপ্রতিবাদ প্রকাশার্থ বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধ কায়স্থদ্বেষ বশতঃ উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন না। সে যাহা হউক সাধারণের বিশেষতঃ কায়স্থদিগের বিদিতার্থে এখন উহা প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া উহার অবিকল নকল নিম্নে দিলাম।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু

সম্পাদক মহাশয়! আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি স্থানদানে বাধিত করিবেন।

আপনার গত ৮ই শ্রাবণের বসুমতীতে কোন শাস্ত্রদৃক্ মহাশয়ের একখানা পত্রপাঠ করিয়া শুধু আশ্চর্য্যান্বিত নয়, বিস্মিত, স্তম্ভিত, লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি। উক্ত পত্রে শাস্ত্রদর্শী মহাশয় হাইকোর্টের যে নজিরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তিনি সম্যক্ পড়িয়াছিলেন কি? যদি পড়িয়া থাকেন তবে তিনি সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। ভরসা করি, তিনি উক্ত নজিরের ৬৮৮ পৃষ্ঠা একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন।

vide I. L. R. X Cal., Page 688.

উক্ত মোকদ্দমায় ফিল্ড ও ম্যাকডোনেল্ড নামক ইংরেজ বিচারপতিদ্বয় মীমাংসা করিয়াছেন যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থগণ নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করায় এবং সাবিত্রীভ্রষ্ট হওয়াতে শূদ্রত্বে পতিত হইয়াছেন, এইরূপ মতপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের প্রণীত ব্যবস্থাদর্পণে লিখিত যুক্তি অবলম্বনে যে রায় প্রকাশ করেন তাহা এই—

We think the whole question has been fairly summed up in the following passage of Babu Shyama Charan Sarkar's Vyabasta Darpan. There is therefore a preponderence of authorely to evince that the Kayasthas of Bengal or of any other Country were Kshatriyas, but since several centuries passed the Kayasthas at least those of Bengal, have been degenerated and degraded to Sudradam not only by using after their names the Surnames "Das" peculiar to the Sudras but principally by omitting to perform the regenerating ceremony of "Upanayan," hallowed by Gayatri.

"অর্থাৎ আমরা মনে করি এই বিষয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ের ব্যবস্থাদর্পণ-গ্রন্থে নিরপেক্ষভাবে লিখিত হইয়াছে। উক্ত সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বঙ্গ এবং অন্যান্য দেশীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় তদ্বিষয়ে বহু প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু কতিপয়

শতাব্দী অতীত হইল কায়স্থগণ অন্ততঃ বঙ্গীয়-কায়স্থগণ শূদ্রাচারী হইয়া হীন হইয়াছেন। এখন তাঁহারা নামান্তে ক্ষত্রিয়োচিত "বর্ম্মা" উপাধি ত্যাগ করিয়া শূদ্রোচিত "দাস" উপাধি ব্যবহার করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের শূদ্রত্বের প্রধান কারণ এই যে, গায়ত্রী দ্বারা পবিত্রীকৃত উপনয়নসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন।" এই-মত সমীচীন বলিয়া অনেকে মনে করেন না। কারণ ইহা প্রকাশ হইবার বহু পূর্ব্বেই এলাহাবাদ হাইকোর্টে কায়স্থ, শূদ্রের ছেলে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারে কিনা তর্ক উঠে। এই মোকদ্দমায় কায়স্থ এবং শূদ্র পৃথক বর্ণ কিনা ইহা বিচার্য্য বিষয় ছিল। কায়স্থ ও শূদ্র বিভিন্ন বর্ণ প্রতিপন্ন হওয়ায় উহা দ্বারা পোষ্যপুত্র রদ হইয়া গিয়াছিল।

শাস্ত্রদর্শী মহাশয়ের উদ্ধৃত নজির প্রকাশিত হওয়ার পরে, বাঁকিপুরের সবজজ অবিনাশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আদালতে কায়স্থের বর্ণ সম্বন্ধে একটী মোকদ্দমা উপস্থিত হয় (Original Suit No. 26 of 1891 Mussamat Ram Rebati Kuer *vs.* Mussamat Rukmer Kuor) এই মোকদ্দমায় উভয়পক্ষে অনেক প্রধান প্রধান অধ্যাপক ও সামাজিকের মত গ্রহণে বিচারপতি এই মীমাংসা করেন যে চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়-প্রথানুসারে তাঁহাদের দত্তক গ্রহণ করাই শাস্ত্রসম্মত।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে আর একটী মোকদ্দমা হয়। (Tulsi Ram *vs.* Behari Lal, I. L. R. XII at page 328) তাহাতে প্রধান বিচারপতি মুক্তকণ্ঠে কলিকাতা হাইকোর্টের ডিভিসনেল বেঞ্চের মীমাংসার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অন্যান্য দ্বিজাতির মধ্যে উপনয়ন, হোম ও অশৌচ বিপর্য্যয় লক্ষিত হইলেও তাঁহারা যখন শূদ্র বলিয়া গণ্য হন না, তখন ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থের বর্ত্তমান আচারব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া কখনও গণ্য করা যায় না। কায়স্থবিদ্বেষীগণ বলিতে পারেন যে, উক্ত দুইটী নজির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থসম্বন্ধে প্রযোজ্য, বঙ্গীয়-কায়স্থসম্বন্ধে নহে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ কোলঞ্চপ্রদেশ অর্থাৎ কান্যকুব্জ হইতেই বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের ডিভিসনেল বেঞ্চ যে কারণে কায়স্থদিগকে শূদ্রধর্ম্মী বলিয়াছিলেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চ উহা সঙ্গত মনে করেন নাই। ফলতঃ এই তিনটী উচ্চ আদালতে বঙ্গীয়-কায়স্থগণ যে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তের সন্তান ও ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত তাহা মীমাংসিত হইয়াছে। এই মীমাংসা বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণগণ অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য।

পূর্ব্বকালে বঙ্গীয়-কায়স্থগণের উপনয়ন-সংস্কারের বিষয় ধ্রুবানন্দ মিশ্রের নিম্নলিখিত কারিকা দ্বারাও প্রমাণিত হইবে।

"গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থাবিপ্রমানদা।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥"

ভারতবর্ষে কায়স্থসংখ্যা প্রায় এককোটী। তন্মধ্যে কিঞ্চিদধিক ৮৫ লক্ষের উপনয়নসংস্কার আছে। কেবল বঙ্গীয়-কায়স্থদিগেরই সংস্কারাভাব। উহাও শীঘ্রই দূরীভূত হইবে। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা বেদ অধ্যায়ন করেন না সুতরাং তাঁহাদিগের উপনয়নসংস্কারের কোন প্রয়োজনীয়তা পরিদৃষ্ট হয় না কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণ মহোদয় বেদশিক্ষার্থ উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করেন তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। উপনয়ন—উপ+নী+অনট সমীপে অর্থাৎ বালককে বেদশিক্ষার্থ গুরুকুলে নেওয়া যায় যদ্দ্বারা।

"গৃহ্যোক্ত কর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরো-।
র্বালো বেদায়তত্ত্বোগাৎ বালস্তপোনয়নং বিদুঃ॥"

শাস্ত্রদক্ মহাশয়ের শাস্ত্রে অভূতপূর্ব্ব অপরিসীম জ্ঞান এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি অবলোকন করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছি। অলমতি বিস্তরেন।

কলিকাতা, ১৩১৭।১২ই শ্রাবণ। } শ্রীহরিচরণ দেববর্ম্মা বিক্রমপুর, রাউৎভোগ।

সমালোচনা।

১। কলিযুগরহস্য-গৌরাঙ্গলীলা। শ্রীযুক্ত লোকনাথ শর্ম্মাচার্য্য দ্বারা পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত। গোপালপুরগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় দ্বারা সংশোধিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। এই পুস্তকখানি পাঠে আমরা আনন্দানুভব করিলাম। কলিপাবন ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম হইতে সন্ন্যাস-ধর্ম্মগ্রহণ পর্য্যন্ত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বৈষ্ণব-মহাত্মাগণের আদরের বস্তু এবং সকলেরই পাঠ্য—মূল্যও যৎসামান্য।

২। বর্ত্তমানবর্ষ হইতে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা, মেদিনীপুর অন্তর্গত—কাঁথি (contai) হইতে প্রকাশিত নীহার নাম্নী—সাপ্তাহিক পত্রিকার সহিত বিনিময় হইতেছে। কুজ্ঝটিকা হইতে সমুৎপন্ন নীহার অকাল জলোদয়কে বিনাশ করিয়া যেমন বসুন্ধরাকে শস্যশালিনী করে; তদ্রূপ শ্রীভগবানের নিকট আমরা প্রার্থনা করি যে, এই পত্রিকা-খানি অজ্ঞানান্ধকারের মধ্য হইতে সমুৎপন্ন হইয়া সেই অন্ধকারকে যেন বিনাশ করে ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিসুখ বিতরণ করে। বিগত ২৬শে বৈশাখের সংখ্যায় কপালকুণ্ডলার জন্মমাটীশীর্ষক প্রবন্ধটী আমরা আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্রাট্ অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র যে এই কাঁথি হইতে তাঁহার অবস্থানকালে কপাল-কুণ্ডলার প্রাকৃতিক দৃশ্য সকলের আলেখ্য সংকলন করিয়াছিলেন, তাঁহার বালিআড়ি নামধেয় বালুকাস্তূপশ্রেণী, অসীম বিস্তৃত লবণাম্বুরাশির প্রশান্ত বিস্তার ও দূরে অতি-দূরে তমালতালীবনরাজিনীলা বেলাভূমির চিত্রপট সংগ্রহ করিয়াছিলেন তৎপতি কোনও সন্দেহ নাই। প্রমীলা ও ইন্দুবালার সাদৃশ্য-করণ প্রবন্ধটীও উল্লেখযোগ্য। আমরা নীহারের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সম্পাদকস্য।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। শ্যামবর্ণ—বর্ত্তমানবর্ষের বৈশাখী সংখ্যার ১৮ পৃষ্ঠায় পণ্ডিতপ্রবর বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহোদয়ের একটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রণ ভুলগুলি সংশোধন করা আবশ্যক। তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। প্রতিভার পাঠক পাঠিকাগণ শুদ্ধ করিয়া লইবেন।

১৯ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে ৪ পংক্তি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দুর্ব্বাকান্ত	দুর্ব্বাকাণ্ড
৬ পংক্তি	
শ্যমা	শ্যামা
১১ পংক্তি	
শিখর	শিখরি

১২ পংক্তি

হরিনী — হরিণী

২১ পংক্তি

ধৃতাপ্ন — ধৃতাম্ল

১৯ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভে

১৫ পংক্তি

রুক্ষতাং — রুক্ষতাং

ঐ পংক্তি

ব্যাবর্ত্তয়ন্তি — ব্যাবর্ত্তয়তি

২১ পংক্তি

বিম্বার্ক — নিম্বার্ক

২৬ পংক্তি

প্রভাতিনব — প্রভাধির্ণব

৩২ পংক্তি

স্ফুরন্তি — স্ফুরতি

২০ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে

২ পংক্তি

জয়ন্তি — জয়তি

১৩ পংক্তি

রস তাপ্তবী — রসতাণ্ডবী

২। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "শ্যামবর্ণ"সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত সমর্থন করিতেছে। কপালকুণ্ডলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৭৫ পৃষ্ঠায় মতিবিবির রূপ বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন—"ইনি শ্যামবর্ণা, শ্যামা মা বা শ্যামসুন্দর যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে, তপ্তকাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ এ সেই শ্যাম।" যে সকল অভ্রান্ত মনীষিগণের বর্ণনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় ও প্রতিভার পাঠকগণ আমাদিগের আদি দেব শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বর্ণ সম্বন্ধে একটি মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিবেন। ভবিষ্যপুরাণকার তাঁহাকে "শ্যামং কমললোচনং" বলিয়াছেন, (মৎ প্রণীত কায়স্থ-তত্ত্বের ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ১৩১৭ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ ভাদ্র সংখ্যক আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার প্রথম পৃষ্ঠায় (Frontis piece) ভগবান্ চিত্রগুপ্তদেবের যে প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার পাদমন্তব্যে আমরা লিখি "শ্যামং—তপ্তকাঞ্চনবর্ণং" ইহার প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় শ্যামবর্ণ সম্বন্ধে তাহার অভিমত প্রকাশ করেন। এইক্ষণ আমরা আশা করি চিত্রগুপ্তদেবের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় অর্থাৎ হরিদ্রাবর্ণ হইবে। আগামী যমদ্বিতীয়ার দিনে যে সকল কায়স্থ-মহোদয় ভগবানের পূজা করিবেন তাঁহারা উক্ত বর্ণে তাঁহার আনন্দময় বিগ্রহকে চিত্রিত করিবেন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা

৩। বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত চারিরশী নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সোম মহাশয়ের বাটিতে একটি কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সোম মহাশয়ের পিতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে সকল ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ও কায়স্থ-মহোদয় সমবেত হন, তাঁহাদিগের যত্নে এই সভা হয়। এই সভায় উপস্থিত অধ্যাপকগণের নাম—কলসকাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ, কলিকাতা গরাণহাটা-নিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ ও কাশিম-বাজার মহারাজার সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার, কোটালিপাড়ার আশুতোষ তর্করত্ন কায়স্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন, তাঁহার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত হরকুমার তর্করত্ন, সরদার মামুদচরের শ্রীযুক্ত শীতলাচরণ সার্ব্বভৌম ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন, পাবনা হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ স্মৃতিরত্ন, নগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ও শশিভূষণ সিদ্ধান্ত, কায়স্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ও সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, বৈদিক পুরোহিত শ্রীযুক্ত কালিদাস কাব্যতীর্থ ইত্যাদি বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত-মহোদয়গণ এই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রবীণ ঋষিকল্প শ্রীল চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, বঙ্গীয় ৪ শ্রেণীর কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত তাহা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ ত্রিবিধ প্রমাণ দ্বারা অভ্রান্তরূপে সকলকে বুঝাইয়া দেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতি-

ভূষণ ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়দ্বয়ের বক্তৃতা অন্তে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় কবিরত্ন ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা করেন। তদনন্তর সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ ও সভাপতি মহাশয়কে ও উপস্থিত অধ্যাপকগণকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর রাত্রি আন্দাজ ৮টার সময় ঘন ঘন "বন্দে চিত্রগুপ্তং" ধ্বনির মধ্যে সভাভঙ্গ হয়। সভাপতি মহাশয় উপস্থিত কায়স্থ-মহোদয়গণকে যে আশীর্ব্বাদ করেন তাহা এই—

যেষাং সত্যাপি শৌর্য্যবীর্য্যবিভবে বিপ্রানুবৃত্তিঃ পরা।
যেষাং দান সমানদানবিভব নাস্ত্যাপি কেষাং ক্বচিৎ।
যেষাং বৃত্তিবিধান বিপ্রবিভবং সর্ব্বত্র জানীমহে,
তেঽমী ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তকুলজাঃ সন্তু স্বধর্ম্মে রতাঃ॥

৪। মহারাজাধিরাজ প্রতাপাদিত্য রায়ের জামাতা মহারাজা রামচন্দ্র বসুকে কোনও অজ্ঞাতনামা কবি নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—

পূর্ব্বমাসীন্ মহারাজ চিরকাল মিয়ং ধরা।
বসুবংশে ত্বয়ি জাতে বসুধাভূদ্বসুন্ধরা॥

অর্থাৎ—হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে পৃথিবীর নাম ধরা ছিল, কিন্তু আপনার বসুবংশে জন্মগ্রহণের পরে উহার নাম বসুন্ধরা হইয়াছে।

বাকলাধিপতি মহারাজ কেদার রায়কে সম্বোধন করিয়া কোনও কবি বলিতেছেন—

নিষ্কলঙ্কো নিরাতঙ্কঃ পদ্মিনীগণ বল্লভ।
অয়ং কো বাকলানাথঃ সমুদেতি নিরন্তরম্॥

এই কবিতায় "বাকলা"শব্দটী ব্যঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে—আকাশের চন্দ্র সকলঙ্ক, রাহুগ্রাস ভয়ে সতত আতঙ্কিত, এবং কমলের বন্ধু নহে, কিন্তু এই কলানাথ কে, যিনি নিষ্কলঙ্ক, নিরাতঙ্ক, পদ্মিনীগণের বন্ধু ও সর্ব্বদা সমুদিত। অন্যার্থে এই 'বাকলা'নাথ কে, যিনি নিষ্কলঙ্ক ইত্যাদি।

৫। উক্ত চারিরশীগ্রামে উপস্থিত অধ্যাপকগণ যে ব্যবস্থাপত্রটী দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

অনেক শাস্ত্র পর্য্যালোচনয়া বঙ্গীয় কায়স্থানাং ক্ষত্রিয়ত্বস্তু বহুবিধত্বং সম্মতত্বেঽপি, পিত্রাদূর্দ্ধতনানেক পুরুষাণাং উপনয়নাত্মক সংস্কারাস্মরণাৎ যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তানন্তরং যজ্ঞোপবীতাদিভিঃ সংস্কারঃ কর্ত্তব্যঃ। কৃতসংস্কারাণাং তেষাং ক্ষত্রিয়বদাচরণং নিরাবাধমেবেতি বিদুষাং ব্যবস্থা॥

৬। কায়স্থোপনয়ন (ভ্রমসংশোধন) বর্ত্তমানবর্ষের বৈশাখী সংখ্যায় ৪৮ পৃষ্ঠায় কিশোরগঞ্জে যে উপনয়ন-সংবাদ দিয়াছিলাম তাহা ভ্রমপূর্ণ বিধায় তাহার স্থলে নিম্নলিখিত সংবাদটী পাঠ করিবেন—উক্ত স্থানে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা ও পৌত্র শ্রীমান্ চারুচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছিলেন। অন্যান্য বিবরণ ঠিক আছে।

৭। কায়স্থোপনয়ন—বিগত ২৫শে ও ২৬শে বৈশাখ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খানখানাপুরগ্রামে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে উপনয়ন-কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহোদয়গণ যথারীতি ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছেন। মৃতরার সিদ্ধবংশসম্ভূত পণ্ডিতবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহোদয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সদাচারী ব্রাহ্মণগণ আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উপবীতী কায়স্থ-মহোদয়দিগের নাম ;—

১। বেণীমাধব দত্ত দেববর্ম্মা ২। নীলমাধব দত্ত দেববর্ম্মা ৩। শরচ্চন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা ৪। সতীশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা ৫। কেশবচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা ৬। যতীন্দ্রমোহন দত্ত দেববর্ম্মা ৭। প্রাণেশকুমার দত্ত দেববর্ম্মা ৮। বনমালী দত্ত দেববর্ম্মা ৯। বিজয়শঙ্কর দত্ত দেববর্ম্মা ১০। অবিনাশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা ১১। ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা ১২। মোহিনী-

মোহন বসু দেববর্ম্মা ১৩। সুরেশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা ১৪। বনমালী রায় দেববর্ম্মা ১৫। হরগোবিন্দ দাস দেববর্ম্মা ১৬। যাদবচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা ১৭। পূর্ণচন্দ্র রক্ষিত দেববর্ম্মা ১৮। দ্বারকানাথ দাস দেববর্ম্মা।

৮। অপূর্ব্ব বৈদিক দীক্ষাগ্রহণ;— ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খানখানাপুর গ্রামে গত ২৭শে বৈশাখ তারিখে শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার সহিত পাবনা জেলার অন্তর্গত বড়ুলিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেন দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্রের শুভ-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকর্ত্তা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, তিনি উপনয়ন গ্রহণ করিলে বরপক্ষ শুভকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারে। বরকর্ত্তাও মনে ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি কিংবা তাঁহার পুত্র উপনয়ন গ্রহণ করিলে শুভ-বিবাহে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং উভয়েই ভবিষ্যত আশঙ্কা কল্পনা করিয়া বৈদিক দীক্ষাগ্রহণে বিরত ছিলেন। কিন্তু বিধাতার বিধি অলঙ্ঘ্য। বিবাহের দিবস পূর্ব্বাহ্নে বরকর্ত্তা আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে কন্যাকর্ত্তার বাটীতে উপনীত হইলেই উভয়ের মনোভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তখন যথাবিধানে কন্যাকর্ত্তা, বরকর্ত্তা ও বর তিনজন উপনয়ন গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বিবাহসভায় উপস্থিত হইয়া সভার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

৯। কায়স্থসভা জলপাইগুড়ী—গত ১৭ই বৈশাখ রবিবার জলপাইগুড়ী আর্য্য-নাট্যসমাজগৃহে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বিএ, মহাশয় কায়স্থের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, চারিশ্রেণীর মিলন ও পণপ্রথা উচ্ছেদন এই কয়েকটী বিষয় ওজস্বিনী ভাষায় সারগর্ভ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, এবং পরদিবস কায়স্থের বঙ্গাগমন বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় তাহা বিষদভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন।

১০। কায়স্থোপনয়ন—বিগত ২৬শে বৈশাখ মঙ্গলবার জলপাইগুড়ী নগরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ১১ জন কায়স্থ মহোদয় যথারীতি ক্ষত্রিয়োপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায় অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এই মহামঙ্গলকর সামাজিক কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৌলিক দেববর্ম্মা, বাইশরশী, ফরিদপুর।
,, অবিনাশচন্দ্র বসু ঐ মালীগ্রাম, ঐ
,, সতীশচন্দ্র বসু ঐ ঐ ঐ
,, শরচ্চন্দ্র নাগ ঐ সত্যবতী ঐ
,, কুঞ্জবিহারী সরকার ঐ বৈঠাখালি ঐ
,, শরচ্চন্দ্র সরকার ঐ বসরা ঐ
,, ভুজঙ্গভূষণ নাগ ঐ বারদী ঢাকা
,, সুরেন্দ্রকুমার নাগ ঐ ঐ ঐ
,, দেবেন্দ্রকুমার কর ঐ বিরলিয়া ঐ
,, জিতেন্দ্রনাথ রায় ঐ পঞ্চসার ঐ
,, নলিনীরঞ্জন সরকার ঐ ময়মনসিংহ

১১। ক্ষত্রিয়াচারে অশৌচপালন। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মণদিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী পরলোকগমন করিলে ত্রয়োদশ-দিনে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। পোড়াব্রাহ্মণনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন অধিকারী পুরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ফরিদপুর-নগরে অবস্থিত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দেববর্ম্মা মহাশয় দ্বাদশদিনে তাঁহার নবজাত কন্যার জন্মাশৌচ প্রতিপালন করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন সময়ে ক্ষত্রিয়াচারে অশৌচপালন করা কায়স্থের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

১২। কায়স্থোপনয়ন। ফরিদপুরের অন্তর্গত কলসীগ্রামে বিগত ২০শে বৈশাখ তারিখে শ্রীযুক্ত রামচরণ দত্ত দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয় দ্বয়ের বাটীতে ২টী কেন্দ্র হইয়া ৪১ জন কায়স্থ

যথাশাস্ত্র উপনয়নগ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতাস্থ প্রসিদ্ধ বৈদিকোপনয়নাশ্রমস্থ আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভার কায়স্থাচার্য্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপনীত কায়স্থগণের মধ্যে ২০ জন কুলীন ও ২১ জন শ্রেষ্ঠ মৌলিক কায়স্থ।

১৩। সতী কায়স্থ-রমণী শৈবালিনী দেবী। এই অপূর্ব্বা রমণীর স্বামী-সহমরণ বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত থাকিবে। কলিকাতা মহানগরীর অনতিদূরে ৬নং চরকডাঙ্গা রোড ভবনে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও তাঁহার পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া স্ত্রী শৈবালিনী বাস করিতেন। সুরেন্দ্রবাবু পোর্টকমিশনারের অডিট আফিসে কার্য্য করিতেন। শৈবালিনীর একটী পুত্র ছিল। বিগত ৭ই বৈশাখ শনিবার প্রাতঃকালে সাধ্বী শৈবালিনী বুঝিলেন যে, তাঁহার স্বামীর জীবনাশা নাই, তিনি রক্তবাস-পরিহিতা হইয়া স্বামীর পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া যে ভয়ানক দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থী ছিন্ন হইয়া গেল। গৃহটী ত্রিতল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ও ঘন পত্রাচ্ছাদিত পাদপরাজি মধ্যে অবস্থিত! এই গৃহটীর ত্রিতলে রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি বিরাজিত। পতিব্রতা দ্রুতপদবিক্ষেপে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। মৃতকল্প স্বামীর মঙ্গলার্থে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া পুনরায় স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর একটী কূপের নিকট যাইবার সময় তাঁহার শিশুপুত্রটী মাকে জড়াইয়া ধরিল, তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিলেন ও অবেণীসম্বদ্ধ কেশদাম কেরোসীন তৈলে ডুবাইয়া সমস্ত অঙ্গে ও বসনে ঐ তৈল প্রক্ষিপ্ত করিলেন। তাহার পর তাঁহার সর্ব্বদা পাঠ্য একখানি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হস্তে ধারণ করিয়া কেশে অগ্নি সংলগ্ন করিয়া দিলেন। অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল সাধ্বী দ্রুতগতিতে স্বামীর গৃহে প্রবেশপথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন, তখনই তাঁহার পবিত্রাত্মা অমরধামে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যার অগ্রেই তাঁহার স্বামী সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইল, অনন্তর মৃতযুগলের আত্মীয় স্বজন শ্রীহরির পবিত্রনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উভয়ের দেহ একটী চিতোপরি সজ্জিত করিয়া অনলস্তানলে ভস্মীভূত করিলেন। ত্রিংশদিন অতীতে তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। যেস্থানে সতী তদীয় অন্নময় কোষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ও যে শ্মশানে উহা ভস্মে পরিণত হইয়াছিল তথায় শতসহস্র নরনারী সমবেত হইয়া সতীর ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐস্থান এইক্ষণ তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। পাতিব্রাত্যধর্ম্মের এই প্রকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কেবল পুণ্যভূমি ভারতেই সম্ভবে, ধনজন-গৃহসম্পদ, অনিন্দ্য যৌবনশ্রী তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া যে রমণী এই প্রকার আত্মোৎসর্গের চরম নিদর্শন দেখাইতে পারেন, তিনি নিশ্চয় জগদ্বিখ্যাত ক্ষত্রিয় রমণী। বর্ত্তমান সময়ে স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ বঙ্গে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এ প্রকার জঘন্য যুগে শৈবালিনীর ন্যায় সর্ব্বস্বত্যাগী ললনা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই সতী বঙ্গীয়-কায়স্থকুলকে পবিত্র করিয়াছেন। তিনি দত্তবংশ সমুদ্ভবা। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার খুল্লতাত, এবং জগদ্বিখ্যাত মকরন্দ ঘোষের পবিত্র বংশধর তাঁহার স্বামী। শৈবালিনী পবিত্র চৈত্রগুপ্ত সখসেনাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সূর্য্যধ্বজবংশে পরিণীতা হন। প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সখসেনা ও সূর্য্যধ্বজ বংশেও এই প্রকার সতীধর্ম্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বিরল। এইরূপ দৃশ্যকে পরিস্ফুট করিয়া শ্রীমধুসূদনের জগজ্জয়ী লেখনী চিত্রিত করিল—

ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে
সহসা জ্বলিল চিতা, সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ, সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন আজি সূর্য্যধ্বজবীর
সুরেন্দ্র, বামভাগে সুন্দরী শৈবালিনী
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে

চিরসুখ-হাস্যরাশি মধুর অধরে॥

যাও শৈবালিনি! বৈজয়ন্তধামে সুরেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া চিরদাম্পত্যসুখ ভোগ কর ও ভারতের নরনারীগণকে তোমার অপূর্ব্ব ত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত কর।

১৪। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর পাবনা কায়স্থ-সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় পাবনা হিতৈষীতে মুদ্রিত "পাবনা ব্রাহ্মণ-সভা"-শীর্ষক একটী বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিবরণটী দীর্ঘ, আমাদিগের স্থানাভাব বশতঃ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। গত ৩০শে চৈত্র হইতে ৩রা বৈশাখ ব্রাহ্মণ-সভার অধিবেশনে পাবনায় একটী অপূর্ব্ব মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। শেষ দিনে প্রাণস্পর্শী হরিসংকীর্ত্তন সমগ্র নগরটী যেন আলোকিত হইয়াছিল। যখন সভাস্থ প্রাঙ্গনে হরিসংকীর্ত্তন হইতেছিল, তখন হরিপ্রেমে উন্মত্ত কয়েকটী বালক ও প্রবীণ মনুষ্য হরি হরি শব্দ করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন, কেহ বা মূর্চ্ছিত। পাবনায় এমন জগৎ ভরা হরিনাম আর কখন হয় নাই। তাড়াশের ব্রাহ্মণ জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় ও পবদার কায়স্থ-জমিদার শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় মহানন্দে নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাহারপর আর একটী সদনুষ্ঠান, সেইদিন ব্রাহ্মণসভা, পাবনা কালেজের অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা মহাশয়কে কবিভূষণ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মণ-সভার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতামঞ্চে ব্রাহ্মণকায়স্থ সকলেই বক্তৃতা করিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন। কলিকাতায় ব্রাহ্মণসভায় কায়স্থের প্রবেশাধিকার নাই। উপবীতী কায়স্থের প্রতি অত্যাচার করা, হিংসা, অনৃত, বিদ্বেষ ইত্যাদি শূদ্রোচিত কলঙ্কে ব্রাহ্মণগণকে কলঙ্কিত করা, দেশের মধ্যে দলাদলির প্রবলবাত্যা প্রবাহিত করা কলিকাতা ব্রাহ্মণসভার মুখ্যব্রত। তাঁহারা উপবীতী কায়স্থের সংসর্গ ত্যাগ করিয়াছেন, বঙ্গীয় উপবীতী কায়স্থগণও এই সকল শূদ্র-কর্ম্মা নামমাত্র ব্রাহ্মণের সংস্পর্শ অনেকদিন হইতেই ত্যাগ করিয়াছেন। পাবনার ব্রাহ্মণ-সভার প্রথম প্রস্তাব সম্রাটের ভারতাগমন জন্য আনন্দ প্রকাশ, দ্বিতীয় রায়ের ব্যয় ও পণ সঙ্কোচ দ্বিতীয় প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বক্তা এই সম্বন্ধে সমাজের দুর্গতি বিশদরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সকল শুল্কবিক্রয়াদিকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে—

'তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী।"

অহো! বঙ্গদেশ কি পতিত! এই শুল্কবিক্রয়ীগণ শত্রুস্থানীয় বঙ্গদেশকে শ্মশানে পরিণত করিল। পাবনার ব্রাহ্মণসভার ন্যায় যদি বঙ্গীয় সমস্ত ব্রাহ্মণসভা উদারনৈতিক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতেন, তবে বঙ্গের সামাজিক উন্নতি অতি তীব্রবেগে প্রধাবিত হইত। আমরা আশা করি কলিকাতার ব্রাহ্মণসভা পাবনার আদর্শে গঠিত হইবে।

সম্পাদকস্য।

[redacted]

নিয়মাবলী।

১। প্রবন্ধলেখকগণ দয়া করিয়া কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। মধ্যে মধ্যে উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু গ্রহণ করা যাইতেছে না। পত্রাদিতে গ্রাহকগণ তাঁহাদিগের রেজেষ্টারি নম্বর উল্লেখ করিবেন।

২। বর্ত্তমান ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধিতাকারে, অর্থাৎ রয়েল ৪৮ আট চল্লিশ পৃষ্ঠার দুই স্তম্ভে মুদ্রিত মাসিক প্রতিভা বার্ষিক ১॥০ দেড় টাকা মূল্যে গ্রাহকগণ পাইবেন। ডাক মাশুল দিতে হয় না। প্রবন্ধলেখকগণের নিকট মূল্য গ্রহণ করা হয় না। আশা করি, বৎসরের প্রারম্ভেই গ্রাহকগণ তাঁহাদের দেয় সামান্য ১॥০ দেড় টাকা আমাদিগকে পাঠাইয়া দিবেন। এই প্রকার বৃহদাকার মাসিকপত্রিকা কেহই আজ পর্য্যন্ত এত স্বল্প মূল্যে দিতে পারেন নাই।

৩। বিগত ১৩১৭ সনের প্রতিভার মূল্য ভিঃ পিতে গ্রহণ করা হইতেছে। ভিঃ পিতে ও মণি অর্ডারে গ্রাহকগণের সামান্য ব্যয় অর্থাৎ ১৷৴০ একটাকা নয় আনা মাত্র। অনেকে ভিঃ পিতে দিতে ভালবাসেন, কারণ মণি অর্ডার লেখার কষ্টস্বীকার করিতে হয় না। ভিঃ পিঃ বাহির হইবার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ভিঃ পির নোটীশ দেওয়া হয়। আশা করি, ভিঃ পিঃ সামান্য ১॥০ দেড় টাকার জন্য কেহই ফেরত দিবেন না।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ সময় মত না দেওয়ায় প্রতিভা প্রাপ্তির গোলমাল হইতেছে। কেহ কেহ স্থান পরিবর্ত্তনের অনেক দিন পরে, নূতন ঠিকানার সংবাদ দিয়া ২।৩ দুই তিন মাসের প্রতিভা পান নাই বলিতেছেন, তাহাতে আমাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। আশা করি, গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে সংবাদ দিবেন।

৫। প্রতি মাসের প্রতিভা তৎপর মাসের প্রথম সপ্তাহে গ্রাহকগণ পাইবেন। ফরিদপুরের একটী প্রেসে প্রতিভার মুদ্রাকার্য্য চলিতেছে, অগত্যা ঠিক সময়ে প্রতিভা দিতে পারিতেছি না। কারণ মফঃস্বলে প্রেসের কার্য্য নানাবিধ অপরিহার্য্য কারণে প্রতিহত হয়। সহৃদয় গ্রাহকগণের ক্ষমা সর্ব্বদা প্রার্থনীয়।

৬। কায়স্থ মহোদয়গণের সমাজহিতৈষণা ও বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ইচ্ছা সমাজের মঙ্গল। ফলতঃ বঙ্গদেশে "প্রতিভার" ন্যায় সুলভ মাসিক কায়স্থপত্রিকা আর দ্বিতীয় নাই। ইহাকে উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় পরিণত করিতে প্রয়াস পাইতেছি। কায়স্থসমাজের সুলেখকগণ প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন। কারণ কায়স্থের প্রতিভা (genius) প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

Reg: No. D. 69.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনা।

[চতুর্থ বর্ষ—৩য় সংখ্যা।]

১৩১৮ বঙ্গাব্দ, আষাঢ় মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	শ্রীশ্রীরাসগীতা (পদ্য শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী)	৯৭
২।	কবিতাগুচ্ছ	
	(১) কৃত্রিম জীবন (শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা)	৯৯
	(২) কোন মৃত মানুষ দোষা (শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা) ...	১০১
	(৩) শোকচ্ছ্বাস (শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার)	১০২
	(৪) পিতা (শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ দেববর্ম্মা কবিরত্ন)	১০৩
৩।	সেকাল ও একাল (শ্রীমধুসূদন রায় বিশারদ)	১০৪
৪।	দেববর্ম্মা (শ্রীরামকৃষ্ণ দেববর্ম্মা)	১০৭
৫।	হিন্দু ও পৌত্তলিকতা (পূর্ব্বানুবৃত্তি, (শেষ) শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী) ...	১০৯
৬।	বঙ্গীয় হিন্দুর নিকট বর্ত্তমান সময়ে নিবেদন (শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা)	১১৫
৭।	তীর্থদর্শন (পূর্ব্বানুবৃত্তি (২) সম্পাদক)...	১২৩
৮।	ভক্তজীবনের প্রভাব (শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা)	১৩৩
৯।	সমালোচনা (সম্পাদক)	১৪১
১০।	বিবিধপ্রসঙ্গ (সম্পাদক)	১৪২
১১।	অভিষেকগীতি (শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি, এ, বি, এল)	১৪৮

[প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৶০ আনা মাত্র।] [বার্ষিক মূল্য সডাক ২।০ টাকা মাত্র।]

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

শ্রীশ্রীরাসগীতা।*

(অপ্রকাশিত)।

শ্রীশ্রীরাধামাধবো জয়তি।

শ্রীরাধা মাধবস্যাঙ্কে রাধিকাঙ্কে চ মাধবঃ।
করোতি পরমানন্দং প্রেমানন্দং মহোৎসবং ॥১॥
রাধাধর সুধাকৃষ্ণঃ কৃষ্ণশ্চুম্বতি রাধিকাং।
শ্যামপ্রেমময়ী রাধা রাধা চুম্বতি মাধবং ॥২॥
মুরলীং কলয়ন্ কৃষ্ণো জগন্মোহন মোহনঃ।
চালয়ন্ বেণুরন্ধ্রেণ রাধিকা চ করাঙ্গুলীঃ ॥৩॥
শব্দ ব্রহ্ম সুধাং রাধাং কৃষ্ণো বাদয়তে ধ্রুবং।
শ্যামাকর্ষণং কৃষ্ণং রাধা গায়তি সুস্বরং ॥৪॥
মুরলীকলসঙ্গীতং শ্রুত্বা মুগ্ধো ব্রজস্ত্রিয়ঃ।
বৃন্দাবনং সমায়াতা যত্রাস্তে মুরলীধরঃ ॥৫॥
রাধাকান্তো ব্রজস্ত্রীভির্বেষ্টিতো ব্রজভূষণঃ।
শোভতে তারকা মধ্যে রাকায়া নায়কো যথা ॥৬॥
কিশোরী সুন্দরী রাধা কিশোরঃ শ্যামসুন্দরঃ।
[illegible]র্য্যো ব্রজসুন্দর্য্যো বিহরন্তি নিরন্তরং ॥৭॥
[illegible] বৃন্দাবনে রাকা রাধাকৃষ্ণশ্চ গোপিকা।
মণ্ডলং পূর্ণরাসস্ত লীলয়া সহবর্ত্ততে ॥৮॥
রাধায়া সহ কৃষ্ণেণ ক্রিয়তে রাসমণ্ডলং।
[illegible]লিতানেকরূপেণ মায়য়া পরমাত্মনা ॥৯॥

মাধবো রাধয়োর্মধ্যে রাধামাধবয়োরপি।
মাধবো রাধয়াসার্দ্ধং রাজন্তে রাসমণ্ডলে ॥১০॥
গোপালবল্লভা গোপ্যো রাধিকায়াঃ কলাহি [illegible]
ক্রীড়ন্তি সহ কৃষ্ণেণ রাসে মণ্ডল মণ্ডিতা ॥১১॥
কৃতবানৈকরূপাণি গোপীনাং জনসংখ্যয়া।
গোবিন্দো রমতে তাসাং মধ্যে মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ
॥১২॥
প্রেমস্পর্শমণিং কৃষ্ণং শ্লিষ্যন্তে ব্রজযোষিতঃ।
ভবন্তি স্বর্ণবর্ণাঙ্গ্যো গোবিন্দহৃদয়ঙ্গমাঃ ॥১৩॥
একৈকা গোপিকা পার্শ্বে হরেরেকৈক বিরাজতে
স্বর্ণগুটিকা মধ্যে মণির্মরকতো যথা ॥১৪॥
হেমকল্পলতা গোপী বাহুভিঃ কণ্ঠালয়া।
তমালঃ শ্যামলঃ কৃষ্ণো ঘূর্ণিতো রাসলীলয়া ॥১৫॥
রাধে কৃষ্ণেতি গোবিন্দ গোপ্যোগায়তি সুস্বরং
রাধাকৃষ্ণো নরীনর্ত্তি হস্তকানুপদক্রমৈঃ ॥১৬॥
জয় কৃষ্ণ মনোহর রূপ হরে।
বৃষভানু কিশোরি রসাদি পরে ॥১৭॥
ইতি গায়তি নারদ উর্দ্ধগতঃ।
শ্রুতিপূর্ণমুখো মহতী সহিতঃ ॥১৮॥

* সংস্কৃত অতি প্রাঞ্জল তজ্জন্য বঙ্গানুবাদ দিলাম না। লেখক।

কুসুমানি সুবর্ষতি দেবসভা।
দিবিদুন্দুভিবাদন তাল শুভা ॥১৯॥
সহদার জনৈরনুকীর্ত্তয়তে।
জয় কৃষ্ণ সদা বৃষভানুসুতে ॥২০॥
জয় যোগ সুখাদিপতে নৃহরে।
যদুনন্দন নন্দকিশোর হরে ॥২১॥
জয় রাস রসেশ্বরি পূর্ণতমে।
বসুদেববৃষভানু কিশোরি রমে ॥২২॥
সহতারকয়া পরিপূর্ণ শশী।
সহসা সমুদেতি সুধাস্রবশী ॥২৩॥
মধুগন্ধবহো বহতীহ তদা।
হরিণা নটনং ক্রিয়তেহি যদা ॥২৪॥
জয়তীহ কদম্বতলে ললিতঃ।
কলবেণু সমীরিত গানরতঃ ॥২৫॥
সহ রাধিকয়া বসুদেবসুতঃ।
সততং তরুণীজন মধ্য গতঃ ॥২৬॥
বৃষভানুসুতা পরমা প্রকৃতিঃ।
পুরুষো বসুদেব সুতঃ সুকৃতিঃ ॥২৭॥
ইহ নৃত্যতি গায়তি বাদয়তে।
সহ গোপিকয়া বিপিনে রমতে ॥২৮॥
যমুনাপুলিনে বৃষভানুসুতা।
রমণী ললিতাদি সখি সহিতা ॥২৯॥
রমতে হরিণাসহ ভৃত্যা রতা।
গতি চঞ্চল কুণ্ডল হারলতা ॥৩০॥
বৃষভানুজয়া সহ কুঞ্জবনে।
যদুনন্দনমেতি সুখং বিজনে ॥৩১॥
ব্রজমোহন নাগর বীরবরঃ।
পরিরম্ভন চুম্বন কেলি পরঃ ॥৩২॥
কনকাম্বুজ দর্পণ চারুমুখী।
বৃষভানুসুতা পরমাত্মসুখী ॥৩৩॥
পরিরভ্য হরিং প্রিয়মাত্মসুখং।
পরিচুম্বতি সাদর চন্দ্রমুখং ॥৩৪॥

রসিকো বসুদেবসুতঃ সুরতেঃ।
রসিকাং বৃষভানুসুতাং ভজতে ॥৩৫॥
নব পল্লব কল্পিত তল্পগতাং।
সুখসার মনোভব ভাবরতাং ॥৩৬॥
বসুদেব সুতোরসি হেমলতা।
ফল পীনপযোধরা ভারলতা ॥৩৭॥
শয়নং কুরুতে বৃষভানুসুতা।
বিপরীত রতিশ্রম বিন্দুযুতা ॥৩৮॥
নব নীরদ সুন্দর নীলতনুং।
চপলাধিক চিক্কণ গৌরতনুং ॥৩৯॥
গুণ গৌঞ্জুক মালা শিখণ্ড শিখং।
শিখিচন্দ্রকযুক্ত কীরিটশিখাং ॥৪০॥
কমলাশ্রিত খঞ্জন নেত্রযুগং।
পরিপূর্ণ মৃগাঙ্ক মৃগাক্ষিযুগাং ॥৪১॥
মৃদু হাস সুধাময় চন্দ্রমুখং।
মধুরাধর সুন্দর পদ্মমুখীং ॥৪২॥
মকরাকৃতি কুণ্ডল কর্ণতলং।
মণিকুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডতলাং ॥৪৩॥
বলয়াঙ্গদ শোভিত বাহুধরং।
মণিকঙ্কণ শোভিত শঙ্খকরাং ॥৪৪॥
গলশোভিত কৌস্তভরত্ন শতং।
কুচকুম্ভ বিরাজিত হারলতাং ॥৪৫॥
তুলসীদলদাম সুগন্ধিতনুং।
হরিচন্দনচর্চ্চিত গৌরতনুং ॥৪৬॥
কন শৃঙ্খল পীতধটিজটিতং।
রসনান্বিত নীল নিচোলযুতাং ॥৪৭॥
চরণাঙ্গদ দিগ্‌গজ রাজগতিং।
কলনূপুর হংস বিলাস গতিং ॥৪৮॥
রতিরাম মনোরম বেশধরং।
পরমাত্ম মনোহর বেশধরাং ॥৪৯॥
মণিনির্ম্মিত পঙ্কজ মধ্যগতং।
রস রাস সরোরুহ মধ্যগতাং ॥৫০॥

মুরলী মধুর শ্রুতিরাগ পরং।
স্বর সপ্তসমন্বিত গানপরাং ॥৫১॥
জগদাদি গুরুং বসুদেবসুতং।
প্রণমামি সদা বৃষভানুসুতাং ॥৫২॥
নটনায়ক বেশ কিশোর বয়াঃ।
বসুদেব সুতঃ সহ রাধিকয়া ॥৫৩॥
ইতরেতর বন্ধকর ভ্রমণং।
কুরুতে কুসুমায়ুধ কেলিরণং ॥৫৪॥
অধিকাধিক মাধব রাধিকয়োঃ।
কৃতরাস পরাপর মণ্ডলয়োঃ ॥৫৫॥
মণিমণ্ডল সিঞ্জিত তালঘনং।
হরতে সনকাদিমুনৈর্মননং ॥৫৬॥
বৃষভানুসুতা বসুদেবসুতঃ।
কণকপ্রতিমা মণিমারকতঃ ॥৫৭॥
ভ্রমতীব মহামণি শঙ্কুগতঃ।
সহযোগ রতোঽথ মিথোঽন্তরতঃ ॥৫৮॥
উভয়োভয় রাধিকয়োর্দয়িতৌ।
পৃথগন্তরতো বসুদেবসুতৌ ॥৫৯॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কবিতাগুচ্ছ।

ক্ষত্রিয়জীবন (১)।

আসিবে কি বঙ্গে পুনঃ ক্ষত্রিয়জীবন।
কেনবা আসিবে আর, করিবে কি অধিকার,
উড়াবে কিসের 'পরে বিজয়-কেতন।
আসিবে কি বঙ্গে ফিরে ক্ষত্রিয়জীবন ॥১

কি জন্য আনিতে চাহ ক্ষত্রিয়জীবন?
এ যে দেখি আয়োজন, মাত্র গলে আভরণ,
পরিবার জন্য ব্যস্ত, গাত্রসুশোভন।
এজন্য কি চাহিতেছ ক্ষত্রিয়জীবন? ॥২

কি জন্য চাহিছ তবে ক্ষত্রিয়জীবন?
সামাজিক মহারণ, করিবে হে ক্ষত্রগণ,
কি চিন্তা, কি ব্যূহ তার করেছ রচন?
কেমনে আনিবে তবে ক্ষত্রিয়জীবন? ॥৩

কিবা লক্ষ্য, কিবা মন্ত্র, কিবা প্রহরণ?
কোথা বা সে বাহুবল, নির্ভীক কায়স্থদল,
নেতৃগণ হায় দেখি শূদ্রের মতন।
ভয়ে জড়সড় মুখে না সরে বচন ॥৪

বলিমেষ-গলে যথা দোলে পুষ্পহার,
তব গলে দোলে তথা পবীতের হার।
বধ্যভূমে যাইতেছ, মনে কি তা ভাবিতেছ,
পরিতেছ পায়ে দৃঢ় নিগড় আবার।
এজন্য কি চাহিতেছ ক্ষত্রিয়-আচার? ॥৫

ক্ষত্রত্ব জগতে ভাই দুর্লভ পদার্থ,
শূদ্রত্বে ডুবাতে চাও সেই পরমার্থ।
তাহা যদি নাহি চাও, কর্ম্মক্ষেত্রে দ্রুত ধাও,
সত্বর সাধন কর ক্ষত্রিয়ের স্বার্থ।
পূর্ব্বে বুঝে লও ক্ষত্রজীবনের অর্থ ॥৬

অঙ্গিরারা ক্ষত্র নয়? (১) ক্ষত্র মনু নয়? (২)
ক্ষত্র নয় জমদগ্নি ভৃগুর তনয়? (৩)

(১) ঋগ্বেদ ১।৬৫: ৩।৩১।৫-৭; ১০।১০৮।৮।

(২) ঋগ্বেদ ৬।২১।১১; ১।১১২।১৮।

(৩) ভার্গবেরা ক্ষত্রিয় ছিলেন,

বশিষ্ঠ কি নহে ক্ষত্র ? ক্ষত্র নহে বিশ্বামিত্র ? (৪)
ক্ষত্র নয় কুৎস ঋষি প্রতাপে দুর্জ্জয় ? (৫)
স্বস্ত্রীক মুর্দ্ধনযজ্ঞ করেছিলা জয় (৬) ॥৭
আবার ভরত ঋষি, (৭) রাজর্ষি সুদাস (৮)
স্যুমরশ্মি (৯) দিবোদাস (১০) ত্রসদস্যু (১১)
দস্যুত্রাস,
নহুষ (১২) যযাতি (১৩) ঋষি বলিয়া প্রকাশ,
মন্ত্র-দ্রষ্টা ক্ষত্রিয়েরা করহ বিশ্বাস ॥৮
যে সকল আর্য্যগণ ভারতে পশিলা,
ক্ষত্রিয়ের বেশে তারা সকলে আসিলা (১৪)
ক্ষত্র হ'তে বর্ণ সব, হইয়াছে সমুদ্ভব,
ক্ষত্রেরাই অগ্রে দেশে বেদ প্রকাশিলা।
ক্ষত্রেরাই ভারতের ধরম সৃজিলা ॥৯

জান না জনক ঋষি বেদান্তে পণ্ডিত,
গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য যাঁর দ্বারে উপস্থিত ? (১৫)
বেদ করি সংকলিত, রত্ন করি নিষ্কাশিত,
একৈব ঐশ্বর্য্যে ধরা করিলা প্লাবিত।
জগৎ গাইছে যাঁর জ্ঞান প্রশংসিত ? ॥১০
তোমাদের আদি পিতা চিত্র গাঙ্গায়নি, (১৬)
শিষ্য হয়েছিলা যাঁর উদ্দাল কারুণি,
পরলোক জন্মান্তর (১৭) চর্চ্চা করি নিরন্তর,
হিন্দুত্বের মূলভিত্তি স্থাপিলেন যিনি।
কায়স্থের বীজ সেই চিত্র গাঙ্গায়নি ॥১১
কে বলে লেখকবংশ কায়স্থেরা হয় ?
কে বলে মন্ত্রিবংশ তাহারা নিশ্চয় ?
জ্ঞানালোক সমুজ্জ্বল, গাঙ্গ্য চিত্র মহাবল।
ক্ষত্র,—রাজছত্র যাঁর মহাপুণ্যময়,
করিলেন যিনি ধর্ম্মজগতের জয় ॥১২
এই ত ক্ষত্রিয়াদর্শ সম্মুখে তোমার,
তুমি পরিতেছ পায় নিগড় আবার।
বৌদ্ধধর্ম্ম লোপকালে এতাদৃশ মহাভুলে,
হয়েছিল ছারখার ভারত সোণার।
ক্ষত্রিয়ে কি এক ভুল করে বারম্বার ? ১৩
তাই বলি লক্ষ্য স্থির করহ এখন,
হস্তে তুলে লও বেদ মহা শরাসন ;
আমূল সংস্কার কর, উপশাস্ত্র নাহি ধর
ক্ষত্রতেজে পরিপূর্ণ হও সর্ব্বজন,
জাগ্রত করিবে যদি ক্ষত্রিয়জীবন ! ১৪

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

(ঋগ্বেদ ৪। ১৬। ২০) বরুণের পুত্র ভৃগু, বরুণ ক্ষত্র।

(৪) ঋগ্বেদ ৩। ৫৩। ২৪ ; ইহাতে বিশ্বামিত্র বংশীয়েরা বশিষ্ঠদিগের বিরুদ্ধে অশ্ব প্রেরণ করেন বলিয়া উক্তি আছে। সুতরাং উভয় বংশই ক্ষত্রবংশ।

(৫) ঋগ্বেদ ১। ৬৩। ৩।

(৬) ঋগ্বেদ ১০। ১০২ সূক্ত।

(৭) হিন্দুপত্রিকা ১৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

(৮) ঋগ্বেদ ১০। ১৩৩ সূক্ত।

(৯) ঋগ্বেদ ১০। ৭৭ সূক্ত।

(১০) ঋগ্বেদ ৮। ১০৩। ২।

(১১) ঋগ্বেদ ৯। ১১০ সূক্ত।

(১২) (১৩) ঋগ্বেদ ৯। ১০১ সূক্ত।

(১৪) History of Sanskrit Litorature p. 152.

(১৫) বৃহদারণ্যকোপণিষৎ ১ম ও ৮ম ব্রাহ্মণ।

(১৬) কৌষতকী উপনিষৎ ১ম অধ্যায়।

(১৭) Transmigration of souls.

কোন মৃত মানুষ দেখিয়া।

শোকোচ্ছ্বাস (২)।

(১)

কাননে কুসুম ফোটে, মুঞ্জে কুঞ্জে অলি ছোটে,
তেমনি মলয়ানীল ধীরে বয়ে যায়।
নীলিম আকাশপটে, রবিশশী-তারা উঠে
তেমনি বিহঙ্গ ডাকে আসন্ন সন্ধ্যায়।
পদ বিদলিত ধূলি, যৎসামান্য তৃণগুলি
সমভাবে তারা সবে রহিল ধরায়।
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায়?

(২)

অই যে দেহ-প্রতিমায়, লাবণ্য বহিয়া যায়
আননে শোভিছে যেন দীপ্ত সুষমায়।
অই যে কমল-আঁখি, স্নেহ লাজে মাখামাখি
বিচ্ছিন্ন কুসুম তুল্য ধরণী লুটায়।
বাসন্তি গোলাপে গড়া, ও দেহ মাধুরী ভরা,
পড়ে আছে ধরাতলে কি ছার আশায়?
স্নেহ ভুলে, মায়া ভুলে, ভাসাইয়া অশ্রুজলে,
সুখে কি দুখেতে কোথা হতেছ উদয়?
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায়?

(৩)

তেজ-বীর্য্য-দম্ভ-ভরা, অভিমানে আত্মহারা,
এ দেহ-পিঞ্জর হ'তে প্রাণ কোথা ধায়?
হৃদিপূর্ণ অভিলাষ, সে সৌভাগ্য সে উল্লাস
সকলি জন্মের মত কোথায় লুকায়?
তুমি ত চলিলে একা, আর কি হইবে দেখা?
সে কথা স্মরিলে এবে বুক ফেটে যায়।
তোমারে হইয়া হারা, ধরাতে রহিল যারা
কি সান্ত্বনা তাহাদের রাখিলে হেথায়?
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায়?

(৪)

যে দেশে চলিলে এবে সে দেশ কেমন,
কিবা তার জলস্থল তরু কুঞ্জবন?
নভস্তলে আছে কিহে চন্দ্রতারাগণ?
পৃথ্বীতলে নদনদী গিরি প্রস্রবণ?
একাকী যাইতে হয়, তাই প্রাণে সদা ভয়
তোমারে জিজ্ঞাসি এবে বল বিবরণ।
সে যে পথ কি আকার, আলো কিংবা অন্ধকার,
আছে কি কণ্টক কিংবা শার্দ্দূলগর্জ্জন?
কোন বলে হ'লে বলী, জীব হ'য়ে কুতূহলী
জীবনের মহাগতি করে সমাপন?
ভুলে যায় শোক দুঃখ দুর্ব্বহ জীবন।

(৫)

বিহগের মিষ্টস্বরে, তেমনি অমিয় ক্ষরে,
শফরী তেমনি নাচে সরসীর জলে।
শস্য-শ্যামলা ধরণী, কলনাদে তরঙ্গিণী,
সকলি বহিছে যেন সময় হিল্লোলে।
পদ-বিদলিত ধূলি, যৎসামান্য তৃণগুলি,
সমভাবে তারা সবে রহিছে ধরায়।
মানব, একাকী তুমি চলিলে কোথায়?

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

শোকোচ্ছ্বাস।*

পুত্র বিয়োগে (৩)।

একি অকস্মাৎ, শিরে বজ্রপাত
কেমনে ঘটালে বিধি।
কি পাপে আমার, তপন কুমার
হরিল অকালে নিধি ॥১
জীবন-উষায়, নূতন প্রভায়
উদয়ন নব রবি।
সহসা জলদে, গভীর নিনাদে
ঢাকিল অরুণ ছবি ॥২
কালের তুফান, হ'য়ে বহমান
উড়া'য়ে লইল কোথা।
না পানু সন্ধান, কাঁদিয়া পরাণ
উড়িতেছে যথা তথা ॥৩
এ দেহপিঞ্জরে, সুত-শুক-বরে,
পুষিনু যতন করি।
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া, শমন আসিয়া
অজ্ঞাতে লইল হরি ॥৪
কোথা গেল উড়ি, বল বল হরি,
তুমি নাকি দয়াময়।
তোমার বিচারে, প্রাণের কুমারে
হারাইনু অসময় ॥৫
বৃথা বিশেষণ, করুণা-ভবন
বলিয়া জগতে ডাকে।
তুমি নিরদয়, জানিনু নিশ্চয়,
কৃপাময় ব'লে কাকে ॥৬
পাষাণে গঠিত, কুলিশে নির্ম্মিত,
তোমার হৃদয়ন্তর।
তাহে নাহি পশে, রজনী দিবসে
জনক জননী স্বর ॥৭
দম্পতি-যুগল, হইয়া বিহ্বল,
অশ্রুতে ভাসায় ধরা,
করে আর্ত্তনাদ, ভাবিয়া প্রমাদ,
পড়ে আছে যেন মরা ॥৮
সে নাদ শ্রবণে, বিটপী কাননে,
ফেলছে চক্ষুর জল,
হ'তেছে প্রস্তর, শুনি সেই স্বর
তটিনী-তুল্য তরল ॥৯
তুমি বিচারক, ভুবন-পালক,
বলিয়া সকলে জানে।
কি বিচার তব, দেখিয়া নীরব,
হৃদয়ে নাহিক মানে ॥১০
বাপ মার বুকে, শক্তি-শেল, সুখে
হান তুমি অনায়াসে।
অদ্ভুত বিচার, হেরিয়া তোমার,
দুখেও পরাণ হাসে ॥১১
চম্পক কুসুম, জিনি অনুপম
নয়নরঞ্জন "জ্ঞান"।
না ফুটিতে হায়, কালের প্রভায়,
ঝরিয়া শুকাল প্রাণ ॥১২
চৌদ্দ দিবারাত্তি, সহি দুঃখ অতি
সকালে ত্যজিল ধরা।
মুদিল নয়ন, কমল যেমন,
প্রীতির জোয়ারে ভরা ॥১৩

*জন্ম—১৩১৪, ১৯শে অগ্রহায়ণ। মৃত্যু—১৩১৭, ১২ই চৈত্র।

অঘোর নিদ্রায়, ঘিরিল বাছায়,
সহসা পড়িল ঢলে।
জননী তাহার প্রসারিয়া কর,
লইল কোলেতে তুলে ॥১৪
হাহাকার ধ্বনি, উঠিল তখনি,
কাঁদিল আত্মীয়গণ।
তুমুল রোদন, হ'ল কতক্ষণ,
অশ্রু-সিক্ত সর্ব্বজন ॥১৫
মায়ের তনয়, মা ছাড়া কি হয়?
চলিল মায়ের পুরী।
অমনি কালিকা, পূর্ণেন্দু ভালিকা,
লইল কোলেতে করি ॥১৬
ত্রিদিব কুসুম, শোভা নিরুপম,
যতেক অমরগণ।
করিল চয়ন, করিতে পূজন,
বৃথা শোকেতে রোদন ॥১৭
যাও বাছা নিদ্রা যাও অমৃত-কাননে,
আধি ব্যাধি জরা মৃত্যু নীরব যেখানে।
শান্তির কোমল ক্রোড়ে করিয়া শয়ন,
লভ সুখ, ভুলো দুখ, ওরে যাদুধন।
রোগের যন্ত্রণা বাপ যাও তুমি ভুলে,
লয়েছে আনন্দময়ী কোলে তোরে তুলে।
গাইতে করুণ-গীতি ওরে যাদুমণি,
রহিল অভাগা তোর জনকজননী ॥
ওঁ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

পিতা।

১

অতি উচ্চে পিতৃদেব! আসন তোমার।
তুমি স্নেহময়,
করুণা নিলয়,
শীতল উরস তব শান্তির আগার;
পরম আরাধ্য তুমি সংসারের সার।

২

তপঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গ পিতঃ! তোমার চরণ।
প্রীতিতে তোমার,
প্রীতি দেবতার,
তোমার আশীস্ মম কল্যাণ কারণ;
না পূজিলে তব পদ বৃথা এ জীবন।

৩

তুমি মম উপদেষ্টা কৃপার আধার।
তোমার যতনে,
লভেছি জীবনে,
জ্ঞান, ধর্ম্ম আদি করি যত রত্নসার।
মূর্ত্তিমান দেব তুমি হে পিত! আমার।

৪

তুমি হে দেবতা মম নহে কল্পনার।
কৃপায় তোমার,
সকলি আমার,
তুমিই যতনে দেব! দিয়াছ আহার,
বসন-ভূষণ আদি স্নেহে অনিবার।

৫

আদর্শ শিক্ষক তুমি হে পিতঃ! আমার;
তব নীতিময়,
উপদেশচয়,
রহিবে আমার হ'য়ে চির-কণ্ঠহার,
শোধিতে নারিব দেব! কভু তব ধার।

৬

সার্থক হইবে ভবে জীবন আমার,—
মানস প্রসূনে,
পরম যতনে,
প্রদানিলে তব পদে ভক্তি-উপহার।
প্রণিপাত পিতৃদেব! চরণে তোমার।

৭

এস প্রিয় ভ্রাতা-ভগ্নি! এসরে সকলে,
গাঁথি মমতার,
শুভ্র-ফুলহার,
ধোয়া'য়ে যতনে উহা ভক্তি-গঙ্গাজলে,
আনন্দে অর্পণ করি পিতৃ-পদতলে।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা,
কবিরত্ন।

সেকাল ও একাল।

আজকাল কায়স্থগণ স্ব স্ব নামের অন্তে দাস পদের উল্লেখ না করিলে, স্বাক্ষরই হউন, আর নিরক্ষরই হউন, অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী-মধ্যে এমন মহাপুরুষ অতি বিরল, যিনি বাহিরে না হউক অন্ততঃ ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্টির ভাব পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেন যে তাঁহারা এই চিরাশ্রিত কায়স্থজাতির প্রতি ঋষিজনোচিত উদারতা প্রকাশে কাতর, তাহা আমরা জানি না। জানি না বলিয়াই, যাহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে আজও বঙ্গদেশীয় সমগ্র হিন্দুসমাজ পরিচালিত; সেই ঋষিকল্প প্রাচীন স্মার্ত্ত পরমারাধ্যতম রঘুনন্দনের আশীর্ব্বাদ মস্তকে বহন করিয়া সভা-মণ্ডপে উপনীত হইলাম। আশা করি উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণমণ্ডলী অবশ্যই এ নিগৃহীত একতর ক্ষত্রিয়-কায়স্থ-জাতির প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিবেন।

সত্য বটে মহর্ষি যম স্বরচিত সংহিতায় লিখিয়াছেন,—

"শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মাত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ।"
(উদ্বাহতত্ত্বধৃত বচন)

ব্রাহ্মণের নামের অন্তে শর্ম্মা ও দেব, ক্ষত্রিয়ের নামের অন্তে ত্রাতা ও বর্ম্মা, বৈশ্যের নামের অন্তে ভূতি ও গুপ্ত এই দুই দুইটী উপপদ এবং শূদ্রের নামে দাস এই একটী মাত্র উপপদ থাকিবে। যেহেতু,—

"তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ।
জগতাং শর্ম্মদানেন শর্ম্মাস্তং ব্রাহ্মণেভবেৎ।
তাপত্রয়াদতিবলাজ্জগৎ সংরক্ষতীতি যৎ।
তস্মাৎ স দিসমেধীরে বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়েভবেৎ।
কালে কালে ধনং দত্ত্বা সর্ব্বান্ গোপায়তীতি যৎ।
তস্মাদ্ বৈশ্যস্য নাম্নি তৎ গুপ্তান্তমভিধীয়তে।
দ্বিজান্ শুশ্রূষয়ন্ নিত্যং শূদ্রস্তোষয়ীতি যৎ।
তস্মাত্তস্য চ দাসান্তং তত্তৎ স্ত্রীণাং তথা তথা॥"

অর্থাৎ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শম ও দম দ্বারা জগতের মঙ্গল বিধান করেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণের শর্ম্মান্ত নাম হইবে। এইরূপ অতিশয় বলশালী হেতু তাপত্রয় হইতে জগৎকে রক্ষা করেন বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের বর্ম্মান্ত, সময়ে সময়ে ধনদানে সকলকে রক্ষা করেন বলিয়া বৈশ্যগণ গুপ্তান্ত এবং শুশ্রূষা দ্বারা সর্ব্বদা দ্বিজাতিবৃন্দের পরিতুষ্টি বিধান করেন বলিয়া শূদ্রগণের দাসান্ত নাম হইবে, ইহাই অন্যতম গৃহ্যসূত্রকার মহর্ষি আশ্বলায়নের অভিপ্রায়। কিন্তু তাই বলিয়াই (বিপ্রসেবকরূপে কনোজ হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়াই) যে, কায়স্থগণের নামের অন্তে দাস পদের উল্লেখ করিতে হইবে, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যেহেতু কেবল শূদ্রই যে বিপ্রসেবক তাহা নহে; বলা বাহুল্য উহা ক্ষত্রিয়েরও একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। তথাচ বৃহস্পতিঃ—

"ইজ্যাধ্যয়ন দানে চ প্রজানাং পরিপালনম্।
শস্ত্রাস্ত্র ধারণং সেবা কর্ম্মাণি ক্ষত্রিয়স্যতু।"
(পরাশরভাষ্যধৃত বচনম্।

অথবা পূজ্যপাদ রঘুনন্দনের সমসাময়িক ঋষিপ্রতিম ব্রাহ্মণমণ্ডলীও সেরূপ সঙ্কীর্ণচেতা ছিলেন না। ছিলেন না বলিয়াই স্মার্ত্তকুলগৌরব মহামতি রঘুনন্দন জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"সচ্ছূদ্রাণাং নামকরণে বসুঘোষাদি রূপপদ্ধতিযুক্ত নামত্বঞ্চ বোধ্যামিতি।"
[উদ্বাহতত্ত্বম্]

অর্থাৎ সচ্ছূদ্রদিগের [কায়স্থদিগের] নামকরণের সময় বসু ঘোষাদি উপপদযুক্ত নাম করিতে হইবে। এখানে বলা আবশ্যক আদি পদে পালাদিও বুঝিতে হইবে।

অতএব বসু, ঘোষ ও পাল প্রভৃতি পদ্ধতি পরিমণ্ডিত কায়স্থমণ্ডলী যে, এক সময়ে দাসান্ত নামে অভিহিত হইতেন না; অথবা ইহারা কিছুতেই যে, দাসান্ত নামে পরিচিহ্নিত হইবার যোগ্য নহেন, তাহা আমরা সাহস করিয়াই বলিতে পারি। যেহেতু মনু মহারাজ লিখিয়াছেন,—

"মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যস্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্॥ ৩১
শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্যস্যাৎ রাজ্ঞোরক্ষা সমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্॥ ৩২"
(মনুস্মৃতিঃ ২ অধ্যায়ঃ)

ইহার ভাবার্থ এই,—নামকরণ করিতে হইলে, পূর্ব্বপদে মঙ্গলাদিবাচক পদের এবং উত্তরপদে শর্ম্মাদিবাচক শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। ফলতঃ খোলসা করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয়, ব্রাহ্মণের শ্রীশর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বিক্রমপাল, বৈশ্যের মাণিক্যশ্রেষ্ঠী, এবং শূদ্রের হীনদাস ইত্যাদিরূপ নাম রাখিতে হইবে।* বলা বাহুল্য দাস পাল, দাস বসু বা পাল দাস, বসু দাস ইত্যাদি নামকরণ স্মার্ত্তশিরোমণি পূজ্যপাদ রঘুনন্দনের অভিপ্রেত হইলে, তিনি স্বরচিত উদ্বাহতত্ত্বে যেমন ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে অমুক দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র † ইত্যাদিরূপ উল্লেখ

* "মাঙ্গল্য দিনে পূর্ব্বপদানি শর্ম্মাদীন্যুত্তরপদানি। তথাচ নামান্যেকং বিধানি সম্পদ্যন্তে শ্রীশর্ম্মা. বিক্রমপালঃ, মাণিক্যশ্রেষ্ঠী, হীনদাসঃ, ইত্যাদি।"
(ইতি পরাশরভাষ্যে আচারকাণ্ডে মাধবাচার্য্যঃ)

† "ইত্যনেন বিষ্ণুং সংস্মৃত্য ওঁ তৎ সদিত্যাচ্চার্য্য তিলকুশত্রয় সহিতং জলং গৃহীত্বা অদ্য

করিয়া গিয়াছেন; সেইরূপ কায়স্থদিগের সম্বন্ধেও অমুক দাস দত্তের বা অমুক দত্ত দাসের প্রপৌত্র ইত্যাদিরূপ উল্লেখ করিতেন।

পক্ষান্তরে তাহা না করিয়া তিনি যখন কেবল "শিবদত্তের প্রপৌত্রী বিষ্ণুদত্তের পৌত্রী হরিদত্তের পুত্রী, যজ্ঞদত্তা নাম্নী কন্যা, শিবমিত্রের প্রপৌত্র, বিষ্ণুমিত্রের পৌত্র, রামমিত্রের পুত্র, রুদ্রমিত্র নামক তোমাকে প্রদত্ত হইল" ‡ এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, তখন বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থদিগের দাস ঘোষান্ত বা ঘোষ দাসান্ত নামকরণের প্রয়াস পাওয়া পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর পক্ষে অনুদারতার পরিচায়ক কিনা, তাহা সত্য সত্যই ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

ভট্টাচার্য্যপাদ স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন কায়স্থজাতিকে সচ্ছূদ্র এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু যিনি বর্ত্তমান কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য বর্ণের অস্তিত্ব মুখ ফুটিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত; তিনি যাহাদিগকে সচ্ছূদ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শূদ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; সেই কায়স্থজাতি যে, ভাক্ত শূদ্র ভিন্ন এক-জাতি বা চতুর্থবর্ণ নহেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। ফলতঃ যাহারা আজও ক্ষত্রোচিত গৌরবব্যঞ্জক পালাদি পদ্ধতি বহন করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে দাস এই শূদ্রোচিত পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করা গৌরবের বিষয় কিনা তাহা আমরা জানি না। জানি না বলিয়াই এই বিশাল হিন্দুসমাজের নেতা সহৃদয় বর্ণগুরু ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে এ বিষয় ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ইত্যলং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ অমুক দেবশর্ম্মা স্বর্গকামো বিষ্ণুপ্রীতি কামো বা অহমিত্যন্তং সকুচ্চার্য্য অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুক-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্যামুক-প্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্র-স্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, অমুক-গোত্রায়ামুকপ্রবরায়ামুকদেবশর্ম্মণে বরায়, অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্র-পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুক-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যা-মুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রামমুকপ্রবরা-মমুকীং দেবীমিত্যন্তং ত্রিকচ্চার্য্য সালঙ্কারাং প্রজাপতিদেবতাকাসেনাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইতি দদ্যাৎ।"

(উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ)

‡ "শিবদত্ত প্রপৌত্রী, বিষ্ণুদত্ত পৌত্রী, হরিদত্ত পুত্রী, যজ্ঞদত্তা কন্যা, শিবমিত্র প্রপৌত্রায় বিষ্ণুমিত্র পৌত্রায় রামমিত্র পুত্রায় রুদ্রমিত্রায় তুভ্যং সম্প্রদদেতি।"

(ইতি উদ্বাহতত্ত্বে স্মার্ত্তরঘুনন্দনঃ)

দেববর্ম্মা।

এই সময়ে "দেববর্ম্মা" শব্দের একটুক ইতিবৃত্ত লিখিয়া রাখিলে দোষ হয় না। কেহ কেহ মনে করেন দেবশর্ম্মা শব্দের অনুকরণে দেববর্ম্মা শব্দ কায়স্থেরা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহার কর্তৃক এই শব্দ কায়স্থ-সমাজে প্রথমতঃ ব্যবহৃত হয়, তিনি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা ছিলেন এবং ব্রাহ্মণের অনুকরণের বিরোধী ছিলেন। এই ব্যক্তি আর কেহই নন মদগ্রস্ত ৺নগেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা। আমাদের নবাব দত্ত উপাধি সরকার।

তিনি জঙ্গীপুরের শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের বাসাবাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি বরিশাল জিলার বিখ্যাত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র। ইংরেজীতে তেমন অভিজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু সংস্কৃত নিতান্ত কম জানিতেন না।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকারের প্রথমখণ্ড বেদসংহিতার সংস্কৃতাংশের প্রেসকাপি অধিকাংশ তাঁহার হস্তের লিখিত ছিল। কায়স্থসভা সৃষ্টির অনেক পূর্ব্বে উক্ত মধুসূদন দাদা মহাশয়ের বাটীতে শ্রাদ্ধ ও বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণ কালে দাস শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কেননা তিনি পূর্ব্ব হইতেই ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন ছিলেন।

কায়স্থসভা প্রতিষ্ঠার পরে শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয় অনেকগুলি কায়স্থ-প্রবন্ধ লিখেন। তন্মধ্যে নিমতিতা জমীদার বাটীতে যে প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া তিনি মদগ্রস্ত নগেন্দ্রনারায়ণকে দেখান। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই তিনি সাবিত্রী গ্রহণপূর্ব্বক উপবীত গ্রহণের জন্য কৃতসংকল্প হন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয় প্রবন্ধ লইয়া জঙ্গীপুর হইতে নিমতিতা যাওয়ার পূর্ব্ব রাত্রে মদগ্রস্ত নগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার বাসাবাটীতে গিয়া তাঁহার নিকট উপবীত গ্রহণের প্রস্তাব করেন; সেই সময়ের কথাবার্ত্তা আমি যেমন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি তাহা বিবৃত করিতেছি।

নগেন্দ্র। দাদা, আমি পৈতা নেওয়ার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছি। আমি শুভদিন দেখিয়াছি, পৈতার গ্রন্থি দিতে শিখিয়াছি, আমি অবিলম্বে পৈতা গ্রহণ করিব।

মধুসূদন। কিপ্রকারে করিবে? কোন্ ব্রাহ্মণ এক্ষণে পৈতা দিবেন?

নগেন্দ্র। আমি পুরোহিতের অপেক্ষা করিব না। আমি আপনার বেদসংহিতায় সাবিত্রীমন্ত্র দেখিয়াছি। আমি উহা প্রেসকাপি করিবার সময়ে হৃদয়স্থ করিয়াছি। উপনয়নের মূল উদ্দেশ্য যাহা, তাহা আমার হইয়াছে এক্ষণ কেবল গঙ্গাস্নানপূর্ব্বক উপবীত ধারণ করিব।

মধুসূদন। প্রায়শ্চিত্ত করিবে কিপ্রকারে?

নগেন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত আবার কি? উপবীত গ্রহণ করি নাই বলিয়া আমার শরীরে পাপসঞ্চয় হয় নাই। পাপবোধ না জন্মিলে প্রায়শ্চিত্ত অবৈধ। এইজন্য বোধ হয় ৺রাজনারায়ণ রায় সংগৃহীত প্রায়শ্চিত্তবিধিতে ওঁ বিষ্ণু স্মরণে পূতভোয়া গঙ্গাজলে অবগাহন করিলেই যদি কিছু অপবিত্রতা থাকে, তাহা দূর হইতে পারে বলিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে;

আমি এই প্রণালীতেই উপনীত হইব অপেক্ষা করিব কাহার ?

মধুসূদন। তুমি যে ক্ষত্রিয়ের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়াছ তাহা আমার হৃদয়েরও ভাব। ক্ষত্রত্ব অতুল্য, ইহা ভারতীয় আর্য্যগণের আত্ম-পদার্থ, ইহার দ্বিতীয়ত্ব নাই। বেদ এই কথাই বলিতেছেন। সাবিত্রী ক্ষত্রবীজ হইতে উৎপন্ন। তুমি যে ইহা বুঝিয়াছ ইহা আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু তথাচ ৭।৮ দিন অপেক্ষা কর। আমি নিমতিতা হইতে ফিরিয়া আসি, তাহার পরে তুমি উপবীত গ্রহণ করিও।

নগেন্দ্র। আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না, আমি অপেক্ষা করিব না। আপনি আসিয়া আমাকে গৃহীতোপবীত দেখিবেন। আমার মন প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আমাকে নিষেধ করিবেন না।

ইহার পর দাদা মধুসূদন নিষেধ করেন নাই। তিনি নিমতিতার কায়স্থসভায় ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ প্রস্তাব সমর্থনে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা কায়স্থপত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। নিমতিতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে আমার অগ্রজ নগেন্দ্রনারায়ণ ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবেন্দ্রকুমার উভয়েই জাতীয় যজ্ঞের আদ্য পবিত্রসূত্র ধারণ করিয়াছে।

ইহার কয়েকদিন পরেই তথাকার উকীল মুকুন্দসুন্দর সরকার নগেন্দ্রনারায়ণ প্রদর্শিত পথে গৃহীতোপবীত হন এবং আরও অনেকে গৃহীতোপবীত হন।

মদগ্রজ নগেন্দ্রনারায়ণের ফাঁসিতলা বাজারে একটী আয়ুর্ব্বেদীক ঔষধালয় ছিল। এই ঔষধালয়ে সাইনবোর্ড পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা।

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর জঙ্গীপুর উকীল-বৈঠকে ঘোরতর তর্কবিতর্ক হইল "মধুবাবুর ভ্রাতা নগেন্দ্র ত জোর করিয়া পৈতা লইয়াছে ভাল কিন্তু সে দেববর্ম্মা উপাধি ধারণ করিল কেন ? দেব শব্দ কেবল ব্রাহ্মণেরাই ব্যবহার করিতে পারে সে কেন দেব শব্দ ব্যবহার করে ?" কেহ কেহ বলিলেন "ইহার একটা প্রতিবিধান অবশ্য হওয়া উচিত।" কিন্তু সেইস্থানের প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় এই তর্কবিতর্ককালে তথায় উপনীত ছিলেন। তিনি নিজেও দেববংশীয়। তিনি বলিলেন নগেন্দ্রনারায়ণের "দেববর্ম্মা" উপাধি ধারণে কোন দোষ হয় নাই। বর্ম্মা ত ক্ষত্রিয়ের উপাধি। দেব তাহার বংশের নাম সুতরাং তাহার দেববর্ম্মা বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ায় কোন দোষ হয় নাই। দেববর্ম্মা শব্দ এক্ষণ কায়স্থের সাধারণ সম্পত্তি। কোথায় কোন গুপ্তগহ্বরে জল সঞ্চয় হইয়া পবিত্র গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি হইয়াছে কেহ কি তাহা দেখিয়াছে ? আমার নগণ্য অতি গরিব অগ্রজ যে একখানি ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার সেই বাক্যটী আজ সকল কায়স্থের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে। ইহা আমাদের বংশের অতি গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

যে সকল ব্যক্তি অগ্রজ মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে অনতিবিলম্বে গৃহীতোপবীত হইয়াছেন, তাঁহাদের নামের তালিকা শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের প্রকাশিত কায়স্থোপনয়ন ১ম ভাগের পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেববর্ম্মা।

হিন্দু ও পৌত্তলিকতা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

আদিম সমাজে জগদীশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়, ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। কেননা তৎকালের ভাষা দুর্ব্বোধ্য—ভাব অসম্পূর্ণ। যাহাদের ভাব বা ভাষা বুঝিতে পারা যায় না, কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া তাহাদের মানসিক ভাব অনুভব করিতে পারা যায়। আদিমাবস্থায় প্রত্যেক জাতি এতাদৃশ অবনত ছিল। কিন্তু হিন্দুজাতির পূর্ব্বাপর কার্য্যকলাপ দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিষয়ে ইহাদের যেমন ক্রমোন্নতি হইয়াছে—আত্মজ্ঞানে, ঈশ্বরের স্বরূপাবধারণে ইহারা যেমন পূর্ণতালাভ করিয়াছে, অন্য কোন জাতির পক্ষে তাদৃশ সৌভাগ্য ঘটে নাই। কথাটী আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। মনে কর প্রথমাবস্থায়, অত্যুন্নতশৃঙ্গশালী বৃহদাকার পর্ব্বত কিংবা প্রাতঃ-মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নে পরিবর্ত্তনরূপশালী জগতে আলোপ্রদানকারী ভর্গদেবকে দেখিয়া বিস্ময়ে—বা কৃতজ্ঞতায় তাহার পূজা আরম্ভ করিল। কেননা বড় দেখিলে ছোটর নত হওয়া স্বাভাবিক। আদিমাবস্থার এই সূর্য্য বা পর্ব্বতপূজা জড়পূজা কি তাহাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসশক্তিপূজা, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ হইলেও অনুমান করা কঠিন নহে। বিশাল পর্ব্বত বা সূর্য্যকে বড় ও শক্তিশালী বলিয়া বিবেচনা করিতে যতটুক মানসিক শক্তির প্রয়োজন, তাহাদের অন্তর্নিহিত স্বতন্ত্রশক্তি কল্পনা করিতে তদপেক্ষা অধিক এবং উন্নত মানসিক শক্তির প্রয়োজন। পর্ব্বত বা সূর্য্যরূপী জড়পূজাই হউক বা তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিপূজাই হউক ইহার কোনটীই পৌত্তলিকতা নহে। কেননা প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত পৌত্তলিকতা হয় না। যে কোন একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। পরে সেই কল্পনাশক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিলে মূর্ত্তি গঠিত হয়। আবার মানসপটে কাহারও প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা যত সহজ, তদনুযায়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা তত সহজ নহে। প্রথমটী মানসিক শক্তির অপরিস্ফুটাবস্থা—দ্বিতীয়টী সমধিক পরিস্ফুটাবস্থা। সুতরাং হিন্দুর পৌত্তলিকতা অবনতির চিহ্ন নহে—ক্রমোন্নতির পরিচায়ক।

শিক্ষা সাধারণতঃ দুইপ্রকার। মনের শিক্ষা ও হৃদয়ের শিক্ষা। যাহাতে মনের উন্নতি হয়,—কল্পনা ও বিচার-শক্তির বৃদ্ধি হয়, তাহাই মনের শিক্ষা। আর যে শিক্ষায় হৃদয় আপ্লুত হয়,—ভাবের প্রস্রবন খুলিয়া যায়—বিস্ময়, হর্ষ ও বিষাদের তালে তালে হৃদয় নাচিতে থাকে, তাহাই হৃদয়ের শিক্ষা। আমরা দর্শন উপনিষদাদি দ্বারা যে শিক্ষালাভ করি তাহা মনের শিক্ষা। কেননা তাহতে আত্মানাত্ম বিবেক, ভালমন্দ বিচারশক্তি—স্বপক্ষে বিপক্ষে তর্ক করিবার ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু কাব্যগ্রন্থ হৃদয়ের উপর কার্য্য করে। তাই আমরা উত্তম কাব্য পাঠ করিতে করিতে হৃদ-

য়ের আবেগে কখনও হাঁসি, কখনও কাঁদি, কখনও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকি। তাহার কারণ এই যে, দর্শনাদি অপেক্ষা কাব্যে ভাবাভিনয় অধিক। যাহাতে ভাবাভিনয় যত বেশী, তাহা ততই মানবের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করে। আবার হৃদয়ের ভাব অনেক সময় কাব্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না। কেননা হৃদয়ের ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের মুখের ভাবেরও আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে অমুক লোকটী সুন্দর, এই কথা বুঝাইতেহইলে, হয় তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবাদির কথা কাব্যের ছাঁদে বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে হইবে — অথবা তদনুরূপ একটী প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া, তাহাতে যেখানে যেরূপ থাকিলে সুন্দর দেখা যায়, তাহার সমাবেশ করিতে হইবে। তবে প্রথম প্রকরণাপেক্ষা দ্বিতীয়টী ভাল বোধ হয়। কেননা প্রথমটীতে ভাষার মাধুর্য্য ও শব্দশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই; নচেৎ কোন ধারণা হয় না। আর দ্বিতীয়টীতে কেবল দৃষ্টিপাত করিলেই সম্যক উপলব্ধি হয়। সুতরাং হৃদয়ের ভাব পরিস্ফুট করিতে হইলে প্রথমে কল্পনা, তৎপর তাহা কাব্যচিত্রে প্রকাশ। পরিশেষে তাহার ভাবাভিনয় প্রতিমূর্ত্তিতে লোকচক্ষুর সমক্ষে ধরিতে পারিলেই তাহার চরমোন্নতি। ঈশ্বরের ভাব উপলব্ধি করা মনের কার্য্য নহে,— হৃদয়ের কাজ। তর্কনিষ্ঠ বুদ্ধিতে ঐশীশক্তি প্রস্ফুটিত হয় না। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন ;—তর্কানাম প্রতিষ্ঠা। সরল বিশ্বাসে, হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি স্নেহে—প্রেমের আবেগে তাঁহার অভিব্যক্তি। তাই আমরা শুনিতে পাই ;—"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

কেহ বলিতে পারেন যে, জড়বস্তু দ্বারা জড়ের বা জড়চৈতন্যবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি গঠন করা যায়; কিন্তু ঈশ্বর বা আত্মাচিন্ময়, জড়ের দ্বারা চিন্ময়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করা কি অসম্ভব নহে? চিন্ময় উৎকৃষ্ট—জড় অপকৃষ্ট। অপকৃষ্ট কিরূপে উৎকৃষ্টের পরিচায়ক হইবে? এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা দেহ ও মনে—জড়ে ও চৈতন্যে এমনি অপূর্ব্ব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিজড়িত যে, একটী ব্যতীত অপরটীর পূর্ণতা অনুভব করা যায় না। একের পরিপূর্ণতা ও চরিতার্থতা অপরটীতে। বিশেষতঃ সৃষ্টপদার্থ বলিয়া যদি জগৎ অধম হয়, তবে অধম পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বরও অধম হইয়া পড়েন। কেননা কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যদি একখানি অশ্লীল ও দুর্নীতি কথা পরিপূর্ণ পুস্তক লিখেন, সেই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তাহাকে কি সুনীতিপরায়ণ ও উচ্চ বলিয়া প্রশংসা করিবে? ভাই! তুমি কেমন করিয়া সিদ্ধান্ত কর যে, জড় অপকৃষ্ট! সামান্য একটী ফুল বা বৃক্ষপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ দেখি, তাহা ভগবানের কত যত্নে—কত আদরে রচিত? তোমার আমার সাধ্য কি তাহার একাংশ নির্ম্মাণ করিতে পারি? যে ফুল,—যে গাছের পাতা, ঈশ্বরের কত যত্নে—কত ভালবাসায় রচিত, সেগুলি দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার সন্তোষ বিধানার্থ পূজা করায় বাধা কি? সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে জড়জগৎ, অন্তর্জগতের চরমস্ফুর্ত্তি। এই হিসাবে জড়, চৈতন্যের আকাঙ্ক্ষিত। তবে জড়ের দ্বারা পরমাত্মার প্রকাশ করিতে বাধা কি? বিশেষতঃ ঘটপটমূর্ত্তিতেই হউক, অথবা মন দ্বারাই হউক, যেমন করিয়াই ঈশ্বরকে পূজা, চিন্তা বা উপা-

সনা কর না কেন, তাঁহাকে আকারবিশিষ্ট না করিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। কেননা সান্তমনে অনন্তের ধারণা অসম্ভব। যাঁহার ধারণা অসম্ভব তাঁহার উপাসনাও অসম্ভব।* তাই বলি ভাই! জড় ও আত্মায় ইতরবিশেষ করিয়া জড়কে ঘৃণার চক্ষে দেখিও না। যে জড় ঈশ্বরের বস্তু, যে জড়ে ঈশ্বরের স্ফূর্ত্তি—যে জড়ে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি—যে জড়ে জগদীশ্বর প্রেমভরে বিরাজিত, তাঁহাকে কখনও অপবিত্র বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিও না। তাই বলি, হৃদয়ে ঈশ্বরভাব ফুটাইতে জ্ঞানপথ অনুসরণ করাপেক্ষা ভাবময় বা কল্পনাময় পথানুসরণ করা শ্রেষ্ঠ। আবার ভাব বা কল্পনাময় পথে চলিতে পৌত্তলিকতা অপরিহার্য্য। সুতরাং পৌত্তলিকতা ব্যতীত মানুষের চলে না—কখনও চলিবে না। পৌত্তলিকতা ব্যতীত কখনও ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হইবার নহে।

প্রতিমূর্ত্তির দুইটী কার্য্য। একটী শিক্ষা—অপরটী উদ্বোধন। তাই প্রতিমূর্ত্তিতে জগদীশ্বরের রূপ ও গুণ প্রস্ফুটীত দেখিলে তাঁহার পূজার জন্য মন ব্যাকুল ও মুগ্ধ হইয়া থাকে—মানুষ জগৎকর্ত্তায় একেবারে মজিয়া যায়। তবে কেহ বলিতে পারেন যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি উচ্চশিল্পীদ্বারা গঠিত হওয়া উচিত। আমাদের দেশে সামান্য কুম্ভকারের দ্বারা যেরূপ মূর্ত্তি রচিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। এ কথা সমীচিন নহে। কেননা প্রতিমূর্ত্তি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী ভাবময়—অপর শ্রেণী কার্য্যজ্ঞাপক। প্রথমোক্ত মূর্ত্তিগুলি উচ্চাধিকারীর জন্য—শেষোক্তগুলি নিম্নাধিকারীর জন্য। সাধারণ লোকে বাহ্যজগৎ যেমন সহজে বুঝিতে পারে, অন্তর্জগত তাদৃশ সহজে বুঝিতে পারে না। তাহারা মনের ভাবময় ছবি বুঝিতে পারে না—কেননা তাহাদের মানসিকশক্তির তাদৃশ বিকাশ হয় না। তাহারা সর্ব্বদা বাহ্যবস্তুর আলোচনা করে—সর্ব্বদা বাহ্যজগতে মিশিয়া থাকে, কাজেই বাহ্যবস্তু মনের ছবি বুঝিতে সক্ষম হয়। বাহ্যজগতে মনের সর্ব্ব ভাবের প্রতিকৃতিই দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর দেবমূর্ত্তি উচ্চশিল্পীদ্বারা বা আধ্যাত্মিকভাবে গঠিত নহে বলিয়াই যে পরিত্যক্ত হইবে তাহা নহে। যেরূপ প্রণালীতে দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন করিলে উচ্চাধিকারী নিম্নাধিকারী সকলেই সহজে বুঝিতে পারে, হিন্দুশাস্ত্রকার সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ সেইরূপেই মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মনে কর একটী লক্ষ্মীমূর্ত্তি গঠন করিতে হইবে। পাঠক! গরিবের ঘরে লক্ষ্মী মেয়ে কখনও দেখিয়াছ কি? তাহার আভারণ নাই,—ভাল কাপড় নাই, তাদৃশ কেশবিন্যাশ নাই—ধনৈশ্বর্য্য নাই। কেবল তাহার সরলতাপূর্ণ সহাস্যমুখখানি, ধীরপাদবিক্ষেপে গমন, বিনম্র স্বভাব প্রভৃতি দেখিয়াই বলিতেছ—'আহা! মেয়েটী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।' ঐরূপ মেয়ের একটী প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হইলে আমরা বলিতে পারি উহা লক্ষ্মীদেবীর আধ্যাত্মিক প্রতিমূর্ত্তি। কেন না ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে লক্ষ্মী বলিয়া বিবেচনা করিতে অন্তশ্চক্ষুর প্রয়োজন। তাদৃশ অন্তশ্চক্ষু কয়জনের আছে?—ঐ মূর্ত্তির

* এ বিষয় মল্লিখিত 'উপাসনা ও সোঽহংতত্ত্বে।' অনেকটা বিস্তার করিয়াছি। লেখক।

ভাব কয়জনে বুঝিতে পারে?—তাই সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুশাস্ত্রগণ লক্ষ্মীর মূর্ত্তি বাহ্যিক হিসাবে বলিতেছেন;—

"পাশাক্ষমালিকাম্ভোজসৃণিভির্যাম্য সৌগ্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্॥
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ নানালঙ্কারভূষিতাম্।
রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণে ন তু॥"

এক্ষণে বল দেখি ভাই! যাহার মনশ্চক্ষু অপরিস্ফুট,—যে ব্যক্তি নিম্নাধিকারী,—যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ছবি দেখিতে জানে না, সেও কি ঐ বর্ণিতরূপ কোন দেবীপ্রতিমায় দেখিয়া বলিবে না যে এটী লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি? তাহার মনশ্চক্ষু নাই কাজেই সে আধ্যাত্মিক ভাবাভিনয় বুঝিতে পারে না; কিন্তু তাহার বাহ্যিক চক্ষুদ্বারা সে সুঠামও নবযৌবনসম্পন্না মূর্ত্তিতে,—সুখ ও শক্তি; মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ঐশ্বর্য্য, ছত্রচামরাদিতে সম্পদ ও অন্যান্য দেবগুহ্যকাদির স্তুতিগানে সর্ব্বপূজনীয়া দেবতা দেখিতে পায়। তখন কেহ তাহাকে কিছু না বলিয়া দিলেও সে বুঝিতে পারে এই প্রতিমূর্ত্তি লক্ষ্মীর। হিন্দুগণের এই অপূর্ব্ব দেবীপ্রতিমা বড়ই মনোহর—বড়ই ভাবাভিনয়ব্যঞ্জক। এতাদৃশ আদর্শ আর কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। হিন্দুর প্রতিমা উচ্চশিল্পীদ্বারাই গঠিত হউক, বা অশিক্ষিত শিল্পীদ্বারাই গঠিত হউক, সকলেই সেই প্রতিমায় জগৎকর্ত্তার সৌভাগ্যময় মূর্ত্তি দেখিতে পায়। কেননা, সাধারণতঃ মানবগণ যতগুলি সৌভাগ্যের পরিচায়ক বস্তু দেখিয়া থাকেন, পুরাণকার হিন্দুঋষিগণ, এই প্রতিমায় তাহার আশ্চার্য্য ও অভাবনীয় সমাবেশ করিয়াছেন। ধন্য হিন্দুগণ! অনন্ত জগদীশ্বরের ভাব তোমরা যেরূপ বুঝিয়াছ,—আজ পর্য্যন্ত সভ্যতাভিমানী কোন জাতিই তাহার একাংশও বুঝিতে পারে নাই।

কেহ বলিতে পারেন অনন্ত সৌন্দর্য্যশালী জগৎকর্ত্তার প্রতিমায় বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ কেন? কেন না যিনি নিজে শ্যামসুন্দর—সর্ব্বসৌন্দর্য্যের খনি, সামান্য বস্ত্রালঙ্কারে তাহার কি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে? ইহার দুইটী উত্তর। এক উত্তর এই যে, মানবগণ সাধারণতঃ উত্তম বস্ত্রাভরণকে সৌভাগ্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করে। সুতরাং যে প্রতিমা পরমসৌভাগ্যশালী জগদীশ্বরের পরিচায়ক, তাহাতে তৎচিহ্ন প্রকাশক সুন্দর বস্ত্রাভরণ থাকিবে না কেন? আর একটী উত্তর এই যে, হিন্দু-জগদীশ্বরকে যে চক্ষে—যে ভাবে দেখেন, অন্য কোন জাতি তাঁহাকে সে চক্ষে—সে ভাবে দেখেন না। এমন কি হিন্দুর সেই অপূর্ব্ব ভাব উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের নাই। হিন্দু জগৎকর্ত্তাকে বিভু, সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত বলিয়া চিন্তা করেন—আবার একটী ক্ষুদ্র কোলের ছেলে বলিয়াও ভাবেন। সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বসংহারক বলিয়াও ভাবেন—আবার ভালবাসার আঁধার প্রিয়-সখা বলিয়াও ভাবেন। হিন্দু কেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, অনন্তশক্তিবিস্তারশালী দুর্জ্ঞেয় জগৎকর্ত্তার, অনন্তগুণরাশি দর্শনে বিস্ময়ে ও সভয়ে মস্তক অবনত করেন—আর কেনই যে সেই সহস্রশীর্ষ পুরুষকে আপন পুত্র কন্যার ন্যায় ভালবাসেন,—স্নেহ করেন, আদর করেন—শাসন করেন, নানারূপ আভরণ দিয়া দিয়া সাজান, তাহা তিনিইজানেন। বিধর্ম্মভাবাপন্ন, বিকৃত-মস্তিষ্ক তোমার আমার সাধ্য কি তাহা বুঝিতে পারি? আচ্ছা বল দেখি! পিতামাতা সন্তানকে, স্বামী, স্ত্রীকে বহুমূল্য সুন্দর

সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার দিয়া সাজান কেন?—সে কি তাহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য?—কে বলিল? যদি তাহাই হইবে, তবে তাঁহারা কুৎসিৎ সন্তান বা স্ত্রীকে স্বর্ণ হীরকাদি নানাভরণে ও সুদৃশ্য বস্ত্রে মণ্ডিত করেন কেন? জগতে কে না জানে যে, কুৎসিৎ কিছুতেই সুন্দর হয় না! সুতরাং পিতামাতার সন্তানকে—পতির পত্নীকে নানারূপ বস্ত্রাভরণ দিয়া সাজান, তাহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নহে—উহা হৃদয়ের বিনিময়। যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, যাহার নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুল, হৃদয় তাহাদিগকে দেওয়ায় বলিয়াই নানারূপ আভরণে সাজাইয়া থাকি। বিশেষতঃ ভালবাসার জিনিষ যতই সুন্দর হউক—যে ভালবাসিতে জানে,—আদর, যত্ন, স্নেহ করিতে জানে, সে মনে করে ইহাকে মনোমত সাজাইলে বুঝি ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং যেখানে একান্ত ভালবাসার জিনিষ—যেখানে দেব-প্রতিমা, সেইখানেই হৃদয়ের বিনিময়ে সোনারূপা ও নানারূপ বস্ত্রালঙ্কার। ভালবাসার পাত্রকে কিছু না করিতে পারিলে যেন হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। এ প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। তাই হৃদয়বান্ হিন্দুগণ, আরাধ্য দেবতামূর্ত্তি নানারূপ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া আত্ম চরিতার্থতা ও পরমতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন।

প্রতিমা দুই প্রকার। স্বয়ং ব্যক্তরূপা ও স্থাপনরূপা। জগতের মূর্ত্তিতে জগদীশ্বরের যে মূর্ত্তি প্রকাশিত তাহা ব্যক্তরূপা—আর মৃচ্ছিলাদি দ্বারা গঠিত যে মূর্ত্তি, তাহাকে স্থাপনারূপ বলা যায়। জগদীশ্বরের যে মূর্ত্তি জগতের প্রত্যেক পদার্থে—অণুপরমাণুতে পরিস্ফুট, যে মূর্ত্তি দেখিয়া প্রহ্লাদ "জলে হরি, স্থলে হরি, হরি সর্ব্বময়" বলিয়াছিলেন, তাহা জগৎ কর্ত্তার স্বয়ং ব্যক্তরূপ।—আর ধাতু দার্ব্বাদি দ্বারা ভগবানের যে প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহা তাঁহার স্থাপিতরূপ। স্থাপিতরূপে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মিলে, ক্রমে ক্রমে স্বয়ং ব্যক্তরূপে তন্ময়তা আসিয়া পড়ে। হিন্দু যেমন জগৎ বুঝিয়াছে—জগদীশ্বর বুঝিয়াছে, হিন্দু যেমন জগতে জগদীশ্বরের—জগদীশ্বরে জগতের স্ফূর্ত্তি দেখিয়াছে, অন্য কোন্ জাতির ভাগ্যে তাদৃশ ঘটে। স্বয়ং ব্যক্তরূপাই হউক—আর স্থাপনরূপাই হউক, হিন্দুর প্রতিমা হিন্দুর পূর্ণত্বব্যঞ্জক। হিন্দুর মুখে ভিন্ন আর কাহারও মুখে শুনিয়াছ কি যে, "আমার হরি এই স্ফটীকস্তম্ভেই আছেন?"

হিন্দুর আর একটী গুণ, হিন্দু পল্লবগ্রাহী নহে—পূর্ণগ্রাহী। জগতে হিন্দুর অপ্রিয় কিছুই নাই—সকলই প্রিয়। হিন্দু কোন বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে পারে না,—সংক্ষেপে পরিচয় সম্ভাষণাদি করিতে জানে না, সংক্ষেপে দয়ামায়া-ভক্তি প্রভৃতি প্রকাশ করিতে অক্ষম। হিন্দুর পুরাণ দেখ, কাব্য দেখ, যখন যাহা বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই তাহা পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কালের কুটীলগতিতে ইহা এক্ষণে হিন্দুর পক্ষে পরম দোষের বলিয়া গণ্য হইতেছে।—প্রকৃত গুণগ্রাহীর অভাবে হিন্দুর সদ্‌গুণ এক্ষণে অসদ্‌গুণে পরিণত হইতে চলিয়াছে। একটু প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিবে, উহা হিন্দুর দোষ নহে—মহৎ গুণ। হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম—হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষা, একজনের জন্য নহে। কি উচ্চাধিকারী—কি নিম্নাধিকারী, কি প্রবর্ত্ত, কি সাধক, কি সিদ্ধ, কি জ্ঞানী—কি অজ্ঞানী,

সকলের জন্যই হিন্দুর সমান চেষ্টা। হিন্দু একদেশদর্শী নহে—বহুদর্শী। হিন্দুর অন্তঃকরণ একে আবদ্ধ নয়—হিন্দুর মানসিকস্রোত অনন্তের দিকে প্রবাহিত। একাদশদর্শী তোমার আমার সাধ্য কি যে, তাহার গভীরতা নিরূপণ করিতে পারি? হিন্দুর আদর্শ সংকীর্ণচেতা নহে—উদারচেতা যীশু বলিতেছেন Baptised হইয়া আমার পবিত্রধর্ম্ম গ্রহণ কর, তাহা ভিন্ন তোমার উদ্ধারের আর উপায় নাই। মহম্মদ বলিতেছেন—অন্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার পবিত্র ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ কর, এবং কল্মা পড়িয়া আমার ধর্ম্ম যাজন কর, তাহা হইলেই তোমার সকল কষ্ট দূরে যাইবে।—আর হিন্দুর হৃদয়ের দেবতা—হিন্দুর পূর্ণ আদর্শ বলিতেছেন;—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।'

এমন নিঃস্বার্থ বাক্য—এমন মধুর উপদেশ আর কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে শুনিয়াছ কি?

এক্ষণে আর একটী কথা বলিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, জগৎকর্ত্তার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা আরম্ভ করিলে, পূজক সেই হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া থাকেন—সুতরাং সেইখানেই তাহার জ্ঞানের শেষ—তাহার আর উন্নত হইবার আশা থাকে না। এতাদৃশ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যাহার যেরূপ শিক্ষা—যেরূপ মানসিক শক্তি, তাহার ধারণাও তদ্রূপ। যিনি ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া জানেন, সহস্র বৎসর প্রতিমা পূজা করিলেও, তিনি তাঁহাকে হাত-পাবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। তিনি সেই সান্তমূর্ত্তিতেই অনন্তের খেলা দেখিবেন। দূর হইতে প্রত্যেক পদার্থই ছোট দেখা যায়। আমরা ভগবান্ হইতে অনেক দূরে—কাজেই তাঁহার প্রতিমাকে সান্ত ও ছোট দেখি। যাঁহারা প্রকৃত সাধক—যাঁহারা জগদীশ্বরের চরণসমীপে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা কখনও ঐ প্রতিমাকে সামান্য বা ছোট মনে করেন না। তাঁহারা ঐ প্রতিমাতেই বিশ্বজননীর মহীয়সিশক্তি দেখিতে পান। আবার যাহার বিশ্বাস ঈশ্বর সাকার—তিনি কিছুতেই বুঝিবেন না ঈশ্বর নিরাকার। সুতরাং সাকার ও নিরাকার জ্ঞান, শিক্ষা ও মানসিক-শক্তি সাপেক্ষ। বিশেষতঃ ভৌতিক প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে তাহাতে তন্ময় হইলে, আর সামান্য বা পৃথকমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান থাকে না। যাঁহারা উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, নাট্য-মন্দিরের সুদৃশ্য দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে ও সুদক্ষ অভিনেতার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে করিতে ক্ষণেকের জন্য এমনি আত্মহারা হইয়া যাইতে হয় যে, তখন আর সামান্য অভিনয় বলিয়া মনে থাকে না। হরিশ্চন্দ্রের শ্মশানঘাটের চিত্র প্রকৃত বলিয়াই বোধ হয়। সেইরূপ সম্মুখস্থ ভগবদ্বিগ্রহে যদি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মে—তাহাতে যদি তন্ময়তা লাভ করা যায়, তখন আর জগদীশ্বর ও তাঁহার প্রতিমা পৃথক বলিয়া অনুভূত হয় না। এ সমস্ত সাধন-ভজনের কথা, ইহা বাক্যে বুঝাইবার উপায় নাই। তবে এ কথা ঠিক, অনেক সময়ে প্রতিমার অপব্যবহার করা হয়। অজ্ঞ মানব উত্তম জিনিষের অনেক সময় অপব্যবহার করিয়া থাকে—তাই বলিয়া কি তাহাকে উত্তম জিনিষ দিবে না? সকল বিষয়ে যেমন উপদেষ্টার

প্রয়োজন—এ বিষয়েও তদ্রূপ বিচক্ষণ উপদেষ্টার প্রয়োজন।

তাই বলি হিন্দুর পৌত্তলিকতা উপহাসাস্পদ নহে। আর যাঁহারা ঘরের ঢেঁকী কুমীর হইয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা যেন বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা না করিয়া—সদ্গুরুর উপদেশ শ্রবণ না করিয়া, হিন্দুর এই উচ্চশিক্ষার ফল, উন্নতির পরিচায়ক পৌত্তলিকতা দেখিয়া, নাসিকা কুঞ্চিত না করেন। হিন্দুর হিন্দুত্ব আংশিকের পরিচায়ক নহে—পূর্ণত্বের অভিব্যঞ্জক। তবে আইস ভাই! জগদীশ্বরের সমুদয় মূর্ত্তি গড়িয়া, তাঁহার শান্ত—ভয়ঙ্কর, প্রেমময়—ভীষণ, কোটি কোটি প্রতিমা গড়িয়া, একমনে, একপ্রাণে, তাঁহার পূজা করি। এ পূজা—এ পৌত্তলিকতা হিন্দুর পক্ষে অধঃপতনের চিহ্ন নহে—পরমগৌরবের পরিচায়ক। এতাদৃশ কোটি কোটী দেবতার মূর্ত্তি পূজা করিয়া অনন্তের পথে ধাবিত হইতে, হিন্দু বই আর কেহ কখনও পারে নাই। তবে ভাই, আর বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? যাহা অচিন্ত্য—যাহা অজ্ঞেয়, তাহা জানিতে যাইয়া কাজ কি? আইস! আমরা গললগ্নীকৃতবাসে, সবাই জগদীশ্বরের প্রতিমা প্রণাম করিয়া বলি,——

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী,
উথলী, ঢাকা।

বঙ্গীয় হিন্দুর নিকট বর্ত্তমান সময়ে নিবেদন।

সমুদ্রের অসীম জলরাশি সাধারণতঃ সংহারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উদ্দাম তরঙ্গাভিঘাতে সৈকত বেলাভূমি বিতাড়িত করে কিন্তু পুরাকালে সেই জলরাশিই বঙ্গীয়-সাগরের কুক্ষিগত থাকিয়া শান্ত শিশুর ন্যায় ধীর ও গম্ভীরভাবে বিশ্বনিয়ন্তার অন্যতর উদ্দেশ্যসাধনে নিরত ছিল, এবং স্তরে স্তরে ক্রমশঃ সজলা-সফলা-শস্যশ্যামলা এই অভিনব বঙ্গদেশ সংগঠিত করিয়াছে। গ্রীষ্মের প্রখর মার্ত্তণ্ডকিরণ, বর্ষার অবিরল বারিধারা, শীতের প্রচণ্ড হিমানী, বসন্তের মৃদুমন্দ মলয়ানিল এবং অন্যান্য ঋতুর সংস্পর্শে এ দেশ চির-সেবিত। কোকিল, পাপিয়া, শ্যামার সুমধুর স্বরলহরীতে বঙ্গীয়-কানন প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত, ভ্রমরগুঞ্জনে ইহার প্রতি পুষ্পোদ্যান অহরহঃ গুঞ্জরিত। প্রাবৃটের নয়নাভিরাম শ্যামল সৌন্দর্য্য ও সলিলপূর্ণ ভূভাগ দর্শকের চিত্তপটে এক অনুপম দৃশ্য অঙ্কিত করে এবং নানাজাতীয় ফলফুলশস্য-সম্পত্তিতে চির-শোভাময়ী প্রকৃতিদেবী মধুর হাস্যে দর্শকের দুঃখ-নিপীড়িত হৃদয়ে আনন্দের লহরী ছুটাইতে থাকে এবং করুণাময় বিধাতা এখানে নিতান্ত

অকর্ম্মণ্য মনুষ্যের জন্যও এক টুকরা রুটি এবং এক পেয়ালা জল বৃক্ষশিরে সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃতির প্রিয়-আবাসভূমি শস্যশালিনী এহেন বঙ্গভূমি মনুষ্য-অধ্যুষিত না হইয়া থাকিবে কেন? সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ, সৃষ্ট-জগতের মুকুটমণি সুসভ্য মনুষ্য সেখানে আসিবে না কেন? সে দেশ আর কতকাল অনার্য্য গারো, সাওতাল, বাগদি প্রভৃতি অসভ্য বর্ব্বর জাতির বাসভূমি ও লীলাভূমি বলিয়া পরিগণিত থাকিবে? তাই সৌভাগ্যক্রমে এ দেশের রাজা আদিশুর শুভক্ষণে সুদূর কাণ্যকুব্জ হইতে আর্য্যসন্তানদিগকে আনাইয়া ছিলেন এবং কালসহকারে আরও বহু আর্য্যসন্তান পশ্চিমভারত হইতে ক্রমে আসিয়া এ দেশে বসতবাস করিতেছেন বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং অষ্ট্রেলিয়া যেমন ইংরেজ জাতির এক একটি উপনিবেশ, এই বঙ্গদেশও তেমনি আর্য্যজাতির একটি উপনিবেশ মাত্র এবং ইহাও আর্য্যস্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত এবং আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া সীমাবদ্ধ। এ প্রদেশেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় আর্য্য ও অনার্য্যসংমিশ্রণে বহু সঙ্করজাতির উদ্ভব হইয়াছে এবং সংখ্যা বহুল বলিয়া অনার্য্যজাতির আচারব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মকর্ম্ম আর্য্যজাতির নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের সহিত মিলিয়ামিশিয়া এক অভিনব সমাজ সংগঠিত করিয়াছে এবং এখানেও কর্ম্মকারের পুত্র কর্ম্মকার, সূত্রধরের পুত্র সূত্রধর প্রভৃতি বিভিন্নশ্রেণীতে বিশাল হিন্দুজাতি বিভক্ত হইয়া জন্মদ্বারা জাতির নির্ণয় হইতেছে।

প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় অনুশাসনের ফলে কত রাজ্যের উত্থান হয়, কত রাজ্যের পতন হয়। রোম ও গ্রীসের পর্ব্বতপ্রতিম সাম্রাজ্য নিয়তির কঠিন বিধানে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদের জয়পতাকা লোকে দেখিতে না দেখিতে ঝঞ্ঝাবাত-বিক্ষিপ্ত-ধূলিরাশির ন্যায় উড়িয়া গিয়াছিল। নিয়তির তেমনি অনুশাসনের ফলে হিন্দুর রাজমুকুট বঙ্গলক্ষ্মীর মস্তক হইতে খসিয়া পড়ে এবং হিন্দুর রাজসিংহাসন নবদ্বীপ-প্রান্তবাহিনী গঙ্গার জলে শাস্ত্রালাপের সুখানিলে বিলয় পায় এবং তৎক্ষণাৎ বঙ্গের প্রশান্ত নীলাকাশ কুসংস্কারের ঘোরতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং ব্রহ্মণ্যশক্তির আকাশব্যাপিনী বিদ্যুন্মালা ভয়ঙ্কর চমকে খেলিয়া শত বজ্র একসঙ্গে চারিদিকে কড়মড় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং যবনের নিপীড়নবায়ু কখনও শোঁ শোঁ কখনও হুঁ হুঁ শব্দে সংসারনাশিনী-শক্তি ও সর্ব্বগ্রাসিনী-ক্ষমতা প্রকটিত করিত এবং তদ্দ্বারা বঙ্গীয়-সমাজের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকশক্তি একেবারে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল। এমন দুঃসময়ে, বঙ্গীয় হিন্দুর এমন সঙ্কটাপন্ন সময়ে কতিপয় স্বার্থান্ধ, মানবজাতির মহাসেবা ও পরসুখ-পরায়ণতারূপ অনুষ্ঠানের মহাব্রত পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনাভিপ্রায়ে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া, অকুণ্ঠিতপ্রাণে, অশ্রুধারাকুল অসহায় প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করার দুরভিসন্ধিতে এবং পিতৃহীন নিঃসম্বল বালকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়ার জন্য,—বহুব্রত,—বহু পূজাপ্রণালী এবং বহুব্যয়সাধ্য শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের আবিষ্করণে ও উপদেশ দানে সরল ও ধর্ম্মভীরু হিন্দু-

সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা পরাধীন হিন্দুসমাজ কুসংস্কারের কুহকে সমাচ্ছন্ন এবং অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গদেশের এহেন শোচনীয় সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন সমদ্ভূত হইয়া এ দেশে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র এই দুই জাতির অস্তিত্ব দেখিতে পাইলেন। স্বাধীনতা বিহীন বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্ব দেখিলেন না এবং সাম্রাজ্য সংরক্ষণ এবং তাহার সংস্থিতি জন্য অন্য কোন জাতিরও আবশ্যকতার উপলব্ধি করিলেন না। কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশে কৃষকের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না, কৃষি ও বাণিজ্যের আবশ্যকতাও দেখিলেন না। সর্ব্বসংহারিণী সে লেখনীর প্রভাবে হঠাৎ এ দেশের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির দীন-হীন জীবনের জীবন-লীলা নিঃশেষিত হইয়া গেল। এইরূপ অস্বাভাবিক ও অনৈসর্গিক শ্রেণীবিভাগে বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজকে বিভক্ত করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে তৎকালে বাল্মীকি, ব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস, প্রভৃতির কাব্যের পরিবর্ত্তে এবং আর্য্যভট্ট বরাহ মিহিরের জ্যোতিষ সিদ্ধান্তের স্থলে এবং লীলাবতীর গণিতশাস্ত্রের স্থান বিনিময়ে রঘুনন্দনশাস্ত্র—অনুশাসনের উৎকৃষ্ট দোহাবলী সমগ্র বঙ্গদেশ আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। প্রাচীন ভারতের শৌর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান-গরিমা ও মহত্ব অস্তগামী প্রভাকরের ন্যায় স্তিমিত ভাবাপন্ন হইয়া পড়ায়, খদ্যোতের ক্ষীণ জ্যোতিই তৎকালীন প্রখর-মার্ত্তণ্ডদীপ্তি বলিয়া অনুভূত হইত, এবং বিকটকণ্ঠ বায়সই সে সময়ে পিককণ্ঠ কোকিলের সম্মানলাভে সমর্থ হইয়াছিল এবং সমগ্র হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-গরিমা অবনতির নিভৃতকন্দরে সংস্থিত থাকিয়া বঙ্গীয় হিন্দুদিগকে ক্রমে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকশক্তিতে হীন হইতে হীনতর করিয়া এক পশুর সমাজে পরিণত করিয়াছিল। তদবধি জাতীয় উদ্দীপনা নাই, জাতীয় অভিমান নাই, স্বকীয় গৌরবলাভে যত্ন ও চেষ্টা নাই এবং তদবধি সতীত্বের আদর্শ নাই, ঋষি, তপস্বী নাই, যতি, ব্রহ্মচারী নাই। দৈবঘটনায় যেমন দেবমন্দির শূকরশালায় পরিণত হয়, নন্দনকাননেও পিশাচ বাস করে এবং পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীও মলমূত্রে কলুষিত হয়, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের দশাও তাহাই হইয়াছিল। তখন অজ্ঞান, আলস্য, ঔদাস্য নিশ্চেষ্টতা, পরভাগ্যোপজীবিত্ব হিন্দুসমাজের স্তরে২ নিহিত ছিল; এবং সে সমাজ প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চশতবৎসর এইরূপ অবস্থায় পরিণত থাকে।

এ সংসারে চির-অমাবস্যা নাই, চির-পূর্ণিমা নাই, আবহমান সুখ নাই, চির-দুঃখ নাই, অনন্ত অবনতি নাই, অনর্গল বারিবর্ষণ নাই, চির-ঝঞ্ঝাবাত নাই, চির-মলয়ানিল নাই, সকলেরই বিরাম আছে, বিচ্ছেদ আছে। বঙ্গীয় হিন্দু একদিকে ব্রাহ্মণের অনুদার ধর্ম্ম-নীতির অধীনে থাকিয়া এবং অন্যদিকে মুসলমান শাসনের ঝঞ্ঝাবাতে আলোড়িত হইয়া দিশাহারা হওয়ায়, আর্য্যজাতির আশাজ্যোতি অকালে নির্ব্বাণোন্মুখ হইতে চলিল দেখিয়া—আর্য্যাবর্ত্তের উজ্জ্বল দিবাকর সান্ধ্যগগনে অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই অস্তাচলের অভিমুখী হইতেছেন দেখিয়া—দয়াময় বিধাতা বহুদূর হইতে সুসভ্য ইংরেজজাতিকে আনয়ন করিয়া এই বঙ্গদেশের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যিনি কণ্টকের মধ্য হইতেও মনোহর পুষ্প, মৃগের নাভিদেশ হইতে সুগন্ধি কস্তুরী,

ভূগর্ভ হইতে স্বর্ণ ও রজত, অতল-জলধি-তল হইতে মণিমুক্তা, শুষ্কপ্রায় তরু হইতে স্নিগ্ধ বাসন্তি পল্লব উৎপাদন করেন এহেন অদ্ভুতকর্ম্মা জীবজগতের জীবনপ্রবাহে মনুষ্যত্বের আদর্শ-স্বরূপ আর্য্যজাতিকে আর কতকাল অবনতি-নিগড়ে বাঁধিয়া রাখিবেন? তাই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের জ্যোতি বহুদিনের কুসংস্কারাপন্ন ও অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত বঙ্গীয় হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষায়, আহারে বিহারে, সভ্যতায় ও সামাজিকতায়, এবং এমন কি তাহার দৈনন্দিন ব্যাপারে প্রতিফলিত হইতে লাগিল এবং তাহারই ফলে বেদ ও বাইবেল, দর্শন ও লজিক, গীতা ও মিল একত্রে পঠিত ও আলোচিত হইতেছে। প্রতিভার এই প্রাচীনতরুর সহিত ঐ নবোদগত অঙ্কুরের প্রথম মিলনে এক অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিল। আকাশেই নক্ষত্র উদিত হয়, সরোবরেই কমল বিকশিত হয়, মধুচক্রেই মধুর সংস্থান সম্ভবে তজ্জন্য বঙ্গদেশেই পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ। জলে জল, তরলে তরল, লোহিতে লোহিত, উজ্জ্বলে উজ্জ্বল, মধুরে মধুর খুব সহজে মিশ্রিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতও তেমনই হিন্দুর শিক্ষাস্রোতে মিশিতে সমর্থ হইয়াছে। এই শিক্ষার প্রভাবেই বঙ্গীয় হিন্দুর অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। তদ্দরুণ ব্রাহ্মণের অঙ্কুশ তাড়নার অধীন এবং নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে অন্যান্য জাতি আর থাকিতে চাহিতেছেন না। ব্রাহ্মণেতর জাতি তাঁহাদের আশা ও বাসনা কুসুম কোরকেই বিনষ্ট হইতে দিতে রাজি নহেন। তাঁহাদের হৃদয়-মরুভূমি আজীবন এমনই দগ্ধ-ক্ষেত্র রাখিবেন কেন? তাই ব্রাহ্মণসমাজের সঙ্গে একে একে ব্রাহ্মণেতর জাতির সামাজিক সংঘর্ষ হইতেছে। আগুন যেমন অনিল সংবর্দ্ধনায় অতিক্রুত বর্দ্ধিত হয় তেমনি সমাজ-সংঘর্ষ ইংরেজীশিক্ষার প্রভাবে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তজ্জন্যই শিক্ষাদৃপ্ত বৈদ্যসমাজ এ আগুন সর্ব্বাগ্রে প্রজ্জলিত করেন, পরে কায়স্থসমাজ সে অনলে ইন্ধন যোগান এবং ক্রমে কবে যে বঙ্গীয় হিন্দুর অন্যান্য জাতি সে আগুনে আহুতি দেন তাহারই বা ঠিকানা কি? ফলে সমগ্র ব্রাহ্মণেতর জাতির জাতীয় হৃদয় সংস্কার-প্রধূমিত বারুদগৃহস্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণসমাজের সঙ্কল্প; কালে খরবাহিনী স্রোতস্বিনীর তটস্থিত ও তরঙ্গাহত বালুস্তূপের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং তাঁহাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বসন্ত-বাতস্পৃষ্ট কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের অনেকেরই অন্তরে লালসার বাড়বাগ্নি, মুখশ্রীতে অভিমানের প্রদীপ্তচ্ছটা, অঙ্গভঙ্গিতে অসুরদর্পের অশেষবিধ আড়ম্বর, স্বার্থান্ধ বুঝিতেছেন না—মানুষের মত মানুষের আশাও ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত ও ধীরে ধীরে প্রবর্দ্ধিত হয় এবং দুঃখ-নিপীড়িত ও পদ-দলিত ব্রাহ্মণেতর জাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তাঁহা-দের হৃদয়ের অন্তঃস্থল সমুত্থিত অবশ্যম্ভাবী স্পৃহা। এ আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরদত্ত এবং তিনিই ইহার পৃষ্টপোষক। এ ঐশশক্তির বিরুদ্ধে খড়্গাহস্ত হইয়া থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে। মানবীয়শক্তি কোথায়ও কখন ঐশশক্তিকে পরাভূত করিতে সক্ষম হয় নাই। ব্রাহ্মণসমাজ যাহাই মনে করুন বিধাতার উপর বিধাতা নাই এবং রোগ যেমন সংক্রামক মনুষ্যের দোষগুণও তেমনই সংক্রামক।

যেমন একটী দীপ হইতে সহস্র দীপ মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমনই একটা ভাব, বিহ্বল হৃদয় হইতে সহস্র হৃদয় মুহূর্ত্তের মধ্যে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত ও আবেশিত হইয়া থাকে। প্রমাণ রাজনৈতিক পুরাতন ফ্রান্স—প্রমাণ সমাজনৈতিক নূতন আমেরিকা। যে শক্তি জনসাধারণের সমবেত শক্তির বলে বলীয়ান সে শক্তি নষ্ট করিতে এ পর্য্যন্ত কেহই সমর্থ হন নাই। রোমসম্রাট্ নীরো, ক্লদিয়স ক্যালিগুলা এবং চিরকলঙ্ক দুরাত্মা টারকুইন সকলেই সে শক্তির নিকট পরাজিত। ফরাসিদেশের রাজা নবমচার্লস, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসও সেই শক্তির নিকট পরাভূত—প্রকৃতির নিয়ম এইরূপ অমোঘ এবং অনুল্লঙ্ঘনীয়। মনুষ্য সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ অথবা সৃষ্টজগতের মুকুটমণি, সে মানে কিংবা অপমানে, আলোকে কিংবা অন্ধকারে, প্রাসাদে কিংবা পর্ণকুটীরে, রাজরাজেশ্বর কিংবা রাজপথের ভিখারী—যেভাবে অথবা যেখানেই অবস্থান করুক তাহার নাম মনুষ্য। মানুষ ইচ্ছা করিলেই আপনার গলায় ছুরি দিতে পারে, আগুনে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিতে পারে। মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন জীবই ইচ্ছার এইরূপ অসামান্য স্বাতন্ত্র্য—এই আংশিক বিধাতৃশক্তি এইরূপ ভয়ঙ্কর উচ্ছৃঙ্খলতার অধিকারী নহে। এইরূপ অবস্থায় যাহারা মনুষ্যজীবনের উচ্চ-অধিকার ও উচ্চসম্পদের মূলে কুঠারাঘাত করে, মনুষ্যজীবনকে সর্ব্বতোভাবে পশুজীবনে পরিণত করিয়া উহার নৈসর্গিক বিকাশের সমস্ত আশাই নির্ম্মূল করিয়া ফেলে, তাহারা মনুষ্যপদবাচ্য নহে এবং তৎসম্পর্কে তাহাদের কার্য্যাবলীও মনুষ্যোচিত নহে।

সাধুলোকের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনসাধারণের সুখ-সমুন্নতি, জাতীয় সম্মানবৃদ্ধি এবং পরের সুখদুঃখে সুখদুঃখের অনুভব। বর্ত্তমান বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসমাজ এ পথে যাইতে অসম্মত কেন? বড় হইতে হইলে সকল বিষয়েই বড় হইতে হয়। অন্তঃকরণে হীন হইলে বড় বলিব কেন? চরিত্রে হীন হইলে কিসের বড়? অবিচার অত্যাচারের একটা সীমা আছে। তাহার অতিক্রম করিলেই অনর্থ ঘটিয়া থাকে। সাক্ষ্যস্থল একশতাব্দীর পূর্ব্বের ফরাসিদেশ। সেই ভূমি সাতশতাব্দীর সঞ্চিত দুঃখে দগ্ধ হইয়া ফ্রান্সের তদানীন্তন জাতীয়-হৃদয় প্রতপ্ত বারুদগৃহের উপমাস্থল ছিল এবং মেরাবোর, রুসো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকের সামান্য লেখনী পরিচালনেই এবং বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়নবোনাপার্টির সামান্য ইঙ্গিতেই রাষ্ট্রবিপ্লবের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়া তৎকালীন ফরাসি রাজবংশের প্রাধান্য ভস্মীভূত করিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা সমগ্র ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের মনে ভীতির দারুণ বিভীষিকা সংস্থাপিত করে। ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের উপদেশে এ দেশে পশুবৎ অত্যাচার যথেষ্ট হইয়াছে। গঙ্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপ সহমরণ প্রথা, কালীদেবীর নিকট নরবলি প্রভৃতি কতই পাপকার্য্য ধর্ম্মের সূক্ষ্ম আবরণে এবং শাস্ত্রের অনুশাসনে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাদের সংখ্যাবধারণ অসাধ্য। সুসভ্য ইংরেজশাসনে অনেক অপকর্ম্ম উন্মূলিত হইয়াছে। অবশিষ্ট কি সমাজশাসনে উন্মূলিত হইবে না? মনুষ্য সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ তাহাকে

ঘৃণা করিতে নাই, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে নাই। এ জগতে জীবের রক্ত-শোষক জলৌকা হইতে প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড সূর্য্য পর্য্যন্ত কিছুই অনর্থক সৃষ্ট নহে। প্রকৃতির এ বিশাল রাজ্যে বিষ-কীট, বিষাক্ত বিছুটির কণ্টকিত পত্র এবং লোকভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও জলপ্লাবন প্রভৃতি আপাত নিরর্থক বিষয়ও সার্থক বলিয়া সুপ্রমাণিত। সেই জগতে—প্রকৃতির সেই রাজ্যে সমগ্র ব্রাহ্মণেতর জাতিরূপ বিরাট বিগ্রহের অন্তর্দাহ-সূচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনও নিরর্থক হইতে পারেনা এবং তাহাও নিষ্ফল হইতে পারে না। মনুষ্যের রোগ-যন্ত্রণা যেমন আরোগ্যের উপায় প্রদর্শক, মনুষ্যজাতির এই নিত্যব্যাপী হৃদয়-যন্ত্রণাও সেইরূপ নিত্যস্থায়ী হৃদয়ানন্দের পথপ্রদর্শক। জগৎ-যন্ত্রের অলঙ্ঘ্য নিয়মে জীবনের বর্ত্মে জীবক্রমে উন্নতিলাভ করে। ভাগ্যলক্ষ্মী কখন কাহার উপর সুপ্রসন্ন হন তাহা কেহই বলিতে পারে না। আজ যে দীনহীন কাঙ্গাল, কাল হয়ত সে রাজ্যেশ্বর সম্রাট্ হইতে পারে, আজ যে অত্যন্ত মূর্খ, কালসহকারে সে হয়ত মহাপণ্ডিত হইতে পারে। মহাবীর নেপোলিয়ান ইংরেজজাতিকে ব্যবসায়ী বলিয়া ঘৃণা করিতেন। নিয়তির কঠিনবিধানে ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনিও সেই ইংরেজজাতির হস্তে আত্মসমর্পণ দ্বারা বন্দী হইয়াছিলেন এবং সুদূর সেণ্টহেলনা দ্বীপে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় আজীবন তাঁহাদেরই অনুগ্রহের প্রত্যাশী হইয়া তাঁহার জীবন-মহানাটকের শেষাঙ্কের অভিনয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক সময়ে রোমের বাহুদর্পে ধরণী নিয়ত থর্ থর্ কম্পমানা থাকিত। রোমীয় বীরপুরুষদিগের কথা দূরে থাকুক রোমের একটী সামান্য দূতও প্রতিবেশী রাজাদিগের নিকট রাজোচিত অভ্যর্থনা পাইয়াছে; এবং সে যাহাকে যে আদেশ করিয়াছে তাহাই শিরোধারণপূর্ব্বক প্রতিপালিত হইয়াছে। লোকে সূর্য্য-চন্দ্রের কক্ষভ্রংশও কল্পনা করিতে পারিয়াছে তথাপি রোমের পতন কেহ কল্পনা করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু রোম যে অসভ্যজাতি সমূহের স্বত্ব ও অধিকার নিপীড়ন করিয়া, দুর্দ্দান্ত দানবের ন্যায় ভৈরবমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান ছিল কালে সেই অসভ্যজাতিয়েরাই সমুত্থিতবলে রোমের মাথার মুকুট কাড়িয়া লইয়াছে—উহার বক্ষস্থলে পদাঘাত করিয়াছে—উহার রাজবেশ রাজভূষা সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—উহার ধরাবলুণ্ঠিত মৃতদেহের উপর স্বকীয় জয়ধ্বজা তুলিয়া দিয়া সাধারণীশক্তির অসীমতার পরিচয় দিয়াছে। রূপের অনলে ট্রয় পুড়িয়াছিল, দৌরাত্ম্য-তরঙ্গে বিপুল-রাবণবংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, প্রেম-রজ্জুতে জুলিয়স সীজর বাঁধা পড়িয়াছিলেন, অভিমানের দাবানলে কুরুবংশ নির্ব্বংশ হইয়াছিল, তেমনি হিন্দুর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহ্নিতে সমগ্র হিন্দুসমাজ দাউ দাউ জ্বলিতেছে। সম্প্রতি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ কুঠারছিন্ন শালযষ্টির ন্যায়, সুরলোকভ্রষ্ট দেবপুরুষের ন্যায়, ফলপুষ্পহীন বৃক্ষের মত সর্ব্বতঃ পরিদৃশ্যমান।

এ বিংশ শতাব্দীতেও আমরা আত্মভ্রষ্ট উদ্দেশ্যভ্রষ্ট এবং জীবনের তত্ত্বভ্রষ্ট। সর্প যেমন সর্ব্বদা দুগ্ধপান করিয়াও শুধুই দেহ-প্রাণনাশি বিষরাশি উদ্গীরণ করে, উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুগণতানও সেইরূপ প্রতিপত্তির পীযূষধারা-পানে প্রবর্দ্ধিত হইয়া নিরন্তর নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুর প্রাণে অভিমানের জ্বালাময় বিষ ঢালিয়া

দিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে পর্ব্বতের নাম পর্ব্বত সমুদ্রের নাম সমুদ্র হইলেও তিল তিল করিয়া পর্ব্বতের বিশাল তনু এবং ফোটা ফোটা করিয়াই সাগরের অসীমত্ব এবং ভূভাগ যেমন স্তরে স্তরে সৃষ্ট মনুষ্য সমাজও তেমনই স্তরে স্তরে অবস্থিত। প্রকৃতির এ বহু বিস্তীর্ণ রাজত্বে ও ছোট-বড় আছে, ভালমন্দ আছে, পুষ্প ও কণ্টক একস্থানেই আছে, ধনভাণ্ডেও সর্প থাকে, অতলজলধিতলে মহামূল্য মুক্তাও থাকে, লোক-ভয়ঙ্কর কুম্ভীরও বাস করে, উদ্যানে সুন্দর সুগন্ধ চন্দনতরুবরও আছে আর গন্ধ-হীন জীর্ণ শুষ্ক দ্রুমও আছে; সুতরাং এ বিভিন্নতা হিন্দুসমাজেও থাকিবে। নিম্ন-শ্রেণীকে ঘৃণা করিয়া তাহাদের সহিত না মিশিলে তাহারা উচ্চ আদর্শ কোথায় পাইবে? তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার সুব্যবস্থা না করিলে তাহারা উন্নত হইবে কি প্রকারে? পক্ষা-ঘাত রোগীর অঙ্গবিশেষ অকর্ম্মণ্য হইলে তাহার সম্পূর্ণ দেহটী অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। বিরাট হিন্দুসমাজেরও সম্প্রদায়-বিশেষের অবনতি বশতঃ সমগ্র হিন্দুসমাজ পক্ষাঘাত রোগীর ন্যায় অসাড়, অচল এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে না কেন? এমত অবস্থায় হিন্দুজাতির উন্নতি প্রত্যাশা করিলে সমগ্র হিন্দুজাতিটাকে সেই পথে আনিতে হইবে; তাহাদের অন্তঃকরণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইতে হইলে তাহাদের সুখসমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়, এবং তাহা হইলে তাহাদের প্রতি গাঢ় সমবেদনা দেখাইতে হইবে তাহা-দের সুখদুঃখে মিশিতে হইবে। প্রাতঃস্মরণীয় বুদ্ধদেব তাঁহার প্রাণের কথা, ধর্ম্মের সার সত্যকে পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, সর্ব্ব-সাধারণের নিমিত্ত উদারভাবে প্রচার করিয়া-ছিলেন এবং সকলেরই প্রাণে দয়া, প্রীতি ও স্নেহের শান্তিধারা বর্ষণ করিয়া জীবমাত্রকেই স্নেহ ও করুণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। সেই মহদ্‌গুণেই বৌদ্ধধর্ম্ম এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া-ছিল এবং এত উৎকর্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিল। মহাপ্রাণ যীশুখ্রীষ্টও পরম শত্রুকেও প্রিয়তম-বোধে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং সমগ্র মানবজাতিতে প্রেমময় ভ্রাতৃভাবের লহরী তুলিয়াছিলেন; তাই সুসভ্য জগতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের এত প্রসার ও এত প্রতিপত্তি। স্ব-জাতির প্রতি গাঢ় সমবেদনা না থাকিলে, স্বজাতির সহিত প্রতিযোগে যুক্ত না' রহিলে, স্বজাতির ক্লেশ-কলঙ্কে কেনই বা ক্লিষ্ট হইব? এবং ক্লিষ্ট না হইলে কেনই বা তাহা অপ-সারণের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইব?

তুমি উপবাসী রহিয়াছ বলিয়া আমিও কি অভুক্ত রহিয়াছি? তুমি বলদৃপ্তের দৌরাত্ম্যে দগ্ধ হইতেছ বলিয়া আমিও কি তোমার সহিত বিনালাভে—বিনালোভে আগুনের জিহ্বায় হাত বাড়াইতে যাইতেছি? তোমার যদি রোগ হইয়া থাকে তাহা হইলে যন্ত্রণা তোমার। তোমার জ্বালায় অথবা তোমার যন্ত্রণায় আমার আসে যায় কি? ইহা স্বার্থান্ধ লোকের অন্ত-র্নিহিতভাবের বহিরাকৃতি মাত্র। যাঁহারা মানবজাতির মহাসেবা ও পরসুখ-পরায়ণতারূপ অনুষ্ঠানের মহাব্রত পরিত্যাগ করিয়া আপনার অবৈধ স্বার্থসংরক্ষণ জন্য ক্ষুদ্রতা বা নীচতার কারাগৃহে বন্দী রহিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা মনুষ্যনামের অযোগ্য এবং তাঁহাদের মানব-জন্ম বৃথা!

দেশকাল-পাত্র অনুসারে ধর্ম্মের বিভিন্নতা হয়, সমাজেরও অবস্থান্তর হয় এবং সকলেই উৎকর্ষের উপাসক—উৎকর্ষের দিকে উন্মুখ। পৃথিবীস্থ পণ্ডিতবর্গ একতানকণ্ঠে কহিতেছেন যে, জগৎ-প্রাণভূতা প্রকৃতিদেবী হাতে কুলা লইয়া কালের সেই অচিন্তনীয় আরম্ভ হইতে এই অনন্তবিশ্বের অনন্ত কোটি বস্তু নিরন্তর ঝাড়িয়া ভালমন্দ নির্ব্বাচন করিতেছেন এবং যাহা উৎকর্ষের অনুকূল তাহাই মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই বিলয়ের মহাসমুদ্রে ফেলিয়া দিতেছেন, এমতাবস্থায় বঙ্গীয় হিন্দুকে ধর্ম্মের দিকে, চরিত্র সংগঠনপক্ষে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে নতুবা তাঁহাদের ধ্বংস স্থিরনিশ্চয়। কারণ তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে অপকর্ষের চরম-সীমায় সমুপস্থিত। মিথ্যা, প্রতারণা, স্বার্থ-পরতা, অহঙ্কার, শঠতা এ জাতির জাতীয়-জীবনের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, প্রকটিত। যেস্থলে সূর্য্য-রশ্মি প্রতিভাত হয় না সেস্থলে যেমন ফুল ফোটে না, ফল ফলে না সেইরূপ যেখানে ধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হয় না সেখানেও মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না। হিন্দু-সমাজ ভুলিয়াছেন যে, ধর্ম্মের মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, চরিত্রেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব। মনুষ্যের মত মনুষ্যের জাতি বিশেষও রুগ্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যের মত মনুষ্যের সমাজ বিশেষও বিকৃত হইয়া উঠে। নানাকারণে বঙ্গীয় হিন্দুজাতি এখন রুগ্ন সুতরাং চিকিৎসার আবশ্যক। বহুশতাব্দীর বন্ধনে হিন্দুসন্তান বিকৃত সুতরাং সংস্কার চাই। নানাপীড়নে হিন্দুগণ বিপন্ন ও অবনতিস্রোতে ভাসমান সুতরাং তাহার উন্নতি চাই, উত্থান চাই। সোণা যেমন আগুণে পুড়িয়া পুড়িয়া অতি উজ্জ্বলকান্তি ধারণ করে, মনুষ্যের আত্মাও সেইরূপ দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়াই পবিত্র হয়। এই জন্যই দুঃখের সৃষ্টি। এ সংসারে যে আসিয়াছে সেই কোন না কোন সময়ে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে এবং কিছু না কিছু দুঃখ ভোগ করিয়াছে—ইহা ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন, জাতিগত হিসাবেও তেমনই। বঙ্গীয় হিন্দু পাঠানের শাসনে নিষ্পেষিত হইয়াছেন, মোগলের অধীন হইয়া শত শত বৎসর দুঃখে কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছেন এবং অন্য-বিধ শত অত্যাচার ও উৎপীড়নে দুঃখের আগুনে দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়াছেন সুতরাং এ জাতির এখন চৈতন্য হইবে, এ জাতি এখন জাগিবে। অনেকে বলেন এ জাগরণে, এ উত্থানে বঙ্গীয় সমাজের এ চৈতন্যে দেশের ধনীলোকের এবং কুলীন সম্প্রদায়ের সহানুভূতি নাই কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি এই বলিতে চাই যে, এ জগতের কোন স্থানেই কোন নূতন বিষয়ের প্রবর্ত্তনায়, নূতন ভাব-সমাবেশে কোথায় ধনী লোক এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোক অগ্রগণ্য হইতে দেখা যায় না। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ইটালি, ফ্রান্স, রুশ, জাপান প্রভৃতি সমৃদ্ধ ও সুসভ্য দেশ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ঐ সমুদয় দেশে বহু আলোড়ন আবর্ত্তনে মধ্যবিত্ত লোকই অগ্রণী। বারিবর্ষণেও কোন পুষ্প পাষাণের উপর প্রস্ফুটিত হয় না, মৃত্তিকাতেই কুসুমের বিকাশ হয়। তজ্জন্যই কিবা সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে, কিবা ক্ষণস্থায়ী গার্হস্থ্য জীবনের বিবিধ অনুষ্ঠানে, কিবা চিরস্থায়ী অধ্যাত্মজীবনের উৎকর্ষবিধানে এ জগতের সর্ব্বত্রই মধ্যবিত্ত লোকের প্রসার ও প্রতিপত্তি। নিউটন, গ্যালিলিয়ো, টলেমি,

আরিস্ততল, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, কালিদাস, সেক্সপিয়র, ভবভূতি, মিলটন, কোমটি, হোমার সক্রেটীশ প্রভৃতি জ্ঞানী ব্যক্তি এবং ম্যার্টিসিনি, ওয়াসিংটন, নেপোলিয়ানবোনাপার্ট ক্রমওয়েল প্রভৃতি বীরপুরুষগণ মধ্যবিত্ত গৃহেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির বস্ত্র-বিতানে, তাহার নিত্য লীলাভূমি এ ভব-প্রাঙ্গণে মধ্যরাত্রিই নিস্তব্ধতার চরমোৎকর্ষ, দিবা-মধ্যভাগেই মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণের সর্ব্বাধিক প্রচণ্ডতা, এমতাবস্থায় মধ্যবিত্ত লোকই যে সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী হইবেন তাহা যেন বিধাতার বিধান—প্রকৃতির অনিবার্য্য ব্যবস্থা। সুতরাং এ বঙ্গদেশেও এ জাগরণে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকই সর্ব্বাগ্রে জাগিবেন, উন্নতি-সোপানে সর্ব্বোত্তোভাবে উঠিতে চেষ্টা করিবেন। দীপ্তকান্তি-কনককণা এতকাল আবর্জ্জনারাশির মধ্যে থাকিয়া মলিনাবস্থায় ছিল, এখন অনুশীলন অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া উহার দীপ্তি আবার প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখন চিরসঞ্চিত ভস্মরাশির তলে পড়িয়া ভস্মাচ্ছাদিত আছে; এক ফুৎকারে ভস্ম উড়াইয়া ফেলিয়া উহাকে জ্বালাইলেই আবার সেই অগ্নিশিখা হোমাগ্নির ন্যায় আকাশ ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। অধুনা ভারতবর্ষে নবজীবনের সঞ্চার দেখা যাইতেছে। যে ভারতাকাশে বিষাদের মেঘ আসিয়া গভীর অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল; ক্রমে ক্রমে সে মেঘ অপসারিত হইতেছে এবং কালে পূর্ণচন্দ্রের প্রফুল্ল জ্যোৎস্না উছলিয়া পড়িবে। যে আগুন নিবিয়া গিয়াছে, তাহা আবার প্রজ্জ্বলিত হইবে; যে শোভা আঁধারে ডুবিয়াছে তাহা আবার নূতন খরতর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া অধিকতর সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইবে। রুগ্ন বঙ্গীয় হিন্দু, তুমি নিরাশ হইও না; বিপন্ন বঙ্গীয় সমাজ, তুমি আর অশ্রুপাত করিও না; বিকৃত বঙ্গীয় জাতি, তুমি আর আক্ষেপ করিও না। ঐ দেখ অমারাত্রির অবসান হইতেছে। ঐ দেখ তিমিরাবৃত আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে আর্য্যজ্ঞানের আলোক রেখা সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ দেখ সেই আলোকে ভারতের ইতস্ততঃ আলোকসঞ্চার পরিলক্ষিত হইতেছে এবং তোমারও নবজীবনের আরম্ভ হইয়াছে। ইতি

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

তীর্থদর্শন।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

৭ই মাঘ শনিবার ১৩১৭।

মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রায় সাত ক্রোশ ব্যবধান। রাস্তাটী সুপ্রশস্ত, উভয়পার্শ্বে বৃক্ষরাজিসমাকীর্ণ ও নিরন্তর যাত্রিগণ দ্বারা পরিসেবিত। আমরা নানাবিধ দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে চলিলাম। উভয়পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরভূমি, লোকালয় কচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। এইস্থানে কি বৃন্দাবনে জয়দেব

বর্ণিত "ললিত লবঙ্গলতা" অথবা "কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীর" আমরা কুত্রাপি দেখিলাম না। কোকিলের স্থানে কাক ও সর্ব্বস্থানে কপিরাজ বিরাজিত। পথের উভয়পার্শ্বে দলে দলে বানর বিচরণ করিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনধামে বানরের উৎপাত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বানর অমর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ তাহাদিগের মৃত্যু অতি বিরল, কিন্তু তাহাদিগের জাতিবর্দ্ধক শক্তি অপরিসীম। রাধারাণী যে অপার্থিব সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী, তথায় হিংসা নাই সকলেই নিরামিশ-ভোজী। বৃন্দাবন-পাদদেশবিধৌতা যমুনা অধুনা সংকীর্ণতোয়া ও কচ্ছপরাজিসমাকীর্ণা। কচ্ছপগণ কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করে না, যাত্রিগণ ছোলা, খই ইত্যাদি জলে নিক্ষেপ করিলে অসংখ্য কচ্ছপ মহানন্দে ভোজন ব্যাপার সম্পাদন করে। বানরদল আহারের লোভে লোকের ঘটীবাটী অপহরণ করে বটে, কিন্তু ভোজ্য পাইলে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাহরণ করে। বৃন্দাবনধাম মধ্যে নিধুবন ও নিকুঞ্জকাননে অসংখ্য বানর দলে দলে বিচরণ করে, যাত্রিগণ প্রবেশকালে তাহাদিগকে ছোলা মটর প্রদান করে। এইজন্য নিধুবনের সিংহদ্বারের সম্মুখে একটী ছোলাদির দোকান সংস্থাপিত হইয়াছে।

উপাসনাকালে, বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারিত হয় বটে, কিন্তু বাহিরে, ভিতরে, পথেঘাটে সর্ব্বস্থানে রাধারাণীর পবিত্র নাম সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। বৈদিক সময়ের সত্যযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক হিন্দুরমণী জ্ঞান, বিদ্যা, সাহস, আত্মত্যাগ ও সতীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু রাধার ন্যায় সর্ব্বজনসেবিতা রমণী পৃথিবীতে অতি বিরল। তাঁহার অতলস্পর্শী প্রেমজলধি মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তদীয় রাতুলচরণ মস্তকে ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লব মুদারম্।

রাধাচরিত্র অতীব গুহ্য রহস্যপূর্ণ। এই পরম গুহ্যচরিত্র অধিকারীভেদে হৃদয়ঙ্গম হয়। যোগেশ্বর ভক্ত বৈষ্ণবমহাত্মাগণ এই মহাচরিত্রের কণামাত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। আমরা সেই অগাধ প্রেমজলধির পরমরমণীয় দৃশ্য দূর হইতে সন্দর্শন করিয়া অবনতমস্তকে আমাদের অজ্ঞানতা স্বীকার করিয়া প্রণাম করিতেছি। সেই ভক্তিরূপিনী রাধা চিরকাল হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে মধুর রস সিঞ্চন করিবেন। তিনি বসুধারায় অবতীর্ণা হইয়া যে মধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে ভক্তগণ স্মরণাতীতকাল হইতে সহস্রধারায় মধুপান করিতেছেন, কিন্তু তথাপি সেই মধুচক্র মধুপূর্ণ। জানি না বিধাতার কি অপূর্ব্বসৃষ্টি এই রাধারাণী। বিশুদ্ধ প্রেমের জন্য এইপ্রকার সর্ব্বস্বত্যাগ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রহ্লাদ হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক ভক্ত, অনেক ভক্তাবতার পৃথিবীকে পবিত্র করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই শ্রীরাধার অপরিসীম অতলস্পর্শী ভক্তিবারিধির পরিমাণ করিতে পারেন নাই। ধন্য সেই রাধারাণী, আর ধন্য সেই মহাদেশ যেস্থানে এইপ্রকার অপূর্ব্বসৃষ্টি হইতে পারে।

কথিত আছে ব্রজমণ্ডল চৌরাশি ক্রোশ বিস্তৃত দ্বাদশটী বন, অসংখ্য উপবন ইহার

অন্তর্ভুক্ত। সম্বৎসরকাল নিয়ত এই ব্রজমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিলে, ইহার তীর্থস্থান, মন্দিরাদি বনউপবন, যমুনাতট-সংযুক্ত ঘাটসকলের মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হয়। আমরা মাত্র এক সপ্তাহকাল বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া ব্রজমাহাত্ম্য কিপ্রকারে কীর্ত্তন করিব। এই স্থানের প্রত্যেক স্রোতস্বতী, প্রস্তর, লতাবৃক্ষ-গুল্মাদিতে ভগবানের কৈশোরলীলাস্মৃতি বিজড়িত।

"বৃন্দাযত্রতপস্তেপে তৎ তু বৃন্দাবনং স্মৃতম্।"

যেস্থানে বৃন্দা তপ করিয়াছিলেন তাহাকে বৃন্দাবন কি বৃন্দারণ্য বলিয়া থাকে। অথবা শ্রীরাধার ১৬টী নাম, তন্মধ্যে বৃন্দা অন্যতম, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যেস্থানে তিনি ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই রমণীয় বনকে বৃন্দাবন বলে। কৃষ্ণের বাল্যকালে কংশের উৎপাতে ভীত হইয়া নন্দ ও উপানন্দ গোকুল পরিত্যাগ করিয়া এই বৃন্দাবনে গৃহ নির্ম্মাণ করেন। উপানন্দনামক জনৈক বৃদ্ধ প্রবীন গোপ মহারাজ নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

অজেয় অসুরবংশ গর্জ্জে মথুরায়,
গোকুল আচ্ছন্ন তার ক্রোধের ছায়ায়।
অতএব মম যুক্তি শুনহে রাজন্,
মায়াপূর্ণ স্থানত্যাগ করিবে সুজন।
যমুনার তীরে শোভে বন মনোহর,
বৃক্ষরাজি-পরিপূর্ণ শ্যামল সুন্দর।
রাশি রাশি ফলফুল শোভে সেই বনে,
তাই বৃন্দাবন বলি ডাকে সর্ব্বজনে।
বৃক্ষবৃন্দ ফলবৃন্দ শোভে নিরন্তর,
বৃন্দাবন, মহারাজ! অতীব সুন্দর।
নবদুর্ব্বাদলে পূর্ণ সদা বৃন্দাবন,
আনন্দে চরিবে তথা তব গাভীগণ।

শ্রীভগবানের কৈশোরলীলা এই বৃন্দাবনেই শেষ হয়। সহস্র বর্ষব্যাপী বৌদ্ধবিপ্লবে বৃন্দাবনধাম নিবিড় বনে পরিণত হয়। রূপ-সনাতন ও অন্যান্য গোস্বামীগণ এই বন পরিষ্কার করিয়া শ্রীভগবানের লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে আমরা প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ রূপগোস্বামী স্থাপিত শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে গেলাম। শ্রীগোবিন্দের যেমন রূপ তেমনি বেশভূষা। বামে বৃষভানুরাজনন্দিনী জগৎলক্ষ্মী রাধারাণী। বৃন্দারণ্যের জঙ্গল কতকটা পরিষ্কার হইলে শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীশ্রীগোবিন্দজীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি বৃন্দাবনের আদি দেবতা। কথিত আছে শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীগোবিন্দ দর্শন কামনায় অনশনে ব্রহ্মকুণ্ডতীরে একদিন বসিয়া ভজন গাইতে ছিলেন। সহসা একটী সুন্দর ব্রজবালক তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এক ভাণ্ড দুগ্ধ দিয়া প্রস্থান করিল। বালকের অপূর্ব্ব রূপ ও দুগ্ধের অমৃতময় আস্বাদ অনুভব করিয়া শ্রীরূপের বিশ্বাস হইল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি দয়া করিয়াছেন। তিনি হা গোবিন্দ! হা গোবিন্দ!! বলিয়া দীননয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে স্বপ্নাদেশ হইল "যোগপীঠে যে স্থানে একটী গাভী যদৃচ্ছাক্রমে নিত্য আসিয়া দুগ্ধধারায় মৃত্তিকা সিঞ্চন করে, সেই স্থানে আমি আছি।" প্রাতে শ্রীরূপ তথায় যাইয়া মৃত্তিকার নিম্নে শ্রীগোবিন্দজীর এই বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। তাহার পর প্রতি বর্ষেই তাঁহার অঙ্গরাগ হইয়া থাকে। শ্রীরূপ একখানি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিজেই তাঁহার সেবা করিতেন; পরে জয়পুরাধিপ বহু ব্যয়ে লাল প্রস্তর নির্ম্মিত

আকাশস্পর্শী চূড়া সমন্বিত একটী সুন্দর মন্দিরে শ্রীগোবিন্দজীকে সংস্থাপিত করেন। কথিত আছে বাদসাহ আওরঙ্গজেব এই মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। ১২২৫ বঙ্গাব্দে কায়স্থকুলতিলক নন্দকুমার বসু মহাশয় বহু অর্থ ব্যয়ে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সেই মন্দিরে রত্ন বেদিকায় আমরা শ্রীশ্রীগোবিন্দজীকে দর্শন করিলাম। পুরাতন মন্দিরের নিকট যোগপীঠ আছে যাত্রিগণ তথায় যোগমায়ার মূর্ত্তি দর্শন করেন। এই স্থানে শ্রীরূপ ভজন করিতেন।

তাহার পর আমরা শ্রীসনাতন গোস্বামী স্থাপিত শ্রীশ্রীমদনমোহনের মন্দিরে গমন করিলাম। মদনমোহনের রূপ অতি মনোহর বাস্তবিক মদনকে মোহিত করিতে পারে। কথিত আছে একদা সনাতন মাধুকরী করিতে মথুরায় যান তথায় মথুরানিবাসিনী কোন চোবের পত্নীর গৃহ হইতে এই মূর্ত্তিটী উদ্ধার করিয়া যমুনাতীরে একটী উচ্চ টীলার উপর একখানি পর্ণকুটীর মধ্যে সংস্থাপিত করেন। মুলতাননিবাসী কৃষ্ণদাসনামক জনৈক বণিক উক্ত স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে উক্ত বণিক বহু মূল্য দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ একখানি বৃহৎ নৌকায় দিল্লী হইতে আগ্রা যাইবার পথে শ্রীবৃন্দাবনের দুঃশাসন টীলার নিকট একটী চড়ায় তাহার নৌকা আবদ্ধ হয়। বণিক বহু চেষ্টাতে নৌকাখানি উদ্ধার করিতে না পারিয়া সনাতনের যোগবলের সাহায্য প্রার্থনা করে। সনাতনের কৃপায় নৌকা উদ্ধার হইলে, উক্ত বণিক উক্ত টীলার নিম্নে একটী সুন্দর মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেয়। উহাই শ্রীশ্রীমদনমোহনের পুরাতন মন্দির। তদনন্তর ১২২৮ বঙ্গাব্দে পুণ্যশ্লোক কায়স্থপুঙ্গব নন্দকুমার বসু মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে মর্ম্মরপ্রস্তরে সমাবৃত যে সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহাতেই শ্রীশ্রীমদনমোহনের অপূর্ব্বমূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজিত।

তাহার পরে আমরা শ্রীগোপীনাথজীকে দর্শন করিলাম। এই বিগ্রহ মধুপণ্ডিত দ্বারা সংস্থাপিত। অন্যান্য মূর্ত্তি হইতে ইহার বিশেষত্ব এই যে শ্রীকৃষ্ণের বামে রাধারাণী ও দক্ষিণে শ্রীমতী জাহ্নবীদেবী বিরাজিতা। কথিত আছে যে মধুপণ্ডিতের আত্মীয় সূর্য্যদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জাহ্নবীদেবী শ্রীবৃন্দাবন-ধামে উপস্থিত হইয়া মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথের বামে রাধারাণীর মূর্ত্তি না দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাৎকালিক বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের নিকট তিনটী রাধামূর্ত্তি প্রার্থনা করেন। রাজা উপযুক্ত ভাস্করের দ্বারা তিনটী রাধারাণীর বিমলমূর্ত্তি ও জাহ্নবী-দেবীর একটী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। উক্ত তিন মূর্ত্তি তিন বিগ্রহের বামে সংস্থাপিত হইলে জাহ্নবীদেবীর প্রতিমূর্ত্তিটী শ্রীশ্রীগোপী-নাথের দক্ষিণে সংস্থাপিত করা হয়।

শ্রীবৃন্দাবনধামে মাধুকরীবিদ্যা বিশেষভাবে প্রচলিত। মধুকর যেমন বিবিধ প্রস্ফুটিত প্রসূন হইতে অল্প অল্প মধু আহরণ করে, তদ্রূপ দরিদ্র ব্রজবাসিগণ জীবিকানির্ব্বাহার্থে অল্প অল্প আহার্য্য দানশীল নরনারীগণের নিকট গ্রহণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। যে সমস্ত নরনারীগণ ব্রজমণ্ডলের চৌরাশী ক্রোশ মধ্যে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা এই

মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বন করেন। ব্রজবাসী গৃহস্থগণ যে প্রকার অবস্থাপন্ন হউক না কেন, দুই চারিখানি আটার রুটী ও তরকারী কি ডাউল পৃথক করিয়া মাধুকরীদিগের জন্য রাখিতে বাধ্য। ব্রজমণ্ডলে মুষ্টিভিক্ষা, চুটকীভিক্ষাদি সাধারণ ভিক্ষুর জন্য নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য মাধুকরী বিহিত হইয়াছে।

তদনন্তর আমরা শ্রীলোকনাথ গোস্বামী স্থাপিত শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ গোকুলানন্দদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভ্যুত্থানের কিঞ্চিদগ্রে লোকনাথ বৃন্দাবনে আসিয়া এই বিগ্রহ স্থাপিত করেন। তাঁহারই শিষ্য উত্তর রাঢ়ীয় দত্তবংশাবতংস শ্রীনরোত্তম গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিপার্ষদ ছিলেন। গোকুলানন্দের মন্দিরের সান্নিধ্যে লোকনাথ ও নরোত্তম ঠাকুরের সমাজ অর্থাৎ সমাধি আছে। তাহার পর শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী স্থাপিত শ্রীশ্রীরাধারমণকে আমরা সন্দর্শন করি। ইনি প্রথমে একটী শালগ্রামের সেবা করিতেন, পরে তাহাই দিব্য যুগলমূর্ত্তিতে পরিণত হয়। তদনন্তর শ্রীজীব গোস্বামী সংস্থাপিত শ্রীশ্রীরাধা দামোদরকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিলাম। শ্রীজীব, সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে শ্রীরূপ ও জীব গোস্বামীর সমাজ আছে।

কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ, যদুকুল নিধনের পর একমাত্র জীবিত যাদব, মহামহিমান্বিত সর্ব্বলোকত্রাতা শ্রীভগবানের জীবন্তমূর্ত্তি হইতে পরিগৃহীত একটী প্রাচীন মূর্ত্তি হইতে, দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইবার পর, শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া তাঁহার প্রপিতামহের মুখারবিন্দ অনুকরণে শ্রীগোবিন্দজীর মূর্ত্তি, তদীয় বক্ষঃস্থলের অনুকরণে শ্রীমদনমোহন ও শ্রীচরণভঙ্গিমানুকরণে শ্রীগোপীনাথজীর তিনটী দিব্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সহস্রাধিক বৌদ্ধবিপ্লবে যৎকালে শ্রীবৃন্দাবন অরণ্যে পরিণত হয় তখন কোন অজ্ঞাত মহাত্মা কর্ত্তৃক এই তিনটী বিগ্রহ ভূগর্ভে নিহিত হয়। তৎপরে গোস্বামীগণের নববৃন্দাবন আবিষ্কারের সময় ক্রমে ক্রমে এই মূর্ত্তিত্রয় ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল। শ্রীরূপ যোগপীঠে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মূর্ত্তি মৃত্তিকা হইতে উত্তোলিত করেন ও মধুপণ্ডিত বংশীবটতলায় শ্রীগোপীনাথজীর মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন কিন্তু চোবের স্ত্রী কোথা হইতে মদনমোহনের মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত হইতে পারিলাম না। আশা করি যদি আমাদিগের পাঠকগণের মধ্যে কেহ শ্রীবৃন্দাবনে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হয় তবে এই রহস্যোদ্ধার করিতে পারিবেন।

তদনন্তর শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী স্থাপিত শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমরা দর্শন করিলাম। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে শ্রীশ্যামানন্দের সমাজ আছে।

বজ্রনাভ আর ২টী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান, তন্মধ্যে সাক্ষীগোপাল যাজপুরে ও মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীগোপাল শ্রীনাথদ্বারে আছেন। আমি সাক্ষীগোপালের মূর্ত্তি দেখিয়াছি। ভগবানের পূর্ণায়ত দেহ একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরে খোদিত। এই প্রস্তরখণ্ড মন্দির প্রাচীরগাত্রে প্রথিত রহিয়াছে। এই মন্দিরে ভগবানের বেশভূষাদি ও পূজার আয়োজনাদি অতীব সুন্দর। এই মূর্ত্তিটী যেন সেই অনন্ত

সুন্দরের লাবণ্যে বিনির্ম্মিত। সাক্ষীগোপালের নারিকেলকুঞ্জ অতি মনোহর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারিকেলবৃক্ষে অসংখ্য নারিকেল ফলিয়া রহিয়াছে। আমরা নারিকেলতলায় বসিয়া ৵১০ মূল্যে এক একটী নারিকেল ক্রয় করিয়াছিলাম। সে আজ ৫।৬ বৎসরের কথা। যদুবংশাবতংস বজ্রনাভ দ্বারা পাঁচটী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা ঐতিহাসিকতত্ব নহে। কেবল লোকমুখে জনশ্রুতি। কিন্তু বিশেষ মনোযোগের সহিত দর্শন করিলে এই ৪টী মূর্ত্তি যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা বর্ত্তমান ভাস্করাচার্য্যের খোদিত বলিয়া অনুমিত হয় না, এই কয়েকটী মূর্ত্তিতে যে শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা অন্য বিগ্রহে আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত সমস্ত বিগ্রহের মূর্ত্তি আলোচনা করি নাই।

চৌদিকে সমুন্নত প্রাচীরে সম্বেষ্টিত, দুর্গাকারে বিনির্ম্মিত, শেঠজীর মন্দিরে অমিত সৌন্দর্য্যশালী রঙ্গজীনামে শ্রীরাধাগোবিন্দমূর্ত্তি সংস্থাপিত। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত স্বর্গীয় লক্ষ্মীচাঁদ শেঠের ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণ ও গোবিন্দদাস ছয় বৎসরে প্রায় ৪৫ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে এই অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরমধ্যে দেখিলাম সোণার গরুড়স্তম্ভ যাহা লোকে সোণার তালগাছ বলিয়া থাকে। মর্ম্মর বিনির্ম্মিত একটী উচ্চস্তম্ভ সুবর্ণপাত দিয়া আবৃত। দূর হইতে সূর্য্যকিরণসম্পাতে ইহার লাবণ্য অতিশয় মনোহর। এই শেঠজীর মন্দিরে সময়ে সময়ে একটী "মেলা" হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা একটী দেখিতে' পাইলাম না। ইহার মধ্যে চৈত্রমাসীয় ব্রহ্মোৎসব মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ লালাবাবুর নাম আজিও সহস্রকণ্ঠে বৃন্দাবনে ধ্বনিত হইতেছে। ইঁহার ন্যায় ত্যাগপূর্ণ সন্ন্যাসধর্ম্ম বঙ্গদেশে কেহ পালন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ইঁহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, উত্তরপশ্চিমদেশীয়গণ ইঁহাকে লালাবাবু বলিত। তিনি প্রায় পঞ্চবিংশতি লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তিনি এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমা জিউ নামক বিগ্রহকে সংস্থাপিত করেন। এই বিগ্রহ যোদ্ধৃবেশে অবস্থিত, অবশ্য তরবারি নাই, বংশীই আছে কিন্তু দেখিলে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর বলিয়া অনুমিত হয়।

তদনন্তর আমরা ব্রহ্মচারীর মন্দিরে গোয়ালিয়রের মহারাজা জিয়াজী সিন্ধিয়া স্থাপিত রাধাগোপাল, হংসগোপাল ও নিত্যগোপাল এই তিন গোপালমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ইহাদিগের লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মহারাজা তদীয় গুরু গিরীধারীদাস ব্রহ্মচারীর উপদেশানুসারে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মচারীর মন্দির। প্রত্যহ সায়ংকালে আরতীর সময়ে এখানে রাগ হইয়া থাকে। তদনন্তর আমরা আর একটী অপূর্ব্ব শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে বিনির্ম্মিত, নানাবিধ কারুকার্য্য সুশোভিত, বাঁকা বাঁকা স্তম্ভের উপর সাহাজীর কুঞ্জ মধ্যে শ্রীশ্রীরাধারমণজীর দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। লক্ষ্ণৌনিবাসী কুন্দনলাল প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর বিল্বমঙ্গলকুঞ্জে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মনোহরমূর্ত্তি অবলোকন করিলাম। ঐতিহাসিক ত্যাগী মহাপুরুষ বিল্বমঙ্গল এইস্থানে

ভজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পান। ভজনে তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তি ছিল। বনের পক্ষিগণও তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইত। এই স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে ভগবানের মূর্ত্তি পাওয়া যায়। ব্রজবাসিগণ অনুমান করেন ইনিই শ্রীজয়দেব গোস্বামীর প্রাণপুত্তলী শ্রীরাধামাধব। যাঁহার গীতগোবিন্দের মধুর ঝংকারে সমগ্র বঙ্গবাসিগণের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির অমিয়ধারা নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে। কথিত আছে জয়দেব সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বন করিয়া পদব্রজে বৃন্দাবন আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মাধুকরী ঝুলিতে রাধামাধব বিগ্রহ ছিল। আমরা সর্ব্বশেষে শ্রীহরিদাস স্বামী সংস্থাপিত শ্রীশ্রীবঙ্কবিহারীর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। সম্বৎসর মধ্যে অক্ষয় তৃতীয়া ব্যতীত ইহার চরণযুগল কেহই দর্শন করিতে পারে না।

৮৪ ক্রোশ বিস্তৃত ব্রজমধ্যে শ্রীভগবানের অসংখ্য লীলাস্থল বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে উপর্যুক্ত দ্বাদশ মন্দির প্রধান ও প্রাচীন। মোট দেবালয়ের সংখ্যা পঞ্চ সহস্র। আমরা একদিন পঞ্চক্রোশী অর্থাৎ সমস্ত বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করিলাম। যমুনারাণী কলিযুগে মানুষকে হীনবল দেখিয়া পঞ্চক্রোশ মধ্যে প্রায় ক্রোশদ্বয় আত্মসাৎ করিয়াছেন। এইক্ষণ তিন ক্রোশও আমরা পদব্রজে গমন করিতে পারিলাম না। আমরা ৩ টী দোলায় তিন জন ও অন্যান্য সকলে পদব্রজে গমন করিলেন। এইস্থানে নরনারীগণ প্রাচীন সময় হইতেই দোলার হিল্লোল বড় ভালবাসে। বাস্তবিকপক্ষে দোলায় ভ্রমণ অতিশয় আরামপ্রদ। শ্রীভগবানও দোলার হিল্লোলে, ঝুলানে মহোৎসব করিতেন, তখন শ্রীবৃন্দাবনে যে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইত তাহা মনে করিয়া এই সুদূর সময়ে আমরা আনন্দে বিহ্বল হই। পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় কেশীঘাট হইতে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাকালে ঐস্থানে আসিলাম। এই পরিভ্রমণে যাহা দেখিলাম তাহা জীবনে ভুলিব না। কেশীঘাট যমুনার পশ্চিমতীরে। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ কংশপ্রেরিত কেশীনামক দৈত্যকে বধ করেন। বংশীবট—যে বটবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করিতেন ও যাহা শ্রবণে উন্মাদিনী যমুনা উজান বহিত, যাহাতে আকৃষ্ঠা গোপিকাগণ কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া যমুনাপুলীনে সমবেত হইতেন। যাহার মধুময় ধ্বনি আজিও ভক্তগণের কাণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে। অহো! তাহা আমার সুদীনা লেখনী কি প্রকারে বর্ণনা করিবে। ইহার অমিয়ত্ব শ্রবণ না করিলে অনুভূত হইবে না। সূর্য্যকে পশ্চাদ রাখিয়া জলবিন্দু উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেই যেমন ইন্দ্রচাপ (রামধনু) নয়নে প্রতিবিম্বিত হয়, অথচ তৎকালে আকাশের কোনস্থানে ইন্দ্রধনু লক্ষিত হয় না তদ্রূপ ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও বাঁশরীস্বর নয়ন ও কর্ণ পরিপূর্ণ করে। তখন সংসারের রোগশোক কোথায় চলিয়া যায়। শান্তি প্রতিষ্ঠিত মানবাত্মা ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করে। "সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তসুখমশ্নুতে।"

গীতা ৬ম ২৮

প্রতিভার পাঠকগণ! অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিরূপ সুখ যদি আপনাদিগের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, আর কেই বা সুখ না চায়, তবে ব্রহ্মের সংস্পর্শ লাভ করুন। এই সংস্পর্শ লাভের

প্রধান ও প্রাথমিক উপায় উপনয়ন অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত ধারণ, ফলতঃ—

"সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রনাম পরং পদম্।"

অর্থাৎ—পরমপদ ব্রহ্মকে সূচনা করে বলিয়া এই যজ্ঞোপবীতের নাম সূত্র। যমুনাপুলীন—এই পবিত্র স্থানে শ্রীভগবান্ মহারাসের মহোৎসব করিতেন। এইক্ষণে যমুনা হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটী ক্ষুদ্র বালুকাময়প্রান্তরবিশেষ।

অক্রূরঘাট—এইক্ষণ যমুনা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধান। যখন ব্রজের নরনারীগণকে কাঁদাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দের বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া কংশের ধনুর্যজ্ঞে অক্রূরের রথে বৃন্দাবন ত্যাগ করেন, তখন পথিমধ্যে মধ্যাহ্নকালে এইস্থানে রথ রাখিয়া অক্রূর যমুনায় স্নান করিবার সময় জলমধ্যে উভয় ভ্রাতাকে দেখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংশবধার্থে অক্রূরকে স্বকীয় যোগৈশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন।

ভোজনস্থলী বা ভাৎরোড—এইস্থানে গোচারণে ক্লান্ত শ্রীভগবান্ ও গোপ রাখালগণকে মুনিপত্নীগণ চতুর্ব্বিধ অন্ন দ্বারা ভোজন করাইয়াছিলেন।

দাবানলকুণ্ড—এইস্থানে শ্রীভগবান্ প্রজ্জলিত দাবানল পান করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার সোপানগুলি ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। এই ঘাটটীর সংস্কার কি কেহ করিবেন না। ইহার জল পরিষ্কার ও মধুর।

কালীদহ—এই বিষপূর্ণ হ্রদে শ্রীকৃষ্ণ কদম্বশাখা হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া কালীয় নাগকে দমিত ও তাহার বিস্তারিত ফণার উপর নৃত্য করিয়াছিলেন। কদম্বগাছটী প্রকাণ্ড ও একটী বৃহৎ শাখা নিম্নভাগে প্রসারিত হইয়াছে। কিন্তু তত প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। ইহা কেলীকদম্ব আমাদিগের দেশীয় কদম্ববৃক্ষের ন্যায় কিন্তু পত্রগুলি ছোট ছোট। এইস্থান হইতে যমুনা এইক্ষণ বহুদূরে প্রবাহিতা কিন্তু বর্ষাকালে এই সমস্ত ঘাটে যমুনা উপস্থিত হন, এবং কুলকুল ধ্বনিতে ভগবানের স্মৃতির উদ্দীপনা করেন। এইস্থানে নন্দ ও যশোমতীর ২টী প্রতিমূর্ত্তি আছে।

শৃঙ্গার বট—এইস্থানে যে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল তাহার মূলকাণ্ডের কতকাংশ অদ্যাপি দেখা যায়। এই কাণ্ড হইতে একটী তরুণ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। এইস্থানে রাধারাণী প্রমুখ গোপবালাগণ রাসোপযোগী বেশভূষা, কবরীবন্ধন, বনফুলমালা গ্রন্থন করিতেন।

ব্রহ্মকুণ্ড—এইস্থানে ব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্তব করেন তাঁহার অশ্রুনীরে এই পবিত্র কুণ্ড হইয়াছে।

নিধুবন—এই বনটীর চৌদিকে প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। ইহার মধ্যে যে বংশ আছে তাহা দ্বারা ভগবানের বাঁশরী অথবা বংশী নির্ম্মিত হইত। ইহার মধ্যে ললিতা ও বিশাখা ২টী পাকা কুণ্ড আছে। তাহার জল পানীয় নহে আমরা স্পর্শ করিলাম। অনেকগুলি অপরিচিত বৃক্ষ সমাকীর্ণ এই বনটী অতি রমনীয়।

নিকুঞ্জবন—ইহার দ্বারদেশে শাখামৃগদিগকে ভোজন করাইতে হয়। বানরগুলি অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট। ইহার মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ শ্যামতমাল আছে। ইহার কাণ্ডে কয়েকটী শালগ্রাম আছে ও ভগবান্ যে মাখম মুছিয়াছিলেন

তাহার মগ্ন চিহ্ন কয়েকটী বর্ত্তমান আছে। কিন্তু আমাদিগের নিকট বৃক্ষটী আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। পরিভ্রমণকালে যমুনার তীরে কতকগুলি শান্তিপ্রদ আশ্রমপদ ও তাহাতে সন্ন্যাসীগণ বাস করিতেছেন দেখিলাম। এই আশ্রমগুলি কুল ও পেয়ারা বৃক্ষে সমাকীর্ণ, দেখিলাম সমস্ত বৃক্ষগুলি রসাল বড় বড় ফলভরে অবনত। এই ফল সকল ভারে ভারে মথুরা ও বৃন্দাবনে বিক্রয়ার্থে গৃহীত হয়। আমরা ৴১০ দুই পয়সা দিয়া এক ঝাকা কুল কিনিলাম। বানরের উৎপাত এখানে কম। আশ্রমগুলি অতিশয় পরিষ্কার ও দেবদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। এখানে দীর্ঘকাল সস্ত্রীক বাস করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল।

এই প্রকারে পঞ্চক্রোশী পরিভ্রমণ সমাধা করিয়া বিগত ১২ই মাঘ বৃহস্পতিবার আমরা গোবর্দ্ধনে গমন করিলাম। বৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধন প্রায় ১০ দশ ক্রোশ ব্যবধান। আমরা অশ্বযানে প্রাতঃকালে তথায় গমন করিয়া সন্ধ্যার সময় বৃন্দাবনে ফিরিলাম। গিরি-গোবর্দ্ধন একটী দর্শনীয় পদার্থ। ইহা শ্রী-ভগবানের দেহ বলিয়া কথিত আছে, যাত্রিগণ উহার শিখরদেশে আরোহণ করে না, পাদদেশ হইতে ইহার অনুপম সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় না। ইহা প্রায় ৫ পাঁচ ক্রোশ দীর্ঘে ২। ৩০০ দুই তিন শত হাত প্রস্থে ও ৫০। ৬০ হাত উর্দ্ধে। ইহাতে ভূগর্ভ হইতে সমুৎপন্ন বৃহৎ বৃহৎ উপলখণ্ড স্তরে স্তরে সুসজ্জিত দেখিলাম। আমি জীবনে অনেক খণ্ড ও মালা পর্ব্বত দেখিয়াছি, কিন্তু এই প্রকার সুন্দর, সুগঠিত বিচিত্র পর্ব্বত কুত্রাপি দেখি নাই। পর্ব্বত বলিলে প্রকৃতিরাণীর বন্যদৃশ্য (wild Scenes of Nature) আমাদিগের মনে পড়ে কিন্তু গিরিগোবর্দ্ধন যেন শিল্পীর হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত। উপলখণ্ড মধ্যে গোজাতির তৃপ্তিকর কোমল তৃণরাজি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষলতা বিরাজিত। এই সকল স্থানে শ্রীভগবান্ গোচারণ করিতেন। কুপিত জীমূতবৃন্দ, যখন ইন্দ্রাদেশে ব্রজমণ্ডলে অবিশ্রান্ত বর্ষণ করে তখন শ্রীভগবান্ গিরিগোবর্দ্ধনকে উত্তোলন করিয়া বামহস্তে সপ্ত দিবারাত্রি ধারণ করিয়াছিলেন, গিরির তলদেশে ব্রজবাসিগণ গোধন সহিত নিরাপদে বাস করিয়াছিলেন। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড মধ্যস্থলে একটী শ্যামতমাল রমণীয় দৃশ্য। অনবরত জল মধ্যে দুগ্ধ পুষ্পাদি নিক্ষেপ করায় রাধাকুণ্ডের জল হরিদ্রাভ সিদ্ধির গোলার ন্যায় হইয়াছে কিন্তু শ্যামকুণ্ডের জল অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল। উভয় কুণ্ডই প্রাচীন বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজি সমাকীর্ণ। কথিত আছে বৃক্ষশাখাদি ভগ্ন দেখিয়া একদিন শ্রীকৃষ্ণ, কুসুমচয়নে নিরতা শ্রীমতী ও সখিগণকে "তোমরাই আমার উপবনের বৃক্ষাদি ভগ্ন করিয়াছ" বলিয়া রাধিকাকে ধৃত করিতে অগ্রসর হইলে, শ্রীরাধা বলিলেন "কৃষ্ণ! তুমি বৃষভাসুর বধ করিয়া গোহত্যার পাপগ্রস্ত হইয়াছ আমাদিগকে স্পর্শ করিও না" শ্রীকৃষ্ণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "রাধে! কি উপায়ে আমি নিষ্পাপ হই" রাধিকা উত্তর করিলেন "তুমি ভারতের সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে বিগতপাপ হইবে।" তখন শ্রীভগবান্ তদীয় বেণুদণ্ড দ্বারা ভূপৃষ্ঠ আঘাত করিলে, সেইস্থানে একটী দিব্য সরোবর হইল, এবং সর্ব্বতীর্থমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সরমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন ভূতপাবন ভগবা

তাহাতে অবগাহন করিয়া বিগত কল্মষ হইলেন। শ্রীরাধিকা তদ্দৃষ্টে তদীয় হস্তস্থিত সুবর্ণকঙ্কন দ্বারা ভূপৃষ্ঠ আঘাত করিলে, শ্যামকুণ্ডের নিকট আর একটী দিব্য কুণ্ড হইল, কিন্তু জল না হওয়াতে শ্রীমতী লজ্জায় মুকুলীতাক্ষী হইলেন, শ্রীভগবান্ কহিলেন "শ্রীরাধে! আক্ষেপ করিও না আমার কুণ্ড হইতে জলরাশি তোমার কুণ্ডে প্রবেশ করিবে, আমার শক্তিতেই তুমি শক্তিশালিনী তোমার পৃথক্ শক্তি কোথায়।" তখন তীর্থগণ রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিল। রাধাকুণ্ডের নিকট কায়স্থবংশাবতংস রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের একটী প্রাসাদ আছে। বৃন্দাবন অবস্থানকালে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ কায়স্থবন্ধু শ্রীযুক্ত মহিমাচন্দ্র জোয়ারদার মহাশয় নানাপ্রকারে আমাকে সাহায্য করিয়া অচ্ছেদ্য ঋণজালে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নিরাময়দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করুন এই আমাদিগের ঐকান্তিকী প্রার্থনা। ১০ই মাঘ শনিবার বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি ১০টার সময় আগ্রায় আসিলাম। পরদিন রবিবারে জগদ্বিখ্যাত তাজমহাল, আকবরের মন্ত্রীবর এতমাদ্দোলার কবর, ও জুমা মস্‌জিদ দর্শন করিলাম। যেমন বৃন্দাবন হিন্দু কীর্ত্তির প্রধান স্থান তদ্রূপ আগ্রায় ইসলমান কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। জাহাঙ্গীর বাদসা তাঁহার নিজের ও প্রণয়িনীর যে সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার সমকক্ষ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নৈপুণ্য ও কৌশল পৃথিবীতে আর কোনও সমাধিমন্দিরে বিকাশ হইয়াছে কিনা আমরা জানি না। এই অপূর্ব্ব সমাধিস্থান আপাদমস্তক শ্রেষ্ঠ মসৃণ শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। যমুনা ইহার পাদদেশবিধৌত করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহমানা। যে চারিটী শ্বেতস্তম্ভ চারিটী গম্বুজ মস্তকে ধারণ করিয়া আকাশস্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছে, তাহা বিচিত্র কারুকার্য্যময়। কলিকাতার মনুমেণ্টের ন্যায় এই স্তম্ভের মধ্যে ঊর্দ্ধে উঠিবার সোপানাবলী আছে, আমরা কিঞ্চিদূর্দ্ধে উঠিয়া গভীর অন্ধকারে আর উঠিতে পারিলাম না। দ্বিতলে প্রকৃত সমাধিদ্বয়ের অনুকরণে ২টী সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু নিম্নতলে মধ্য প্রকোষ্ঠে (Central Hall) সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর প্রকৃত সমাধি আছে। দিবসেও আলো জ্বালিয়া দেখিতে হয়। এই সমাধিদ্বয় অতি মূল্যবান বিচিত্র মসৃণ প্রস্তরে নির্ম্মিত, সম্রাটের ক্রোড়দেশেই সেই অসামান্যা ললনা মোমতাজমহালের সমাধি রহিয়াছে। সেই নির্জ্জন মনোহর উদ্যান মধ্যে স্বামী স্ত্রী যেন চির শান্তিসুখ অনুভব করিতেছেন। সমাধিদ্বয়ের উপরে অনেক পারসী অক্ষর খোদিত কবিতা রহিয়াছে। একপ্রান্তে সাম্রাজ্ঞীর কবরপার্শ্বে লিখিত আছে "বানুবিবি ওরফে মোমতাজমহাল বেগম" এই অসামান্যা বিদুষীর প্রকৃত নাম বানুবিবি ছিল। মন্দিরাভ্যন্তরে কোনও প্রকার শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহা ঊর্দ্ধদেশে গম্ভীরঘোষে প্রায় ৫ মিনিটকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতিধ্বনিত হয়। এই প্রকার দীর্ঘকালস্থায়ী সুগম্ভীর প্রতিধ্বনি আর কোনও দেবমন্দিরে আমি শুনি নাই। শব্দব্রহ্ম যেন মহাকাশে বিলীন হইবার পথ না পাইয়া গম্ভীরস্বরে মর্ম্মবেদনা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। প্রবেশদ্বারে উভয়পার্শ্বে প্রাচীরগাত্রে নানাবিধ বৃক্ষবল্লরী পুষ্পাদি খোদিত রহিয়াছে। শিরোপরি খিলানে নানাবিধ বহুমূল্য স্বর্ণ-মণিরত্নাদি ছিল, লোকে তাহা

অপহরণ করিয়াছে। তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। আমরা প্রথমতঃ এতমাদ্দৌলার কবর দর্শন করিয়া তাজমহালে প্রবেশ করি। এতমাদ্দৌলা মন্ত্রী ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনের সমাধি আছে কিন্তু তাজমহালে কেবল সম্রাট্ ও তাঁহার সহধর্ম্মিনীর সমাধি আর কাহারও নাই। তাজমহালের চতুর্দ্দিকে একটী মনোরম পুষ্পোদ্যান, সম্মুখে নানাজাতীয় মৎস্যপূর্ণ ক্ষুদ্র সরোবর, ও ২।৩টী উৎস আছে। জুম্মা মস্‌জিদ একটী সুবিস্তীর্ণ উপাসনা মন্দির। এখানে মুসলমানগণ সমবেত হইয়া নেমাজ করেন। আমরা আগ্রা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা-পত্র পাইলাম না, ২।৩ দিন অপেক্ষা করিলে দেখিতে পাইতাম। এইক্ষণ উহা ইংরেজ সৈন্যসামন্তের আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে। বিগত ১৫ই মাঘ রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় আগ্রা হইতে রওনা হইয়া পরদিন মধ্যাহ্নকালে হিন্দুধর্ম্মের দুর্গ বারানসীধামে উপস্থিত হইলাম। মানমন্দিরের নিকট একজন পাণ্ডার গৃহে আমরা ৬ দিন বাস করিয়াছিলাম।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

ভক্তজীবনের প্রভাব।

ভগবদ্‌কৃপায় মানবহৃদয়ে, যখন ভক্তির প্রস্রবণ উছলিয়া উঠে—ভক্তির প্রবাহ হৃদয় প্লাবিত করিয়া যখন ভগবান্ অভিমুখে অবাধগতিতে প্রধাবিত হয়—তখন মানব জীবন এক অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় সৌষ্ঠব ও শক্তিলাভ করে। ভক্তি-মাধুর্য্যে হৃদয় মধু-ময় হইয়া যায়—জীবানুকম্পায় চিত্ত পরিপূর্ণ হয়—ক্ষমা ও ধৈর্য্য চির সহচররূপে অবস্থান করে—অভিমান বিষধরের খোলশের ন্যায় খসিয়া পড়ে—বিষয়াসক্তি পর্য্যুষিত পুষ্পের মত ঝরিয়া দূরে সরিয়া যায়—মন দুর্ব্বলতা শূন্য ও তেজস্বিতায় পূর্ণ হয়—বিনয় ছায়ার ন্যায় জীবনব্যাপী হইয়া থাকে। বিশ্বাসে হৃদয় পাহাড়ের সমান অটল হয়। পাপ-তাপের অনল ভক্তির শীতলতায় সমীপস্থ হইতে না হইতেই নিবিয়া যায়। দাম্ভিকের দম্ভ, কলুষিত চিত্তের কলুষ, ঐশ্বর্য্যের উগ্রতা, পাষণ্ডের নাস্তিকত্ব, ভক্তের হৃদয় সংস্পর্শে নিমিষে তিরোহিত হয়। ভক্তির আতিশয্যে মানবজীবন, দেবজীবনে পরিণত হইয়া সর্ব্ব-বিষয়েই সংসারে অসাধারণত্ব প্রদর্শন করে। ইহা কল্পনাও নয়—ইহা গল্পও নয়—ইহা খাটী সত্য। ভক্তজীবন পর্য্যালোচনা করিলে প্রত্যেকেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন। পৌরাণিকযুগের ভক্ত প্রহ্লাদের জীবন, ভক্ত-জীবনের চরমাদর্শ। তাঁহার ন্যায় ভক্ত কে? তাঁহার সমান ভক্তিই বা কাহার? ভক্তিতে তিনি নিয়ত ডুবিয়া থাকিতেন। ভক্তির আমানুষীশক্তিতে তিনি পার্থিবশক্তির অজেয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভক্তির প্লাবনে তাঁহার হৃদয় মার্জ্জিত হইয়া ভগবানের মন্দিররূপে পরিণত হইয়াছিল। তাই দেখিতে পাই, প্রহ্লাদ অকাতরে নিঃশব্দে অসুরের আসুরিক অত্যাচার সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন—দুষ্ট-

চিত্তের সব দুষ্টা চেষ্টা তাঁহার উপর ক্রিয়া করিতে অসমর্থ হইয়াছিল—পরিশেষে প্রবল অসাধুতার হৃদয়োপরি জয়লাভ করিয়া ভক্তজীবনের প্রভাব পরিচয় দিয়া বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ভক্ত চির পরার্থপর, শত্রুর প্রতিও দয়াশীল। ধর্ম্মদ্বেষী পাপাসুর হিরণ্যকশিপুর আত্মার মুক্তির জন্য প্রহ্লাদ ভগবানের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা করিয়াছিলেন—পাপীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল—পাপাত্মার অনুষ্ঠিত মারাত্মক কার্য্যাবলী তাঁহার অনুভূতিরই যোগ্য হয় নাই। তিনি ধর্ম্মদ্বেষী আততায়ীর মুক্তিবিধান করিয়া আত্মপ্রসাদলাভ করিয়াছিলেন। ভক্তমাত্রেই নিস্পৃহ—প্রহ্লাদও অতুলন নিস্পৃহ ছিলেন। তিনি শত্রুর মুক্তির জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন; কিন্তু নিজের জন্য কোন কামনাই তাহার মানসে উদয় হয় নাই। যখন ভগবানের বিশেষ অনুরোধে প্রহ্লাদ বর লইতে বাধ্য হইলেন—তখন কি বর তিনি চাহিলেন? 'ভগবন্! যদি আমাকে বর দিতেই হয় তবে এই বর দাও, যেন জন্মে জন্মে তোমার পদে রতি মতি থাকে।" ইহাপেক্ষা নিষ্কামতার পরিচয় আর কি হইতে পারে? প্রহ্লাদের জীবন কি ভক্তজীবনের প্রভাবের অত্যুত্তম দৃষ্টান্ত নয়? ভক্ত ধ্রুব যখন ভক্তির বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিলেন; জগন্ময় ভগবন্মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতেছিলেন না; তখন হিংস্র পশুও তাঁহার হিংসায় বিরত ছিল—পশুশক্তি বশ্য হইয়াছিল। রাজ্যলাভের কামনা লইয়া তিনি ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে ভক্তিতে ভাণ্ডার পূর্ণ হওয়ায় রাজসম্পদ তাঁহার সন্নিধানে তুচ্ছজ্ঞান হইয়াছিল। যে বিমাতার ষড়যন্ত্রে পিতার দৌর্ব্বল্যে ধ্রুব রাজপুত্র হইয়াও নিরাশ্রয় হইয়াছিলেন—পথের কাঙাল সাজিয়াছিলেন; ভক্তজীবনলাভে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন বিদ্বেষভাবই তাঁহার হৃদয়ে ছিল না। ভক্ত বিষের বিনিময়ে বিষ দিতে জানেন না—বিষের পরিবর্ত্তে সুধাদানেই তিনি অভ্যস্ত। শুকদেব আজন্ম ভক্ত। নিষ্কাম পুরুষ। ভক্তির প্রাবল্যে তাহার হৃদয়ে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোন রিপুর প্রভাবের অস্তিত্বমাত্রও ছিল না। উলঙ্গ পুরুষ শুকদেবকে দেখিয়া যুবতীগণও কখন লজ্জিতা বা কামপীড়িতা হন নাই। কেহ কখন তাঁহাকে কোন রিপুর অধীন হইয়া কার্য্য করিতে দেখে নাই। শুকদেব ভক্তির গুণে সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বরিপুজয়ী হইয়াছিলেন। প্রবলাভক্তির সম্মুখে কোন রিপুই মস্তকোত্তলন করিতে সাহস করে না। তাই শুকদেবের দেহমনও কলুষকালিমা অলিপ্ত থাকিয়া ভক্তজীবনের উচ্চাদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছে। পুরাণাদিতে প্রহ্লাদ, ধ্রুব, শুকদেবের ন্যায় বহু ভক্ত ও তাঁহাদের ভক্তির কাহিনী বর্ণিত আছে; পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভক্তের চরণে মস্তক নত হইয়া পড়ে। পুরাণযুগ বহুদিনাতীত আমরা জানি, পুরাণোল্লিখিত ভক্তজীবনের কথা ভক্তির উচ্চাদর্শ প্রদর্শনের জন্য কল্পিত বলিয়া কেহ কেহ অবিশ্বাসের ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চাহিতে পারেন তজ্জন্য আমরা আর পুরাণবর্ণিত ভক্তচরিত্রের উল্লেখ না করিয়া অনতিদূরবর্ত্তী কালের কতিপয় ভক্তজীবনের বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদের সংশয়াকুল চিত্তের সংশয় অপগত করিবার চেষ্টা করিব। ভক্তজীবন

সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে একরূপ উপাদানে গঠিত। ভক্তির কার্য্য সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই অভিন্ন। তাই কি পুরাণযুগের কি বর্ত্তমানযুগের— কি বঙ্গদেশের কি অন্যত্রের ভক্ত মাত্রেই একরূপ সংস্কারবিশিষ্ট একরূপ অমানুষীশক্তিসম্পন্ন দেখিতে পাই। বঙ্গদেশের গৌরব গৌরাঙ্গদেবের ভক্তির প্রভাব অনেকেই জানেন। তিনি কিরূপ বিনীত ছিলেন—কিরূপ ত্যাগী ছিলেন— ভগবদ্ভক্তিতে কিরূপ মাতোয়ারা ছিলেন— তাঁহার মধুময় হৃদয়াকর্ষণে কত পাষণ্ড কত ঐশ্বর্য্যাভিমানী তাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল—কত পাণ্ডিত্যাভিমানীর অভিমান চূর্ণ হইয়া হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছিল— কত জাতি ও বংশগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গৌরাঙ্গচরণে আপতিত হইয়াছিল—তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতা ও পবিত্রতা প্রভাবে তৎকালে বঙ্গে কিরূপ একটা নবীনতর পবিত্রতার প্রবলস্রোত বহিয়া গিয়াছিল; তাহা বঙ্গবাসী কে না জানেন? তাঁহার প্রচারবন্ধু ও প্রিয়তম ভক্ত নিত্যানন্দ গোঁসাইর কথাও কাহারও অজ্ঞাত নহে। নিত্যানন্দ হৃদয়ে যে ভক্তিসুধা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; আর সেই অমৃতের গুণে ক্ষমা ও জীবানুকম্পায় যেরূপ ভূষিত হইয়া প্রচারক্ষেত্রে লোকহৃদয় জয়করতঃ ভক্তজীবনের মহিমা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মুখে মুখে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। নিত্যানন্দ ভক্ত, তাঁহার মান নাই, অভিমান নাই, জাতিবিচার নাই— পাপী বলিয়া ঘৃণা নাই—ধনী বলিয়া ভয় নাই জ্ঞানী বলিয়া সম্মান নাই, দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা নাই—হৃদয় সকলের জন্য সমভাবে ভক্তিপথের পথ প্রদর্শনে ব্যাকুল। মহাত্মা যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন—"পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে ঘৃণা করিও না।" চৈতন্য-মার্গানুসারী নিত্যানন্দ নিজের জীবনে তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভক্তের আসন উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। জগাই মাধাইকে কে না ঘৃণা করিত—কে তাহাদিগকে ভালবাসিত—পাপীও পাষণ্ডের প্রতি অনুগ্রহ করিতে কে চাহিত—নিত্যানন্দ হৃদয়ের উচ্চতায় প্রণোদিত হইয়া পাপীর মুক্তির জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেন—পাপীকে ঘৃণা না করিয়া উপেক্ষা না করিয়া করুণাময় বক্ষে টানিয়া লইলেন—পাপী ধন্য হইয়া গেল—ভক্ত হইয়া গেল। ভক্তের ভক্তির প্রভাব দর্শনে বঙ্গদেশ স্তম্ভিত হইল। মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত সাধু তুকারামের জীবন কি সুন্দর! কত উচ্চ—কত প্রভাবান্বিত। তুকারাম যখন ভক্তজীবনলাভ করিলেন এবং ভক্তজীবনের আনুষঙ্গিক প্রভাব প্রতিপত্তি যখন সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, তখন উচ্চশ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠেন। তন্মধ্যে 'মম্বাজী বাবা গোঁসাই' নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তিনি সর্ব্বপ্রথম অত্যাচারিত হন। দেহুগ্রামে মম্বাজীর এক মঠ ছিল—তুকারামও দেহুতে বিঠোবাদেবের (শ্রীকৃষ্ণ) উপাসনা করিতেন। তুকারামের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে সকলে তাহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত—কিন্তু তুকারামের হৃদয়ের গুণে মম্বাজীর পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা ভক্তি তুকারামের প্রতিই সমধিক অর্পিত হইতেছিল। ইহাতেই তুকারাম মম্বাজীর বিষনয়নে পাতিত হন। মম্বাজী তুকারামকে অপদস্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন—একদা সে সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল!—তুকারামের বিঠোবা-

দেবের দর্শনার্থ কোন এক একাদশীর দিবস সায়ংকালে দেহুতে বহুলোকের সমাগম হয়। মম্বাজী স্বীয় উদ্যান কণ্টক দ্বারা বেষ্টন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যানের কণ্টক বেষ্টনে দেবদর্শনার্থীগণের প্রদক্ষিণস্থান পর্য্যন্ত অধিকৃত হইয়াছিল। অন্ধকারে নবাগত দর্শনার্থীগণের পদে কণ্টক বিদ্ধ হইবার আশঙ্কায় তুকারাম স্বহস্তে সেগুলি উৎপাটিত করতঃ স্থান পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মম্বাজী পূর্ব্বাবধিই সুযোগ খুঁজিতেছিলেন; এখনে তুকারাম কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্যানের কণ্টক উৎপাটিত ও ভগ্ন হওয়ায় একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। তিনি তিরস্কার করিতে করিতে তুকারামের নিকটবর্ত্তী হইয়া কণ্টক-যষ্টি দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার আরম্ভ করিলেন—১০।১৫টী কণ্টক-যষ্টি তুকারামের পৃষ্ঠে ভগ্ন হইলে মম্বাজী ক্লান্ত হইয়া প্রহারে ক্ষান্ত হইলেন। অক্লেশে নীরবে তুকারাম বিঠোবার নাম জপ করিতে করিতে তাহা সহ্য করিলেন। বিঠোবার মন্দিরে আসিয়া প্রভুর নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন, তাঁহার দুর্গতি দর্শনে সকলেরই নেত্র অশ্রুপূরিত হইল। কঠোর নিগ্রহ ও সংযম দ্বারা তিনি যে শরীর মন বশীভূত করিয়াছিলেন; এতদিনে বোধ হয় তাহা সার্থক হইল। তুকারাম সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তুকারাম মম্বাজীকৃত প্রহারজনিত বেদনা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে সংকীর্ত্তন ও একাদশীর নিমিত্ত হরিজাগরণের আয়োজন করেন। তুকারামের সংকীর্ত্তন শ্রবণার্থ সকলেই যথারীতি আগমন করিলেন। মনে মনে অসন্তুষ্ট থাকিলেও মম্বাজী তুকারামের সংকীর্ত্তনে যথানিয়মে যোগদান করিতেন। কিন্তু চক্ষুলজ্জাবশতঃ সেদিন তিনি সংকীর্ত্তনে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তুকারাম কিছুক্ষণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। মম্বাজী আসিলেন না; বলিয়া পাঠাইলেন—"অদ্য আমার শরীর অসুস্থ, সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করিতেছে, সংকীর্ত্তণে যাইতে পারিব না।" ইহা শ্রবণে তুকারাম স্বয়ং মম্বাজীর মঠে গমন করতঃ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন—"স্বহস্তে বহুক্ষণ যষ্টিপ্রহার করায় প্রভুর শ্রান্তি জন্মিয়াছে। আমি যদি আপনার উদ্যানের কণ্টক বেষ্টন উৎপাটন না করিতাম, তবে আপনার রোষোৎপত্তি হইত না। সুতরাং আমিই সমস্ত অনর্থের মূল। প্রভু নিজগুণে আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া সংকীর্ত্তনস্থলে আগমন করুন।" অতঃপর তুকারাম মম্বাজীর বেদনা শান্তির জন্য তাহার গাত্রমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তুকারামের আচরণে মম্বাজী অতিশয় লজ্জিত হইয়া সংকীর্ত্তনস্থলে উপনীত হইলেন। সেইদিন হইতে মম্বাজী তুকারামে অনুরক্ত হইলেন। ক্রোধাভিমান ভক্তিমাখা বিনয়ের দ্বারা বিজিত হইল। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থ পণ্ঢরপুরে একবার বিঠোবার যাত্রা উপলক্ষে বহু সাধুসমাগম হয়। তখন তুকারামের সহিত শিবাজীর গুরু পণ্ডিত রামদাস স্বামীর সাক্ষাৎ হয়। রামদাস স্বামী উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ, অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও শিবাজীগুরু বলিয়া মনে মনে ধর্ম্মাভিমানী ছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য মূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তুকারামের সহিত সাক্ষাতের পর তাহার আত্মাভিমান ও ধর্ম্মের গোঁড়ামি

বিনষ্ট হইয়া যায়। তিনি পণ্ঢরপুর হইতে প্রত্যাগমনের সময় বলিলেন—'সকল স্থানই দেবসত্তায় পূর্ণ, তবে কোন্ তীর্থে গমন করিব?' তুকারামের হৃদয় প্রভাবই যে এই পরিবর্ত্তনের হেতু তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহার পর কোন একসময় উত্থান একাদশীর উৎসব উপলক্ষে ঐ প্রদেশীয় সমস্ত সাধুসম্মিলন হইলে, তথায় শিবাজীও আগমন করেন। উৎসবান্তে সাধুসন্ন্যাসীদের অর্চ্চনায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। তুকারামের সেবার জন্য তিনি স্বর্ণমুদ্রা ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন। তিনি তুকারামকে ৪ খানি গ্রাম দান করিতেও সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তুকারাম হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় শিবাজীর মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। তুকারামের নিস্পৃহতার প্রমাণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে? তৎকালে গর্ব্বিতস্বভাব ধর্ম্মাভিমানী দেশ-মান্য ব্রাহ্মণজাতীয় রামেশ্বর ভট্ট প্রথমতঃ তুকারামের অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন; পরে মম্বাজীর মত তুকারামের গুণে মোহিত হইয়া বিশেষ বাধ্য হন, এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শূদ্রজাতীয় ভক্ত তুকারামের মহিমা অধিক-তর প্রকটিত করেন। জনৈক কাংস্যকার তুকারামের শিষ্য ছিলেন। কাংস্যকারপত্নী মনে মনে স্থির করেন তুকারামই কুমন্ত্রণা দ্বারা ভুলাইয়া তাহার স্বামীকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়াছেন। কাংস্যকারপত্নীর তুকারামের প্রতি অতিশয় ক্রোধবশতঃ তাহাকে শাস্তি দিতে প্রবৃত্তি হয়। একদা কাংস্যকারপত্নী তুকারামকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বাঙ্গে অত্যুষ্ণ জল নিক্ষেপ করি-লেন। তুকারাম যন্ত্রণায় অস্থির হইলেও কাংস্যকারপত্নীকে কোন কথা বলেন নাই। বিঠোবার চরণবন্দনায় প্রবৃত্ত হন; ক্রমশঃ যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। এরূপ করিয়াও কাংস্য-কারপত্নী নিরস্ত হয় নাই—সে সুযোগক্রমে বিষমিশ্রিত অন্নও তুকারামকে প্রদান করিয়া-ছিল। তুকারাম ভগবান্ কৃপায় মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। তুকারাম সর্ব্বভূতে কিরূপ কৃপাবান্ ছিলেন, তাহা একটী ঘটনাতেই পরিস্ফুট হইবে। তুকারাম ইন্দ্রায়ণীতীরে যেখানে বসিয়া ধর্ম্মচিন্তায় সময় অতিবাহিত করিতেন, তাহার নিকট একজন কৃষকের একখানা শস্যক্ষেত্র ছিল। কৃষক তুকারামকে বলিল—"তুমিত সর্ব্বদাই এখানে থাক, আমার শস্যরক্ষার ভার তুমি গ্রহণ কর—ইহাতে আমারও কিছু উপকার হবে আর তোমার পরিবারবর্গকে আমি কিছু শস্য সাহায্য করিয়া উপকৃত করিব।" তুকারাম কৃষকের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। কৃষক তখন তাঁহাকে একটী উচ্চমঞ্চের উপর বসাইয়া ও পক্ষিদিগকে ভীতিপ্রদর্শন জন্য হস্তে একখানা যষ্টি প্রদান করিয়া স্থানান্তরে গমন করিল। তুকারাম রাত্রিদিন তথায় বসিয়া ঈশ্বরচিন্তায় সময় যাপন করিতেন; পক্ষিগণ কখন আসিত কখন যাইত, তাহা তাহার জ্ঞান থাকিত না। দেখিলেও ভাবিতেন—"ভগবানের এই সকল ক্ষুধাতুর জীবদিগকে নিষ্ঠুরের মত কেমন করিয়া তাড়াইয়া দিব? ইহারা স্বেচ্ছানুসারে আহার করুক।" দ্বিপ্রহরের সময় রৌদ্রের উত্তাপ প্রখর হইলে পক্ষিদিগকে বলিতেন—"যদি আহারে তোমাদের তৃপ্তি হইয়া থাকে, তবে যাও, জলপান করিয়া আইস।" সন্ধ্যা

হইলে বলিতেন—"অন্ধকারে তোমরা পথহারা হইবে, এখন স্ব স্ব নীড়ে প্রতিগমন কর প্রভাত হইলে আবার আসিও।" বলা বাহুল্য পক্ষিগণকর্ত্তৃক কৃষকের সমস্ত শস্যই প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল। প্রতিবেশীদের ব্যবস্থায় তুকারাম কৃষকের নিকট একটা নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ শস্যের দায়ী হইয়াছিলেন। তুকার চরিতাখ্যায়ক বলেন—"ভগবানের এমনই করুণা যে, ক্ষেত্রের শস্য একত্রিত হইলে ক্ষেত্রপতির প্রাপ্য শস্য অপেক্ষা তাহা অনেকগুণ অধিক বলিয়া লক্ষিত হইল। প্রতিবাসিগণ ইহা তুকারামের ভাগ্যগুণে ঘটিয়াছে এইরূপ ভাবিয়া, অতিরিক্ত শস্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু তুকারাম তাহা স্পর্শও করিলেন না।' ভক্তজীবনের পরিণত অবস্থায় একদা তুকারাম সংকীর্ত্তন ও কথকতা জন্য লোহগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। শিবাজী তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আপনার রাজধানী পুনায় আনয়ন জন্য সম্ভ্রমসূচক ছত্র, অশ্ব ও একজন কারকুন প্রেরণ করেন। শিবাজীকে তুকারাম জানিতেন। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরের মধ্যে আসিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। সুতরাং তিনি শিবাজীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অস্বীকার করেন। শিবাজী যখন দেখিলেন, তুকারাম তাঁহার নিকট আসিলেন না; তখন তিনি স্বয়ংই তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটী পাত্র স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তাহা তুকারামের সম্মুখে রাখিলেন। কাহারও উপহারগ্রহণে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। শিবাজীর উপহার দর্শনে তিনি মনে মনে বিরক্ত হইলেন এবং শিবাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"রাজপুত্র, যাঁহারা হরির সেবক, তাঁহাদের নিকট, ক্ষুদ্র পিপীলিকা ও রাজাধিরাজ উভয়েই তুল্য। তুমি যে উপহার দিয়াছ, তাহার সহিত মৃত্তিকার কোন পার্থক্য নাই।" শিবাজী লজ্জিত হন। তুকারামের সংসর্গে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব দর্শনে শিবাজীর মানসিক পরিবর্ত্তন হয়। হৃদয়ে বৈরাগ্যসঞ্চার হওয়ায় শিবাজী রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী অরণ্যে প্রবেশ করেন। দিবসে অরণ্যে থাকিতেন, রজনীতে তুকারামের সংকীর্ত্তন শ্রবণ জন্য তুকারামের সমীপে আগমন করিতেন। শিবাজীর মাতা জিজাবাঈ, এ সংবাদ শ্রবণে ব্যাকুলিতচিত্তে তুকারামের নিকট আগমন করতঃ তাঁহার শরণাপন্ন হন, এবং পুত্রভিক্ষা চাহেন। তখন তুকারাম শিবাজীর মানসিক বৈরাগ্য নিরসনের প্রয়াস পান। তিনি শিবাজীকে বলেন—'রাজপুত্র, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বৈরাগ্য নহে—সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুজয় ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম ত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। সদ্বিবেকের সহিত প্রজা পালনই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মহত্তর ধর্ম্ম। তাঁহাদের পক্ষে অরণ্যবাসের আবশ্যক নাই। হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি থাকিলে, ও ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পূর্ণভাবে পালন করিলে স্বয়ং ভগবান্ই আসিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করেন।' তুকারামের উপদেশে শিবাজীর মনের পুনঃ পরিবর্ত্তন হয়। তিনি রাজপুরীতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তুকারামের ভক্তজীবনের প্রভাব কি শক্তিময়! তিনি জ্ঞানের গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়াছিলেন—উচ্চ-বংশমর্য্যাদা তাঁহার পদানত হইয়াছিল—পাণ্ডিত্যের উপর তাঁহার হৃদয় জয়লাভ করিয়া-

ছিল—রাজশক্তি তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া ধন্য মনে করিয়াছিল—এক কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় তৎকালে মহারাষ্ট্রদেশে সর্ব্বশ্রেণীর মনের উপর তিনি তাঁহার মনোহর উচ্চ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়খানি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। আজও তিনি স্বদেশে সমধিক পূজ্য। যশোর জেলান্তর্গত বেনাপোলের জঙ্গলের মুসলমান-জাতীয় বা মুসলমানপালিত হরিভক্ত হরিদাস, ভক্তিতে মানসভাণ্ড পরিপূর্ণকরতঃ কিরূপ অসামান্য হৃদয়বল লাভ করিয়াছিলেন—কিরূপ মাধুর্য্যময় হইয়াছিলেন—বিশ্বাসের দৃঢ়-ভিত্তিতে জীবনকে কিরূপ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন; তাহা ভাবিতেও চিন্তাশক্তি অবশ হইয়া পড়ে। জাতিতে মুসলমান অথবা বাল্যকাল হইতে মুসলমানকর্তৃক প্রতি-পালিত হরিদাস, হিন্দুর হরিনামে অনুরক্ত হইলেন—মুসলমান প্রতিপালকের উপদেশ অবহেলা করিয়া হরি ভজিতে লাগিলেন—প্রতিপালক অবাধ্য হরিদাসকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন—হরিদাস সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া সর্ব্বাশ্রয় হরির চরণাশ্রয় লইলেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টা বিরহিত হইয়া, আহারনিদ্রা ভুলিয়া হরিদাস দিবাযামিনী শুধু হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন—পতিতপাবন হরির কৃপায় হরিদাসের মনোরথ সিদ্ধ হইল তিনি ভক্তি-লাভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার প্রভাব দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে হিন্দু-মুসলমান নরনারী তাঁহার অনুরক্ত হইয়া উঠিল। অযাচিতভাবে হরিদাসের পর্ণকুটীর-দ্বারে অপর্য্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য উপনীত হইতে লাগিল। হরিদাস মনানন্দে 'হরি-হরি'ধ্বনি উচ্চস্বরে উচ্চারণপূর্ব্বক সাধারণের মধ্যে সেই সব দ্রব্য-সম্ভার বিলাইয়া দিয়া হরির প্রেমে সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। হরিদাসের বাসস্থান জঙ্গল দিবসরজনী জন-সমাগমে জনপদে পরিণত হইল। প্রত্যেক ভক্তজীবনেই বহুবিধ পরীক্ষা উপস্থিত হই-য়াছে; আর সেই অনলপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই ভক্তের একটী বিশেষত্ব। হরিদাসের প্রতিপত্তিবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও শত্রু-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই তাঁহার ঘোরতর বিরোধী ও বিদ্বেষী ছিল। তিনি উভয়শ্রেণীর বিদ্বেষ্টাকর্ত্তৃকই অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। বনগ্রামের জমিদার ভক্তদ্বেষী ও স্বভাবতঃই দুষ্টপ্রকৃতি রামচন্দ্র খাঁই সর্ব্বাগ্রে হরিদাসের ভক্তজীবনের গৌরব নষ্ট করিতে প্রয়াস পান। হরিদাসের প্রভাব ও তাঁহার ব্যবহার রামচন্দ্রের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠে। তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হ্রাসকরণ উদ্দেশ্যে একদিন তিনি কতিপয় সুন্দরী যুবতী বারনারীকে হরিদাসের বৈরাগ্যধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে অনুরোধ করিলেন। তন্মধ্যে একটী পরমাসুন্দরী যুবতী সম্মতা হইয়া রাত্রিযোগে হরিদাসসন্নিধানে গমন করিল। সে বৈষ্ণব রীত্যানুসারে দণ্ডবৎ-পূর্ব্বক হরিদাসকে প্রণাম করিয়া কুটীরদ্বারে বসিয়া কুরুচিকর নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল। হরিদাসের রূপযৌবন দেখিয়া যথার্থই সে কুলত্যাগিনী বিমুগ্ধ হইয়াছিল। কুটিল চরিত্রা, নির্লজ্জা কালবিলম্ব না করিয়া স্পষ্টাক্ষরে পাপাভিলাষ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল। হরিদাস হতভাগিনীর দশা ভাবিয়া করুণায় আর্দ্র হইলেন। পতিতাকে বলিলেন—'প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম জপ না করিয়া আমার কিছু করিবার অধিকার নাই—তুমি

একটু অপেক্ষা কর, তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে।' বেশ্যা বসিয়া রহিল—তিনলক্ষ নাম জপ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাতা হইয়া গেল। বিফল মনোরথা গণিকা প্রত্যূষে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিল—হরিদাসের ব্যবহার কীর্ত্তন করিল। দুষ্টবুদ্ধি নিরস্ত হইল না পুনরায় তাহাকে হরিদাসের কুটীরে পাঠাইল। যুবতী সে যামিনীও হরিদাসের কুটীরদ্বারে হরিনাম শুনিতে শুনিতে নিশাযাপন করিল। তৎপর দিনও পাপীর প্ররোচনায় পাপিনী যুবতী রজনীসমাগমে হরিদাসের কুটীরদ্বারে; কিন্তু আজ বেশ্যার আর পূর্ব্বভাব নাই—অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে—মনের শান্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে—কিছুতেই আর সুখানুভব করিতেছে না। হরিদাসের চরণ ধরিয়া শান্তির উপায় প্রার্থনা করিতেছে—ভক্তের প্রভাবে বেশ্যার হৃদয়েও পাপের প্রতি ঘৃণা ও ভগবানের প্রতি আকর্ষণ আসিয়াছে। হরিদাস কৃপা করিলেন। হরিদাসের ভক্তির বন্যায় যুবতীর বিমলিনচিত্ত ধৌত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিল—ভক্তির বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইল—ক্রমে বেশ্যার চরিত্র দেখিয়া লোকে চমৎকার হইল এবং হরিদাসের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিল। হরিদাস বিনয়ের অবতার ছিলেন—তিনি যখন গৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে দেখা করেন, তখন বলেন, 'হীনজাতি জন্ম মোর, নিন্দ্য কলেবর। হীনকর্ম্মে রত মুই অধম পামর॥" হরিদাসে ভক্তোচিত উচ্চ গুণগ্রামের কিছুমাত্র ন্যূনতা ছিল না—পূর্ণতাই ছিল। হরিদাসের ধর্ম্মবিশ্বাস ও হৃদয়বলের তুলনা নাই। যখন কাজী হরিদাসকে বিচারার্থ আহ্বান ও পুনর্ব্বার মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন; তখন কাজীর অনুরোধে তিনি ধর্ম্মবিশ্বাস পরিহার করেন নাই। এবং পরিশেষে কাজী কর্তৃক নির্দ্দয়রূপে প্রহৃত হইলেও জীবন বিলোপ সম্ভাবনা ঘটিলেও তিনি কাজীর মতানুসরণ করেন নাই; আত্মমত বজায় রাখিয়া ভক্তজীবনের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ভক্তিতে মানুষ এমনই শক্তি লাভ করে। তুমি আমি সংসারের কীট, মলিন জীব; ভক্তজীবনের মাহাত্ম্য অনুভব করিবার শক্তি আমাদের কোথায়? ভক্ত চিরকালই জগতিতলে এক একটী সত্যকে মানবজগতে সম্প্রসারিত করিবার জন্য, সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণকে তৃণের মত তুচ্ছ করিয়া গিয়াছেন—ভক্তির প্রভাবে জগৎকে চমকিত করিয়াছেন। আর তুমি আমি সামান্য নির্য্যাতনের সম্ভাবনা ঘটিলে সত্যের মাহাত্ম্যকে পদাঘাত করিয়া মনুষ্যত্ব প্রকট করিতেছি! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের বংশধর মানব আমরা, চিরকালই কি কীটধর্ম্মী থাকিব? ভক্তের শান্তি, ভক্তের প্রভাব ভক্তের হৃদয় কি আমাদের দর্শনীয় হইবে না—ভক্তজীবন লাভ করিতে কি আমাদের রুচি আসিবে না—আমাদের মরুহৃদয়ে ভক্তির নদী বহিয়া জ্ঞানতরু কি জন্মিবে না—মোক্ষফল কি আমরা পাইব না? উচ্চস্তরের ভক্তজীবনলাভ সকলের পক্ষে না ঘটিতে পারে—সাংসারিক জীবের পক্ষে তাহা দুর্লভ বলিতে পারা যায় কিন্তু নিম্নস্তরের ভক্তজীবনলাভত অনেকেই করিতে পারেন। বর্ত্তমানে মানবসমাজে যে পূর্ব্বাপেক্ষা নীচহৃদয়ের কার্য্যপরিচয় অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে; ইহা ভক্তিহীনতা হইতে উদ্ভূত। ঈশ্বরের অস্তিত্বে অনেকেরই আস্থা নাই—ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন জীবন

পাপের আকরস্থান—এমন পাপ নাই যাহা তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইতে পারে। ভক্তি থাকিলে প্রভুর অস্তিত্বজ্ঞান নিত্যই উজ্জ্বল হইতে থাকে। ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞান দৃঢ় হইলে পাপে ভয় জন্মে—পুণ্যে আসক্তি বাড়ে। সংসার সুখের হয়। বঙ্গদেশ ভক্তির দেশ—ভক্তের দেশ। জানি না বিভুর কি ইচ্ছা, আজ তাহা নাস্তিকের দেশরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। মানব যদি সাংসারিক জীবনও কথঞ্চিৎ শান্তিপ্রদ করিতে চায়; তবে ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাসী হওয়া তাহার কর্ত্তব্য। বিশ্বাসীর চিত্তে ভক্তিসুধা কুসুমসৌরভের ন্যায় স্বাভাবিক। ভক্তি জন্মিলেই মনের শক্তি বাড়ে। হৃদয়ে শক্তি আসিলে ধীরতার সহিত জীবনসংগ্রামেও জয়ী হওয়া যায়। এমন যে ভক্তি যাহা লাভ করিলে ক্রমশঃই শান্তিরাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা লাভ করিতে মোহাচ্ছন্ন নরনারী কি অগ্রবর্ত্তী হইবে না—ভাগ্যহীন হইয়া আর কতকাল থাকিবে? আর কতকাল অশান্তির প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হৃদয়ে পোষণ করিবে? মানব, এখনও ভক্তজীবনের প্রভাব স্মরণ করিয়া ভক্তজীবনগঠনে মনোযোগী হও--ইহপরকাল সুখের করিয়া লও। মনে রাখিও—ভক্তিই সর্ব্ববিধ মুক্তির উপায়। ভক্তজীবনলাভই জীবের অন্যতম লক্ষ্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

সমালোচনা।

ধুবড়ী হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিপ্রনারায়ণ বি-এ, মহাশয়ের সম্পাদকত্বে "বিজয়া"নাম্নী মাসিক পত্রিকাখানির বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠসংখ্যা আমরা ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। ইহা আমাদিগের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় সহিত বিনিময় হইবেক। সংবাদপত্রের বিস্তৃতি দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয় ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুসভ্য পাশ্চাত্যদেশের তুলনায় আমাদিগের বঙ্গদেশে সংবাদপত্রের অনুশীলন যে যৎসামান্য তাহাও অস্বীকার করা যায় না। যে দেশের কৃষকগণ হলচালনা করিবার সময় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকে ও যে দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের এক লক্ষ হইতে দশ লক্ষ্য গ্রাহক তাহার সহিত অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন বঙ্গদেশের তুলনা কি প্রকার হইবে? পূর্ব্ববঙ্গে ধুবড়ীর ন্যায় একটী প্রধান নগরে একখানি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার প্রয়োজন তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। সূচনাপত্রে সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের মর্ম্মবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "বিজয়া বিদায়ের দিন নহে, ইহা ক্ষত্রিয়জাতির শুভকার্য্য প্রারম্ভের মাহেন্দ্রযোগ" প্রসারিতবক্ষে বিজয়াকে আলিঙ্গন করিয়া আমরাও বলি "বিজয়া কোলাকুলির দিন," পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ক্ষত্রিয়গণ একপ্রাণে মিশিয়া যাউক, মিলন আমাদিগের মন্ত্র, কার্য্য তাহার অভিব্যক্তি। আগামীবারে বিজয়ার ২।৪ দুই চারিটী প্রবন্ধের সমালোচনা করিব। বিজয়ার দীর্ঘজীবন আমরা প্রার্থনা করি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভ্রম সংশোধন।—তীর্থদর্শন প্রবন্ধে ১৩২ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে ২৭ পংক্তি "জাগঙ্গীর" স্থলে সাজিহান হইবেক।

১। বিগত ২২শে জুন, মোতাবেক ৭ই আষাঢ় ১৩১৮ বৃহস্পতিবারে লণ্ডন মহানগরীতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ও বসুন্ধরার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রধান প্রধান দেশ ও মহাদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ, সৈন্যসামন্ত, করদ ও স্বাধীন নরপতিবৃন্দ অভিষেককালে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দিবসে একটী মহারাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ২২ ও ২৩শে জুন লণ্ডন মহানগরী, অপূর্ব্ব বেশ-ভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া, রাজরাজেশ্বরের কনকসিংহাসনের পাদদেশে রাজভক্তির পূর্ণাবেশে বিলুণ্ঠিতা হইয়াছিল। সপ্তসমুদ্র সম্বেষ্টিত, ধনজন-গৌরবসম্পদে অদ্বিতীয়, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর পঞ্চমজর্জ্জ ও মহামহিমময়ী সাম্রাজ্ঞী মেরীর দীর্ঘজীবন, শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ-সম্পন্ন সুদীর্ঘ শাসনকাল, শ্রীভগবানসমীপে আমরা প্রার্থনা করিতেছি। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের অক্ষুণ্ণ সহানুভূতি ও প্রেমের চির-বন্ধন, রাজভক্ত বঙ্গীয়-কায়স্থগণ কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন।

২। কলিকাতা মহানগরীতে ও বঙ্গের প্রধান প্রধান নগর, উপনগর পল্লীগ্রামে এই অভিষেক উপলক্ষে, রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছিল। উক্ত শুভদিনে মন্দিরে, মস্‌জিদে, পথে, ঘাটে, দেবালয়ে ও গৃহের প্রাঙ্গণে সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি পুষ্পমালায় বিভূষিত হইয়া তাঁহাদিগের যশোগান সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-কায়স্থগণ মহানন্দে ও তারস্বরে তাঁহাদিগের জয়ঘোষণা করিতেছেন।

৩। কায়স্থসমাজহিতৈষী ব্রাহ্মণগণ। বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত ঔদার-নৈতিক, মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণগণ কায়স্থসমাজের পরমহিতৈষী। উপনীত কি অনুপনীত কায়স্থসমাজে বিবাহ, শ্রাদ্ধাদিকালে, পূজা কি উৎসব উপলক্ষে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা কায়স্থমাত্রেরই কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ-সমাজে একটী পূর্ণ একতার সমরক্ষণ সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক হইয়াছে। উপনীত কি অনুপনীত কায়স্থদিগের মধ্যে যেন কোনও প্রকার মনোমালিন্য উপস্থিত না হয়। আমাদিগের সামাজিক অভিযান সিদ্ধার্থে একতাই আমাদিগের প্রধান উপায়। কায়স্থ চারিশ্রেণী মধ্যে, আজ সমগ্র বঙ্গে শ্রীভগবানের কৃপায় উপনীত কায়স্থগণ বিরাজিত। আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ নিবেদন তাঁহারা যেন সমাজে বিদ্বেষবুদ্ধির প্রশ্রয় না দেন। একতাই আমাদিগের জীবন, বিদ্বেষবুদ্ধিই আমাদিগের পতন। (United we stand divided we fall) কেবলমাত্র মঙ্গলময়ের আদেশে কর্ত্তব্যানুরোধে যে সকল ব্রাহ্মণগণ আমাদিগের পক্ষসমর্থন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিধ উপায়ে সাহায্য করা কি আমাদিগের একান্ত

কর্ত্তব্য নহে? অদ্য দশটী মাত্র নাম দিলাম। পর সখ্যায় আরও নাম দিব।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ—কলসকাটী, বরিশাল।
,, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ—গয়ানহাটা, কলিকাতা।
,, কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার—সভাপণ্ডিত, মহারাজা, কাসিমবাজার।
,, শীতলাচরণ সার্ব্বভৌম—সরদার-মামুদের চর, ফরিদপুর।
,, যোগেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন—ঐ ঐ
,, বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন—ইছাপুরা, ঢাকা।
,, রামকিশোর বিদ্যারত্ন—ধলছত্র, রাজবাটী, ফরিদপুর।
,, চন্দ্রকিশোর বিদ্যাভূষণ—কামারখাড়া, ঢাকা।
,, চণ্ডীচরণ ন্যায়রত্ন—নাগরনন্দী, ভাগ্যকুল, ঢাকা।
,, প্রসন্নকুমার তর্কনিধি—কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ।

ইহা ব্যতীত অনেক আচার্য্য, পুরোহিত ও কুলাচার্য্যগণ আছেন তাঁহাদিগের নাম পরে দেওয়া হইবে। এই সম্বন্ধে আমাদিগের নিবেদন যাঁহারা এই তালিকাভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহাদিগের নাম ও ধাম আমার নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর হাঁসপুখুরিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত দাশরথী দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হাঁসপুখুরিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল দত্ত মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া, তেহট্ট গ্রামনিবাসী মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত ২ জন কায়স্থ প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার দত্ত দেববর্ম্মা বয়স ১৫ বৎসর। ও শ্রীযুক্ত মণিমোহন দত্ত দেববর্ম্মা বয়স ১৫ বৎসর।

৫। যশোর জিলান্তর্গত যোগীবরাট গ্রামনিবাসী আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর ও কায়স্থবর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত রামলাল চন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন "সেতুবন্ধনে কাষ্ঠমার্জ্জারের সাহায্যের ন্যায় জাতীয় কার্য্যের জন্য, বিগত মাঘমাস হইতে সংসারধর্ম্ম এক প্রকার ত্যাগ করিয়া চন্দনীগ্রামে ও আমার নিজগ্রামে ৩।৪ তারিখে সভাসমিতি করিয়া গত ফাল্গুন মাসে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ প্রমুখ ৫ জন কায়স্থসন্তান উপনীত হইবার পরে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের আশীর্ব্বাদে গতকল্য ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমার প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলে, পাঁচুড়িয়াগ্রামে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র হইয়া শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস সেন দেববর্ম্মা
,, রামদাস সেন ঐ
,, শরচ্চন্দ্র সেন ঐ
,, বরদাকান্ত রাহুত ঐ
,, সতীশচন্দ্র সেন ঐ
,, যতীন্দ্রনাথ সেন ঐ
,, প্রফুল্লকুমার সিকদার ঐ
,, গণেশচন্দ্র মিত্র ঐ

সর্ব্বসাকিন পাঁচুড়িয়া।

„ কালিদাস ঘোষ দেববর্ম্মা
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ঐ
„ কৃষ্ণচরণ দত্ত ঐ
„ বঙ্কবিহারী বিশ্বাস ঐ
„ ষষ্ঠীচরণ ঘোষ, সাকিন চাঁদরা।
„ কেশবলাল ঘোষ, সাকিন নওয়াগ্রাম।

৬। যশোহর হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—

"শুভক্ষণে জাতীয় আন্দোলনের পর হইতে নানাশ্রেণীর লোক স্বীয় স্বীয় উন্নতির পথে ধাবমান হইয়াছে। অদ্য এখানে নমঃশূদ্রের সভা, কল্য সেখানে সৌলোকের মিটিং, পরশ্ব অন্যত্র সূত্রধরের মজলিস প্রভৃতি নানারূপ জাতীয় অভ্যুত্থানের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এই বিশাল কায়স্থজাতির সামান্যমাত্র চতুশ্রেণী কায়স্থ একত্রীকরণ ও বিবাহে পণপ্রথা নিষেধ এই সাধারণ দুইটী বিষয়ে এতদিন বিন্দুমাত্রও উন্নতিলাভ করিতে পারিল না। যাহা হউক, শেষোক্ত আমাদের কায়স্থজাতির উন্নতি সম্বন্ধে বারান্তরে লিখিব কিন্তু এস্থলে নমঃশূদ্র সৌলোক ও সূত্রধরের সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে, নিবেদন করিতেছি। আমি শাস্ত্রের কথা আলোচনা না করিয়া বর্ত্তমান উন্নতির যুগে যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম তাহাই লিখিতেছি।"

"ইংরাজ প্রভৃতি সমগ্র উন্নতিশীল জাতিগণের আচারব্যবহার দর্শনে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশে বহুসংখ্যক অন্তর্জাতি ও একশ্রেণীর সহিত অন্যশ্রেণীর জল আচরণ না থাকায় কিরূপ একটী ঘোর বিদ্বেষভাব বিরাজমান যদ্দ্বারা আমাদের এই অধঃপতনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।" অনেকস্থলে দেখা যায় যে অশিক্ষিত কদাচারী ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ, অন্নহীন হীনতর জাতির প্রতি অযথা অত্যাচার করিয়া থাকেন। স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া যদি বিবেচনা করি শ্রেষ্ঠত্ব কিসে লাভ হয়? তবে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে আমাদের সগোপযুক্ত বহুতর (বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ প্রভৃতিতে) লোককে আমরা এতদূর হীনতর ও ঘৃণাকর করিয়া রাখিয়াছি যে, তাহাদের স্পৃষ্টজল আমাদের কোন ব্যবহারে লাগে না। ইহা অতিশয় স্বার্থপর ও হিংসাপূর্ণ ব্যবস্থা। যে নিরক্ষর ব্রাহ্মণ পরের বাটীতে পাচকের, যে কায়স্থ পরের গৃহে দাসবৃত্তির কার্য্য করে, সেই সেই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সুশিক্ষিত লক্ষপতি হিন্দুসমাজের অলঙ্কারস্বরূপ শঙ্খবণিকের (সৌলোক), সূত্রধরের সাহায্য ব্যতীত বসবাস করা অসম্ভব তাহা বিবেচনা করিয়াও তাহাদের স্পৃষ্টজল গ্রহণ করিবে না এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠরত্ন কৃষিকার্য্যের প্রধান রক্ষক নমঃশূদ্রের প্রতি অতি হীনতম ব্যবহার করিবে ইহা নিতান্ত অন্যায়। কায়স্থ কি ব্রাহ্মণ যদি চাকরী ও ব্যবসা এবং স্থানে স্থানে স্বহস্তে চাষাবাদ করিয়াও অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদায় থাকিতে পারেন, তবে এই সব জাতির সামান্য একটু উপকার—উহাদের স্পৃষ্টজল প্রচলন করায় হানি কি? ক্ষৌরকারের স্পৃষ্টজল আচরণ যদি শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা হয় তবে উপরোক্ত জাতিগণকে আমরা অবাধে উঠাইয়া লইতে পারি। উহাদের আচারব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে হীন থাকিলেও তাহা অনায়াসে সংশোধিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।"

"এই উন্নতির যুগে কালচক্রের আবর্ত্তনে এই সব ও অন্যান্য ইতরজাতিগণ আচারব্যবহারে আমাদের সমকক্ষ হইবেই, ইহা

স্বভাবের গতি। তবে সময় থাকিতে মানে মানে কেন আমরা উহাদের উঠাইয়া লইব না? উহারা কর্ম্মবিচারে বৈশ্যসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রতীতি হয়।"

"বিশেষতঃ জল যদি সুপেয় হয় তবে তাহা গ্রহণে স্বাস্থ্যের হানি নাই, পরন্তু কূপের জল ব্রাহ্মণে দিলেও তাহা গ্রহণীয় হওয়া উচিৎ নহে। বদ্ধ superstition পরিত্যাগ করিয়া world's science এর উপর দণ্ডায়মান হওয়া উচিৎ নয় কি?"

যে ২টী বিষয় লেখক মহাশয় উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে প্রতিভার পাঠক ও কায়স্থসমাজের মনোযোগ আমরা আকর্ষণ করিতেছি। আমাদিগের বিশ্বাস ক্ষত্রিয়াচার পূর্ণভাবে কায়স্থসমাজ মধ্যে গৃহীত না হইলে চারিশ্রেণী মধ্যে আদানপ্রদান প্রচলিত হইতে পারে না। সামাজিক বৈষম্য ক্ষত্রিয়ত্বের সহিত বিদূরিত হইবে। চারিশ্রেণীর মিলনের সহিত পণপ্রথার উচ্ছেদনও সম্ভবপর হইবেক। বর্ত্তমান সময়ে ক্ষত্রিয়াচার যে পরিমাণে সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই পরিমাণে শ্রেণীগত বৈষম্য অপসারিত ও পণের পরিমাণ হ্রাস হইতেছে দেখা যায়। পণপ্রথার উচ্ছেদনে যদি বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজ বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন, (এইস্থলে কায়স্থসমাজ অর্থে কন্যার অভিভাবকগণ) তবে ষোড়শীর বিবাহ পঞ্চবিংশতি বয়স্ক যুবার সহিত সম্পন্ন করিবেন। বাল্যবিবাহপ্রথা এককালে ত্যাগ করিতে হইবে। কন্যাগণ মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজ যদি প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয় হইতে চান, তবে রঘুবংশকে আদর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন। তাঁহারা "আজন্ম শুদ্ধানাং" "আফলোদয় কর্ম্মনাম্" ছিলেন। অর্থাৎ জন্মকাল হইতে উপনয়নাদি সংস্কার কার্য্য দ্বারা বিশুদ্ধ এবং কর্ম্ম, ফলপ্রসূ না হইলে তাহা হইতে কদাপি বিরত হইতেন না। তাঁহাদিগের দেহ অতিশয় বলবান্ ছিল। তাঁহারা "বৃঢ়োরস্কঃ, বৃষস্কন্ধঃ" ছিলেন। তাঁহারা "আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষত্রোধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ" ছিলেন। তাঁহারা "শাস্ত্রেষকুণ্ঠিতাবুদ্ধি" ছিলেন। এবং "মৌর্ব্বী ধনুষিচাতত।" অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন।

৭। আমাদিগের পরমশ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর ফরিদপুরান্তর্গত ইশিবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—শ্রীভগবান্ চিত্রগুপ্তদেবের কৃপায় বিগত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ইশিবপুরগ্রামে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত দ্বাদশজন কায়স্থ প্রায়শ্চিত্তাদি অন্তে যজ্ঞোপবীতগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ ক্ষিপ্তপ্রায়, ক্ষত্রিয়েরা ভয়শূন্য, সুতরাং মনের আনন্দ অব্যাহত। এই শুভানুষ্ঠান জন্য আমরা সর্ব্বান্তকরণে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ঘোষ ঠাকুর ও নওপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বনমালী গুহ দেববর্ম্মা মহাশয়দ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহাদিগের অক্লান্ত যত্নে ও পরিশ্রমে এই শুভানুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা।
,, বিপিনচন্দ্র ঘোষ ঐ
,, মনোমোহন গুহ ঐ
,, যাদবচন্দ্র গুহ ঐ
,, সত্যেন্দ্রকুমার গুহ ঐ
,, প্রিয়নাথ বসু ঐ
,, মনোমোহন ঘোষ ঐ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্মা

,, জানকীনাথ ঘোষ ঐ

,, লালমোহন ঘোষ ঐ

,, উমেশচন্দ্র মিত্র ঐ

,, অক্ষয়কুমার ঘোষ ঐ

এই শুভানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদীনিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মজুমদার আচার্য্য ও নওপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তন্ত্রধার ছিলেন।

৮। দিনাজপুরের জজ আদালতের উকীল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বর্ম্মা সিকদার মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে পাবনা জিলার অন্তর্গত জোড়পুখুরিয়াগ্রামে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের আচার্য্যত্বে শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ সিকদার দেববর্ম্মা মহাশয় নিজগৃহে প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া যথারীতি উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন।

৯। বিগত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত তুগুলদীয়াগ্রামে কায়স্থবর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ভদ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ ও অমিত অধ্যবসায়ের ফলে শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে একটী কেন্দ্র হইয়া ব্রাহ্মণদীনিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেবশর্ম্মা মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহোদয়গণ যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার বসু দেববর্ম্মা

,, ডাক্তার হীরালাল বসু ঐ

,, যোগেন্দ্রমোহন বসু ঐ

,, পূর্ণচন্দ্র দাষ ঐ

,, যতীন্দ্রমোহন সিকদার ঐ

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সিকদার দেববর্ম্মা

,, রমণীমোহন দাষ ঐ

,, মন্মথনাথ গুহ ঐ

৯। ফরিদপুর জিলান্তর্গত ঘটমাঝিগ্রাম নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ রায় দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবারে ঘটমাঝিগ্রামে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ মহা-সমারোহে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে ঘট-মাঝি, মাদারিপুর, পেয়ারপুর, ইশিবপুর, কেন্দুয়া, মস্তাফাপুর ইত্যাদি গ্রামের প্রায় ৩।৪ সহস্র লোক যোগদান ও আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। মাদারিপুরস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই কার্য্যটী পণ্ড করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যদিও ত্রিংশৎ দিনে এই শ্রাদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু অনেক উপনীত কায়স্থ যোগদান করায় বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এই শ্রাদ্ধে উপস্থিত হন নাই, নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন

,, শীতলাচরণ সার্ব্বভৌম

,, যোগেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন

,, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

,, শশধর বিদ্যারত্ন

,, মধুসূদন কাব্যরত্ন

,, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি

,, কালিদাস কাব্যতীর্থ

,, বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী

,, জগদানন্দ চক্রবর্ত্তী

,, যদুনাথ পিপলাই

ব্রাহ্মণভোজন অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছিল, এবং সকলেই প্রতাপবাবুর দানে ও সৌজন্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ উক্ত ঘোষমহাশয়ের বাটীর প্রাঙ্গণে একটী কায়স্থসভা হয় তাহাতে স্থির হয় যে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবারে মাদারিপুর ৺কালী বাটীর প্রাঙ্গণে একটী সভা হইবে তথায় বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণসহিত কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় ও উপনয়নার্হ তৎসম্বন্ধে বিচার হইবে।

১০। মাদারিপুরের কায়স্থ ব্রাহ্মণ সভা। বিগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার, অপরাহ্ন ৪ চারি ঘটিকার সময় মাদারিপুরের ৺কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণে একটী বিরাটসভার অধিবেশন হয়। বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণের মুখপাত্র শ্রীযুক্ত রাজকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, ও মাদারিপুরের সুবিজ্ঞ প্রাচীন ব্যবহারাজীবী শ্রীযুক্ত মহানন্দ দত্ত মহাশয় সহকারী সভাপতিত্বে বরিত হন। সর্ব্বপ্রথমেই কলিকাতার প্রসিদ্ধ আনুষ্ঠানিক কায়স্থসভার কায়স্থাচার্য্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায় ত্রিবেদী মহাশয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় ও উপনয়নার্হ তাহা বিশদরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ প্রমাণে ভারতীয় বিরাট কায়স্থজাতি, কি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, কি মধ্য ভারতে, কি দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বত্রই তাঁহারা যে দ্বিজ তাহা প্রমাণ করিয়া, চৈত্রগুপ্ত কায়স্থের বঙ্গাগমন ইতিহাস হইতে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্তবংশ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ও কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় সভ্যগণ এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মধ্যে মধ্যে সভাস্থল হরিনামোচ্চারণের সহিত জয়ধ্বনি দ্বারা মুখরিত হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতান্তে বিরুদ্ধবাদিগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"মাননীয় ত্রিবেদী মহাশয় বহুদর্শী ও শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহার যুক্তিতর্কের প্রতিবাদ করা আমার সাধ্যাতীত, তবে শব্দকল্পদ্রুম-অভিধানে কায়স্থশব্দের যে অর্থ লিখিত আছে তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে" তৎকালে সমবেত সভ্যগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ব্যক্তিবিশেষের মনঃকল্পিত আভিধানিক অর্থ আমরা শুনিতে চাহি না ঐ অভিধান বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে। তবে শাস্ত্রালোচনা শুনিতে আমরা প্রস্তুত আছি।" তদুত্তরে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বলিলেন যে, "আপনারা শুনুন আর নাই শুনুন আমার মত আমি সভাস্থলে প্রকাশ করিব," এই বলিয়া শব্দকল্পদ্রুম-অভিধান হইতে কায়স্থশব্দের ব্যাখ্যা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে সভাস্থলে একটা হৈ চৈ গোলমাল আরম্ভ হইল। ইতোমধ্যে ত্রিবেদী মহাশয় উক্ত অভিধানের বাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ করিতে দণ্ডায়মান হইলে উপস্থিত বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণ নিরুপায় দেখিয়া সভাস্থলের দক্ষিণদিকের দ্বারদেশ দিয়া সভাপতি মহাশয় ও বক্তা স্মৃতিতীর্থ স্বদলবলে "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" মনে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্ব স্ব পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর সহকারী সভাপতি মহাশয় বিশেষ কৌশলে সভামধ্যে শান্তিসংস্থাপন করিয়া সভার কার্য্য শেষ করিলেন। রাত্রি

১০ দণ্ড ঘটিকার সময় "বন্দে চিত্রগুপ্তম্" শব্দে সভাস্থল আলোড়িত করিয়া কায়স্থগণ বিজয়জনিত হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই প্রকারে মাদারিপুরের ব্রহ্মাণ্ডময়ীর প্রাঙ্গণে সমবেত বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। এই প্রকার সঙ্ঘর্ষে ব্রাহ্মণগণ কুত্রাপি জয়লাভ করিতে পারেন নাই, অথচ তাহাদিগের প্রাণে কায়স্থ-বিদ্বেষবহ্নি সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত। আমরা জিজ্ঞাসা করি ইহারা কি ব্রাহ্মণ না অন্য কোন অধঃপতিত জাতি।

১১। বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে ফরিদপুর জিলান্তর্গত ঘটমাঝিগ্রামে শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন ঘোষ রায় দেববর্ম্মার বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু ত্রিবেদী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে নিম্নলিখিত ১৮ জন কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষ রায় দেববর্ম্মা
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ঐ
,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ ঐ
,, মণিমোহন ঘোষ ঐ
,, মোহিনীমোহন ঘোষ ঐ
,, জ্ঞানেন্দ্রমোহন মিত্র ঐ
,, যতীন্দ্রমোহন নাগ ঐ
,, সুরেন্দ্রমোহন দাস ঐ
,, হীরালাল দাস ঐ
,, সারদাকান্ত দাস ঐ
,, বরদাকান্ত দাস ঐ
,, মনোহর দাস ঐ
,, রসিকচন্দ্র দাস ঐ
,, চন্দ্রকান্ত দেব ঐ
,, নিবারণচন্দ্র নাহা ঐ
,, বিপদভঞ্জন নাহা ঐ
,, দীননাথ কর ঐ
,, বাণীকান্ত ঘোষ ঐ

১২। ফরিদপুর নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন "ফরিদপুর জিলাস্থিত নওপাড়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বনমালী গুহ দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার পৌত্রের জন্মোপলক্ষে ক্ষত্রিয়াচারে দ্বাদশ দিন অশৌচ পালন করিয়া শুদ্ধ হইয়াছেন। উপবীতী কায়স্থ-ক্ষত্রিয়সন্তানগণ শাস্ত্রবাক্যানুসারে দ্বাদশ দিন অশৌচ প্রতিপালন করেন ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

অভিষেক-গীতি।

রাগিণী—গারা, তেওড়া।

(জয়) ভারত-জনগণ-পালন।
প্রশান্ত আনন, মূর্ত্তি মোহন,
কনক-কিরীট শিরে শোভন।
আসমুদ্র ক্ষিতি রাজ্য বিস্তৃত,
যশঃসৌরভ দিগন্ত পূরিত,
রাজ রাজেশ্বর, গরিমা মণ্ডিত,
দুঃখ দৈন্য ক্লেশনাশন।
গৌরবে ভাস্বর রাজ্যে যাঁহার,
নহে অস্তমিত চন্দ্রমা ভাস্কর,
যাঁহার করুণা, সুশীত নির্ঝর,
তৃষিত-হৃদয়-তৃষ্ণ-মোচন।
কোহিনুর মণি মুকুট ধারণ,
রাজদণ্ড করে রূপে অতুলন,
সুবর্ণ লতিকা দয়িতা বরতন,
শোভিছে হেম সিংহাসন।
দীর্ঘজীবন লভহে রাজন্!
মঙ্গল শাসনে করহে শাসন।
কোটি কোটি দীনহীন প্রজাগণ,
ভকতি কামনা বিভুচরণ॥

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

Reg. No. D. 69.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচন।

[চতুর্থ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা।]

১৩১৮ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	শ্রীশ্রীরামগীতা (পূর্ব্বানুবৃত্তি, (শেষ) শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী)	১৪৯
২।	কবিতাগুচ্ছ—(১) কায়স্থ (শ্রী * * *)	১৫২
	(২) প্রণাম (রায় শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী) ...	১৫৩
	(৩) সত্যনারায়ণের গান (শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা) ...	১৫৫
৩।	সংহিতাসংগ্রহ (পূর্ব্বানুবৃত্তি (৭) সম্পাদক)	১৫৬
৪।	কায়স্থতত্ত্ব (শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা)	১৫৮
৫।	মনোরমা (পূর্ব্বানুবৃত্তি, (শেষ) শ্রীআনন্দ পালিত)	১৬২
৬।	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগমন (সম্পাদক)	১৬৬
৭।	নিবেদন (শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা)	১৬৯
৮।	বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজের বরণ সম্বন্ধে দুটী কথা (শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র) ...	১৭৪
৯।	প্রাবৃড়ালেখ্যম্ বর্ষাচিত্র, (পদ্য) (শ্রীমধুসূদন রায় বিশারদ)	১৭৮
১০।	সানুবাদ মিশ্রকায়স্থকারিকা (সম্পাদক)	১৮৩
১১।	কাকসংবাদ (শ্রীকাক)	১৮৮
১২।	বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার নবমবার্ষিক অধিবেশন (সম্পাদক)	১৯০
১৩।	সমালোচনা (সম্পাদক)	১৯৪
১৪।	বিবিধপ্রসঙ্গ (সম্পাদক)	১৯৫

[প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৵০ আনা মাত্র।] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।]

ফরিদপুর
হিতৈষী প্রেসে
শ্রীজানকীনাথ দেব কর্তৃক মুদ্রিত।
সন ১৩১৮।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

শ্রীশ্রীরাসগীতা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

উভয়ো ভয় মাধবয়োর্দয়িতে।
পৃথগম্বরতো বৃষভানুসুতে ॥৬০॥
বৃষভানুজয়োর্ভুজবন্ধ গলঃ।
কুশলো বসুদেবসুতঃ সকলঃ ॥৬১॥
যদুনন্দনয়োর্ভুজবন্ধ গলা।
কমলা বৃষভানুসুতা সকলা ॥৬২॥
বৃষভানুসুতা বরনন্দসুতঃ।
বরনন্দসুতো বৃষভানুসুতা ॥৬৩॥
বরনন্দসুতো বৃষভানুসুতা।
বৃষভানুসুতা বরনন্দসুতঃ ॥৬৪॥
শ্রীবৃষভানুমতী শ্রুতি গীতং।
গোপিকয়া সহ তাল সমেতং ॥৬৫॥
গায়তি বাদয়তে জব বীণাং।
মাধব মাধব মাধব তানাং ॥৬৫॥
কেলিকদম্বতলে বনমালিঃ।
নৃত্যতি চঞ্চল চন্দ্রক মৌলিঃ ॥৬৬॥
রাধিকয়া সহ রাসবিলাসী।
গোপবধূ কৃত মণ্ডলরাসী ॥৬৮॥
ক্রীড়তি রাধিকয়া সহ কৃষ্ণঃ।
শ্রীমুখচন্দ্র সুধারস তৃষ্ণঃ ॥৬৯॥

নর্ত্তকখঞ্জন লোচন লোলঃ।
মণ্ডন মণ্ডিত চন্দ্রকপোলঃ ॥৭০॥
রাস রসোপরি রাজতে রাধা।
চন্দন চর্চ্চিত পঙ্কজগন্ধা ॥৭১॥
মাধব সাগর সঙ্গমরঙ্গা।
পূর্ণ মনোরথ মন্মথ গঙ্গা ॥৭২॥
কুঞ্জগৃহে কুসুমোপরিতল্পে।
সূর্য্যসুতা জলবায়ু বলাপে ॥৭৩॥
কেশব আদিরসং প্রতিশেতে।
রাধিকয়া সহ বন্দনশীতে ॥৭৪॥
শ্যামল কোমল দিব্য শরীরং।
কৃত কমলোপরি নন্দকিশোরং ॥৭৫॥
ভাবয় ধীর্বৃষভানু কিশোরী।
কাঞ্চনচম্পক কুঙ্কুম গৌরী ॥৭৬॥
শ্রীধর মাধব যাদব শৌরে।
কেশব কৃষ্ণ মুকুন্দমুরারে ॥৭৭॥
শ্রীমতি গোপিনি মোহিনি মেধে।
গোপি সুধামুখি সুন্দরি রাধে ॥৭৮॥
রাধারমণ ব্রজমোহন হে।
গোপীজনবল্লভ মাধব হে ॥৭৯॥

গোপাল গোপক নায়ক হে।
গোবিন্দ রমাপ্রিয় কেশব হে ॥৮০॥
কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল গোপীপতে।
রাধিকাবল্লভ শ্যামল শ্রীপতে ॥৮১॥
মাধবার্দ্ধাঙ্গি রাধে রাম গোপিকে।
প্রেমবল্লী নিবাসাধিকে রাধিকে ॥৮২॥
রাধিকামাধবো যাতি বৃন্দাবনে।
পূর্ণরাসোৎসবানন্দি গোপিজনে ॥৮৩॥
বল্লবীবল্লভো মণ্ডলে মণ্ডিতঃ।
নর্ত্তকী নর্ত্তকস্তাণ্ডবে পণ্ডিতঃ ॥৮৪॥
রাধয়ো রাধয়ো র্মধ্যতো মধ্যতঃ।
মাধবো মাধবো মণ্ডলে মণ্ডলে ॥৮৫॥
কৃষ্ণয়োঃ কৃষ্ণয়োর্মধ্যতো মধ্যতঃ।
রাধিকা রাধিকা মণ্ডলে মণ্ডলে ॥৮৬॥
রাধিকা রাধিকা মাধবং শ্লিষ্যতি।
মাধবো মাধবো রাধিকাং শ্লিষ্যতি ॥৮৭॥
মাধবো রাধিকাং রাধিকাং শ্লিষ্যতি।
রাধিকা মাধবং মাধবং শ্লিষ্যতি ॥৮৮॥
রাধিকা রাধিকা মাধবং চুম্বতি।
মাধবো মাধবো রাধিকাং চুম্বতি ॥৮৯॥
রাধিকা মাধবং মাধবং চুম্বতি।
মাধবো রাধিকাং রাধিকাং চুম্বতি ॥৯০॥
রাধিকা রাধিকা মাধবং গায়তি।
মাধবো মাধবো রাধিকাং গায়তি ॥৯১॥
মাধবো রাধিকাং রাধিকাং গায়তি।
রাধিকাং মাধবো মাধবো গায়তি ॥৯২॥
রাধয়োর্মধ্য গো মাধবো নৃত্যতি।
কৃষ্ণয়োর্মধ্য গা রাধিকাং নৃত্যতি ॥৯৩॥
বাহুভিঃ কল্পিতে মণ্ডলে রাজতে।
রাধিকা মাধবো যোগিভির্ধ্যায়তে ॥৯৪॥
রাধিকাং রাধিকাং রাধিকাং রাধিকাং।
অন্তরে চান্তরে মাধবো মাধবঃ ॥৯৫॥

মাধবং মাধবং মাধবং মাধবং।
চান্তরে চান্তরে রাধিকা রাধিকা ॥৯৬॥
রাধিকা রাধিকা মাধবো মাধবঃ।
মাধবো মাধবো রাধিকা রাধিকা ॥৯৭॥
মাধবো মাধবো রাধিকা রাধিকা।
রাধিকা রাধিকা মাধবো মাধবঃ ॥৯৮॥
গায়ন্তি গোপী মধুর স্বরেণ।
গোপাল গোপীজন বল্লভেতি ॥৯৯॥
গোবিন্দ বৃন্দাবন পূর্ণচন্দ্র।
শ্রীকৃষ্ণ রাধাপ্রিয় মাধবেতি ॥১০০॥
কৃষ্ণায় গোপীজনবল্লভায়
গোপালরূপায় সুদুর্লভায়।
কন্দর্পলাবণ্যক সাধকায়
নমোঽস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০১॥
বৃন্দাবনানন্দ সুধাকরায়
গোবিন্দ নামাক্ষর সুন্দরায়।
কিশোর লীলাময় বিগ্রহায়
নমোঽস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০২॥
কদম্বমূলে মুরলীধরায়
ত্রিভঙ্গিমাকায় মনোহরায়।
গুঞ্জা বা তারোজ্জ্বল চন্দ্রকায়
নমোঽস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০৩॥
যস্যাস্তি বামে পরিপূর্ণবেশা
রাধাসুধাসিন্ধুমুখোচ্চহাসা।
চন্দ্রাবলী দক্ষিণ পার্শ্বগাচ
নমোঽস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০৪॥
ইন্দীবর শ্যাম সুকোমলায়
সংপূর্ণ চন্দ্রানন মণ্ডলায়।
আলোল নীলোৎপল লোচনায়
নমোঽস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০৫॥
কিরীট হারাঙ্গদ কুণ্ডলায়
সুবর্ণ পাদাঙ্গদ শৃঙ্খলায়।

শ্রীবৎস চিন্তামণি কৌস্তভায়
নমোঽস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০৬॥
গোপীজনানাং নয়নোৎপলেষু
সর্ব্বাঙ্গ শোভা প্রতিবিম্বিতায়।
সুস্নিগ্ধ পীতাম্বর শোভিতায়
নমোঽস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০৭॥
ব্রজাঙ্গনানাং কুচকুঙ্কুমেন
ভূতাঙ্গ রাগায় মনোরমায়।
রাধামুখাম্ভোজ মধুব্রতায়
নমোঽস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০৮॥
সঙ্গীতমুদ্গায়তি রাধিকায়া
যো যোগরাসাদি রসাদিকায়।
নিত্যং জগন্মোহন মোহনায়
নমোঽস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১০৯॥
রাসেশ্বরায় ব্রজনাগরায়
স্মরারয়ে মন্মথ মন্মথায়।
গোস্বামিনে গোকুল নায়কায়
নমোঽস্তু রাধাপ্রিয় মাধবায় ॥১১০॥
স্বাঙ্কস্থ রাধাযুগলোরুমধ্যে
বিরাজমানং রতি কেলি লোলং।
তৎ পূর্ণচন্দ্রানন চুম্বিতাস্য
সদৈব রাধারমণং নমামি ॥১১১॥
ভ্রমন্তং রাসচক্রেণ নৃত্যন্তং তালসিঞ্চিতৈঃ।
গোপিভিঃ সহগায়ন্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১২॥
রাস মানমদোন্মত্তং প্রেমোদ্গানাদ্দিগম্বরম্।
রতি কামবলাক্রান্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১৩॥
রাসমণ্ডল মধ্যস্থং ঘর্ম্মাক্ত বদনাম্বুজম্।
অন্যোন্যহৃদয়াশক্তং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১৪॥
বিদ্যুদ্গৌরি ঘনশ্যামং প্রেমালিঙ্গন তৎপরম্।
পরস্পরোরু মধ্যাঙ্গং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১৫॥
রাধিকারূপিণং কৃষ্ণং রাধাং মাধবরূপিণীং।
রাসযোগানুরাগেণ রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১৬॥
পুষ্পিতে মাধবীকুঞ্জে পুষ্পিতামুপরিস্থিতম্।
বিপরীত রতাবিষ্টং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১৭॥
সুরতানন্দহিল্লোলং জগন্মোহন মোহনম্।
পূর্ণরাস সুখোদ্বোধং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১৮॥
রাসক্রীড়া পদাক্রান্তং মধুপান পরায়ণম্।
তাম্বুল মুখপূর্ণেন্দুং রাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্ ॥১১৯॥
রাধিকা পূজয়েৎ কৃষ্ণং রাধাঞ্চ মাধবোমুদা।
কামকল্প ভ্রমৎ ফুল্লৈঃ পুষ্পৈরালিঙ্গনাদিভিঃ ॥১২০॥
আলিঙ্গন পুষ্পমালা চন্দনং কুচমণ্ডলং।
চুম্বনং চারুতাম্বুলং সম্ভোগাস্ত্র সমর্পণং ॥১২১॥
রাসোল্লাস কলাপূর্ণে গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
রাধিকা কুচরাগাঙ্গঃ কৃষ্ণচন্দ্র প্রসীদমে ॥১২২॥
শ্রীরাধাং কৃষ্ণদেবস্য রাস যোগরসায়নং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণদাসোঽহং প্রার্থয়ে জন্মজন্মনি ॥১২৩॥
রাধাকৃষ্ণ সুধাসিন্ধু রাসগঙ্গাঙ্গ সঙ্গমে।
অবগাহ্য মনোহংসা বিহরন্তি যথা সুখম্ ॥১২৪॥
রাসগীতাং পঠেদেতাং শৃণুয়াদ্ বাপি যো নরঃ।
বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা
॥১২৫॥
লক্ষ্মীস্তস্য বসেদ্ গেহে মুখে ভাতি সরস্বতী।
ধর্ম্মার্থ কাম কৈবল্যং লভতে সত্যমেব সঃ ॥১২৬॥
ইতি শ্রীরাসগীতা সমাপ্তা।*

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

* কৈয়ড়নিবাসিনঃ শ্রীযুক্ত পূজ্যাস্পদ হরিপদ গোস্বামিনঃ
হস্তলিখিত পুস্তকাদুদ্ধৃতা।
সংশোধিতা।

কবিতাগুচ্ছ।

বন্দে চিত্রগুপ্তম্।

কায়স্থ। ১।

১

কায়স্থ! ক্ষত্রিয় তুমি আর্য্যবংশধর,
বেদমন্ত্রে বেদধর্ম্মে তুমি অধিকারী,
তুমি নহ নীচ শূদ্র গোলাম নফর,
নতমস্ত পাদ্যহস্ত পদসেবাকারী!

২

সিংহাসনে তুমি রাজা রাজদণ্ডধারী,
রণক্ষেত্রে তুমি সৈন্য তুমি সেনাপতি,
মন্ত্রগৃহে তুমি মন্ত্রী—রাজকর্ম্মচারী,
শাসনে পালনে তব সুখী বসুমতী!

৩

যাগযজ্ঞ পুণ্যধর্ম্ম তুমি রক্ষাকারী,
কৃষি শিল্প বাণিজ্যও তোমারি আশ্রিত,
নিরাতঙ্কে করে বাস ধনাঢ্য ভিখারী,
তোমারি সে শৌর্য্যেবীর্য্যে রাজ্য নিয়মিত!

৪

দেবালয়ে তুমি কৃষ্ণ বিষ্ণু অবতার,
রামরূপে বিরাজিছ বৈকুণ্ঠবিহারী,
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল পূজে চরণ তোমার,
তুমি বুদ্ধ জগতের পাপতাপহারী!

৫

তব পুণ্যপদস্পর্শে তীর্থ বৃন্দাবন,
অযোধ্যা মিথিলা কিবা দ্বারকা প্রভাস,
কি গৃহস্থ বানপ্রস্থ তপস্বী ব্রাহ্মণ,
গোলোক বৈকুণ্ঠ ছাড়ি করে অভিলাষ!

৬

অহল্যা ব্রাহ্মণপত্নী পাতকী পাষাণী,
তোমার চরণস্পর্শে হইল উদ্ধার,
হইল বাল্মীক মুনি দস্যু যারে জানি,
তোমারি পবিত্র নাম জপি অনিবার!

৭

তব মন্ত্রে শত শত দীক্ষিত ব্রাহ্মণ,
ভক্তিভরে অবিরত জপে তব নাম,
মুমূর্ষুর ক্ষীণকর্ণে করে উচ্চারণ,
লেখে কণ্ঠে বক্ষে ভালে হরেকৃষ্ণরাম!

৮

পুণ্যশ্লোক তব নাম পাতক নাশন,
সুপ্রভাত হেতু স্মরে প্রভাত সময়,
রোগ শোক দুর্নিমিত্ত করে নিবারণ,
পাপতাপ দুঃখদৈন্য দূরীভূত হয়!

৯

পবিত্র ভারতগাথা কাব্য রামায়ণ,
তোমারি বংশের কীর্ত্তি পুণ্য ইতিহাস,
তোমারি গীতার ধর্ম্ম বিজ্ঞান দর্শন,
জগতের একমাত্র আশা অভিলাষ!

১০

সেই রক্ত সেই মাংস সেই তুমি আজ,
সেই ক্ষত্রিয়ের বংশ কায়স্থসন্তান,
তোমারি কি পরিচর্য্যা—পদসেবা কাজ?
এই কি বেদান্তবেদ শাস্ত্রের বিধান?

১১

ধূর্ত্ত ভণ্ড মিথ্যাবাদী মহাপ্রবঞ্চক,
কোন্ যাদুমন্ত্রে তব হরিল চেতনা ?
কি বিষম ইন্দ্রজাল কি ঘোর কুহক,
পবিত্র ধর্ম্মের নামে ঘোর প্রতারণা !

১২

উঠ, জাগ, সুপ্তসিংহ ঘুমায়ো না আর,
অতি ঊর্দ্ধে অতি উচ্চে তব সিংহাসন,
তোমার চরণ তলে অর্ঘ্য উপহার,
যুগে যুগে দেখ কত অর্পিছে ব্রাহ্মণ !

১৩

আত্মমান মর্য্যাদার অতুল গৌরবে,
পর সে জগদ্দীপ্ত যশের কিরীট,
অশাস্ত্র ভণ্ডের শাস্ত্রে স্তূপে স্তূপে হবে,
বিরচিত সংগ্রথিত তব পাদপীঠ !

১৪

লহ সে গায়ত্রীমন্ত্র লহ উপবীত,
পবিত্র ক্ষত্রিয়বেশ করহ ধারণ,
ক্ষত্রিয় আচার নিষ্ঠা ক্ষত্রিয় উচিত,
পাল সে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম করি প্রাণপণ !

১৫

জাতি আছে ধর্ম্ম আছে আছে জন্মভূমি,
ক্ষত্রিয় কর্ত্তব্য বহু আছে চারিপাশ,
অস্থি দিয়ে রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে তুমি,
পূর ক্ষত্রোচিত সেই আশা অভিলাষ !

শ্রী * * *

প্রণাম। ২।

১

কোথা চিত্রগুপ্ত ! জগতজনক,
একবার পিতঃ দেখ না এসে।
বিহনে তোমার করুণা অপার,
সন্তান তোমার যায় গো ভেসে ॥

২

বিলুপ্ত উল্লাস, বিলুপ্ত সে দিন,
বিলুপ্ত হয়েছে, তা'দের সব।
বঙ্গদেশ আজ আঁধার নীরব,
জীবন থাকিতে হয়েছে শব ॥

৩

সূর্য্যপুত্র তুমি তোমার সন্তান,
"গায়ত্রী" বিহীন কি কব আর।
পিতৃদত্ত ধনে হয়েছে বঞ্চিত,
করহে পিতঃ ! তার প্রতিকার ॥

৪

সংস্কারবিহীন স্বধর্ম্ম বর্জ্জিত,
যাগযজ্ঞ তপ হয়েছে লয়।
কুলাঙ্গার সম কায়স্থ সকল,
স্বধর্ম্মপালনে পাইছে ভয় ॥

৫

মুখে একরূপ, কার্য্যে অন্যরূপ,
দুরাত্মা অনেক কায়স্থ ভবে।
না পালে ধরম না মানে করম,
আকাঙ্ক্ষা তাদের মহাত্মা হবে ॥

৬

শূদ্রাচারী যত বাতুলের মত,
বিনা সংস্কারে ক্ষত্র হতে চায়।
শূদ্রত্বশৃঙ্খল গাঁথি গলদেশে
দ্বিজাতি ক্ষত্রিয় হইতে ধায় ॥

৭

নাহিক সরম, স্বার্থে পূর্ণ মন,
নাহিক তাদের মনেতে দুখ।
নাহি হয় ঘৃণা সম্মুখে সবার।
প্রকাশ করিতে বৃষল মুখ॥

৮

কেন বা হইবে? দাস যে তাহারা,
শূদ্রের কি আছে লাজলজ্জা ভয়।
শূদ্রাচারে গেল জনম তা'দের,
দ্বিজত্বের কথা কেন বা কয়?

৯

বামন হইয়া কেন যে তাহারা,
চন্দ্রমা স্পর্শিতে করে যতন?
শূদ্রত্ব আলানে আবদ্ধ যাহারা
দাসত্ব করিতে দাস যেমন॥

১০

কোথা পিতৃদেব! দেখ দেব এসে,
হাহাকার করি কাঁদিছে দেশ।
দয়াময় তুমি সহিছ কেমনে,
সন্তানের এমন অসহ্য ক্লেশ॥

১১

কোন্ পাপ ফলে কায়স্থের ভালে,
লিখেছ হে প্রভু এমন দুখ।
শূদ্রত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়া।
ধর্ম্মকর্ম্ম করি না পাবে সুখ॥

১২

পরম মঙ্গল পুণ্যময় তুমি,
অনন্ত সুকৃতি চরণতলে,
এসো কৃপা করি ঘুচাও যাতনা,
শূদ্রত্ব-কালিমা চরণে দলে॥

১৩

ক্ষাত্র-তেজহীন, এ ঘোর যাতনা,
তাপিত হৃদয়ে সহে না আর।
কোথা ভগবান্ দেখ হে আসিয়া
ঘুচাও মোদের শূদ্র আচার॥

১৪

শুনেছি হে তুমি বিধাতা পুরুষ,
মসী দিয়া লিখ জীবের ভালে।
চিত্রগুপ্ত নাম তাই হে তোমার
গুপ্ত আলেখ্য মানব কপালে॥

১৫

উর একবার হৃদয় মাঝারে,
মিটাই কার্য্যে মনের আশা।
গায়ত্রীমন্ত্রতে জপিয়া তোমায়,
পুরাই ক্ষত্র ঘোর পিপাসা॥

১৬

উদিয়া মোদের দেব! চিদাকাশে,
পরিচর্য্যা-কালিমা কর লয়।
কণ্ঠে, চিত্তে, হৃদে, দেখিব ওঙ্কার,
জ্যোতিতে হউক পূর্ণ হৃদয়॥

১৭

সে জ্যোতিতে ভস্ম হবে, জ্যোতির্ম্ময়!
কায়স্থসমাজের শূদ্রত্ব সার।
নবরাগে পুনঃ ক্ষাত্রতেজ-রবি
ঘুচাবে ব্রাত্যত্ব দাসত্ব আর॥

দেব শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, অগ্নিহোত্রী॥

সত্যনারায়ণের পুঁথি। ৩।

ওঁ সত্যদেবায়।

প্রথম অধ্যায়।

প্রণমামি সত্যদেব সৃষ্টির কারণ।
যাঁহার প্রভাবে রক্ষা পায় ত্রিভুবন ॥১
যাঁহার প্রভাবে আছে আকাশ দিবস।
এ বিশ্বভুবনে প্রাণী সব যাঁর বশ ॥২
যে সত্যের মহিমায় প্রবাহিত জল।
যাঁহার প্রভাবে * উঠে সূর্য্য সমুজ্জ্বল ॥৩
সেই সত্যবাদে আমি করি নমস্কার।
পুণ্যময় লোক তাঁর কৃপায় সংসার ॥৪
সত্যের প্রভাব কম হয়েছে এক্ষণ।
সকলেই করে প্রায় মিথ্যা আচরণ ॥৫
ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষা করে মিথ্যাকথা বলে।
ঠকায় প্রকৃতিপুঞ্জে অর্চ্চনার ছলে ॥৬
ধর্ম্মাধিকরণে তারা মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়।
কৌশল করিয়া লোকে মিথ্যাপথে নেয় ॥৭
রজক নাপিত আদি বৈশ্যজাতি যত।
দিবারাত্রি আছে তারা মিথ্যাবাদে রত ॥৮
শূদ্রবৈশ্যে মিথ্যা কত করে ব্যবহার।
মিথ্যা বিজ্ঞাপন বৈশ্য করিছে প্রচার ॥৯
দোকানে বাজারে যাও মিথ্যা ব্যবহার।
সত্যের আদর আছে নিকটে কাহার ॥১০
ক্ষত্রিয় কায়স্থজাতি তারাও সকলে।
সকল সময়ে নাহি সত্যকথা বলে ॥১১
জাতীয় চরিত্রে হেন মিথ্যা আচরণ।
ঘটিয়া সাধিছে তার গভীর পতন ॥১২

সত্যদেব পূজা বটে ঘরে ঘরে হয়।
অসত্যাচরণ কিন্তু সকল সময় ॥১৩
প্রকৃত সত্যের তাই কর আরাধনা।
সত্যাশ্রিত করে লও জাতীয় চেতনা ॥১৪
এইজন্য চিত্ররাজ অপূর্ব্ব কথন।
বলিতেছি শুন সবে সাবহিত মন ॥১৫
যখন ভারতে সত্য ছিল অত্যধিক।
বেদধ্বনি প্রপূরিত ছিল সর্ব্বদিক ॥১৬
গৃহে গৃহে গৃহপতি যজ্ঞ করিতেন।
পরিবারবর্গ তাঁর স্তব শুনিতেন ॥১৭
যজ্ঞান্তে সকলে সোম করিতেন পান।
আপনিই পুরোধা গৃহস্থ যজমান ॥১৮
কেবল রাজার কিংবা ধনীর গৃহেতে।
পুরোহিত অন্য ব্যক্তি হৈত কদাচিতে ॥১৯
তখন সে পুণ্যতোয়া সরস্বতীতীরে।
যজ্ঞ করিলেন চিত্র ডাকি সোভরিরে ॥২০
সোভরি কাণ্বেয় ঋষি অতীব ধীমান। †
চিত্ররাজ, সারস্বত সমাজে প্রধান ॥২১
রাজা, রাজপুরোহিত একত্রিত হয়ে।
যজ্ঞ করিলেন ইন্দ্রে এই কথা কয়ে ॥২২
হে দেবরাজন্ তুমি ক্ষত্রিয় সৎপতি।
তোমার আশ্রিতা সীতা দয়াবতী অতি ॥২৩
তোমাদের কৃপায় প্রচুর শস্য হয়।
অন্নের সংস্থান হয়, সবে হৃষ্ট রয় ॥২৪
ব্রীহি যব যজ্ঞানলে করি সমর্পণ।
সত্যবাক্ বলি তোমা করেছি অর্চ্চন ॥২৫

* ঋগ্বেদ ১০। ১৭। ২
মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৭। ৭৭-৭৮

† ঋগ্বেদ ৮। ২১। ১৭-১৮ ঋক্

আমরা অসত্যপথে চলি না কখন।
করিয়াছি চিরতরে মিথ্যাকে বর্জ্জন ॥২৬
ইন্দ্র যজ্ঞে আসিলেন বসিলেন পানে।
করিলেন উপদেশ চিত্র যজমানে ॥২৭
সত্যই তোমার লক্ষ্য, সত্য আরাধনা।
করিলে হইবে জান আমার সাধনা ॥২৮
বলহ প্রকৃতিপুঞ্জে মম উপদেশ।
কোন কার্য্যে নাহি যেন থাকে মিথ্যালেশ ॥২৯
যেই কথা সেই কাজ নিয়ত যাহার।
তাহার উপরে দয়া সতত আমার ॥৩০
পূজিবে আমায় যবে পূজিবে সীতায়।
যথাসাধ্য ব্রীহি যব মিশ্রিত রম্ভায় ॥৩১
সত্যব্রত হয়ে পূজা করিবে সকলে।
জীবন যাপিবে নিত্য সত্যকথা বলে ॥৩২
তা হ'লে যুদ্ধেতে জয় হইবে নিশ্চয়।
সীতার কৃপায় হবে গৃহ শস্যময় ॥৩৩
পুত্র পৌত্র ধনজনে বাড়িবে গৃহস্থ।
শতবর্ষ আয়ুঃ পাবে প্রজারা সমস্ত ॥৩৪
বলহ রাজন্ ইহা বল পুরোহিত।
সত্যদেব পূজা হেন লোক প্রচলিত ॥৩৫
এত বলি দেবেন্দ্র হইলা অন্তর্হিত।
চিন্তিত হইলা যজমান পুরোহিত ॥৩৬
দ্বিজ মধুসূদনের বৈদিক ভারতী।
যে শুনিবে হ'বে তার পরম সদ্গতি ॥৩৭

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

সংহিতাসংগ্রহ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৭)।

যৎ প্রজাপালনে পুণ্যং প্রাপ্নুবন্তীহ পার্থিবাঃ।
নতু ক্রতু সহস্রেণ প্রাপ্নুবন্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ।

পার্থিবাঃ প্রজাপালনে ইহ যৎ পুণ্যং প্রাপ্নুবন্তি, তু দ্বিজোত্তমাঃ ক্রতু সহস্রেণ (তৎ পুণ্যং) ন প্রাপ্নুবন্তি।২৯। (৪০)

বঙ্গার্থ।

ভূপতিগণ প্রজাপালনে যে মহৎ পুণ্য সঞ্চয় করেন, শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ সহস্র যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারেন না ॥২৯॥

(৪০) পূর্ব্বকথিত পঞ্চযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা এই-স্থানে বর্ণিত হইতেছে। প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে শান্তিসুখ বিরাজ না করিলে, যাগযজ্ঞাদি কিছুই হইতে পারে না, পূর্ব্বকালে অসভ্য আদিম শূদ্র-জাতি, ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞাদির বিঘ্ন উৎপাদন করিত, রাজা তাহা নিবারণ না করিলে যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হইতে পারিত না। ক্রতুঃ—সপ্তর্ষি মুনিগণের মধ্যে অন্যতম, ইহার স্ত্রী কর্দ্দম মুনির কন্যা ক্রিয়া, যাগাদি ইহাদিগের দ্বারা প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া যজ্ঞকে ক্রতু ও ক্রিয়া বলে। অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ ষষ্টিসহস্র বালিখিল্যাদি তাঁহাদের পুত্র, ইহারাও যজ্ঞবিশেষ।

অলাভে দেবখাতানাং হ্রদেষু চ সরঃসু চ।
উদ্ধৃত্য চতুরঃ পিণ্ডান্ পারকে স্নানমাচরেৎ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ।

দেবখাতানাং অলাভে হ্রদেষু চ সরঃসুচ,
চতুরঃ পিণ্ডান্ পারকে উদ্ধৃত্য স্নানং আচরেৎ ॥৩০॥(৪১)

বঙ্গার্থ।

অকৃত্রিম জলাশয়াদি অপ্রাপ্য হইলে, হ্রদ ও পুষ্করিণী আদি খোদিত জলাশয়ে স্নান করিবার সময় চারিটী মৃৎপিণ্ড উক্তপ্রকার জলাশয় হইতে উঠাইয়া পারে রাখিতে হইবে।৩০।

বসা শুক্রমসৃঙ্‌মজ্জামূত্রবিট্ কর্ণবিণ্নখাঃ,
শ্লেষ্মাস্থি দূষিকাঃ স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥৩১॥
ষণ্ণাং ষণ্ণাং ক্রমে নৈব শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ,
মৃদ্বারিভিশ্চ পূর্ব্বেষামুত্তরেষান্তু বারিণা ॥৩২॥

দ্বয়োরন্বয়ঃ।

বসা, শুক্রং, অসৃক্, মজ্জা, মূত্র, বিট্, কর্ণবিট্, নখাঃ, শ্লেষ্মা, অস্থি, দূষিকাঃ, স্বেদঃ এতে দ্বাদশ নৃণাং মলাঃ। মনীষিভিঃ পূর্ব্বেষাং ষণ্ণাং উত্তরেষাং ষণ্ণাং ক্রমেণ মৃৎ বারিভিঃ চ বারিণা শুদ্ধিঃউক্তা ॥৩১॥৩২॥ (৪২)

২টী শ্লোকের বঙ্গার্থ।

মেদ, শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, অস্থি, নেত্রমল, ঘর্ম্ম, এই ১২টী মানুষের মলা, মনীষিগণ প্রথমোক্ত ৬টী স্পর্শ করিলে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা ও শেষোক্ত ৬টী কেবলমাত্র জল দ্বারা শৌচ সম্পাদন করিবেন।৩১।৩২।

শৌচমঙ্গলনায়াসা অনসূয়াঽস্পৃহা দমঃ।
লক্ষণানি চ বিপ্রস্য তথা দানং দয়াপি চ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ।

শৌচ, মঙ্গল, নায়াস, অনসূয়া, অস্পৃহা, দমঃ তথা দানং অপিচ দয়া (এতানি) বিপ্রস্য লক্ষণানি ॥৩৩॥ (৪৩)

বঙ্গার্থ।

শৌচ, মঙ্গল, অক্লান্তি, হিংসাদ্বেষ রাহিত্য, অলোভ, সংযম, দান ও দয়া এই সমুদায় ব্রাহ্মণের লক্ষণ।৩৩।

---

(৪১) অপরের খোদিত জলাশয় যদি যজ্ঞাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহাতে স্নান ও পূজাদি করা নিষিদ্ধ। এই প্রকার জলাশয়কে স্বপাদ করিবার অভিপ্রায়ে কতকটা মৃত্তিকা গর্ত্ত হইতে উৎক্ষিপ্ত করিবার নিয়ম আছে। জলাশয়ের খাদ রক্ষাই ইহার মূলযুক্তি বোধ হয়। দেবখাতং—অকৃত্রিম জলাশয়ঃ, অপৌরুষেয়ং দেবকুণ্ডং ইত্যাদি। যথা—গঙ্গা যমুনা ইত্যাদি নদনদীগণ, ও জ্ঞানবাপী রাধা ও শ্যামকুণ্ডাদি। অথাত দেবনির্ম্মিতং জলাশয়ঃ।

(৪২) এই দ্বাদশটী মলামধ্যে মেদ ও মজ্জা অনেকে প্রতিশব্দ বলিয়া মনে করেন। মেদঃ—যন্মাংসং স্বাগ্নিনা পক্বঃ তন্মেদ ইতি কথ্যতে, অর্থাৎ শরীরের মাংস শরীরস্থ অগ্নিদ্বারা পাক হইয়া মেদ প্রস্তুত হয়। এই মাংসপ্রভব ধাতুদ্বারা দেহ রক্ষিত ও বলসমন্বিত হয়। মজ্জা—অস্থিবৎ স্বাগ্নিনা পক্বং তস্য সারো দ্রবো ঘনঃ, যঃ স্বেদবৎ পৃথগ্‌ভূতঃ স মজ্জেত্যভিধীয়তে। স্থূলাস্থিষু বিশেষেণ মজ্জাত্বভ্যন্তরে স্থিতঃ। অর্থাৎ যে সারভূত দ্রব ধাতুর পরিণতাবস্থায় অস্থি হয়, তাহা শরীরস্থ অগ্নি দ্বারা শোধিত হইয়া স্থূল অস্থি মধ্যে অবস্থান করে, ইহা দ্বারা অস্থি সতেজ ও বলবান্ হয়।

(৪৩) অত্রি মহাশয় নিজেই ৩৪ হইতে ৪১ শ্লোকে এই অষ্ট লক্ষণের অর্থ করিয়াছেন, টীকাকারের পরিশ্রম করিতে হইল না।

ন গুণান্ গুণি নোহস্তি স্তৌতি চান্যান্ গুণানপি।
ন হসেচ্চান্য দোষাংশ্চ সানসূয়া প্রকীর্ত্তিতা ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ।

গুণিনঃ গুণান্ ন হন্তি, অন্যান্ গুণান্ অপিচ স্তৌতি, অন্য দোষান্ চ ন হসেৎ সা অনসূয়া প্রকীর্ত্তিতা ॥৩৪॥ (৪৪)

বঙ্গার্থ।

গুণবানের গুণকে নিন্দা না করা, অপরের গুণকে (সেই গুণ না থাকিলেও) প্রশংসা করা, অন্যের দোষ দর্শনে উপহাস না করাকে অনসূয়া বলে।৩৪।

(৪৪) সাধারণতঃ অপরের গুণে দোষারোপণকে অসূয়া বলিয়া থাকে, অত্রি মহাশয় অর্থ বিস্তার করিয়া বলিলেন যে, অপরের সেই গুণ না থাকিলেও তাহার প্রশংসা করা ও অন্যের দোষ দর্শন করিয়াও উপহাস না করা অনসূয়ার অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই প্রকার অযুক্তিকর অর্থের পক্ষপাতী নহি। কৃপণ ব্যক্তিকে দাতা বলা আমরা পাপ মনে করি। অপরের দোষ দর্শনে তাহাকে সাবধান হইতে না বলা অন্যায় মনে করি। এই স্থানে সংহিতাকার সত্যের মাহাত্ম্য ত্যাগ করিয়া সাংসারিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

অভক্ষ্য পরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
আচারেষু ব্যবস্থানং শৌচমিত্যভিধীয়তে ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ।

অভক্ষ্য পরিহারঃ চ অনিন্দিতৈঃ চ অপি সংসর্গঃ আচারেষু ব্যবস্থানং ইতি শৌচং অভিধীয়তে ॥৩৫॥ (৪৫)

বঙ্গার্থ।

অভক্ষ্য বস্তু পরিত্যাগ, অনিন্দিত ব্যক্তির সংসর্গ এবং সদাচারে অবস্থানকে শৌচ বলিয়া থাকে।৩৫।

(৪৫) ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে মনুর ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। মাংস ইত্যাদি কতকগুলি বস্তু দ্বিজাতিদিগের অভক্ষ্য বলা হইয়াছে।

ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥
৫৬ শ্লোক, ৫ম অ০।

অধিকার অনুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে মাংস, মদ্য ও মৈথুনে দোষ নাই, কারণ প্রাণিদিগের ভক্ষণ, পান ও মৈথুন স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কোন কোন অবস্থায় উক্ত প্রকার কার্য্য ন্যায়ানুগত কিন্তু ব্রহ্মচারী এই সমস্ত বর্জ্জন করিয়া মহাফল লাভ করিয়া থাকেন। বেদবিহিত আচার পরমধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

কায়স্থবৈদ্য।

এক শ্রেণীর জাতিতত্ত্ববিৎ আছেন যাঁহারা নিরন্তর কায়স্থবৈদ্য মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি প্রধূমিত করিতেছেন। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে বাবু উমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত একজন যোগ্য ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁহার ২৲ দুই টাকা মূল্যের কায়স্থের প্রতিকূল পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বিক্রীত হইতেছে। কায়স্থজাতির সংখ্যা বঙ্গে দ্বাদশ লক্ষের অধিক, বৈদ্যের সংখ্যা এক লক্ষের কম। কায়স্থজাতির স্বপক্ষে অনেকগুলি পুস্তক পুস্তিকা বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা (মূল্য ।৶০ ছয় আনা) ভিন্ন আর কাহারও পুস্তক বা পুস্তিকা দ্বিতীয় সংস্করণে পদার্পণ করিয়াছে বলিয়া আমি অবগত নহি। ইহার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে কায়স্থের নিন্দা শুনিতে এদেশে যতগুলি লোক উৎকর্ণ হইয়া আছে, কায়স্থের সপক্ষের কথা শুনিতে দেশে তেমন আগ্রহ নাই। আর ইহার দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যদিও বৈদ্য কায়স্থের দশমিকাংশ তথাচ তাঁহাদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধ, ঐক্য, স্বজাতিবৎসলতা কায়স্থাপেক্ষা দশগুণের অনেক অধিক।

পক্ষান্তরে কায়স্থগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রায় মধুসূদন বিশারদের অপূর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞান যেমন একদিকে অযথা ব্রাহ্মণগণের তোষামোদে কলুষিত, তেমন অন্যদিকে বৈদ্যনিন্দায় প্রযুক্ত। কিন্তু তাঁহার একথা মনে রাখা উচিত, বৈদ্য সংখ্যায় অল্প হইলেও উন্নতিমার্গে তাঁহারা সকল জাতির অগ্রবর্ত্তী। বৈদ্য কুসংস্কারত্যাগে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, বৈদ্য কার্য্যক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে পাদক্ষেপ করিতে জানে; বৈদ্য স্ত্রী ও পুরুষ শিক্ষায় প্রথম স্থানীয়, বৈদ্য ব্রাহ্মণের অযথা তোষামোদে মত্ত নহে। বৈদ্য সূক্ষ্মতত্ত্ববিৎ; যেমন রোগ চিকিৎসায় তেমন উন্নতিমার্গের কণ্টক অপনোদনে বৈদ্যের ক্ষমতা প্রথমস্থানীয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এসিয়ার শক্তিসকলের মধ্যে যেমন জাপান, হিন্দুজাতিসমূহের মধ্যে তেমন বৈদ্য। আর যেমন আফিংখোর চীন বিপুলদেহ ধারণ করিয়া উন্নতিমার্গে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছে সেইরূপ এই শূদ্রত্ব-খোর বা দাসত্ব-খোর বঙ্গীয়-কায়স্থজাতি বিপুলদেহ ধারণ করিয়া আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

"অম্বষ্ঠো জারজো বৈদ্য।"

কে হিন্দুসাহিত্যে এই গরল পিয়াইল? ইহা হইতে বৈদ্যের নিকৃষ্ট উৎপত্তি লোকবিশ্বাসে বদ্ধমূল হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ ও বলা হইয়াছে। বৈদ্যেরাও আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু এই অম্বষ্ঠ ত কায়স্থজাতিরও এক অঙ্গ। কায়স্থপুস্তকাবলীতে যে ৮ বা ১২ প্রকার কায়স্থের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে অম্বষ্ঠ এক প্রকার। অম্বষ্ঠ বলিয়া বৈদ্য যদি নিন্দনীয় হয়, তবে অম্বষ্ঠ কায়স্থ নিন্দনীয় নহে কি? ফলে কায়স্থের উৎপত্তি ও বৈদ্যের উৎপত্তি বিভিন্ন মনে করা ভুল। তবে কায়স্থ একটী সমগ্র ভারতবর্ষীয় বিরাটজাতি, বৈদ্য কায়স্থেরই বঙ্গদেশীয় একটী শাখাজাতি।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যেমন মূলতঃ একবর্ণ, অর্থাৎ আর্য্যবর্ণ; বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও তেমন একবর্ণ, আর্য্যবর্ণ। বংশগতভাবে ইহার কেহ কাহার নিকটে নিকৃষ্ট নহে। যে বিভিন্নত বা যে উচ্চত্ব নীচত্ব তাহা কেবল ব্যবসায়ের বিভিন্নতা বা উচ্চত্ব নীচত্ব। যাজকসম্প্রদায়ের মধ্যযুগ অর্থাৎ ঋষিযুগের পর হইতে উচ্চত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে; ক্ষত্রিয়ের রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনস্বরূপ গুরুতর কর্ত্তব্য হইতে সমাজে অদ্বিতীয় প্রতিপত্তি চলিয়া আসিতেছে; তাহা বলিয়া রোগসময়ে লোকের জীবনরক্ষা, দেশের অর্থবৃদ্ধি করিয়া ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উপকার করা বিশ্বের পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে। বংশগতভাবে ইঁহারা কেহ কাহার কাছে হীন

নহে। শ্রুতিশাসনবশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য একবর্ণ, আর্য্যবর্ণ; সুতরাং ব্রাহ্মণ বৈশ্য-কন্যায় অম্বষ্ঠের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও অম্বষ্ঠ কায়স্থ বা অম্বষ্ঠ বৈদ্য সঙ্করবর্ণ হয় না। মধ্যযুগের অনেক পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যানার্য্যের রক্তসংশ্রবের বহুপ্রমাণ বর্ত্তমান আছে, সে অর্থে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির দেহে মিশ্ররক্তের গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা কেবল বৈদ্য ও কায়স্থের বিশেষত্ব নহে। ভিষক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ঋগ্বেদের মধ্যে উপলব্ধি হয়; লেখ্যবৃত্তির অনুষ্ঠান বেদসংগ্রহের পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং বৈদ্য কায়স্থের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাহাদের সমাজ গঠন হইতেছিল, সেই বর্ণভেদশূন্য ঋষিযুগের সম্প্রদায়গুলি বর্ণভেদ স্থাপনের অনেক পরবর্ত্তী সূত্র ও সংহিতোক্ত সঙ্করজাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আমি প্রবন্ধান্তরে করিতেছি। আমার এস্থলে নিবেদন এই যে, কায়স্থ বৈদ্যের উৎপত্তি লইয়া বিদ্বেষপূর্ণ প্রবন্ধ ও পুস্তক দ্বারা জাতীয়-সাহিত্যে গরল সঞ্চয় করিয়া রাখা, আমাদের কাহারও পক্ষে ভবিষ্যতের মঙ্গলজনক নহে। এজন্য আমরা এই প্রবন্ধে কায়স্থ বৈদ্যের অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে যেরূপ প্রীতিপ্রসন্নভাব বঙ্গীয়সমাজে বর্ত্তমান ছিল, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছি।

১। রাজা রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার। কৃষ্ণজীবন মালখানগরনিবাসী দেবিদাস বসু কানগোর অধীনে কার্য্য করিতেন।

২। মহারাজ চাঁদ রায় ও কেদার রায় সুবিখ্যাত দেববংশীয় কায়স্থ। তাঁহারা দ্বাদশ-ভুঁয়ার অন্তর্গত। নপাড়ার বৈদ্য চৌধুরী জমিদারদিগের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন ভাগ্যমন্ত রায়; তিনি কেদার রায় হইতে জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩। বরিশাল জেলার কীর্ত্তিপাশার বৈদ্য জমিদারেরা সেনবংশ, শক্তিগোত্র। তাঁহারা রায়েরকাঠির দক্ষিণরাঢ়ীয় সেনবংশীয় বাসুকি গোত্রের কায়স্থ জমিদার শ্রীরাম সেনের বংশোদ্ভব ছত্রাজিৎ সেনের চাকরী করিতেন। এই বৈদ্য সেনবংশীয়গণের আদিপুরুষ রাজারাম সেন; তাঁহার পুত্র নবকৃষ্ণ সেন, তৎপুত্র রামকৃষ্ণ সেন, তৎপুত্র প্রসন্নকুমার সেন, তৎপুত্র রোহিণীকুমার সেন। ইঁহারা এক্ষণও রায়েরকাঠির জমিদারদিগের প্রদত্ত মহাত্রাণ ভোগ করিয়া থাকেন।

৪। উত্তররাঢ়ীয় চাঁচড়ার রাজাদের দ্বারস্থ কবিরাজ ছিলেন কবিকণ্ঠমণি, ধন্বন্তরী গোত্র ও কুলীন। চাঁচড়ার রাজারা তাঁহাকে মুন্সী আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। সেনহাটীর প্রসিদ্ধ গুরুপ্রসাদ মুন্সী কবিকণ্ঠমণির সন্তান। শুনা যায় চাঁচড়ার রাজারা সেনহাটীর কুলীন বৈদ্য-দিগকে পূর্ব্ববাঙ্গলার রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপনে বিরত রাখিয়াছিলেন।

৫। খুলনার অন্তর্গত খড়ড়ীয়া পরগণার জমিদার (বৈদ্যের মধ্যে প্রধান কুলীন) বিষ্ণু দাসের সন্তানেরা। তাঁহারা মহারাজ প্রতাপাদিত্য গুহের তহশীলদারী কার্য্য করিতেন। যে সময়ে মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্য ধৃত হইয়া যান, কিংবদন্তী সেই সময়ে তিনি তাঁহাদিগকে জমিদারীর কতকাংশ দিয়া যান।

৬। ইটনার কুলীন বৈদ্যবংশের আদিপুরুষ আদিত্য সেন। ইনি মকিমপুর পরগণার মাজুল জমিদার শাহাদিগের অধীনে চাকরী

করিতেন। অদ্যাপি রায়বংশের দত্ত মহাত্রাণ তাঁহার বংশে ভোগ করিতেছে।

৭। কোটালীপাড়ার মাজুল জমিদার বৈদ্যবংশীয় করেরা; ইহারা নিদানপ্রণেতা মাধব করের সন্তান। কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের কায়স্থ আদিত্যবংশীয় রাজগণের দ্বারস্থ কবিরাজ ছিলেন, এই বৈদ্য করবংশ।

ভূলুয়া তেলীহাট্যাঞ্চ শূরাদিত্য নৃপদ্বয়ং। কোটালীপাড়ের বৈদ্যজমিদারেরা আদিত্যবংশ দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন।

৮। পাঁচচরের বৈদ্যেরা সেনবংশ। ইঁহারা বৈকুণ্ঠপুরের মাজুল জমিদার বঙ্গজ সোমবংশীয় কায়স্থদিগের গোমস্তা কর্ম্মচারী ছিলেন।

৯। তেওতার বৈদ্য জমিদারেরা দিনাজপুরের কায়স্থ রাজবংশের কর্ম্মচারী ছিলেন।

১০। পাঁচকাণি নিয়োগীবংশীয় বৈদ্যগণ, মীরপুরের ঘোষ বাবুদের কর্ম্মচারী ছিলেন।

১১। কালিয়ার বিখ্যাত ও উন্নতিশীল বৈদ্যগণ নড়ালের কায়স্থ দত্ত জমিদারদিগের অধীনে নানাবিধ কার্য্য করিতেন।

১২। ভুলুয়ার রাজারা শূরবংশ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভুলুয়ার বৈদ্যগণ তাঁহাদের অধীনে কেহ চিকিৎসক, কেহ কর্ম্মচারী ছিলেন।

১৩। সোণারগাঁয়ের বৈদ্য জমিদারেরা হাড়িয়াগ্রামনিবাসী কায়স্থ রায় চৌধুরীগণের কর্ম্মচারী ছিলেন; সেইরূপ আমীনপুরের বৈদ্যগণ গোবিন্দপুর পরগণার মাজুল কায়স্থ জমিদারদিগের চাকরী করিতেন।

১৪। আন্দুলের করবংশীয় কায়স্থ জমিদারদিগের অধীনে অনেক বৈদ্য কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহারাই চুঁচড়া, পাঁচগাছি, দিগড়া গুপ্তিপাড়ার বৈদ্যগণের আদিপুরুষ।

১৫। বরিশাল জেলার উজীরপুরের বৈদ্যগণ তৎস্থানীয় সিংহবংশীয় কায়স্থ জমিদারদিগের প্রতিপালিত। এই সিংহবংশীয় কায়স্থেরা চন্দ্রদ্বীপরাজ প্রতাপাদিত্যের জামাতা রাজা রামচন্দ্রের জনৈক মাল (বীর) রামমোহন মালের বংশধর।

আমি এই সংবাদগুলি বরিশালের বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত উকীল বাবু হরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মুখে যেমন শুনিয়াছি তেমন নোট করিয়া রাখিয়াছিলাম। কায়স্থবৈদ্যের অবনতির জন্য ইহা প্রকাশ করিলাম।

ইহার দ্বারা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়, এ দেশের কায়স্থ ভূস্বামীগণ যে বৈদ্যদিগের দ্বারা প্রভূত উপকারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং বৈদ্যগণের প্রতি তাঁহাদের আচরণও সৌহার্দ্দপূর্ণ ছিল। কায়স্থগণের জমিদারীগুলি যেমন লোপ হইতেছিল, বৈদ্যগণও তাহার কতকগুলি জমিদারী তাহাদিগের নিকট হইতে পাইতেছিলেন। কায়স্থগণের পতনাবস্থা ও বৈদ্যগণের উদীয়মান অবস্থার সঙ্গে অনেকটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু এই বৈদ্যগণ কায়স্থেরই একাঙ্গ, ইহাতে বর্ত্তমান কায়স্থজাতির কোন হিংসার কারণ থাকিতে পারে না। সেইরূপ এই লিষ্ট হইতে বেশ অনুভব করা যায় যে, এদেশের জমিদারীগুলি প্রায়শঃ গৌড়ীয় কায়স্থদিগের ছিল, তাহাদের পতনাবস্থার সহিত কুলীন কায়স্থগণের উদীয়মান অবস্থার নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে তজ্জন্য কি কায়স্থগণ যেমন স্বজাতি বৈদ্যের সহিত একটা বিবাদের সূত্রপাত করিয়া লইয়াছেন

সেইরূপ কুলীনমৌলিকে নূতন বিবাদসৃষ্টি করিয়া তুলিবেন? আমরা এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির বড়ই বিপক্ষাচারী। এইজন্য কায়স্থবৈদ্য-সাহিত্যে বিদ্বেষের চিহ্ন দেখিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইতেছি। বিশেষতঃ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি-গণের প্রজ্ঞার এরূপ অযথা অপচয় নিতান্তই মর্ম্মন্তুদ হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

মদালসা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

মহাকীর্ত্তিমান্ মহাত্মা রাজপুত্র ঋতধ্বজ এইরূপ মহাসুখে কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিলে পর একদিন পিতা তাঁহাকে সাদর আহ্বান-পূর্ব্বক বলিলেন, "পুত্র, এখনও পাপবৃত্তি-পরায়ণ পাপ-যোনি শত শত অসুর ধর্ম্মধন তাপসদিগের তপোবিঘ্ন উৎপাদনার্থ পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিতেছে; অতএব তুমি তোমার দেবদত্ত অশ্ববরে আরোহণ করিয়া তাহাদের দমন কর। যেকাল পর্য্যন্ত ধরিত্রীদেবী সম্পূর্ণরূপে দানবভার-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ না করেন, তাবৎকাল তুমি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জ হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন কর। দেবতারা যে জন্য তোমাকে সর্ব্বসুলক্ষণ অশ্বরত্ন প্রদান করিয়া-ছেন, তাঁহাদের সেই সাধু ইচ্ছা ফলবতী কর।" পরম পিতৃভক্ত-পরন্তপ রাজনন্দন তৎক্ষণাৎ পিত্রাদেশ পরিপালনার্থ তৎপর হইলেন। তিনি প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে দানবদমনার্থ সমগ্র মেদিনী-মণ্ডল পরিক্রম করতঃ মধ্যাহ্নে রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ পিতামাতার পাদ-বন্দনা করিয়া পশ্চাৎ প্রিয়তমা মদালসার গৃহে গমন করিতেন। এইরূপে কুমার প্রত্যহ নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন ও পবিত্র দাম্পত্যসুখ-সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল সংসারে কিছুই চির-স্থায়ী নহে। রাজপুত্রের এইরূপ অতুলনীয় সুখও স্থায়ী হইল না। একদা তিনি নিজ কর্ত্তব্য-ব্যপদেশে যমুনাতটে পরিভ্রমণ করিতে-ছেন, এমন সময়ে অদূরে তটিনীতীরে পরম রমণীয় একটী আশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেই আশ্রম সর্ব্বপ্রকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে সুশো-ভিত, নানাবিধ কলকণ্ঠ বিহঙ্গমের মধুর কূজনে নিনাদিত, বেদগানে মুখরিত এবং হোমানল-নিঃসৃত সুগন্ধে আমোদিত বোধ হইতে লাগিল। কুমার দেখিলেন সেই শান্ত-রসাস্পদ আশ্রমে তেজঃপুঞ্জকলেবর, জটাভার সমন্বিত, রুদ্রাক্ষ-বিভূতি-বিভূষিত শ্বেতকেশশ্মশ্রুশোভিত এক ঋষি তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সেই ঋষি-বেশধারী ব্যক্তি যে বিকসিত কুসুমরাশি নিম্নস্থ আশীবিষ মহোরগের ন্যায়, তৃণশস্পাচ্ছাদিত গভীর কূপের ন্যায়, বিষগর্ভ পয়োমুখ কুম্ভের ন্যায় কপটাচার ছদ্মবেশী দানব,—তাহা ত কুমার জানিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিতে

পারিলেন না যে তাঁহার পরমশক্র পাপাত্মা পাতালকেতুর সহোদর তালকেতু তাঁহারই হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার অভিপ্রায়ে নিজ দেশ, বাসস্থান এবং বাসভূষা পরিত্যাগ করতঃ এই ছদ্মবেশে তথায় অবস্থিতি করিতেছে। তিনি শ্রদ্ধা, সম্মান ও বিনয়ের আকর;—তিনি ঐ পাপিষ্ঠ ছদ্মবেশীকে পূতাত্মা কোন ঋষি মনে করিয়া যথোপযুক্ত শিষ্টাচার সহকারে আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। কপটী দৈত্যাধম ভ্রাতৃবধবৈর স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইল। পাপাত্মা স্মিত-মুখে কুমারকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিল "রাজকুমার,—আমি নিতান্ত দরিদ্র ঋষি;—আমার বহুপুণ্যফলেই ভবাদৃশ ধর্ম্মশীল ধর্ম্মাত্মা আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ,—আমি ধর্ম্মার্থ একটী যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ প্রায়ই বিফল হইয়া থাকে। অর্থ ভিন্ন আমার সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হইবার নহে,—অথচ আমার একান্ত অর্থাভাব; সেই জন্যই আমি আমার অভীপ্সিত ধর্ম্মানুষ্ঠানটী করিতে পারিতেছি না। আপনার উদারতা ও দান-শৌণ্ডতা জগদ্বিখ্যাত;—আপনার গলদেশে নানাবিধ রত্নখচিত ঐ যে বহুমূল্য সুবর্ণহার শোভা পাইতেছে, ঐ হার আমাকে দান করিলে আমার ধর্ম্মরক্ষা হয় এবং আপনারাও তজ্জন্য অতুলনীয় যশঃ এবং অবর্ণনীয় পুণ্য সঞ্চয় হয়।" বীরপুরুষদিগের হৃদয় স্বভাবতঃই অতিশয় সরল ও উদার,—মহাত্মা ঋতধ্বজের ত কথাই নাই। তিনি তপস্বীর এই প্রার্থনায় আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া ঐ কণ্ঠহার পাপাত্মাকে প্রদান করিলেন। দুষ্ট দানব আপাত মধুর নানাবিধ বঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ঐ রত্নালঙ্কার গ্রহণ করতঃ পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, "মহাত্মন্,—আপনার এই অমানুষী কৃপায় আমি কৃতার্থ হইলাম;—আপনার দয়ায় আমার ধর্ম্মরক্ষা হইল। এক্ষণে আরও একটু কৃপা ভিক্ষা চাহিতেছি;—আমি এই স্রোতস্বিনী সলিলে মগ্ন হইয়া বারিপতি বরুণের স্তব করিব,—যে পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাগমন না করি,—আপনি সাবধান হইয়া আমার আশ্রমটী রক্ষা করুন। রাজকুমার ছদ্মবেশীর এই প্রার্থনায় অঙ্গীকার করিলেন এবং সেই বঞ্চক যমুনাজলে নিমগ্ন হইল। রাজকুমার এদিকে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে সাবধানে সেই মায়াবীর মায়াময় আশ্রম রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুরাত্মা দানব পূর্ব্ববর্ণিত তপস্বিবেশে মহারাজ শত্রুজিতের রাজভবনে উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে প্রকৃত মহর্ষি মনে করিয়া যথাবিধি সসম্মান অভ্যর্থনা করতঃ চিরাচরিত প্রথানুযায়ী অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। পাপিষ্ঠ যখন দেখিল যে তাহার সম্মুখে রাজা, মহিষী, এবং রাজবধূ মদালসা উপস্থিত। তখন সে রাজপুত্র প্রদত্ত সেই বহুমূল্য কণ্ঠভূষণ বাহির করিয়া কপট শোকাচ্ছন্ন গদ্‌গদ বচনে বলিতে লাগিল, "অহো! দারুণ বিধাতা আমার অদৃষ্টে এই কঠোর শাস্তিবিধান করিয়া-ছিলেন! হায়! একথা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তথাপি উপায় কি? আপনারা শ্রবণ করুন,—মহাবীর কুমার সদৃশ কুবালয়াশ্ব তাঁহার নিয়মমত আমার আশ্রমোপকণ্ঠে কতিপয় দৈত্যপীড়িত তপস্বীকে রক্ষা করিতে-ছিলেন, এমন সময় সহস্র সহস্র অসুর একে-

থারে কুমারকে আক্রমন করিল। তিনি অসুর পরিবেষ্টিত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের ন্যায় মহাবিক্রমে অগণ্য অরাতির বধসাধন করিতেছেন, এমন সময় সহসা কোন এক দুষ্টাশয় দৈত্যাধম মায়ার সাহায্যে কুমারের বিশাল বক্ষোদেশে নিশিত শূল প্রহার করিল এবং মহাসর্প যেমন সবেগে নিজ বিবরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ঐ শানিত শূল কুমারের বক্ষে প্রবেশ করিল। কুলিশ কঠোর শূলাঘাতে তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং হৃদয়ভেদজনিত দারুণ যাতনায় অধীর হইয়া বারম্বার ভূলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন! কিন্তু মহারাজ,—আপনাদের প্রতি তাঁহার কি অনুপম প্রেম! সেই ম্রিয়মাণ অবস্থায় তিনি নিজ কণ্ঠদেশ হইতে এই মহার্ঘ হার উন্মোচনপূর্ব্বক আমার হস্তে প্রদান করতঃ করুণস্বরে কহিলেন, 'ঋষি প্রবর, আপনি কৃপা করিয়া এই কণ্ঠভূষণ পিতামাতার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া আমার বার্ত্তা বলিবেন।' আহা! তাঁহার সেই কাতর কণ্ঠস্বর এখনও যেন আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে! অজস্র রক্তস্রাব বশতঃ কুমার ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া অবশেষে চরমগতি লাভ করিলেন। তাঁহার এই দুর্দ্দশা দৃষ্টে তাঁহার প্রিয় অশ্ববর অশ্রুপূর্ণলোচনে পুনঃ পুনঃ আর্ত্তস্বরে হ্রেষারব করিতেছিল; কঠোরকর্ম্মা মায়াবী দানব সেই তুরঙ্গমকেও লইয়া গিয়াছে। আমরা স্বভাবতঃ সত্বগুণশীল অহিংসাপরায়ণ তপস্বী;—সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও আমরা সেই দানবের কোন দণ্ডবিধান করিতে পারি নাই; কিন্তু মহারাজ,—কুমারের পবিত্রদেহের কোনরূপ অমর্য্যাদা হয় নাই;—আশ্রমবাসী ঋষিগণ যথাশাস্ত্র শবের শেষকার্য্য করিয়াছেন। হায়! আমি অতিশয় দুষ্কৃতকারী,—সেইজন্যই আমাকে সেই নিদারুণ দৃশ্য দেখিতে হইল ও সেই হৃন্মর্ম্মভেদিনী বার্ত্তা আপনাদিগের নিকট বলিতে হইল! আপনারা ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, মহাধার্ম্মিক,—এক্ষণে যথাকর্ত্তব্য করুন, আমি বিদায় হই।" এই কথা বলিয়া, আর কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ছদ্মবেশী প্রস্থান করিল।

এই সর্ব্বনাশকর সংবাদে মহারাজ শত্রুজিতের শুদ্ধান্তপুরে শোকের যে কি তুমুল ও বিষম বাত্যা উত্থিত হইল, কে তাহার বর্ণনা করিতে পারে? এই হৃদয়মর্ম্মচ্ছেদক সমাচার শুনিয়া রাজা, রাজ্ঞী ও বধূ সকলেই মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর সেবকসেবিকাগণের সেবাশুশ্রূষায় এবং রাজবৈদ্যগণের চিকিৎসা কুশলতায় রাজা ও রাজ্ঞী প্রকৃতিস্থ হইলেন কিন্তু পতিগতপ্রাণা মৃদঙ্গী মদালসার মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না! স্বামী-বিয়োগ-বার্ত্তা কর্ণকুহরে প্রবেশ-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পতিগত প্রাণ যেন স্বর্গত স্বামীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল! কোমলাঙ্গীর কমল-কোমল কলেবর ছিন্নমুখা হেমলতার ন্যায় পড়িয়া রহিল! রাজা ও রাজ্ঞী বধূর এই অদ্ভুত ও অশ্রুতপূর্ব্ব সহমরণ প্রত্যক্ষ করিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্যবিদ্ রাজা স্থিরচিত্তে পরিজনবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা আর রোদন করিও না। আমি তোমাদের আমার নিজের এবং আর সকলেরই সম্বন্ধের অনিত্যতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। বল দেখি, আমি কাহার জন্য

শোক করিব? আমি কি অগ্রে পুত্রের জন্য শোক করিব?—অথবা বধূর নিমিত্ত অগ্রে শোক করিব? সবিশেষ বিচার করিয়া আমি বেশ বুঝিয়াছি,—ইহারা উভয়েই স্ব স্ব কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন। অতএব ইহাদের কাহারই জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আমার প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র যে আমার আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও ঋষিতপস্বিগণের রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিলেন,—তাঁহার জন্য কি শোক করা উচিত? যে দেহ নিতান্তই ভঙ্গুর—অবশ্যই যাইবে,—শতসহস্র চেষ্টাতেও যাহাকে কেহ কদাপি রক্ষা করিতে পারে না,—আমার পুত্র যদি ব্রাহ্মণরক্ষার নিমিত্ত তাহা উৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাহা কি পুণ্যের অভ্যুদয়ের ও গৌরবের পরিচায়ক নহে? আর আমার বধূ—মা মদালসা; তিনি যেমন সৎকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন,—যে পুণ্যফলে অনুরূপ প্রিয়তম পতিলাভ করিয়াছিলেন,—সেই অপাপবিদ্ধ পুণ্যশ্লোক স্বামীর সহমৃতা হইয়া নিজ পিতৃকুলের সম্মানরক্ষা এবং আমাকে ধন্য করিলেন। স্বামী ব্যতিরেকে সাধ্বী স্ত্রীর জীবনে ফল কি? যদি ইনি ভর্ত্তৃবিয়োগ সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের, তোমাদের, অধিক কি পৃথিবীর তাবৎ দয়াশীল ব্যক্তির শোচনীয়া হইতেন। কিন্তু ইনি যখন ভর্ত্তার মৃত্যু-সংবাদ শুনিবামাত্র সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার অনুমৃতা হইয়াছেন, তখন কিরূপে তিনি বিদ্বান্‌গণের শোকের বিষয় হইতে পারেন? যে সকল হতভাগিনী স্বামী-বিরহ সহ্য করে, তাহারাই শোচনীয়া;—যাহারা সহমৃতা হয়, তাহারা কখনই শোচনীয়া নহে। এই সৌভাগ্যশালিনী গন্ধর্ব্ববালাকে পতিবিরহ ক্লেশ আদৌ অনুভব করিতে হইল না! ধন্য, ধন্য এই পতিপ্রাণা ললনারত্ন। ফলতঃ কুমার, বধূ, রাজ্ঞী অথবা আমি,—আমাদের কেহই শোচনীয় নহি। মহামতি ঋতধ্বজ ব্রাহ্মণরক্ষার্থ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ঋষিগণের, আমার এবং ধর্ম্মের নিকট অঋণী হইয়াছেন। তিনি যে তপস্বিগণের রক্ষা করিতে গিয়া সম্মুখসংগ্রামে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন,—ইহাতে তাঁহার মাতার সতীত্ব, মদীয় বংশের পবিত্রতা, আমার গৌরব এবং তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে।”

ভর্ত্তার এবম্প্রকার জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনঃস্বিনী মহিষী মৃদুমধুর অথচ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “রাজন্, আমার পুত্র মুনিগণের পরিত্রাণ করিতে গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া আমি যেরূপ প্রীতিলাভ করিয়াছি, আমার মাতা অথবা ভগিনীদিগের অদৃষ্টে সেরূপ প্রীতিলাভ ঘটে নাই। যে সকল মানব নানাপ্রকার ব্যাধি বা জরা জর্জ্জরিত হইয়া, শোকার্ত্ত পুত্র, মিত্র, কলত্রাদির সম্মুখে দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগের জননীর পুত্র-প্রসব-ক্লেশ ভোগ বৃথা! আর যাহারা গো এবং ব্রাহ্মণের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া নির্ভয়ে যুদ্ধ করতঃ শস্ত্রের আঘাতে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদেরই জন্ম সফল, তাহারাই মানুষ,—তাহাদের জননীর-ই “জননী” নাম সার্থক। যে ব্যক্তি অর্থী, মিত্রবর্গ অথবা শত্রুসমূহ,—কোন পক্ষেই কখন বিমুখ হয় না, তাহার পিতাই প্রকৃত পুত্রবান্।

এবং তাহার জননীই বীরপ্রসূ। আমার বিশ্বাস, পুত্র সম্মুখ সংগ্রামে শত্রুজয় অথবা প্রাণত্যাগ করিলেই স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ-যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ সফল হইয়া যায়।"*

প্রিয়তমা মহিষীর মুখে এইরূপ তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া রাজা শোকার্ত্ত প্রাণে শান্তিলাভ করিলেন। অনন্তর তিনি যথাশাস্ত্রানুসারে পুত্রবধূর অন্তিমসংস্কার ও পুত্রের উদকক্রিয়া নিষ্পন্ন করাইলেন। রাজা ও রাণী অতঃপর নির্বিঘ্নমনে নিজ নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সুখের রাজ্য ও হাস্যময়ী রাজধানী কুমার এবং মদালসার বিরহে ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

* সত্যঃ শোকসন্তপ্ত হৃদয় রাজদম্পতীর এই প্রকার জ্ঞানময়ী বাণী বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য সন্দেহ নাই। আমাদের জীবন যে কর্ত্তব্যসাধন জন্য,—পরার্থে উৎসর্গ করিবার জন্য,—এবং নিজ ভোগসুখ সাধন জন্য নহে এই মহান্ তত্ত্ব আমাদের সর্ব্বথা শিক্ষনীয় নহে কি?

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরলোক দর্শন।

বর্ত্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় নব্যভারতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আত্মজ্ঞানশীর্ষক প্রবন্ধে লিখিতেছেন—"চৈত্র মাসের নব্যভারতে স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর লিখিত একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তৎপরে বৈশাখ মাসে রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত আর একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এখন বর্ত্তমান সংখ্যায় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত আর একটী প্রবন্ধ বাহির হইল। অর্থাৎ আমাকে মিডিয়ম্ করিয়া উক্ত মহাত্মা ইহা লিখিয়াছেন অধিক আর কি বলিব।"

বিগত চৈত্র মাসের নব্যভারতে উক্ত নগেন্দ্র বাবু লিখিতেছেন—"আমি কথা বলিবার মিডিয়ম্ হইয়াছি, ইহা ভিন্ন আমি পরলোকবাসিদিগকে দেখিতে পাই। কিন্তু দেখা অপেক্ষাও তাঁহাদের কথা শুনিবার শক্তি আমার অধিক। আত্মারা আমার নিকট আসিয়া কোন কথা বলিলে আমি তাহা শুনিতে পাই। এমন কি তাঁহারা পরস্পরমধ্যে কথা কহিলেও আমি তাহা শুনিতে পাই। আত্মারা সঙ্গীত করিলে আমি তাহা শুনিতে পাই। সঙ্গীতের সুর ও কথাগুলি দুই বেশ শুনিতে পাই। এইজন্য আমি আত্মাদের নিকট এই প্রস্তাব করিলাম যে, তাঁহারা আমাদ্বারা কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন। তাঁহারা এই কথা শুনিয়া আমাদ্বারা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিতেছেন। আমার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণী উপাসনা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। স্বর্গগত ভবানী-

পুরের হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় যিনি হিন্দু পেট্রিয়াট পত্রের প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন, তিনি ইংরেজী ভাষায় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। Religious basis of national Reformation. স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখিতেছেন। ইহা ভিন্ন স্বর্গগত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্যাস রচনা বিষয়ে নূতন যুগ উপস্থিত করিয়াছেন, তিনি আত্মজ্ঞান বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধটী নব্যভারতের পাঠকবর্গের পাঠের জন্য নিম্নে প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। পাঠকবর্গ সে বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। তবে ইহাই বলা বিশেষ আবশ্যক যে, এই প্রবন্ধের সঙ্গে আমার এই মাত্র সম্বন্ধ যে, বঙ্কিমবাবুর আত্মা আমাকে বলিয়াছেন আমি শুনিয়া লিখিয়াছি। শ্রুতিলিপি (Dictation) লেখার মত আমি উহা লিখিয়াছি। যাহা শুনিয়াছি অবিকল তাহা লিখিয়াছি। এই প্রবন্ধের একটী বর্ণও আমার নহে। পরমেশ্বরের কৃপায় আমি এই প্রকার মিডিয়ম্ শক্তি লাভ করাতে পরলোকবাসী মহাত্মারা আমাদ্বারা অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহার চরণে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি।”

বিগত চৈত্র মাস হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রবন্ধ পরলোকবাসী মহাত্মাগণ নগেন্দ্রবাবু দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া সাহিত্যিক জগৎ মধ্যে একটা বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। আর্য্যঋষিগণ ইহলৌকিক শাস্ত্র অনন্ত, মানুষের জীবনকাল স্বল্প বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন, এইক্ষণ যদি পরলোকে, নির্জ্জনে, মহাজ্যোতি মধ্যে শ্রীভগবানের পদতলে বসিয়া পরলোকগত আত্মা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তবে কলিকালের স্বল্পায়ু লোকদিগের উপায় কি? স্মরণাতীতকাল হইতে এ পর্য্যন্ত পরলোক ও ইহলোক মধ্যে যে ব্যবধান পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার সংকীর্ণতা কেহই করিতে পারেন নাই। এই সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে। যে স্থানে পরলোককে ইহলোকে আনয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে, সেই স্থানেই প্রবঞ্চনা, অথবা মস্তিষ্কের বিকৃতি প্রকাশ হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর বর্ত্তমান চেষ্টা যে প্রবঞ্চনামূলক, ইহা আমরা বলি না কারণ তাঁহার অতীত ধর্ম্মজীবন ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে কিন্তু ইহা যে মানবস্বভাবের বিকৃতি তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ নাই। একটু চিন্তা করিলেই, প্রতিভার পাঠকগণ দেখিবেন যে, পরলোকের সহিত আমাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কোনও মতে প্রার্থনীয় নহে। আমরা সসীম-জীব অন্তর্জ্জগতে কি বহির্জ্জগতে আমাদিগের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, তাহাতেই আমাদিগের সুখ ও দুঃখ সীমাবদ্ধ। পরলোকের ন্যায় একটা অসীম রাজত্বে আমরা যদি প্রবেশ করিতে পারি, তবে আমাদিগের সুখ ও দুঃখের সীমা থাকিবে না। বঙ্কিমবাবুর আত্মা নগেন্দ্রবাবুর শ্রুতিলিপি দ্বারা বলিতেছেন—(নব্যভারত ১৩১৭ সনের চৈত্র সংখ্যা ৭৫৪ পৃষ্ঠা) “আমি কোথায় যাইব? গমাস্থান কোথায়, কেহই বলিতে পারে না। সপ্তমলোকে এখন আছি, পরে অষ্টম, নবম করিয়া শেষ কোথায় কেহ বলিতে পারে না। যিনি লইয়া যাইতেছেন তিনিই

জানেন। আমার জানিবার সাধ্য নাই, আমি পথের পথিক। আমাদের দেশের লোক মনে করে আবার জন্ম হইবে। তাহাও ত ভাল করিয়া বুঝিলাম না, সকলেই অন্ধকার, ইহার আগে কোথায় ছিলাম, এ জন্মের আগে কি আর জন্ম ছিল? দেশের লোকে ত তাহাই বলে। কিছুই বুঝি না। কে বুঝাইবে? যিনি জানেন তিনি এ বিষয়ে কোন কথা কন না। একেবারে চুপ, তবে আর উপায় কি? আমার আর কে আছে। যিনি থাকিবার তিনিই আছেন। কিন্তু কই, তাঁহার সঙ্গে ত দেখা হইল না। * * * কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদি।" ইত্যাদি। এই সকল মনের ভাব কি বঙ্কিমবাবুর না ব্রাহ্ম নগেন্দ্র বাবুর। ব্রাহ্মগণ পূর্ব্ব ও পরজন্ম মানেন না, তাঁহাদিগের মতে আত্মা অমর কিন্তু জন্মধারণ করেন না। অথচ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ না করিয়া অষ্টম হইতে নবম ও নবম হইতে দশম ইত্যাদি উর্দ্ধস্তরে আরোহণ করেন। সূক্ষ্মদেহে, অর্থাৎ বায়বীয়, জলীয়, আগ্নেয়দেহে কি কর্ম্ম করা যায়? সে কর্ম্ম কি প্রকার? বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন যে, তিনি সপ্তম লোকে আছেন, তাঁহার মতে সপ্তম লোক ত বৈকুণ্ঠ, যে স্থানে শ্রীভগবানের সহিত অনন্ত মিলন, অর্থাৎ নির্ব্বাণ। এই লোকে গমন করিয়া বঙ্কিম-বাবুর আত্মা বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছেন, সকল দিক অন্ধকার দেখিতেছেন, এই সকল কি বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ বাক্য নহে।

আমরা যখন কলিকাতা প্রেসিডেন্সীকলেজে পড়িতাম তখন সময়ে সময়ে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে প্লান্‌চেটে—আত্মার আবির্ভাব সম্বন্ধে সাক্ষ্য বৈঠক হইত। আমরা দুই একবার তথায় গিয়াছি। কেশববাবু প্রতাপবাবু ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্ম মহাত্মাগণ উপস্থিত থাকিতেন। একদিন কেশববাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে কহিলেন—প্রতাপ তোমার মনে হয় না কি যে, পূর্ব্বজন্মে আমি যীশুখ্রীষ্ট ছিলাম ও তুমি সেণ্ট্-পউল ছিলে? প্রতাপবাবু উত্তর দিলেন—প্রভু! এ প্রকার আমার মনে হয় না। তখন কেশবচন্দ্র সেন বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন যে, সয়তান তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে। প্রবন্ধগুলির বিষয় ও ভাষা আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট বোধ হইবে যে, ইহার কোনটীই রাজা রামমোহন রায় কি বঙ্কিমবাবুর হৃদয় হইতে সমুদ্ভূত হয় নাই। ইহা নগেন্দ্রবাবুর নিজের মত ও ভাষা। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় নব্য-ভারতে ডাক্তার অতুলচন্দ্র রায় মহাশয় "একটী জিজ্ঞাসা" শীর্ষক প্রবন্ধে সাধারণের মনের ভাব কতকটা প্রকাশ করিয়াছেন। একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরলোক সম্বন্ধে একটী কথাও এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধগুলিতে নাই। পরলোকগত আত্মার শরীর কি প্রকার, আহার, বিহার, কার্য্য, সংসর্গ, সৌহার্দ্দ কি প্রকার তাহার বিন্দুমাত্র আলোক আমরা এই প্রবন্ধে পাইলাম না। যদি বাস্তবিক পক্ষে নগেন্দ্রবাবুর সহিত পরলোকের একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া থাকে, তবে তিনি চর্ব্বিত আত্ম-তত্ত্ব প্রকাশ না করিয়া "পরলোকতত্ত্ব" প্রকাশ করিলে পৃথিবীর উপকার হয়। প্রবন্ধ-গুলিতে একটীও নূতন তত্ত্ব আমরা পাইলাম না, সমস্তই চর্ব্বিত চর্ব্বণ। বরং কোন কোন স্থানে যে সকল ভ্রম প্রমাদ দেখিলাম তাহা রাজা রামমোহন রায় কি সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা হইতে পারে না। এই সকল বিষয় পরে আলোচ্য। সম্পাদকস্য।

নিবেদন।

সে আজ অনেক দিনের কথা—অতীতের অন্ধতমসাচ্ছন্ন সেই সুবর্ণযুগে, যখন মানব মাত্রেই পরস্পর ভ্রাতৃপ্রেমে সমাবদ্ধ ছিল—যখন এক অপার্থিব সৌহার্দ্দসূত্রে মনুজমণ্ডলী গ্রথিত ছিল—যখন হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, অভিমান মানবের সমুদায় হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই—যখন ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের, উদারতার নামে সংকীর্ণতা, প্রভুত্বের নামে বলবতী স্বার্থপরতা, শাস্ত্রের নামে স্বার্থ—সাধনোদ্দেশ্যে স্বেচ্ছারচিত অসার-গর্ভ শ্লোকসম্ভার-সম্পূরিত অশাস্ত্রের আধিপত্য লব্ধপ্রবেশ হয় নাই, সে দিনের—সেই নিরহঙ্কার, নিঃস্বার্থ, পরার্থপরতা, পরোপকারোৎসর্গীকৃতপ্রাণতা পরিপূরিত যুগের বিষয় সময়-শিরে স্মৃতিপথবর্ত্তী হইলেও প্রাণ এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হয়। সে যুগের নাম বৈদিক যুগ।

তৎপরবর্ত্তী অন্যতম যুগ—পৌরাণিক যুগ। সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক, প্রশস্ত ভারতভালে এই যুগেই সর্ব্বপ্রথম সংকীর্ণতার রেখাপাত হয়। সুনীল ভারতভাগ্যগগনে এই সময়েই কাল-মেঘের সূত্রপাত হয়। ভারতীয় আর্য্যগণ এই সময়েই পবিত্র ভ্রাতৃপ্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করতঃ তাহাকে নিপাতিত, নির্য্যাতিত ও পর্য্যুদস্ত করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই হিংসার আধিপত্য মানবকে সন্ত্রস্ত করিতে থাকে। পরস্পর হিংসা-দ্বেষ, ছোট-বড়, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট এই ভেদজ্ঞান সেই সময় ভারতের দিক্‌দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া ভারতীয় জনগণকে কি এক পূতিগন্ধ সমাকীর্ণ অবস্থায় উপনীত করাইয়া স্বার্থসাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা পরিষ্কৃত করিয়া লইয়াছে; যাহার বিষক্রিয়া সেই যে আরম্ভ হইয়াছে আজ পর্য্যন্ত তাহার অবসান হইল না। যাহার ক্লেদ কর্দ্দমে সিক্ততানিবন্ধন এখনও ভারতীয় নরনারীবৃন্দ গা ঝাড়িয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পারিবেন কি না, সুদূর ভবিষ্যতের অজ্ঞেয় সুযোগ ও ভারতবর্ষবাসীকে আর কখনও পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি প্রীতি আনুরক্তি সম্পন্ন করিতে দিবে কি না তাহাও অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকারের বিশালগর্ভে নিহিত।

এই যে ভেদজ্ঞানের তুমুল তুফান তুলিয়া বৈদিকযুগের পবিত্রতা-সরলতা-উদারতাকে কোন্ এক অজ্ঞাত প্রদেশে ভাসাইয়া লইয়া গেল আজ পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান হইল না হইবেও না। ফলতঃ সেই যুগের একটী প্রবল তরঙ্গ কায়স্থসমাজকে ওতপ্রোতভাবে আন্দোলিত, আলোড়িত করিয়াছে; এবং সেই তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে এই বিশ্ববিশ্রুত বিরাট বিশাল কায়স্থসমাজ জর্জ্জরিত ব্যতিব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত। সে যুগের সেই স্বার্থপরতায় না করিয়াছে কি? সে যুগের সম্প্রদায়বিশেষের প্রাধান্যলাভের বলবতী বাসনায় কায়স্থসমাজকে হীনপ্রভ, নিস্তেজ, নিরুদ্যম, কলঙ্কলিপ্ত করিয়াছে; কায়স্থসমাজের উন্নতশিরে অশনি নিপাতিত করিয়াছে; এমন কি কায়স্থসমাজকে সাধারণের নিকট ঘৃণিত ও অবনমিত করিবার উদ্যোগপর্ব্বের নিদর্শন স্বরূপ স্বকপোলকল্পিত

অসামঞ্জস শ্লোকাবলীর উপন্যাসও শাস্ত্রবক্ষে সন্নিবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের স্বার্থপরতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অদ্যাপিও প্রদর্শন করিতেছে এবং যতদিন হিন্দুশাস্ত্র বিদ্যমান থাকিবে এই স্বার্থপরতাপূর্ণ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সকলও ততদিন সম্প্রদায়-বিশেষের কায়স্থবিদ্বেষ সর্ব্বসমক্ষে বিঘোষিত করিবে।

এ যুগ উন্নতির যুগ; সুতরাং এ সময় কোন উন্নতজাতিকে মিথ্যার সাহায্যে কোন বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা, স্বেচ্ছায় উপহাস ক্রয় করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বঙ্গের এই অত্যুন্নত, ধনে, মানে, কুলে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে প্রধান একটী জাতিকে হিংসাজাত প্রাধান্য-লাভের বলবতী বাসনা নিগড়ে নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা এ যুগে নিশ্চয়ই বাতুলতার পরিচায়ক। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যশিক্ষা দেশে অনুকূলবায়ু প্রবাহিত করিয়াছে—স্ব স্ব অধিকার দান করিতেও সর্ব্বথা সচেষ্ট; তাহারই সুধা-ময় ফলে কায়স্থের বর্ত্তমান আন্দোলন এবং তাহারই প্ররোচনায় আজ আমরা সংস্কার গ্রহণের জন্য সচেষ্ট। হিংসানির্মুক্ত হিন্দুশাস্ত্র-সম্ভার তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন কায়স্থ! তুমি শূদ্র নও—ক্ষত্রিয়; কায়স্থ তুমি উপনীত গ্রহণে অধিকারী নও—অধিকার আছে। তজ্জন্যই আজ ন্যূনাধিক ২ শত বৎসর হইতে আমাদের এই জাতীয় আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে এবং আমাদিগকে কথঞ্চিৎ উপকার ও সাফল্যও দান করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন গত সেন্সাস হইতেই আমাদের এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু তাহা নহে প্রকৃতপক্ষে বহুদিন হইতেই ইহা চলিয়া আসি-তেছে এমন কি শব্দকল্পদ্রুম প্রণেতা রাজা রাধাকান্ত দেবের পূর্ব্বপুরুষগণ, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ এবং ১৮১৯ সংবতে পুনার ও বিভিন্ন সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও কায়স্থান্দোলন চলিয়াছিল। তবে তখন সুযোগ না থাকায় সেই সেই আন্দোলন দেশব্যাপী হইবার পথ প্রাপ্ত হয় নাই; যেখানে উদ্ভূত সেইখানেই বিলীন হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে সংবাদপত্রের প্রচলন সমধিক বর্দ্ধিত হওয়ায় আন্দোলনের সুবিধা হইয়াছে মাত্র। গত আদমসুমারীই কায়স্থান্দোলনের সূত্রপাত সময় নহে তবে সুযোগপ্রাপ্ত হওয়ায় ঐ সময় হইতেই বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিয়াছে।

কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহা পরশ্রী-কাতর হিংসাপ্রবণ দুই চারিজন গায়ের জোরে স্বীকার না করিলেও বেদ, পুরাণ, সংহিতা, ইতিহাস, নাটক, প্রস্তরফলক, তাম্রলিপি প্রভৃতিতে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়াই স্থিরীকৃত ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন যখন বলিয়াছেন যে, এ দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই তখন তদ্রচিত স্মৃতিকে উপেক্ষা করতঃ কেমন করিয়া বলিব যে, ক্ষত্রিয় আছে? উত্তরে এই মাত্র বলিতে চাই যে, বঙ্গে যেসকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিলেন অকস্মাৎ তাঁহারা রঘুনন্দনী মতে কর্পূরের মত কোথায় উড়িয়া গেলেন? বঙ্গের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কি একেবারেই বিলোপ সংসাধিত হইয়াছিল? না তাঁহারা বঙ্গ হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন? যদি তাহাই হয় তবে তাঁহারা কোন্ সময় এ দেশ পরিত্যাগ করিলেন? কোন্ দেশেই বা উপনিবেশী হইলেন? আর কেনই বা দেশ-ত্যাগী হইলেন রঘুনন্দন তাহার উল্লেখ করেন

নাই। কেন? তর্কের খাতিরে আমরা বলিব যে, তিনি ঐরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবার রঘুনন্দনী মত সমগ্র ভারতবর্ষ ত দূরের কথা সমগ্র বঙ্গেও প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। মাত্র বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী কিয়ৎ পরিমিত স্থানের লোকেই রঘুনন্দনী মত মানিয়াছিলেন। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রঘুনন্দন যে মতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা বঙ্গে তাঁহারই দলভুক্ত কতকগুলি সংকীর্ণ-চেতার জন্য, অন্যের জন্য নহে। তজ্জন্যই তাঁহার দলের মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ ঐ মতানুসরণ করিয়া আপনাদের আধিপত্যের জয় বিঘোষিত করিতেছেন।

স্রোতস্বিনীর স্রোতোবেগ যেমন বালির বাঁধে আটকাইয়া রাখা যায় না, সেইরূপ এই উন্নতির যুগে আপ্ত বাক্যে কাহারও উন্নতির অন্তরায় উপস্থিত করাও অসম্ভব। পাশ্চাত্য শিক্ষালোকপ্রাপ্ত বর্ত্তমানকালে সকলেরই মোহ ঘুচিয়াছে—ভ্রান্তি ঘুচিয়াছে—অধীনতায় আবদ্ধ থাকিবার বাসনা অন্তর্হিত হইয়াছে—শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট অধিকারলাভ করিবার বাসনা বলবতী হইয়াছে—এবং স্বকীয় বর্ণধর্ম্মপালন ও গ্রহণ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা এখন ব্রাহ্মণেতর যাবতীয় জাতিকেই উন্নতিমার্গে উন্নীত হইবার জন্য তীব্র তাড়না করিতেছে। ফলতঃ এখন আর ধোকা দিয়া, আশ্বাস দিয়া, দুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত ও প্রতিকূল শ্লোক উচ্চারণ করিয়া কাহাকেও পশ্চাৎপদ করিবার অধিকার ও ক্ষমতা কাহারও নাই। উন্মীলিত জ্ঞানচক্ষু এখন সকলকেই ভ্রমান্ধকার হইতে সত্য, সুন্দর, সহজ ও সরল পথের পথিক করাইবার জন্য সর্ব্বথা সচেষ্ট। সেই জন্যই বলি, আর বৃথা হিংসার মাত্রা বর্দ্ধিত করিও না, অকারণে সমাজে অশান্তির প্রবল অনল প্রজ্জ্বলিত করিও না। যাহার যতটুকু শাস্ত্রীয় অধিকার, তাহাকে সেই অধিকার লাভ করিতে, ভোগ করিতে দাও, তোমার শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষিত হইবে নচেৎ তোমার শাস্ত্রের নামে কলঙ্ক রটিত হইবে, শাস্ত্র নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া অসারত্বে—অলীকত্বে উপনীত হইয়া হিন্দু-সমাজের সম্প্রদায় বিশেষের স্বেচ্ছাপরতন্ত্রতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিবে।

চিরউন্নত—চিরসম্মানিত বিরাট বিশাল কায়স্থসমাজের উপর বহুদিন হইতেই অত্যাচার চলিয়া আসিতেছে। কায়স্থ সম্প্রদায় নিনাবাক্যব্যয়ে এতদিন তাহা সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদে অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় এতদিন পরে কায়স্থের মোহনিদ্রা অপনোদিত হইয়াছে—উৎপীড়নের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশা বলবতী হইয়াছে—সমাজের সংস্কার সংসাধিত করিবার বাসনাবীজও অনেকের উর্ব্বর হৃদয়-ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছে। সমাজে একতা সংস্থাপিত করিবার জন্যও অনেকানেক উর্ব্বর মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে। ইহাকে কায়স্থ-সমাজের শুভলক্ষণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই সকল সামাজিক শুভ-সূচনাতেও আমাদের অনেকগুলি অন্তরায় উপস্থিত হইতেছে।

বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস ও নাটকাদিতে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিলেও দুই এক-খানি নিতান্ত আধুনিক শাস্ত্র গ্রন্থে কায়স্থকে শূদ্র বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেই দিনকার রঘুনন্দনী স্মৃতিও কায়স্থকে সচ্ছূদ্র বলিয়াছেন।

যাঁহারা কায়স্থের বর্ণনির্ণায়ক কোন পুস্তকেরই কোনদিন আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা মাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কায়স্থকে শূদ্র বলিতে চাহেন।

চাকুরীজীবী সাধারণ ব্রাহ্মণগণ উদরান্নের চিন্তায় ব্যস্ততানিবন্ধন শাস্ত্রস্পর্শ করিবারও সময় পান না বা আবশ্যক মনে করেন না; তাঁহারা কায়স্থ যে কোন্ বর্ণভুক্ত তাহা অবগত নহেন অথচ গায়ের জোরে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া শাস্ত্রশিরে পদাঘাত করিতেও অকুণ্ঠিত।

এই সকল কারণে আমাদের সামাজিক উন্নতির বিঘ্ন হইতেছে। আমরা অশাস্ত্রীয় কিছু করিতেছি না। শাস্ত্রে আমাদের যতটুকু অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আমরা কেন না তাহা গ্রহণ করিব? সমাজে আমাদের যতটুকু সম্মান আমরা কেন না তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিব? হিন্দুসমাজে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কায়স্থের স্থান যেখানে আমরা অসন্দিগ্ধচিত্তে, বিনাবাক্যব্যয়ে কেন না তৎস্থানে পুনঃ অধিষ্ঠানের চেষ্টা করিব? স্বাধিকার বজায় রাখিতে হইলে, স্বকীয় মান মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, জাতীয় লুপ্ত মর্য্যাদা পুনরুদ্ধার করিতে হইলে কাহারও চোকরাঙ্গানিতে ভয় করিলে চলিবে না, ভ্রূকুটীভঙ্গিতে স্খলিতপদ হইলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না; কাহারও ভয়ে ভীত হইয়া কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলী দিলে সিদ্ধির আশা সুদূরপরাহত, উন্নতির আশা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক, জাতীয় সম্মান রক্ষার বাসনা করাই বৃথা। সেই জন্যই বলি, এ সুযোগ হেলায় হারাণ কর্ত্তব্য নহে, কাহারও তীব্র বা ব্যঙ্গোক্তিতে কর্ণপাত করিয়া স্বকীয় উন্নতিমূলক কার্য্যে অনাস্থা প্রদর্শন করা নিতান্তই অযৌক্তিক। সুতরাং এখন সকলেরই জাতীয় উন্নতিমার্গে উন্নীত হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সকলেরই সমাজের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা উচিত। সুতরাং যাহাতে সমবেত চেষ্টায়, সমন্বিত শক্তিতে জাতীয় মঙ্গলনিলয় ক্ষাত্রসংস্কার গ্রহণ করতঃ সমাজশরীরের বহুদিন লিপ্ত শূদ্রত্বকালিমা অপনোদিত হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। নতুবা আমাদের লজ্জার সীমা থাকিবে না, মুখ দেখান ভার হইবে।

কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহা কেহ কেহ জ্ঞাত থাকিলেও অধিকাংশ কায়স্থই অবগত ছিলেন না। কিন্তু বর্ত্তমান আন্দোলন ফলে আমরা সকলেই অবগত হইয়াছি যে, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, দেব চিত্রগুপ্তের বংশধর সুতরাং ক্ষত্রিয়। শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়াও আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, কায়স্থ হীন বর্ণভুক্ত নহে—ক্ষত্রিয়। ভারতের বহুস্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণও শাস্ত্রপ্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আমাদিগকে অভয় দিতেছেন—সাহস দিতেছেন—কর্ত্তব্য প্রণোদিত হইতে বলিতেছেন যে, কায়স্থ! তোমরা ক্ষত্রিয়, ক্ষাত্রসংস্কার গ্রহণ কর! তবে কেন আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিব? কেন আমরা কার্য্য হারাইব? আসুন, আমাদের কর্ত্তব্যপথের অন্তরায়গুলিকে বিদূরিত করিয়া, অন্যের বাধাবিঘ্ন ফুৎকারে উড়াইয়া, কায়স্থবিদ্বেষীগণের শত বিদ্রূপ পদদলিত করিয়া সংস্কার গ্রহণ করি; আর নিশ্চেষ্ট থাকিয়া উপহাসাস্পদ হইব না।

জাতীয় শক্তিকে সতেজ, সুপুষ্ট এবং কার্য্যকরী ক্ষমতাপন্ন করিতে হইলে সমাজে

একতা চাই। সমষ্টিভাবে না হইলে ব্যষ্টিভাবে কখনই সমাজের উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু মোহমুগ্ধ আমাদের কি ভ্রম! আমরা মোহবশে এবং কার্য্যগতিকে চারি ভ্রাতায় পৃথক হইয়াছি আজও আমাদের শুভ সম্মিলন হইল না! আমরা বিশেষভাবে বুঝিতেছি, শ্রেণীচতুষ্টয়ের সম্মিলন না হইলে আমাদের ভদ্রস্থতা নাই! কিন্তু এপর্য্যন্ত শ্রেণীবিভাগের মূলোচ্ছেদের কোন চেষ্টা করিয়াছি কি? কিছুই নহে। শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে বর্ত্তমানে যে ভেদজ্ঞান বিদ্যমান আছে তাহাতেও অনেক সৎ ও শুভ কার্য্যের বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে। একই পিতার সন্তান, বিভিন্ন স্থানে বসবাস নিবন্ধন পরস্পর যদিও পৃথক হইয়াছিলাম কিন্তু আমাদের সম্বন্ধ কি বিচ্ছিন্ন হইবার? না হইয়াছে? তবে অজ্ঞতানিবন্ধন এবং কুসংস্কারের বশে এখন আমরা এক শ্রেণীকে অন্য শ্রেণী হইতে পৃথক মনে করিতেছি, ইহা নিতান্তই ভ্রম! চুরপনের কলঙ্কের কথা!

এখন আমরা এরূপ সামাজিক সংকীর্ণতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি যে, পরস্পর আদান প্রদান দূরে থাকুক একশ্রেণী অন্যশ্রেণীকে পৃথক জাতি মনে করিতেও কুণ্ঠিত নহি—একশ্রেণীর কায়স্থ আর একশ্রেণীর কায়স্থের বাড়ী আহার করাটাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি এবং জাতিচ্যুত হইবার ভয় করি। ইহা বস্তুতঃই বড় দুঃখের বিষয়! বিস্ময়ের কথা! বর্ত্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগে এতটা ভিন্নভাব—এতটা ভেদজ্ঞান—এতটা সংকীর্ণতা নিরতিশয় উন্নতিবিঘ্নকর। শ্রেণীচতুষ্টয়ের সম্মিলন না হইলে কোনরূপেই আমরা আমাদের উন্নতি করিতে—সামাজিক সংকীর্ণতাকে নিদূরিত করিতে সক্ষম হইব না। সুতরাং যে কুসংস্কার যে বাধাবিঘ্ন, যে ভিন্নভাব ছিল তাহা রহিয়া গেলে শত চেষ্টা, শত যত্ন শত উৎসাহেও যে সামাজিক উন্নতি আমাদের দ্বারা অসম্ভাবিত ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। এবং এই সাম্প্রদায়ীক বিভিন্নতা রহিয়া গেলে আমরা যে, যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রহিয়া যাইব ইহাও সার সত্য কথা।

বিবাহব্যয়বহুলতা আমাদের সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া এবং ওতপ্রোতভাবে শ্রেণীচতুষ্টয়কে বিজড়িত করিয়া কায়স্থসমাজকে জর্জ্জরিত, বিড়ম্বিত ও নিষ্পিষ্ট করিতেছে। নিদারুণ বরপণপ্রথায় সমাজকে হাড়ে হাড়ে দগ্ধ করিতেছে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃকুলকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে। কেহ দেখিবার লোক নাই—কেহ শুনিবার লোক নাই—কন্যাভারনিপীড়িতের বিশুষ্কবদনের দিকে চাহিয়া "আহা" করিবারও লোকাভাব। সমাজের সর্দ্দার যাঁহারা, সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রয়াসী যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই এ ভোগ ভুগিতেছেন, কিন্তু ইহার মূলোচ্ছেদে নিশ্চেষ্ট সকলেই। সুতরাং কেহ কাহাকেও বলিবার—দেখিবার বা বুঝাইবার লোক নাই। সকলেই যেন স্ব স্ব প্রধান হইয়া সমাজকে সাগ্রহে উৎসন্নের দিকে দ্রুত অগ্রসর করাইতে সর্ব্বথা যত্নপর।

এই যে পুত্রপণগ্রহণ রোগ, ইহা এখন আমাদের সমাজে বদ্ধমূল ও সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ রোগের ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই—পথ্য এখনও দুষ্প্রাপ্য। ঘরে ঘরে এই রোগ লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে, কিন্তু কাহারও চেতনা নাই, সংজ্ঞা নাই; সকলেই

নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম ও নির্ব্বিকার। যখন যাহার পালা পড়ে সেই তখন ভয় ভাবনায় অস্থির হয়—বরপক্ষের আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত দাবীতে চক্ষে অন্ধকার দেখে। অবশেষে কত ঘুরিয়া, কত লাঞ্ছিত হইয়া, কত উত্যক্ত হইয়া বাস্তভিটা, ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়া কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি-লাভের চেষ্টা করে। ফলতঃ কন্যাদায়ের বিষ-ক্রিয়ায় সমাজ জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইতেছে—সমাজের শাসনের ভয়ে, মানের দায়ে, আর দেশাচাররূপ ভীষণ চক্রের মহিমামণ্ডিত মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রত্যেক কন্যার পিতা এক একটী পথের ভিক্ষুক সাজিয়া সমাজের মহিমা বিঘোষিত করে। এই রাক্ষসীপ্রথার পরিবর্ত্তন না হইলে আমাদের সমাজ যে, অতি অল্পদিন মধ্যেই পশুসমাজে পরিণত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এখন প্রতিগৃহেই অর্থ-লোলুপ নরপিশাচ পিতৃকুলের আবির্ভাব; ইহা-দের এই পৈশাচিকবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কি অন্তরায় উপস্থিত করিবার লোকাভাব? সমাজের ঘৃণিত দুর্নীতির উচ্ছেদ সংসাধনের জন্য চেষ্টা করিবার কি লোকাভাব? না—এখনও লোকাভাব সংঘটিত হয় নাই, এখনও বঙ্গের শত শত কায়স্থযুবক ও অগণ্য কায়স্থ-ছাত্র রহিয়াছেন তাঁহারা একটু চেষ্টা করিলেই সমাজের এই প্রাণহর বিষমবিষ—দুরারোগ্য ব্যাধি—দুরপনেয় কলঙ্ক নিদুরিত হইতে পারে নচেৎ নহে। হোমরা চোমরা বাক্‌সর্ব্বস্ব কর্ত্তা-দিগের দ্বারা হইবে না।

সেইজন্যই আজ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি-তেছি,—নেতৃগণ—ভ্রাতৃবর্গ—বন্ধুগণ! আপ-নারাই আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড—আপনা-রাই সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা; সমাজের ইষ্টানিষ্ট—মঙ্গলামঙ্গল—উত্থানপতন—উন্নতি অবনতির জন্য আপনারাই দায়ী; আপনারা আর উদা-সীন থাকিবেন না। যাহাতে সমাজের উন্নতি হয়—সমাজ অধঃপাতের হস্ত হইতে রক্ষিত হয় আপনারা সর্ব্বাগ্রে তচ্চেষ্টায় নিযুক্ত হউন। ভগবান্ আপনাদের মঙ্গলবিধান করিবেন।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের বরপণ সম্বন্ধে দুটী কথা।

বর্ত্তমানে কায়স্থসমাজের যে কিরূপ দুর্দ্দশা, কিরূপ অধোগতি এবং কিরূপ শোচনীয় পরি-ণাম উপস্থিত হইয়াছে তাহা ভাবিলে এবং চিন্তা করিলে দুঃখে হৃদয় ভরিয়া যায় এবং চিত্ত বড়ই অস্থির হইয়া উঠে। কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! কালের কি বিচিত্র গতি! কাল-সহকারে সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। পরিবর্ত্তনশীল জগতের এই পরিবর্ত্তন প্রতি-নিয়তই সংঘটিত হইতেছে। এই যে একটী বৎসর দেখিতে দেখিতে অতীতের অনন্তকবলে লীন হইয়া গেল; এই এক বৎসরেই পৃথি-বীর কত স্থানে কত কি ঘটনা ঘটিয়া গেল এবং

কত লোকের কত কি পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আর কাল অনন্ত—এই অনন্তকালে যে কতই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? বেশী নয় দশ বৎসরের কথা বলিতেছি এই দশ বৎসর মধ্যেই সমাজের কত কি পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আমি যে বিষয় বলিতে যাইতেছি, এই দশ বৎসর পূর্ব্বেও সমাজের অবস্থা সে বিষয়ে একটু ভাল ছিল, সমাজের একটু শান্তি ছিল। কিন্তু কালচক্রের কি মহিমা! ইহা সতত শকটচক্রের ন্যায় ঘূর্ণ্যমান হইতেছে। কাল্ যাহা নূতন ছিল আজ তাহা পুরাতন, আবার আজ যাহা নূতন আছে কল্যই তাহা পুরাতন হইবে। এইরূপে কালের সেই অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান চক্রের আবর্ত্তনে নিত্যই নূতন পরিবর্ত্তন হইতেছে।

এইরূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে কায়স্থসমাজে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির যে কিরূপ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা ভাবিলে লজ্জায়, দুঃখে হৃদয় বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়ে। মনে হয় আমরা মানুষ কিসে, আমাদের মনুষ্যত্ব কোথায়? কোথায় আমরা শিক্ষিত হইয়া সকলে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইব, পরস্পর ভালবাসা, সহানুভূতি ও সমবেদনায় বদ্ধমূল হইব তাহা না হইয়া আমরা একে অন্যে ঘৃণা করি, কাহারও প্রতি আমাদের সহানুভূতি নাই। আছে কেবল হিংসা, দ্বেষ এবং স্বার্থপরতা। অধুনা অনেক শিক্ষিতপরিবারেই অধিক দৃষ্ট হয় যে, কৃতীপুত্রের পিতা তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে অধিক মাত্রায় নগদ টাকা ও উপযুক্ত দানসামগ্রী না পাইলে পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হন না। পুত্রটী বি-এ পড়ে, তাহার পিতাও শিক্ষিত এবং সঙ্গতিশালী, এইরূপ দেখিয়া যদি কোন সঙ্গতিপন্ন কন্যার পিতা আশা করিয়া তাঁহার স্নেহের কন্যাটীকে ঐ উপযুক্ত বরে সমর্পণ করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইয়াও তথায় উপস্থিত হন, বলিতে নিতান্ত দুঃখ হয়, তাঁহারও সাধ্য নাই যে বরপক্ষের অসম্ভবনীয় প্রস্তাবিত দাবী শুনিয়া অত ব্যয়-বাহুল্য করিয়া তাঁহার কন্যাটীকে ঐ ঘরে বিবাহ দিতে সমর্থ হন। বরপক্ষের কথা—তাঁহারা শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন পরিবার। ইনি উকীল তিনি ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, বরও শিক্ষিত বি-এ পড়্ছে, পরন্তু তাঁহাদের অবস্থাও খুব ভাল। এমতাবস্থায় তাঁহারা কন্যার পিতার নিকট হইতে অধিক কিছু না লইয়া কিরূপে সম্বন্ধ করিতে পারেন? তাঁহারা যেরূপ উপযুক্ত তদনুরূপ অর্থ না লইয়া কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির কন্যাদায় হইতে মুক্তি দিলে যেন তাঁহাদের সম্মানের লাঘব হয়। তাহাই মনে করিয়া তাঁহারা অধিক চার্জ্জ করিয়া বসেন। কন্যার পিতা অসমর্থহেতু কাতরভাবে নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেও তাহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হয় না। তাঁহারা একবারও সমাজের চিন্তা করেন না। তাঁহাদের এইরূপ স্বার্থ বজায় রাখায় যে সমাজ ক্রমশঃ উৎসন্নের পথে প্রধাবিত হইতেছে সে দিকে তাঁহাদের একেবারেই লক্ষ্য নাই। তাঁহাদের ঐরূপ আদর্শ ধরিয়া অধুনা সমাজের মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্নলোকও চলিতেছেন। ইহাতে সমাজের যে কিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। দশ বৎসর পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন কায়স্থ ভদ্রলোকের ঘরে কন্যা বিবাহ দেওয়া খুব সহজসাধ্য ছিল। একণে সে দিন আর নাই। ধনী মহাশয়-

দিগের দেখাদেখি ইঁহারাও এক্ষনে সেই চাল চালাইতে শিখিয়াছেন। ফলে দরিদ্র-কায়স্থ ভদ্রলোকের মরণ উপস্থিত হইয়াছে। একে ত তাঁহাদের আয় অতি কম। সমাগু বিশ পঁচিশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই কঠিন। তৎপর সময়ানুসারে যদি এক একটী কন্যার বিবাহ দিতে ন্যূনকল্পে পাঁচ সাত শত টাকা ব্যয় করিতে হয়, তবে সে টাকার সংস্থান কোথায়? উপায় নাই, কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে কাজেই ভদ্রলোক বাধ্য হইয়া উচ্চহারে সুদ দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া আশু কন্যাদায়ের বিপদ হইতে উদ্ধার পান বটে কিন্তু পরিশেষে এই টাকা শোধের উপায় না থাকায় একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ সমাজের অত্যাচারে কত সুখের সংসার মাটী হইয়া যাইতেছে। কিন্তু অনেকেরই এ বিষয়ে দৃষ্টি নাই। শিক্ষিত এবং ধনী কায়স্থমহোদয়গণের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা তাঁহারা যেন সামান্য তুচ্ছ স্বার্থলাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া কিসে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হয় সে বিষয়ে একবার চিন্তা করেন। তাঁহারা যদি প্রত্যেকেই সমাজের এই হিত-চিন্তায় মন দেন তাহা হইলে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিও এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। তাহা হইলে আশা করা যায় শীঘ্রই সমাজ হইতে এ ঘৃণিত বরপণপ্রথা উঠিয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে কায়স্থসমাজে এক অপূর্ব্ব স্রোত প্রবাহিত হওয়ায়, অধুনা মধ্যবৃত্ত কায়স্থ ভদ্র লোকের কন্যার বিবাহ দেওয়া এক বিষম দায় হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ দরিদ্র মৌলিক কায়স্থ ভদ্রলোকের ত সমাজের তাড়নায় মরণ উপস্থিত হইয়াছে। ছেলে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছে এবং অবস্থাও একটু ভাল এই-রূপ দেখিয়া সেই ঘরে কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত করিলে তাঁহারা বলেন যে আমরা মৌলিকে সম্বন্ধ করিব না, আমরা কুলীনে বিবাহ দিব। পাঠক, এস্থলে কুলীনের কথা বলা হইতেছে না। কোন মৌলিক কায়স্থ তাঁহার কন্যার সম্বন্ধ ঐরূপ কোন মৌলিক কায়স্থের ঘরে উপস্থিত করিলেই তিনি মৌলিককে উপেক্ষা করিয়া বলেন, না আমরা মৌলিকে সম্বন্ধ করিব না। যাঁহার অবস্থা কিছু ভাল তিনিই এইরূপ মৌলিকের ঘরে সম্বন্ধ না করিয়া হয় ত কোন কুলীনকন্যা নানারূপ ব্যয়বাহুল্য করিয়াও আনেন। এইরূপ যে মৌলিক কায়স্থের অবস্থা কিছু ভাল তিনিই আজকাল কুলীন খোজেন। আমার চক্ষে এরূপ অনেক পড়েছে। অপর আমি এরূপ অনেক দেখিয়াছি যে অনেক শিক্ষিত (মৌলিক কায়স্থ) ব্যক্তিরও এরূপ দুর্ম্মতি যে নানারূপ ব্যয়বাহুল্য করিয়াও তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্না শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যাকে কোন অশিক্ষিত কুলীনপাত্রে সমর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করেন। কন্যার পিতা তাঁহার কন্যার প্রতি একবারও ফিরিয়া তাকান না বা ভাবেন না যে তাঁহার কন্যাকে তিনি কিরূপ পাত্রে সমর্পণ করিয়াছেন। কন্যা যে এরূপ বিবাহে চিরদুঃখীতা হইবে তাহা তাঁহাদের বোধগম্য হয় না। তাঁহারা কুলীনে সম্বন্ধ করিয়া যে বংশগৌরব বৃদ্ধি করিলেন তাহাতেই তাঁহারা বড় সুখী। আবার এইরূপ অনেক অবস্থাপন্ন মৌলিক কায়স্থ ভদ্রলোক মৌলিকের ঘরের পরমসুন্দরী কন্যাকে উপেক্ষা করিয়াও হয় ত কোন কুলীনবংশের হতশ্রী কন্যা পুত্রবধূরূপে

জানিয়া, আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করেন। এমতাবস্থায় কায়স্থসমাজে মৌলিক কায়স্থের কন্যা বিবাহ দেওয়া যে কিরূপ বিপদ হইয়া উঠিয়াছে তাহা সুধিগণ একবার চিন্তা করিবেন। বলিতে নিতান্ত দুঃখ হয়, বর্ত্তমানে সমাজের এইরূপ অবস্থা ঘটায় আমার জনৈক দরিদ্র প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার একটী সুন্দরী কন্যার বিবাহের জন্য আজ দুই বৎসর ধরিয়া নানারূপ চেষ্টা করিয়াও উল্লিখিত কারণে কোথায়ও তাঁহার কন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিতে পারিতেছেন না। সমাজের এই-রূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়। জানি না কতদিনে আমরা সমাজের ঈদৃশ ব্যবহার ও অত্যাচার দমনে কৃতকার্য্য হইব।

আমরা বুঝিয়াছি ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণই এক্ষণে আমাদের প্রকৃষ্ট উপায়। যেহেতু দেখা যাই-তেছে উপবীত কায়স্থসমাজে ঈদৃশ কুলীন মৌলিকে ভেদাভেদজ্ঞান বড় নাই। থাকিলেও খুব কম। অপর তাঁহারা সমাজের এই ঘৃণিত বরপণপ্রথা রহিত করিতে এবং ভিন্ন ভিন্ন কায়স্থসমাজ একতাসূত্রে গ্রথিত করিয়া এক আচার ব্যবহার প্রচলন করিতে যেরূপ বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন তাহাতে আশা করা যায় কায়স্থসমাজ হইতে এ কুসংস্কার দূর হইয়া শীঘ্রই কায়স্থসমাজ উন্নতির পথে ধাবিত হইবে। এই সময়ে আমাদের অনুপবীত কায়স্থমহোদয়-গণের উচিত আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া শীঘ্রই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করা। এক্ষণে অনুপবীতভাবে যজ্ঞোপ-বীত কায়স্থগণ হইতে দূরে থাকা আর আমাদের কখনই উচিত নয়। আমরা এই নববর্ষে সমাজের অনেক উন্নতি দেখাইতে আশা করি।

আমরা আশা করি বর্ত্তমানে আর কেহই অনুপ-বীত না থাকিয়া সকলেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সকলের সম-বেত শক্তিদ্বারায় গত বৎসরে যে সমস্ত কার্য্য আমরা শেষ করিয়া উঠিতে পারি নাই, এই নববর্ষে সেই সমস্ত কার্য্য এবং কল্পনা প্রকৃত কার্য্যে পরিণত করিতে আমরা সকলেই প্রাণ-পণে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিব। মঙ্গলময় শ্রীহরির শ্রীচরণকৃপায় আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টার ফল অবশ্যই ফলিবে।

উপসংহারে নিবেদন এই বিগত ১৩১৬ সনের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার দশম সংখ্যায় "নিবেদন" আখ্যা দিয়া শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় যে প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়া-ছেন যে কুলীন মহোদয়গণই অযথা মৌলিক মহোদয়দিগকে হীন বলিয়া অবজ্ঞা করায় সমাজের এই অবনতি উপস্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। অবশ্য এক্ষেত্রে কুলীন মহোদয়দিগের অনেক দোষ থাকিলেও মৌলিক মহোদয়দিগেরই দোষ বেশী। যেহেতু মৌলিক মহাশয়েরাই কুলীন মহাশয়দিগের অতটা মাথার উপর উঠাইয়াছেন। কায়স্থসমাজে কুলীন অপেক্ষা মৌলিক কায়স্থের সংখ্যাই অধিক। সেই মৌলিক মহাশয়দিগের মধ্যেই স্বজাতিপ্রেম ও সহানুভূতির অত্যন্ত অভাব। তাঁহারাই নিজেকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং পক্ষান্তরে কুলীন মহোদয়দিগকে তাঁহারা তাঁহাদের মাথার মুকুটমণি জ্ঞান করেন। ইহার ফলেই সমাজে উল্লিখিত নানা-রূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। যদি মৌলিক মহোদয়গণ নিজদিগকে অবজ্ঞা না করিয়া এবং

কুলীন মহোদয়দিগকে অতটা মাথার মুকুট মনে না করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হয়েন এবং যদি নিজকেও মহৎ মনে করিয়া সকলের প্রতি সমান ভালবাসা সহানুভূতি এবং সমবেদনা আবদ্ধ হয়েন তবেই দেখিবেন সমাজের স্রোত ফিরিবে। কুলীন মহাশয়দিগের এখনও যে একটু অহঙ্কার আছে তাহাও চূর্ণ হইবে। এবং এই যে ঘৃণিত বরপণপ্রথা ইহাও উঠিয়া যাইবে। ফলতঃ সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইবে।

এক্ষণে দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট আমরা একান্ত প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার কৃপায় আমাদের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমরা এই নববর্ষেই আমাদের সমাজের প্রভূত উন্নতিসাধন করিতে পারি এবং সকলে যেন সুখশান্তিতে এই নূতন বৎসর অতিবাহিত করিয়া, আবার নববর্ষকে বহু আশাপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

প্রাবৃড়ালেখ্যম্। বর্ষাচিত্র।

ধারাশরঞ্চাচিরভাতিগৌর্ব্বীং
সুরেন্দ্র চাপায়ুধ মাদধানা।
হন্তুং নিদাঘং ঘন ঘোর নাদৈঃ
প্রাবৃট্‌সমায়াত্যধুনা ধরন্যাম্ ॥১॥
বিয়োগ দুঃখেন নিদাঘভর্ত্তু
র্ব্বিতত্য নীলাম্বুদ কেশপাশম্।
মুঞ্চত্যজস্রং নয়নাম্বু ভারং
ধারাপদেশেন দিগঙ্গনাস্থ ॥২॥

কচিন্নতোঽ প্যুন্নমিত কচিদ্বা
নীলোপলন্যস্ত ঘনো বিধাত্রা।
আরোহণায় ত্রিদশালয়ে কিং
স্বর্গাস্থ সোপান মিব প্রযুক্তঃ ॥৩॥
বন্যদ্বিপেন্দ্র প্রতিমাম্বুবাহাঃ
পরস্পরং বীক্ষ্য নদন্তি ঘোরম্।
কেচিৎ কদাচিত্তু মদান্ নিকীর্য্য
ধাবন্ত্যমর্শাদ্বৃ শমন্তরীক্ষে ॥৪॥

ঘর্ম্মার্ত্ত জনগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সৌদামিনীরূপ জ্যাযোজিত ইন্দ্রধনুরূপ আয়ুধ-ধারণপূর্ব্বক বারিধারারূপ শরবর্ষণে নিদাঘ-কালের বিনাশ বাসনায় ঘন ঘন ঘোররবে গর্জ্জন করিতে করিতে সম্প্রতি প্রাবৃট্‌কাল ধরা-ধামে সমাগত হইল। ১। অত্য দিগ্‌রূপ অঙ্গনাগণ নিদাঘকালরূপ পতির বিয়োগদুঃখে অভিভূত হইয়াই যেন নীলাম্বুদরূপ কেশপাশ বিস্তারপূর্ব্বক বারিধারাচ্ছলে অজস্র অশ্রুজল পরিত্যাগ করিতেছে। ২। এই সময়ে যেন কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে গ্রথিত জলধরদল কোথায় নত, আবার কোথায়ও বা উন্নতভাবে সজ্জিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, উহা দিন-মণির স্বর্গারোহণের সোপানরূপে বিধাতা কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। ৩। বন্যহস্তীসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ জলধরনিকর পরস্পর পরস্পরকে সন্দর্শন করিয়া ঘোররবে গর্জ্জন করিতেছে এবং কোথাও বা কেহ মদক্ষরণচ্ছলে বারিধারাবর্ষণ করিয়া ক্রোধভরে অন্তরীক্ষে ইতস্ততঃ ধাবিত হই-য়েছে। ৪। অত্য মেঘাবলি কণ্ঠদেশে শুভ্র বক

কণ্ঠে বলাকাস্রজ মাদধানা
তড়িদ্ধ্বজালঙ্কৃত ভীম কান্তিঃ।
রণাঙ্গনাধিষ্ঠিত মত্ত দন্তি
লীলাংদধাত্যম্বুদ রাজিরস্য ॥৫॥
বিনিন্দিতে ন্দিন্দির নীল ভাতি
র্বলাহকঃ শক্রধনুর্ধরোঽস্য।
পিচ্ছাবতংসাঙ্কিত গোপমূর্ত্তে
র্দধাতি কান্তিং খলু কেশবস্য ॥৬॥
ধারানিপাতৈ র্বিলসত্তড়িদ্ভি
র্জীমূতমন্দ্র ধ্বনিভি র্দিশায়ঃ।
নূনং কশাঘাত বিড়ম্বিতস্য
পাপাশয়স্য শ্রিয়মাতনোতি ॥৭॥
তাম্রাম্বুদাচ্ছন্ন নভোঽপরাহ্নে
ভিন্নং সমস্তা দবদাতমেঘৈঃ।
ছিন্নোত্তরাসঙ্গভৃতো হি পুংসে
দশাহতস্যেব বিভর্ত্তি রূপম্ ॥৮॥

খমারুরুক্ষুর্ঘনসন্নিবিষ্টা
র্কচিদ্বলাকা বলিরীক্ষ্যমানা।
নভস্বদান্দোলিত পুণ্ডরীক
স্রগেব ভাত্যম্বর নীলকণ্ঠে ॥৯॥
অস্মিন্ ক্ষণে সান্দ্রপয়োদরাজি
নীলাদ্রিশৃঙ্গোপম চারু কান্তিঃ।
প্রিয়া বিয়োগানল দগ্ধজন্তো
র্বিবর্দ্ধয়ত্যক্ষি জলং নকস্য ॥১০॥
লুলাপবুদ্ধ্যা ঘন নীল মেঘং
দৃষ্টা সহস্রাংশু রথস্য বাজী।
ভীতোঽতিতূর্ণং রথিনা সহৈব
বিলীয়তে দূরতরে হন্তরীক্ষে ॥১১॥
নবাম্বুদং বীক্ষ বিশার্য্য বর্হং
ভুজঙ্গভুক্ নৃত্যতি মন্দমন্দম্।
চিরাগতং বান্ধব মেত্য নূনং
নহৃষ্যতি প্রেমভরেণ কোবা ॥১২॥

পংক্তিরূপ মালা ধারণ ও বিদ্যুৎরূপ পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায়, যুদ্ধক্ষেত্রস্থিত মত্ত হস্তীর ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছে। ৫। এই সময়ে ভ্রমরনিন্দিত কৃষ্ণবর্ণ জলধরপটলে ইন্দ্রধনুর আবির্ভাব হওয়ায় উহা ময়ূরপুচ্ছে পরিশোভিত বাল গোপালের ন্যায় পরিশোভিত হইয়াছে। ৬। ধারাপাত, তড়িৎবিকাশ ও মেঘের সান্দ্র ধ্বনিতে এই সময়ে নভোমণ্ডল কশাঘাত বিড়ম্বিত পাপীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ৭। অপরাহ্নে তাম্রবর্ণ মেঘ সমাচ্ছাদিত গগনমণ্ডল, মধ্যে মধ্যে শুভ্রবর্ণ মেঘখণ্ডে খণ্ডিত হওয়ায়, উহা ছিন্ন উত্তরীয় ধারী ভাগ্যহীন পুরুষের ন্যায় কান্তিধারণ করিয়াছে। ৮। কোথাও বা উড্ডীয়মান ঘন সন্নিবিষ্ট বলাকাবলি আকাশের নীলবর্ণ কণ্ঠে বাতান্দোলিত পুণ্ডরীকমাল্যের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। ৯। এই সময়ে নীলগিরির শৃঙ্গসদৃশ মনোহরকান্তি পয়োধর নিকর কান্তার বিরহানলে দগ্ধপ্রায় কোন প্রাণীর অশ্রুজল অভিবর্দ্ধিত করিতেছে না। ১০। অদ্য কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সন্দর্শনে মহিষভ্রমে ভীত হইয়াই যেন সূর্য্যরথে যোজিত অশ্বগণ রথীসহ সুদূর অন্তরীক্ষে দ্রুতগমনে বিলীন হইতেছে। ১১। নূতন পয়োধরদর্শনে ময়ূরগণ কলাপ বিস্তারপূর্ব্বক ইতস্ততঃ মন্দ মন্দ নৃত্য করিতেছে; বলা বাহুল্য দীর্ঘকাল পরে সমাগত বন্ধুজনকে অবলোকন করিয়া কোন্ ব্যক্তি না প্রেমভরে পুলকিত হয়। ১২। এই কালে নক্ষত্র ও চন্দ্রবিহীন, উজ্জ্বল কজ্জল সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ মনোহর গগনমণ্ডল কি গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে দগ্ধীভূত ভস্মাবশিষ্ট কন্দর্পকে সুশীতল পবনহিল্লোলে পুনরুজ্জীবিত করিতেছে না।

বিতার চন্দ্রোজ্জ্বল কজ্জলাভং
বিয়ন্মনোজ্ঞং ঘন মারুতেন।
ভস্মাবশেষং শুচি দাবদগ্ধং
কামং পুনর্জ্জীবয়তীহ কিং ন ॥১৩॥
স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামল তোয়দাঙ্কে
ক্ষণপ্রভাভাতিভৃশং সমন্তাৎ।
পতিব্রতা মধ্যামিকা চ নারী
কান্তং সমাশ্রিত্য ন রাজতে কিম্ ॥১৪॥
ঘনান্ধকারীকৃত শর্ব্বরীষু
খদ্যোত বিদ্যোতিতবিষ্টরৌঘাঃ।
নকিংকবীনা মতিবর্দ্ধয়ন্তু
কাব্যক্ষমত্বং জলদাগমেঽস্মিন্ ॥১৫॥
অহো কচিদ্বা নিভৃতক্ষপায়াং
পয়োধরালিঙ্গন ভীষণায়াম্।
খদ্যোতিকা স্যাদভিসারিকায়াঃ
সখীবমার্গস্তু বিলোকয়িত্রী ॥১৬॥

মুহুর্মুহুস্তোয়দ মন্দ্রনাদৈ
র্ভিত্রাসিতাঃ ক্রোড়গতাঃ স্বভর্ত্তুঃ।
কৃতাপরাধান্ দয়িতান্ ভুজাভ্যাং
বধ্নন্তি নার্য্যোঽপ্যভিমানবত্যঃ ॥১৭॥
কাচিৎ পুনঃ প্রোষিতভর্তৃকেহ
বীক্ষ্যেন্দ্রচাপং নবতোয়দাঙ্কে।
শ্বসিত্যজস্রং নিজ দুষ্কৃতানি
স্মৃত্বাশ্রুনীরাপ্লুত পঙ্কজাক্ষী ॥১৮॥
কিস্মীরকাম্যাস্তরণোপপন্নে
তল্পে পয়ঃ ফেননিভে মনোজ্ঞে।
অট্টালিকায়াং মধুনাদ্ভুক্তে
কোবাপ্রিয়োৎসঙ্গ সুখংদনাঢ্যঃ ॥১৯॥
হাহন্তকশ্চিৎ কিলভাগ্যহীনঃ
স্বনাবৃতে বাসগৃহেঽতি জীর্ণে।
পয়োধরোন্মুক্ত পয়োঽভিষিক্তাং
কন্থাং সমাশ্রিত্য চ বেপতেঽস্য ॥২০॥

১৩। পতিব্রতা মধ্যামিকা নারী স্বীয় পতিকে আলিঙ্গন করিলে যেমন শোভা পায়, অত্র সেইরূপ স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মেঘের ক্রোড়দেশে সৌদামিনী বিস্ফুরিত হইতেছে। ১৪। এই বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে খদ্যোত কর্ত্তৃক আলোকিত বৃক্ষশ্রেণী কি কবিগণের কবিত্বশক্তিকে সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত করিতেছে না! ১৫। আহা! কোথাও বা আবার পয়োধরপটলে সমাচ্ছন্ন ভীষণ নিভৃত রজনীতে খদ্যোতিকাই অভিসারিকাগণকে সখীর ন্যায় গন্তব্যপথ দেখাইয়া দিতেছে। ১৬। এই সময়ে আবার অভিমানবতী হইলেও স্বীয় পতির অঙ্কশায়িনী রমণীগণ মেঘের সান্দ্র গভীরনাদে ভীত হইয়া কৃতাপরাধ ভর্ত্তাকে পুনঃ পুনঃ ভুজদ্বারা বন্ধন করিতেছে। ১৭। অপর পক্ষে আবার কোন প্রোষিত ভর্তৃকা নূতন জলধরগাত্রে ইন্দ্র ধনু সন্দর্শন-পূর্ব্বক স্বীয় দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া সজল নয়নে অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। ১৮। এই সময়ে কোথাও বা সুরম্যহর্ম্ম্যে চিত্রবিচিত্র আস্তরণে আচ্ছাদিত দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া কোন্ ধনী ব্যক্তি প্রিয়ার আলিঙ্গনজনিত সুখ উপভোগ করিতেছে না। ১৯। আহা! কোথায় বা আবার অন্য ভাগ্যহীন কোন দরিদ্র অতি জীর্ণ ও অনাবৃত বাসভবনে জলধারাসিক্ত কন্থায় স্বীয় গাত্র আবৃত করিয়া শীতে কম্পান্বিত হইতেছে। ২০। মেঘ হইতে অবিরত বারি-পতন হওয়ায় বনভূমি হইতে উত্থিত ধূসর-বর্ণ বাষ্পপুঞ্জ গ্রীষ্মকালের তীব্র সূর্য্য উত্তাপে তাপিতা পৃথিবীর নিশ্বাস ধূমের ন্যায় প্রতীয়-

সমুত্থিতো বারিদ বারিপাতা
স্তিত্বাটবীং ধূসর বাষ্পপুঞ্জঃ।
নিদাঘতীব্রাতপ তাপিতায়া
নিশ্বাস ধূম্রৈব বিভাত্যবন্যাঃ ॥২১॥
নিরন্তরাম্ভোধর বারিপাতা
দুদ্বেজিতাঃ কেচিদভাগ্য পান্থাঃ।
ভগ্নাতপত্রাঃ পবনাভিঘাতৈঃ
বিশালশাখং দ্রুম মাশ্রয়ন্তি ॥২২॥
পয়োধরাণাং পবনেরিতানাং
ধারা সহস্রৈঃ পরিধৌতগাত্রঃ।
কৃতাভিষেকেন মহীভৃতাস্য
স্ফুটোপমোভাতি নগাধিরাজঃ ॥২৩॥
ধারাভিধৌতাগিরয়োঽভিরামাঃ
কদাচিদুৎসাননতোঽতিরম্যান্।
মুক্তাকলাপোজ্জ্বল চারুগৌরান্
পয়ঃপ্রবাহান্ ভৃশমুদ্গিরন্তি ॥২৪॥

নৃপপ্রিয়ারেণ্বধিবাসিতানাং
ভবেশবীজার্জ্জুন নির্ঝরাণাম্।
তালেন মত্তেভগণাঃ কদাচিৎ
ক্ষিপন্তি পাদান্ মৃদুসানুপৃষ্ঠে ॥২৫॥
কূলঙ্কষা প্লাবন পীড়িতেহ
স্রোতাং স্বশক্তা ধর্তিতুং স্বকুক্ষৌ
বিস্তার্য্য শোকানিব তীরভূমৌ
পয়ঃ প্রবাহান্ সমুপৈতি শান্তিম্ ॥২৬॥
মরালমালাচ্ছুরিতাত্র দিন্যঃ
প্রদর্শিতাম্বভ্রম নাভিপদ্মাঃ
আবল্গিতা মারুতদর্শনেন
রত্যুৎসুকানার্য্যইব প্রযান্তি ॥২৭॥
প্রতীপবাতাহত চণ্ডমূর্ত্তি
স্তরঙ্গিণী তুঙ্গ তরঙ্গ ঘাতৈঃ।
ক্বাচিৎ সসত্ত্বাস্ত তরণ্ডপাদাং
নিমজ্জয়ত্যাবিল বারিগর্ভে ॥২৮॥
বৈদূর্য্যরত্নোপম শস্যগুচ্ছৈ-
রাচ্ছাদিতাক্ষৌণিরিতস্ততোঽস্য।

মনে হইতেছে। ২১। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারাপতন এবং বাত্যাঘাতে ভগ্নছত্র হওয়ায় কোন দুর্ভাগ্য পথিক উদ্বেজিত হইয়া বিশাল বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইতেছে। ২২। পবনান্দোলিত মেঘ হইতে পতিত ধারাসহস্রে পরিধৌতগাত্র পর্ব্বতরাজ অদ্য নবরাজ্যে অভিষিক্ত ভূপতির উপমাস্পদীভূত হইয়াছে। ২৩। কোথায়ও বারিধারাধৌত অতি মনোহর পর্ব্বতসকল এই সময়ে প্রস্রবণরূপ মুখবিবর হইতে অতি রম্য মুক্তাকলাপের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল বারি প্রবাহ উদ্গীরণ করিতেছে। ২৪। কেতকী-পুষ্পের রেণু দ্বারা অধিবাসিত রজতসদৃশ শুভ্র নির্ঝরের স্রোতের শব্দানুসরণ করিয়া মত্ত হস্তিগণ এই সময়ে তালে তালে সানুপৃষ্ঠে পাদক্ষেপণ করিতেছে। ২৫। এই সময়ে প্লাবনপীড়িতা নদী স্বীয় কুক্ষিতে স্রোতরাশি ধারণ করিতে অশক্তা হইয়া তীরভূমিতে শোকরূপ জলপ্রবাহ বিস্তারপূর্ব্বক শান্তি-লাভ করিতেছে। ২৬। মরালমালা দ্বারা পরিশোভিতা স্রোতস্বতী অম্বুভ্রমচ্ছলে নাভিপদ্ম প্রদর্শনপূর্ব্বক বায়ুসংসর্গে চঞ্চলা হইয়া রত্যুৎসুকা রমণীর ন্যায় সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। ২৭। কোনও স্রোতস্বতী প্রতিকূল পবনসংস্পর্শে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অত্যুচ্চ তরঙ্গাঘাতে আরোহীসহ নৌকা আবিল বারিগর্ভে নিমজ্জিত করিতেছে। ২৮। অদ্য চতুর্দ্দিকে বৈদূর্য্যরত্নসদৃশ শস্যগুচ্ছে আচ্ছাদিত ধরণীমণ্ডল, মানবগণের হৃদয়ে আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক

বিধায়নৃণাং মনসি প্রমোদং
বারাঙ্গনেব প্রতিভাতি কামম্ ॥২৯॥
সমাচিতং স্নিগ্ধ হরিৎ প্রকাশ
তৃণাঙ্কুরৈরাগ্নিরজোভিরস্থ।
ক্ষেত্রং প্রকৃত্যাঃ কিল রাগ রম্যা
কৌষেয় সজ্জেব সদা চকাস্তি ॥৩০॥
তরঙ্গগঙ্গান্নব বিদ্রুমৌঘঃ
সমস্ততো নৃত্যতি মারুতস্থ।
বিলাসিচিত্তে কুতুকং বিধায়
মনোতিরিক্তং শ্রিয় মাতোনতি ॥৩১॥
অস্মিন্ ক্ষণে ফুল্ল কদম্বপুষ্প
স্পর্শাতি হর্ষাকুলিতঃ সমীরঃ।
প্রবাসিনশ্চেতসি তীব্র তাপং
শনৈঃ শনৈঃ সঞ্জনয়ত্যকাস্তে ॥৩২॥
সমীরণালিঙ্গিত পুষ্পিতস্থ
দোদুল্যমানস্থ মনোহরস্থ।
ক্বচিদ্বনে সঞ্চলিতোড়ু কল্পং
বিভাতি পুষ্পং কুটজদ্রুমস্থ ॥৩৩॥

রাজীব রাজীষু ন যস্ত তৃপ্তিঃ
সএবভৃঙ্গো জলদাগমেঽস্তঃ।
বিধের্বশেনাপি বিহায় গর্ব্বং
কালিঙ্গ পুষ্পং বহু মন্যতে হি ॥৩৪॥
স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামল মালতীনাং
পুষ্পানি ভৃঙ্গাবলি চুম্বিতানি।
বনে বনে চারুতরং বিভান্তি
হরন্তি চেতাংসি নকস্ত জন্তোঃ ॥৩৫॥
ক্বচিদ্বনে শ্যামলিতেঽতিরম্যং
জাতি প্রসূনং পরিলক্ষ্যতেঽস্থ।
জীমূতসংঘর্ষণ লূনমূলং
ধ্বস্তং হি নক্ষত্রমিবান্তরীক্ষাৎ ॥৩৬॥
জহাতিনো পঙ্কিলতাং ধরিত্রী
স্রোতস্বতী চঞ্চলতামুপৈতি।
ন মুঞ্চতি ব্যোম ঘনাভিষঙ্গং
সুপূর্ণতামেতি সরোবরোঽস্থ ॥৩৭॥

বারাঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ২৯। স্নিগ্ধ হরিদ্বর্ণ তৃণাঙ্কুর ও ইন্দ্রগোপকীটে সমাচ্ছন্ন ক্ষেত্র প্রকৃতিদেবীর অনুরাগধৃত রমণীয় কৌষেয় সজ্জার ন্যা' শোভা ধারণ করিয়াছে। ৩০। সমী[illegible]র্শে নূতন প্রবালসমূহ ইতস্ততঃ নৃত্য[illegible]ছে; এবং বিলাসিদিগের চিত্ত আনন্দ[illegible] আপ্লুত করিয়া অনির্ব্বচনীয় শ্রীধারণ [illegible]রিয়াছে। ৩১। এই সময়ে প্রস্ফুটিত কদম্বকুসুমস্পর্শে আনন্দে অধীর হইয়া সমীরণ বিরহী প্রবাসিগণের তীব্রতর যাতনার উৎপাদন করিতেছে। ৩২। কোনও বনে সমীরণ কর্তৃক আলিঙ্গিত দোদুল্যমান মনোহর কুটজবৃক্ষে কুসুমস্তবক ইতস্ততঃ সঞ্চালিত নক্ষত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ৩৩। পদ্মের মধুপানেও যে মধুপগণগুলী তৃপ্তি বোধ করে নাই, বিধিবশে আজ বর্ষাগমে সেই মধুকরনিকর গর্ব্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক কুটজপুষ্পকে আদরের সহিত উপভোগ করিতেছে। ৩৪। অন্য বনে বনে ভৃঙ্গাবলিচুম্বিত স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মালতীপুষ্প জনগণের চিত্তহরণপূর্ব্বক অতি সুন্দর শোভা বিস্তার করিতেছে। ৩৫। শ্যামলবর্ণ কোনও বা বনে অন্য অতীব রমণীয় জাতি পুষ্পাবলি মেঘসংঘর্ষে ছিন্নমূল অতএব অন্তরীক্ষ হইতে পরিভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছে। ৩৬। এই সময়ে ধরিত্রী পঙ্কিলতাকে পরিত্যাগ করে না, তটিনীগণ চঞ্চলতাকে আশ্রয় করে, আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং সরোবর সর্ব্বতোভাবে জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ৩৭ এই সময়ে সূর্য্যদেব কদাচিত উদিত হইয়া থাকে, চন্দ্র প্রায়ই লোকলোচনের

উদেতি ভানুর্গগনে কদাচিৎ
প্রায়েন চন্দ্রোঽপি ন লক্ষ্যতেঽস্য।
ন ভাতি হীরোপম তারকালিঃ
সদান্ধকারে প্রবিলীয়তে দিক্ ॥৩৮॥
নৃত্যন্তিকান্তং শিখিনোবনান্তে
নদ্যোদ্রুতং তোয়নিধিং প্রযান্তি।
প্রফুল্লপুষ্পৈঃ পরিশোভমানা
নীপাধরারাজতি শস্যহাসা ॥৩৯॥

গোচরীভূত হয় না, হীরকসদৃশ তারকারাজি এখন আর আকাশে ফুটিয়া উঠে না এবং দিক্‌-সকল অন্ধকারে সর্ব্বদা বিলীয়মান হইয়া থাকে। ৩৮। এই সময়ে শিখীগণ বনমধ্যে নৃত্য করিতেছে, নদী সকল দ্রুত সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কদম্ববৃক্ষসমূহ প্রস্ফুটিত ফুলের দ্বারা পরিশোভিত এবং ধরণী শস্যপূর্ণ হইয়া হইয়া যেন হাস্য করিতেছে। ৩৯। যে কালে মেঘনিকর হইতে পতিত বারিধারা দ্বারা

জলধর পটলোন্মুক্ত ধারাভিষিক্তা
ভিনবতৃণ দলালঙ্কৃত ক্ষৌণি পৃষ্ঠঃ।
মৃদু মধুর কলালাপ সন্তাপহারী
প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কাল এষঃ ॥৪০॥

কৃতিরেষা
শ্রীমধুসূদন রায়স্য।

অভিষিক্ত নূতন তৃণসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া ধরণী-পৃষ্ঠ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে, এবং যে কাল মৃদু ও মধুর কলালাপে জনগণের সন্তাপহরণ করিয়া থাকে; সেই বর্ষাকাল বিদ্বজ্জনের অভ্যুদয়ের জন্য প্রভাবশালী হউক। ৪০।

সম্পাদকেন
ভাষান্তরিতম্।

সানুবাদ মিশ্রকায়স্থ-কারিকা।

কতিপয় কায়স্থসমাজহিতৈষী মহাত্মাকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, আমরা সানুবাদ ধ্রুবানন্দ মিশ্র কর্ত্তৃক রচিত গৌড়কায়স্থ-মহাবংশাবলী বিবরণ ক্রমে ক্রমে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম। আশা করি কায়স্থ-মহাত্মাগণ স্বজাতির পূর্ব্ব ইতিহাস অবগত হইয়া স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ হইবেন। আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি। বঙ্গীয়-কায়স্থগণের পক্ষে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব সামাজিক গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া কি সুখের বিষয় নহে? বঙ্গীয়-কায়স্থকুলচন্দ্রমা স্বর্গগত শশীভূষণ নন্দী দেববর্ম্মা মহাশয়ের সংগৃহীত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কারিকা অবলম্বনে এই কুলপঞ্জিকা সংগৃহীত হইল। ইহার ভ্রমপ্রমাদাদি যিনি দেখাইয়া দিবেন, তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ রহিব।

নন্দী মহোদয় তাঁহার ভূমিকায় লিখিতেছেন—

"এই গ্রন্থ কেবল কায়স্থকারিকা নহে। ইহাকে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের কারিকা এবং বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রন্থোক্ত কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ পাঠ করিলে বঙ্গভূমি বীরপ্রসূতা

ও এক সময়ে ভারতে অগ্রগণ্য থাকা প্রতিপন্ন হয়। বসু ও গুহ প্রভৃতি রাজাগণ পর্টুগিজ, যবন, রাজপুত প্রভৃতিকে পরাস্ত করিয়া যে বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপ্রতি প্রণিধান করিলে বঙ্গবাসীর অপেক্ষায় তাহাদিগকে হীনবীর্য্য বলিয়া মনে হয়। কালের কি বিচিত্র গতি, আদিপুরুষের মূল না জানা কি বিপজ্জনক এবং বংশমর্য্যাদা স্বযত্নে রক্ষা না করা কি কলঙ্কের কার্য্য। এই কারিকার লিখিত অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অজ্ঞানতাবশতঃ বংশমর্য্যাদা রক্ষা না করিয়াই বঙ্গীয়কায়স্থজাতি এতাধিক হীনত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থানুসারে এই গ্রন্থোক্ত বিবরণের সত্যতার প্রতি সন্দেহ জন্মে। কিন্তু বঙ্গজ ঘটক রামদুর্লভ কবিরত্নের কৃত কারিকায় ঘোষবংশাবলীর বিবরণ, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রজসুন্দর মিত্র কৃত চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশকাহিনী, জাহ্নবী চৌধুরাণী প্রকাশিত কায়স্থ-বংশাবলী বিবরণ, বঙ্গাধিপ পরাজয় বিবরণ, রামরাম বসু প্রণীত প্রতাপাদিত্যের জীবনী, বান্ধবপত্রিকা, অন্নদামঙ্গল, কুলদীপিকা, কুলাচার্য্যকারিকা, মেজরস্মীথ্ সাহেবের রিপোর্ট, প্রাণকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণের সম্পাদিত পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডোক্ত বচন এবং অন্যান্য গ্রন্থসহ যখন এই গ্রন্থোক্ত অধিকাংশ বৃত্তান্ত ঐক্য হইতেছে, তখন ইহার সত্যতার প্রতি আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই কারিকা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বন্দ্যকুলোদ্ভূত শ্রীধ্রুবানন্দ মিশ্র সংরচিত, এবং মিশ্রকারিকা নামে অভিহিত। শ্রীধ্রুবানন্দ মিশ্র মহোদয় চন্দ্রদ্বীপের রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজা প্রেমনারায়ণ, বঙ্গাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রসিদ্ধ জামাতা রাজা রামচন্দ্র বসুর অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র। প্রতাপাদিত্য সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। জাহাঙ্গীর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতএব রামচন্দ্রের অধস্তন তিন পুরুষের সময় অর্থাৎ ৮৪ বৎসর বাদ দিলে ধ্রুবানন্দ দুইশত বৎসরের পূর্ব্বের লোক হইতেছেন। এই গ্রন্থের কতকাংশ বাটীকামারীনিবাসী স্বর্গীয় জানকীনাথ শিরোমণি এবং কতকাংশ ফরিদপুর জিলান্তর্গত বীরঙ্গলনিবাসী কাঞ্জিলালবংশধর স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংগৃহীত। তাঁহাদিগের নিকট বঙ্গীয়সমাজ চিরকাল কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলেন।"

গ্রন্থারম্ভে ধ্রুবানন্দ মিশ্র মহোদয় পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডের নিম্নলিখিত কায়স্থবিবরণ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বিশ্বকোষ প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার কায়স্থের বর্ণনির্ণয়গ্রন্থে এই অংশ প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। তিনি বলেন যে, একখানি জাল পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ড দেখিয়া তাহার ভ্রান্তি হয় কিন্তু তৎপরে পুণার অনন্দাশ্রম হইতে একখানি পুরাতনপুঁথি আনাইয়া তাহাতে পাতালখণ্ড পান নাই। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কি জানেন না যে শিবাজীর সময় হইতে কায়স্থ কোন্ বর্ণান্তর্গত এই বিষয় তুমুল আন্দোলন পুণায় হইয়া গিয়াছে। আমরা কিন্তু প্রক্ষিপ্ত মনে করি না। পদ্মপুরাণের কোন কোন সংস্করণে তিনি এই অংশ পান নাই, না পাইবারই কথা, কারণ আজ ৪০০ বৎসর হইল ব্রাহ্মণগণ যখন ভারতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য জাতির অস্তিত্ব দেখিলেন না, তখন কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব

প্রতিপাদক বিষয়গুলি যে পুরাণাদি হইতে উৎক্ষিপ্ত হইবে তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। এই বিবরণে যাহা লিখিত আছে, তাহার সহিত অন্যান্য পুরাণের কথার, জনশ্রুতির ও বর্ত্তমান অবস্থার সামঞ্জস্য দেখিয়া আমরা ইহাকে সত্য বলিয়া অবধারণ করিলাম। আভ্যন্তরিক প্রমাণমূলক সত্যতাই এই অংশকে পদ্মপুরাণের প্রকৃতাংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহার প্রতিবাদ করিতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ও সক্ষম নহেন। ভারতের বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রদেশে, পুণায় ও বঙ্গদেশে এই সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। তৎকালে পদ্মপুরাণ হইতে কায়স্থের এই আদি প্রমাণ উৎক্ষিপ্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। স্বর্গগত তারানাথ বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার জগৎবিখ্যাত বাচস্পত্যভিধানে এই পাতালখণ্ডের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গীয়-কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। পাতালখণ্ডের সারবত্তার সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

গ্রন্থারম্ভ।

বিচিত্রো জগতাং হেতু, ভর্গবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তদুদ্ভবোঽপি বৈচিত্রং, জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ ॥১
চিত্রোবিচিত্র ইতি তৎ, বিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ, সৃষ্টাবস্য তু বেধসা ॥২
অসতাং দণ্ডনেতারৌ, নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।
যথার্থ বাদিনৌ স্যাতাং, শান্তিকর্ম্মণি তাবুভৌ ॥৩
কায়স্থ সংজ্ঞয়াখ্যাতৌ, সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বিণৌ।
লেখন জ্ঞান বিধিনা, মুখ্যকার্য্যে পরায়ণৌ ॥৪
অস্মিন্ সংসার জলধৌ, ষড়্ বিধাঃ কায়বর্ত্তিনঃ।
তত্রস্থ কায়বিজ্ঞানাৎ, কায়স্থত্বমি হৈতয়োঃ ॥৫
ধর্ম্মরাজস্য সাচিব্যং, কুর্ব্বতোঃ শান্তিকর্ম্মণি।
হরেরনুগ্রহাদাসন্, তয়োশ্চিত্র বিচিত্রয়োঃ ॥৬
একবিংশতি ভেদেন, আভ্যাং কায়স্থজাতয়ঃ।
সন্তুষ্টঃ স ততস্তাভ্যাং, স্পৃষ্টঃ স্বাত্মবিচেষ্টিতম্ ॥৭
অস্মাকং কে চ সংস্কারা, কিং বর্ণঞ্চ বয়ংপ্রভো।
তৎসর্ব্বং কথয়স্বাবাং, ভবৎসেবা পরায়ণৌ ॥৮
ইতিশ্রুত্বা তয়োর্ব্বাক্য, মনুস্যোস্য পিতামহঃ।
উক্তঃ গোত্তরমুৎকৃষ্ট, মুবাচ প্রহসন্নিব ॥৯

ব্রহ্মোবাচ।

অত্রবর্ণাগ্র উৎকৃষ্টো, ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
তস্যাবরজতাং যায়াৎ, ক্ষত্রিয়ঃ পরিরক্ষকঃ ॥১০
বিজ্ঞান জীবিতোপায়ী, ব্যবহার নয়ান্বিতঃ।
বৈশবর্ণস্তৃতীয়ঃ স্যাৎ, বর্ণদ্বিতীয় সেবকঃ ॥১১
চতুর্থঃ শূদ্রবর্ণঃ স্যাৎ, বর্ণত্রিতয় সেবকঃ।
অনেক ব্যবহারস্থা, ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্রৈব ॥১২
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ, কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ, দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ ॥১৩
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং, বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ।
পূর্ব্বপুণ্য বলোৎকর্ষাৎ, সাধ্যসাধন ভাবিনৌ ॥১৪
এবমাখ্যায় ভগবান্, সর্ব্বামরগণান্বিতঃ।
অন্তর্দধে তয়োরস্ত, স্থিতঃ প্রত্যক্ষবৃত্তিতঃ ॥১৫

সূত উবাচ।

একবিংশতি সংখ্যকাঃ, পংক্তয়স্তৎ পৃথকমতাঃ।
আদাবেব হি তদ্ধর্ম্মঃ, স্বধর্ম্মকৃত নিশ্চয়ঃ ॥১৬
এতাবৎসু চ তাবৎসু, কথ্যতে চ মহাধিপ।
মিথো ন ভক্তি সম্বন্ধ, সিদ্ধয়েতু কলৌযুগে ॥১৭
ইমেস্বীয়া ইতি জ্ঞান, মন্যথা নহি সিধ্যতি।
অতঃ পৃথক্ তয়াবর্গাঃ, কৃতাএকৈক বিংশতি ॥১৮
সূর্য্যধ্বজঃ স্থিতোকৃতাঃ, গুণজাতি বিচক্ষণঃ।
প্রথমঃ পুরুষোজ্জেয়ো, যথার্থ স্থাননামবান্ ॥১৯
চিত্রদেবস্য সংকল্পাৎ, পুমান্ স্বয়মজায়ত।
স সূর্য্যধ্বজ ইত্যাখ্যা, মবাপ প্রাক্তনশ্রিয়া ॥২০

সূর্য্যধ্বজাকৃতি প্রোক্তং, চিহ্নং তস্য প্রবর্ত্ততে।
দেহে যস্মাৎ ততোজ্ঞেয়ঃ, সূর্য্যধ্বজ উদারধীঃ ॥২১
অহো তেজস্বিনং বেত্তি, মাশ্রয়াৎ সকুটুম্বিনম্।
কুলেষ্টদৈবতং যেষাং, শ্রীমানাদিত্য এবচ ॥২২
এবং বিজ্ঞায় কায়স্থো, ভবৎ সন্ততি সাত্বিকঃ।
কুলেষ্টদৈবতাত্মানং, স্বামহং পরিপূজয়ে ॥২৩
এবং স্তুতিমতে রাসীৎ, তস্য বিশ্বস্তরোদয়ঃ।
বিবস্বান্ বিশ্বতশ্চক্ষুঃ, প্রত্যক্ষঃ করুণানিধিঃ ॥২৪
বরং বরয়ভদ্রস্বং, মত্তঃ সন্তোষ বারিধেঃ।
কিমিচ্ছসি স্তুতিং কুর্ব্বন্, ইত্যাহ গগনস্থিত ॥২৫
বিধেহি তারকমাং তং, এবৈকং সকলার্থদম্।
ত্বন্নামবসতিস্থানং, দেহিমে বিশ্বলোচন ॥২৬
এবমাভাষিতঃ সূর্য্যো, বরমেবাহি দিৎসতে।
এবমস্তিতি সুব্যক্তং, বভাষে ভগবানিদম্ ॥২৭
সূর্য্যধ্বজস্য তস্যৈব, নিবাসায় ভুবঃস্থলে।
কল্পয়ামাস সূর্য্যাখ্যাং, পুরীং পরমশোভনাম্ ॥২৮
সূর্য্যধ্বজাদ্ দ্বিজন্মানো, দ্বিতীয়া ইহ ভারতে।
ভবিষ্যন্তি নিজং কর্ম্ম, কুর্ব্বাণাঃ শাস্ত্রদর্শিতম্ ॥২৯
আশ্রমং প্রথমং তেচ, অনতিক্রম্য বৈদিকং।
মুক্তি মাসাদ্যবিধিনা, গার্হস্থ্যমবলম্বয়ন্ ॥৩০
তত্রাপি ষট্ স্বকর্ম্মাণি, চক্রুঃ কেবলয়াধিয়া।
বানপ্রস্থা ভবেয়ুশ্চ, ততঃ সন্ন্যাস সেবিনঃ ॥৩১

(ক্রমশঃ)।

বঙ্গানুবাদ।

সূত বলিলেন—নানাবর্ণ সমন্বিত জগতের আদিকারণ বিষ্ণুর অধীনে ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইয়া বিচিত্রতাময় জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ১। তাহা হইতে চিত্র ও বিচিত্রনামক দুই ব্যক্তি উৎপন্ন হন, বিধি কর্ত্তৃক উভয়ে ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী হইলেন। ২। তাঁহারা উভয়ে অসাধুগণের দণ্ডদাতা, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী এবং শান্তিকার্য্য সংস্থাপক হইলেন। ৩। এই উভয় মহাত্মা কায়স্থনামে পরিচিত হইয়া সমগ্র কায়স্থজাতির আদিপুরুষ হইলেন। এবং লিখনকার্যে নিপুণতাহেতু, শ্রেষ্ঠ বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ৪। ব্রহ্মার কায়বর্ত্তী সংসার-সমুদ্রের কামক্রোধাদি ষড়্বিধ বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া তাঁহারা এই সংসারে কায়স্থনামে পরিচিত হইলেন। ৫। চিত্র ও বিচিত্র শ্রীভগবান্ হরির অনুগ্রহে ধর্ম্মরাজের মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেন। ৬। একবিংশতি প্রকার কায়স্থজাতি তাঁহাদিগের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা সতত সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন ও আত্মপ্রণোদিত হইয়া ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭। হে প্রভো! আমরা নিরন্তর আপনার সেবাপরায়ণ, আমরা কোন্ বর্ণ ও কি প্রকার সংস্কারসম্পন্ন হইব, তাহা সমস্ত আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন। ৮। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া, ঈষদ্ধাস্য আননে তাঁহাদিগের বাক্য অনুমোদন করিয়া নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট উত্তর প্রদান করিলেন। ৯।

ব্রহ্মা বলিলেন।

সকল বর্ণের অগ্রে ব্রাহ্মণ যে শ্রেষ্ঠ তাহা সর্ব্বসম্মত, তাঁহাদিগের কনিষ্ঠ, ব্রাহ্মণ-রক্ষক, বিবাদ মীমাংসক, বিজ্ঞানবিশিষ্ট, কর্ম্মোপজীবী; ক্ষত্রিয়, তন্নিম্নে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সেবক তৃতীয় বৈশ্য বর্ণ। ১০। ১১। উক্ত তিন বর্ণের সেবক শূদ্র, এই পৃথিবীতে অনেক ব্যবহারসম্পন্ন ক্ষত্রিয়জাতি বিদ্যমান আছেন তন্মধ্যে অক্ষরজীবক কায়স্থই শ্রেষ্ঠ। তোমরা ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত, গৌরবান্বিত দ্বিজজাতি। ১২। ১৩। তোমরা উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন হইয়া বেদশাস্ত্রে অধিকারী হইবে এবং পূর্ব্বপুণ্যফলে বিষ্ণুসেবা-

পরায়ণ হইবে। এই প্রকার বলিয়া ব্রহ্ম অমরগণ সহিত প্রত্যক্ষ দর্শনের অন্তরালে তিরোধান করিলেন। ১৪। ১৫।

সূত বলিলেন।

একবিংশতি শ্রেণীতে কায়স্থ বিভক্ত হইলেন। পূর্ব্বকল্পে তাঁহাদিগের যে ধর্ম্ম ছিল; তাহাই তাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৬। হে মহারাজ! আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন যে, কুলক্রমাগত ধর্ম্মে ভক্তি না থাকিলে কলিযুগে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। ১৭। এই "আমার ধর্ম্ম" এই প্রকার জ্ঞান না থাকিলে কোনও প্রকার সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। সুতরাং এইরূপ জ্ঞানের অভাবে উক্ত একবিংশতি শ্রেণী মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৮। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম-পুরুষ সূর্য্যধ্বজ, ইনি গুণে ও জাতিতে শ্রেষ্ঠাধিকারী, এবং তদীয় নামধামে "সূর্য্যধ্বজ" আখ্যায় সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।১৯। শ্রীশ্রীচিত্রদেবের ইচ্ছানুসারে প্রথমপুরুষরূপে উৎপন্ন হইয়া সূর্য্যধ্বজনামে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন এবং পূর্ব্ব প্রাক্তনানুসারে শ্রীসম্পন্ন হইলেন। ২০। উৎকৃষ্ট ধীসম্পন্ন সূর্য্যধ্বজ তদীয় দেহে সূর্য্যাকৃতি ধ্বজচিহ্ন বর্ত্তমান ছিল বলিয়া তাঁহার নাম সূর্য্যধ্বজ হইয়াছিল—ফলতঃ তিনি এই প্রকারে তাঁহার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ২১। অহো! সেই তেজস্বী মহাপুরুষ সূর্য্যধ্বজ গৃহাশ্রম না করিয়া কেবল সূর্য্যোপাসনা করিতেন তাঁহার কুলদেবতা আদিত্য ছিলেন। ২২। সেই আমার কুলদেবতাকে আমি পূজা করি, যাঁহার কৃপায় আমার বংশধরগণ সাত্বিক কায়স্থ হইবেক। ২৩। সূর্য্যধ্বজের এই প্রকার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া করুণানিধি বিশ্বের চক্ষু সূর্য্যদেব আকাশে সমুদিত হইয়া তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ হইলেন। ২৪। আনন্দের বারিধিস্বরূপ সূর্য্যদেব, আকাশে অবস্থান করিয়া কহিলেন—হে ভদ্র! আমার নিকট তুমি কি বর ইচ্ছা কর। ২৫। সূর্য্যধ্বজ কহিলেন হে বিশ্বলোচন! হে তারকব্রহ্ম! সকলার্থ আমি প্রদান করিতে পারি এবং তোমার নামে একটী বসতিস্থান আমি প্রাপ্ত হইতে পারি এই প্রকার বর আমাকে দেন। ২৬। এই প্রকারে উক্ত হইয়া শ্রীভগবান্ সূর্য্যদেব বরপ্রদানে ইচ্ছুক হইয়া "তথাস্তু" বলিলেন। ২৭। তদনন্তর সূর্য্যধ্বজের বাস জন্য পৃথিবীতে সূর্য্যনামক একটী পরম শোভনীয় পুরী নির্ম্মিত হইল। ২৮। ক্রমে সূর্য্যধ্বজ হইতে ভারতে দ্বিজন্মাগণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইল, তাঁহারা বেদাদি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ করিতে লাগিলেন। ২৯। তাঁহারা বৈদিক প্রথমাশ্রম—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অতিক্রম না করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৩০। তাঁহারা কেবল ধীশক্তি প্রভাবে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ ইত্যাদি ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া বানপ্রস্থ ও তদনন্তর চতুরাশ্রম সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৩১।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

কাকসংবাদ।*

মহাশয় নমস্কার। আমি যে তাড়াতাড়ি আবার আপনার সহিত দেখা করিতে পারিব এমন ভাবি নাই—সম্ভাবনাও ছিল না। কিন্তু কি করি, কতিপয় মানবক-বন্ধুর অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আজ উপস্থিত হইতে হইয়াছে। আমাদের কাকের কর্কশস্বর বিরক্তিকর হইলেও পরিহার করিতে পারি না—দরকার হইলেই অপ্রীতিকর স্বরের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ, পরিবার বিশেষ বা জাতিবিশেষকে শঙ্কিত বা ব্যথিত করি। তাই আজ বন্ধুবর্গের অনুরোধে, নিজের কর্ত্তব্যানুরোধেও বটে আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে উপস্থিত হইয়াছি। আমি ক্ষুদ্র পাখী—আপনি ক্ষমাশীল মানুষ আশা করি, অক্ষতদেহে বাসায় ফিরিয়া যাইবার পথে কোন বিঘ্ন সংঘটিত হইবে না। বিগত আষাঢ় সংখ্যা প্রতিভায় 'দেববর্ম্মা' নামে একটী অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠে পাঠকেরা লেখকের বংশের অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্থাপনের প্রয়াসদর্শনে বস্তুতঃই হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাহার তরলতার পুরস্কার যাহাই হউক, মহাত্মা কি শুভোদ্দেশ্যের প্ররোচনায় উহা পত্রস্থ করিয়া দায়ীত্বজ্ঞানকে শিথিল করিয়া ফেলিয়াছেন; তাহা ত বুঝিলাম না। লেখকের লিখিত বিষয় কি আপনি আপত্তিজনক মনে করেন নাই? অথবা উহা আপনার অপঠিত অবস্থায় প্রতিভার অঙ্গীভূত হইয়াছে? 'যে যাহা পাঠাইবে—তাহাই ছাপাইতে হইবে' বর্ত্তমানে এই নীতি যদি আপনার অবলম্বনীয় হইয়া থাকে, আমাদের বলিবার কিছুই নাই—কাক আর কখনও কিছু বলিবে না। দেববর্ম্মা

---

* কাকমহাশয় "দেববর্ম্মা" শীর্ষক প্রবন্ধটী পত্রস্থ করায় আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ দ্বারা জনৈক কায়স্থমহাত্মা, বর্ত্তমান কায়স্থান্দোলনের প্রথমাবস্থায় ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণ বিষয়ে কতদূর আগ্রহ ও তীব্র লালসা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা, এই দেববর্ম্মা উপাধি উপেক্ষিতযুগে, প্রদর্শন করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত কায়স্থগণ স্বধর্ম্ম পালনাপেক্ষায় ব্যভিচারে বিশেষ তৎপর। বিশেষতঃ কুলীন কায়স্থগণ, কৌলিন্যের প্রথম ও প্রধান উপাদান "আচার" পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করতঃ সমাজে কৌলিন্য মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে প্রয়াসী হইতেছেন, তাঁহারা বুঝেন না যে, যে ব্যক্তি শূদ্রাচারী ও দ্বিজ নহেন তিনি কায়স্থ অথবা কুলীন পদবাচ্য হইতে পারেন না। এই সকল বিষয় একটী জলন্ত ও জীবন্ত উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করাই উক্ত "দেববর্ম্মা" শীর্ষক প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। ৺নগেন্দ্রনারায়ণ তদীয় দেববর্ম্মা উপাধিটী কোন্ অবস্থায় ধারণ করিয়াছিলেন তাহাও প্রবন্ধলেখক প্রদর্শন করিয়াছেন। কোনও অনির্দ্দেশ্য গুপ্ত গুহায় জল সঞ্চয় হইয়া যেমন জাহ্নবীর উৎপত্তি হয় নাই, তদ্রূপ ফাঁসিতলার বাজারের সাইনবোর্ডে দেববর্ম্মা উপাধি লিখিত হইয়াছিল বলিয়া, বঙ্গীয় কায়স্থগণের দেববর্ম্মা উপাধির সৃষ্টি হয় নাই, ইহা প্রতিভার পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। যেমন হিমাচলের অত্যুচ্চশিখরাসীন অনন্তুতুষাররাশি (ব্রহ্মার কমণ্ডলু) গঙ্গার প্রকৃত উৎপত্তিস্থান, তদ্রূপ স্মরণাতীতকালে, চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টিরও বহুপূর্ব্বে দেবক্ষত্রিয়বংশের উৎপত্তির সহিত শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের উৎপত্তি, এবং তিনি ধর্ম্মরাজের অনুজ

শব্দের উৎপত্তিকাহিনী যে এরূপ অদ্ভুত, উহা জানি কেন, বোধ হয় ইতোপূর্ব্বে কেহই জানিতেন না। এই অদ্ভুত আবিষ্কারের জন্য লেখক মহাশয় চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। জানি না কি শুভক্ষণে জঙ্গীপুরের ফাঁসিতলা-বাজারে দেববংশীয় দেবমহাশয় ক্ষত্রাচারগ্রহণে বর্ম্মা উপাধি সংযোগে নিজের নাম লিখিয়া সাইনবোর্ড পবিত্র করিয়াছিলেন; সুখের বিষয় তাহাতেই সর্ব্বপ্রথম 'দেব-বর্ম্মা' শব্দের জন্ম! আরো সুখের বিষয় তাহা আজ সমস্ত কায়স্থের জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে—কায়স্থজাতির অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে! ইহা কি দেব মহাশয়ের বংশের কম গৌরবের কথা—অদৃষ্টে গৌরব থাকিলে, তাহা বিধিবিষ্ণুও খণ্ডাইতে পারেন না। তা কায়স্থজাতি দেব মহাশয়ের বংশ ধন্য হইবার অন্তরায় কিছুতেই হইতে পারিবেন না। তাহার বংশ ধন্য হউক, অগ্রজ মান্য হউক, ইহাতে আমরা বিন্দুমাত্র অসুখী নহে। কিন্তু শোনা হইতেছে এই,—দেববর্ম্মা শব্দটা বাস্তবিকই লেখকের লিখিতমতে জন্মলাভ করিয়াই কি উপবীতী কায়স্থগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে অথবা শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়াই 'দেববর্ম্মা' শব্দ উপবীতী মাত্রেই ব্যবহার করিতেছেন? যদি প্রথমোক্তরূপে উৎপন্ন দেব-বর্ম্মাশব্দ কায়স্থগণ উপাধি স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা কায়স্থজাতির অলঙ্কার হওয়া দূরের কথা,—কলঙ্কের কথা নিশ্চয়ই। কেন না উহাতে বোধহীনতা মাত্র প্রকাশ পায়—কায়স্থজাতি কি এতই নির্ব্বোধ? শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া যদি কায়স্থেরা দেববর্ম্মা শব্দ নামান্তে ব্যবহার করেন; তবে লেখকের ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয় এবং তাহার সহায়তার জন্য প্রতিভাও নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। আমরা জানিতে চাই, আপনারা নামান্তে দেববর্ম্মা শব্দ কেন ব্যবহার করেন? ফাঁসিতলার বাজারের সাইনবোর্ডের কৃপায় যে উহা আপ-

যে ক্ষত্রিয় বলিয়া তদ্বংশীয় বঙ্গীয় কায়স্থগণও দেবক্ষত্রিয় অর্থাৎ দেববর্ম্মা উপাধিবিশিষ্ট হইয়াছেন ইহাও সকল কায়স্থগণ অবগত আছেন। জাতিস্মর, অশেষ বিদ্যায় সুপণ্ডিত কাকমহাশয় এই সামান্য কায়স্থ ঔপাধিক ইতিহাস ভুলিলেন কেন জানি না। বঙ্গীয় কায়স্থগণের "দেববর্ম্মা" উপাধিটী বেদ (শতপথ ব্রাহ্মণ) ও পুরাণ (গরুড়) অনুমোদিত। এতৎ সম্বন্ধে মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্বের (২য় সংস্করণ) ১৭ ও ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এইজন্যই শ্রদ্ধাস্পদ, বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী প্রমুখ আনুষ্ঠানিক কায়স্থসভার সভ্যগণ স্ব স্ব নামাগ্রে "দেবশ্রী" ও নামান্তে "বর্ম্মা" উপাধিদ্বয় ব্যবহার করিতেছেন। প্রবন্ধের ভ্রমাত্মক অংশ বাদ দিয়া যদি মুদ্রিত করিতে হয়, তবে অনেক প্রবন্ধই এককালে পরিত্যক্ত হয়। বিশেষ সামান্য ভুলভ্রান্তি সংশোধন ভিন্ন মূল, প্রবন্ধের পরিবর্ত্তন ক্ষমতা প্রবন্ধলেখকগণ সম্পাদক মহাশয়কে দেন নাই। সেইজন্যই প্রতিভার প্রথম পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে "প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী" দেববর্ম্মা প্রবন্ধ লেখকের কায়স্থসাহিত্যে বিশেষ জ্ঞান আছে আমাদের বোধ হয় না। দেববর্ম্মা উপাধি সৃষ্টি সম্বন্ধে যে ভ্রম তাঁহার হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে আমরা বিশেষ অনুধাবন করিতে পারি নাই, এই ভ্রম প্রদর্শন জন্য কাকমহাশয়কে আমরা হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি, আশা করি তিনি দয়া করিয়া আমাদের ভ্রমপ্রমাদগুলি সময়ে সময়ে দেখাইয়া দিয়া আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভার মহদুপকার সংসাধন করিবেন ইতি।

সম্পাদকস্য।

নাদের ব্যবহার্য্য হইয়াছে; ইহা নিতান্ত অশ্রেদ্ধেয় কথা বলিয়াই মনে হয়। আমাদের ভরসা আছে, আপনি বা আপনার পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ অচিরেই দেববর্ম্মা শব্দ ব্যবহারের যৌক্তিকতামূলক শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিসহ এক প্রবন্ধ লিখিয়া সমস্ত কায়স্থের সংশয় নিরশন করিবেন। যদি প্রমাণাদি প্রদানে আপনারা সক্ষম না হন; তবে কখনও আর 'দেববর্ম্মা' উপাধি নামান্তে সংযোগ করিবেন না। বর্ম্মা শব্দই ব্যবহার করিবেন। অনর্থক যা, তা ব্যবহার করিয়া তরলতার মাত্রা বাড়ান, কায়স্থ-জাতির কর্ত্তব্য নহে। আপনার লেখক মহাশয়, গৌরবলাভের একান্ত বাসনার অনুবর্ত্তী হইয়া আর একটী সত্যকাহিনী প্রকটন করিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিয়াছেন! তিনি লিখিয়াছেন—তাহার অগ্রজ মহাশয়ই জাতীয় যজ্ঞের আগু পবিত্রসূত্র গ্রহণ করিয়াছেন! ইহা তাহার ইতিহাস না জানার ফল নহে কি? কায়স্থের জাতীয় আন্দোলনের মূল প্রসিদ্ধ রাজা রাজনারায়ণের সময় রাজা স্বয়ং ও অন্যান্য অনেকেই উপবীতী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত—লেখক কি তাহা জানেন? বামাপদবাবু যে লেখকের অগ্রজের অনেক পূর্ব্বে উপনয়নগ্রহণ করিয়াছেন; তাহা কি তাহার স্মৃতিপথে আসে নাই? গৌরবলাভে কাহার না বাসনা আছে? তা বলিয়া লজ্জার মাথা চর্ব্বণ করিয়া লোক-চক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া গৌরব-ভিক্ষার্থী হওয়া কি মনুষ্যত্বের অপচয় করা নয়? কাজ করিয়া যাও—নাম আপনিই হইবে; নিজের জয়ঢাক নিজের বাজাইতে হইবে কেন? মহাশয় মাপ করিবেন। এরূপ সামান্য বিষয় লইয়া প্রতিভার মূল্যবান্ পত্র নষ্ট করা আমার ইচ্ছা ছিল না—কি করি, আমি দশের দাস—আদেশ পালন না করিলে নয়; তাই আপনাকে বিরক্ত করিতে হইল। আমি আজ চলিলাম। ভবিষ্যতে প্রত্যেক প্রবন্ধ স্বয়ং দেখিয়া প্রকাশ করিবেন—আমার কর্কশরব প্রকাশের প্রয়োজন হইবে না। ইতি

শ্রীকাক।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার নবম বার্ষিক অধিবেশন।

উক্ত অধিবেশনের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বিবরণী মুদ্রিত করিয়া সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় কায়স্থসমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদিগের ধন্যবাদার্হ। আমরা আশা করি প্রত্যেক কায়স্থ ইহা পাঠ করিবেন, ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট ভবনে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য, কোন মূল্য অবধারণ করা হয় নাই, ইহা কি বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। গত ৩০শে চৈত্র ১৩১৭ বৃহস্পতিবার ও ১লা বৈশাখ ১৩১৮ শুক্রবার, কলিকাতার ২৪৩।১নং অপার সার্কুলার রোডস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় অনেক

প্রধান প্রধান সভ্য উপস্থিত হন নাই। কায়স্থ-সমাজের নানাবিধ দুর্গতি ও অভাব মোচন জন্য সম্বৎসরে ২টী দিন মাত্র সময় কি তাঁহারা তাঁহাদিগের ব্যস্ত-জীবনের মধ্যে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। সম্মিলিত চেষ্টা ব্যতীত কতকগুলি গুরুতর প্রস্তাবের রহস্যোদ্ধার সম্ভবে না। এই সাম্বাৎসরিক মহামিলনে, পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ, আত্মবিনিময়, প্রেম সম্ভাষণ, তর্কবিতর্ক, সহানুভূতি সম্পাদিত হইয়া সমাজ মধ্যে একটী অপূর্ব্ব প্রেমবন্ধনের রেখাপাত হয়, আশা করি এ প্রকার সুসময়, সুযোগ কায়স্থমাত্রেই ত্যাগ করিবেন না।

২। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন এ বৎসরের সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রথমে উক্ত সম্পাদক মহাশয় গতবর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। সভ্যসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু আর্থিক অবস্থা তত ভাল নহে। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের ভাণ্ডারে কেবলমাত্র ৭০০৲ টাকা জমা আছে। যে সকল মহারথী বহরমপুরের সভায় মোটা মোটা দানস্বীকার করিয়া তাৎকালিক সমবেত সভ্যের ঘন ঘন করতালী নিঃসৃত মধুর ধ্বনি সম্ভোগ করিয়াছিলেন, সেই সকল অর্থ আজি কোথায়? বদান্যবর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের পঞ্চসহস্র টাকা কি এখনও সম্পাদক মহাশয়ের করতলগত হয় নাই। আমরা কয়েকজন সামান্য সামান্য অর্থ তৎকালে স্বীকার করি, কিন্তু বর্ষদ্বয় অতীত হইয়া গেল কেহই আমাদিগের নিকট উক্ত টাকা চাহিলেন না, জিজ্ঞাসা করি সম্পাদক মহাশয় কি এই প্রকারে তাঁহার দায়িত্ব রক্ষা করিতেছেন। পাইকপাড়ার কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ বাহাদুর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতিশ্রুত দশসহস্র মুদ্রা প্রকারান্তরে প্রত্যাহার করিয়া কায়স্থসমাজের কতদূর ক্ষতি করিতেছেন তাহা আমরা বর্ণনা করিতে অক্ষম। এই টাকা আমাদিগের হস্তগত হইলে এতদিনে কায়স্থসভার একটী মন্দির সংস্থাপিত হইত। তিনি কায়স্থ-রাজা তাঁহার পক্ষে এইরূপ কার্য্য কি শোভা পায়? সম্পাদক মহাশয় এই টাকা আদায়ের কি উপায় করিয়াছেন। কায়স্থসভা আজ নবমবর্ষে পদার্পণ করিল, কিন্তু অদ্যাপি তাহার একটী পৃথক্ কার্য্যালয় সংস্থাপিত হইল না। সম্পাদক মহাশয় একটী পুস্তকাগার গঠিত করিতে অভিলাষী, কিন্তু আধার ভিন্ন কি আধেয় রক্ষিত হয়, পরগৃহে কি পুস্তকাগার হইতে পারে? আমরা বিবেচনা করি, কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় হইলেও একটী স্বতন্ত্র কার্য্যগৃহ সংস্থাপিত করা আবশ্যক, তখন পুস্তকাগার হইলে কায়স্থগণ তথায় সম্মিলিত হইয়া অধ্যয়ন-সুখানুভব করিতে পারিবেন। সাধারণ পুস্তকাগার না হইলে কেহই পুস্তকাদি দান করিবেন না। সভার প্রধান উদ্দেশ্য উপনয়ন আশানুরূপ কার্য্যে পরিণত হয় নাই, যাহা কিছু হইয়াছে তাহাও অনেকটা অপরের সাহায্যে। কায়স্থসমাজ উপনয়ন বিস্তারের প্রধান দুইটী উপায়, প্রথম প্রচার, দ্বিতীয় উপনয়ণ কেন্দ্র, যে স্থানে স্বল্প ব্যয়ে দরিদ্র কায়স্থ সন্তান উপনীত হইতে পারেন। কায়স্থসভার পক্ষ হইতে প্রচারকার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়

নাই। চন্দ্রদ্বীপ ও টাকীসমাজ হইতে শূদ্রত্ব কালিমা অপসারিত করিতে কোনও বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। কায়স্থসভার কর্তৃপক্ষগণ বঙ্গজসমাজকে উপেক্ষা করিয়া অবিবেচনার কার্য্য করিতেছেন। কারণ বঙ্গজসমাজ, বঙ্গীয়কায়স্থসমাজের একটী প্রধান অঙ্গ। কলিকাতায় একটী উপনয়নকেন্দ্রের নিতান্ত অভাব। যে ২টী কেন্দ্র আছে তাহাও বর্ত্তমান সময়ে শ্রেষ্ঠ-প্রণালীবদ্ধ নহে। আমরা আশা করি কায়স্থসভা তাঁহাদিগের পক্ষ হইতে একটী পৃথক উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত করিবেন। কায়স্থসভার জন্য একটী স্বতন্ত্র কার্য্যালয় হইলে, তথায় কেন্দ্র হইতে পারে। কায়স্থসভার বর্ত্তমান সভাপতি ও কর্তৃপক্ষগণ কি মনে করেন যে, উপনয়ন বিস্তার না করিয়াই তাঁহারা কায়স্থসমাজে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলিত করিবেন ও পণপ্রথার উচ্ছেদনে কৃতকার্য্য হইবেন; যদি ইহাই তাঁহাদিগের বিশ্বাস হয়, তবে তাঁহারা মহাভ্রমে নিপতিত। ক্ষত্রিয়াচারী সমাজ ভিন্ন শূদ্রাচারী সমাজে কোনও প্রকার সংস্কার সম্ভবে না। সম্পাদকমহাশয় শূদ্রমনে স্বীকার করিয়াছেন যে, বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ সম্বন্ধে তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই, ও আন্তর্গণিক বিবাহ, ত্রয়োদশলক্ষ বঙ্গীয়কায়স্থসমাজেগত . বর্ষে তিনটী মাত্র হইয়াছে।

তদনন্তর সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ। তিনি প্রথমেই সূচনা করিলেন যে, যাঁহাদিগের যত্নে কায়স্থসভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, আজ তাঁহারা অনেকেই নিশ্চেষ্ট ও অনুরাগ শূন্য। আমরা জিজ্ঞাসা করি; কেন এমন হইল? আমাদের মধ্যে কোনও মতভেদ (schism) হয় নাই, আমরা সকলেই ঐকমত হইয়া কার্য্য করিতেছি। তবে কি কায়স্থগণ বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষগণের কার্য্যপ্রণালী সকলে অনুমোদন করেন না। ইহাদিগের মধ্যে অনৈক্য কি প্রবলবেগে সন্দীপিত হইয়াছে? আমরা কায়স্থসভার বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করি তাহারা আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে না পারিলে সামাজিক উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন না। দেশ, কাল ও সমাজ, ত্যাগী মহাপুরুষকে চায়? স্বার্থপর অহংকারীকে ঘৃণা করে। তৃণ হইতেও আপনাকে লঘুজ্ঞান করিয়া, অমানী ব্যক্তিকেও সম্মানিত করিয়া সকল কায়স্থকে আত্মীয়জ্ঞানে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া কার্য্য করিলে অতীব দুষ্কর কার্য্যেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। ইহাই আমাদিগের জীবনের অভিজ্ঞতা। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণটি ক্ষুদ্র হইলেও, যাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা ও বিদ্যাবলে বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজ এইক্ষণে ক্ষত্রিয়ের আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন, তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে। নিম্নলিখিত উপদেশ স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করা উচিত। পঞ্চবিংশতি সহস্র কায়স্থসন্তানের উপনয়ন উল্লেখ করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় গুরুগম্ভীরস্বরে বলিতেছেন—"কিন্তু বিরাট কায়স্থসমাজের তুলনায় এখনও শতকরা ৫ জন ব্যক্তিও সংস্কার গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং এই সুবিশাল সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে সমবেত চেষ্টা ও বিপুল আয়োজন আবশ্যক। সংস্কৃতই হউন আর অসংস্কৃতই হউন, মনোমালিন্য ও মতদ্বৈধ পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর দ্বেষহিংসা ভুলিয়া, স্বজাতির স্বসমাজের ও স্ব স্ব পিতৃপুরুষের মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য সদাচার অবলম্বন

করিতে হইবে। সদাচার কি? মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ সকলেই শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত ধর্ম্মানুবর্ত্তনকেই সদাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা সকলেই চিত্রগুপ্তবংশধর কায়স্থসন্তান আমাদের পক্ষে শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত সদাচার কি? এসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"ক্ষত্রিয়াণাং হি সংস্কারোহধ্যয়নং যজ্ঞকর্ম্ম যৎ।
তৎ করিষ্যতি পুত্রস্তে প্রজাপালন-কর্ম্মণি॥
নিয়তশ্চিত্রগুপ্তস্য স্বধর্ম্মোহস্য ভবিষ্যতি।

সাহ্যাদ্রিখণ্ড ৬৬।৬৮

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগের যেরূপ সংস্কার, যেরূপ বেদাধ্যয়ন, যেরূপ যজ্ঞকর্ম্ম ও প্রজাপালনকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে কায়স্থ তাহাই করিবে, ইহাই চিত্রগুপ্তের স্বধর্ম্ম। সুতরাং ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার গ্রহণ আমাদের স্বধর্ম্ম, সুতরাং প্রাণপনে আমরা স্বধর্ম্মাহরণে প্রবৃত্ত হইব। কখনই কর্ত্তব্যপালনে বিচলিত হইব না।" পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী কায়স্থকে আমি বলিব সম্মানিত রাজকুমার কি ঘৃণিত ভৃত্যের ন্যায় সমাজে বাস করিতে চায়? যে চায় সে কৃপার পাত্র। পণপ্রথার উচ্ছেদন ও শ্রেণীচতুষ্টয়ের মিলনে আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই বলিয়া সভাপতি মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ও ইহার প্রকৃত কারণ কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহার উত্তরে বলিতেছেন "আমাদের সমবেতশক্তির অভাব।" আমাদিগের মতে সমবেতশক্তির পূর্ব্বে মিলন আবশ্যক। ফলতঃ শ্রেণীচতুষ্টয়ের মিলন ও সমবেতশক্তি একই কথা। মিলনের অন্তরায় কি? শূদ্রত্ব ও তাহার পরিপার্শ্বিক হিংসাদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা। যজ্ঞসূত্র দ্বারা সমাজে একটী সমীকরণ হইবে, তখন মিলন সম্ভবপর হইয়া আন্তর্গণিক বিবাহ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে। বিবাহক্ষেত্র সম্প্রাসিত হইলে বরপণব্যাধি শনৈঃ ২ তিরোহিত হইতে পারে। ইহাই আমাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা। আমরা কোন্ মহামহিমান্বিত জাতি ও আমাদের কি কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

উঠ, জাগ, সুপ্তসিংহ ঘুমায়ো না আর,
অতি উর্দ্ধে অতি উচ্চে তব সিংহাসন।
তোমার চরণতলে অর্ঘ্য-উপহার
যুগে যুগে দেখ কত অর্পিছে ব্রাহ্মণ॥
লহ সে গায়ত্রীমন্ত্র লহ উপবীত,
পবিত্র ক্ষত্রিয়বেশ করহ ধারণ।
ক্ষত্রিয় আচার নিষ্ঠা ক্ষত্রিয় উচিত,
পাল সে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম করি প্রাণপণ॥
জাতি আছে, ধর্ম্ম আছে, আছে জন্মভূমি,
ক্ষত্রিয় কর্ত্তব্য আছে বহু চারিপাশ।
অস্থি দিয়ে, রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়া তুমি,
পূর ক্ষত্রোচিত সেই আশা অভিলাষ॥

কায়স্থ! তুমি কোন্ নরকে আছ, তোমার কোন্ স্বর্গে যাইতে হইবে। বদ্ধপরিকর হইয়া তোমার গন্তব্য পথের পথিক হও।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণান্তে প্রথম প্রস্তাব ভারতসম্রাটের ভারতবর্ষে শুভাগমনে সভায় আনন্দ প্রকাশ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। বঙ্গীয়কায়স্থগণ চিরদিন রাজভক্ত, তাঁহারা সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর জয়ঘোষণা করিতেছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব উপনয়নগ্রহণ সম্বন্ধে প্রস্তাবক মহাশয় শূদ্রাচারী কায়স্থমহোদয়গণ সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আজ দশবর্ষকাল

ইতস্ততঃ করিয়াও আপনাদের ভ্রান্তি বিদূরিত হইল না। আপনারা কায়স্থ, কিন্তু কোন্ বর্ণান্তর্গত? মনু বলিয়াছেন,—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণ দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥

অর্থাৎ চারিটী বর্ণমধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতি ও চতুর্থ একজাতি শূদ্র, পঞ্চম বর্ণ নাই। আপনারা কথনই শূদ্র হইতে পারেন না। কারণ শূদ্র পাদজ আপনারা ব্রহ্মার কায়া (বাহু) হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। [এই সময় একজন কায়স্থযুবক সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমরা কায়স্থ, কায়স্থই] প্রস্তাবক মহাশয় বলিতেছেন—কায়স্থ জাতিবাচক শব্দ, বর্ণবাচক নহে। আপনারা হয় ব্রাহ্মণ, না হয় ক্ষত্রিয়, না হয় বৈশ্য। আমরা যথন ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য নহি, তথন নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয় তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ কবিরাজ ভাবসাগর দেববর্ম্মা মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রাধিকা-প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, শেষোক্ত মহাত্মা একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। সেই দিন বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য আর কোন কার্য্য হয় নাই।

[ক্রমশঃ]

সম্পাদকস্য।

সমালোচনা।

নদীয়া জেলান্তর্গত মিরপুর চিথলীয়া হইতে শ্রীযুক্ত ভবানীনাথ রায় মহাশয় তৎপ্রণীত "হিন্দুবিজ্ঞানসূত্র" নামধেয় ৩ খণ্ড পুস্তক আমাদিগের নিকট সমালোচনা জন্য পাঠাইয়াছেন। পুস্তক খণ্ডাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণে উপনীত হইয়াছিল। গ্রন্থকার নিরঙ্কুশভাবে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, জন্ম, মৃত্যু, সকাম, নিষ্কাম, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, ইতিহাস, কল্পনা, জল্পনা, রাজভক্তি, সমাজভক্তি, নিজের ও পরের পারিবারিক বিষয়, ষটচক্র প্রণায়াম ইত্যাদি নানা-বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় যেন অসংযুক্ত, অসংলগ্ন ও সময়ে সময়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার বিদ্বান্ কবি ও নানাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল, ওজস্বিনী ও সময়ে সময়ে উত্তেজনাময়ী। দুঃখের বিষয় প্রণালীবদ্ধভাবে লিখিত না হওয়াতে অধ্যয়নের কোন স্থায়ী ফলের আশা করা যায় না। বঙ্গের বিখ্যাত কবিদিগের প্রণীত গান ও কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুস্তকগুলি পাঠে আমরা সময়ে সময়ে নিরতিশয় আনন্দানুভব করিয়াছি। ইংরেজী অক্ষরে গ্রন্থকার আপনাকে বি, এন, রায় অর্থাৎ বিশ্বনিন্দুক রায় নামে অভিহিত

করিয়াছেন। ফলতঃ তিনি জ্ঞান ও ভক্তির চক্ষে বিশ্বকে অবলোকন করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে অনেক মূল্যবান্ উপদেশ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা পাঠে মানবজীবনের সার্থকতা লাভ করা যায়। তিনি দৈহিকভাব পরিত্যাগ করিয়া আত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন তাহা সকলেরই আলোচনাযোগ্য। পুস্তকগুলির ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর। আমরা সকলকেই এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

২। মাহিষ্য-সমাজ।—এই মাসিক পত্রিকাখানির বর্ত্তমানবর্ষের বৈশাখ, জৈষ্ঠ ও আষাঢ় ৩ সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহা মাহিষ্য [কৈবর্ত্ত]-জাতির মুখপত্র। সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবানন্দ ভারতী মহাশয়। "কৈবর্ত্ত মাহিষ্যোহর্য্যা ক্ষত্রিয়য়োঃ" ইত্যমরঃ। কৈবর্ত্তজাতি যে মাহিষ্য ও বৈশ্যবর্ণান্তর্গত তাহার বহুল প্রমাণ আমাদের শাস্ত্রে আছে, এই জাতি উপনয়নার্হ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা এই পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। বৈশাখ সংখ্যার মাহিষ্যজাতি, শিক্ষার প্রয়োজনীতা, জৈষ্ঠ সংখ্যায় ভারতীমহাশয়ের বাল্যরচনা "শ্রীকৃষ্ণ" মাহিষ্যজাতির কর্ত্তব্য ও উন্নতির উপায়, আষাঢ়ে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি উপদেশপূর্ণ ও সুখপাঠ্য। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য প্রবন্ধের ন্যায় পত্নীহীন পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে ভারতীমহাশয় একটী প্রবন্ধ লিখিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইত। বিধবাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য পুরুষগণ একপত্নীক ও পত্নী অভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা উচিত নহে কি? আমরা স্বীকার করি, এই বিষয়টী অতি গুরুতর, সেই জন্যই পূর্য্যালোচনা আবশ্যক। এই পত্রিগখানি ২৭নং পুলিশ হাঁসপাতাল রোড, ইটালী কলিকাতা হইতে মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তকরণে মাহিষ্যসমাজের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

হিন্দুসখা।—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদস্মৃতি কাব্যতীর্থ মহাশয় সম্পাদিত। হুগলী, কৈকালা হইতে প্রকাশিত, মাসিক পত্রিকা, বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। আমরা ১৩১৮ সনের বৈশাখ, জৈষ্ঠ ও আষাঢ় তিন সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সহিত বিনিময় হইতেছে। মহাকবি কালিদাস প্রণীত কুমারসম্ভবকাব্যের শ্লোকগুলি অন্বয় ও টীকা সহিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইতেছে। জাপানের অতীত ও বর্ত্তমান প্রবন্ধটীও মন্দ নহে। আমরা হিন্দুসখার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সম্পাদকস্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। যশোহর, খড়কী হইতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ রায় দেবশর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—

[ক] জেলা যশোহরের অন্তর্গত রামনগর গ্রামে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মজুমদার মহাশয়ের কন্যার বিবাহোপলক্ষে তত্রত্য জমীদার উত্তর-

রাঢ়ীয় বংশীয় শ্রীযুক্ত গোপালহরি ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে বিগত ২৮শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। আশা ছিল যশোহর উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজপতি শ্রীযুক্ত কুমার সতীশকণ্ঠ ও কুমার ক্ষীরোদকণ্ঠ রায় বাহাদুর দ্বয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা উপস্থিত না হওয়াতে কলিকাতার স্বনামধন্য আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভার আচার্য্য পূজ্যপাদ পণ্ডিত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি এবং উক্ত জেলান্তর্গত গাদগাছীনিবাসী কায়স্থবর্ণাশ্রমশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত লালগোপাল দত্ত মজুমদার দেববর্ম্মা কবিরঞ্জন মহাশয় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা বঙ্গীয়-কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও উপনয়নার্হত্ব প্রমাণ করিলে, সমবেত কায়স্থমহোদয়গণ উপনয়নের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করেন কিন্তু উক্ত সভাপতিদ্বয়ের অপেক্ষা করিয়া আপাততঃ যজ্ঞোপবীত ধারণে নিরস্ত রহিলেন।

[খ] উক্ত ঘোষ চৌধুরী জমীদার ও কবিরাজ মহাশয়ের অদম্য উৎসাহে বিগত ২৯শে আষাঢ় শুক্রবার উক্ত কায়স্থাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত ৬জন উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ যজ্ঞোপবীত ও ব্রহ্মগায়ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা
,, পঞ্চানন ঘোষ ঐ
শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী ঘোষ দেববর্ম্মা
,, তারাপদ সিংহ ঐ
,, ক্ষীরোদামোহন সিংহ রায় ঐ
,, যতীন্দ্রনাথ সিংহ রায় ঐ

উপরোক্ত [ক] সংবাদ পাঠে আমরা নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলাম। স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কায়স্থ-সন্তান যদি পরমুখাপেক্ষী হন, তবে কায়স্থ-সমাজের উন্নতি সুদূরপরাহত। উক্ত সমাজ-পতিদ্বয় শূদ্রসমাজের সমাজপতি ছিলেন, ক্ষত্রিয় সমাজের সমাজপতি তাঁহারা কখনই হইতে পারেন না, কারণ তাঁহারা যে উচ্চবংশ হইতে সম্ভূত হউন না কেন, তাঁহারা জঘন্য শূদ্রত্বে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। যখন নূতন ক্ষত্রিয়সমাজের সমাজপতিত্ব গ্রহণশক্তি তাঁহাদিগের বাহুতে নাই তখন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া স্বধর্ম্ম কেন গ্রহণ করিবেন না? সমাজের মঙ্গলার্থে আমরা কঠিন ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু আমরা আশা করি উক্ত সমাজপতিদ্বয় সত্বর ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের সমাজ-পতিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

[২] ফরিদপুর নগরনিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন যে, ফরিদপুর সান্নিধ্য গোয়ালচামট গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার পুত্রের জন্মাশৌচ দ্বাদশদিনে পালন করিয়া ক্ষত্রিয়াচার রক্ষা করিয়াছেন।

সম্পাদকস্য।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার অধিকাংশ গ্রাহকমহোদয়গণের নিকট ১৩১৭। ১৮ বর্ষদ্বয়ের মূল্য বাকী পড়িয়াছে। আমাদের বিজ্ঞাপন নাই, কেবলমাত্র গ্রাহকগণের চাঁদার উপর প্রতিভার জীবনী নির্ভর করিতেছে। আমরা গ্রাহকমহাশয়দিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহাদিগের দেয় টাকা আগামী ভাদ্র মাসের মধ্যে পাঠাইয়া দিলে আমাদিগের দেনা পূজার সময় শোধ করিতে পারি। যে মূল্য বাকী থাকিবে তাহার জন্য আগামী কার্ত্তিক মাসের প্রতিভা আমাদিগকে ভিঃ পিঃ করিতে হইবেক। এই ভিঃ পিঃ কার্ত্তিক মাসের শেষে, অর্থাৎ ১০।১২ই নবেম্বর তাঁহাদিগের হস্তগত হইবে। আশা করি কেহই ফেরত দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

প্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তি-স্বীকার।

৪৩।	শ্রীযুক্ত	অক্ষয়কুমার দাষ, বরিশাল ...	১৩১৭	...	১৷৷০
৪৬।	,,	অবিনাশচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা ...	ঐ	...	১৷৷০
৪৭।	,,	অরুণচন্দ্র রায় চৌধুরী, দিকরা, আসাম	ঐ	...	১৷৷০
৪৮।	,,	ডাক্তার অমরচাঁদ মিত্র, হলদিয়া, ঢাকা	ঐ	...	১৷৷০
৪৯।	,,	আশুতোষ সরকার, দীঘা, পাবনা ...	ঐ	...	১৷৷০
৫০।	,,	অবিনাশচন্দ্র দত্ত, ফলসী, ফরিদপুর...	ঐ	...	১৷৷০
৫২।	,,	অন্নদাচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা, গোয়ালপাড়া, আসাম	ঐ	...	১৷৷০
৫৩।	,,	ডাক্তার অবনীমোহন দত্ত, হিলিকা, ডিব্রুগড়	ঐ	...	১৷৷০
৫৬।	,,	অনুকূলচন্দ্র রায়, হাটখোলা, কলিকাতা	ঐ	...	১৷৷০
৫৮।	,,	অবিনাশচন্দ্র বসু, সর্ব্বাধিকারী, ডোমার, রঙ্গপুর	১৩১৭। ১৩১৮		৩৲
৭৭।	,,	ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ভাগলপুর ...	১৩১৭	...	১৷৷০
৭৮।	,,	ঈশ্বরচন্দ্র বসু সিন্দুরিয়া, ভাগলপুর ...	ঐ	...	১৷৷০
৭৯।	,,	ঈশানচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা ...	ঐ	...	১৷৷০
৮০।	,,	ঈশানচন্দ্র চন্দ্র, পাঁচড়িয়া, ঢাকা ...	ঐ	...	১৷৷০
৮১।	,,	ইন্দ্রনারায়ণ দেব সরকার চৌধুরী, রঙ্গপুর	ঐ	...	১৷৷০
৮৩।	,,	ঈশানচন্দ্র নাগ, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার...	ঐ	...	১৷৷০
৮৮।	,,	ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ রায়, কুতুবপুর, রংপুর	ঐ	...	১৷৷০
৮৯।	,,	উপেন্দ্রচন্দ্র দেব, শিবচর, ফরিদপুর ...	ঐ	...	১৷৷০
৯০।	,,	উমাচরণ সিংহ, ফেনী নোয়াখালী ...	ঐ	...	১৷৷০
৯১।	,,	উমানাথ মহলানবিস দেববর্ম্মা, দত্তপাড়া, ফরিদপুর	ঐ	...	১৷৷০

Reg. No. D. 69.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচন।

[চতুর্থ বর্ষ—৫ম সংখ্যা।]

১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	শিক্ষাষ্টকং (পদ্য) শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী)	১৯৭
২।	কবিতাগুচ্ছ—(১) প্রেমের বন্ধন (শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি-এ) ...	২০১
	(২) ক্ষত্রিয়-নিশান (শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা) ...	২০১
	(৩) ভীষ্ম (শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন)	২০৩
	(৪) শুকতারা (শ্রীনৃসিংহগোপাল সিংহ চৌধুরী ...	২০৩
৩।	আর্য্যজাতির বঙ্গে আগমন (শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সরকার)	২০৪
৪।	বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ (শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা)	২০৭
৫।	জন্মাষ্টমী (সম্পাদক)	২১৩
৬।	ধার্ম্মিক চন্দ্রকুমার নাগ (শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা)	২১৬
৭।	মায়ের আগমন (সত্যব্রত গীতাধ্যায়ী)	২১৯
৮।	আগমনী (শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার)	২২৩
৯।	তীর্থদর্শন (সম্পাদক)	২২৫
১০।	সমাজসংস্কার (শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী)	২৩০
১১।	বিবিধপ্রসঙ্গ (সম্পাদক)	২৪০

[প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৵০ আনা মাত্র।] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।]

ফরিদপুর

হিতৈষী প্রেসে

শ্রীজানকীনাথ দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৮।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

ভাদ্র মাস, ১৩১৮।

শিক্ষাষ্টকং।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরচিত শিক্ষাষ্টক যাহা শ্রীচরিতামৃতে পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় সাধারণতঃ বাহ্যার্থে অর্থ করিয়াছেন, তাহারই অন্তরঙ্গপক্ষে যথামতি অর্থ করিয়া ভক্ত পাঠক মহোদয়গণের চিত্তবিনোদনার্থ উপহার প্রদান করিলাম।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥১॥

চিত্তরূপ দর্পণ কেন? জীবাত্মা কৃষ্ণ প্রতিবিম্ব-গ্রাহী। মার্জ্জনং মলাপকরণং। চিত্তে কামাদি প্রভৃতি মালিন্য থাকিলে কৃষ্ণ প্রতিবিম্বগ্রহণে সক্ষম হয় না। সুতরাং সেই সকল মালিন্যের মার্জ্জন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন। এখানে কামাদি মালিন্য বাহ্যমল। আভ্যন্তরিক মল যথা ভগবৎ কথায় অপ্রীতি। তাহার নাশ হইয়া স্বাভাবিকী কৃষ্ণপ্রীতি হইলেই মার্জ্জন শব্দের অর্থের সমাপ্তি হইল। দর্পণের মার্জ্জনা হইলে শ্রীকৃষ্ণে রাধারাণীর স্বাভাবিকী রুচির ন্যায় রুচির উদয় হইবে। রাধারাণীর রুচি বলিলে মহাভাবোদয়ে শ্রীকৃষ্ণে যে প্রকার রতি হয় সেইপ্রকার রতি উদয় হইবে।

মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিখণ্ডে ৪ পরিচ্ছেদে।

মহাভাবা স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী॥

উজ্জ্বল নীলমণৌ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী প্রকরণে ২ অঙ্কে।

তাহা হইলে গোপীভাব প্রাপ্তি নিমিত্ত সাধনান্তরের আবশ্যক রহিল না। অতএব গোপীভাব প্রাপ্তিতে কৃষ্ণবিরহের সম্ভাবনাও নাই। তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

"ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং"

সামান্য যে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় বা জন্ম-মরণাদিরূপ ভবমহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণ হইবে এ অর্থ সঙ্গত নহে। যেহেতু সাম্রাজ্য প্রাপ্তি হইলে ভিক্ষাটনরূপ দুঃখ দুরীভূত হইবে এ কথা

বলা তৎকালীন অসঙ্গতি কারণ সে ভিক্ষাটন-রূপ দুঃখ অনেক পূর্ব্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে সাম্রাজ্য প্রাপ্তি হইলে মনোমত পদ্মিনীরূপ পট্টমহিষীর বিরহদুঃখ যে দূর হইবে এ কথা বলাই তৎকালীন সঙ্গত; কারণ ভব-মহা-দাবাগ্নি ত নাম লইবার পূর্ব্বেই দূরীভূত হয়। ঐ দাবাগ্নি নির্ব্বাণ হইবার পর জড়দেহ ত্যাগ করিয়া হ্লাদিনীর সার চিন্ময়দেহ প্রাপ্ত হইয়া নাম উচ্চারণ করিতে শক্ত হয়—

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নামতুভ্যং
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৭।

দেবহুতি কপিলদেবকে কহিয়াছিলেন—যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান থাকেন তিনি চণ্ডাল হইলেও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহারাই তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই অগ্নিতে হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই সদাচার করিয়াছেন ও তাহারাই বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্থে চণ্ডালদেহে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির ন্যায় জড়দেহেই চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষ্যামি সর্ব্বথা॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণে।

নারায়ণের এই মহাবাক্যে নাম সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্তি হইলেই ভক্তত্ব প্রাপ্তি হয়। ভক্তত্ব প্রাপ্তিই কৃষ্ণাবতারত্ব প্রাপ্তি। কৃষ্ণে অভিন্ন হইবার পরেও অর্থাৎ নাম সংকীর্ত্তন করিলে ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাণ হয় এ কথার অর্থে সাধারণ প্রতীতিরূপ যে জন্মমরণাদি দুঃখ তাহা নহে, তবে কৃষ্ণ অপ্রাপ্তি জন্য যে দুঃখ অথবা কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য চিন্তারূপ যে দুঃখ তাহা এরূপে নষ্ট হইল যে কৃষ্ণই সেই ভক্তের প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইলেন। এক্ষণ সে ভক্তকে আর কৃষ্ণ অন্বেষণ করিতে হইতেছে না।

কৃষ্ণ বিরহরূপ দুঃখ নষ্ট হইবার পর কি মঙ্গল উদয় হইল? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য বলিতেছেন—

"শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং"

এখানে "শ্রেয়" অর্থে সাধারণ লোক ব্যবহারিক মঙ্গল নহে; কারণ সাধারণ ব্যবহারিক অনিত্য সুখদুঃখাদি জড়দেহ নাশের সহিত নষ্ট হইয়াছে। তবে কৃষ্ণের মনোভিমত সেবা করিবার জন্য যে সকল মনোরথরূপ কুশলের আকাঙ্ক্ষা ছিল সেই সকল শ্রেয়ের নিমিত্ত অর্থ করিতে হইবে। যথা গীতগোবিন্দে—

নিভৃত নিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশিরহসি নিলীয় বসন্তং।
চকিত বিলোকিত সকল দিশা রতিরভসেন হসন্তং॥১॥
সখিহে কেশিমথনমুদারং।
রময় ময়াসহ মদনমনোরথ ভাবিতয়া সবিকারং॥

* * * *

১ সর্গে।

হে সখি! উদার চরিত কেশিমথনকে আমার সহিত মিলন করাও। আমি নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে গমন করিলে তিনি রাত্রে নির্জ্জনে আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকিবেন। শ্রীকৃষ্ণ কোথায় আছেন আমি চকিতে সকল দিক দর্শন করিলে, তিনি উচ্ছলিত রস বশতঃ আমার বিকলতা দর্শন করিয়া হাস্য করিতে

থাকিবেন। আমি মনোভব উদ্ভব বশতঃ মনে মনে নানা মনোরথ ভাবনা করিতেছি, শ্রীকৃষ্ণও আমার ভাবনা বশতঃ আমার মনোরথপূর্ণ করিবেন ইত্যাদি।

জয়দেবের এই বাক্যে নাম করিতেই শ্রীকৃষ্ণ উৎকণ্ঠায় আগমনপূর্ব্বক শ্রেয় বিতরণ করেন। এই দান, সাধারণ দানের ন্যায় আন্তরিক ক্লেশপূর্ব্বক দান নহে। ইহা স্বাভাবিক আনন্দের সহিত দান। তিনি যত দান করেন তত সুখের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এখানে "কৈরব" অর্থে কুমুদ নহে। যেহেতু জ্যোৎস্না প্রাপ্তিতে কুমুদের বিকাশ একবারে হইয়া যায়, কিন্তু কামুকের অঙ্গসঙ্গ প্রাপ্ত হইলেই যে কামিনীর বাঞ্ছাপূর্ণ হয় তাহা নহে। অতএব কৈরবার্থে অন্তঃপুরাবদ্ধা কামুকী কামিনী বুঝিতে হইবে। কে দুর্গমে অন্তঃপুরে রৌতি শব্দায়তে যা সা কৈরবা কামিনী। সুতরাং গোপীভাবাপন্ন নাম কীর্ত্তনকারীর সম্মুখে চন্দ্রিকার ন্যায় কৃষ্ণচন্দ্র দর্শন প্রদান করিয়া অভিলষিত বস্তু- সকল প্রদান করিয়া থাকেন। এই প্রদানে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের উত্তরোত্তর আনন্দ হইয়া থাকে।

সেই নাম কিরূপ পুনরায় তাহাই বলিতেছেন—

"বিদ্যাবধূ জীবনং"

এখানে "বিদ্যা" শব্দে চতুর্দ্দশ বিদ্যা নহে। চতুর্দ্দশ বিদ্যা যথা—

অঙ্গানি বেদশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥

অঙ্গানি চ—

শিক্ষাকল্পৌ ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গণঃ।
ছন্দসাং বিচিতিশ্চৈব ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে॥

নৈষধ চরিতে ১ সর্গে ৪ শ্লোকের টীকায় প্রেম-চাঁদ তর্কবাগীশঃ মল্লিনাথশ্চ।

কারণ বিদ্যোদয়ে মুক্তি হইয়া থাকে কিন্তু কৃষ্ণসঙ্গ বশতঃ নামকারীর মুক্তি পূর্ব্বেই হইয়াছে—

কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ৪ পরিচ্ছেদে।

কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া জ্ঞানের নাম বিদ্যা—

প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনু বিদ্যা নাহি আর॥

শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ৮ পরিচ্ছেদে।

এখানে "ভগবান্" শব্দে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নহে। ষড়ৈশ্বর্য্য যথা—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতি স্মৃতম্॥

মহাবামন পুরাণে।

এখানে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুরুষকে "ভগবান্" বুঝাইতেছে। কৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাহার নাম বিদ্যাবধূ। শ্রীনাম সংকীর্ত্তন তাহার জীবন স্বরূপ। এই বিদ্যাবধূ ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণও জীবনধারণ করিতে পারেন না ও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে এই বিদ্যাবধূও জীবনধারণ করিতে পারেন না।

এই নাম কিরূপ পুনরায় তাহা বলিতেছেন—

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং

আনন্দ সমুদায়কে বৃদ্ধি করেন। এখানে "আনন্দ" শব্দে জড় সম্বন্ধীয় প্রিয় বস্তুর সহিত যে আনন্দ সে আনন্দ নহে কারণ চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই জড় বস্তুর সংযোগের আনন্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে; অতএব এখানে

"আনন্দ" শব্দে চিন্ময় দেহে চিন্ময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সংযোগানন্দ বুঝিতে হইবে। এখানে "অম্বুধি" শব্দে সমুদ্র নহে। এখানে আত্যন্তরূপ পরিচ্ছেদাভাবকে বুঝাইতেছে; এজন্য নিরন্তর কৃষ্ণসঙ্গানন্দকে বৃদ্ধি করান। পুনরায় এই নাম কিরূপ তাহা বলিতেছেন—

"পূর্ণামৃতাস্বাদনং"

এখানে "অমৃত" শব্দে ক্ষীর সমুদ্রোত্থিত যে অমৃত তাহা নহে কারণ তাহাও অপূর্ণ যেহেতু পূর্ণক্ষয়কালে তাহার বিনাশ আছে। তবে এখানে অনন্তকালেও যাহার নাশ নাই এরূপ যে অমৃত তাহাকে পূর্ণামৃত বলে। সেই পূর্ণামৃতই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাস্বাদ। নাম সংকীর্তনে সেই প্রেমাস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুনরায় বলিতেছেন—

"সর্ব্বাত্মস্নপনং"

"সর্ব্বাত্ম" শব্দে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যে আত্মা তাহার তৃপ্তিকেই সর্ব্বাত্মস্নপন বলিয়া পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু সে কথাও অসঙ্গত নহে। তাহাও এই শব্দের একপ্রকার অর্থ বটে কিন্তু মুখ্যার্থ নহে। মুখ্যার্থে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই বলা উচিত। যথা—

কৃষ্ণমেনমবেহিত্বমাত্মানমাখিলাত্মনাম্।

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৫৫।

ইঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া জানিবে ইনি সমুদায় জীবের আত্মা।*

স্নপনার্থে তৃপ্তিকে কহে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিকেই সর্ব্বাত্মস্নপন বলে। এই সংকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইলেই স্থাবর-জঙ্গমদেহধারি জীবমাত্রই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকারীকে ঐহিক বা পারমার্থিক কার্য্যের

শ্রীকৃষ্ণ লোকসকলের ভিন্ন ভিন্ন রুচির জন্য বহুপ্রকার নামধারণ করিয়াছেন এবং সেই নামে আপনার স্বরূপের সমুদায় শক্তি অর্পণ করিয়াছেন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রস বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১১ বিলাসে ২৬৯ অঙ্কে।

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ১৭ পরিচ্ছেদে।

এই সকল শক্তি থাকাতেই নামকীর্ত্তনকারীকে জ্ঞানযোগাদি কিছুই করিতে হইবে না কারণ সর্ব্বশক্তির অন্তর্গত যোগশক্তি, জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। এই নামের এরূপ শক্তি যে, "হরেকৃষ্ণ" এইরূপ নাম অনন্তকাল বলিলেও মনুষ্যের বিরক্তি জন্মে না প্রত্যুত নামে লালসা ও আনন্দবৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু এইরূপ অন্য কোন চারি অক্ষরের শব্দ কয়েকবার বলিলেই বিরক্তি জন্মে। সুতরাং বলিয়াছেন "অভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ" অর্থাৎ যে নাম সেই কৃষ্ণ। এই নামের আরও শক্তি যে এ নাম উচ্চারণকালে শুদ্ধ বা অশুদ্ধের অপেক্ষা রাখেন না যথা—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণ অথগতং শ্রোত্র মূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত রহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহ দ্রবিণ জনতা লোভ পাষণ্ড মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে।

(ক্রমশঃ)

* এরূপ নামেও রুচি হইল না তজ্জন্য বিষাদ ও দৈন্য প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন, নাম পাইবার অধিকারশূন্যতা জন্য দৈন্য—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥২॥

অন্য অন্য কোন দেবতা বা মনুষ্যাদির উপাসনা করিতে হইবে না—

যস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টঃ প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

এ কথাও কর্ম্মী স্মার্ত্তাচার্য্যগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তবে এক্ষণ সর্ব্ববাদীসম্মত শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সকল সাধ্যের সার ইহা সিদ্ধান্ত হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কবিতাগুচ্ছ।

প্রেমের বন্ধন ॥১॥

(ইংরেজী কবি শেলীর Love's Philosophy কবিতার অনুকরণে।)

নির্ঝরিণী মিশে যায় তটিনীর সনে,
তটিনী মিশিছে সিন্ধুনীরে;
নন্দনের পরিমল বহে ফুলবনে,
স্নিগ্ধ ধীর মলয় সমীরে।১
অভ্রভেদী শৈলরাজি স্বরগে ধেয়ায়,
লহরে লহরে আলিঙ্গন;
এক বৃন্তে দুটি ফুল যদি শোভা পায়,
সেখানেও প্রেমের মিলন।২
সৌরকর সুখে সুপ্ত ধরণীরে বাঁধে,
শশীলেখা চুমে বারিধিরে;
চকোরিণী ছুটে যায় ধরিবারে চাঁদে,
প্রেমে রবি ডুবে সিন্ধুনীরে।৩
জগতে যা কিছু হেরি,—কেহ নহে একা,
বাঁধা সব প্রেমের বন্ধনে;
তোমাতে আমাতে শুধু দুদিনের দেখা,
তবু প্রেম বেঁধেছে দুজনে।৪

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

ক্ষত্রিয় নিশান ॥২॥

সমাজের শীর্ষে ক্ষত্রিয় নিশান,
উড়াও সমস্ত কায়স্থ-সন্তান,
কায়স্থসভায় গাও জয়গান,
সাবিত্রী বিস্তার করহ দেশে।
সবিতা জগতে সাক্ষাৎ ঈশ্বর,
সবিতাই সূর্য্য জীবন-আকর,
তাঁর তেজে পূর্ণ করি অভ্যন্তর,
অভিযান কর সমর-বেশে॥১
দেখ না কেমন দীপ্ত দীপ্ত শর,
সূর্য্য-অঙ্গ হ'তে ঝরে নিরন্তর,
তাঁর সন্তানেরা কারে কর ডর,
ধাও ক্ষিপ্র যত অরাতি-নাশে।

তোমাদের শত্রু পাণিরা সকল, (১)
তোমাদের শত্রু অন্ধতা কেবল,
দিবালোক মিত্র (২) কিবা সমুজ্জ্বল,
তাঁর ভয়ে তারা পলায়ে ত্রাসে ॥২
কুৎসিৎ আচার কুৎসিৎ সংস্কার
গ্রাসিছে সমাজ, রাক্ষস-আকার,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আর,
সকলেই এর পড়েছে গ্রাসে।
বিধবা বালিকা নীরব রোদন,
কন্যাদায়ে পিতামাতার ক্রন্দন,
স্পর্শ-দোষ-প্রথা ঘোর জ্বালাতন,
দেখিয়া কেমনে হাসিছ হাসে ॥৩
ক্ষত্রত্ব নহে ত শোভার জিনিষ,
ক্ষত্রত্ব বুকেতে ভয়ানক বিষ,
অত্যাচার যথা দেখ অহর্নিশ,
ইহার প্রয়োগ করিতে হবে।
তাই বলি কেন্দ্রে হাজার হাজার,
দাঁড়াইয়া যত ক্ষত্রিয়কুমার,
অন্ধতার শিরে করহ প্রহার,
জগতে অক্ষয় সুনাম রবে ॥৪
জান না কি এই সূর্য্য অন্তরালে,
জগতের যত অবতার খেলে,
কৃষ্ণ বিশ্বরূপ গীতা যাহা বলে,
সে সহস্রপ্রভ সূর্য্য কি নয়? (৩)
জগতে অমূল্য খ্রীষ্টের চরিত,
যদা তাঁর রূপ হ'ল প্রকাশিত,
পর্ব্বতের শীর্ষ হ'ল উদ্ভাসিত
নহে কি সেরূপ সূর্য্যাত্মময়? ॥৫ (৪)
যেই বীর্য্য এই সূর্য্যের ভিতরে,
তাহাই পাপের সহ যুদ্ধ করে,
অবতারবর্গ এজন্যই নরে,
সূর্য্যরূপে ভবে প্রকাশ পান।
সেই পিতৃদেবে করিয়া আশ্রয়,
তাঁর ভর্গে হৃদি করি তেজোময়,
সমাজের পাপ করিবারে জয়,
কর সবে ক্ষিপ্র মহাভিযান ॥৬
এ ভাব ব্যতীত সাবিত্রী গ্রহণ,
শূদ্রত্বের অঙ্গে স্বর্ণ-আভরণ,
হতে পারে ইহা কিঞ্চিৎ শোভন,
কিন্তু হে ইহাতে মঙ্গল নাই।
বিশ্বধর্ম্মমূলে গায়ত্রীর ভাব,
বিশ্বধর্ম্মমূলে সূর্য্যের স্বভাব;
আয়ত্ত ইহার তেজস্বী প্রভাব
সূর্য্যসন্তানের করাই চাই ॥৭

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

(১) পাণি অর্থ অন্ধকার "Power of darkness" Max muller বেদসংহিতা ১ম ভাগ ৭৫ পৃঃ ২য় ভাগ ৪৫৭ পৃঃ।

(২) "মৈত্রং হি অহরিতি শ্রুতে শ্রূয়তে চ বারুণী রাত্রী।" সায়ণ বেদসংহিতা ১ম ভাগ, ১১ পৃঃ।

(৩) দিবিসূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা। যদিভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ গীতা ১১। ১২

.........তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং।
পশ্যামিত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ং ॥ ১১। ১৭

(৪) তাদের সম্মুখে তদা আকার তাঁহার,
ভাবান্তরিত হইয়ে, হইল কেমন;
তেজোময় হ'ল মুখ সূর্য্য যে প্রকার,
পরিচ্ছদ শুভ্রবর্ণ দীপ্তির মতন।
সংস্কৃত খ্রীষ্টপুরাণ, মথি, ১১২ পৃঃ।

ভীষ্ম ॥৩॥

ক্ষত্রকুল-চূড়ামণি, কায়স্থ-গৌরবখনি,
ন্যায়ধর্ম্মে জগতের অমূল্যরতন।
এ ব্রহ্মাণ্ডে নাহি আর, শ্রেষ্ঠ রত্ন সম তাঁর,
বিশ্ব-মাঝে ভীষ্মদেব আদর্শ সৃজন।১
ভীষ্মসম মহাবীর, ভীষ্মসম মহাধীর,
ভীষ্মসম নিরুপম পণেতে অটল।
দ্বিতীয় নাহিক আর, তুলনা কি দিব তাঁর,
ভীষ্মই ভীষ্মের শুধু উপমার স্থল।২
দেখিয়াছি রঘুবরে, বিমাতার কুটবরে,
বানপ্রস্থ ঋষিবেশে অম্লান-বদনে।
দেখেছি লক্ষ্মণশূরে, চতুর্দ্দশ বর্ষতরে,
অনশন অনিদ্রায় ভ্রমিতে কাননে।৩
যৌবনে প্রতিজ্ঞা করি, আত্মসুখ পরিহরি,
পিতৃসুখ অকাতরে করিতে বর্দ্ধন।
কখনি দেখিনি আর, থাকিতে অকৃত-দার,
ত্রিভুবনে, বিনা সেই শান্তনু-নন্দন।৪
হস্তগত রাজ্যধন, পরিহরি আজীবন,
দেবব্রত ছিলা বান্ধা কৌরবের ধাম।
দেখিনি দেবের দেশে, এমন পবিত্র বেশে,
করিবারে কোনজনে জীবনসংগ্রাম।৫
অই দেখ শরজালে, যেন চারু শয্যাতলে,
শয়িত রয়েছে ধীর অম্লান বদন।
দেখেছে কে কোন দেশে, এমন ভীষণ বেশে,
করিবারে কোন্ বীরে মৃত্যু আলিঙ্গন।৬
সত্য ধর্ম্ম বর্ম্ম যার, কি করিবে মৃত্যু তার,
পার্থিব ঐশ্বর্য্যে তার কিবা প্রয়োজন।
জীবের মঙ্গল তরে, সে যে শুধু প্রাণ ধরে,
আপনার সুখে তার নাহি আকিঞ্চন।৭
আমরাও ভীষ্ম প্রায়, অস্থি-মাংসপূর্ণ কায়,
আমরাও তাঁর বংশে পেয়েছি জীবন;
ছাড়ি হিংসা ছাড়ি দ্বেষ, সত্যের সুরম্য বেশ,
ভীষ্মসম আমরাও করিব গ্রহণ।৮

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

শুকতারা ॥৪॥

কে তুমি? আকাশে নিত্য থাকিতে যামিনী,
উজলি কাননরাজি, রূপের প্রভায়।
তারাময় হার পরি, হে চারু হাসিনি!
ভ্রমিছ ব্যাকুল চিতে, নির্ম্মল উষায়॥১
কাহার প্রণয় লাগি, ত্রিদিব সুন্দরি!
ব'সে থাক নিত্য তুমি, আকাশের কোলে।
দুরূহ বিরহ জ্বালা, হৃদয়েতে ধরি,
ফিরে যাও নিত্য ভিতি নয়নের জলে॥২
সপেছ পরাণ তুমি, যাহার চরণে,
এসেছ দেখিতে কি সে প্রিয় দেবতায়।
মিশাতে পরাণ তব, রবির কিরণে,
আছ কি হে বসি তুমি, তার প্রতীক্ষায়।
তিষ্ঠ তবে ক্ষণকাল, আসিছে দিনেশ,
বক্ষে তুলে লবে হবে, বিরহের শেষ॥৩

শ্রীনৃসিংহগোপাল সিংহ চৌধুরী।

আর্য্যজাতির বঙ্গে আগমন।

আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে কোন্ সময় ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চল সাম-সঙ্গীতে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ভট্ট মোক্ষ মূলর Max muller বলেন;—"কিংবদন্তী সংগৃহীত ইতিবৃত্তের অস্পষ্ট জ্যোতিতে আমরা দেখিতে পাই যে, হিমালয় উত্তীর্ণ হইয়া একদল "আর্য" দক্ষিণস্থ সপ্তনদী (পাঞ্জাবের পঞ্চনদ, সিন্ধু ও সরস্বতী) অভিমুখে যাত্রা করেন। ইতিপূর্ব্বে ইঁহারা গ্রীক, ইতালিয়, শ্লাবনিক ও কেল্ট-দিগের সহিত একত্র বাস করিতেন।"* অধ্যাপক বেনফে Benfey বলেন; "আর্য্য-দিগের আদিম বাসস্থান তাতার (Tartary) দেশ। তথায় ইঁহারা সপ্তশ্রেণীতে বিভক্ত হন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া প্রথমে আফগানিস্থানে ও তৎপরে পাঞ্জাবে প্রবিষ্ট হন।" অধ্যাপক লেসিন Lassen ও অধ্যাপক শ্লেগেল A. W. Von-Schlegel যুগপৎ বলেন;— "অলিকসন্দর Alexander the great যে পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন—সেই পথ ব্যতীত ভারতে আগমন করা দুঃসাধ্য। ভারতীয় আর্য্যগণ সেই পথেই ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়া-ছিলেন। "অধ্যাপক ওয়েবর Weber বলেন;—"ঋগ্বেদের অতি প্রাচীন শুক্ত সকল পাঠে অনুমিত হয়, আর্য্যগণ প্রথমতঃ সিন্ধু-নদের অপর পারে "কুব" † নামক নদীসৈকতে বাস করিতেন। তৎপর তাঁহারা সরস্বতী পার হইয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে যাত্রা করেন।"

এইরূপে আমরা যতই আলোচনা করি না কেন সমস্তই অস্পষ্ট, আনুমানিক ও তিমিরা-চ্ছন্ন। কাহারও বাক্যে বিশেষ আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। সে যাহা হউক, আর্য্যজাতি যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ দিয়া আগমন করেন, ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। কারণ বেদের প্রাচীন সূক্তসকল তদ্বিষয়ে জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আর্য্যগণ বৈদিকযুগে ক্রমশঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে আগমন করিতে থাকেন,—কিন্তু বঙ্গদেশে আগমন করেন নাই,—এবং বেদে বঙ্গদেশের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্বাদি সংহিতা-যুগেও আর্য্যগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন নাই। তৎকালে বঙ্গদেশ ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রাচীনকালে তীর্থদর্শন ব্যতীত বঙ্গ-দেশে আগমনপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আর্য্যদিগকে প্রায়শ্চিত্ত ও পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইত। (১)

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কার মর্হতি॥
"শুদ্ধিতত্ত্বম্।"

বঙ্গদেশ মনু প্রভৃতি দ্বারা নিন্দিত হওয়ার কারণ—তৎকালে বঙ্গদেশে আর্য্যজাতি আগমন করেন নাই, সুতরাং ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিত্যাজ্য

* See History of Sanskrit Literature, By—Prof. Max muller.

† Kuv river.

(১) রঘুনন্দনী মতে বঙ্গদেশে, চাতুর্ব্বর্ণ না থাকায়, ইহা এখনও ম্লেচ্ছদেশ। সম্পাদক।

ছিল। বঙ্গদেশে তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে—"বঙ্গদর্শন" পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল। "বৈদিক সময়ে বঙ্গদেশ ছিল কিনা জানি না। তখন হয় ত ভগবতী ভাগীরথী এতদূর না আসিয়াই কল্লোলিনী বল্লভের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন,—বঙ্গ তখন সাগরগর্ভে কি জঙ্গলময় চরভূমি ছিল। ফলতঃ তখন বঙ্গের বড় নামগন্ধ পাওয়া যাইত না। আদি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনুর সময়েও বঙ্গ অনার্য্য প্রদেশ। তখন আদিম শূদ্র ও চণ্ডালজাতি, আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া এই নূতন জঙ্গলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। * * মগধরাজ্যের প্রথম উন্নতির সময় বঙ্গে আর্য্য-সমাগম। তখন প্রাগ্-জ্যোতিষ পর্য্যন্ত আর্য্যধ্বজা উড়িতেছিল; অর্থাৎ বর্ত্তমান আসাম পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং তখন ভাগীরথীর ও পদ্মার উত্তরাঞ্চল আর্য্যদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছিল। বঙ্গের এইদিকে প্রথম আর্য্যনিবাস। মিথিলা ও মগধ ইহার অব্যবহিত পশ্চিমে। এইখানে কোন কোন মতে মৎস্যদেশ, এক্ষণে দিনাজপুর। ইহার পূর্ব্বে রঙ্গপুরের সান্নিধ্য মহাস্থানে বান রাজার বাস। * * আর্য্য ভারতের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা, বর্ত্তমান বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর প্রদেশাপেক্ষা, প্রকৃত বঙ্গদেশ আধুনিক। * * এজন্য বিবেচনা হয়, বঙ্গ বহুদিন পর্য্যন্ত আর্য্যের বাসস্থান হয় নাই। * * আদৌ এখনকার বঙ্গবাসীরা প্রাচীন বাঙ্গালীর সন্তান নহেন। কান্যকুব্জের, মৎস্যের, অঙ্গের শৌর্য্যাদি অপরিচিত ছিল না। * * আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বশেষে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল। তখন আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া দলভুক্ত করিতেছিলেন। ইহারাই নীচজাতি অথবা অন্ত্যজ; যথা—বাগদী, ডুলিয়া প্রভৃতি। বাঙ্গলার ইহাদের সংখ্যা আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা অধিক ছিল।" *

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর্য্যগণ তাঁহাদের স্থান সংকুলন না হওয়ায় ক্রমশঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে আগমন করিতে থাকেন। এবং যখন যে দেশে আগমন করিতেন, তখন সে দেশের প্রাচীন অধিবাসীদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিতেন। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থিত অংশে বাস করার সময় আর্য্যদিগের সবিশেষ জ্ঞানোন্নতি হয়।

সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেব নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥

মনু—২—১৭। ১৮

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ আর্য্যদিগের বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সুতরাং দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইলেন। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, শূরসেন ও পঞ্চাল প্রভৃতি প্রদেশকে "ব্রহ্মর্ষি" আখ্যা প্রদানপূর্ব্বক, আর্য্যগণ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥

মনু—২—১৯।

তদনন্তর আর্য্যগণ হিমালয়ের দক্ষিণ ও বিন্ধ্যগিরির উত্তর ও যে দেশে সরস্বতী নদী অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই দেশের পূর্ব্ব ও প্রয়া-

* "বঙ্গদর্শন" ৫ম সংখ্যা ভাদ্র ১২৮৪ সাল।

গের পশ্চিম এই সীমান্তর্গত মধ্যদেশনামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

মনু—২—২১।

তথায় আর্য্যবংশীয়দিগের স্থান সংকুলন না হওয়ায় হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগর দ্বারা বেষ্টিত ভূখণ্ডকে আর্য্যা-বর্ত্ত আখ্যা প্রদানপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥

মনু—২—২২।

ঋগ্বেদ সংহিতায় (৪র্থ মণ্ডল ৩০ সূক্তের ১৯ ঋক্) আর্য্যদিগের সরযূনদীর পূর্ব্বদিকে রাজ্যবিস্তারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "শতপথ ব্রাহ্মণ" পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক জানিতে পারিয়াছি "আর্য্যগণ" সদানীরা (গণ্ডকী) অতিক্রমপূর্ব্বক মিথিলা প্রদেশে—উপনিবেশ স্থাপন করেন। তৎপূর্ব্বে এ দেশ বঙ্গাদি দেশের ন্যায় আদিম অধিবাসী দ্বারা অধ্যুষিত ছিল।

"শতপথ ব্রাহ্মণে" বিদেহাধিপতি মহারাজ জনক সম্রাটের * উল্লেখ আছে। মিথিলাবাসী যোগীশ্বর শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে প্রতীয়মান হয়—বৈদিক যুগেইআর্য্যগণ মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালায় আর্য্য উপ-নিবেশ ইহার পরবর্ত্তী। শতপথ ব্রাহ্মণে পৌণ্ড্র-দেশবাসিদিগকে অনার্য্য পৌণ্ড্র বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে; কিন্তু মনু ইহাদিগকে পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রামায়ণ ও মহাভারত এতদুভয় গ্রন্থে বঙ্গ-দেশের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণের সময় বঙ্গদেশ একটী সমৃদ্ধিশালী রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। অযোধ্যাপতি মহারাজাধিরাজ দশরথ তদীয় রাজ্ঞী কৈকেয়ীকে বলিতেছেন;—"অঙ্গ, বঙ্গ, কাশী, মগধ ও কোশল প্রভৃতি দেশের রাজারা আমার শাসনা-ধীন।" (রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ১০ম অং)।

মহাভারতে লিখিত আছে, "দীর্ঘতমা" নামক জনৈক জন্মান্ধ ঋষির ঔরসে—বলিরাজার ধাত্রীর গর্ভে 'অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম' নামক পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণপূর্ব্বক উত্তরকালে স্ব স্ব নামানুসারে পঞ্চরাজ্য শাসন করেন।" (কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত মহাভারত আদিপর্ব্ব পাঠ করুন)

ডাক্তার জন উইলসন (Dr. John Wilson) বলেন;—"মহাভারত যুগের পূর্ব্বেই বঙ্গদেশ আর্য্যজাতি দ্বারা অধ্যুষিত হই-য়াছিল।" আর্য্যগণ প্রথমতঃ বিদেহরাজ্য হইতে পৌণ্ড্র অর্থাৎ বরেন্দ্র ভূমিতে আগমন করেন; তদনন্তর তথা হইতে বঙ্গদেশে গমন করেন। তৎকালে রাঢ়দেশ, বন্যভূমি ছিল। কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইল, বঙ্গেশ্বরের দৌহিত্র সিংহবাহু, রাঢ়দেশের বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, তথায় এক অভিনব রাজ্য সংস্থাপিত করেন। অতঃপর ব্রহ্মপুত্র অতিক্রমপূর্ব্বক আর্য্যগণ মেঘনা নদী পর্য্যন্ত আগমন করেন ইতি।

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সরকার।

* শতপথ ব্রাহ্মণে বিদেহাধিপতি, মহারাজ জনক্ সম্রাট নামে উল্লেখিত।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ।

সাগর ও ভূধর পরিবেষ্টিত, শত সহস্র নদনদী প্রবাহে বিধৌত, বনরাজিসংকুল, রত্ন-গর্ভা এবং বিংশতি কোটি হিন্দুর আবাসভূমি ভারতবর্ষ ভগবানের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তাহার মনোহর তরুলতাপূর্ণ শিখরমালা, মৃদুমন্দ মারুত-আন্দোলিত শ্যামল শস্যক্ষেত্র, ধীরগভীর প্রবাহধারা নদনদী, শাল-তমাল-তাল সঙ্কুল ও হিংস্রজন্তুপূর্ণ ঘন বিজন কানন, তাহার পবিত্র সুপেয় পয়ঃনিঃসরণকারী প্রস্রবণ, বিদ্যুদ্দাম-দীপ্ত ঘনঘটাপূর্ণ সুনীল আকাশ, পাপিয়া কোকিল আরাবিত বসন্তকাল, তাহার নাতি-দীর্ঘ মরুপ্রান্তর—সকলই যেন বিচিত্রতাময় এবং সকল দিকেই যেন সৌন্দর্য্য উছলিয়া পড়িতেছে। প্রকৃতির এ লীলাভূমি কেবল সৌন্দর্য্যভাবেই আবেশিত নহে। ইহার ধর্ম্ম—কতকাল ধরিয়া কত কীর্ত্তিই না সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ইতিহাস—কত যুগ যুগান্তরের গৌরব বহন করিয়া যাইতেছে। ইহার শিল্পচাতুর্য্য সময়স্রোতে ভাসমান হইয়াও তাজমহল, গুরুদরবার, ইলোরা, পুরী প্রভৃতিতে অদ্যাপিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আর ইহার বৈচিত্র্য—কত প্রদেশ, কতশত নগর, কত সহস্র গ্রাম, বহুভাষা, বিভিন্ন উপজাতি এবং বিভিন্ন বর্ণের মনুষ্যগণ। সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্রতা—বিধাতার সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ ইহার পুরাকালীন প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানবমণ্ডলী। জার্ম্মেনি যখন আরণ্য মৃগকুলের বিহার ক্ষেত্ররূপে পরিচিত ছিল এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ভীমমূর্ত্তি শ্বাপদদিগের আবাসস্থল বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ছিল তখন হিন্দুর বসতিক্ষেত্র এ ভারতভূমিতে কবিতাবলীর মধুময় কুসুম বিকশিত হইয়াছিল, দর্শনের দুরবগাহতত্ত্বের মীমাংসা হইতেছিল এবং অকলঙ্ক সভ্যতালোকে সমগ্র হিন্দুসমাজ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সভ্যতার প্রথমালোক স্মরণাতীতকালের ঘটনা—ইতিহাসের অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যায়ের বিচিত্র কাহিনী বলিয়া আর লাভ কি? হিন্দু সভ্যতার প্রোজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত প্রভার পরেও এক জনপদের পর অপর এক জনপদের আবির্ভাব হইয়াছে, এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্যের উৎপত্তি স্থিতি ও বিলয় ঘটিয়াছে, একস্থানের পর আর একস্থান পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির কল্যাণে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে; হিন্দুর বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভও ক্রমে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং অবশেষে একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে কিন্তু তাহার ভগ্নাবশেষের উপর সম্পূর্ণ নূতন কীর্ত্তিস্তম্ভ সংঘটিত ও সংস্থাপিত হয় নাই। সেই কুরুক্ষেত্র, সেই নৈমিষারণ্য, সেই হরিদ্বার জ্বালামুখী হিন্দুর মানসপটে স্মৃতির আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছে মাত্র; কিন্তু হিন্দুসমাজকে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই। জল চলিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, বিদ্যুতের অনন্তস্রোত যাতায়াত করিতেছে, পরমাণুসকল যোগে ও বিয়োগে সৃষ্টি ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে এবং রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি বিবিধভাবে অনন্ত খেলা খেলিতেছে। আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত, বিবর্ত্তের পর বিবর্ত্ত, অঙ্কুরের পর পল্লবোদ্গম, পল্লবো-

দগমের পর ফুল, ফুলের পর ফল, এবং পরিণতির পর উৎকৃষ্ট পরিণতি, প্রক্রিয়ার পর বিশিষ্ট প্রক্রিয়া আসিয়া নিমিষের জন্যেও জগদ্যন্ত্রের সেই ক্রিয়াশীলতার নিবৃত্তি কি নিরোধ করিতে দিতেছে না। অতি ক্ষুদ্র একটী অঙ্গারকণাও নিয়তির শাসন লঙ্ঘন-পূর্ব্বক নড়িতে চড়িতে সমর্থ হইতেছে না; সেই সংসারে বিশাল হিন্দুজাতির ন্যায়, অনন্ত তৃষ্ণাবিশিষ্ট অনন্তোন্মুখ উন্নতজীব অবস্থার নিপীড়নে কিংবা সংসারচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবে, কুসুমশয্যায় শয়িত রহিবে, আলস্যস্রোতে ভাসমান থাকিবে ইহা কখনও বিধাতার অভিপ্রেত নহে। ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে ফুল যেমন ক্রমে ফোটে, ফল যেমন ক্রমে ফলে সভ্যতাও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে বিকশিত অথবা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়া থাকে। উন্নতি ও অবনতিস্রোতও তেমনই চলে। ইউরোপ ও আমেরিকার সপ্তদশ শতাব্দী-ই অষ্টাদশ শতাব্দীরূপে বিকশিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ আবার ক্রম বিকাশের ফলে উনবিংশ স্বরূপে ফুটিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দী আবার কত-দিনে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তর ও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রমোন্নতির ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ বিংশ শতাব্দীতে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু-জাতির জাতীয়স্রোতও নিরুদ্ধ থাকে নাই। তাহার গতি ঊর্দ্ধদিকে না হইয়া অধঃদিকেই হইয়াছে এবং সে গতি অবিরাম চলিতেছে। পুরাকালে হিন্দুর উন্নতি-স্রোতস্বিনীর অনেক-গুলি মুখ ছিল নিয়তির কঠিন বিধানে তাহার সকল মুখ বন্ধ হওয়ায় এখন সে সলিলরাশি একত্র সঞ্চিত হইয়া একধারায় অথবা এক-প্রাণে অবনতির দিকে অবিরাম গড়াইয়া পড়িতেছে। হিন্দুসমাজের এই যে অবনতি-স্রোত অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে তদ্দ্বারা সমাজদেহ নিতান্ত অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই অবনতির কতিপয় কারণ (১) জাতিভেদ (২) বর্ত্তমান বিবাহপ্রথা (৩) সমাজে ব্যয়বাহুল্য (৪) শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার অভাব (৫) আলস্য (৬) সমাজ-শীর্ষে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অকর্ম্মণ্যতা ও ঔদা-সীন্য। অতঃপর এই ছয়টী কারণ পরম্পরা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করা হইবে।

প্রথমতঃ জাতিভেদ। জাতিভেদপ্রথা কোন না কোন প্রকারে সকল দেশেই প্রচলিত আছে। কোথাও কর্ম্মগত, কোন দেশে বংশগত। ইউরোপীয়সমাজে সাধারণতঃ কর্ম্ম-গত জাতিভেদ, হিন্দুসমাজে সম্প্রতি বংশগত জাতিভেদ। আর্য্যজাতির আদিম অবস্থায় এ ভারতে জাতিভেদ ছিল না। যখন সমাজ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল তখন কর্ম্মের বিভাগ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। সমাজ গঠন করিতে হইলে ব্যবসায় ও কর্ম্মের বিভাগ করা অত্যাবশ্যক এবং তৎকালে যখন ব্যবসায়ের বিভাগ হইবে তখন তাহা বংশগত হওয়াই সমীচীন এবং তখন যদি এক একটী সম্প্রদায় নিজ নিজ ব্যবসায় পুরুষানুক্রমে না করে তবে সে ব্যবসায়ের উন্নতি হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া এ ব্যবস্থা চিরকাল সমভাবে থাকাও যুক্তিসঙ্গত নহে। যখন লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয় তখন এ সম্বন্ধে উদারতা প্রদর্শন যুক্তিযুক্ত। স্বাভাবিক শক্তি বিকাশের সুপ্রশস্ত পথ রাখাও কর্ত্তব্য। যেমন বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া বারি-ধির সৃষ্টি তেমনি এক একটী মনুষ্য লইয়াই

তাহার সমাজ। বৃদ্ধের পরিপাকশক্তি নিতান্ত কম, তদ্দরুণ তাহাকে অত্যধিক আহার করিতে দিলে তাহার উদরাময় অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং বৃদ্ধের পক্ষে পানভোজনের যে নিয়ম যুবার পক্ষে পানভোজনের সে বিধান চলিতে পারে না কারণ যুবার বিলক্ষণ পরিপাকশক্তি রহিয়াছে এবং তাহার শরীরধারণ জন্য যথেষ্ট আহার্য্য বস্তুর প্রয়োজন। ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন জাতিগত হিসাবেও এ বিধানের কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। মনুষ্য-শরীরের ন্যায় সমাজদেহও অনুদিন পরিবর্ত্তনশীল এবং তাহারও বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। অদ্য যে সমাজের বাল্যাবস্থা কিছুকাল পরে তাহার যৌবনাবস্থা আবার কালসহকারে হয় ত তাহার বার্দ্ধক্য দশা। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিধিব্যবস্থার রীতি নীতির পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয়, যেহেতু অদ্য যে বিধি সমাজের উপযোগী কল্য তাহা তদ্রূপ থাকিতে পারে না এবং একই নিয়ম সমাজে সমভাবে সংস্থিত থাকা প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং কালসহকারে তাহার বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। এই জাতিভেদপ্রথার দরুণ সর্ব্বসাধারণ সমাজ অপেক্ষা আপন আপন শ্রেণীর স্বার্থের দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকতর দৃষ্টি পড়ায় সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে হিন্দুসমাজ ছারখার হইতেছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সহিত বিবাহবন্ধন এমন কি আহারাদি পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ থাকায় নূতন বল ও প্রতিভা প্রবিষ্ট হইবার সুবিধা সংরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং জাতীয় একতা সংস্থাপনে বিষম অন্তরায় জন্মিয়াছে এবং যে ব্যক্তি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে স্বশ্রেণীর ব্যবসা ছাড়িয়া অন্য শ্রেণীর ব্যবসা অবলম্বনে সমাজে উন্নত হইতে পারিত তাহার সে উন্নতিস্রোত নিরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং জাতিভেদপ্রথা বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের পক্ষে বিষম শেলস্বরূপ তদ্দরুণ তাহার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুসন্তান যখন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান কি খ্রীষ্টানসম্প্রদায়ভুক্ত হন তখন সমাজস্থ শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণও তাঁহাকে সম্মান করিতে কখনই বিস্মৃত হন না কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যখন তিনি হিন্দুসমাজভুক্ত ছিলেন তখন ঘৃণিত ও অস্পৃশ্যবোধে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় তাঁহার ছায়াস্পর্শ করিতেও ইচ্ছুক হইতেন না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিণাম এতদপেক্ষা আর যে কি ভয়ঙ্কর হইতে পারে বুঝিতে পারি না।

যে জাতির মধ্যে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, যে জাতির ভিতর পরিরক্ষিত হইয়াছি, যে জাতির শক্তি ও সহায়তা লইয়া আজি মনুষ্যলোকে অন্ততঃ কতকটা মানুষের মত বিচরণ করিতেছি সে জাতির সহিত প্রীতিযুক্ত থাকিতে হইবে, তাহাদের সুখদুঃখে সহানুভূতি রাখিতে হইবে, তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে হইবে ইহাই সনাতনপ্রথা। কিন্তু হিন্দুসমাজ কখনও এ পথে পরিচালিত হন না। ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই এবং জাতিভেদপ্রথার যে ইহা একটী বিষময় ফল তাহাও নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের বিবাহপ্রথা। অতি প্রাচীন সময়ে বিবাহপ্রথাই ছিল না। স্ত্রী ও পুরুষ নিজ নিজ ইচ্ছামত উপযুক্ত সময়ে ভর্ত্তা ও স্ত্রী মনোনীত করিতে পারিত। একস্ত্রী বহুপুরুষ এবং একপুরুষ বহুস্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত। তখন সংখ্যায়

অত্যল্প থাকায় ঐরূপ নিয়ম সমাজের উপযোগী ছিল কিন্তু কালসহকারে এ নিয়মে কুফল ফলে এমন কি অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ পর্য্যন্ত রহিত হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালীতে হিন্দুসমাজের বিবাহাদি কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। দারিদ্র্য-দুঃখে ম্রিয়মান হিন্দুসমাজে বিবাহসম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অবস্থা স্বচ্ছল না হইলে, স্ত্রীপুত্র ভরণপোষণ করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে তাহাকে অবিবাহিত থাকাই যুক্তিসঙ্গত কারণ তাহা হইলে দারিদ্র্য-দুঃখের মাত্রা আর বাড়িতে পারে না; বিশেষতঃ বাল্যবিবাহে ভবিষ্যদ্বংশধরগণের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ক্রমেই হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালীর পরিবর্ত্তন নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

তৃতীয়তঃ সমাজের ব্যয়বাহুল্য সম্বন্ধে। যাগযজ্ঞে, ব্রতনিয়মে, পূজাপার্ব্বণে, হিন্দুসমাজে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে কিন্তু বিবাহ-ব্যয়ে ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্যয়ের ভাগ অত্যধিক হওয়ায় হিন্দুসমাজ দিন দিন নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছেন। অকুণ্ঠিত প্রাণে অশ্রুধারাকুল কন্যাদায়গ্রস্ত প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করা এবং শ্রাদ্ধোপলক্ষে পিতৃহীন বালকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়া একমাত্র হিন্দুসমাজেই পরিলক্ষিত হয় এবং আর্থিক দুরবস্থার ইহাই অন্যতম কারণ। কিন্তু তাই বলিয়া সক্ষম লোক অস্থিমাত্র সার ক্ষুধিত দুঃখীকে দূর দূর করিয়া স্বয়ং পঞ্চবিংশতি ব্যঞ্জনে ষোড়শোপচারে পরিতৃপ্ত হইবেন এবং শীতবাতে কম্পিত অতি দীন ভিখারীকে দ্বারদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত করাইয়া সুগন্ধিবাসিত সুকোমল শয্যায় সুখ-সুপ্তি সম্ভোগ করিবেন ইহাও সমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। অবস্থানুসারে দানের ব্যবস্থা থাকিবে। শ্যামল পল্লবাবৃত ও ফলপুষ্প সমাকীর্ণ মহাবৃক্ষ যেমন স্নিগ্ধ ছায়ায় পথশ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি বিনোদন করে, সুস্বাদু ফল দিয়া ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা শান্তি করিয়া থাকে, শাখা বিস্তার করিয়া শত শত বিহঙ্গকে আশ্রয়-দান করে, গৃহস্থও সেইরূপ গৃহাগত ভিক্ষার্থীকে দান করিয়া, জীবসমূহকে অন্ন দিয়া, অতিথি ও আর্ত্তজনের এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া ভূলোকে স্বর্গীয় শোভা বিকাশ করিবেন ইহাও বাঞ্ছনীয় এবং সমাজের পক্ষে তাহাই মঙ্গলজনক।

হিন্দুসমাজের অবনতির চতুর্থ কারণ শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার অভাব। ক্ষত্রিয় যুদ্ধকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, বৈশ্য ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতির সেবায় নিযুক্ত ছিল। কেবল ব্রাহ্মণসমাজই শিক্ষাবিষয়ে এবং ধর্ম্ম ও জ্ঞানচর্চ্চায় নিরত থাকিতেন। জীবজগতে বিবর্ত্তন পর্য্যায়ে জীবের পর জীবের বিকাশ হইয়াছে, নিকৃষ্টের পর উৎকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট পরম্পরায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। জীবজগতের জীবনপ্রবাহের ধ্রুবতারা স্বরূপ শিক্ষা ও জ্ঞান বিষয়েও সে নিয়মের ব্যত্যয় হইবে কেন? সুতরাং শিক্ষা ও জ্ঞান কেবল মাত্র চর্চ্চা দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত হইবে। আবার প্রতিদ্বন্দ্বীভাব না থাকিলে তাহারও সম্যক উন্নতি হয় না। বহুদিনাবধি পক্ষপাতী শাস্ত্র-কারগণ কঠোর শাসনে হিন্দুসমাজের জন-সাধারণের জ্ঞানার্জ্জন একপ্রকার অসম্ভব করিয়া এবং উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ একচেটিয়া করিয়া

রাখিয়া দিয়াছেন। এসতাবস্থায় যৎসামান্য যাহা কিছু ছিল তাহাও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর তীব্র তাড়নায় প্রায় বিলীন হইতে চলিয়াছিল। তখন সকলে আপন আপন ধন প্রাণ ও মান লইয়া ব্যস্ত ছিলেন স্তুতরাং লেখাপড়ায় মন দিবার সময় ও সুবিধা ছিল না এবং তজ্জন্য শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। যেটুকু সংস্কৃত বিদ্যা ছিল টোলেই তাহার উৎপত্তি এবং টোলেই তাহার নিবৃত্তি হইত। বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া গোটা কতক শ্লোকাবৃত্তি দ্বারা ধনী মহল হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহই এক সময়ের শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্যার বলাধানের জন্য যে প্রকার মনশ্চালনার প্রয়োজন তাহার কিছুই ছিল না। তখন অনর্থক তর্ককে বিচার উপাধিতে ভূষিত করা হইত, শূন্য বাগাড়ম্বরকে পাণ্ডিত্য বলা হইত, দ্বাদশ বৎসরব্যাপী ব্যাকরণ মুখস্থ করাকে বিদ্যোপার্জ্জন কহিত। এইরূপ যে শিক্ষা তাহাও কেবল ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দুসমাজের অন্যান্য স্তরে যে কিরূপ বিদ্যাচর্চ্চা ছিল তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। ধর্ম্মচর্চ্চা ও জ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধেই বা কি বলিব? ব্রাহ্মণেরা এমন নিয়ম করিয়াছিলেন যে ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করিবার অনেকেরই অধিকার ছিল না। শূদ্রের ত শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণের একবারেই অধিকার নাই। দাস্যবৃত্তি ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্র কি বিজ্ঞানশাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করিলে তাহার প্রাণবিয়োগে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সুতরাং তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিবেন আর শূদ্র নমঃ নমঃ বলিয়া ধর্ম্মচিন্তার শেষ করিবেন !! তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে ব্রাহ্মণের একটু পাদোদক পাইয়া পরজীবনে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবার উপায় করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের ভোজনাবশিষ্ট পাইয়া ইহজীবনে বাসনার পরিতৃপ্তিসাধনে কৃতার্থ হইতে পারিবেন। এ অনুগ্রহ ও সাধুচরিত্র ধনশালী শিক্ষিত শূদ্রের জন্য বিহিত ছিল। অন্যের সে কৃপা পাইবারও ব্যবস্থা ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজী শিক্ষার স্রোত আসিয়া ব্রাহ্মণজাতির আধিপত্যের সুদৃঢ় ভিত্তি একটু আলগা করিয়াছে কিন্তু মূল উৎপাটন করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হইতেছে না কারণ শিক্ষার ব্যয় বাহুল্য বশতঃ ব্রাহ্মণেতর জাতি অর্থাভাবপ্রযুক্ত তাহার সম্যক্ ফললাভে সমর্থ হইতে পারিতেছে না।

জাতীয় অবনতির পঞ্চম কারণ আলস্য। প্রাকৃতিক নিয়মে এ দেশে অল্প পরিশ্রমেই বসুন্ধরা অপরিমিত ফল শস্য প্রদান করে। তাহারই ফলে এবং জলবায়ুর গুণে হিন্দুসন্তান শারীরিক বলে দুর্ব্বল এবং আলস্যস্রোতে ভাসমান। হিন্দুসন্তান চেষ্টা দ্বারা এ নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া শারীরিক বলেও অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইতে পারেন কিন্তু অলসতায় নিমজ্জিত থাকায় তদ্বিষয়ে সম্যক্ চেষ্টা হইতেছে না। আলস্য মানবজীবনরূপ কল্পতরুর কোটরস্থ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। উহা হৃদয়-কুসুমের কীট। উহার তীব্র বিষদন্ত আশার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিয়া ফেলে। উহা শক্তিরূপ সুবর্ণের শ্যামিকা সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অধঃপতনের মুখ্য কারণ স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব।

সমগ্র হিন্দুজনসঙ্ঘ যে পথের পথিক শাস্ত্রাভিমানী ব্রাহ্মণগণ সেই পথের পরিচালক। ইঁহারা যে নদীর নাবিক সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ সেই নদীর কাণ্ডারী। ইঁহারা যে রাজ্যের অধিবাসী প্রবল প্রতাপ ব্রাহ্মণগণ সেই রাজ্যের রাজা। পর্ব্বতের একদিকে দাবদাহ অন্য দিকে শত নির্ঝরিণীর সুখশীতল প্রবাহ বিদ্যমান থাকে কিন্তু বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজের নেতৃত্বে পর্ব্বতপ্রতিম হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান সময়ে কেবলই অন্তর্দাহ, কেবলই অবনতি। সেই হিমাদ্রি পরিচিহ্নিত, সিন্ধু-গঙ্গা-গোদাবরী-বিধৌত এবং সাগর পরিখায়িত ভারতভূমি তেমনই পড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু উহার জীবনী-শক্তি যেন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে উড়িয়া গিয়াছে। উহার যে প্রাণ, অশ্রুতপূর্ব্ব বিশ্ব-দুর্লভ বেদান্ত ভাণ্ডার, জ্ঞানোৎকর্ষ দর্শন পারাবার এবং বহুল কাব্যের শ্রুতিসুখকর সরিৎ সরোবর সৃষ্টি করিয়া সমগ্র মানব-জাতিকে চমকিত করিয়াছিল—সমগ্র পৃথিবীতে গুরুস্থানীয়রূপে পূজা পাইয়াছিল সে প্রাণ যেন সতীর পবিত্র তনুর ন্যায় শতপীঠে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যাইয়া নিপতিত হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবী যখন অজ্ঞান তিমিরের ক্রোড়দেশে সুষুপ্ত ছিল তখন যাঁহারা জ্ঞানালোকের বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া মানবমণ্ডলীকে প্রথম জাগাইয়াছিলেন এবং যাঁহাদের জ্ঞানালোকভাতি পূর্ব্বগগণে সভ্যতার তরুণ অরুণচ্ছটা বিকীরণ করিয়াছিল এবং যাঁহাদের তপঃসিদ্ধ মানস-আকাশে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানের পাবক-শিখা স্বতঃ প্রস্ফুরিত হইয়া সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিল সে জাতি আজি কেন এমন নিশ্চেষ্ট ও অকর্ম্মণ্য এবং অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত? ইহা সমগ্র হিন্দু-জাতির দুঃখ-নিপীড়িত সমবেত হৃদয়ের অন্তস্তল-সমুত্থিত অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন এবং বোধ হয় সকলে সমস্বরে বলিতে বাধ্য হইবেন যে, ব্রাহ্মণ-সমাজের দোষেই সমগ্র হিন্দুজাতির এই দুরবস্থা এবং এইরূপ অধঃপতন। সমাজশীর্ষে থাকিতে হইলে মুখ্য সম্পদ হওয়া উচিত উদারতা ও স্বার্থত্যাগ, মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সমাজের শিক্ষা শান্তি ও উন্নতি এবং মুখ্য লক্ষণ থাকা উচিত নম্রতা, মধুরতা ও নিরভিমান ধীরতা। নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের অনেকেই বর্ত্তমান সময়ে মুখ্য সম্পদ, মুখ্য উদ্দেশ্য এবং মুখ্য লক্ষণভ্রষ্ট; অথচ সমগ্র ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বিশাল হিন্দুজাতির শীর্ষস্থানে থাকিয়া হিন্দুসমাজকে তর্জ্জনীহেলনে পরিচালিত করিতেছেন এবং তজ্জন্যেই হিন্দু-সমাজের এ অবনতি ও এত দুর্গতি এবং তদ্ধেতুই ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের বীরত্ব, কপিলের দৈবী-প্রতিভা, বিশ্বামিত্রের তপোবল, জনকের সংসারের নির্লিপ্তভাব, দুর্য্যোধনের অভিমান, রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় প্রজাবৎসল ধর্ম্মশীল রাজা, কর্ণের ন্যায় সহৃদয় বন্ধু, শুকদেবের ন্যায় তপোবলসম্পন্ন সাধক, শাক্যসিংহের ন্যায় জ্ঞানী, ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ন্যায় বিশ্বাস-পরায়ণ ভক্ত, এবং দধীচি ও রাজা শিবির ন্যায় দানবীর শ্রুতিমাত্রেই পর্য্যবসিত। তাঁহাদের শোণিত-কণা হিন্দুজাতির রক্তশিরা হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহাদের চিতা-ভস্মকণাও এখন বিদ্যমান নাই। হিন্দুসমাজে অঙ্গার আছে অগ্নি নাই, দেহ আছে তাহাতে জীবন নাই; দেব-মন্দির

বিদ্যমান আছে তাহাতে দেব-বিগ্রহ বিরাজমান নাই। প্রাচীন ভারতের শৌর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান-গরিমা ও মহত্ত্ব চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছে। গত কথা স্মরণে আর বৃথা পরিতাপে লাভ কি? মৃগী যখন ব্যাঘ্রের তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে সংবিদ্ধ হইয়া কাতরকণ্ঠে বিলাপ করে তখন সেই বিলাপধ্বনিতে বনস্থলী বিষাদে পূর্ণ হয় কিন্তু তাহাতে ব্যাঘ্ররাজের কি আসে যায়? সুতরাং বিভিন্ন হিন্দুসমাজ আত্মোৎসর্গ, স্বাবলম্বন এবং আত্মপোষণের জলন্ত দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষালোকে এবং সুসভ্য ইংরেজ শাসনাধীনে থাকিয়া উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হউন। একতায় বল, সম্মিলনে সিদ্ধি এই মহামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইয়া জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনে দৃঢ়সঙ্কল্প করুন। তাহা হইলে অবশ্যই আশা পূর্ণ হইবে, উদ্দেশ্য সফল হইবে। এ পার্থিবরাজ্যে ঈশ্বর কাহারও বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। বিকসিত কুসুমে তাঁহারই হাসি, পর্ব্বতের কঠিন দেহে তাঁহারই সামর্থ্য; সরোবরের স্বচ্ছ শান্ত ও সুরম্য সলিলে অথবা সমুদ্রের তরঙ্গসংকুল বিশাল বক্ষে তাঁহারই বিভিন্ন শোভা এবং সংসারের সর্ব্বত্র অর্থাৎ চেতন, অচেতন, অর্দ্ধচেতন সমস্ত পদার্থের সর্ব্বপ্রকার বিকাশ ও ক্রিয়াতেই তাঁহার ক্রীড়া ও লীলা। ভারতীয় সমগ্র হিন্দুসমাজও তাঁহার ক্রীড়া বা লীলাস্থল। সামান্য কীটপতঙ্গ যাঁহার করুণায় বঞ্চিত নহে এ বিশাল হিন্দুসমাজ জনসাধারণও তাঁহার অপার করুণায় বঞ্চিত হইবে না। অই দেখুন জলদাবৃত প্রাচ্য গগনের সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তে উন্নতির বিদ্যুদ্দীপ্তি খরতর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া সমগ্র পৃথিবী ঝলসিয়া দিতেছে এবং সেই আলোকে সমগ্র প্রাচ্যদেশে আশার ক্ষীণরেখা ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে এবং নৈরাশ্য-মেঘ ক্রমে অপসারিত হইতেছে। ভারতাকাশেও বিষাদের মেঘ অপসারিত হইবে এবং হিন্দুর জাতীয় অমানিশার অবসান হইয়া কালে পূর্ণচন্দ্রের প্রফুল্ল জ্যোৎস্নাও উছলিয়া পড়িবে, দুঃখনিশার অবসানে সৌভাগ্য-রবি আবার সমুদিত হইবে। ইতি।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা।

জন্মাষ্টমী।

কৃষ্ণ কৃপাহি কেবলম্।

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষ পরঃ।
জনিষ্যতে———— ভাগবত।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে— গীতা।

অবতার উপক্রমে, সুখের মথুরাভূমে,
ধরিলা অপূর্ব্বরূপ প্রকৃতি সুন্দরী।
প্রাবৃটের অবসানে, মথুরাবাসীর প্রাণে,
ভাতিল শরদ ধরি নির্ম্মল মাধুরী ॥১
নীলিম গগনতল, তারাগণ সমুজ্জল,
উজ্জ্বল সুধাংশুরশ্মি ছাইল গগন।
বিমল সরসীজল, প্রফুল্লিত শতদল,
বহিল প্রশান্তভাবে স্রোতস্বতিগণ ॥২

সৌরভে করি আকুল, ফুটিল কাননে ফুল,
ঝংকারিল শাখাদল ভ্রমর গুঞ্জনে।
মহারঙ্গে বিহঙ্গম, বর্ষি স্বর অনুপম,
পুরিল কানন বন মধুর নিঃস্বনে ॥৩
কুসুম-স্তবক বনে, প্রফুল্ল বল্লরী সনে,
রঞ্জিল শ্যামল পত্র বিচিত্র শোভায়।
ধীরে ধীরে সমীরণ, সুসৌরভে পূরি বন,
প্রমোদিত ঘ্রাণ ল'য়ে দূর বনে ধায় ॥৪
মহানন্দে যোগিগণ, হেরি কৃষ্ণ আগমন,
জ্বালিল যজ্ঞীয় কুণ্ডে হোম হুতাশন।
আনন্দে বিভোর ঋষি, প্রতীক্ষা করিছে বসি,
হেরিতে চরমচক্ষে বিষ্ণুর চরণ ॥৫
নির্জ্জন গুহায় বসি, চিন্তিছে কলুষদ্বেষী,
কবে হ'বে আর্য্যভূমে বিষ্ণু অবতার।
নাশি কংশ শিশুপালে, নরক অসুরদলে,
করিবেন ধর্ম্মরাজ্য অহিংসা বিস্তার ॥৬
অতীত দশম মাস, দেবকী হৃদয়ে ত্রাস,
কেমনে কংশের হস্তে রক্ষিবে নন্দন।
বসুদেব চিন্তান্বিত, আতঙ্কে ত্রাসিত চিত,
নাহি জানে হিতাহিত কর্ত্তব্য সাধন ॥৭
গভীরা রজনী অতি, কৃষ্ণাষ্টমী পুণ্যতিথি,
অন্ধকারে আবরিত নক্ষত্রমণ্ডল।
প্রফুল্লিত ভাদ্র মাস, মেঘাচ্ছন্ন মহাকাশ,
অবিশ্রান্ত বরষণে ভাসিছে ভূতল ॥৮
ঘন মেঘে অন্ধকার, রাজপথ মথুরার,
অন্ধকার কারাগার দূরান্ত প্রান্তর।
আঁধারে যমুনা জল, বহিতেছে কল কল,
উরধে উঠিছে উর্ম্মি ভীষণ আকার ॥৯
ভীমরবে প্রভঞ্জন, আলোড়িয়া মেঘগণ,
আলোড়িয়া বারিধারা যমুনা-জীবন।
মিসিয়া জীমূতমন্দ্রে, ধাইছে গগন কেন্দ্রে,
ভাতিছে বিজলী রঙ্গে দীপিয়া গগন ॥১০
কারাগারে ক্ষুদ্র দীপ, জ্বলিতেছে টিপ্ টিপ্,
উপবিষ্ট বসুদেব দেবকী সুন্দরী।
গর্ভ জন্ম যাতনায়, দেবকী মুমূর্ষু প্রায়,
সুশ্রূষা করিবে হায় নাহি সহচরী ॥১১
রোহিণী আশ্রয় করি, সর্ব্বলোকত্রাতা হরি,
ভূমিষ্ঠ হইলা সেই রুদ্ধ কারাগারে।
মহানন্দে দেবগণ, হরিপ্রেমে মুগ্ধ মন,
আবরিলা কারাগার প্রসূন-আসারে ॥১২
গন্ধর্ব্ব কিন্নর রঙ্গে, সুললিত স্বর সঙ্গে,
গাহিল কীর্ত্তন হরি অমর ভবনে।
সিদ্ধ-চারণগণ, স্তবিলা পরমধন,
নাচিলা অপ্সরাগণ বিদ্যাধরীসনে ॥১৩
নেহারি অদ্ভুত সুত, ত্রাসিত দেবকী চিত,
চতুর্ভুজ পীতাম্বর নীরদবরণ।
কিরীট মস্তকপরে, শোভিছে পঙ্কজ করে,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আয়ুধ উত্তম ॥১৪
শ্রীবৎস কৌস্তভ হৃদে, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পদে,
নবীন নীরদকান্তি অধর রসাল।
মস্তকে কুঞ্চিত কেশ, অপূর্ব্ব মণ্ডন বেশ,
আকর্ণ বিশ্রান্ত ভুরু নয়ন বিশাল ॥১৫
নেহারি অদ্ভুত মুখ, পাশরিলা সর্ব্ব দুখ,
ভাবিলা দম্পতী ইনি বিষ্ণু অবতার।
বিনম্র মস্তকে বসু, আরাধিলা দেবশিশু,
বলিতে লাগিলা ধীরে করি নমস্কার ॥১৬

দ্বিতীয় স্তবক।

তুমি ভগবান্, সর্ব্বশক্তিমান্,
তুমি বিষ্ণু অবতার।
আসিলে ধরায়, অতুল্য প্রভায়,
ধরি অদ্ভুত আকার ॥১
চতুর্ভুজাকার, কান্তি নীলিমার,
নহে মানবে সম্ভব।

জন্মমাত্র বেশ, সুবিশাল কেশ,
দেহে অপূর্ব্ব বিভব ॥২
মণ্ডনে সজ্জিত, পীত পরিহিত,
কিরীট মস্তকোপর।
শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, ধ্বজবজ্রাঙ্কিত,
নব-ঘন-কলেবর ॥৩
সাধিলে তোমার, যুগ অবতার,
রাখি ধর্ম্মের জীবন।
তব রুদ্ধ মাতা; বিষাদে তাপিতা,
কেবল তোমারি কারণ ॥৪
দেবকী সুন্দরী, জঠরেতে ধরি,
তোমার অপূর্ব্ব কায়া।
যুগযুগান্তর, সহিল অপার,
বিষম বিষাদ মায়া ॥৫
পিতৃরূপে আমি, তব অনুগামী;
বদ্ধ কমল চরণে।
অসুর তাড়না, ভীষণ যন্ত্রণা,
সহি তোমারি কারণে ॥৬
সংহারিয়া মায়া, ধর নরকায়া;
ত্রাসিতা দেবকী সতী।
হেরি চারিকর, গদা ভয়ঙ্কর;
ঘোর চিন্তান্বিত মতি ॥৭
নিশীথ রজনী, সুষুপ্ত ধরণী,
রুদ্ধ মোরা কারাগারে।
প্রহরীর দল, চকিতে চঞ্চল,
সদা চতুর্দ্দিকে ফিরে ॥৮
ঘোর অন্ধকার, বর্ষে নীরধার,
অবিশ্রান্ত মেঘদল।
মথিয়া ভুবন, স্বনিছে পবন,
যমুনা উছলে জল ॥৯
রুদ্ধ কারাগার, লৌহময় দ্বার,
শৃঙ্খলিত বাতায়ন।
প্রবেশ গমন; অসাধ্য সাধন,
নাহি পশে সমীরণ ॥১০
কংস দুরাচার, তব সমাচার,
পাইলে আনন্দে মাতি।
আছাড়ি শিলায়, বধিবে তোমায়,
নিবিবে কুলের বাতি ॥১১

তৃতীয় স্তবক।

উত্তরিলা দেবশিশু সুমধুর স্বরে,
বীণার ঝংকার যথা সুদূর কাননে।
"কি ভয় তোমার পিতঃ ভোজ নরবরে,
ল'য়ে যাও আজি মোরে নন্দের ভবনে॥" ১
হেরিলা দম্পতী সুখে দ্বিভুজ তনয়,
নাহি আর চারিকর বসন ভূষণ।
নাহি সেই দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত হৃদয়,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম আয়ুধ উত্তম ॥২
মহানন্দে কোলে করি দেবকীসুন্দরী,
চুম্বিলা যতনে সেই রকত অধর।
হেরিলা অপূর্ব্ব নীল-জলদ-মাধুরী,
পুঞ্জীকৃত জ্যোতিশ্চক্র মস্তক উপর ॥৩
নাহি দিব তব কোলে প্রাণের কুমার,
কহিলা বিষাদে সতী, নন্দের ভবনে।
যাইব তোমার সাথে ত্যজি কারাগার,
রাখিব হৃদয়ে আমি এ নীল-রতনে ॥৪
ক্ষান্ত হও প্রাণেশ্বরি! যোগমায়া বলে,
প্রসুপ্ত প্রহরীদল, দ্বার বাতায়ন।
কবাট বিমুক্ত, হের তব পদতলে,
বিলুণ্ঠিত লৌহময় শৃঙ্খল বন্ধন ॥৫
এত বলি কোলে করি শ্রীমধুসূদনে,
চলিলা একাকী বসু অতি ধীরপদে।
পিচ্ছিল মথুরা পথ, আঁধার বর্ষণে,
হুঙ্কারে জীমূতদল ভাতি ইরম্মদে ॥৬

দাণ্ডাইলা বসুদেব যমুনার তীরে,
হেরিলা আতঙ্কে তার ভীষণ তুফান।
উঠিছে সহস্র উর্ম্মি তরঙ্গিণী নীরে,
সফেন তরঙ্গমালা পর্ব্বত প্রমাণ ॥৭
কূলে বসি বসুদেব ভাবিতে লাগিলা,
হৃদে রাখি ভবার্ণব—অকূল-কাণ্ডারী।
কেমনে হইব পার বিপুল-সলিলা,
যমুনার উদ্বেলিত তরঙ্গিত বারি ॥৮
চমকিলা বসুদেব, নেহারি নয়নে,
অপূর্ব্ব দৈবের কীর্ত্তি, বহে তরঙ্গিণী।
দ্বিপাদ বিশুষ্ক পথ রাখিয়া যতনে,
চারিদিকে রঙ্গে খেলে সুকলনাদিনী ॥৯
পরপারে উঠি বসু হেরিলা সভয়ে,
বিচিত্র গোকুলধাম নন্দরাজপুরী।
দীপিছে সহস্রালোক সুখ নন্দালয়ে,
সুদূরে শোভিছে যেন অমরনগরী ॥১০
পালিতে দেবের আজ্ঞা বিধির নিয়ম,
সমুদিতা যোগমায়া যশোদা উদরে।
কৃষ্ণা-নবমীর তিথি সুপ্ত-জনগণ,
শান্তি-সুখ বিরাজিত গোকুলনগরে ॥১১
উন্নত প্রাসাদকক্ষে যশোদাসুন্দরী,
শয়িতা পর্য্যঙ্কোপরি কোমল শয্যায়।
ভাতিছে অনিন্দ্যদেহে লাবণ্য মাধুরী,
জ্বলিছে আলোকমালা উজ্জ্বল প্রভায় ॥১২
গভীর নিদ্রায় মগ্না যবে গোপেশ্বরী,
প্রসবিলা কন্যারত্ন সুন্দর আকার।
মায়ার প্রভাবে সুপ্ত যত সহচরী,
অনর্গল বাতায়ন সর্ব্ব-গৃহ-দ্বার ॥১৩
হেনকালে উপনীত মহাভীত বসু,
থরথরি কাঁপিতেছে জীর্ণ কলেবর।
হৃদিপরে বিরাজিত পূর্ণব্রহ্ম-শিশু,
স্বর্গীয় আলোকে দীপ্ত নবীন-অধর ॥১৪
নন্দরাণী-কোলে রাখি হৃদয়ের ধন,
তুলিয়া লইলা কন্যা মায়ার নিকার।
ধীরপদে নন্দপুরী করিয়া বেষ্টন,
প্রবেশ করিলা পুনঃ ভীম-কারাগার ॥১৫

সম্পাদকস্য।

ধার্ম্মিক চন্দ্রকুমার নাগ।

হুগলি জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী সমাজের সৌপায়ন গোত্রীয় কায়স্থ-কুলাবতংশ নাগ-বংশীয় ৺রামচন্দ্র খাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ নবাবের আমলে তথায় সমাজ সংস্থাপনপূর্ব্বক বহু-কালাবধি বসবাস করতঃ চাকুরী উপলক্ষে ক্রমে গঙ্গার পূর্ব্বপারে আসিয়া নানাস্থানে বসতি স্থাপন করেন। উক্ত ৺রামচন্দ্র খাঁর পৌত্র ৺গণেশচন্দ্র বাগহাট মহকুমার অধীন প্রথমতঃ বৈটপুর কিঃ ভদ্রপাড়া ও পরে বাসা-বাটী গ্রামে বসবাসকালে তদীয় পুত্র ৺নীলকণ্ঠ ও পৌত্র ৺রামানন্দ নাগ মজুমদারের সময় হোগলা পরগণার অন্তর্গত হুড়কা দিগরাজের সামিলিয়ত তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া-ছিলেন। উক্ত ৺রামানন্দ নাগ মজুমদারের প্রপৌত্র ৺চন্দ্রকুমার নাগ মজুমদার মহাশয় নিজ পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে এবং সৌজন্যতায়

বিস্তর ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি সন ১২৩০ বঙ্গাব্দে শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবে তাৎকালিক গ্রাম্য বিদ্যালয়েই শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই ধীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিপালক এবং চিন্তাশীল পুরুষ ছিলেন, ইঁহার ৭টি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র ৺রামলাল নাগ মজুমদার একটী পুত্র ও তিনটি কন্যা রাখিয়া তাঁহার জীবিতকালেই অকালে কালকবলে নিপতিত হন, তাহাতে তিনি জ্ঞানবলে কখনও শোকাভিভূত হইয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। পুত্রগণকে এরূপ শিক্ষাদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের দেবতা ও গুরুজনের প্রতি অচলাভক্তি আছে এবং বৈষয়িক ও সামাজিক কাজে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য হইয়াছেন। সামাজিক ও বৈষয়িকাদি কার্য্যে কুটপ্রশ্নের মীমাংসায় ইনি অসাধারণ ক্ষমতাশালী এবং সুক্ষ্মদর্শী ছিলেন বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে। নিজ ক্ষমা, ঔদার্য্য ও সমদর্শিতাগুণে সাধারণের এবং প্রজাপুঞ্জের ভক্তির পাত্র ছিলেন।

কুটীল সংসারের মায়ায় তাঁহাকে কখনই মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। সর্ব্বদাই ন্যায় এবং ধর্ম্মের পথে থাকিয়া সাংসারিক জীবন অতিবাহিত করিয়া শেষে বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া সুযোগ্য পুত্রগণের হস্তে বৈষয়িক কার্য্যের ভার ন্যস্ত ও রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া গত ১৩০৫ সালে গঙ্গাবাসী হন। তথায় কয়েক বৎসর অবস্থিতির সময় আত্মীয়গণ ও প্রজাসকল সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া সংসারশক্তির পথউন্মুক্ত করিতে প্রয়াসী হইলে শান্তির ব্যাঘাত হইতেছে অনুভব করিয়া বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সস্ত্রীক ৺কাশীধামে গমন করিয়া শান্তিলাভ করেন। গত ১৩১২ সালে সাবিত্রীতুল্যা, পতিব্রতা, সহধর্ম্মিণী ৺কাশীধামে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হইয়া মনস্কামা হইলেন, তাহাতেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও শোকাভিভূত কিংবা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হইয়া প্রাত্যাহিক নিত্যকর্ম্মাদি পূর্ব্ববৎ করিতে থাকিলেন। সুযোগ্য, মাতৃভক্ত, ধার্ম্মিক পুত্রগণ যথাসময়ে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন করতঃ তদীয় আত্মকৃত্যে ৺কাশীধামে, নিজ দেশে ও খুলনার বাড়ীতে বিস্তর মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও স্বজাতি এবং অন্যান্য বহুতর জাতি সমেত কাঙ্গালীগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া যথাযোগ্য সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন।

ধার্ম্মিক চন্দ্রকুমার নাগ মজুমদার মহাশয় বৃদ্ধবয়সেও যুবার ন্যায় উৎসাহী ও কার্য্যক্ষম ছিলেন, প্রত্যহই পদব্রজে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার বাটীতে গমন ও সান্ধ্যাহ্নিক, জপাদি তাঁহার নিত্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য ছিল। প্রতিমাসের সংক্রান্তি ও পূর্ণিমাতে ৺কাশীবাসী সদ্‌ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণকে ভোজন ও যথাযোগ্য দক্ষিণাদি দানে পরিতুষ্ট করিতেন। গরীব, কাঙ্গালীদিগকে অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা সাহায্য করাও তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। সংসার হইতে বহুদূরে থাকিলেও তিনি কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গের সুখ, শান্তির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন। কেহ কোনও প্রকার অভাব বা অসুবিধা জানাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ পূরণ করিবার অনুমতি দিতেন। পিতৃ আজ্ঞা পালনকারী সুযোগ্য ও ধার্ম্মিক পুত্রগণও সর্ব্বদাই পিতৃ আদেশ শিরোধার্য্য করিতেন এবং তাঁহার পদসেবায় নিরত থাকা প্রধানতম কর্ত্তব্যজ্ঞানে ৺কাশীধামে

কেহ না কেহ উপস্থিত থাকিয়া কায়মনোবাক্যে সেবাযত্ন করিতেন। পৌত্রগণও তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করিয়া তথায় তাঁহার পদসেবা করিয়া আসিতেন। এরূপ ভাগ্যবান্ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

পরমভাগ্যবান্, কায়স্থ-কুলতিলক, স্বনামখ্যাত চন্দ্রকুমার নাগ মজুমদার মহাশয় গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার বেলা আন্দাজ ১টার সময় ৺কাশীধামে সজ্ঞানে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্রগণের সহিত পার্থিব সম্বন্ধ ত্যাগ করতঃ মরজগৎকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইলেন। তারের সংবাদে জ্ঞাত হইয়া এতদ্দেশবাসিগণ চন্দ্রকুমারের বিহনে কৃষ্ণপক্ষের আগমন বিবেচনা করিয়া শোকে অভিভূত হইলেন। সুযোগ্য পিতৃভক্ত পুত্রগণ যথানিয়মিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া জ্ঞাতিগণসহ নিয়মিতকাল পর্য্যন্ত শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া যথাকালে ৺কাশীধামে আদ্যকৃত্য, বৃষোৎসর্গ ও মচলন্দ এবং নিজ বাটীতে ষোড়শ ও দানসাগর ব্রতাবলম্বী হইয়া যথাশাস্ত্র যজুর্ব্বেদমতে আদ্যকৃত্যাদি ক্রিয়াকর্ম্ম সমাধা করিলেন। এতদুপলক্ষে পিতৃভক্তিপরায়ণ তদীয় ধার্ম্মিক পুত্রগণ সাধ্যাতীতভাবে দেশস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতি জাতির সমাবেশ করতঃ ভূরি ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কতিপয় ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ও কলিকাতার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ ও জ্ঞানবৃদ্ধ পূর্ব্ববঙ্গের নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় ও আনুষ্ঠানিক কায়স্থসভার আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী প্রভৃতি বহুতর অধ্যাপক পণ্ডিত মহোদয়গণ ও দেশস্থ বহুশত সামাজিক ব্রাহ্মণ এবং স্বজাতি (বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন, মৌলিক ও বংশজ) মহাত্মাগণ এবং বৈদ্য, বারুজীবি, কর্ম্মকার, বণিক, ভট্ট, রামায়েত, কাঙ্গালী, বৈরাগী প্রভৃতি বহুসহস্র হিন্দু এবং বহুশত মুসলমান (নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত)-দিগকে যথাযোগ্য সম্মানে সম্মানিত করতঃ (কাহারও নিকট হইতে কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া) যথাস্থানে পরিতোষপূর্ব্বক চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়াদি দ্বারা ভূরি ভোজনাদি কার্য্যে এদেশে একটি অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। উক্ত শ্রাদ্ধের দিবসে, সুবক্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী মহোদয় ওজস্বিনী ভাষায় সভাস্থলে কায়স্থের বর্ণধর্ম্ম এবং উপনিবেশী ও গৌড়ীয় আদিম কায়স্থগণ যে সকলেই শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব-বংশধর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়া প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দ্বারা অনুপবীতী কায়স্থগণকে সত্বরই আচারবান্ হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং তাহাতে সকলেই স্বীকৃত হওয়ার পর নলধা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মিত্র বি, এ ও কাড়াপাড়া স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় দেববর্ম্মা বি, এ মহোদয়দ্বয় বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সকলেরই কর্ত্তব্যাবধারণ করেন, এবং ৩। ৪ দিন অনবরত নামসংকীর্ত্তনে সকলেই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ৺কাশীধামেও আদ্যকৃত্য ও বৃষোৎসর্গোপলক্ষে ষোল আনা অধিষ্ঠানে এবং অধ্যাপক ও সামাজিক নিমন্ত্রণে দুই দিনে প্রায় ৬ হাজার মহামহো-

পাধ্যায়, অধ্যাপক, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বহুতর জাতি ও কাঙ্গালীগণকে পরিতৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন ও যথাযোগ্য সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন।

এই সুমহৎ কার্য্যোপলক্ষে তদীয় পুত্রগণ অনাথা নিঃস্ব কায়স্থ-বালকবালিকাদিগের শিক্ষাদি উন্নতিকল্পে একটি ধনভাণ্ডার স্থাপিত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরাও আশা করি তাঁহাদের এই শুভেচ্ছা শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইবে।

শ্রীসম্মথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা।

মায়ের আগমন।

"অপারে মহাদুস্তরে অত্যন্ত ঘোরে,
বিপদ সাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারি নৌকা
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।"

বর্ষার নিশা প্রভাত হইয়াছে। প্রকৃতি হাসিতে হাসিতে সাজগোজ করিতে বসিয়াছেন। আকাশে চাঁদের আলো খেলা করিতেছে। কাদম্বিনী বলাহকের ন্যায় উড়িয়া উড়িয়া আকাশ হইতে পলাইতেছে। বাপী ও তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ে নলিনী ও কুমুদিনী পরস্পরের প্রতি অসূয়া পরবশ হইয়াই যেন নিজ নিজ রূপের গৌরব বিকাশ করিতেছে। সৌরভ-ভাণ্ডার সেফালিকা প্রভৃতি কুসুমরাশি ধরণীর পদে অঞ্জলি প্রদান করিতেছে। নানাবিধ জবা বৃক্ষে বৃক্ষে প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকৃতির লাবণ্য বৃদ্ধি করিতেছে।

শরৎ আসিয়াছে। সুকণ্ঠ বিহগকুল প্রভাতী গাহিয়া জীবকুলকে আমোদিত ও আনন্দসলিলে অবগাহিত করিতেছে। বিশ্বের এক অপরূপ ভাব আসিয়া উপস্থিত। এহেন শরৎকালে মা! তোমারি বর্ষান্তে আসিবার সময় তাহা-তেই সমগ্র বঙ্গদেশ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে। আনন্দময়ীর আগমনে বঙ্গের নিরানন্দ অন্ধকার নিদূরিত হয়, তাই মা! তোমারি জন্য সারা বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া আছি। তুমি কেমন করিয়া দুর্ব্বল সন্তাননিচয়কে বিস্মৃতি-সরিতে বিসর্জ্জন দিয়া নীরবে থাক মা! বুঝিতে অক্ষম। আমরা অকৃতী-সন্তান-সন্ততি, মায়ের মুখ দেখিব বলিয়া কত আশা ভরসা বুকে বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকি; কিন্তু মা এমনি নির্দ্দয়া যে, তৎপ্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই। জগন্মাতঃ! একবার বিশ্ববিমোহিনীমূর্ত্তিতে এ অধম সন্তানের হৃদয়-মণ্ডপে উপস্থিত হও। এবার গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি। মা! সমস্ত বৎসর তোমাকে দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু তুমিও কি তোমার ঐ তিন চোখে সন্তান-সন্ততি দেখিতে পাও না? কি আহ্লাদেই তুমি আবকারির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডা ভোলানাথকে লইয়া সংসার ভুলিয়া পড়িয়া থাক বুঝিতে পারি না। সমগ্র বসুধা যাঁর সন্ততি তাঁর পক্ষে ঐরূপ উদাসীনের সঙ্গে উদাসীনা হইয়া থাকিলে চলিবে কেন? জগতে যে কি হইতেছে—তনয় ও তনয়া যে কি ভয়ানক

যাতনা ভোগ করিতেছে তাহা কি মা তোমার হৃদয়ে একবারও জাগে না? তুমি যখন বম্ ভোলানাথের গৃহিনী তখন তোমাকে ঐরূপ ক্রিয়াই সম্ভবে।

মা দশভুজে! তুমি এরূপ সাজে আস কেন? দশ হাতে দশ প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, ভীষণ কেশরীপৃষ্ঠে চাড়িয়া কেন মরা অসুর মারিবার জন্য ভক্তগৃহে উপস্থিত বুঝি না। কোন্ কালে অসুর বধ করিয়াছিলে—(কোনকালে কেহ দেখিয়াছে কি না সন্দেহ) তুমি কতকগুলি দৈত্য-দানব সংহার করিয়া দানবদলনী নাম পাইয়াছ তাহাই দেখাইবার জন্য বুঝি ভক্তের মণ্ডপে উপস্থিত হও। বিষ্ণু একার্ণব শয্যায় অঘোর ঘুমের ঘোরে সুষুপ্তি সম্ভোগ করিতেছিলেন তুমি তখন যোগনিদ্রামূর্ত্তিতে তাঁহার নয়নযুগলে আসন পাড়িয়া বসিয়াছিলে। কমলযোনি স্বয়ং ব্রহ্মা মধুকৈটভ ভয়ে নিপীড়িত হইয়া তোমার স্তব স্তোত্র পাঠ করিয়া বৈষ্ণবী-শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। মধুকৈটভের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন পুরাণের মুখে শুনিতে পাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আমি যে এই মোহ-শয্যায় শয়িত হইয়া রহিয়াছি কাম, ক্রোধ দুই সহোদর দ্বিতীয় মধুকৈটভমূর্ত্তিতে আমাকে একবারে পদতলে বিদলিত করিয়া নিয়ত নাস্তানাবুদ করিতেছে তাহা কি মা! তোমার তিনটী চোখের একটী চোখেও পড়িতেছে না? যদি তুমি মধুকৈটভ বধ করিয়া থাক—বিষ্ণুশক্তিতে, তবে আমি যে বর্ত্তমান মধু-কৈটভ দ্বারা এতদূর পর্য্যন্ত নিপীড়িত হইয়া অহর্নিশি ত্রাহিমে ত্রাহিমে বলিয়া তোমাকে প্রাণের সদর দ্বার খুলিয়া ডাকিতেছি তাহা কি তোমার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতেছে না? বিশ্বের যাবতীয় শব্দ তোমার কাণে যায় আর আমার এই ক্ষীণকণ্ঠজাত সুস্পষ্ট করুণ ধ্বনি তোমার কাণের ছিদ্রে প্রবেশ করিতেছে না? যমজ দৈত্যদ্বয় আমার জিহ্বা টানিয়া ধরি-য়াছে—বুকের উপর হাটু পাতিয়া বসিয়া আমার প্রাণ বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছে, আর আমি তোমার ঐ অভয়পদপ্রান্তে আশ্রয় পাইব আশায় জীমূতগম্ভীর নিনাদে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া ডাকিতেছি তুমি শুনিয়াও শুন না—দেখিয়াও দেখ না এ তোমার কেমন ধারা সন্তান বাৎসল্য? অথবা মা! তুমি এখন অত্যন্ত প্রাচীনা বোধ হয় পুরাকালে তুমি যে মধুকৈটভ বধ করিয়াছিলে তাহারা বর্ত্তমান মধুকৈটভ অপেক্ষা কম শক্তিশালী ছিল তাই তুমি অনায়াসে সংহার করিয়া তাহাদের মেদ দ্বারা মেদিনীর সৃষ্টি করিয়া-ছিলে। কাম ও ক্রোধ দুই-ই অবিদ্যা-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে মোহশয্যায় শয়িত দেখিয়া নিদ্রিতাবস্থায়ই আক্রমণ করি-য়াছে—আমাকে আর পাশ ফিরিতে দিতেছে না। মা দনুজদলনী জগত্তারিণী শ্যামা! তবে কেন তুমি সন্তানের এই অপরিসীম কষ্ট ও যাতনা দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছ? এবার তোমায় ছাড়িয়া দিব না—যে পর্য্যন্ত এই ভূতগৃহে ঐ দানবের অত্যাচার নিবারিত না হয় সে পর্য্যন্ত মা! তোমাকে ছাড়িয়া দিব না। এবার আমার পূজা তিনদিনের জন্য নয় যে পর্য্যন্ত ঐ মধুকৈটভ বধ না হয় সে পর্য্যন্ত তোমাকে দিবারাত্রি প্রহরণকরে তুমুল যুদ্ধ করিতে হইবে। মোহনিদ্রাকে অপসারিত করিতে হইবে—তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।

আমি আর পুতুল পূজা করিতে চাই না। তোমার প্রতিমা দেখিয়া শুধু মুগ্ধ হইব না। তোমাকে জাগ্রতভাবে এই লঘু-প্রাণের মধ্যে ভরিয়া ঐ দৈত্যদ্বয়ের ভুজবলকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিব। এই আশায় এবার পথপানে চাহিয়া আছি। কামক্রোধের সহিত আর সন্ধি নাই। হয় এই পঞ্চভূতাত্মক দেহপিঞ্জরে তাহারা তাণ্ডব নৃত্য করিবে আমি পলাইয়া যাইব, না হয় আমি মায়ের ঐ রাতুলচরণ বক্ষে ধরিয়া জগজ্জননী বিশ্বপ্রসবিনীর কৃতী-সন্তানের ন্যায় নৃত্য করিব, আর উহারা মায়ের শ্রীমন্দিরে লৌহশৃঙ্খলে—কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ থাকিবে। মা আমার জগতজোড়া বিশ্ব-ভরা। মা ছাড়া জগতে সূচির অগ্র পরিমাণ স্থানও নাই। মধুকৈটভের ন্যায় দুই সহোদর কাম ও ক্রোধ সকল সময়ে একত্র থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। আর তাহাদের পদভরে আমার এই দেহ-গৃহ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই মা! এবার আমাকে উহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি দেও। এস, তুমি আমার হৃদয়-আসনে উপবেশন করিয়া বগলামূর্ত্তিতে ঐ ভীষণ বৈরী দৈত্যের রসনা স্ব-করে টানিয়া লইয়া মুদ্গর প্রহারে উহাদিগকে সংহার কর। এই আমার এবারের সপ্তমী পূজা। মধুকৈটভরূপ কামক্রোধ দুই সহোদর বধাধ্যায় প্রথম দিনের পূজা। গীতা সত্যই বলিয়াছেন—"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ, কামাৎ ক্রোধহভিজায়তে।"

কামকে একটু নির্জ্জিত করিলেই সে একে-বারে পদদলিত ফণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া সহোদর রাগকে ডাকিয়া তুমুল যুদ্ধের উদ্যোগ-পর্ব্বের অভিনয় করে। মা! ছাগ বলিতে যদি তোমার পূজার পর্য্যাবসান হয় তবে আর জীবনে হইল কি? যে তিমিরে ভাসিয়া ভাসিয়া অনন্তসাগরে চলিতেছিলাম, সেই তিমিরেই সমাচ্ছন্ন রহিলাম। তাই এবার এই ভাঙ্গা সেতারে তারযোজনা করিয়া—তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া—

"নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে,
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে;
নমস্তে জগদ্বন্দ্য পদারবিন্দে,
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥"

বলিয়া মহাসঙ্গীত গাইব মনে করিয়াছি। মা! তুমি আমাকে এ মধুকৈটভের অত্যাচার হইতে উদ্ধার কর। আর সহিতে পারি না। এবার ছাগলছানা দিয়া পূজা করিতে বাসনা নাই। যদি তোমার পূজা করিতে পারি তবে ঐ দুই দৈত্যই তোমার কাছে বলি দিব।

পূজার দ্বিতীয় দিনই মহাষ্টমী। আজ বিশ্বের সমস্ত বস্তুর ও দেব-দেবীর পূজা। মা! আমার সম্মুখে জগত আলোকিত করিয়া দাঁড়াও একবার; এই মহাতিথিতে তোমার পূজা করিয়া দানব-মানব-মিশ্রিত-জীবন দেব-জীবনে পরিণত করিবার বাসনা। ব্যোম গঙ্গার পবিত্র সলিলে—সর্ব্বতীর্থোদকে—পঞ্চকষায়ে—নিশাজলে তোমার মহাস্নান করাইয়া তোমার অর্চ্চনা করিব। আজি মহিষাসুর বধ করিবে বলিয়া মা তুমি উগ্রমূর্ত্তিতে আমার নিকট দণ্ডায়মান হও। আমি মহিষাসুরের একান্ত আজ্ঞাবহ কিঙ্কর। তাহারই আদেশে প্রতি-বেশীর যথাসর্ব্বস্ব ছলে আত্মসাৎ করিবার কু-অভিপ্রায়ে দিবানিশি গোপনে গোপনে অসৎ উপায় অবলম্বনে নিরত রহিয়াছি। মা শরণ্যে! এবার তোমার ঐ পদে এ অধমকে আশ্রয়

দিয়া মহিষাসুররূপ আমার লোভাসুরকে বধ করিয়া নিস্তার কর। বিশ্বসংসার আমার হইলেও যেন পরিতৃপ্তি হইতেছে না। লোভে আমাকে এরূপভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহার করাল কবল হইতে কবে যে নিষ্কৃতি পাইব তাহার কোন নিশ্চয় নাই। তাই আজি মহাষ্টমীর দিনে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী মা আমার সম্মুখে আসিয়া মাভৈঃ! মাভৈঃ! রব তুলিয়া আশ্বাস দিতেছেন। মা! বিপুল সৈন্যে পরিচরিত মহিষাসুরের ন্যায় লোভনামক মহাদানবকে এই যজ্ঞে সংহার করিয়া তোমার এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম সন্তানকে উদ্ধার কর। লোভের ক্রীতদাস হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে যে কত কুৎসিৎ কার্য্য অনায়াসে সম্পাদন করিয়া মানবত্বের পরিবর্ত্তে দানবত্ব খরিদ করিতেছি তাহা বর্ণনাতীত। মা কমলাক্ষি! একবার কৃপাকটাক্ষপাতে তোমার করস্থিত অসি উত্তোলন করিয়া আজ এই মহাযজ্ঞে লোভের মুণ্ড ছেদন করতঃ পূর্ণাহুতি দেও মা। লোভে আমাকে যেরূপ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, আমি আর আমার নাই। তোমার পূজা কেমন করিয়া করিব। তোমার অনন্তশক্তির কণামাত্র শক্তি দ্বারা এই লঘু প্রাণকে অনুপ্রাণিত করিয়া এ জীবনসংগ্রামে জয়মাল্য পরাইয়া দেও। আমার নিজের কোন শক্তি নাই—যে শক্তির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া মহিষাসুররূপী হৃদয়নিহিত লোভকে সম্মুখসমরে পরাজিত করিতে পারি।

মায়ের পূজার তৃতীয় দিন মহা মহানবমী। ভাই! সাবধান হইয়া কার্য্য কর। মধু-কৈটভ ও মহিষাসুর বধ হইল কিনা বুঝিয়া মায়ের নিকট শুম্ভনিশুম্ভ রক্তবীজ বধের জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতে থাক। এই মহানবমীর নিশা প্রভাত হইলে পুনরায় গভীর তিমিরে ডুবিয়া যাইবে। ঘোর অন্ধকারে পুত্রকলত্রাদি লইয়া সংসার-সাগরে ভাসিবে। এই দিন সরিয়া গেলে আর আসিবে না। মা! এ পামরের প্রতি কি দয়া হইবে না? এ নরাধম চিরকালই কি নরককুণ্ডে ডুবিয়া বিষয় বিষয় করিয়া বিষপানে উন্মত্ত থাকিবে? একবারও তোমার অনন্ত পিয়ূষ সাগরের কণামাত্র আস্বাদন করিতে পাইবে না? মা! এই মহানবমীর দিনে অবিদ্যার গর্ভজাত মোহ মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি শুম্ভনিশুম্ভ রক্তবীজগণের অতুলিত সংগ্রাম আমার এই ক্ষুদ্র কঙ্কালাবশিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ দেহক্ষেত্রে অবিরাম চলিতেছে। আমাকে একেবারে ঝালাপালা করিয়া ফেলিয়াছে। আমার আর উপায় নাই তাই আজ মা! তোমার শরণাপন্ন হইয়া কাতর-কণ্ঠে তোমার কৃপাভিক্ষা চাহিতেছি। মা মা বলিয়া চীৎকার করিতেছি। আজি এই মহাসমরে তুমি মা সেনাপতি হইয়া সংগ্রামে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ কর। দেখিও যেন পূর্ব্বজয়ের স্মৃতিতে আততায়িগণকে ক্ষুদ্রবোধে অস্ত্রশস্ত্র চালনে উপেক্ষা না কর। মা! শুম্ভনিশুম্ভ পূর্ব্বে তোমার করে সংহার হইয়াছে সত্য—কিন্তু এসব দৈত্য তেমন নয়। তাহাদের অপেক্ষাও ভয়ানক ও যুদ্ধবিশারদ। মদের অতুল তেজে জগতকে আমি সম্পূর্ণ তেজহীন ও নিষ্প্রভ দেখিতেছি—মোহের চসমায় রাত্রিকে দিন ও দিনকে রাত্রি দেখিতেছি। মাৎসর্য্যের প্রভাবে আমি অস্তিত্ববিহীন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। মা! আমার এই দানবগৃহটীকে দেব-মন্দিরে পরিণত করিয়া দিবে আকাঙ্ক্ষায় নগণ্যের

এই পূজার আকিঞ্চন। ঢাক ঢোলের বাদ্যে আমি শ্রবণবিবর বধির করিতে চাই না—ফুল-ফলে মণ্ডপ পূর্ণ করিতে চাই না। তোমার নামে কুম্ভক করিয়া পদ্মাসনে বসিয়া মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সূক্ষ্মপথে বিচরণ করিতে বাসনা। মা! এই শক্তিহীন ভীরু, কাপুরুষ, মদ প্রভৃতি অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। সংক্ষেপে বলি আজ আমাকে সামান্যবোধে তাচ্ছিল্য করিয়া ছাড়িয়া দিও না। আমার ভিতরে শুম্ভনিশুম্ভ রক্তবীজ প্রভৃতি দানবগণের যে আসুরিক ক্রিয়াকলাপ অহর্নিশি চলিতেছে সেই দনুজগণকে নির্জ্জিত ও সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া সেই স্থলে শান্তি-রাজ্য স্থাপন কর। আর তুমি নিজে সেই শান্তির মণ্ডপে রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিয়ত আমাকে সহস্রার বিনির্গত পিযূষ-মদিরা পান করাইয়া—উন্মত্ত করিয়া দেও। মা! তোমার নামে পাগল হইয়া "জয় দুর্গে দুর্গতিহরা" বলিয়া গম্ভীর নিনাদে জগৎ কাঁপাইয়া আজিকার এই মহাযজ্ঞে তোমার পদতলে আত্মবলিদান দিয়া পূজার পরিসমাপ্তি করিব এই বলবতী বাসনায় তোমার এই নগণ্য অকৃতী সন্তান তাহার এই পূজার আয়োজন করিয়াছে। আমি শুম্ভ-নিশুম্ভাপেক্ষাও ভয়ানক দানব। আমাকে পরাস্ত করা তোমার পক্ষে বড় সহজ মনে করিও না। মা! দয়া করিয়া এ দানবকে দেবত্বে লইয়া যাও—নরককে স্বর্গে ও এই মহাশ্মশানকে দেবকেলী কাননে পরিণত কর। এই মাংসাদি বিনির্ম্মিত দেহকে দেব-মন্দির করিয়া তোল। মা! এ অকিঞ্চনের এই একমাত্র প্রার্থনা। মধুকৈটভ হইতে আরম্ভ করিয়া নিশুম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত দানবের সমবায়ে যদি কোন একটী দানবের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় তাহা হইলেও এ দানব তাহা অপেক্ষা ভীষণতর ও দুর্দ্ধর্ষ। তাই বলি মা! এ দানব সংহার করিতে কখনও উপেক্ষা করিও না। এবার এই পর্য্যন্ত।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

সত্যব্রতগীতাধ্যায়ী।

আগমনী।

এস মা শঙ্করী শিবে বসুধাপালিনি!
বর্ষান্তে কৈলাস হ'তে এস গো জননি!
শরণ্যা বরেণ্যা তুমি কৈবল্যদায়িনী,
দুস্তরে জলধি জলে বহিত্ররূপিণী;
তব সমাগমে মাতঃ আনন্দ-সাগরে,
ভাসিবে সমগ্র বঙ্গ ভাবিছে অন্তরে;
সে আশায় বান্ধি বুক নমিত মস্তকে,
চেয়ে আছে বঙ্গবাসী পূর্ণেন্দুভালিকে!
হাসিছে নির্ম্মল শশী বসিয়া গগনে,
সপ্তবিংশ দক্ষবালা দয়িতার সনে;
হাসিছে সলিলে চারু ফুল্ল কমলিনী,
সাদরে দ্বিরেফে ডাকে হ'য়ে প্রমোদিনী;
বিশ্বের অতুল শোভা হেরি জলেস্থলে,
এহেন শরতে মাতঃ এস কুতূহলে;

জয় মা ঈশানী তারা দুর্গতিহারিণী,
বিশ্বপ্রসবিনী দুর্গা অধমতারিণী;
জয় মা শৈলেশবালা শিবসোহাগিণী,
জয় মা পূর্ণেন্দুভালা দৈত্যসংহারিণী;
জয় মা শিবানী উমা অনন্তরূপিণী,
দুর্গমে চরমে মাতঃ তুমি উদ্ধারিণী;
কি হেরিতে বঙ্গে মাগো তব আগমন,
শ্মশান বঙ্গের ক্ষেত্র কর নিরীক্ষণ;
উর্ব্বরা সুফলা ভূমি মরুসম প্রায়,
হেরিয়া বিদরে নাকি পাষাণ-হৃদয়?
ভূধরনন্দিনী তুমি পাষাণের হিয়া,
নাহি ঝরে অশ্রু তব দুর্দ্দশা হেরিয়া?
গৃহে গৃহে আর্ত্তনাদ অভাবের তরে,
অন্নশূন্য আজি দুর্গে অন্নদার ঘরে!!!
স্বহস্তে বিতরি অন্ন সমগ্র জগতে,
অন্নপূর্ণা নামে ধন্যা সমস্ত মহীতে;
সে আখ্যা ধরিবে মাতঃ বল বা কেমনে,
অন্ন বিনা তব পুত্র মরে প্রতিদিনে;
কাশীতে যে অন্নপূর্ণা—নামমাত্র সার,
জড়মূর্ত্তি বলি মাতঃ প্রতীতি আমার;
থাক্‌তো যদি অন্নপূর্ণা বঙ্গে কোনস্থানে,
নয়তো কি বঙ্গের পুত্র কভু অন্ন বিনে?
এসেছ যদি বা বঙ্গে চা'ও চক্ষু মেলি,
কি সুখে করিছে বাস তব সুতগুলি;
রোগ শোকে জর্জ্জরিত বঙ্গবাসী যত,
একে একে প্রতিগৃহে দেখ ক্রমাগত;
কোন গৃহে কান্দিতেছে জনক জননী,
হারা'য়ে অকালে পুত্র নয়নের মণি;
পশে নাকি সেই স্বর শ্রবণবিবরে,
নেত্র হ'তে একবিন্দু অশ্রু নাহি ঝরে?
বর্ষ ভরি কোথা তুমি থাক সব ভুলে,
এই কি মায়ের স্নেহ? কোন্ শাস্ত্রে বলে?
তিনদিন ভক্তগৃহে আমোদহিল্লোলে,
থাকিয়া চলিয়া যাও অতি কুতূহলে;
মনে রেখো পুত্রকন্যা, তব পরিজন
তব মুখাপেক্ষী সবে করিও চিন্তন;
সমর্পি দিও না মাতঃ নিয়তির করে,
তবে আর তব পূজা কেন ঘরে ঘরে?
ফলমূল কর্ম্ম সত্য, সেই হেতু ভবে
ফলিছে কর্ম্মের ফল বিপুল মানবে;
এস এস ভবদারা ভবানী রুদ্রাণী,
হৃদয় মণ্ডপে পূজা লও গো জননি!
জ্ঞানের জ্বলুক বাতি, ভকতি কুসুমে
শ্রদ্ধার চন্দনে মাখি অর্পিব চরণে;
দিব আত্ম-বলিদান করেছি বাসনা,
ষড়রিপু বলি দিয়া পুরাব কামনা;
অহিংসা পরমধর্ম্ম শাস্ত্রের বচন,
কভু না করিব আর চরণে দলন;
বিজয়ার কোলাকুলি রাখিব স্মরণে,
হইব যাজ্ঞিক পর দুঃখ বিমোচনে;
নিয়ত দেখিব অন্যে আপন সমান,
মায়ের সন্তান সবে, জাগুক পরাণ;
গাও সবে সমকণ্ঠে কাঁপাইয়া ধরা,
এসেছে তারিণী দুর্গা সর্ব্বদুঃখহরা;
দুর্গমে পতিত জনে উদ্ধারকারিণী,
এসেছে অভয়া শিবা বিপদ-নাশিনী;
ভুলিয়া কলত্রপুত্র ভুলি পরিজন,
জয়-দুর্গাপদে কর আত্মসমর্পণ;
যার নামে জাগ সব, লও সবে কোলে,
ভূতল ত্রিদিব হ'বে প্রেম-মন্ত্রবলে।

ওঁ শান্তি।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

তীর্থদর্শন।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

বারাণসীক্ষেত্রের বিষয় বর্ণন করিবার অগ্রে, শ্রীবৃন্দাবনধামের কতিপয় দৃশ্যাবলীর চিত্র পাঠকগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। গোবর্দ্ধন ভ্রমণকালে সুন্দর সুন্দর বালকগণ করতালী দিয়া নাচিতে নাচিতে আমাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইত ও সমস্বরে গাহিত—

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড আর গিরিগোবর্দ্ধন।

মধুর মধুর বাজে বাঁশী, এই বৃন্দাবন।

তাহাদিগকে দুই এক পয়সা দিলেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইত। গোবর্দ্ধন হইতে প্রত্যাগমন-কালে, রাধাকুণ্ডের অনতিদূরে রাজবর্ত্মপার্শ্বে কুসুম সরোবরনামে একটী পরম রমণীয় তীর্থস্থান আছে। এই স্থানে শ্রীরাধিকা সখিগণ সহিত কুসুমচয়ন করিতেন। রাধারাণী উপযুক্ত স্থানই মনোনীত করিয়াছিলেন। উন্মুক্ত প্রান্তরমধ্যে চতুর্দ্দিকে সুন্দর দৃশ্যাবলী বিরাজিত—ময়ূর-ময়ূরীগণের নৃত্য, কুরঙ্গযূথের বিহার, নানাবিধ বনফুলে বৃক্ষবল্লরী সুশোভিত এবং অদূরে গিরিগোবর্দ্ধনের বিচিত্র প্রস্তর-মালা। এই পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক প্রস্তরবিনির্ম্মিত সোপানাবলী। ইহার পশ্চিমতীরে ভরতপুরের মহারাজার শ্রীম্মাবাস জন্য সুন্দর প্রাসাদমালা। পুষ্করিণীর সুনির্ম্মল সুশীতল জল এদেশেও বিরল, আমরা প্রাণ ভরিয়া পান করিলাম। পূর্ব্বতীরে অত্যুচ্চ সোপানাবলীর নিকট একটী প্রাচীন শ্যামতমাল বৃক্ষ সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কে বলিতে পারে তাহার তলে রাধাশ্যামের যুগলমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া একদিন বৈকুণ্ঠের সৌন্দর্য্য বিকীরণ করিয়াছিল। কিন্তু তত প্রাচীন বৃক্ষ বলিয়া আমার বোধ হইল না। এমন নির্জ্জন, নিস্তব্ধ যোগোপযোগী স্থান প্রায় নয়নগোচর হয় না। ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গোবর্দ্ধন গিরিমধ্যে অবস্থিত "মানসীগঙ্গা।" এই ক্ষুদ্র হ্রদটীর চতুর্দ্দিকে গিরিগোবর্দ্ধনের প্রস্তরমালা। আমরা যৎকালে দেখিলাম হ্রদটী স্বল্পতোয়া বলিয়া বোধ হইল। তাহাতে অবতরণ করিবার সাধ্য ও সময় আমাদের ছিল না। কথিত আছে যখন নন্দমহারাজা শ্রীভগবানের উত্তেজনায় ইন্দ্রের পূজা উপেক্ষা করিয়া গোবর্দ্ধনের পূজা করেন, তখন গোবর্দ্ধনের পবিত্রতা বৃদ্ধি করিতে শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাকে এখানে আনয়ন করেন। ভগবানের সংকল্পানুসারে সৃষ্ট বলিয়া ইহার নাম মানসীগঙ্গা। এই প্রাচীন সময়ে যখন রাধাকুণ্ডকে জলশূন্য দেখিয়া ভগবতী রাধিকা মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন তখন তাঁহার প্রিয় সখিগণ বলিয়াছিল—"রাধে! দুঃখ করিও না আমরা শত শত তোমার সখী মানসীগঙ্গা হইতে কলসীতে জল আনিয়া তোমার কুণ্ড পূর্ণ করিয়া দিব।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সখিগণকে এতাধিক পরিশ্রম করিতে দেন নাই। ইহার পূর্ব্বতীরে সনাতন গোস্বামীর ভজনস্থান ও তাঁহার স্থাপিত চক্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির রহিয়াছে। স্থানটী অতি পবিত্র ও ভজনসাধনের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। কথিত আছে একদা মশক ও

কোৎবি কীটের দংশনে সনাতন এইস্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, মহাদেব তাঁহাকে দংশনজ্বালা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৭ই মাঘ ১৩১৭ সোমবার।

কাশী। সুরধুনী গঙ্গা পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রের পাদদেশ বিধৌত করিয়া, যেন কৈলাসনাথের উদ্দেশে উত্তরবাহিনী হইয়াছেন। এই প্রাচীন নগরীর উত্তরে বরুণা, দক্ষিণে অসী, পশ্চিমে গঙ্গা ও পূর্ব্বদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরভূমি ও লোকালয়। ভারতীয় ভাক্তর কেন্দ্র বৃন্দাবনধাম, জ্ঞানের কেন্দ্র কাশী। ভক্তি সার্ব্বজনীন ও অন্ধবিশ্বাসে গঠিত, কিন্তু জ্ঞান চক্ষুষ্মান্ হইয়াও বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে মানুষকে কোথায় লইয়া যায় কে বলিতে পারে। বিশ্বেশ্বর জ্ঞানদাতা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিদাতা। কাশীতে নরনারীগণ সংসারী, বৃন্দাবন সংসার বিরক্ত, সন্ন্যাসধর্ম্মের আশ্রম। যখন প্রকৃত ধর্ম্ম ভারতে ছিল তখন মানুষ ব্রহ্মচর্য্যাদি কাশীতে পালন করিয়া শেষজীবনে বৃন্দাবনে যাইয়া বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। কাশী অতি প্রাচীন, বৃন্দাবন নবাবিষ্কৃত। বিশ্বেশ্বর আগমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীকৃষ্ণের নববিধান নিগমধর্ম্মের নিয়ামক। এই বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আর্য্যমনীষিগণ, কাশীর ও শ্রীবৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। কাশীখণ্ডে ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে কাশীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্দপুরাণ, বরাহপুরাণাদিতে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরের মন্দির কাশীতে প্রধান তীর্থ। এই সুন্দর মন্দিরের চূড়া সুবর্ণপাত দ্বারা আবরিত, প্রাতঃসূর্য্যকিরণসম্পাতে চূড়াটী ঝক্ মক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ইন্দ্রধনু আকারে গঙ্গা বারাণসীর পাদদেশবিধৌত করিতেছেন। অপর পারে রামনগর, কাশীর নরেশের রাজধানী। অল্পদিন হইল ভারতীয় স্বাধীন নৃপতিবৃন্দের মধ্যে কাশীনরেশের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই নূতন সম্মানে সদাশয় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। কাশীতে অসংখ্য দেবদেবী আছেন, তন্মধ্যে অন্নপূর্ণা, কালভৈরব, বেণীমাধব, মহাবীর তীল ভাণ্ডেশ্বর, শিব, দুর্গা, মেনকা কেদারেশ্বর, গুপ্তবৃন্দাবন, আদি কেশব ইত্যাদি প্রধান। গঙ্গার অনেক ঘাট আছে, এতাধিক যে প্রত্যহ পৃথক্ পৃথক্ ঘাটে স্নান করিলেও ৩৬০ দিনে শেষ করা যায় না। তন্মধ্যে দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা, ৬৪ যোগিনী, মানমন্দির ঘাট, ভৈরবী ঘাট, মীরা ঘাট, ললিতা ঘাট, নেপালরাজার ঘাট, হনুমান ঘাট, কেদার ঘাট, বেণীমাধব ধ্বজা ঘাট, নারদ ঘাট, শংকটা ঘাট, গণেশ ঘাট, তুলসীদাসের ঘাট, হরিশ্চন্দ্র ঘাট, অহল্যা বাঈ ঘাট, নানাসাহেবের ঘাট, জৈনী ঘাট, প্রহ্লাদ ঘাট ইত্যাদি প্রধান। প্রত্যেক ঘাটের উপরে ঘাটনির্ম্মাতার প্রাসাদ বিদ্যমান রহিয়াছে। যেদিন নৌকায় আমরা পঞ্চক্রোশী করিলাম সেদিন অনেকগুলি ঘাটে স্নান ও জলস্পর্শ করিয়াছিলাম। প্রায় প্রত্যেক ঘাটের একএকটী প্রাচীন ইতিহাস আছে। বিশ্বামিত্র অভিশাপে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শবদাহকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে ঘাটে স্ত্রী পুত্রের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি সেই ক্ষত্রিয় রাজা ও ঋষিপুঙ্গবের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান

করিতেছে। মনিকর্ণিকা ঘাট—বিষ্ণুং প্রতি শিব বাক্যম্—

চক্র পুষ্করিণী তীর্থং পুরাখ্যাতমিদং শুভম্।
ত্বয়া চক্রেণ খননাচ্ছঙ্খচক্রাগদাধর ॥১॥
মম কর্ণাৎ পপাতেয়ং যদা চ মনিকর্ণিকা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽত্র খ্যাতাস্ত মনিকর্ণিকা ॥২

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ—

মুক্তাকুণ্ডলপাতেন ভবান্ত্রিতনয়াপ্রিয়।
তীর্থানাং পরমং তীর্থ মুক্তিক্ষেত্র মিহাস্তবৈ ॥৩

এই প্রকারে সকল ঘাটের মাহাত্ম্য বর্ণন করা যায়। অসী বর্ত্তমানে শূন্যতোয়া দেবখাতটী মাত্র নয়নগোচর হয়, উহার দক্ষিণে নগোয়া-গ্রাম। বরুণার জল এখনও প্রবাহিতা উহার উত্তরতীরে রাজাপুরগ্রাম। যেস্থানে গঙ্গার সহিত বরুণা মিলিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে কাশীনগরের নরনারীগণের বিষ্ঠা ও মূত্রপূর্ণ দুর্গন্ধ জলরাশি নগরের মধ্য হইতে সবেগে গঙ্গায় আসিয়া নিপতিত হইতেছে। গঙ্গার বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। ইনি সংকীর্ণা ও স্বল্পতোয়া তথাপি এই প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াও কাশীর কৃতঘ্ন নরনারীগণকে বিশুদ্ধ নির্ম্মল জল উপহার দিতেছেন। যে কর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশে ও তত্ত্বাবধানে গঙ্গার পবিত্রদেহকে বিমূত্রপূর্ণ জল দ্বারা কলঙ্কিত করা হইতেছে, তাহাদিগকে দমন করিবার কি কোনও উপায় নাই। কাশীতে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু বর্ত্তমান আছেন, জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কোন্ প্রাণে সর্ব্বপাপসংহর্ত্রী বিষ্ণু-পাদোকা গঙ্গার ঈদৃশী অবমাননা সহ্য করিতে-ছেন? ইহার কি প্রতিকারের উপায় নাই। অসীর দক্ষিণে অনেক প্রান্তরভূমি বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহাতে এই সকল বিষ্ঠা অনায়াসেই প্রোথিত করা যাইতে পারে। কাশীতে এই প্রকার ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার আমাদিগের নিকট অসহ্য।

তীলভাণ্ডেশ্বর শিব একটী সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার ভাণ্ড (জালা) ন্যুব্জভাবে স্থিত। কথিত আছে এই ভাণ্ডমধ্যে অবস্থিত শিবলিঙ্গ প্রত্যহ তিল তিল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমানে একটী জালার আকারে পরিণত হইয়াছে। দুর্গাবাড়ী অতি মনোহর স্থান, শাখামৃগ দ্বারা সমাকীর্ণ। পবিত্রস্মৃতি পুণ্যশ্লোকা রাণীভবানী দ্বারা নির্ম্মিত। বিশ্বেশ্বরের সান্ধ্যারতি একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য। আমরা রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় আরতি দেখিতে গেলাম, তখন উহা আরম্ভ হইয়াছিল। মাঘ মাসের শীত বিশেষ কাশীতে, কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরে আমরা শীতের লেশমাত্র অনুভব করিলাম না। সুবর্ণ রেলিংপরিবেষ্টিত বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি শৃঙ্গারবেশে সুসজ্জিত। সুরতকামী স্মরহর পিণাকী ফুলশয্যায় ফুলবেশে সমাসীন, সতীশিরোমণি পার্ব্বতীকে যেন অপেক্ষা করিতেছেন। ধূর্জ্জটীর সর্ব্বাঙ্গ নীল, লোহিত, শ্বেত, হরিৎ পুষ্পে সমাচ্ছাদিত। প্রস্ফুটিত বেলী, চামেলী, টগোর, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, গোলাপের বিচিত্রদামে তিনি বিজড়িত, সুগন্ধি ধূপ, গুগ্‌গুল, অগুরুগন্ধের সহিত পুষ্পগন্ধে মন্দিরাভ্যন্তর পরিপূর্ণ, শত শত নরনারী কৃতাঞ্জলিপুটে মন্দিরের দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান। মস্তকে পুষ্পমাল্য, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, কপালে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক ও গৈরিক বস্ত্র পরিহিত দশ জন ঋত্বিক্ বামহস্তে ঘণ্টা, ও দক্ষিণে পঞ্চপ্রদীপ ধারণ করিয়া দেবাদিদেব মহেশ্বরের আরতি করিতেছিলেন। তালে তালে ঘণ্টা বাদন, প্রজ্বলিত পঞ্চপ্রদীপের ধীরান্দো-

লন অতীব রমণীয় দৃশ্য। দশকণ্ঠ বিনিসৃত তাললয় বিশুদ্ধ রাগরাগিণী সমন্বিত, সামমন্ত্রের গম্ভীর নির্ঘোষে মন্দিরাভ্যন্তর ঝংকারিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে শিব-শম্ভুর সমুচ্চ আবাহনমন্ত্রে শ্রোতাগণের মনে এক অভূতপূর্ব্বভাব উদয় হইতেছিল। প্রায় একঘণ্টাকাল আরতি এইভাবে চলিল, সেই পবিত্র স্থান, সেই সময় সেই দীপাবলী সেই নরনারীগণের প্রফুল্লানন, সদ্য বিকশিত পদ্মাধর সেই মন্ত্রের অপূর্ব্ব ঝংকার মধ্যে মহাদেবের মূর্ত্তি যেন আমরা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি মন্দিরস্থ পুরোহিতদিগের ব্যবহার অতি সুকোমল ও পবিত্র। আমাদিগের বোধ হইল যেন কৈলাসনাথ সপার্ষদ ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ বিতরণ জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা একদিন দুর্গাবাড়ীর নিকট মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিবেষ্টিত স্বামী ভাস্করানন্দের সমাধিস্থান আনন্দবাগে গমন করিয়া ভগবান্ ভাস্করানন্দের শ্বেতপ্রস্তরমূর্ত্তি ও তদীয় পবিত্র সমাধিমন্দির দর্শন করিয়াছিলাম। প্রবেশপথে বামপার্শ্বে ভাস্করানন্দের মূর্ত্তি বিরাজিত। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট। চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত, শরীর শীর্ণ, জীবন্ত বলিয়া ভ্রান্তি না হইলেও শিল্পী তাহার নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় দিয়াছে। যাঁহার বিদ্যাগৌরবে সমগ্র জগৎ বিভাসিত, রুশ, জার্ম্মণী ও অন্যান্য পাশ্চাত্য স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ যাহার গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ভারতীয়নরনারীগণ যাহাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিত সেই মহাপুরুষের ব্রত পীঠের সম্মুখে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম ভাবিলাম এই সংযমীর আত্মত্যাগ বঙ্গীয় নর-নারীগণকে যেন ব্রহ্মচর্য্য পালনে সামর্থ্য দেয়। কাশীর পরিরক্ষক দেবতা (guardian saint) ত্রৈলঙ্গস্বামীর সমাধিস্থান আমরা দর্শন করিলাম। তাঁহার সমাধিস্থানে ভাস্করানন্দের ন্যায় কোন ভোগবিলাসের চিহ্ন দেখিলাম না। মাঘ মাসের একদিন অপরাহ্ণে তাঁহার কৃষ্ণপ্রস্তর বিনির্ম্মিত প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখিলাম। একখানি মলিন কম্বল গায়ে জড়াইয়া সেই মহাযোগী মহাযোগে আসীন। তাঁহার পদতলে বৃদ্ধ সেবাইত বসিয়া আছে। তিনি যাত্রীদিগের নিকট প্রণামী সংগ্রহ করিতেছিলেন। ইহাই তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা। প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই মহাত্মার জীবন্তমূর্ত্তি এই মন্দিরেই দর্শন করিয়াছিলাম। যে স্থানে বসিয়া তিনি স্নান করিতেন সেই স্থানে তাঁহার গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত আসন ছিল, যে প্রকোষ্ঠ মধ্যে তাঁহার অগণিত পুস্তকরাশী স্তূপে স্তূপে পড়িয়াছিল অহো! আজ তাহা শূন্য, এই শঙ্কর সদৃশ মহাযোগীর মাহাত্ম্য কাশীধামে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। কাশীর নরনারীগণ তাঁহাকে বিশ্বেশ্বরের অংশ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। কাশীর রামকৃষ্ণ অনাথাশ্রম আর একটী দর্শনীয় স্থান, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা দেখিতে পারিলাম না। ইহা কাশীর প্রান্তভাগে রামপুরা নামক স্থানে সংস্থাপিত; শুনিলাম চারুচন্দ্র মিত্র নামক ত্যাগশীল মহাত্মা ইহার অধ্যক্ষ, ও ইহা রামকৃষ্ণ মিসন দ্বারা পরিচালিত। রুগ্ন, জীর্ণ, শীর্ণ, অনাথ নিরাশ্রয় দরিদ্রদিগের জন্য এই আশ্রম। কত জন লোক এই আশ্রমে শুশ্রূষা পায় তাহা বলিতে পারিলাম না। তবে আর এই প্রকার দশটী আশ্রম হইলে

কাশীর অভাব এক রকম দূর হয়। কাশীধামে পুণ্যশ্লোকা রাণীভবানী প্রমুখ কতকগুলি অন্নসত্র আছে। শুনিলাম কাহারও পরিচালন-প্রণালী ভাল নহে। যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভোজনের নিয়ম আছে তাহাই হয়, কাঙ্গালীভোজন নামমাত্র। ভুকে অন্ন ও পিয়ালে পাণি যদি অন্নসত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে সেইভাবেই কার্য্য পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। অহো! আভ্যন্তরিক ধর্ম্মভাবের স্থানে আজকাল কেবল একটী নিরস বহিরাবরণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

একদিন সূর্য্যাস্তের সময় আমরা মানমন্দিরে আরোহণ করিলাম। প্রবেশদ্বারে প্রাচীরগাত্রে একখানি স্মারক প্রস্তরফলক (Memorial Tablet) গ্রথিত রহিয়াছে। তাহাতে ইংরেজীতে লিখিত আছে "জয়পুরাধিপ মহারাজ মানসিংহ দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি ইঁহাকে মানমন্দিরের জন্য উৎসৃষ্ট করিয়াছেন।" আমরা যখন দর্শনার্থে গমন করিলাম, তখন উহার সংস্কারকার্য্য চলিতেছিল। সৌরজগতের গতিবিধি নিরূপক কোন যন্ত্রাদি আমরা দেখিলাম না, তবে কতকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত যন্ত্র আমাদিগের নয়নগোচর হইয়াছিল। মানমন্দিরের শিখরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র বারাণসীর দৃশ্য আমরা নয়ন ভরিয়া দেখিলাম সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখী, পশ্চিমগগনের লোহিতরাগ, জাহ্নবীজলে প্রতিবিম্বিত হইয়া পশ্চিমতীরস্থ মন্দিরের চূড়াগুলি সুবর্ণে মণ্ডিত করিতেছিল। উত্তরে আদিকেশবের মন্দিরের পাদদেশবিধৌত করিয়া গঙ্গা মন্থরগমনে বরুণার দিকে প্রবাহিতা। কাশীনগরীর অসীম তরঙ্গায়িত হর্ম্ম্যমালা মন্দিরের উচ্চচূড়াসকল পূর্ব্বপারে অতিদূরে রামনগরের দুর্গপ্রাচীর নয়নগোচর হইতেছিল। ভাবিলাম বারাণসী! তুমি ভারতীয় হিন্দুর পরমস্থান, তুমি অতি প্রাচীনকাল হইতে যুগে যুগে হিন্দুধর্ম্মকে নিজ ক্রোড়দেশে রক্ষা করিতেছ, তুমি পাপীতাপীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শান্তিসুখ বিতরণ করিতেছ, বিধর্ম্মী অত্যাচারীর পুনঃ পুনঃ দণ্ডাঘাতে সন্তাড়িত হইয়া আজিও সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সনাতনত্ব প্রচার করিতেছ, হে দেবি! তুমি সর্ব্বসংহারক কালকেও দমিত করিতেছ। আর বিশ্বেশ্বর! তুমি যে রাজ্যের রাজা তথায় মৃত্যু নাই, তুমি সন্ন্যাসী হইয়া সংসারী তুমি মহান্ আদর্শ পুরুষ, তোমাকে নমস্কার। আমরা কুমারী পূজাদি শেষ করিয়া—বিগত ২১শে মাঘ শনিবার গয়াধামের অভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

২২শে মাঘ রবিবার।

রবিবার প্রাতঃকাল, সুন্দর নীলিমগগনে বিবস্বান্‌কে সমুদিত দেখিয়া আমরা ফল্গুনদীতে অবগাহন করিলাম। নদী শুষ্ক বালুকারাশি পরিপূর্ণ, মন্দিরের সান্নিধ্য স্থানে দেবখাতের গর্ভে দুই চারিটী কুণ্ড খোদিত করা হইয়াছে তাহার একটীর মধ্যে আমরা স্নানাদি করিলাম, তদনন্তর বিষ্ণুপাদপদ্মে পূর্ব্বপুরুষ ও আত্মীয়-স্বজনগণের পারলৌকিক মুক্তি প্রার্থনা করিয়া যথানিয়ম পিণ্ডাদি দান করিলাম ও অক্ষয়বটতলে সুফল করিয়া অপরাহ্ণ ৩ তিন ঘটিকার সময়ে বাসায় ফিরিলাম। রাজ্ঞী অহল্যা বাঈ বহু অর্থব্যয়ে গয়ার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যে মহামহিমময়ী কীর্ত্তি সংস্থা-

পিত করিয়াছেন, তাহা কোনকালেই বিনষ্ট হইবে না। এই উচ্চ বিচিত্র মন্দির আপাদ মস্তক গভীর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এই সময় প্লেগরোগ পূর্ণপ্রতাপে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গয়ার কোন কোন মহল্লায় দীর্ঘ-পদে বিচরণ করিতেছিল। আমরা যে পাণ্ডা-মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনি প্লেগভয়ে অদ্য রাত্রিতে সপরিবার দেওঘরে প্রস্থান করিলেন। আমরাও আর বিলম্ব না করিয়া পরদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হইয়া ২৪শে মাঘ মঙ্গলবারে ফরিদপুর প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, ইতি।

সম্পাদকস্য।

সমাজসংস্কার।

সমাজবন্ধন উন্নতির পরিচায়ক। আদিম অবস্থায় যখন লোক অসভ্য ছিল, তখন সমাজবন্ধন ছিল না; সকলেই প্রকৃতিদত্ত স্বাধীনতায় আপন মনে বেড়াইয়া বেড়াইত। পরস্পরের পরস্পরের প্রতি দয়ামায়া স্নেহ-সহানুভূতি প্রভৃতি কিছুই ছিল না। লোকে সভ্যতার আলোকে যতই পথ দেখিতে পাইল, ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল—ততই স্নেহ দয়ামায়া মমতা প্রভৃতি তাহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, পরিশেষে তাহা বিশাল শাখা-প্রশাখাসমূহ বিস্তার করতঃ সমাজবন্ধনে শেষ হইল। বর্ত্তমান সময়েও সভ্যতার তারতম্যানুসারে সমাজস্থ লোক-সংখ্যার তারতম্য দৃষ্ট হয়। তাই কোন সমাজে স্ত্রীপুরুষ মাত্র দুইজন, কোথায়ও দশ জন, কোথায়ও পঞ্চাশজন—আবার কোথায়ও বা সহস্রাধিক লোক দৃষ্ট হয়। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতবর্ষ উন্নতির শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছিল; সুতরাং ভারতে সমাজবন্ধন অতি প্রাচীন। ভারতের বর্ণভেদ কতকাল হইতে তাহা যথাযথ নির্ণয় করা দুরূহ। ভারতবর্ষে বিবিধবর্ণ ও উপবর্ণ—বিবিধ ধর্ম্ম ও উপধর্ম্মসম্প্রদায়, বিবিধ সমাজবন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতে এমন দিন ছিল যে, সমস্ত সমাজই উন্নতির শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছিল। তখন সকল সমাজই আপন আপন সমাজের উন্নতিচেষ্টা করিত এবং তাহাদের সমবেতচেষ্টা দেশের উপকারের জন্য ধাবিত হইত; সুতরাং তখন সমাজ ও দেশের চরমোন্নতি হইয়াছিল। যেদিন ভারতীয় সমাজ আবর্জ্জনাপূর্ণ হইতে আরম্ভ হইল—হিংসাদ্বেষ, স্বার্থপরতা, কুটিলতা প্রভৃতি যখন সামাজিক নেতাগণকে জড়বৎ করিয়া ফেলিল, তখন হইতেই সমাজ ও দেশের অধঃপতন আরম্ভ। তাহার ফলে সমাজ আজ কঙ্কালাবশিষ্ট—দেশ আজ পর-পদানত। যে দেশে একতা নাই—যে দেশের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি নাই—যে সমাজের নেতা স্বার্থান্ধ, হিংসাদ্বেষ, কুটিলতার আধার, সে দেশের—সে সমাজের যদি অধঃপতন না ঘটে, তবে অধঃপতন হইবে কাহার?

বর্ত্তমান সময়ে সমাজের নেতাগণ সমাজের প্রকৃত উন্নতি করিবার চেষ্টা করেন না—তেমন ক্ষমতাও নাই। নিজের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি না হইলে অপরকে শাসন করা যায় না। কেন না নৈতিক বল কমিলে মানসিক দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়ে। সুতরাং সমাজের প্রত্যেক নেতাকে নিঃস্বার্থপরতা, দয়া, মায়া, আত্ম-পবিত্রতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিবে যে, অধুনা সমাজের মৌখিক আড়ম্বর ভিন্ন কিছুই নাই। থাকিবেই বা কিরূপে? আজকাল প্রত্যেক সমাজের নেতাগণ পরস্পর পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী না হইয়া ছিদ্রান্বেষী। আপন সমাজে সহস্র ছিদ্র—কতশত ত্রুটি—কতশত কুকর্ম্ম অবাধে সাধিত হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই অথচ পরসমাজে একটী সামান্য ত্রুটিজনক কার্য্য দেখিলেই, হৈ হৈ রবে আসর গরম করিয়া, বিপক্ষপক্ষকে অপ্রস্তুত করিতে চেষ্টা করেন। স্বীয় প্রতিবাসীসমাজের অবনতিদৃষ্টে আক্ষেপ করা, কিংবা তাহারা যাহাতে সেই দোষ পরিহারপূর্ব্বক উন্নত হইতে পারে, তাহার নিঃস্বার্থ চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং পরস্পর পরস্পরের কুৎসা জনসমাজে রটনা করিয়া—পরস্পর পরস্পরকে অবমাননা করিয়া—পরস্পর পরস্পরকে হিংসাদ্বেষ ও বিবিধ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। এইরূপ প্রতিসমাজে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া, সামাজিক সদ্গুণরাশি ভস্মীভূত করতঃ, সুধু ভস্ম ও অঙ্গারতুল্য হিংসা-দ্বেষাদি অবশেষ রাখিয়াছে। নেতৃগণের এতাদৃশ অর্ব্বাচীনতায় যে কি বিষময় ফল ফলিতেছে, তাহা একটু প্রণিধান করিলে, আজ দেশের এত দুর্দ্দশা হইত না।

আত্মদোষ না বলিয়া পরের দোষ বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনার বিষয়। সুতরাং যাঁহাদের হস্তে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার ভার,—যাঁহারা ভারতে সমাজতরণীর কর্ণধার পূর্ব্বে তাঁহাদের কথাই বলিতেছি। সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বহুকাল। আজকাল জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে পাশ্চাত্য জগতে প্রকৃতির উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়া, প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় দেশকে স্তম্ভিত করিতেছেন, পূর্ব্বে তদ্রূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক কর্ম্মানুষ্ঠানকারী তেজস্বী ব্রাহ্মণগণ স্বীয় অলৌকিক তেজ বিস্তার করতঃ বাহ্য ও অন্তর্জগতের উপর অসামান্য ক্ষমতা বিস্তার করিয়া দেশকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। সমুদয় ব্যবস্থাশাস্ত্র ও দেশের কর্তৃত্ব তাঁহাদের হস্তে থাকা সত্বেও, তাঁহারা পর্ণকুটিরে বাস ও ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। কি জ্ঞানে—কি অমানুষিক ক্ষমতায়—কি নিঃস্বার্থপরতায়, কি দয়াদাক্ষিণ্যতায়, কি ত্যাগস্বীকারে, তাঁহারা যদি সর্ব্ববিষয়ে সমাজে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ না হইতেন, তবে সমাজে এতাদৃশ প্রাধান্য লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইত। কিন্তু হায়! কালের ভীষণাবর্ত্তে সমাজে আর তাদৃশ ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয় না, বৈদিক ও তান্ত্রিক কার্য্যাদি যথাযথ অনুষ্ঠান করিয়া তৎক্ষণাৎ ফল প্রদর্শন করিতে কয়জন ব্রাহ্মণ সমর্থবান্? প্রাতঃস্নান করিয়া চন্দনের টিপ দিলে—লম্বা লম্বা চুল রাখিয়া সিন্দুরের ফোঁটা দিলে—শ্রাদ্ধ কিংবা বিবাহসভায় একটিপ নস্য নাকে গুজিয়া ফুৎকার করিতে করিতে, টিয়া পাখীর ন্যায় অভ্যস্ত দুই চারিটী শ্লোক আওড়াইলেই,

ব্রাহ্মণত্বের চূড়ান্ত উৎকর্ষতা দেখান হয় না। ইঁহারা আবার স্বীয় সমাজ অতি পবিত্র ও বিশুদ্ধ বলিয়া অভিমান করতঃ অন্য সমাজের নিন্দা করেন। এতাদৃশ অসার অভিমান করার পূর্ব্বে, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা কিসের অভিমান করেন?—কিসে তাঁহারা উন্নত? তাঁহারা কি সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিতেছেন? যতদিন সমাজস্থ ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধ উদারচেতা ছিলেন—যতদিন তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মণ্যতেজ অক্ষুণ্ণ ছিল—ততদিন সমাজস্থ কাহাকেও জোর করিয়া বলিতে হয় নাই যে, ব্রাহ্মণকে ভক্তি কর। কেন না বড়র নিকট ছোটর অবনত হওয়া স্বাভাবিক। তাই বলিয়া যদি মিথ্যাবাদী, বৈড়ালিক ব্রতাচারী, সঙ্কীর্ণচেতা, শাস্ত্রতাৎপর্য্য মীমাংসায় উৎকোচগ্রাহী, ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় প্রবঞ্চক, দেবপূজার মন্ত্রোচ্চারণে অপারগ, স্বার্থপর একটী ব্যক্তির গলে, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণের একমাত্র চিহ্নস্বরূপ পৈতা জড়াইয়া, সমাজমধ্যে দাঁড় করিয়া উচ্চৈস্বরে ঘোষণা কর—'এই দেখ হিন্দুধর্ম্মের কর্ণধার, ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের অপূর্ব্ব চূড়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত।' তাহা হইলে তাদৃশ তথা কথিত ব্রাহ্মণকে, কে ভক্তি করিবে? পূর্ব্বাপর ব্রাহ্মণের হস্তে সমাজের সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা ন্যস্ত। যদি ব্রাহ্মণের অবনতি না হইত—তবে হিন্দুর অবনতি ঘটিত না। হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের অন্যোন্যাশ্রয় সম্বন্ধ। অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখে শুনিতে পাই যে, ব্রাহ্ম ও বৌদ্ধ প্রভৃতি দেশীয় উপধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টমুসলমান প্রভৃতি বৈদেশীক ধর্ম্ম আজকাল হিন্দুধর্ম্মের কিছুই করিতে পারিতেছে না, বরং অনেকটা প্রতিঘাতের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে তাঁহারা কি মনে করেন, সেটি তাঁহাদের ন্যায় ব্রাহ্মণের ক্ষমতায় হইতেছে? যদি ব্রাহ্মণগণ আচারহীন, কর্ম্মানুষ্ঠানে অলস, সমাজরক্ষায় উদাসীন ও পাপাচারে রত থাকেন, তবে তাঁহারা স্বপ্নেও মনে করিবেন না যে, তাঁহাদের সেই কলুষিত সমাজ, লোকে পবিত্র বলিয়া মাথায় করিয়া নাচিবে। ব্রাহ্মণগণ! এই সংস্কারের যুগে এখনও ভাবিয়া দেখুন যে, ব্রহ্ম-চর্য্যাচরিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ না হইলে আর সমাজের উন্নতি হইবার আশা নাই। কর্ণধার অপরিপক্ক হইলে তাহার তরণী পরিচালন করিতে যাওয়া বৃথা। যদি স্বীয় ও অন্যান্য সমাজের উন্নতি করিতে ও দেশে বিগতযুগ আনয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আত্ম-সংস্কারে মনোনিবেশ করুন—বৃথা পাণ্ডিত্য ও জাত্যভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মোন্নতির চেষ্টা করুন। যিনি স্বীয় মঙ্গলসাধনে অক্ষম, তিনি কখনও অপরের মঙ্গলবিধানে সমর্থবান্ নহেন।

কায়স্থসমাজ-সংস্কারকগণ! আপনারা বর্ত্তমান সময়ে অমিত তেজে, অদম্য উদ্যমসহকারে স্বীয় সমাজসংস্করণ আরম্ভ করিয়া ত্রিদণ্ডীগ্রহণ করিতেছেন এবং একদলকে বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে নানারূপ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন দেখি তাহাতে সংস্কারের কি হইতেছে? কেবল ক্ষত্রিয়োচিত ত্রিদণ্ডীগ্রহণ ও বাদাবাদীর তরজার ন্যায় অযথা বাক্য, জন-সমাজে প্রকাশ করিলেই কি সমাজসংস্কার হয়? যদি তাহাই হইত, তবে সমাজসংস্কারে এত বেগ পাইতে হইত না। সংস্কারককে

অনেক সময় অন্যের অবিচার, অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া ধীরে ধীরে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইতে হয়, আপনাদের সে সহিষ্ণুতা কোথায়? আপনার বাড়ীর চাকরের বেতন পূর্ব্বে ৵০ দুই আনা ছিল, এক্ষণে অবাধে।৵০ ছয় আনা দিতেছেন, কিন্তু পিতামহের সময় হইতে ষষ্ঠী পূজার দক্ষিণা যে ৻১০ আনা বাঁধা আছে তৎস্থলে ✓০ এক আনা দিতেও কুণ্ঠিত। পুরোহিত ঠাকুর উপবাসী থাকিয়া আপনার বাড়ী হইতে ৻১০ আনা লইয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন, আপনিও অনুসন্ধান লইলেন না যে, পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া কি করিয়া গেলেন, আপনি ভাবিতেছেন যেমন পাত্র তেমনি দান—তিনি ভাবিতেছেন যেমন দানদক্ষিণা তেমনি কার্য্য। পুরোহিতের মূর্খপুত্র ষষ্ঠীপূজা করিয়া গেলেও ৻১০ দক্ষিণা, আবার স্মৃতিরত্ন মহাশয় পূজা করিয়া গেলেও সেই দক্ষিণা; এমতাবস্থায় ভাল লোক আপনার দ্বারে আসিবে কেন? পূর্ব্বে অন্যান্য জাতি ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করিত, সুতরাং ব্রাহ্মণগণ নিশ্চিন্ত মনে শাস্ত্রাদি আলোচনার অবসর পাইতেন; সমাজে সে প্রথা রহিত হইয়াছে। নিজ সমাজসংস্কার করিতে হইলে নিজে উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করুন, নিজে উপযুক্ত হইলে অন্ততঃ আপনার সংশ্রবীয় গুরু-পুরোহিত প্রভৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ স্ব স্ব উন্নতির চেষ্টা করিবেন। আত্মোন্নতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল বাগাড়ম্বরে সময়ক্ষেপণ করিলে কোন উপকারের প্রত্যাশা করা যায় না। অতএব যদি প্রকৃতপক্ষে সমাজসংস্কার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বাক্‌বিতণ্ডায় বৃথা দলাদলি সৃষ্টি না করিয়া, স্বীয় সমাজে সংশিক্ষা বিস্তার করুন, বিধবাগণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করুন, পরস্পরের মধ্যে একতা সংস্থাপন করিয়া সমাজস্থ দরিদ্র ব্যক্তিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে থাকুন, দেখিবেন সমাজ ক্রমশঃ-ই উন্নত হইতেছে—দেখিবেন লোকে আপনার একটী মুখের কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। ইহাই সমাজসংস্কারের প্রকৃত পন্থা, নতুবা সর্ব্ববিষয়ে গলদ রাখিয়া কেবল ত্রিদণ্ডীগ্রহণ করিলেই সমাজসংস্কার হয় না। ক্ষত্রিয়ই হউন, আর বৈশ্যই হউন, প্রকৃত কাজ না করিয়া সুধু হৈ চৈ করিলে কোন সুফলের আশা নাই। সোণা খাটী হইলে কাহারও চিনিতে কষ্ট হয় না।*

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে দুইটী দলের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। একটী প্রাচীনের দল—অপরটী আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্যের দল। তন্মধ্যে প্রাচীনের দল অস্পষ্টবাদী ও কূটপ্রকৃতিসম্পন্ন—নব্যদল কিছু সরল ও স্পষ্টবাদী। প্রাচীনদলের নেতাগণের মুখে প্রায়ই শুনা যায় যে, নব্যশিক্ষিত ছেলেগুলার অধঃপতন হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের উন্নতি হইতেছে কি কতদূর অবনতি ঘটিয়াছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। তাঁহারা অলকা তিলকায় পরিশোভিত ও চন্দনচর্চ্চিতদেহে ইষ্টদেবতার চরণে তুলসী-বিল্বপত্র অর্পণ করিতে করিতে কাহার সর্ব্বনাশ করিবেন, তাহাই চিন্তা করেন। ফলতঃ তাঁহারা সমাজমধ্যে শতকরা

---

* এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ইহা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ সমাজকে উপলক্ষ করিয়া বলা হইতেছে। সাধারণতঃ সর্ব্বসমাজের অবস্থা প্রদর্শন করানই এ প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। লেখক।

৯৯টা দলাদলির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রাচীনেরা মনে করেন, তাঁহারা যাহা করেন, তাহাই হিন্দুয়ানীর চরমাদর্শ—আর নব্যদলে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, তাহাই বিরুদ্ধধর্ম্ম-পূর্ণ। কেন না যে কথা তাঁহাদের মনোমত না হইবে—যেখানে তাঁহারা যুক্তিতর্কে পরাস্ত হইবেন—যে কথার উত্তর করিতে তাঁহাদের অনুদার ক্ষুদ্র বুদ্ধি পশ্চাদ্‌পদ হইবে, সেইস্থলেই তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন—'তোর কথার উত্তর করিব না, তোর কথাগুলি অহিন্দুভাবাপন্ন।' এমন সংকীর্ণচেতা, স্বার্থপর, পরনিন্দুকের দল যে সমাজ পরিচালন করেন, সে সমাজের কোন মূল্য আছে কি? বিদেশীয় রুচি প্রকৃতি হাব্ ভাব্ প্রভৃতি আসিয়া পাছে তাঁহাদের পবিত্র সমাজ কলঙ্কিত করে এই চিন্তায় তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত কিন্তু স্বদেশীয় আবর্জ্জনায় যে তাঁহাদের সমাজ পরিপূর্ণ সেদিকে একেবারে দৃষ্টিহীন। গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিতে না পারিলে নিরপেক্ষভাবে কাজ করা অসম্ভব। আত্মছিদ্র বন্ধ না করিয়া পরছিদ্র দেখিতে গেলে সে তোমাকে ছাড়িবে কেন? প্রাচীনের দল! আপনারা বিধবাবিবাহের নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন, এবং যে দলে এই প্রথা চলিত, তাহাদিগকে তীব্র বাক্যযন্ত্রণায় অভিভূত করেন, কিন্তু আপনার সমাজস্থ দুর্নীতিপরায়ণ লম্পট পুরুষ দ্বারা যে আপনাদের ঘরের বিধবা কলঙ্কিত ও অধঃপতিত হইতেছে, তাহার প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা করিতেছেন কি? যে নরাধম, বিধবার পবিত্রতা নষ্ট করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে—যে পাষণ্ড সমাজশাসন পদদলিত করিয়া সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে, আপনাদের সূক্ষ্ম বিচারে, সেই নরাধম আপনাদের সমাজের অঙ্কে স্থান পাইয়া অবাধে চলা ফেরা করিতেছে, আর সেই হতভাগিনী বিধবার দশা কি? যাহারা সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহাদিগকে কিছুমাত্র দণ্ড না দিয়া, সেই বিধবাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় সমাজ হইতে অপসারিত করিবার নিমিত্ত পাশবিক দলাদলির সৃষ্টি করিতেছেন। এই কি আপনাদের বিধবার পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা—এই কি হতভাগিনী বিধবার প্রতি আপনাদের সুবিচার? যে সমাজে বিড়ম্বনাকারীর শাস্তি না হইয়া, বিড়ম্বিতের প্রতি কঠোর শাস্তির বিধান—যে সমাজ সবলের বিরুদ্ধে কথা কহিতে ভীত ও অপারগ, অথচ দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার করিতে সিদ্ধহস্ত, এমন সমাজের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়!! তাই বলি প্রাচীনের দল! যদি স্বীয় সমাজের উন্নতি করিয়া দেশের উন্নতি করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাজে ন্যায়নীতির প্রবর্ত্তন করুন। গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, আপনাদের সমাজসংস্কারের চেষ্টা বৃথা।

প্রাচীনদলের মধ্যে টোলের উপাধিধারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের একদল আছে, তাঁহাদের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই—'আজকাল সমাজ-শাসন একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন না যে, বন্ধন অতিরিক্ত কষিতে কষিতে শেষে ছিঁড়িয়া যায়। সমাজশাসন যদি কমিয়া থাকে, তবে সে দোষ ব্যবস্থাপক পণ্ডিত মহাশয়দের। তাঁহাদের অযথা শাসনফলেই, অনেকে স্বীয় অদৃষ্ট ভঙ্গ করিয়া সমাজ-শৃঙ্খল ছিন্ন করতঃ নূতনদলের সৃষ্টি করিয়াছে ও

করিতেছে। স্বার্থপরতা এবং পক্ষপাত পরিপূর্ণ সামাজিক দলাদলিকে, সামাজিক শাসন বলা যায় না। পক্ষপাতিত্বের জন্য স্বীয়দলস্থ ব্যক্তির শত সহস্র অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেছেন—অথচ বিপক্ষদলস্থ সামান্য ত্রুটিও তাহাদের নিকট অমার্জ্জনীয়। যাহারা সমাজের নেতা—যাহারা সমাজের রক্ষক—যাহাদের নিকট উপযুক্ত প্রতিকারের আশায় অধীনস্থ জনসমূহ ব্যাকুলিত, তাঁহারা যদি স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করেন—তাঁহারা যদি অযথা দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া অধীনস্থকে বৃথা উৎপীড়ন করেন, তবে এমন সমাজের মস্তকে তাঁহারা পদাঘাত করিবে না কেন। পাশ্চাত্যশিক্ষার উপর ইহারা খড়্গহস্ত, যেন সমাজের যত কিছু সর্ব্বনাশ ইংরেজী শিক্ষার জন্য হইতেছে। তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি যে, এই সংসারে প্রত্যেকেই কোন না কোনরূপ আদর্শ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। যদি পাশ্চাত্য আদর্শ ঘৃণ্য ও সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের আদর্শ লইয়া চলিতে হয়, তবে তাঁহাদের সমাজ এতদূর অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে কেন? তাঁহারা কোন্ আদর্শ লইয়া সমাজ গঠন করিতেছেন? তাঁহাদের সমাজের কি আছে, বিবেচনা করেন কি?—হিন্দুর নামমাত্র আছে, আর আছে হিন্দুসমাজের কঙ্কালাবশেষ ঠাটখানি, ভিতরে সব ফক্কিকার!! তাই বলি পণ্ডিতমহাশয়গণ! যদি আপনারা স্বীয় সমাজের উন্নতি করিয়া, স্বীয়জাতি ও দেশের উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তবে পরনিন্দা, পরকুৎসা কিংবা পরছিদ্র অনুসন্ধান না করিয়া, প্রাচীন ঠাটখানি বজায় রাখিয়া আমূলসংস্কার করুন। দেখিবেন আপনাদের সুশাসন গুণে ক্রমে ক্রমে সকলেই আপনাদের বশীভূত হইবে। রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইবেন না—দণ্ডের অপব্যবহার করিবেন না, দেখিবেন আপনাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

নবীনদলের নেতাগণ! পাশ্চাত্য আলোকে আলোকিত হইয়া বৃদ্ধগণকে 'old fool' এবং orthodox বলিয়া উপহাস করিতে শিখিয়াছ। চাণক্য বলিয়াছেন—'শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি ফলভারাবনত বৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বদাই অবনত। বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন—'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং।' তোমাদের বিদ্যার ফল কি প্রাচীনের অবমাননা? প্রয়োজন না থাকিলেও যে, স্বীয় অতুলনীয় পদগৌরব বিস্মৃত হইয়া, পরপদলেহন করে, স্বীয় পিতৃপিতামহাদির আচরিত ধর্ম্ম ও আচারাদি বুঝিবার ক্ষমতা না থাকিলেও তাহা যে কুসংস্কার মনে করিয়া বিজাতীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা করে,—বিদেশীয় উপদেশ বেদবাক্য মনে করিয়া দেশীয় সত্য পদদলিত করতঃ বিজাতীয় অসত্য যে শিরোধারণপূর্ব্বক গ্রহণ করে, তাহাকে যদি শিক্ষিত পণ্ডিত বা জ্ঞানী বলিতে হয়, তবে তেমন জ্ঞানী সমাজে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তোমরা দেশের উপযুক্ত কৃতবিদ্য সন্তান—তোমাদের নিকট দেশ অনেক আশা করিয়া থাকে, তোমরা যদি স্বদেশীয়দিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখ—দেশীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ কর, তবে তোমাদের দ্বারা উন্নতির আশা কোথায়? বরং তোমাদের অনুকরণ করিতে যাইয়া সমাজে মহা অনর্থ সাধিত হইতেছে। তোমরা যাহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত,—যাহাদিগকে জীবনের আদর্শ করিয়া স্বীয় জীবন

গঠন করিতেছি, তাহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ দেখি? তাহারা প্রত্যেক দেশ হইতে মধুকরের ন্যায় সদ্‌গুণরাশি সংগ্রহ করতঃ স্বীয় সমাজের পরিপুষ্টতা সাধন করিতেছে। ভালমন্দ সর্ব্বত্র বিরাজমান। তোমাদের আদর্শের অনুকরণে যদি বিদেশীয় সারোত্তলনপূর্ব্বক নিজ সমাজ পুষ্টি করিতে চেষ্টা করিতে, তবে তোমাদিগকে ধারণ করিয়া দেশ আজ সার্থক মনে করিত। তোমরা মনে কর প্রাচীনদলের সমস্তই মন্দ—আর তোমাদের সমস্তই ভাল, এ সংস্কার পরিত্যাগ কর। জগতে কিছুই সর্ব্ববিষয়ে ভাল বা সর্ব্ববিষয়ে মন্দ নহে। পশুপক্ষীর নিকটও অনেক বিষয় শিখিবার আছে। তাই বলি, যদি দেশের উন্নতি করিতে চাও, তবে আত্মোন্নতির চেষ্টা ও স্বীয় সমাজসংস্করণে মনোনিবেশ কর। নিজে ভাল হইতে চেষ্টা না করিয়া পরকে মন্দ বলিতে যাওয়া বাতুলের কার্য্য।

নব্যসমাজে সমাজসংস্কারকের দল অনেক। কতক ব্রাহ্মসমাজ-সংস্কারক—কতক রাজনৈতিক-সংস্কারক—কতক বিবাহপ্রথা-সংস্কারক। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক উপদল দৃষ্ট হয়। ভাই ব্রাহ্মসমাজ-সংস্কারক! তোমরা বিদেশীয়ের অনুকরণে প্রাচীনদলকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস কর।—হিন্দুবিধবার কষ্ট দেখিয়া মিহিসুরে নাকে কাঁদিয়া অস্থির হও—হিন্দুর বাল্যবিবাহের প্রতি দোষারোপ কর—হিন্দুর পূজাপার্ব্বণ দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত কর—হিন্দুর অবরোধ প্রথা দেখিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ কর—তোমরা তোমাদের সমাজের কি সংস্কার করিয়াছ? তোমাদের সমাজের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? উপাসনার ভাণে পর্দ্দার অন্তরালে মিটি মিটি দৃষ্টিপাত করাই কি উপাসনার চরমোৎকর্ষ? অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, আপন মনে একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিস্তার করিয়া কি ফল লাভ করিয়াছ? উপযুক্ত কুলশীল দেখিয়া অভিভাবকগণের নির্ব্বাচিত বিবাহ-প্রণালী-ই ভাল—না যুবক যুবতীকে স্বাধীনভাবে একত্রে বিচরণ করিতে প্রশ্রয় দিয়া আরামপ্রদ কোর্টশিপের পর দায়ে ঠেকিয়া বিবাহ করার প্রথাই উত্তম? কোনটীতে বিবাহের পবিত্রতা রক্ষা হয়? তোমরা হিন্দুর অবরোধপ্রথা দেখিয়া নিন্দা কর—তোমাদের স্ত্রীস্বাধীনতায় কি ফল ফলিতেছে সেদিকে দৃষ্টি আছে কি? হিন্দুর পূজাপার্ব্বণ দেখিয়া উপহাস কর—তোমরা শান্তমনে অনন্তের ধারণা করিতে পার কি? তোমরা কি নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী?—বরং অনধিকারীর সরল বিশ্বাস ও ভক্তিপথ ক্রমে ক্রমে হারাইয়া ফেলিতেছ। এই সমাজের এত গৌরব? এই সমাজের বড়াই করিয়া পরসমাজের নিন্দায় প্রবৃত্ত? বল দেখি ভাই! কি দেখিয়া হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিলে—আর এখন কি লইয়াই বা বসন্ত বাস করিতেছ? যদি দেশের ও সর্ব্বসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে পরকুৎসা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সমাজসংস্কারের চেষ্টা কর। যতদিন তাহা না করিবে ততদিন তোমাদের উন্নতির আশা নাই।

রাজনৈতিক আন্দোলনকারী দেশহিতৈষী সমাজসংস্কারকগণ! সভাসমিতিতে দণ্ডায়মান হইয়া গোঁফে তা'দিয়া মুরুব্বীর ন্যায় স্বদেশীয়

ভ্রাতৃগণকে গালাগালি কর—স্বজাতীয়গণকে হীন বাঙ্গালীজাতি বলিয়া সম্বোধন কর—ঘন ঘন করতালীর মধ্যে সগর্ব্বে স্ফীতবক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ধরাখানিকে সরাবের ন্যায় জ্ঞান কর, একবার নিজমনে ভাবিয়া দেখ দেখি তুমি কি?—তোমার এত বড়াই কিসে? তুমি তোমার অন্তেবাসিগণকে, দেশের জন্য স্বার্থ পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিতেছ, বল দেখি ভাই! দেশের জন্য তুমি কতটা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াছ? তুমি নিজে ২২।২৩ ঘণ্টা স্বার্থচিন্তায় বিভোর থাকিয়া, কদাচিৎ কোনদিন সভাসমিতিতে ২।১ ঘণ্টা স্বদেশবাসীকে নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা দিবার ছলনায় বক্তৃতা দিলে, লোকে তোমার কথা শুনিবে কেন? বল দেখি তোমার নিজের স্বাধীনতা কতটুকু? বক্তৃতা শেষ হইবার পরমুহূর্ত্তেই যখন চাঁদার খাতা বগলে করিয়া দীননয়নে সভ্যগণের মুখপানে চাহিয়া থাকিতে হইতেছে তাহার আবার ক্ষমতা কোথায়? ভিক্ষাবৃত্তি ব্যতীত যাহার কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার এত আড়ম্বর—এত পরনিন্দা করা কেন? দেশের বুভুক্ষিত অনাথলোক বৃক্ষতলে অনাহার অনিদ্রায়, সামাজিক উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইতেছে, আর তুমি দিব্য অট্টালিকায়, দুগ্ধফেননিভ-শয্যায় আরাম করিতেছ? দেশহিতৈষী হইতে হইলে অত স্বার্থপর হইলে চলিবে কেন ভাই? দেশের জনসাধারণের প্রতি যদি তোমার প্রকৃত সহানুভূতি না থাকে, তবে তোমার মৌখিক বক্তৃতায় তাহাদের সহানুভূতি থাকিবে কেন? তাই বলি ভাই! যদি প্রকৃত দেশহিতৈষী হইতে চাও, তবে তোমার মনগড়া সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া, দেশের সর্ব্বসাধারণের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ কর—তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রাণপণে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা কর।—তাহাদের সমাজে মিশিয়া, তাহাদের একজন হইয়া যাও; দেখিবে তোমার সমাজসংস্কারের পথ আপনি-ই সুগম হইবে, দেখিবে দেশের লোক তোমার জন্য প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। যদি স্বীয় স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে অক্ষম হও, তবে তোমার দ্বারা সমাজ ও দেশের উন্নতি হওয়া অসম্ভব!! ভাই হিন্দুবিবাহ-প্রথার নব্যসংস্কারক! তোমরা বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী, তোমরা পঞ্চবিংশবর্ষবয়স্ক যুবকের (?) সহিত ষোড়শীর মিলনের একান্ত অনুরাগী—প্রাচীনদলের বাল্যবিবাহের অপক্ষপাতী; কিন্তু ভাই! তোমাদের মনে করা উচিত যে, বিবাহপ্রথাটা তোমরা যেরূপ মনে কর, প্রাচীনেরা সেরূপ মনে করেন না। প্রকৃত স্ত্রী কেবল "হৃদয়েশ্বরী" হইলে চলিবে না, হিন্দুগৃহিণী পরিবারমধ্যে একাধারে দাসী ও গৃহকর্ত্রী। বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবে—একটী পুরুষের সহিত হিন্দুকুমারীর বিবাহ হয় না—একটী পরিবারের সহিত তাহার বিবাহ হয়। স্বামীর সহিত স্ত্রীর মিলন হইলেই তোমরা তাহাকে বিবাহ বল—প্রাচীনেরা সুধু একে আর একের মিলনকে বিবাহ বলেন না। একটী অসম্পূর্ণ পুরুষকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য, একটী পরিবারের মধ্যে, একটী কুমারীর আগমন, মিলন ও সংমিশ্রণকেই বিবাহ বলেন। ফলতঃ বিবাহ অর্থে তোমরা মনে কর, বিলাসের প্রধান উপকরণ লাভ করা—আর প্রাচীনেরা মনে করেন স্বীয়কুলে কুললক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা। কুম্ভকার

কাঁচা মৃত্তিকা দ্বারা নিজের ইচ্ছামত দ্রব্যাদি গঠন করিতে পারে, মৃত্তিকা কঠিন হইলে তাহা কার্য্যোপযোগী হয় না। কাঁচা বাঁশ যত সহজে নত হয়, পরিপক্কাবস্থায় তদ্রূপ হয় না। বাল্যকাল চরিত্রগঠনের উপযুক্ত সময়। যাহাকে ভবিষ্যৎ জীবনে একটী পরিবারের দাসী ও কর্ত্রী হইতে হইবে, তাহার কঠোর শিক্ষার প্রয়োজন—তাদৃশ শিক্ষা অধিক বয়সে হওয়া কষ্টকর। তাই প্রাচীনেরা বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী। আর ভাই যাহাকে তুমি কুললক্ষ্মী বলিয়া, স্বীয়কুলে প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, তাহার বিধবা-দশায় কেমন করিয়া তাহাকে কুলত্যাগিনী কর? বিবাহসভায় সে যে স্বামীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—"ধ্রুবমসিধ্রুবাহং। পতি-কুলেভূয়াসম্।" তাহা সে কিরূপে ভঙ্গ করিবে, তাহা বিবেচনা কর কি? পতি যাহাকে বিবাহসময়—'সম্রাজ্ঞীশ্বশুরেভব,' বলিয়া আশ্বাস দিয়া স্বীয়কুলে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, পতির অভাবে তাহাকে সেই সাম্রাজ্য হইতে বিদুরিত করিতে চাহ কেন? সমাজস্থ বহুলোকের মধ্যে ২।৪টী লোকের চরিত্র কলুষিত হইতে পারে, তাই বলিয়া কি সমাজস্থ সকলকেই দোষী বলিতে চাও? যদি শাস্ত্রের অনুসন্ধান কর তাহা হইলে দেখিবে—বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারেন, (অবশ্য সময় ও অবস্থানুসারে), স্বামীসহমরণে প্রাণ-পরিত্যাগ করিতে পারেন—আর ব্রহ্মচর্য্যাব-লম্বনপূর্ব্বক সংসার, সমাজ ও দেশের উন্নতি করিয়া পবিত্রভাবে জীবনাতিবাহিত করিতে পারেন। এই তিনটী অনুষ্ঠেয় প্রথার মধ্যে কোন্‌টী ত্যাজ্য, কোনটীর অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য বল দেখি? হিন্দুনারীর পাতিব্রাত্য, পিতামহীর উপকথার "সোণার নৌকা, পবনের দাঁড়ের ন্যায়' যখন যাহার তখন তাহার, এতাদৃশ ভাব আসিতেই পারে না। ভাই! বাক্‌বিতণ্ডা না করিয়া একবার আত্মহৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি যে, সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিয়া কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছ? এমতাবস্থায় ভিন্ন সমাজের নিন্দা করিতে যাওয়া কি অর্ব্বাচীনের কার্য্য নহে! দেশের উপকার করিবার ইচ্ছা করিলে, আত্মসমাজ-সংস্করণে মনোনিবেশ কর, নচেৎ তোমাদের উন্নতির আশা বৃথা।

বিবাহপ্রথার সংস্কারক প্রাচীনদলের নেতৃবৃন্দ! আপনারা কি করিতেছেন? হিন্দুবিবাহের যে পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাব লইয়া আপনারা এত শ্লাঘা করিয়া থাকেন, আপনা-দের হস্তে তাহার কীদৃশ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, সেদিকে দৃষ্টি আছে কি? যে মুনিঋষিগণের বাক্য অবহেলা করে বলিয়া নবীনদলের উপর আপনারা খড়্গহস্ত, হিন্দু-বিবাহপ্রথায় আপনারা সেই ঋষিবাক্য প্রতিপালন করিয়া চলিতেছেন কি? আপনারা এক্ষণে বল্লালী কৌলিন্য লইয়া কুলরক্ষা করিতেছেন—আপনাদের শাস্ত্রোক্ত কৌলিন্য-মর্য্যাদা কোথায়? আজ সেই বল্লালী কৌলিন্য-প্রথার ভীষণাবর্ত্তে পতিত হইয়া কত কুল-বালার সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বিবেচনা করেন কি? কল্পিত কুলগৌরব বজায় রাখিতে সমাজে কতশত পাপকার্য্যের প্রশ্রয় দিতেছেন, দৃষ্টি আছে কি? আপনাদের অবিমৃষ্য-কারিতায় কতশত কুলকুমারী অতৃপ্ত-বাসনা লইয়া সংসার-কাননে শুকাইয়া অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে দেখিতেছেন কি? জীবনাধিক স্বীয়

সন্তানের প্রতি যখন আপনাদের এতাদৃশ সহানুভূতি—তাহাদের মর্ম্মান্তিক যাতনায় আপনারা যখন এতাদৃশ ব্যথিত, তখন সমাজস্থ অন্যান্য লোকের উপর আপনার কতটা সহানুভূতি আছে, বা হইতে পারে, তাহা আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি? বল্লালী কৌলিন্য প্রথায় এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পাত্র অভাবে কন্যার বিবাহ হইতে পারিতেছে না। তাহার প্রতিকারের জন্য কি উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন? মুখে মুখে কখনই সমাজসংস্কার হয় না। সমাজসংস্কার করিয়া যদি একান্তই দেশের উন্নতি করিতে সাধ থাকে, তবে মৌখিক আড়ম্বর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রথমতঃ স্বীয় সমাজের আবর্জ্জনা দূর করিবার চেষ্টা করুন। যখন তাহাতে সক্ষম হইবেন, তখন অন্যান্য সমাজে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতাও আপনার জন্মিবে। অন্যথা আপনার চুপ করিয়া থাকাই সঙ্গত।

যদি সকলেই স্ব স্ব সমাজের আবর্জ্জনাগুলি পরিত্যাগ করিয়া, দেশ বিদেশ ও সমাজান্তর হইতে সদ্‌গুণরাশি সংগ্রহ করতঃ, স্ব স্ব সমাজের পরিপুষ্টতা সাধন করেন—প্রত্যেক সমাজের সমবেত চেষ্টা দেশের উন্নতির জন্য নিয়োজিত করেন,—তাহা হইলে কথঞ্চিৎ উপকারের আশা করা যাইতে পারে। নচেৎ বাগাড়ম্বরে পটু—কার্য্যতৎপরতায় অপটু, স্বার্থচিন্তায় বিভোর—পরনিন্দায় তৎপর, আত্মছিদ্রে অন্ধ—পরদোষে আনন্দ, এমন প্রকৃতির সামাজিক নেতাদ্বারা কোনরূপ উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। যে দেশের একতা নাই, সে দেশের কিছুই নাই। জাতি-বর্ণের প্রভেদ না থাকিলেও প্রত্যেক দেশে বড় ও ছোট সমাজ আছে। এতাদৃশ বৈষম্য-ভাব থাকিলেও আজ তাহারা একতাবলে বলীয়ান্ হইয়া সভ্যজগতে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। আর আমরা দলাদলির পাণ্ডা সাজিয়া আত্মকলহ, পরনিন্দা—পরছিদ্রান্বেষণে সময়াতিবাহিত করিয়া স্ব স্ব সমাজকে অধঃ-পাতিত করিতেছি। তাই বলি বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কারকগণ!! আপনারা আত্মকলহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব সমাজোন্নয়নের চেষ্টা করুন, দেখিবেন আপনাদের ও দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সৎকার্য্যের সহায় ভগবান্, একথা চিরপ্রসিদ্ধ ও ধ্রুব সত্য। প্রকৃত উন্নতির ইচ্ছা করিলে বাক্‌বিতণ্ডায় বৃথা সময়াতিবাহিত না করিয়া, সাম্যনীতি অবলম্বন-পূর্ব্বক ঋক্‌বেদের পবিত্র উপদেশটী ঘরে ঘরে প্রচার করিয়া বলুন ;—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাং।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানীব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥"

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী
উথলী—ঢাকা।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। আত্ম-কাহিনী। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার ১৩১৭ সনের চাঁদা এইক্ষণ অনেকেই দিয়াছেন, কিন্তু ১৩১৮ (বর্ত্তমান) সনের চাঁদা প্রায় সকলের নিকট বাকী আছে। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আগামী দুর্গাপূজার পূর্ব্বে তাঁহারা দয়া করিয়া এই মূল্য পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। আমাদিগের বিজ্ঞাপন নাই, গ্রাহকগণের প্রদত্ত চাঁদাই প্রতিভার জীবনধারণের একমাত্র উপায় ইতি।

২। প্রতিবাদ। শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার "কায়স্থবৈশ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে, যাহা গত শ্রাবণ মাসের প্রতিভার ১৫৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগের মতে তিনি নিষ্কারণে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় বিশারদ মহাশয়কে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "পক্ষান্তরে—কায়স্থগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রায় মধুসূদন বিশারদের অপূর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞান যেমন একদিকে অযথা ব্রাহ্মণগণের তোষামোদে কলুষিত তেমন অন্যদিকে বৈশ্যনিন্দায় প্রযুক্ত"। বিশারদ মহাশয় অনেকদিন হইতে প্রতিভায় ও কায়স্থপত্রিকায় লিখিতেছেন, আমরা কোনও স্থলেই তাঁহার অযথা ব্রাহ্মণ-তোষামোদ কি বৈশ্যনিন্দা দেখি নাই। তবে মাননীয় সরকার মহাশয় এইপ্রকার অযথা অভিযোগ কেন উপস্থিত করিলেন আমরা জানি না। "কায়স্থ-বৈশ্য" প্রবন্ধ পাঠকালে আমরা এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রবন্ধ হইতে কোনও বিষয় উৎক্ষিপ্ত করা উচিত নয় মনে করিয়া আমরা ইহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই। আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে, পণ্ডিতবর সরকার মহাশয়ের এই মন্তব্যের সহিত আমাদিগের কোনও সহানুভূতি নাই।

৩। এই বর্ষাকাল, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে, কায়স্থকার্য্য, সভাসমিতি একরকম স্থগিত হইয়াছে। সুসময় বুঝিয়া ব্রাহ্মণবিদ্বেষানল গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয়-ক্ষত্রিয়গণ নির্ভীক, ধীর পাদবিক্ষেপে স্বধর্ম্মপালনে অগ্রসর। সাগরকান্দী হইতে যে হৃদয়ভেদী মর্ম্মস্পৃক্ সংবাদ কায়স্থগণ শুনিয়াছেন তাহা পত্রস্থ করিতেও আমাদিগের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয় আনন্দবাজার পত্রিকাতে তাঁহার বিগ্রহভগ্নসম্বন্ধে আমূলবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। গ্রাম্য ষড়যন্ত্রে একটী চণ্ডালকন্যা তাঁহার দেবায়তনে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্থাপিত পরমপবিত্র রাধাবিনোদের পাষাণমূর্ত্তি সজোরে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে। আদালতের বিচারে চণ্ডালকন্যার তিনমাস সশ্রমে কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত দত্তমহাশয়কে আমরা এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে পারি যে, যে হৃদয়বিদারক কার্য্য হইয়াছে তাহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর, ঐ কার্য্যের কণিকামাত্র পাপও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

৪। রাজবাড়ী হইতে আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা

মহাশয় লিখিয়াছেন—"গত ২২শে শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্নে সজ্জনকান্দা মৃত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে, ভাকলা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী ব্রাহ্মণসভার অধিবেশনে প্রায় ৫০। ৬০ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। উপবীতী কায়স্থগণকে অস্পৃশ্য স্থিরতরে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের স্বাক্ষর গ্রহণান্তর সভাভঙ্গ হয়। কেবল চারিজন ব্রাহ্মণমহাত্মা এই কার্য্য অত্যন্ত গর্হিতবোধে স্বাক্ষর করেন নাই তাঁহাদিগের নাম ১। শ্রীযুক্ত শশিমোহন ভাদুড়ী মোক্তার রাজবাড়ী ২। উকীল শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মজুমদার ৩। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও ৪। শ্রীযুক্ত তারকনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। কায়স্থসমাজ ইঁহাদিগকে সর্ব্বান্তকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। কেহ কেহ প্রত্যক্ষ আবার কেহ কেহ বা অপ্রত্যক্ষভাবে এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। অত্রস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় যে উক্ত কার্য্য সংগঠিত হইয়াছে, তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। এই সভার একটী বিশেষত্ব এই যে, উপবীতী কায়স্থ জাতিচ্যুত হইয়া অস্পৃশ্য সাব্যস্ত হইলেও তাঁহাদিগের সহিত অনুপবীত কায়স্থগণ পূর্ব্বের ন্যায় আহারবিহার আদানপ্রদান ইত্যাদি করিলে কাহারও সম্মানের লাঘব হইবে না। এই দেশের কায়স্থগণ এই সভাটাকে একটা নগণ্য আসর বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন।" এই সভার বিবরণী পাঠ করিয়া লণ্ডননগরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মীমাংসা জন্য তিনজন দর্জ্জি (Three Tailors of Tooley street) যে মহতী সভার অধিবেশন করিয়াছিল, তাহা আমাদের মনোনয়নে প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। দর্জ্জিত্রয় অবলীলাক্রমে মীমাংসা করিল "ঈশ্বর নাই", রাজবাড়ী ও সজ্জনকান্দার ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা এই সভায় উপবীতী কায়স্থকে অস্পৃশ্য সাব্যস্ত করিলেন, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা কি জানেন যে, বিরাট কায়স্থজাতি সমগ্র ভারতে ৯৫ লক্ষ। তন্মধ্যে প্রায় ত্রয়োদশ লক্ষ বঙ্গীয়কায়স্থগণের উপনীত ছিল না, আর অবশিষ্ট দ্ব্যশীতিতম কায়স্থগণ সকলেই উপবীতী ও ত্রয়োদশ দিবসে অশৌচপালন করিয়া আসিতেছেন। যে সকল মূর্খ ব্রাহ্মণ শাস্ত্র জানে না, সাক্ষাৎ প্রমাণ মানে না, ঈর্ষাদ্বেষপরবশ হইয়া কায়স্থের অপকারে নিযুক্ত তাহাদিগকে বলি আর দংশন করিও না (Cease Viper).

৫। উপবীতচ্ছিন্নমকদ্দমা। বিগত ১৯শে শ্রাবণ, ১৯—১ বেচু চাটুজ্যের ষ্ট্রীটনিবাসী শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয় কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ও প্রসন্নকুমার রায় নামক দুই জন ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ উপস্থিত করেন। তিনি বলেন যে, তিনি একজন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী উপবীতধারী কায়স্থ, প্রতিবাদীদ্বয় এইজন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে উপহাস করিত, কিন্তু তিনি ইহা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিতেন। তাহাদিগের মূল আপত্তি এই যে, কায়স্থগণের উপনয়নে অধিকার নাই। বিগত ১৪ই শ্রাবণ রবিবার তিনি তাঁহার দোকান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিবাদিদ্বয় বলপূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধ হইতে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করতঃ ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেয়; প্রতিবাদীদ্বয় এই কার্য্যের দ্বারা তাঁহার প্রতি

অন্যায় বলপ্রকাশ, তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি অবমাননা ও মনঃকষ্ট প্রদান করিয়াছে। এই মকদ্দমার অগ্রিমানুসন্ধান দিবসে বঙ্গীয়-কায়স্থ-সভার সুযোগ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয় স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন যে, "আমি বঙ্গদেশীয়-কায়স্থসভার সম্পাদক, আমার পিতা কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষে এই সভার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ কে, টী, প্রমুখ অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ইহার সভ্য। এই বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজের প্রতিনিধিগণের সমবায়ে গঠিত। এই সভার মতে কায়স্থদিগের উপবীত গ্রহণ কর্ত্তব্য। এযাবত প্রায় ত্রিশ হাজার কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। উপবীত গ্রহণ কায়স্থদিগের ধর্ম্মকর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বাদী একজন কায়স্থ সুতরাং তাঁহার উপবীত ধারণ করিবার বিশেষ দাবী আছে ইত্যাদি।" তদনন্তর বাদীর পক্ষের উকীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র গুহ মহাশয় বলিলেন যে, প্রতিবাদীদ্বয়ের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিবার কোন অধিকার নাই, বিশেষতঃ বাদীকে অপদস্থ করিবার জন্য ও তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে এই কার্য্য করা হইয়াছে, সুতরাং দণ্ডবিধি আইনের ২৯৫ ধারা অনুসারে প্রতিবাদীদ্বয়ের বিরুদ্ধে মকদ্দমা পরিচালনার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বিচারপতি উভয় পক্ষের কথা শ্রবণান্তর উক্ত ২৯৫ ধারামতে সমনজারীর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রতিভার পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, মকদ্দমার শেষদিনে প্রতিবাদী ব্রাহ্মণদ্বয় প্রকাশ্য আদালতে বাদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, বাদীর পুনর্ব্বার উপবীত হইতে যাবতীয় ব্যয় তাঁহারা বহন করিবেন ও ভবিষ্যতে এই প্রকার অন্যায় কার্য্য আর করিবেন না।

৬। ভ্রম সংশোধন। প্রাবৃড়ালেখ্যম্ ১৭৮ পৃষ্ঠা।

শ্লোক	পাদ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৪	ধরন্যাম্	ধরণ্যাম্
৩	২	স্তুত	স্তৃত
৪	৪	ধাবন্ত্যামর্শাদ্	ধাবন্তমর্ষাদ্
৮	২	নৈঘৈঃ	মেঘৈঃ
৮	৩	পুঃসে	পুংসো
১১	১	বৃন্ধা	বুদ্ধ্যা
১১	২	দৃষ্টা	দৃষ্ট্বা
১২	১	বীক্ষ্যবিশার্য্য	বীক্ষ্য বিমার্য্য
১২	৩	সেভ্য	সেত্য
১৭	৪	প্যাভিমানবত্যঃ	প্যভিমানবত্যঃ
১৯	২	তপে	তপ্নে
২১	২	ধুসর	ধূসর
২১	৪	ধুম্বোবিভাত্যবজ্ঞাঃ	ধুম্যো বিভাত্যবণ্যাঃ
২৩	৩	কৃতাভিষেকেন	কৃতাভিষেকেণ
২৪	২	উৎসাননতো	উৎসাননতো
২৬	১	কুলকষা	কূলঙ্কষা
২৮	৩	ক্কাচিৎ	কাচিৎ
২৯	৩	নৃণাং	নৄণাং
৩০	২	রাগ্নি	রশ্মি
৩১	৪	মাত্তোনতি	মতিনোতি
ঐ	ঐ	মনোতিরিক্তং	মানাতিরিক্তং
৩২	৪	কাস্তে	কান্তে
৩৪	২	জলদাগমেহস্মঃ	জলদাগমেঽস্ম

পঞ্চ প্রবন্ধ ক্ষত্রিয়জীবন।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৯	২য়	৩	বন্ধ	বধ্য
১০০	১ম	১	বশিষ্ঠ	বসিষ্ঠ
১০০	১ম	৩	মুর্দ্ধনযজ্ঞ	মুর্দ্ধণ্যযুদ্ধ

৭। আমরা অতীব শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত পোড়াদহ ষ্টেশনের সান্নিধ্য কাটদহগ্রামে শ্রীযুক্ত রতিকান্ত বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের জেষ্ঠ পুত্র চুনিলাল বসু দেববর্ম্মা মহাশয় বিগত ১৪ই শ্রাবণ দিবসে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যাদি সমস্তই ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশ দিবসে সুসম্পন্ন হইয়াছে। জগতী-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরহিত্য করিয়াছিলেন।

৮। কায়স্থোপনয়ন।—উজানচর কাছারি হইতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু রায় দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ২৬শে বৈশাখ ফরিদপুর জিলান্তর্গত আলিপুরগ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র সরকার মোক্তার মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত একাদশ জন কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছিলেন।

১।	শ্রীযুক্ত	মহিমচন্দ্র সরকার	দেববর্ম্মা
২।	,,	কুঞ্জবিহারী বসু রায়	ঐ
৩।	,,	পুলিনচন্দ্র সরকার	ঐ
৪।	,,	মনোহর বসু	ঐ
৫।	,,	অমরশঙ্কর বসু	ঐ
৬।	,,	মদনকুমার মুন্সী	ঐ
৭।	,,	যাদবচন্দ্র ভৌমিক	ঐ
৮।	,,	সৌরেশকুমার দত্ত	ঐ
৯।	,,	যোগেন্দ্রনাথ গুহ রায়	ঐ
১০।	,,	ঈশানচন্দ্র গুহ রায়	ঐ
১১।	,,	শরচ্চন্দ্র বসু রায়	ঐ

প্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তি-স্বীকার।

৯২।	শ্রীযুক্ত	উমেশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা, দিনাজপুর	১৩১৭	...	১৷৷০
৯৩।	,,	উমেশচন্দ্র চৌধুরী, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ	ঐ	...	১৷৷০
৯৪।	,,	উমেশচন্দ্র ঘোষ, ছাপরা, সারণ ...	ঐ	...	১৷৷০
৯৫।	,,	উমানাথ দত্ত, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার	ঐ	...	১৷৷০
৯৬।	,,	উপেন্দ্রনাথ বসু, চালিতাতলা, যশোহর	ঐ	...	১৷৷০
৯৭।	,,	উমাচরণ সেন, বনগ্রাম, ফরিদপুর ...	ঐ	...	১৷৷০
৯৮।	,,	উমেশচন্দ্র হোড়, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা ...	ঐ	...	১৷৷০

৯৯।	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুহ, খাশনবিস, বড়বন্দর, দিনাজপুর	ঐ	...	১৷৷০
১০০।	,, উপেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা ...	ঐ	...	১৷৷০
১০১।	,, উমাপ্রসাদ মাইতি, এগরা, মেদিনীপুর	ঐ	...	১৷৷০
১০২।	,, উপেন্দ্রচন্দ্র দেব, মাইমনসিংহ ...	ঐ	...	১৷৷০
১০৩।	,, উমেশচন্দ্র সরকার, হাপারিয়া, রাজসাহী	ঐ	...	১৷৷০
১০৪।	,, উমাকান্ত সরকার, আমুটীয়া, মাইমনসিংহ	ঐ	...	১৷৷০
১০৫।	,, উমেশচন্দ্র বসু, রেঙ্গুন ...	ঐ	...	১৷৷০
১০৬।	,, উপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, কলিকাতা	১৩১৬। ১৭	...	১৷৷০
১১৫।	,, কামিনীমোহন ঘোষ রায়, ঘটমাঝি, ফরিদপুর	১৩১৭	...	১৷৷০
১১৬।	,, কিরণচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা ...	ঐ	...	১৷৷০
১১৮।	,, কালীপদ বসু, মিরট্ ...	ঐ	...	১৷৷০

বিজ্ঞাপন।

অশৌচ সমালোচনা।

ইহাতে অশৌচ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে কায়স্থ সমাজের চিরপোষিত অনেক ভ্রম অপনোদিত হইবে। যে সকল কায়স্থ দ্বাদশাহ ও মাসাশৌচ সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ করেন, ইহাতে সেই সন্দেহের অপনোদন হইবে। কায়স্থমাত্রেরই পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। মূল্য এক আনা, ছয় পয়সার টিকেট পাঠাইলেই পুস্তক পাইবেন।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা

ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

সহস্র সহস্র রোগীর প্রশংসিত ও সর্ব্বজনসমাদৃত বাতরোগের অমোঘ ঔষধ, ৺মহাত্মা ফকিরচাঁদের

অবধৌতিক তৈল।



নূতন ও পুরাতন বাতব্যাধি, অবশ, পক্ষাঘাত, গেঁটেবাত, কোন অঙ্গ চিবান বা খিলধরা, ঝিঝিবাত, অতি যন্ত্রণাদায়ক বাতশিরা, কোমরের বাত, জানু ও জঙ্ঘাগত বাত, আমবাত শিরামুণ্ড প্রভৃতি যে কোন রকমের বা যতদিনের বাত ও বেদনা হউক না কেন অল্প সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই স্থায়ীরূপে আরোগ্য হয়। সত্যের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, এই তৈল সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। দেশ দেশান্তরে ইহা সাদরে ব্যবহৃত হইতেছে। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ও সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের বহুসংখ্যক প্রশংসাপত্র আছে। মূল্য ছোট শিশি ১৲ টাকা, বড় শিশি ২৲ টাকা। ভিঃ পিতে সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। ডাক মাশুল ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র দেয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, সচ্চরিত্র সুগায়ক, পাঠক ও দরিদ্রদিগকে উক্ত মহাত্মার আদেশানুসারে মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পাইবার ঠিকানা

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দেব, ম্যানেজার,
হিতৈষী প্রেস, ফরিদপুর।

Reg. No. D. [illegible]

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থ [illegible]।

[চতুর্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা।]

১৩১৮ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	আশ্বিনে আগমনী (শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা) ...	২৪৫
২।	কবিতাগুচ্ছ—(১) [illegible] (শ্রী[illegible] ঘোষ দেববর্ম্মা কবিরত্ন) ...	২৪৭
	(২) [illegible] (শ্রী[illegible]কুমার বসু দেববর্ম্মা)	২৪৮
	(৩) [illegible] (শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সরকার) ...	২৪৯
	(৪) [illegible] (শ্রী[illegible] সিংহ চৌধুরী) ...	২৫০
৩।	শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible] (শ্রী[illegible] কবিরত্ন দেববর্ম্মা)	২৫০
৪।	সত্যনারায়ণের পুঁথি, (পদ্য, পূর্ব্বানুবৃত্তি ২ শ্রী[illegible] সরকার দেববর্ম্মা) ...	২৫৪
৫।	দুর্গোৎসব (শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ দেববর্ম্মা কবিরত্ন)	২৫৬
৬।	[illegible]বর্ণ (শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা)	২৫৯
৭।	পণপ্রথায় সর্ব্বনাশ (শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা) ...	২৬২
৮।	স্বধর্ম্মসম্বন্ধে কয়েকটী কথা (শ্রীসুরেন্দ্রলাল চৌধুরী বি এ)	২৬৭
৯।	ব্রাহ্মণসমাজে আন্তর্গণিকবিবাহ (সম্পাদক)	২৬৮
১০।	বরিশালে কায়স্থধর্ম্মপ্রচার (শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা)	২৭১
১১।	সানুবাদ মিশ্রকায়স্থকারিকা (পূর্ব্বানুবৃত্তি ২, সম্পাদক)	২৭৯
১২।	সমালোচনা (সম্পাদক)	২৮২
১৩।	বিবিধপ্রসঙ্গ (সম্পাদক)	২৮৪
১৪।	কায়স্থোপনয়নে ব্রাহ্মণ (শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা)	২৯২

প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৵৹ আনা মাত্র। [বার্ষিক মূল্য [illegible] টাকা মাত্র।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

আশ্বিন মাস, ১৩১৮।

আশ্বিনে আগমনী।

এস আনন্দময়ি—এস ত্রিদিববাসিনি—এস বিশ্বজননি এস মা! এস জগৎপ্রসবিনি—এস দীনতারিণি—এস শিবসিমন্তিনি এস মা! এস জগদারাধ্যা—এস দীনজনপালিকে—এস ভবভয়নাশিকে এস মা! এস! বৎসরেক পরে এই শোকতাপ-জর্জ্জরিত—বিপদ-আপদ-সমন্বিত—হিংসাদ্বেষ-বিড়ম্বিত মর্ত্ত্যভূমে আসিয়া তোমার দীনহীন সন্তানগণকে দর্শন দেও মা! তোমারই আশায় বুক বাঁধিয়া—তোমারই শ্রীচরণ সদর্শন বাসনায় উৎকণ্ঠিত তোমার অধম সন্তানগণের সম্বৎসরের আশা পূর্ণ কর মা! মা ভিন্ন সন্তানের আর কে আছে মা! মা ভিন্ন দুঃস্থসন্তানের চক্ষের জল মুছাইতে আর কে আছে মা! মা ভিন্ন অধম সন্তানগণের দুঃখদুর্দ্দশায় 'আহা' বলিবার আর কে আছে মা! ঐ দেখ মা, তাহারা তোমারই আগমন-প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতেছে; ঐ দেখ মা, তোমার অকৃত অধম সন্তানগণ শুভ-শরতসমাগমে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে—মনে করিতেছে শুভশারদবাসরে মায়ের নিকট দুঃখকাহিনী বিবৃত করিবে; মনে করিতেছে মায়ের চরণোপান্তে সম্বৎসর-সঞ্চিত পাপতাপের নিদারুণ ভার অর্পণ করিয়া ক্ষণতরেও আনন্দ অনুভব করিবে। তাই বলি মা এস! আসিয়া, পতিত, দুর্গত, হতভাগ্যগণের আশা পূর্ণ ও তাহাদের মা বলিয়া ডাকিবার অধিকার দেও মা!

অশান্তি অনলে যাহারা নিশিদিন দগ্ধ হইতেছে তাহাদের তুমি ভিন্ন আর কে স্নিগ্ধ করিবে মা! অভাবের অবসাদে যাহারা নিয়ত অবসন্নপ্রাণে কালাতিপাত করিতেছে তুমি ভিন্ন তাহাদের গতি কি মা! উদরান্নের দায়ে নিয়ত নিপীড়িত যাহারা তাহাদের তুমি ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে মা! পাপাসুর যাহাদের ধর্ম্মধন হরণ করিয়া বিকট তাণ্ডবে নৃত্যপরায়ণ—দুর্বিসহ শোকানল যাহাদের হৃদয়ে প্রতিনিয়ত দাউ দাউ প্রজ্বলিত—স্বার্থপরতার পূতিগন্ধপূর্ণ নিরয়ে যাহারা অহরহ নিমজ্জিত তুমি ভিন্ন তাহারা কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে মা! তোমার

আশীর্ব্বাদ ভিন্ন তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি জননি! তোমার অভয়হস্তের অঙ্গুলিসঙ্কেত ভিন্ন তাহাদের নিষ্কৃতি কোথায় মা! তাই আজ যুক্তকরে মুক্তকণ্ঠে সকাতরে ডাকিতেছি মা! মা!! মা!!! আয় মা! এস মা! একবার দর্শন দেও জননি! বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছি—বড় বাসনায় জাগ্রতস্বপ্ন দেখিতেছি বড় আনন্দে বার বার ডাকিতেছি মা—মা—মা! মা জননি! এস মা! শারদসপ্তমীর শুভ-শুভ্রবাসরে এই ক্রন্দন-কোলাহল মুখরিত নিরানন্দধামে আসিয়া জগজ্জননীরূপে অধিষ্ঠিতা হও মা!

ভীষণ স্বার্থপরতার প্রবল প্রকোপে, দেখ মা আমরা কিরূপ নির্য্যাতিত, কতদূর উৎপীড়িত হইতেছি; কুসংস্কারের সূচীভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সামাজিকগণের নির্ম্মম অত্যাচারে আমরা কি ভয়ব্যাকুলচিত্তে কালাতিপাত করিতেছি; আমাদের পতিত সমাজকে উদ্ধারের শতচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য কত হৃদয়হীন প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে; জাতীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য আমাদের শত শত্রু সহস্র চেষ্টায় ফিরিতেছে; তুমি মা তাহাদের সুমতি দেও—তাহাদের ভ্রমধারণা বিদূরিত কর! ঐ দেখ মা! তোমার পতিত কায়স্থ-সন্তানগণকে যজ্ঞোপবীত পুনর্গ্রহণ করিতে দেখিয়া কত কত বিকৃত মস্তিষ্ক তাহাদিগকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিতেছে; ঐ দেখ মা! জরামৃত্যু সংক্ষুব্ধ সংসারের বিরাটবক্ষে কায়স্থগণকে দ্বাদশাহ অশৌচপালন করিতে দেখিয়া কত কত ভ্রান্তজীব তাহাদের ধোপা, নাপিত বন্ধ করিবার উদ্যোগপর্ব্বের আয়োজন করিতেছে! ঐ দেখ মা! কায়স্থগৃহে তোমারই পূজা পণ্ড করিবার জন্য পুরোহিতগণ কতই না কুমন্ত্রণা করিতেছেন। আর কত সহ্য হয় মা! দিন দিন যে অসহ্য হইয়া উঠিল মা! যদি আসিতেছ মা, তবে কৃপা করিয়া এই সকল কায়স্থ-শত্রুগণের যাহাতে সুমতি হয়—হিংসাদ্বেষ অপসারিত হয়—সংকীর্ণতা বিদূরিত হয় তাহাই কর মা জননি!

আবার আর এক অঙ্কের অভিনয় দেখিবে কি দেবি! দেখ! দেখ!! তোমার অধম সন্তান কায়স্থগণকে জাতীয় উন্নতি করিতে অগ্রসর দেখিয়া কোন কোন স্থানের ২।৪টী কায়স্থেতর জাতি নিজেদের দুর্ব্বলতার কথা ভুলিয়া জলিয়া পুড়িয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছে। দেও জননি! ইহাদের জ্ঞান দেও, বুদ্ধি দেও, বিবেক দেও এবং উপদেশ দেও ইহারা যেন আর স্বকীয় সম্ভ্রমের হীনতা সাধিত করিয়া আমাদের উন্নতির অন্তরায় উপস্থিত না করে!

জননী জগদম্বে! তোমার কৃপাতেই মা আমরা অতি সংকীর্ণ সময় মধ্যে, অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রভূত বিদ্রূপবাণ সহ্য করিয়া, বহুবিধ বিজাতীয় উপেক্ষাকে পদদলিত করতঃ মা তোমার সন্তানগণ উন্নতিমার্গে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। অধমতারিণি মা গো! তোমারই করুণাবলে,—তোমারই মহিমা-প্রভায়—তোমারই নামের গুণে যখন জাতীয় উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে মা! তখন হিংসুকাসুরদলকে নিপাতিত করতঃ যাহাতে আমরা সফলকাম হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হই তাহার উপায় বিধান কর মা! যদি ত্রিদিব ছাড়িয়া সন্তানগণকে দর্শন দিতে

আসিতেছ মা! তবে যেন শক্তিদায়িনি! তাহারা উচ্চনীচ, ছোট বড়, কুলীন মৌলীক, ধনী দীন, এই ভেদজ্ঞান পদদলিত করিয়া সকলে সমবেত চেষ্টার—সমন্বিত শক্তিতে সাফল্য সীমায় পদার্পণ করতঃ জাতীয় উন্নতির বিজয়পতাকা উড়াইয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে দিগন্ত প্রকম্পিত বিদ্বেষীবৃন্দের ভীতি উৎপাদিত করিয়া মায়ের সন্তান বলিয়া ধন্য হইবার অধিকার লাভ করিতে পারে। আর কায়স্থ-মহোদয়গণ! মা আমাদের আসিতেছেন;—এই দীনগণকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করিবার জন্য মা যখন আসিতেছেন তখন হৃদয়ের নিভৃত নিকেতনে যে সামান্য ভক্তিবারি সঞ্চিত আছে তাহাই সাগ্রহে সানন্দে অকপটচিত্তে মায়ের চরণোপান্তে উপহার দিবার জন্য প্রস্তুত হও। আর অবিরত বদন ভরিয়া বল মাভৈঃ মাভৈঃ! মাভৈঃ মাভৈঃ।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

কবিতাগুচ্ছ।

আগমনী। ১।

প্রাবৃটের ঘন ঘটা
গগনে নাহিক আর;
প্রকৃতি হ'য়েছে ফুল্ল
ঘুচয়াছে অশ্রুধার।১

শরত আগত এবে
আগমনে শারদার;
প্রকৃতি ঈঙ্গিতে বলে
"বিলম্ব নাহিক আর"।২

আসিছে আনন্দময়ী
আনন্দে ভাসিছে ধরা;
সংবৎসর পরে পুনঃ
বহিবে করুণাধারা।৩

জরাব্যাধি অত্যাচার
মানবের শত্রু যত;
মায়ের চরণস্পর্শে
হবে কাল-কুক্ষিগত।৪

মরতে রবে না আর
মানবের দীর্ঘশ্বাস;
ঘুচিবে তনয়শোক
জননীর "হা হুতাশ"।৫

পরস্পর হিংসাদ্বেষ
অভাবের হাহাকার;
ভবানী আসিলে ভবে
না থাকিবে দেশে আর।৬

রোগী দুঃখী জড় যত
বহিছে দুঃখের ভরা;
ঘুচিবে অভয়া এলে
উঁহাদের অশ্রুধারা।৭

এস মাতঃ কৃপাময়ি!
পুত্রগণে কোলে কর;
অন্নপূর্ণা অন্নদানে
ভারতের দুঃখ হর।৮

তুমি না আসিলে হেথা
তনয়ের দুঃখভার;
কৃপায় করুণাময়ি!
কেবল হরিবে আর? ৯

হরিতে ভবের দুঃখ
সমাগত ভবদারা ;
উঠ জাগ দেশবাসী
মোহনিদ্রা ত্যজি ত্বরা ।১০
সুসময় যায় চলি
মায়ের সন্তান যত ;
বিষয় ছাড়িয়া হও
চরণ সেবায় রত ।১১
আনন্দে তুলিয়ে সবে
ভকতি প্রসূনচয় ;
মায়ের রাতুল পদ
করহ কুসুমময় ।১২
ষড়রিপু-মহাছাগ
শক্তি-পদে দাও বলি ;
"জয় তারা" বলি ডাক
হ'য়ে সবে কৃতাঞ্জলি ।১৩

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা কবিরত্ন ।

"যশোবন্ত সিংহের প্রতি তদীয় মহিষী।" ২ ।

কি আশায় দুরাশয় ত্যজি অভিমান
সম্মুখ সমর হ'তে করিলে প্রয়াণ ?
যশঃপূর্ণ পূর্ণিমায় তুমি হতভাগা হায়,
অকালে ভারতাকালে শশী অস্তমান।
ক্ষত্রিয়ের দেহে কিহে শৃগালের প্রাণ ? ১
কঠিন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বিখ্যাত ধরায়
কলঙ্ককালিমা ঢালি ডুবালে তাহায়।
ধর্ম্ম ভুলি কর্ম্ম ভুলি, স্বহস্তে কুঠার তুলি,
কোন্ প্রাণে রে নির্দ্দয় ছেদিলে তাহায় ?
একটু কাঁদেনি প্রাণ মানের আশায় ? ২
কি আশায় নীচাশয় কি কহিব হায়
অকালে ডুবালে মান এমন হেলায়!
স্বকুলে দিলে ঢালি, এমন কলঙ্ক-কালি,
রাজা হ'য়ে রাজকুলে কি ছার আশায় ?
দাসত্ব জীবনে কহ কি সুখ ধরায় ? ৩
ইহপরকাল আর পথের সম্বল,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-কীর্ত্তি-যশ ডুবালে সকল।
জীবনের যত আশা, সুখ-শান্তি-স্বর্গ-আশা,
সকলি জন্মের মত গেল রসাতল।
প্রাণের পিয়াসা কিহে এতই প্রবল ?৪
স্মৃতির আলেখ্য কেহ আঁকেনি পাষাণে,
একটু বিবেকশক্তি জাগেনি ও প্রাণে ।
কি লাজে কি ক্ষোভে হায়, যুদ্ধক্ষেত্র ঠেলি পায়
চলে গেলা নাহি চাহি কারো মুখপানে ?
ক্ষত্রিয়ের মত কিরে, নাহি ছিল ও শরীরে
রচিত ধমনী শিরা বীর উপাদানে ?
ছিল না সাহস ওতে, তেজবীর্য্য থাকে যাতে
কেবলি কি ছিল উহা ভরা ভীরু প্রাণে ?
কাপুরুষ তুমি এত আগে কেবা জানে ?৫
গৌরব-সৌরভে ভরা ভারত উদ্যান,
কি ছার জীবন তার নাহি যার মান।
সেই ভীম-বৃকোদর, আর্য্যকুল ধুরন্ধর,
সেই মানী দুর্য্যোধন, ক্ষত্র যোদ্ধা অগণন,
বালক বাদলবীর, পুত্র অভিমন্যু ধীর,

পদ্মিনী সংযুক্তা সতী, ক্ষত্রবালা বীর্য্যবতী,
আর্য্যকীর্ত্তি গাথা কিহে হয়নি স্মরণ?
প্রাণতরে বীর কিহে নির্লজ্জ এমন?
কাঁদিয়াছি বহুদিন কাঁদিব না আর,
ভুলে যাব চিতানলে দুঃখ দুর্নিবার।
সেই তব রণস্থল, সেই শোক অশ্রুজল,
সেই তব দগ্ধ ঠাঁই, মান যশ যথা নাই,
সেই তব দুঃখ-ভরা হুহু করা প্রাণ,
সময়ের স্রোতে হবে ভস্ম অবসান।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

নীলধ্বজের প্রতি জনা। ৩।

এই কি বীরত্ব তব? কহ মহারাজ!
ক্ষত্রকুলে লয়ে জন্ম, কেবা তব সম
পশিতে সম্মুখ রণে, কাতর এমন?
যাহার শিরায় বহে, ক্ষত্রিয় রুধির
হয় কি সে কভু নাথ, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ?
লয়ে জনম কেবা কেশরীবংশেতে
ধরে গো জম্বুকবৃত্তি? কেবা তব সম
বিনাযুদ্ধে পরাজিত হইবারে চায়?
বহু সাধনার পর মনের মতন
পেয়েছি প্রবীর পুত্র, জাহ্নবী প্রসাদে
বাছা মোর বীরসাজে প্রতিক্ষিছে রণ
একমাত্র তব তরে। যাও নরনাথ
অবিলম্বে রক্ষ গিয়ে ধর্ম্ম আপনার।
করিয়ে জীবনপণ পশগে আহবে।
নহিলে নিশ্চয় জেনো চিতায় প্রবেশি
ত্যজিব জীবন প্রভো তোমার সকাশে।
ঘুষিবে সংসারবাসী অযশ তোমার
ভুঞ্জিবে নরক তুমি পূতিগন্ধময়।
ভেবেছিনু জনা বুঝি বড় ভাগ্যবতী
কিন্তু তুমি সেই সুখে সাধিলে গো বাদ—
না পশি সমরে হায় কাপুরুষ প্রায়।
ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, জানি ক্ষাত্রনীতি
কেমনে আহুতি সবে দেয় গো জীবন।
কিন্তু একি হেরি আজ! বৃথা মায়া তব—
তুচ্ছ প্রাণতরে!! শত ধিক্কার তোমায়!!!
ক্ষত্রকুলে লভি' জন্ম যেই কুলাঙ্গার
হয় ভীত যাইবারে সম্মুখ সমরে—
(আর কি বলিব রাজা!) মিলি ত্রিসংসার
সমস্বরে দেয় গালি ক্ষত্রগ্লানি বলে।
যাও মহারাজ! কর না বিলম্ব আর,
সহে না এহেন দুঃখ থাকিতে জীবন।
হয়েছে জনম মম ক্ষত্রিয়ের কুলে
দিয়াছেন পিতা সঁপি' ক্ষত্রিয়ের হাতে
কিন্তু যদি হেরি তব হেন যুদ্ধভীতি
রহিবে না ঠাঁই মোর মুখ রাখিবারে।
যাও মহারাজ! কর না বিলম্ব আর
পিতাপুত্রে যাও মিলি সম্মুখ সংগ্রামে
দেওগে দোঁহায় প্রাণ সঁপিয়ে আহবে।
আর এক কথা রাজা রেখ মনে করি,
কর না গো পলায়ন পরাজিত হলে।*

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সরকার।

* "যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।"

বঙ্গরমণী।

এ জগতে আর কে তব তুলনা
তুমি রমণীর মণি,
চিরঋণী আমি কি দিব তোমারে,
ওগো মমতার খনি!
তোমার কৃপায় হেরিনু এই বিশ্ব,
সুন্দর সুবিশাল,
চির আবদ্ধ রাখে যেন সেই তব
স্নেহ মমতার জাল।
তোমার পবিত্র প্রণয় সম্ভাষে
হই সুখে আত্মহারা;
আর কোন দেশে এ স্বর্গীয় প্রেম
আছে কি এমন ধারা।
মোদের কল্যাণ সাধিবার তরে
আসিয়াছ ধরামাঝে,
শান্তিরূপিনী জননী, ভগিনী, সাধ্বী,
প্রণয়িনীর সাজে।

অন্নপূর্ণারূপে দাও অন্ন তুমি
ক্ষুধিত যে জন তারে;
স্নেহ মন্দাকিনী ছুটিছে নিয়ত
ভিখারী আতুর তরে।
আপনা ভুলিয়া পীড়িতের সেবা
কর তুমি অবিরত
ব্যথিত জনেরে সান্ত্বনা দিতে
কে জানে গো তোমার মত।
বিস্মৃত হই হেরিয়া তোমার নিস্বার্থ
ধৈরজ সংযম;
তুমিই জান গো আত্ম-বিসর্জ্জনে
কত সুখ অনুপম।
শান্তিরূপিনী তুমি দেবি এ ভবে
তোমার তুলনা নাই;
ব্যথা পেলে তোমাকে মা বলে ডাকিয়া
হৃদয়ে শান্তি পাই।

শ্রীনৃসিংহগোপাল সিংহ চৌধুরী।

শ্রীমদ্ভাগবত।*

পুরঞ্জনোপাখ্যান (পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)।

বঙ্গানুবাদ।

পঞ্চশির সর্প দ্বারপাল সুরক্ষিতা
সে কামরূপিনী পতি অন্বেষণে রতা।২১
সুনাসা, সুদন্ত, সুকপোল, বরানন,
সমতুল্য দুই কর্ণে কুণ্ডল শোভন।২২
শ্যামাঙ্গিনী, পীতাম্বরা, নিতম্ব শোভিত
সুবর্ণ কাঞ্চীতে, সুমধুর শব্দযুত
নূপুর শোভিত পাদ দেবাঙ্গণা প্রায়
ইতস্ততঃ বিচরিতেছিলেন তথায়।২৩

---

* প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হয় বলিয়া মূল দেওয়া হইল না।
২১। পঞ্চশির সর্প—প্রাণ।

সমান উন্নত স্তনদ্বয় নিরন্তর
প্রকাশ করিতেছিল বয়স কৈশোর,
বস্ত্রাঞ্চলে লজ্জায় তা করি আচ্ছাদন
মাতঙ্গী সমান ধীরে করিছে গমন।২৪
সপ্রেম চঞ্চল ভ্রূ ধনুক বিনিক্ষিপ্ত
স্নিগ্ধ কটাক্ষের শরে হইয়া আহত,
বীর পুরঞ্জন অতি সুমধুর স্বরে
কহিলা, সলজ্জহাসি শোভিতা বামারে।২৫
পুরঞ্জন।—কে তুমি সুন্দরি, পদ্মপলাশলোচনে,
আসিয়াছ কি কারণে এই উপবনে?
তুমি কার? বল তব কিবা প্রয়োজন?২৬
কেবা তব সঙ্গী এই একাদশ জন?
কে এই তোমার অগ্রে করিছে গমন?
কাহারা বা সঙ্গিনী সুন্দরী নারীগণ?২৭
তুমি কি ভবানী, লজ্জা, রমা কিংবা বাণী?
ভগবৎ অন্বেষণে রত যথা মুনি
একান্তে অরণ্য মাঝে, তুমি কি তেমন
উপযুক্ত পতি তব কর অন্বেষণ,
তব পদ সেবি যেই কামনা পূরাবে
বল, বরমালা তুমি কাহাকে অর্পিবে?২৮
যেহেতু স্পর্শিছে পৃথ্বী তোমার চরণ
দেবীগণ মধ্যে তুমি নহ কোনজন;
অতএব মহাদেবি আমার সহিত
থাক তুমি এই পুরী করি অলঙ্কৃত
যজ্ঞমূর্ত্তি বিষ্ণুসহ কমলা যেমন
আছেন বৈকুণ্ঠধাম করিয়া শোভন।২৯
সলজ্জ প্রেম হসিত তব ভ্রূক্ষেপিত
মূর্ত্তিমান কাম মোরে করিল পীড়িত,
চঞ্চলা ইন্দ্রিয় মম কটাক্ষে তোমারি
অনুগ্রহ কর মোরে শুনলো সুন্দরি।৩০

২৪। স্তনদ্বয়—রাগ ও দ্বেষ। নিরন্তর—মধ্যে অবকাশবিহীন।

সুতারকাবৃত আঁখি সুভ্রূ সুশোভিত
আনন তোমার নীল অলকা আবৃত
যা হৈতে ক্ষরিছে অতি মধুর বচন
উন্নত করিয়া মোরে করাও দর্শন
অন্যদিকে ফিরায়ে যা রেখেছ লজ্জাতে।৩১
নারদ।—অধীর হইয়া পুরঞ্জন এই মতে
প্রার্থনা করিল যবে, নারী ও মোহিতা
বলিল সাদরে তারে হৈয়ে হাস্যযুতা।৩২
নারী।—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি নহি অবগত
মম কিংবা তব হয় কি নাম কি গোত্র,
তোমার আমার কেবা কর্ত্তা কোনজন।৩৩
এই যে এখানে আমি রয়েছি এখন,
আমাকে জানি না আমি, কিংবা সেইজনে,
করেছে যে মমাশ্রয় এই নিকেতনে।৩৪
সখাসখী মম এই নরনারীগণ;
নিদ্রিতা হৈলেও আমি, করি জাগরণ
এই সর্পরাজ মম পুর রক্ষা করে।৩৫
সৌভাগ্য আমার, তাই দেখিনু তোমারে;
মঙ্গল হউক তব হে শত্রুদমন,
বিলাস সম্ভোগ যদি তোমার মনন,
সপ্রেমে, সাদরে, তবে অভিলাষ তব,
মম বন্ধুগণসহ পূরণ করিব।৩৬
এই নবদ্বার পুরে থাকি অধিষ্ঠিত
আমার প্রদত্ত কাম ভোগ সুখ যত
গ্রহণ করহ তুমি শতেক বৎসর।৩৭
তোমা বিনে অন্য কোন্ পশুতুল্য নর
অজ্ঞ, ইহ-পরলোক চিন্তা বিরহিত
অরতিজ্ঞ, আমার রমণে উপযুক্ত?৩৮
এই গৃহাশ্রমে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মুক্তি,
শোকবিনাশন যজ্ঞফলাদি প্রভৃতি,
পুত্রলাভ আদি আছে আরো সুখ কত
নাম যার যতিগণ নহেক বিদিত।৩৯

দেব, পিতৃ, ঋষি, নর, যত ভূতচয়
এ সবার ও আত্মার মঙ্গল আলয়
এই ভবে গৃহাশ্রম—পণ্ডিত বচন।৪০
হে বীর তোমার সম সুপ্রিয় দর্শন,
বিখ্যাত, বদান্য আর আপনি আগত,
পতিলাভ করি হবে বরণে বিরত
আমার সদৃশা বল কে হেন রমণী?৪১
আছে কি জগতে বল এহেন কামিনী
তোমাতে যাহার মন না হয় আসক্ত,
মহাবাহো! দেখি তব আজানুলম্বিত
সর্পকায় সম মনোহর ভুজদ্বয়?
বিপন্নের হৃদয়ের কথা সমুদয়,
সকরুণ দৃষ্টিপূর্ণ তোমার নয়ন,
ভুবন ভরিয়া সদা করে বিচরণ।৪২
নারদ।—এইরূপে পরস্পরে প্রতিজ্ঞা করিয়া
নরনারী দুই, সেই পুরে প্রবেশিয়া
ভোগসুখে শতবর্ষ রহিলা মগন।৪৩
স্থানে স্থানে, সেই থানে, সুগায়কগণ
পুরঞ্জন যশগান করিত সুস্বরে;
নিদাঘ সময়ে দোঁহে সরোবরনীরে
প্রবেশিত হৈয়ে বামাগণ পরিবৃত।৪৪
ঐ পুরীর ঊর্দ্ধদেশে ছিল অবস্থিত
সপ্তদ্বার,—দুই দ্বার ছিল অধোদেশে,
কর্ত্তার বিভিন্ন ভোগ্য বিষয় মানসে।৪৫
পূর্ব্বদিকে পাঁচ, আর দুইটি পশ্চিমে,
দক্ষিণে একটী, সব নাম যথাক্রমে
বলিতেছি মহারাজ শুন সবিস্তার;—৪৬
পূর্ব্বেতে, খদ্যোত, আবির্মুখী দুই দ্বার

৪৪। নিদাঘ—নিদ্রার সময়। সরোবর—হৃদয়াকাশ।

৪৫। বিভিন্ন ভোগ্য—পৃথক পৃথক বিষয় ভোগ জন্য পৃথক পৃথক দ্বার।

একত্র নির্ম্মিত, দ্যুমৎসখ পুরঞ্জন.
তাহা দ্বারা রূপরাজ্যে করিত গমন।৪৭
পশ্চিমে নলিনী আর নালিনী নামীয়া
একত্র নির্ম্মিত দুই দ্বার—যাহা দিয়া
অবধূত সখার সহিত পুরঞ্জন,
সৌরভ বিষয়সুখ করয় গ্রহণ।৪৮
পুররাজ, রসজ্ঞ বিপণ সমন্বিত
ভাষণ, অন্নগ্রহণ বিষয়াদি যত
মুখ্যানামে দ্বার দ্বারা করয় গ্রহণ।৪৯
দক্ষিণে পিতৃহূ দ্বার দিয়া পুরঞ্জন
গমন করয়, শ্রুতিধর সমন্বিত
পঞ্চাল প্রদেশে, যাহা দক্ষিণে স্থাপিত।৫০
উত্তর পাঞ্চালে যায় শ্রুতিধর লৈয়া
উত্তরস্থ দেবহূ নামক দ্বার দিয়া।৫১
আসুরী নামক দ্বার পশ্চাতে স্থাপিত
তাহা দিয়া পুরঞ্জন দুর্ম্মদ সহিত
গ্রামক বিষয় যত উপভোগ করে।৫২

৪৭। খদ্যোত—অল্প প্রকাশক—বামচক্ষু আবির্মুখী—বহু প্রকাশক—দক্ষিণ নয়ন। দ্যুমৎসেন—দ্যুমৎ (চক্ষু, দৃষ্টি) যাহার সখা চক্ষু অথবা দর্শন সহিত। রূপরাজ্য—চক্ষুদ্বারা প্রকাশিত রাজ্য অর্থাৎ রূপগ্রহণ করে।

৪৮। নলিনী ও নালিনী—অল্প ও অধিক প্রশস্ত বাম ও দক্ষিণ নাসিকা। অবধূত—বায়ু।

৪৯। পুররাজ—পুরঞ্জন—জীব। ভাষণ—কথা বলা। মুখ্যা—মুখ। রসজ্ঞ—রসনেন্দ্রিয়। বিপণ—বাগিন্দ্রিয়।

৫০। ৫১। পিতৃহূ—দক্ষিণ কর্ণ। বলাধিক্য প্রযুক্ত দক্ষিণকর্ণ দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড শ্রবণ। দেবহূ—বামকর্ণ দ্বারা জ্ঞানকাণ্ড শ্রবণ। পঞ্চাল পঞ্চেন্দ্রিয় বিষয়ক জ্ঞানের আলয়। দক্ষিণ পঞ্চাল—প্রবৃত্তি লক্ষণশাস্ত্র। উত্তর পঞ্চাল—নিবৃত্তি লক্ষণশাস্ত্র।

৫২। আসুরীদ্বার—শিশ্ন। দুর্ম্মদ—উপস্থ ইন্দ্রিয়। গ্রামক বিষয়—স্ত্রীসম্ভোগাদি।

নিঋতি নামে পশ্চাতে অপর দুয়ারে
বৈশস বিষয় ভুঞ্জে লুব্ধক সহিত।৫৩
নির্ব্বাক্‌ ও পেশস্কৃৎ নামেতে কথিত
আছে দুই অন্ধ দ্বার পুরের ভিতর
যাহা দ্বারা পুরঞ্জন, পুরের ঈশ্বর
করে যাতায়াত আর কার্য্য সম্পাদন।৫৪
অন্তঃপুর ভিতরে যখন পুরঞ্জন,
বিষূচীন সহিত হইয়া সম্মিলিত
জায়া কিংবা আত্মজ হইতে সমুদ্ভূত
ভোগ করে শোক হর্ষ কিংবা প্রসন্নতা।৫৫
কর্ম্মে অত্যাসক্ত হৈয়ে এরূপে কামাত্মা,
অজ্ঞ, প্রতারিত হৈয়ে তাহাই করয়
যাহা যাহা করিবারে মহিষী ইচ্ছয়।৫৬
পান করে স্বীয় পত্নী যখন মদিরা,
মদেতে উন্মত্ত সেই পান করে সুরা,
সে যখন খায়, অন্ন করয় গ্রহণ
পত্নী যবে যায়, সেই করয় গমন।৫৭
গাহিলে সে গান গায়, কান্দিলে কান্দায়
হাসিলে সে হাসে, কথা বলিলে বলয়।৫৮
ধাবমান হয়, পত্নী হইলে ধাবিতা
স্থির থাকে যবে সেই থাকে অবস্থিতা,
বসিলে সে বসে, শোয় করিলে শয়ন।৫৯
শুনিলে শ্রবণ করে দেখিলে দর্শন,
পরশিলে পত্নী আপনিও পরশয়,
আঘ্রাণ করিলে সে নিজে আঘ্রাণ লয়।৬০
দীনপ্রায় করে শোক, রমণী যখন
শোক করে—পুনঃ হয় প্রফুল্লিত মন।
প্রফুল্লা যখন পত্নী; দেখিলে আবার
হরষিতা তারে, হয় হর্ষের সঞ্চার।৬১
মহিষীর দ্বারা হেন হৈয়া প্রতারিত
সমস্ত প্রকৃতি হৈতে হয় সে বঞ্চিত;
নারী পরবশ হৈয়া অনিচ্ছায় হায়!
করে সে সকল কার্য্য ক্রীড়ামৃগ প্রায়।৬২

শ্রীবিহারীলাল রায় বর্ম্মা।

৫৩। নিঋতি—মলদ্বার। লুব্ধক—পায়ুঃ। বৈশস—মলত্যাগ।

৫৪। নির্ব্বাক্‌—পদ। পেশস্কৃৎ—হাত। অন্ধ—ছিদ্রবিহীন।

৫৫। বিষূচীন—সর্ব্বতোমুখী মন। অন্তঃপুর—হৃদয়। জায়া ও আত্মজ—বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-পরিণাম।

৫৬। মহিষী—বিষয় বুদ্ধি।

৬২। প্রকৃতি—অসঙ্গত আদি লক্ষণযুক্ত স্বভাব।

সত্যনারায়ণের পুঁথি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)

ওঁ সত্যদেবায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অতঃপর চিত্ররাজ বসি সিংহাসনে।
বসিয়া সোভরি বিপ্র তাঁহার সদনে ॥৩৮
পরামর্শ করি দোহে করিলেন স্থির।
করিব সত্যের যজ্ঞ সরস্বতী-তীর ॥৩৯
ডাকিব সকল বিশ্, আর্য্য ও অনার্য্য।
করিলেন অতঃপর দিন এক ধার্য্য ॥৪০
সেই ধার্য্য দিনে সরস্বতীতীরে দোহে।
করিলেন সত্যপূজা মহা সমারোহে ॥৪১
প্রজারা আসিল যত আর্য্য ও অনার্য্য।
দেখিল রাজার সেই সত্য-পূজাকার্য্য ॥৪২
পূজার নিয়ম মাত্র প্রতিজ্ঞা করণ।
করিব না কোন মতে মিথ্যা আচরণ ॥৪৩
যা বলিব, তা করিব, সত্যের পালন।
করিয়া কাটাব দিন যাবত জীবন ॥৪৪
মিথ্যা বলে, মিথ্যা ক'রে করিব না ক্ষতি।
আমাদিগে রক্ষা কর ইন্দ্র সৎপতি ॥৪৫
তার পর রম্ভা যব কিম্বা ব্রীহি-চূর্ণ।
মিশ্রিত করিয়া সোমে খাইলেক তূর্ণ ॥৪৬
রাজার আদেশ হৈল প্রজার উপর।
এইরূপে কর সবে সত্যের আদর ॥৪৭
পূজা প্রচলিত হ'ল সরস্বতী-তীরে।
আসিয়া অনার্য্য এক বলে সোভরিরে ॥৪৮
হে বিপ্র! সত্যেতে আমি সমর্পিব মন।
মিথ্যা আচরণ নাহি করিব এখন ॥৪৯
যুদ্ধে জয় করি আমি পেয়েছি গৃহিণী।
পরম সুন্দরী দেবী শ্বেতাঙ্গরূপিণী ॥৫০
মিথ্যা কথা তার মুখে আসে না কখন।
আমাকেও মিথ্যাবাদে করে সে বারণ ॥৫১
বিপ্র-কন্যা ছিল সেই ঘরণী আমার।
সত্য-পূজা করি আমি বাসনা তাঁহার ॥৫২
সোভরি বলিলা তাকে যাও হে অসুর।
সত্য-পূজা কর তুমি গিয়া নিজপুর ॥৫৩
যেরূপে করিলা রাজা সরস্বতী তীরে।
সেরূপে করহ পূজা গিয়া নিজ পুরে ॥৫৪
মন্ত্র জপ কিছু নহে প্রতিজ্ঞা করিয়া।
রম্ভা যবে পূজা কর সত্যে মন দিয়া ॥৫৫
আসিবে অর্চ্চনাকালে যতেক স্বগোত্র।
সকলে দীক্ষিত কর সত্যব্রতে তত্র ॥৫৬
শুনি সে অসুর পরে গেল নিজ গেহে।
আরম্ভিল সত্যপূজা পতি-পত্নী দোহে ॥৫৭
সেই সব যজ্ঞে আসি যতেক অনার্য্য।
বলবান্ শক্তিমান্ হৈল যথা আর্য্য ॥৫৮
ক্রমেতে হৈল তাঁরা বেদেতে দীক্ষিত।
করিল ইন্দ্রের যজ্ঞ সত্যের সহিত ॥৫৯
অনেকে আর্য্যের কন্যা বিবাহ করিল।
কেহ বা আর্য্যের কাছে কন্যা দিয়ে দিল ॥৬০
আর্য্যানার্য্যে ভেদ আর না রৈল কিঞ্চিৎ।
আহার বিহার সব হৈল একত্রিত ॥৬১
কেহ বা যাজ্ঞিক হৈল কেহ ধনুর্দ্ধারী।
কেহ বা হৈল ধনী গোধনাধিকারী ॥৬২
অয়স্পুরে কেহ কেহ বসতি করিল।
আর্য্যানার্য্য একেবারে অভিন্ন হইল ॥৬৩

অনার্য্য উন্নতি হেন করিয়া দর্শন।
আসিল তথায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥৬৪
পিতা তাঁর দীর্ঘতমা ভ্রাতা কক্ষীবান্।
উশিজ্ তাঁহার মাতা অনার্য্য সন্তান ॥৬৫
নিজে সে ব্রাহ্মণ অতি স্তুতিপরায়ণ।
দীর্ঘশ্রবা * নাম তাঁর শ্যামল বরণ ॥৬৬
দারিদ্রতা বিষে তাঁর জর্জ্জরিত দেহ।
বিশ্বাস তজ্জন্য তাঁরে করিত না কেহ ॥৬৭
যাকে যাহা দিবে বলে দিতে না পারিত।
পুনঃ পুনঃ কথা তাঁর অসত্য হইত ॥৬৮
যেমন তাঁহার মাতা তেমন গৃহিণী।
অনার্য্যা রমণী ছিলা চারু শ্যামাঙ্গিনী ॥৬৯
সত্যে তাঁর মতি ছিল শান্তা অতিশয়।
বলিলা স্বামীকে যাও মম পিত্রালয় ॥৭০
সেখানে অনেকে নাকি সত্য পূজা করি।
সুখে আছে ধনী হ'য়ে দৈন্য পরিহরি ॥৭১
তাইত ব্রাহ্মণ আসি অনার্য্য আবাস।
দেখিল অনেকে বটে সুখে করে বাস ॥৭২
জিজ্ঞাসিল তাঁহাদের উন্নতি কারণ।
তাহারা বলিল পূজ সত্য-নারায়ণ ॥৭৩
চিত্ররাজ প্রতিষ্ঠিত সত্যের অর্চ্চনা।
কর গিয়া সত্যবাদী হয়ে একমনা ॥৭৪
পূজার নিয়ম যত বলে তারে দিল।
আশ্বাস পাইয়া বিপ্র গৃহেতে ফিরিল ॥৭৫
দৃঢ়ব্রত হয়ে পূজা করিতে লাগিল।
প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট উপজিল ॥৭৬
শেষে তাঁর মিথ্যা বাক্যে না হৈত প্রবৃত্তি।
লোকের নিকটে ক্রমে হৈল প্রতিপত্তি ॥৭৭
তাহা হ'তে কিছু কিছু অর্থের সঞ্চয়।
হইতে লাগিল, হৈল আশার উদয় ॥৭৮

* ঋক্‌বেদ ১। ১১২। ১১ ঋক্।

ঋণ-শোধ করিতে করিল বিপ্র মন।
কিন্তু কি প্রকারে তাহা শোধিবে ব্রাহ্মণ ॥৭৯
গৃহিণী তাঁহার অতি সত্যপরায়ণা।
বলিল স্বামিকে তুমি বৃথা ভাবিওনা ॥৮০
পরিত্যাগ কর তুমি যজন যাজন।
কাষ্ঠ কিনি ব্যবসায়ে দাও তুমি মন ॥৮১
যাহা কিছু হাতে আছে তাহা লয়ে যাও।
মাথে বোঝা করে গিয়া নগরে বেড়াও ॥৮২
অল্প অর্থে অন্য কোন বাণিজ্য না চলে।
কাষ্ঠের বিক্রয় কর ধনাঢ্য অঞ্চলে ॥৮৩
দরদামে কাহাকে না অসত্য বলিবে।
কিঞ্চিৎ রাখিয়া লাভ বিক্রয় করিবে ॥৮৪
শুনিয়া পত্নীর বাণী দীর্ঘশ্রবা ঋষি।
কাষ্ঠ বেচিবারে গেল হইয়া সাহসী ॥৮৫
এক বাক্যে কেনা বেচা করিতে লাগিল।
তাহাতেই ব্যবসায়ে সুসার হইল ॥৮৬
অল্পকাল মধ্যে তাঁর হৈল অর্থাগম।
কেন না সুদৃঢ় ছিল তাঁহার নিয়ম ॥৮৭
ক্রমশঃ তাহার ঋণ পরিশোধ হৈল।
অর্থের সঞ্চয় হৈল সম্মান বাড়িল ॥৮৮
মাথে বোঝা করি আর না হৈত যাইতে।
কাষ্ঠের আড়ত হৈল তাঁহার বাটিতে ॥৮৯
তাঁহার সাধুতা হৈল সুদূর বিস্তৃত।
দূর হ'তে আসিতে লাগিল ক্রেতা যত ॥৯০
এইরূপে দীর্ঘশ্রবা হৈলা ধনবান্।
রাজাও তাহাকে নিয়া করিলা সম্মান ॥৯১
বলিলা তাঁহাকে ঋষি হে চিত্র রাজন্!
ধন্য তব প্রতিষ্ঠিত সত্যনারায়ণ ॥৯২
সকল অর্চ্চনা সার সত্যের অর্চ্চনা।
নিশ্চয় সে কৃতি হয় যেই সত্যমনা ॥৯৩
রাজাও তাঁহাকে অর্থ চাহিলেন দিতে।
কিন্তু বিপ্র তাহা নাহি চাহিলা লইতে ॥৯৪

বলিলা রাজায় আমি পুজি সত্যদেবে।
তাঁহার কৃপায় মম আর অর্থ হবে ॥৯৫
এত বলি গৃহে ফিরি পত্নীর সহিত।
সত্য-দেব পূজা বিপ্র করে নিয়মিত ॥৯৬
দ্বিজমধুসূদনের বৈদিক ভারতী।
যে শুনে তাঁহার হয় পরম সদ্গতি ॥৯৭
(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

দুর্গোৎসব।

প্রাবৃটের ঘন-ঘটা অন্তর্হিত হইয়াছে। দিঙ্মণ্ডল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রকৃতি-সতী প্রফুল্ল। শারদীয় কুসুম-বিটপীশ্রেণী নবকুসুমে কুসুমিত হইয়া যেন আনন্দরূপিণী মায়ের সুকোমল কোমলপদদ্বয় সেবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। মায়ের চরণারবিন্দ সন্দর্শনার্থ আজ সকলেই উদ্‌গ্রীব। আনন্দময়ী মা আসিতেছেন। আদ্যাশক্তি জগজ্জননী জগদম্বা হিন্দুর গৃহে আবির্ভূতা হইতেছেন। এ আনন্দের দিনই বটে। কিন্তু হতভাগ্য হিন্দুগৃহে আজ সেই হৃদয়হারিণী প্রাণতোষিণী আনন্দপীযূষ পরিপ্লুত মূর্ত্তি আর নাই। আজ সকলেই যেন অসার, ভীরু, নির্জ্জীব, নিস্পন্দ, অবসাদ-গ্রস্ত, বিষন্ন ও মলিন। চতুর্দ্দিক যেন ঘোর অমানৈশতামসে সমাবৃত। হিন্দুর ঘরে ঘরে দিক্‌দিগন্তব্যাপী ঘোরতর বিষাদের গভীর রোল সমুত্থিত। হিন্দুর সে বল নাই, সাহস নাই, উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, পারিবারিক ঐক্য নাই, চতুর্দ্দিক অশান্তি, অমঙ্গল ও হাহাকারে পরিপূর্ণ। হিন্দুসন্তান আজ নানা অশান্তিতে সংক্ষুব্ধ। তাহার রোগ-শোক-জরা ও দারিদ্র্য দুঃখ-ক্লিষ্ট ক্ষীণ দেহখানি অনুক্ষণেই যেন ভীত, চকিত ও স্তব্ধীভূত। উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে, দাঁড়াইতে কিছুতেই তাহার সুখ-শান্তি নাই। তাহার পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক অশান্তি, ধর্ম্মজগৎ প্রাবৃটের ঘোরতর গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জলদমালায় সমাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিক ঘোর আঁধার। এ বিভীষিকাপূর্ণ সংসারে, এ দুর্দ্দিনে, এ দুঃখ-পূর্ণ সময়ে,—মা আনন্দময়ি! তোমার এ নরাধম হিন্দু-গৃহে আবির্ভাবের বাসনা কেন?

যাও মা, আনন্দময়ি! স্বস্থানে ফিরিয়া যাও, এ শোকাচ্ছন্ন দারিদ্র্য-দুঃখ-ক্লিষ্ট হিন্দুগৃহে আসিয়া কাজ নাই। তুমি ত মা প্রতিবর্ষেই এইভাবে আস আর যাও। কৈ মা, ভারতের দুঃখ-কালিমা অন্তর্হিত হয় কৈ? বরং পর পর বর্ষে আরও অভিনব দুঃখরাশি আসিয়া আবির্ভূত হয় যে! তাই বলিতেছি যাও মা স্বস্থানে ফিরিয়া যাও। কোথায় আসিয়াছ মা? এ অন্ন-শূন্য ভারতে আসিয়া অন্নপূর্ণা নামে কলঙ্ক-কালিমা লেপিও না। তোমার ঐ মুনীন্দ্রবাঞ্ছিত সুকোমল পদারবিন্দ—যাহাতে দেবতা, ঋষি, অপ্সরা, মানব সুগন্ধি অগুরু চন্দনানুলেপনে সর্ব্বদাই লালায়িত ও উৎকণ্ঠিত, স্বয়ং ভূতনাথ যে পদ হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, সেই রাঙ্গা পদে কি এ কলঙ্ককালিমা শোভা পায় মা? তাই বলিতেছি

যাও মা, ফিরিয়া যাও। এ ধন-ধান্য ও ভক্তিশূন্য মরুভূমিতে তোমার আসিয়া কাজ নাই মা।

এই কি মা সেই "সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং" ভারতভূমি? অনন্ত রত্নের খনি বীরপ্রসবিনী বীরজননী ধর্ম্মজ্ঞান পরিপূর্ণা অসীম মহিমাময়ী ভারতের একি ভীষণ দৃশ্য মা! এ যে ঘোরতর শ্মশান! হায় কি ছিল আর কি হইয়াছে! স্বর্ণলঙ্কা আজ শ্মশানে পরিণতা! স্বর্গীয় পূত-সলিলা পুণ্যদা মন্দাকিনী সলিলে আজ বীভৎস রসের আবার পুতিগন্ধময় বৈতরণী স্রোত খরবেগে প্রবাহিত। বাসবসেবিত নন্দনকানন আজ বিভীষিকাপূর্ণ বিশাল অরণ্যানিতে পরিণত। সুরেন্দ্র-কামিনী বাঞ্ছিত স্বর্গীয় পারিজাত কুসুমের বিমল সৌরভের বিনিময়ে, একি বীভৎসময় পূতিগন্ধ বিস্তার করিতেছে! ধন-ধান্যপূর্ণ সোণারবঙ্গ শ্মশান! —ভীষণ শ্মশান! ঐ দেখ, দরিদ্রতারূপ লম্বোদর নর-শোণিতলোলুপ ভীষণ রাক্ষসচমূ তথায় প্রাণঘাতন বিকটস্বরে চীৎকার করিতেছে! শকুনী, গৃধিনীকুল শব-মাংস লইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি করিতেছে, ফেরুপাল উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে; শ্মশানের ভীষণ দৃশ্য শব-চুল্লী, অবিরত ধূ—ধূ—ধূ জ্বলিতেছে! ঐ দেখ, মুষ্টিমেয় উদরান্ন সংস্থানাভাবে নিরীহ পর-পদসেবা সুপটুপরমুখাপেক্ষী বাক্য-বীর বাঙ্গালীবাবু সম্প্রদায় আজ "ত্রাহিমাং মধুসূদন" ডাক ছাড়িয়াছে। হায় রে! যে ভারত একদিন ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ থাকিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের আহারের সংস্থান করিত, সেই ভারতের আজ এ দুর্দ্দিন! এই অভাবনীয় ঘোরতর লোমহর্ষণ পরিণাম? ভারত যেন অনন্ত সাগরের অনন্ত সলিল-প্লাবনে ভাসিয়া যাইতে উপক্রম হইয়াছে। মা সর্ব্বসন্তাপহারিণী নারায়ণি! তুমি কোথায়? তুমিও কি দুর্দ্দিনে চৈতন্যহীনা হইয়াছ মা? মা, চৈতন্যরূপিণি! এ চেতনাহীন ভারতকে তুমিই চেতনা দেও মা। মা! সে সত্যব্রত রামচন্দ্র আর এখন নাই। কে আর তোমায় অকালে বোধন করিয়া জানাইবে?— কে আর স্বীয় "পদ্মপলাশ-লোচন" উৎসর্গ করিয়া মায়ের অলক্তকরঞ্জিত রাতুল পদদ্বয় পূজা করিবে? মা! সে দিন গিয়াছে। তুমি চৈতন্যহীনা হইলে, এ দুর্দ্দিনে এ ভক্তিশূন্য ভারতে কে আর তোমার চেতনা করিবে মা?

কে আর তোমায় সভক্তি আরাধনা করিবে? আমরা যে মরিয়াছি মা। শবাস্থিপূর্ণ পুঁতিগন্ধময় ভারত শশ্মানে তোমার ভক্ত সন্তান আর নাই মা। থাকিলে কি আজ জন্মভূমি ভারতভূমির এ দশা—এ শোচনীয় অধঃপতন হইত মা? মা! তোর সেই প্রাচীন সত্যধর্ম্মরত ভক্তপুত্রগণ মধ্যে একটিও যে দৃষ্ট হয় না মা? কৈ মা! তাঁরা কোথায়? সেই দেবতুল্য মনোহর কান্তি-বিশিষ্ট নরনারীর স্থান যে এখন বিকলাঙ্গ ক্রূরস্বভাব ভূত প্রেতের আবাসভূমি হইয়াছে। এ কি বিপরীত দৃশ্য মা? মা চৈতন্যরূপিণি! এ দারুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর যে দেখা যায় না। তাই বলি মা! এ দুঃখের সময় এ পৈশাচিক রঙ্গালয়ে দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব কেন? যাও মা ফিরিয়া যাও। এ রোগ, শোক, জরা মৃত্যুর অত্যাচারে জর্জ্জরিত, দারিদ্র্য-দুঃখ-ক্লিষ্ট ভারতে আসিয়া

কাজ নাই। যাও মা পাষাণি! পাষাণে বুক বাঁধিয়া তোমার পাষাণ পিতার কাছে চলিয়া যাও।

মা গো মহামায়ে! এত অশান্তিতে, এত দুঃখ কষ্টের মাঝে পুত্রকে রাখিতে কিছুমাত্র মায়া হয় না মা? যদি নিকৃষ্ট অপদার্থ-বলিয়া সন্তানের প্রতি এতই বীত-স্নেহ হইয়া থাকে মা, তবে হতভাগ্য "বাঙ্গালী" নাম আর ধরাধামে রাখিয়াছ কেন? তুমি ত মা সর্ব্বসংহারকারিণী মহিষমর্দ্দিনী; তবে মহিষ কিংবা অসুরকুলের প্রতি তোমার যে অসীম স্নেহ,—সেই স্নেহই কেন অধম সন্তানকে দাও না মা? তোমার পাষাণী নামের সার্থকতা হউক—এ ক্ষুদ্র জীবনের বিশ্বনাট্যশালার দুঃখাভিনয়ের যবনিকা পড়িয়া যাউক। আর যদি তাহাতে স্বীকৃতা না হও, তবে একবার সস্নেহনয়নে অধম সন্তানপ্রতি তাকাও মা, তাহাদের রোগ, শোক ও দারিদ্র্য-দুঃখ চলিয়া যাউক।

সত্য মা আমরা এখন অতি অপদার্থ হইয়াছি, সত্য মা সুরথ ও রামচন্দ্রের বংশধর আমরা শীখাসূত্র বিবর্জ্জিত হইয়া ঘৃণিত আচরণ করিতেছি, সত্য মা এখন আর আমাদের সেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়স্বজনযোগ্য ভক্তি বীরত্ব নাই, এখন ঘৃণিত দাসত্ব আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত! সত্য মা আমরা তোমার তপঃ, জপ, ভক্তি, আরাধনা সব ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু মা বিষম পৈশাচিক আচারী হইলেও মাতৃ-স্নেহ কখনও সন্তান হইতে অন্তর্হিত হয় না। ঐ দেখ মা তোমার ভক্তপুত্র প্রাণ খুলিয়া গাইতেছেন,——

"কুপুত্র হয় গো অনেক,
কুমাতা না হয় কখন।"

তাই বলি মা করুণাময়ি! একবার করুণাকটাক্ষপাতে অভাগা ভারতসন্তানগণের তাপিত প্রাণ শীতল কর।

মা! যদি পুত্রের দুঃখে তোমার পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া থাকে তবে এস, মা, এস! এস মা, আনন্দময়ি, কলুষনাশিনী মহিষমর্দ্দিনি কালভয়হরা অন্নপূর্ণে। এস মা, দুর্গতিনাশিনী দুর্গে! তোমার এ অধম সন্তানের হৃদয়ক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূতা হও। যাউক মা, ভারতের দুঃখ-কালিমা, অতল সলিলের অনন্ত প্রবাহে ভাসিয়া যাউক।

এখন এস ভাই হিন্দু-সন্তান! আমরা সকলে মিলিয়া একবার মায়ের পূজা করি; প্রাণ ভরিয়া মা মা বলিয়া ডাকি। ডাকার মত ডাকিলে পরে মা অবশ্যই আসিবেন। তখন সকল আপদ বিপদের শান্তি হইবে। সকল দুঃখ চলিয়া যাইবে।

তবে বল সবে ভক্তিভরে, তারস্বরে স্বর মিলাইয়া,———

"এহেহি ভগবত্যম্ব শত্রুক্ষয় জয়প্রদে।
আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবি সর্ব্বকল্যাণ হেতবে॥"

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা।
কবিরত্ন।

শ্যামবর্ণ।

গত মাসের আর্য্যকায়স্থ প্রতিভায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয়, ভবিষ্যপুরাণে চিত্রগুপ্ত রূপবর্ণনায় শ্যামশব্দের আমি যে অর্থ করিয়াছি তাহার এক প্রতিবাদ মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি ঐ শব্দ সম্বন্ধে আমার নিকট দুইখানি পত্রও লিখিয়াছিলেন; আমি তাঁহার সৌজন্য দেখিয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলাম এবং তাঁহার একখানি পত্রের আমি উত্তরও দিয়াছিলাম। আমার উত্তর পাইয়া তাঁহার কতকটা পার্শ্বপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে দেখিয়া দ্বিতীয় পত্রের উত্তর দিতে আমার কতক শৈথিল্য হইয়াছে; ইহাও লজ্জারবিষয় সন্দেহ নাই।

তাঁহার দ্বিতীয়পত্রে লেখা আছে "শ্যাম" শব্দ যে "কৃষ্ণ" অর্থ হয় না তাহা বলিতেছি না, কারণ শব্দানামনেকার্থত্বাৎ"। ইহা দেখিয়া শ্যাম শব্দ সম্বন্ধে আবার তর্ক উপস্থিত করা প্রগল্‌ভতা মনে করিয়া আমি আর উত্তর লিখি নাই। কেন না তিনিও শ্যাম শব্দের যে কৃষ্ণ অর্থ হয় তাহা স্বীকার করেন আর আমিও তাহার যে স্থান বিশেষে কদাচিত তপ্তকাঞ্চনবর্ণ অর্থ হইতে না পারে এমন বলিতেছি না। সুতরাং তর্কের বড় বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না।

তবে তিনি প্রবন্ধে যে ভাবে তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন তাহার উত্তর দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। তিনি বলিতেছেন আমি কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য হইতেই শ্যাম শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ দেখাইয়াছি ইহা সমীচীন হয় নাই। সত্য বটে আমি ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৺বঙ্কিমচন্দ্র ও ৺যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালার খ্যাত কবিগণের বর্ণনা হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে অভিধানোক্ত শ্যামের "কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ও হরিৎবর্ণ বিশেষ" যে দু'টি অর্থ আছে তাহাই উহার গৃহীত অর্থ; এদেশের আবালবৃদ্ধবণিতা ঐ দুই অর্থেই শ্যামশব্দ বুঝিয়া থাকে। তাহা বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্য হইতে কোন দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি নাই এমত নহে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রস্থ কালী বা শ্যামা দেবীর ধ্যান, দক্ষিণাকালীর ধ্যান ও শ্মশানকালীর ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে (২৮৯। ২৯০ পৃষ্ঠা নোট আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা ৩য় বর্ষ) শ্যাম শব্দ উক্ত সংস্কৃত ধ্যানাবলীতে কৃষ্ণার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকৃত অনুবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে বাল্মীকি ও রামচন্দ্রের রূপবর্ণনায় শ্যাম শব্দ হরিদর্থে ব্যবহৃত করিয়াছেন। এখানে একখানি সংস্কৃত মূল বাল্মীকি রামায়ণ না পাওয়াতেই হেমচন্দ্রের অনুবাদ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয় কি মনে করেন এই সকল উদ্ধৃত অংশের কোন মূল্য নাই। দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী প্রভৃতির ধ্যান তাঁহার উল্লিখিত টীকাকারগণ অপেক্ষা বহু পূর্ব্বকাল হইতে লোকের পবিত্র বিশ্বাসে স্থান পাইয়াছে এবং লোকে তদনুসারে শ্যামের কৃষ্ণ অর্থেই বুঝিয়া আসিতেছে। ইহা তিনি অবজ্ঞা করিলেন কেন?

সে যাহা হউক, তাঁহার কথার বিশিষ্ট উত্তর, আমি আশা করি, নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকাবলীতে দৃষ্ট হইবে।

আবিরাসীজ্জগন্নাথঃ পরমাত্মাসনাতনঃ।
নীলোৎপলদলশ্যামঃ পীতবাসাচতুর্ভুজঃ॥

অধ্যাত্মরামায়ণ, আদিকাণ্ড। ১১০

নীলোৎপলদলশ্যামং কন্দুভামুক্তকন্ধরং।
সীতয়া রত্নদণ্ডেন চামরেনাথ বীজিতং॥

ঐ অযোধ্যা। ২

ধ্যায়ংশ্চিরং রাম মশেষহৃদ্স্থং
দুর্ব্বাদলশ্যামলমম্বুজাক্ষং।
চিরাম্বরং স্নিগ্ধ জটাকলাপং
সীতা সহায়ং শ্রিতলক্ষণং তং॥

আরণ্য। ৮

দৃষ্টা রামং সমাসীনং গুহাদ্বার শিলাতলে।
চেলা জিন ধরং শ্যামং জটা মৌলী বিরাজিতং॥

কিস্কিন্ধা। ১

অধ্যাত্ম রামায়ণ ব্যাসের লিখিত এবং এই রামায়ণ যে কত সহস্র বার জনসংগ্রহে পঠিত হইয়া লোকের হৃদয়ে রামচরিত্র বদ্ধমূল করিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই জনসমাজে ইহা পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি কুত্রাপি এতাদৃশ স্থলের শ্যামশব্দের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ অর্থ করেন? এই ব্যাসই ভবিষ্যপুরাণের লেখক। যে অর্থে তিনি রামকে "শ্যামলমম্বুজাক্ষং" বলিয়াছেন, ঠিক সেই অর্থেই যে তিনি চিত্রগুপ্তকে "শ্যামঃ কমললোচনঃ" বলেন নাই, ইহা কেমন করিয়া বুঝিব? চিত্রগুপ্ত যদি শ্যাম (হরিদ্বর্ণ) হইলে কমললোচন হইতে না পারেন; রামও তাহা হইলে শ্যামল হইয়া অম্বুজাক্ষ হইতে পারেন না। ফলে এ দেশের পণ্ডিতসমাজে, পুরাণপাঠকসমাজে এবং জনসমাজে শ্যামশব্দ যে বিস্তৃতাকায়ে কৃষ্ণ বা হরিদর্থে বুঝা হইয়া আসিতেছে, তাহাতে তর্ক উপস্থিত হইতে পারে না; ইহাই আবার ইহার আভিধানিক গৃহীত অর্থ।

রামং লক্ষণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।
কাকুস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং।

যে স্থলেই রামায়ণ পাঠ হয়, সেই স্থলেই রামের এই সুন্দর বন্দনাটি পাঠ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং অর্থে কি কেহ রামকে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ বুঝিয়া থাকেন? প্রতিভার সহস্রাধিক পাঠকই ইহার বিচার করুন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের আর একটী কথা এই যে, "শ্যাম" শব্দে "কৃষ্ণ"বর্ণ হইতে পারে কিন্তু মনুষ্যের রূপবর্ণনায় "শ্যাম" শব্দে "কৃষ্ণ নহে (প্রতিভা, ৪র্থ বর্ষ ১৮ পৃষ্ঠা) ঐ কথাটিই আমার নিকট প্রেরিত পত্রখানিতে এইরূপ আছে;—"শ্যাম" শব্দ কোন বাঙ্গালা কবি কৃষ্ণার্থে ব্যবহার করিয়াছেন হইতে পারে কিন্তু সংস্কৃত প্রয়োগে লোকের রূপবর্ণনায় শ্যাম শব্দের অর্থ "তপ্তকাঞ্চনবর্ণ।" ইহা অবিকলই তাঁহার কথা।

কথাটি পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। তিনি কি ইহা বুঝাইতে চান "মানুষের" বা "লোকের" রূপ বর্ণনায় শ্যাম অর্থে "তপ্তকাঞ্চনবর্ণ" কিন্তু দেবতা বা ইতর জীবজন্তু বা

জড়পদার্থের বর্ণনায় ইহা কৃষ্ণ হইতে পারে। তাহা না হইলে "লোকের" ও "মানুষের" বিশেষণ করা কেন?

যদি দেবতার রূপ বর্ণনায় শ্যামের যে অর্থ আমরা করিয়াছি তাহা তাঁহার অনুমোদিত হয়, তবে চিত্রগুপ্তদেবমূর্ত্তি প্রবন্ধে শ্যামের যে অর্থ আমরা করিয়াছি, তজ্জন্য তিনি তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন না, কেন না তাহা তাঁহার স্বীকৃত। তবে তিনি "সীতাদেবী" ও কৃষ্ণকে যে লোকের মধ্যে ধরিয়াছেন প্রবন্ধ পাঠে তাহা বেশ বুঝা যায়, কেন না তাঁহাদের বর্ণ সম্বন্ধে টীকাকারেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রতিবাদের ভিত্তি। তবে আর "লোকের" ও "মানুষের" বিশেষণ করিলেন কেন? এজন্য, তিনি যখন সীতাদেবীকে মানুষ জ্ঞানে উদাহরণ স্থলে উপস্থিত করিয়াছেন, আমিও সেই জন্য রামকে মানুষ জ্ঞানে উদাহরণস্বরূপ উপস্থিত করিলাম।

এক্ষনে দেখা যাউক শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তির মূল্য কি? তিনি ভট্টি, মেঘদূত ও নৈষধচরিত হইতে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে সেই সেই শ্লোকের শ্যাম শব্দের অর্থ করিতে গিয়া টীকাকারগণ নিম্নলিখিত প্রকার লক্ষণা করিয়াছেন।

শীতে সুখোষ্ণ সর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে যা সুখশীতলা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥

টীকাকারগণের এই লক্ষণ দৃষ্টে তিনি শ্যাম শব্দের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ অর্থ করিতে চাহেন। টীকাকারগণের মস্তিস্কে কেন যে এই অর্থগ্রহ জন্মিয়াছিল, মূল গ্রন্থ হইতে তাহার কোন প্রমাণ উপস্থিত করা হয় নাই। সুতরাং গ্রন্থকারেরা শ্যাম অর্থে কৃষ্ণ বা হরিৎ মনে না করিয়া তপ্তকাঞ্চনবর্ণার্থে তত্তৎ স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা বলা সাহসের কথা। সীতাদেবীর বর্ণনায় সীতাকে 'দুর্ব্বাকান্ত মিব শ্যামা' বলা হইয়াছে। ইহাতে সীতার বর্ণই শ্যাম বর্ণ বুঝায়, দুর্ব্বার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ বুঝায় না, কেন না তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণবিরুদ্ধ। তবে থিয়েটারে ও যাত্রায় সীতামূর্ত্তি গৌরাঙ্গী করিয়া দেখান হয়, যাঁহারা ইহা দেখিয়া সীতা গৌরাঙ্গী ছিলেন মনে করেন, তাঁহারা ভট্টির উক্ত শ্যামা শব্দ দেখিয়া উহার তপ্তকাঞ্চনবর্ণ অর্থ করিবেন বিচিত্র কি? কিন্তু সীতারামচরিত্র নিগূঢ় ভাবে বুঝিতে গেলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠের সহচর রামচন্দ্র পূর্ণ বৈদিকপ্রভাব সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এবং তাঁহাদের চরিত্রলেখক বাল্মীকি, যিনি প্রতিশাখ্য নামক বেদাঙ্গের একজন লেখক, বড় বেশী পরবর্ত্তী লোক নহেন। সেই সময়ে কেবল ভারতে নহে গ্রীস দেশেও আর্য্যগণের মধ্যে বিখ্যাত লোক-চরিত্রের উপর দেবচরিত্র প্রতিফলিত করিয়া কাব্য রচনা হইত। মানবের কার্য্য দেবতার কার্য্যের সঙ্গে অভিন্ন ছিল। আমি বহু ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে যে পরাক্রমে বিধ্বস্ত করিয়াছেন তাহা সকলই ইন্দ্র দেবতার কার্য্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেইরূপ রাম-চরিত্রের উপর ইন্দ্রেরও সীতাচরিত্রের উপর ইন্দ্রাণীর ভাব প্রতিফলিত হইয়া রামায়ণের মূল কল্পনা সৃষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং সীতাকে শ্যামা বলিলে তাহাতে যে গৌরবর্ণা দেবী

বুঝিতে হইবে, ইহা আধুনিক টীকাকারগণের মনের ভাব হইতে পারে কিন্তু ইহা বৈদিকভাব নহে এবং সত্য হইতে দূরবর্ত্তী। সেইরূপ যক্ষী ও দময়ন্তী শ্যামা হইলে, তাঁহাদিগকে যে গৌরবর্ণাই বুঝিতে হইবে, ইহার যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না।

তারপর টীকাকারগণের লক্ষণার একটুক আলোচনা করা যাউক।

মেঘদূত খ্রীষ্টের ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কাব্য, ভট্টি ৭ম শতাব্দীর কাব্য এবং নৈষধ ১২শ শতাব্দীর কাব্য। ইহাদের টীকাকার জয়মঙ্গল, নারায়ণ, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যে কত আধুনিককালের লোক, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু কালিদাস, ভর্ত্তৃহরি ও শ্রীহর্ষের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন চাণক্য। তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে খ্রীঃ পূঃ ৩২০ অব্দে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত উত্তরভারতের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কালিদাসের প্রায় ১০০০ বৎসর, ভর্ত্তৃহরির প্রায় ১১০০ বৎসর এবং শ্রীহর্ষের প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। তিনি যে নীতিবাক্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমরা বালককালে পড়িয়াছি।

কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ং।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলং॥

এই শ্যামা শব্দে আমরা বরাবরই কৃষ্ণ বা হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট স্ত্রীলোক বুঝিয়া আসিয়াছি। এই লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রীলোককেই উক্ত টীকাকারেরা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা বলিয়াছেন; কিন্তু কেন এরূপ বলিলেন তাহার ত কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এই বিষয়ে টীকাকারগণের কথার উপর নির্ভর না করিয়া বরঞ্চ যে সকল কুলীন ব্রাহ্মণ আজও ৪।৫।১০।২৫ বিবাহ করেন এবং যাঁহাদের তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ও শ্যামা (হরিদ্বর্ণা) উভয়বিধ স্ত্রী থাকিবার সম্ভব তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেই চাণক্য বা কৌটিল্য সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে শ্যামা শব্দ ঠিক কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার সত্যতা নিরূপিত হইতে পারে।

তার পর কৃষ্ণকে 'কৃষ্ণ' বলিয়াছি বলিয়া তিনি নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণ 'ইন্দ্রনীলমণি বদুজ্জ্বল' ছিলেন 'চুঁতের হাড়ির' তলের ন্যায় কৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন না। ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। তিনি বরং Glossy black ছিলেন আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম। তাহাতে ত তিনি আর তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ হইবেন না। অলমতি বিস্তারেণ।

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

পণপ্রথায় সর্ব্বনাশ।

নাই—আর সে দিন নাই। যে দিন মনুষ্যমণ্ডলী পরস্পর ভ্রাতৃপ্রেমে সমাবদ্ধ ছিল—যে দিন একে অন্যকে আপনারজন বলিয়া মনে করিত—যে দিন হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, অভিমান আমাদের পবিত্র হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই, সে সময় ধর্ম্মের

নামে অধর্ম্মের—পুণ্যের নামে পাপের, পবিত্রতার স্থান অপবিত্রতায় প্রপূরিত হয় নাই—সে দিন নাই—এখন আর সে সুখদায়ক দিন নাই—কালের কুটিলাবর্ত্তে কোন্ অজ্ঞাত-প্রদেশে আশ্রয় স্থান লাভ করিয়াছে তাহা আমাদের,—এই জ্ঞান বিজ্ঞানালোকে বিভাসিত—সভ্যতার উচ্চসীমায় অবস্থিত—উদরান্নেরদায়ে নিপীড়িত সামাজিকগণের জ্ঞানবুদ্ধির বহির্ভূত।

এমন একদিন গিয়াছে যে দিন একে অন্যের বিপদে বিপদানুভব করিয়াছে—অন্যের সুখে সুখানুভব করিয়াছে—অপরের শোকাশ্রু মুছাইবার জন্য লোকে একাগ্র অন্তরে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এখন কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, এখন স্ব স্ব প্রধান;—পরার্থপরতার নামে এখন স্বার্থপরতা বিকটতাণ্ডবে নৃত্যপরায়ণ—সহানুভূতির মূলে হিংসা প্রকটমূর্ত্তিতে বিদ্যমান—পরদুঃখকাতরতা এখন নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া দেশকে শ্মশান—মানুষকে দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা বিবর্জ্জিত জীববিশেষ কসমাজকে পাপের লীলাক্ষেত্রে পরিণত করাইতেছে। ফলতঃ এখন আপদে, বিপদে, দুঃখে, নিরানন্দে আহা বলিবার লোকটীর অভাব সংঘটিত হইয়াছে! হায় সামাজিক! তোমাদের সমাজবন্ধনের এই ঘৃণিত পরিণাম! হায় নরচর্ম্মাচ্ছাদিত জীববিশেষ! তোমাদের এতদূর অধঃপতন! এখনও ধর্ম্ম আছেন, এখনও চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান, এখনও মানব জীবজগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে; তবে এ প্রেমের রাজ্যে পিশাচের অভিনয় কেন? এ সোণার সংসারে গরলের আবির্ভাব কেন? লীলাবৈচিত্র্যপূর্ণ ভালবাসার বিনিময়ে প্রাণহন্তারক হলাহল উত্থিত হইতেছে কেন ভাই? কে বলিবে কেন এমন নিরয়ে নিমগ্ন হইবার জন্য আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতেছি।

পরস্পর সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের জন্য যে সমাজের সৃষ্টি, সেই সমাজ এখন সে কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া পরস্পর শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হইয়া পাপের স্রোত বর্দ্ধিত করিতে যত্নপর! যে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে সংসারে আনন্দকল্লোল প্রবাহিত হইত এখন সেই কন্যা পিতামাতার চক্ষুশূল—বিপদ আপদের মূল—অশান্তির অনর্গল প্রস্রবণ। কেন? না এখন পিতৃদায় মাতৃদায় হইতেও কন্যাদায় প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া—একজোড়া শঙ্খের পরিবর্ত্তে একশত ভরি স্বর্ণের আকাঙ্ক্ষা বলিয়া—একখান সাড়ীর পরিবর্ত্তে এখন বহুবিধ রাঙ্কব-কৌষেয় বাসের ব্যবস্থা হয় বলিয়া। আর সর্ব্বোপরি সাধ্যের অতীত, ক্ষমতার অতীত, সমাজবিগর্হিত অর্থের আদান-প্রদান চলিতেছে বলিয়া। জানি না এ প্রথা কতদিন হইতে সমাজে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে—বুঝি না অন্তঃসারশূন্য পরিণাম চিন্তাহীন সামাজিককুল কতদিন এই দুর্নীতিকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া স্বেচ্ছায় পাপের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছে।

সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে পুত্রের অপেক্ষা কন্যার উপর পিতামাতার মায়া-মমতা অধিক। কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই এখন কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেই পিতামাতার মুখ পরিম্লান হয়—আত্মীয় স্বজনেরা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন—প্রতিবাসীগণ পিতামাতার ও নবজাত

কন্যার অদৃষ্টের দোহাই দিয়া প্রস্থানপরায়ণ হন। ইহা ত আজকাল নিত্য-প্রত্যক্ষ ঘটনা! সামাজিককুল—কায়স্থকুলধুরন্ধরবর্গ এ বিষয় চিন্তা করিবার অবসর অনুসন্ধান করিয়াছ কি? যে কন্যাকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে ও শিক্ষা দিবে বলিয়া শাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন সেই কন্যার মৃত্যু কামনা, প্রতিগৃহে কেন হইতেছে, সমাজশিরোমণিগণ! একবার সে চিন্তা তোমাদের কঠোর হৃদয়ে উদিত হইয়াছে কি?

এখন গৃহে গৃহে কন্যাদায়ের বিভীষিকা—প্রত্যেক পিতামাতার স্নেহপূর্ণ হৃদয় কন্যাদায়ের তুষানলে দগ্ধ হইতেছে, তবুও কাহারও চেতনা নাই, সংজ্ঞা নাই! যাহার যখন পালা পড়ে সেই তখন দুশ্চিন্তায় চক্ষে অন্ধকার দেখে—অদৃষ্টকে শত ধীকারে ধীকৃত করে—আর মনে মনে ভগবানের নিকট যত্নের ধন, আদরের সামগ্রী, সোহাগের জিনিষ, ননীর পুতুল, নিষ্পাপদেহ, সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা কন্যার মৃত্যু কামনা করে। যদি কেহ সত্যের অপলাপ না করেন তবে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দুই একটী ধনবানের কথা স্বতন্ত্র।

এই যে সর্ব্বনাশী পণপ্রথার অবাধ প্রচলন হইল ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই—পাত্রের পিতার জীবন্তপুত্রকে স্বর্ণমূল্যে বিক্রয় করিবার প্রবল ইচ্ছার বৃদ্ধি—পুত্রের বিবাহ দিয়া নিজের কন্যার বিবাহের দেনা শোধ ও কিছু সঞ্চয় করা—অথবা গুণধর পুত্রকে পড়াইতে যাহা ব্যয়িত হইয়াছে তাহার দশগুণ বিশগুণ টাকা সুদ সমেত আদায় করতঃ গৃহিণীর সোণার অঙ্গের সোণার পরিমাণ বর্দ্ধিত করা। এই পণপ্রথায় যে দেশের কি অনর্থ হইতেছে তাহা অল্লাধিক বুঝেন সকলেই, কিন্তু প্রতিকারের ইচ্ছা কাহারও আছে বলিয়া বোধ হয় না। যাহার যখন সময় আসে সেই তখন বরের পিতার আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত দাবিতে জ্ঞান-শূন্য হয় এবং অনুনয় বিনয় কাকুতি মিনতিতে পুত্রগর্ব্বেগর্ব্বিতপিতার সংকীর্ণবক্ষ স্ফীত করিয়া তুলে। এ দৃশ্যও বিরল নহে যে, অনন্যোপায় হইয়া কন্যার বিবাহের ভাবনায় পিতা অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। হায় কায়স্থকুলপুঙ্গবকুল! এ দৃশ্য—এই হৃদয়-বিদারক শোচনীয় দৃশ্য তোমার নয়নসমক্ষে কখনও উদ্ভাষিত হয় নাই কি? যদি না হইয়া থাকে তবে ঐ দেখ উপাধানে মুখ লুকাইয়া পিতা ক্রন্দনপরায়ণ; নিরাশ্রয়া বিধবা, কন্যার বিবাহে বরপক্ষের অমানুষিক অত্যাচারের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষার জন্য দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন; পণপ্রথার বিষম দায়ে অনন্যোপায় হইয়া একজন ভদ্রাসন বিক্রয় করিতেও অপ্রস্তুত নহেন। এখানে দেখ পণের টাকার ফর্দ্দ, ওখানে দেখ ফুল শয্যার ফর্দ্দ, এদিকে দেখ গহনার হিসাব, অন্য দিকে দেখ দান সামগ্রীর কথোপকথন! দেখিলে শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে—সমাজের এরূপ শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিলে মনে হয় ভগবন্! এ সমাজ যখন অধঃপাতের শেষ সীমায় পৌছিয়াছে তখন আর ইহার ভদ্রস্থতা নাই, প্রাণহীন সমাজ যখন পুত্র কন্যা বিক্রয় করিয়া অর্থাগম করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন ইহার অচিরবিনাশ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং আর কেন? এই সময় সমাজ শিরে অশনি নিপাতিত করুন। কায়স্থসমাজের শ্মশান-বক্ষে প্রেতের অভিনয় হউক! আর সন্ধ্যা,

আহ্নিক, গায়ত্রী, জপ, তৎপর ধর্ম্মধ্বজী মহোদয়গণ! আপনারা ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া পরিচিত বটে কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া কি বলিয়া দিবেন কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন্ প্রমাণ বলে আপনারা শুক্র বিক্রয়—শোণিত বিক্রয় তথা আত্মবিক্রয় করিতেছেন? কোন্ শাস্ত্র বলে আত্মজ বিক্রয় করতঃ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতেছেন? পুত্র বিক্রয় করা কি অধর্ম্ম নহে? ইহা যদি অধর্ম্ম না হয় তবে অধর্ম্ম আর কি আছে জানি না! পুত্রের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করা যদি শাস্ত্রসম্মত হয় তবে সে শাস্ত্রকে ভস্মীভূত করা বোধহয় হৃদয়বানমাত্রেরই অননুমোদনীয় হইবে না।

যাক্ সে সব কথা, এখন আসল কথা বলি;—এই যে কায়স্থসমাজে পুত্র বিক্রয়ের অবাধ ব্যবসা খরবেগে চলিতেছে ইহার কি উচ্ছেদ হইবে না? বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা আজ ১০ বৎসর যে পণপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এতদিনে তাহার কি হইল? এই দশবৎসরব্যাপী আন্দোলনে আমরা ঈপ্সিতকার্য্যে আদৌ অগ্রসর হইতে পারি নাই। বলিতে লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষোভে হৃদয় অবসন্ন হয়, আমরা কর্ত্তব্যবিমুখতার হস্ত হইতে কিছুমাত্র নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি নাই।—শুক্রবিক্রয়েচ্ছু পিতৃকুলের অন্তরে বিন্দুমাত্র সমাজহিতৈষণার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিনাই। পারিনাই বলিয়াই এখনও পণের অজস্র আদান প্রদান চলিতেছে—পারিনাই বলিয়াই এখনও পাত্রের পিতা দগ্ধবদনের বিজাতীয় হাসি হাসিতে হাসিতে, অপবিত্রহস্তে শুক্রবিক্রয়লব্ধ অর্থ অকাতরে-নিশ্চিন্ত ভাবে—নির্ব্বিকারচিত্তে গ্রহণ করিতেছেন। সে দিন দেখিলাম একজন গরিব কায়স্থ অর্থাভাবে বয়স্থা কন্যাকে পাত্রস্থা করিতে না পারিয়া উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে অল্প টাকায় বর কিনিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন। কিন্তু কেহ তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক "যাহার অবস্থা ভাল নহে তাহার বংশবৃদ্ধি করা অনুচিত" বলিয়া ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করিতেছেন না। আর একদিন দেখিলাম অল্পবেতনভুক্ কন্যাদায়গ্রস্ত এক হতভাগ্য অর্থাভাবে পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়ঃপ্রাপ্ত এক বিয়ে-পাগলা বুড়োকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া ভীষণ চিন্তার হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিলেন। ফলতঃ এ গুলি নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হরি হরি! ইহারই নাম সমাজ! ইহারই নাম স্বজাতিপ্রীতি!! আর ইহারই নাম জাতীয় উন্নতি!!!

আবার পণপ্রথা রাহিত্যের আন্দোলনের ফলে আজকাল আমাদের কায়স্থসমাজে আর এক শ্রেণীর নূতন জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার কায়স্থ-সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া তাহার, ও দুই চারি জন প্রকৃত সমাজহিতৈষীর টিটকারীর ভয়ে পুত্র-বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রকাশ্যে গ্রহণ না করিয়া অপ্রকাশ্যে বা প্রকারান্তরে গ্রহণ করিতেছেন। কেহ কেহ বা মস্তক পরিবেষ্টন করিয়া নাসিকা স্পর্শনের ন্যায় এবং মুখে পণপ্রথার অজস্র নিন্দা করিয়া নিজ পুত্রের বিবাহে শত ভরি সোণা ও সহস্র ভরি রূপার ফর্দ্দ দিতেছেন। হায়রে সমাজ! হায়রে হৃদয়হীন আমরা!!

উন্মুক্তদ্বার বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে সমাজ প্রতিবৎসরই শত শত শিক্ষিত সন্তান প্রসব

করিতেছে; অর্থের অবাধ বিনিময়ে প্রায়ই উপাধিধারী ব্যক্তিবূহের আবির্ভাব দেখিতেছি; বক্তৃতামঞ্চে ও সভাসমিতিতে পণপ্রথার বিরুদ্ধে বলিবার বক্তার সংখ্যাও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিতেছি কিন্তু প্রকৃত সমাজ-হিতৈষীর আবির্ভাব নেত্র গোচর হইতেছে কৈ! সকলেই যেন মুখে মধু মনে হলাহল সঞ্চিত করিতেছেন—সকলেরই যেন ছদ্মবেশ—সকলেই যেন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সমাজ বক্ষে পৈশাচিক লীলার অভিনয়তৎপর! হায় কায়স্থবৃন্দ! হায় সংস্কারপ্রয়াসী কায়স্থ-মহোদয়গণ! মানব সমাজ হইতে দানবলীলার অবসান হইতেছে কৈ! কাহার অভিসম্পাতে—কোন্ গ্রহের বক্র দৃষ্টিতে—ভবিতব্যতার কোন্ বিধান বলে আজ কায়স্থ-সমাজ সর্ব্বনাশী পণপ্রথার আধিপত্যে জর্জ্জরিত, তাহা সকলেরই চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে, সুতরাং ভ্রাতৃবৃন্দ! আর কেহ নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। এই সমাজধ্বংসকারী প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে সমাজকে অব্যাহত রাখিবার জন্য আপনাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করুন!

আর যাহারা দয়া, ধর্ম্মভুলিয়া—সমাজ-শাসন, জাতীয় মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া—শাস্ত্রবাক্য পদদলিত করিয়া—অজস্র অর্থের বিনিময়ে প্রাণসম পুত্রকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে এবং যাহারা পরার্থের মস্তক বিদলিত করতঃ স্বার্থান্ধতাপ্রযুক্ত একজনের সর্ব্বনাশ সংসাধিত করিতেও অকুণ্ঠিত, ভগবন্! তাহাদের মস্তকে তোমার অশনি নিপাতিত কর, আমরা তাহাদের ভস্মস্তূপে দাঁড়াইয়া তোমার জয় বিঘোষিত ও সমাজের ভবিষৎ মঙ্গলের জন্য সাবধানতার আশ্রয় গ্রহণ করি!

আর অবিবাহিত যুবকবৃন্দ! তোমাদেরও বলি,—তোমারাই আমাদের বংশধর, তোমরাই আমাদের ভাবি সামাজিক, তোমাদেরই চেষ্টায় সমাজ উন্নত হইবে; তোমরা যদি পণপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হও ও স্ব স্ব বিবাহে পাত্রীপক্ষের নিকট হইতে অর্থ-গ্রহণলোলুপ পিতামাতাকে নিরস্ত কর এবং জ্ঞান, দয়া, ধর্ম্ম বিবেকের মাথায় পদাঘাত করিয়া স্বেচ্ছায় বিক্রীত হইতে না চাও তাহা হইলে সমাজ দিন দিন সংস্কৃত হইবে—পণপ্রথা বিদূরিত হইবে—হৃদয়হীন পিতা মাতার পণগ্রহণ ব্যবসা বন্ধ হইবে—সমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে!

তাই আমরা আজ করজোড়ে কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করিতেছি ভ্রাতৃবৃন্দ—বন্ধুবর্গ! এই পতিত, দুর্গত, মোহমুগ্ধ, মৃতকল্প সমাজ শরীরে সঞ্জীবনীশক্তি প্রদান করিতে তোমরাই একমাত্র সক্ষম। তোমাদেরই—চেষ্টায় তোমাদেরই উদ্যমে—তোমাদেরই যত্নে এই বরপণপ্রথার মূলোচ্ছেদ হইবে—তোমাদেরই সদিচ্ছা প্রণোদনে এই অভিশপ্ত কায়স্থসমাজ কর্ত্তব্য-পরায়ণতা শিক্ষা করিবে—সমাজের সংকীর্ণতা বিদূরিত হইবে; সুতরাং আর তোমরা নিশ্চেষ্ট থাকিও না; সমাজের এই দুর্নীতি দূর করিবার জন্য সৎসাহস সংগ্রহ কর; সমাজ আশ্বস্ত হউক—জাতীয় মর্য্যাদা প্রত্যাবর্ত্তন করুক—কায়স্থ জাতির বিজয় দুন্দুভি নিনাদিত হউক!*

ওঁ শান্তি ওঁ ॥

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

* আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যতদিন কায়স্থ-সমাজ জঘন্য শূদ্রত্বের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত থাকিবে, ততদিন এই বিষম পণপ্রথার উচ্ছেদন এক প্রকার অসম্ভব; তবে শিক্ষার বিস্তারের সহিত, যুবকবৃন্দের চেষ্টায় ও সংকীর্ণহৃদয় বৃদ্ধ সামাজিকগণের স্বর্গরাজ্যে প্রস্থানের সহিত পণ-বন্ধন কতকটা শিথিল হইতে পারে।

সম্পাদক।

স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।*

অদ্য আমি আপনার কায়স্থ-প্রতিভায় জনৈক কায়স্থ সাধুর ধর্ম্ম সম্পর্কীয় অসাধারণ প্রতিভা ও চিন্তাশীলতার কিঞ্চিৎ উদাহরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বিবিধ ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীমৎ লক্ষ্মণ মজুমদার মহাশয় বহুদিন পর্য্যন্ত ঋষি-ধাম নামক গিরিশৃঙ্গে যোগমগ্ন থাকিয়া সুমধুর সংস্কৃত ভাষায় আপন ধর্ম্ম মতের শেষ সিদ্ধান্ত লোকসমাজে প্রচার করিয়াছেন। "স্বধর্ম্মের" মূল মত এই যে, জীবের শারীরিক অবয়বাদি যেরূপ পৃথক, তদ্রূপ তাহাদের রুচি, মতাদিও বিভিন্ন; সুতরাং তাহাদের ধর্ম্মমত ও স্ব স্ব রুচ্যানুযায়ী। আমি মহম্মদধর্ম্মী বা খৃষ্টধর্ম্মী কিম্বা বৌদ্ধধর্ম্মী বলিয়া আমার পরিচয় দিতেছি, কিন্তু মহাপুরুষ মহম্মদের কিম্বা মহর্ষি যিশু-খৃষ্টের অথবা মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেবের শারীরিক আকৃতি ঠিক আমার ন্যায় ছিল না, সুতরাং তাঁহাদের শারীরিক, মানসিক কিম্বা বাচনিক কোন ধর্ম্মই আমার শরীর, মন কিম্বা বচন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। সকলের সম্বন্ধে এই কথা। আমি তোমার নিকট কিছু না কিছু শিক্ষা করিতেছি, এবং তুমিও যে আমার নিকট কিম্বা অপরের নিকট কিছু না কিছু শিক্ষা করিতেছ না, তাহা নহে; সুতরাং যখন আমরা সকলেই এবম্বিধ শিক্ষার জন্য ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেরই নিকট ঋণী এবং সকলে স্বমতী, তখন আমরা আপনাদিগকে ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মাবলম্বী রূপে পরিচিত করিতে পারি না; বরং স্বধর্ম্মী বা স্বধর্ম্মাবলম্বী আখ্যায় পরিচিত হওয়াই আমাদের উচিত।

জ্ঞানই প্রকৃত শাস্ত্র। মানসিক, বাচনিক, কায়িক সমস্ত সৎকার্য্যই ঈশ্বর উপাসনা; সুতরাং আস্তিক, নাস্তিক, সাকারবাদী, নিরাকারবাদী প্রভৃতি কেহই তাঁহার উপাসনা ব্যতীত নহেন। ইহাই হইতেছে স্বধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, এবম্বিধ সর্ব্বোপযোগী ধর্ম্মমত এ পর্য্যন্ত আর কেহই প্রচার করিতে পারেন নাই। ইহাই যথার্থ ধর্ম্ম-সমন্বয়। এরূপ গবেষণা ও চিন্তাশীলতাপূর্ণ ধর্ম্মমতসম্বলিত অসাধারণ ভাষাজ্ঞান দেখিয়াই, ভারত-গৌরব পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্বহস্তে স্বধর্ম্ম প্রচারককে লিখিয়াছেন, "আপনি আমাদের কায়স্থজাতির গৌরবস্থল।" ভবিষ্যতে এই স্বধর্ম্মই যে পৃথিবীর সকল জাতি দ্বারা সমাদরে গৃহীত হইবে, ইহাতে তিলমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রলাল চৌধুরী বি, এ।

---

* বিগত বৈশাখী আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় এই স্বধর্ম্ম নামক পুস্তকের সমালোচনা আমরা করিয়াছি। সম্পাদক

ব্রাহ্মণসমাজে আন্তর্গণিকবিবাহ।

১৩১৮ সনের আনন্দবাজার পত্রিকায় ব্রাহ্মণসমাজে আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রতিভার পাঠকগণের অবগতির জন্য উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কায়স্থগণ আপন সমাজে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলন জন্য বহুদিবস হইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কিন্তু এখনও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই তিন শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীতেই বাসস্থান, কৌলিণ্য প্রভৃতি ভেদে বহুল সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি হইয়াছে। কুলীনদের মেয়ে শ্রোত্রীদের ঘরে আদৌ বিবাহিতা হইতে পারে না। ইহা এক বল্লালী আপদ। ইহার উপরে আবার দেবীবরের মেল বন্ধনের আপদ আরও ভয়ানক। নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পালটী ঘরে বিবাহ দেওয়া ভিন্ন অন্য ঘরে বিবাহ দেওয়ার রীতি নাই। এইরূপে রাঢ়ীয় কুলীনকন্যারা হয়তো এক বরের নিকট পিসি ভাইঝী হইয়াও বিবাহিতা হইয়া থাকেন। বিক্রমপুরের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সমাজের দুরবস্থা দেখিয়া মনের দুঃখে গান বাঁধিয়াছিলেন,—

কিবা মেল বেঁধেছেন দেবীবরে
দিলে পিসি ভাইঝী একই বরে।
আমি পিসি বলিতাম পিসিমাকে
ঠাকুর পিসে বলতাম যাকে,
এখন কি বলে কি বলি তাকে ভাবি তাই।
একবার মনে ভাবি
যদি ভাল মানুষ পাই
দিয়ে দেবী বরের মুখে ছাই
ত্বরা চলে কাশী যাই,
এমন পিসি ভাইঝির
ভাগ বাটোয়ার কাজ নাই॥

এইরূপ অবস্থায় দেবীবরের সংকীর্ণতায় ব্রাহ্মণের কুলীনসমাজ বিবিধ অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। আবার এমনও ঘটিয়াছে শিশুবরের নিকট বৃদ্ধাকন্যাকে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। আবার অপর পক্ষ কন্যার অভাবে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করিতে বাধ্য হইতেছেন। দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে পর পর কন্যা আদান প্রদান হয় না। এই প্রকার রাঢ়ীয় বৈদিক ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজমধ্যে বিবাহ ব্যাপারে অনন্ত বাধা দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্র অনুসারে এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে পরস্পর কন্যা আদান প্রদান কোনও নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল বাসস্থানের ভিন্নতা ও বল্লালের বিধান আন্তর্গণিক বিবাহের অন্তরায়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এই কন্যাদায়ের দুর্দ্দিনে বিবাহব্যাপারের পরিধির সংকীর্ণতা প্রকৃতই বিপজ্জনক। আমরা বহুদিন হইতে মনে করিতেছি, কায়স্থসমাজের মত ব্রাহ্মণসমাজেও আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনের জন্য আন্দোলন হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা নায়কে ইহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে সমাজমান্য বারেন্দ্রশ্রেণীর

ব্রাহ্মণের পুত্রের সহিত দেবগ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশজা কন্যার বিবাহ হইয়াছে। পাত্রটী ভারেঙ্গার যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দৌহিত্র এবং বাবু শরচ্চন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের পুত্র। উমাদাস বাবু কন্যার পিতা।”

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজে উক্ত শ্রেণীত্রয়ের মধ্যে পূর্ণভাবে আদান প্রদান না হওয়াতে যে কি বিষময়ফল সমাজকে নিত্য কলুষিত করিতেছে তাহা সমস্ত ব্রাহ্মণগণ জ্ঞাত আছেন, অথচ এই প্রকার সংকীর্ণতা বিনষ্ট করিতে উক্ত সমাজ মধ্যে কোনওপ্রকার আন্দোলন হইতেছে না। ইহা ব্যতীত উক্ত সমাজে কুসংস্কার, শিক্ষা দীক্ষার অভাব প্রতিনিয়ত অনুভূত হইতেছে। কলিকাতার বসুমতী, কাশীতে ত্রিশূল ইত্যাদি পত্রিকা ব্রাহ্মণসমাজের মুখপত্র। ইহাদিগের মধ্যে নিজ সমাজ সংস্কারের কোন চেষ্টা আমরা দেখি না, অথচ ব্রাহ্মণসমাজ অন্যান্য জাতীয়সমাজ হইতেও যেন আকণ্ঠপাপে নিমজ্জিত। ব্রাহ্মণসমাজ মধ্যে একটী আন্দোলন তীব্রবেগে অগ্রসর হইতেছে, নানা স্থানে সভা সমিতি হইতেছে ও প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করা হইতেছে। তাহা কায়স্থ বিদ্বেষ ও নিম্নস্তরের জাতিগুলীকে শূদ্রত্বের গভীরপঙ্কে নিমজ্জিত রাখা। ইহাদের জাতীয় উন্নতি কোনও প্রকারে না হইতে পারে এই তাঁহাদিগের বিশেষ চেষ্টা। সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজ “যাহা আছে তাহাই থাকুক” এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যেখানে সংস্কারের কোনও চেষ্টা করা হইয়াছে তথায় খড়্গহস্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইতেছেন। তাঁহারা কুশাসন ও কমণ্ডলু উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া “মার মার” শব্দে দিগন্তর কম্পিত করিতেছেন! ব্রাহ্মণের তপশ্চর্য্যা, অক্রোধ, শম, দম সত্যনিষ্ঠা আজ যেন অনন্তে বিলীন হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গে চাতুর্ব্বণ্য সমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা তাহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। বঙ্গে ক্ষত্রিয় বৈশ্যজাতিগুলি জাগরিত হইয়াছে, ইহাদের উন্নতিরোধক-শক্তি বুঝিবা স্বয়ং ঈশ্বরেরও সাধ্যায়ত্ব নহে।

কায়স্থসমাজমধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে, উক্ত সমাজ তারস্বরে মীমাংসা করিয়াছেন যে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণী মধ্যে পূর্ণভাবে আদান প্রদান হইতে পারে। ব্রাহ্মণসমাজে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজ মধ্যে আদান প্রদান হইতে পারে এই প্রকার একটী মীমাংসা সভা সমিতি করিয়া সর্ব্বত্র বিঘোষিত করিলে হানি কি? এবং তৎসঙ্গে ২ তদুপযোগী কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। আমাদিগের ফরিদপুর অঞ্চলে বারেন্দ্রসমাজ পটী বিভাগ দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এই পটীগুলি পদ্মার জলে বিসর্জ্জন দিলে হানি কি?

কাণপুর হইতে আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় হিন্দু সমাজে বিবাহসংস্কার সম্বন্ধে বিগত জুলাই মাসে কলিকাতার শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাও চর্ব্বিতচর্ব্বণমাত্র, যাহা অনেক দিন হইতে আমরা আন্দোলন করিতেছি কিন্তু কার্য্যে কোনও ফল হয় নাই। ষোড়শীর সহিত পঞ্চবিংশতি বয়স্ক যুবার বিবাহ, বরপণপ্রথার উচ্ছেদন, সাধারণস্থানে ও রেলগাড়ীতে স্ত্রীলোকগণকে লাঞ্ছনা ও অপমান

হইতে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, এবং প্রত্যেক অবিবাহিত পুরুষ ঈশ্বরের সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন যে তাঁহার অবস্থার সচ্ছলতা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি দারপরিগ্রহ করিবেন না। আমরা আশা করি এই সমস্ত বিষয়ে ব্রাহ্মণসমাজ অগ্রসর হইয়া একটী আন্দোলন-তরঙ্গ উত্থাপিত করিবেন, এবং এই প্রকার কার্য্যে তাঁহারা সকল সমাজের সহানুভূতি পাইবেন।

এই সম্বন্ধে যশোহর হইতে শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা আমাদিগকে একখানি সুযুক্তিপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। আমাদের মিতাক্ষরা প্রতিভায় তাহার পূর্ণসমাবেশ অসম্ভব। তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। "হিন্দুবিবাহ-সংস্কার সম্বন্ধে মাননীয় শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে সমস্ত নিয়ম সমাজ মধ্যে প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা বঙ্গের প্রধান প্রধান নগরবাসিগণমধ্যে প্রয়োজ্য হইতে পারে, কিন্তু পল্লীবাসী পরিবারবর্গমধ্যে উক্ত নিয়মাবলী শুভকরী হইতে পারে না। আমার বিবেচনায় নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রচলন করিতে পারিলে বহুল উপকার সংসাধিত হইতে পারে।

নিয়মাবলী।

১। অধুনা প্রচলিত নিয়মানুসারে পুত্র কন্যাগণের বিবহ বয়স যথা ক্রমে ১৭।১৮ ও ৯।১০ বৎসর নির্দ্ধারিত আছে, এইক্ষণ উহা পুত্রগণের পক্ষে ২০।২২ ও কন্যাদিগের পক্ষে ১৩।১৪ বৎসরে উন্নীত করা আবশ্যক।

২। পুত্রগণ নিজ নিজ জীবিকা উপার্জ্জনক্ষম হইবার পরে, বিবাহ করা আবশ্যক। পঠদ্দশায় পুত্রগণের বিবাহসংস্কার শাস্ত্রে মহাপাপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই মহাপাপে হিন্দুসমাজ মরণের পথে (the dying race) প্রধাবিত হইতেছে।

৩। অভিভাবকগণের অনুমোদনে, গ্রামে গ্রামে সুশিক্ষিতা নির্ম্মলচরিত্রা মহিলাগণের উপর গ্রামস্থ বালিকাগণের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করা কর্ত্তব্য।

৪। কলিকাতায় যে বিবাহ-সংস্কার সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহাকে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাশালী করা আবশ্যক। সমাজের নেতাগণ ইহাতে যোগদান না করিলে ইহা দ্বারা কোন উপকার সংসাধিত হইবে না।

৫। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে ১০।১২টী গ্রাম লইয়া শাখাসমিতি গঠন করা আবশ্যক।

৬। এই সমিতির সাহায্যে পুত্রকন্যাগণ নির্দ্দিষ্ট নিয়মগণ্ডির মধ্যে সংস্থাপিত করা আবশ্যক।

৭। শাখাসমিতির কার্য্য সংস্কারসমিতি সময় সময় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ও শাখাসমিতির সভাপতিকে (Village President) নামে আখ্যাত করিবেন।"

বন্ধুবরের নিয়মাবলী উৎকৃষ্ট, কিন্তু হায়! হায়! যে দেশে একতা নাই; যাহাতে মানুষ দানবের ন্যায় হৃদয় লইয়া অন্যের শোণিত শোষণে নিযুক্ত, যাহাতে শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণেতর জাতিব্যূহকে নির্য্যাতিত করিতে সতত সচেষ্ট, তাহার সংস্কার কি প্রকারে সংসাধিত হইবে। তবে যে ভগবানের ইচ্ছা "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্" তাঁহার ইচ্ছা হইলে অসাধ্যও সাধিত হয়। তাহাই হউক (amen)

সম্পাদকস্য।

বরিশালে কায়স্থধর্ম্মপ্রচার।

ঢাকার শ্রীযুক্ত রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর প্রভৃতি খ্যাতনামা কয়েকজন কায়স্থের উপনয়ন-ঢেউ বরিশাল পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বরিশালের উপকণ্ঠে কাশীপুরগ্রাম। এই গ্রামে কয়েকজন কায়স্থ উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিয়া বরিশাল জিলার নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছেন; ইহা উক্ত রায় বাহাদুরের কার্য্যের আনুষঙ্গিক ফল।

কেবল এও নহে; তাঁহাদের উৎসাহে, প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইল, নববঙ্গের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয় এই জিলায় আসিয়া কিঞ্চিৎ কায়স্থকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যবিবরণী নববঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানি না; তবে তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা বড় আশাপ্রদ নহে।

তিনি গাভা ও বানরীপাড়া হইতে প্রচার করিয়া গেলে, আমি কার্য্যবশতঃ গাভা গিয়াছিলাম। সেখানে জানিলাম যে, গাভা ইংরেজী স্কুলগৃহে একটী সভা আহুত হইয়াছিল। গাভা কায়স্থ-পূর্ণ অতি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম কিন্তু এই গ্রাম হইতে ২৫ জন কায়স্থের অধিক তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসেন নাই। তৎপরে তিনি বানরীপাড়াও গিয়াছিলেন, ইহাও একখানি জন-পূর্ণ কায়স্থগ্রাম। এখানেও আমি যেরূপ শুনিয়াছি ৫।৭ জনের অধিক কায়স্থ তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসেন নাই।

তিনি বরিশাল সহরে গিয়া ব্রজমোহনবিদ্যালয়েও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাকালে শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। এখানে বোধ হয় লোকসংখ্যা কিছু বেশী হইয়াছিল; কিন্তু কোন প্রস্তাব উপস্থিত ও গৃহীত হয় নাই। ফলে কোথায়ও এই উপযুক্ত কায়স্থতত্ত্ববিতের উপযুক্ত সমাদর হয় নাই। ইহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের যে কোন দোষ তাহা নহে; তবে বরিশাল কায়স্থেরা কায়স্থসভার কার্য্যের প্রতি সবিশেষ মনোযোগী হন নাই, ইহাই ইহার কারণ। তাঁহারা কি মনে করিতেছেন যে, কায়স্থজাতি যে জাতীয় উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইতেছেন তাহা, তাঁহাদের ভ্রূকুটি দেখিয়া, তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন?

আমিও বরিশালে অশ্বিনীবাবুর সহিত কায়স্থকার্য্য বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছিলাম। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বরিশালে কায়স্থকার্য্য করা সুপরামর্শ নহে। কিন্তু আমি কথোপকথনে যতদূর বুঝিতে পারিলাম তাহাতে তিনি ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের বিরুদ্ধ। তিনি বলিলেন চারি শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ হয়, হউক; কিন্তু উপবীতগ্রহণ ও অশৌচকাল সংকোচ করিয়া ফল কি? সময়ের গতি হইয়াছে সর্ব্বশ্রেণীর লোককে একীভূত করিয়া লওয়া আমি বরং আপনার নমঃশূদ্রের জল চলের পক্ষপাতী কিন্তু আমি একতার বিরোধী হইতে পারি না। যে জাতিভেদ আপনা হইতে ম্লান হইতেছে, তাঁহাকে আবার বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পার্থক্য দ্বারা পুনরুদ্দীপিত করিয়া পরস্পরের হিংসা, বিদ্বেষ বৃদ্ধি করা আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতিরপথে কণ্টক স্থাপন ভিন্ন আর কিছুই নহে!

অশ্বিনীবাবু যেরূপ চরিত্রবান্ ব্যক্তি তাহাতে এ কথাগুলি যে তাঁহার হৃদয়ের কথা তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হয় নাই। তবে ইহা কেবল তাঁহার হৃদয়ের ভাষা এমত নহে; ইহা সমগ্র কৃতবিদ্য ও অগ্রবর্ত্তী বঙ্গবাসী কায়স্থেরই হৃদয়ের কথা। নগেন্দ্রবাবু গতবার্ষিক অধিবেশনে যেসকল গণ্যমান্য কায়স্থকে কায়স্থসভা হইতে ক্রমশঃ অপসৃত দেখিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদেরও হৃদয়ের কথা অশ্বিনীবাবুর উপরোক্ত বাক্যের তুল্য।

গত দশ বৎসরের কায়স্থকার্য্য দ্বারা কায়স্থজাতিকে আমরা যেরূপ অবনত করিয়া ফেলিতেছি, ব্রাহ্মণ কায়স্থের দূরত্ব যেরূপ ক্রমশঃ অধিকতর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে এবং তদ্দৃষ্টান্তে কায়স্থ, বৈদ্য, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিবৃন্দের মধ্যে দূরত্ব যেরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আমাদের ক্ষত্রিয়াচার-গ্রহণ যে অমিমিশ্র উপকারজনক এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই প্রায় দশ বৎসরের মধ্যে ঐক্যের কোন বিশিষ্ট চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই; মাননীয় ঘোষ মিত্রের পরিবার মধ্যে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন কায়স্থসভা স্থাপনের পূর্ব্ববর্ত্তী কিন্তু এই সুন্দর দৃষ্টান্ত, একতার প্রকৃত বন্ধন, কায়স্থসভার দ্বারা প্রসারিত হয় নাই বরঞ্চ উহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিতে পারা যায়। ২৫০০০ বা শতকরা ৫ জন কায়স্থ গৃহীতোপবীত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু আন্তর্গণিক বৈবাহিক একতার দিকে ইহার কয়জনে পাদক্ষেপ করিয়াছেন? ইহার কয়জন কায়স্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল তাহার হ্রাস করার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন? ইহা দেখিয়া অশ্বিনীবাবুর ন্যায় একজন খ্যাতসংস্কারক যদি কায়স্থকার্য্যের উদ্দেশ্য জাতীয় একতাঘাতক মনে করেন তবে আমরা তাহার কি উত্তর করিব?

আমি তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম আপাততঃ কায়স্থকার্য্য দ্বারা জাতীয় একতার পক্ষে কোন উপকার দৃষ্ট না হইলেও ইহা জাতীয় একতাবিধানের ভবিষ্যতে এক অমোঘ উপায় হইয়া দাঁড়াইবে। বর্ত্তমান সময়ে উপবীতি কায়স্থেরা বিশুদ্ধ হিন্দুশাস্ত্রীয়তার ভিত্তিতে অগ্রসর হইবার চিহ্ন প্রদর্শন না করিলেও, তাঁহারা মধ্যযুগের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কৃতনির্দ্দিষ্ট পার্থক্যাবলম্বনে সমাজ গঠনে দৃঢ়সংকল্প নহেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য নবশাখ প্রভৃতি আচরণীয় জাতিবৃন্দ যে সেই প্রাচীন আর্য্যবর্ণের সীমার অন্তর্গত তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। সুতরাং এই সকল জাতি দ্রুতবেগে সাবিত্রীগ্রহণপূর্ব্বক গৃহীতোপবীত হইলে ইহাদের মধ্যে আবার ব্যবহারে বর্ত্তমান সময়ে যে দূরত্ব দৃষ্ট হয় তাহা স্বভাবতঃ কমিয়া যাইবে। একজন ব্রাহ্মণকে নিরুপবীত করিয়া কায়স্থের সমতুল্য করা যেরূপ দুঃসাধ্য, একজন কায়স্থকে সোপবীত করিয়া ব্রাহ্মণের সমতুল্য করা তেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মূলতঃ একবর্ণ, এই বিশুদ্ধ বৈদিকধর্ম্মের প্রতিকার জন্য আমরা বৈদিক আচার গ্রহণ করিতেছি। ইহা কি একতাসংহারক? বৈদেশিক প্রণালীতে জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া সর্ব্বশ্রেণীর লোকের একতা অর্থাৎ আচার ব্যবহারের সামঞ্জস্য করা যেরূপ কঠিন ব্যাপার, বৈদিক ভিত্তিতে জাতিভেদ শিথিল করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে সাবিত্রী বিস্তার ও সকল

শ্রেণী হিন্দুর জলচল করিয়া লইয়া, একতা বিধান করা তেমন কঠিন কার্য্য নহে। হিন্দুর বিশ্ববিদ্যালয়, সকল শ্রেণী হিন্দুর মধ্যে অবাধ শিক্ষা প্রচলন, নির্ব্বাচন প্রণালীতে শাসনযন্ত্রের উন্নতিসাধন—ইহার কিছুই আমাদের প্রদর্শিতরূপ জাতীয়স্বত্বের বিস্তার ভিন্ন, সকল জাতিকে ধর্ম্মে তুল্যাধিকার প্রদানের পূর্ব্বে, সম্ভাবিত হইবে না। কায়স্থকার্য্য যদি দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় এবং ইহার দৃষ্টান্তে যদি অন্যান্য জাতি নৈতিক উন্নতির পথে আরূঢ় হয়, তবেই জাতীয় একতারূপ মহাব্রতের উদযাপন হইতে পারে। জাতীয় দেহের বিধানতন্তুর সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া ইহার পুনর্জ্জীবনের আশা কি দুরাশা নহে? এরূপ চেষ্টায় জাতির মরণও অসম্ভব নহে। কায়স্থসভা জাতির এতাদৃশ মৃত্যুর প্রতিকূলে ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন মাত্র।

বরিশালে যে কায়স্থকার্য্য কিছুই হইতেছে না কৌলিন্যই তাহার কারণ। গিরীশ বাবু যদি গাভা বানরীপাড়ার ন্যায় কুলীনকায়স্থগ্রামে না যাইতেন বঙ্গবিলের কায়স্থগ্রামসমূহে যাইতেন; নিঃসন্দেহ অধিকতর উৎসাহ পাইতেন। উত্তর রাঢ়ে ফতেসিংহ, বারেন্দ্রে জটাধর নাগ, চন্দ্রদ্বীপে দনুজমর্দ্দন দেব, বাকলায় কেদার রায় (দেব), তেলিহাটীর আদিত্যেরা, মকিমপুরের রাহারা, ভুলুয়ার শূরেরা, নড়ালের দত্তেরা, আঙ্গুলের করেরা রায়েরকাটীর সেনেরা, উজীরপুরের সিংহেরা ইহাদের কে বিজেতৃকায়স্থগণের বংশধর নহেন? যে সকল ক্ষত্রিয়কায়স্থ বঙ্গে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ইঁহাদের বা ইত্যাকার অন্যান্য গৌড়ীয় কায়স্থদিগের পূর্ব্বপুরুষ। পাঠানরাজত্বকালে যখন এদেশে দলে দলে লোকসকল মোসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, যখন মোসলমানরাজত্ব রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিকক্ষেত্রে সজোরে প্রবেশ করিতেছিল তখন এই বিজেতৃ ক্ষত্রিয়বংশগুলি অপরিসীম মোসলমানশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ হইয়া কেহ বা সপরিবার জলমগ্ন হইয়াছিলেন, কেহ বা নিজগৃহে অগ্নিপ্রদান করিয়া সপরিবারে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন কেহ বা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া নিষ্প্রভ বা বাধ্য হইয়া মোসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহাদেরই অবশিষ্টাংশ, বংশধর ও জ্ঞাতি কুটুম্বগণই এক্ষণ গৌড়ীয় কায়স্থ নামে খ্যাত। যেমন আজ অনেক নবাব, আমীর ও ওমরাহগণের বংশধরেরা মোসলমান সমাজে নিষ্প্রভ হইয়া বাস করিতেছেন, এই বিজেতৃ গৌড়ীয়কায়স্থগণের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে এদেশের ব্রাহ্মণেরা এবং ব্রাহ্মণানুগৃহীত শূদ্রেরা পাঠান মোসলমানদিগের সহিত যোগদিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ বা নির্ব্বাসন সাধন করেন. এই সকল ব্যক্তি বিজেতৃ কায়স্থগণের কখনই সপক্ষ ছিলেন না এবং এক্ষণও সম্পূর্ণ সপক্ষ নহেন। বিজেতৃ ক্ষত্রিয়কায়স্থগণের এই স্মৃতি উদ্দীপিত হইতেছে না কেন? আর্য্য-কায়স্থেরা আপনাদের ইতিহাস ভুলিয়া যাইতেছেন কেন? দেশে নানাস্থানে সাহিত্য পরিষদ হইতেছে, দেশের ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রকৃষ্ট সমালোচনা হইলে, কুলজীগ্রন্থে নিনাদিত জয়ধ্বনির বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিতে হইবে। এজন্য আমরা বলিতেছি, বরিশালের কুলীন কায়স্থেরা যদি

ক্ষত্রোচিত ব্যবহারে অগ্রসর না হন, বরিশালের বিজেতৃ কায়স্থবংশধরগণ তাঁহাদের স্বধর্ম্ম-পালনে যত্নবান হউন। ইহা নিশ্চিত কথা, কায়স্থজাতির উত্থানের অর্থ কায়স্থের কৌলিন্যের উত্থান নহে। যাঁহারা ভারতবর্ষিয় বিরাট কায়স্থজাতির সহিত মিলিত হইয়া কায়স্থের ভবিষ্যত গঠন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে অগ্রেই সাবধান করিতেছি তাঁহাদের কৌলিন্য বঙ্গদেশেই রাখিয়া যাইতে হইবে। কায়স্থের এই মহামিলনের মাত্র দুটি উপায় (১) গ্রহণ, (২) বর্জ্জন। গ্রহণ করিতে হইবে ক্ষত্রিয়াচার, বর্জ্জন করিতে হইবে কৌলিন্য।

বরিশালের কুলীনকায়স্থগণের ভাব (attitude) দেখিয়াই আমরা এতটা বলিলাম। কুলীন মৌলিকে একত্র হইয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিলে, এই সকল গৃহবিবাদের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠে।*

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

* পণ্ডিতপ্রবর মহামান্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের এই প্রচার প্রবন্ধটী আমরা সাদরে মুদ্রিত করিলাম। রাজনৈতিকতন্ত্রাধিষ্ঠিত পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী বরিশালের জননেতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়প্রমুখ ব্যক্তিগত অভিমতসমষ্টির অসারতা প্রদর্শন করাই এই পাদমন্তব্যের বিশেষ অভিসন্ধি। পরম মঙ্গলকর বঙ্গীয় সমগ্র জাতির উন্নতিবিধায়ক কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণান্দোলন প্রতি তাঁহাদিগের অন্যায় অভিশস্তি ও অযথা ঘৃণা পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থদিগের উপনয়নগ্রহণ বিষয়ে বিশেষ পরিপন্থী হইয়া উঠিয়াছে। বরিশালের প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত হরনাথ ঘোষ ও মাইমনসিংহের ধনকুবের উকীল অনাথবন্ধু গুহ মহাশয়গণ যাঁহারা আজীবন রাজনৈতিক বিভাগে পণ্ডশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত দত্তমহাশয়ের শিষ্য, দত্তমহাশয়ের অভিমতগুলি তাঁহাদিগের হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। দত্ত মহাশয় বলেন—"চারি শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ হয় হউক, কিন্তু উপবীত গ্রহণ ও অশৌচ কাল সংকীর্ণ করিয়া ফল কি? সময়ের গতি হইয়াছে সর্ব্ব শ্রেণীর লোককে একীভূত করিয়া লওয়া। আমি বরং নমঃশূদ্রের জলচলের পক্ষপাতী কিন্তু আমি একতার বিরোধী হইতে পারিব না। যে জাতিভেদ আপনা হইতেই ম্লান হইতেছে তাহাকে আবার বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পার্থক্য দ্বারা পুনরুদ্দীপিত করিয়া পরস্পরের হিংসা বিদ্বেষ বৃদ্ধিকরা আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতিপথে কণ্টক স্থাপন ভিন্ন আর কিছুই নহে।" মধুসূদ বাবু এই প্রকারে অশ্বিনী বাবুর মতের অবতারণা করিয়া নিজে মন্তব্য করিতেছেন যথা—"অশ্বিনীবাবু যেরূপ চরিত্রবান ব্যক্তি, তাহাতে এই কথাগুলি যে তাঁহার হৃদয়ের কথা তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে ইহা কেবল তাঁহার হৃদয়ের ভাষা এমত নহে। ইহা সমগ্র কৃতবিদ্য ও অগ্রবর্ত্তীবঙ্গবাসী কায়স্থেরই হৃদয়ের কথা। নগেন্দ্র বাবু গত বার্ষিক অধিবেশনে যে সকল গণ্যমান্য কায়স্থকে কায়স্থসভা হইতে ক্রমশঃ অপসৃত দেখিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদেরও হৃদয়ের কথা উপরোক্ত বাক্যের তুল্য।" মধুবাবু এইসকল

মত যেপ্রকার দক্ষতার সহিত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাতে আমাকে কিছু না বলিলেও হইত, কিন্তু দুই চারিটী কথা না বলিলে হয় না বিশেষ মধুবাবুবৃত্তান্তঘটিত ভূল করিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন "নৈষাতর্কেণমতিরাপনেয়া" অর্থাৎ কেবল খণ্ডতর্ক দ্বারা প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায় না। উপরোক্ত কায়স্থমহাত্মাগণ বর্ত্তমান কায়স্থসাহিত্য একবারে বর্জ্জন করিয়াছেন। সময় সময় দুই চারিটা খণ্ডতর্কের অবতারণা করিয়া উপনয়নগ্রহণ ব্যাপারে দোষারোপণ করেন। তাঁহাদিগের বুঝা উচিত শ্রবণ মননিধিধ্যাসন ভিন্ন কোনও বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উদয় হয় না। আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা মাসিক পত্রিকা উক্ত মহাত্মাগণের নিকট পাঠান হইয়াছিল। দত্ত মহাশয় ইহা পাঠ করিবেন না বলিয়া ফেরত দেন। অন্যান্য মহাশয়গণও তদ্রূপ। বিরুদ্ধবাদিদিগের সাহিত্য পাঠ করিতে তাঁহারা আপত্তি করেন কেন? ইহাকেই বলে গোঁড়ামী, এমতাবস্থায় তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন কি প্রকারে হইতে পারে? তাঁহাদিগের প্রধান আপত্তি—

১ম। বর্ত্তমান কায়স্থান্দোলন একতা বিনাশক। আমরা দত্তমহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করি বর্ত্তমান সময়ে হতভাগ্য বঙ্গদেশে কোনও প্রকার "একতা" আছে কি? যদি একতা আমাদের দেশে থাকিত তবে অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের শ্রমজীবিগণ ধর্ম্মঘট (Strike) করিয়া তাহাদের জঘন্য অবস্থার উন্নতি করিতে পারিত। উক্ত মহাত্মাগণ আজ ত্রিংশৎবর্ষ রাজনৈতিক বিভাগে কার্য্য করিয়া দেশের ও সমাজের কি উপকার করিয়াছেন? আমরা এই কায়স্থান্দোলনে বিগত দশ বৎসর মধ্যে সমগ্র নিম্নস্তরের জাতিগুলাকে জাগরিত করিয়াছি ব্রাহ্মণ,কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাক অর্থাৎ নাপিত, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, বারুই, তাঁত, ময়রা, তিলী, মালী ও সদ্‌গোপ, ধনবলে বলিয়ান্ সর্ব্বসমাজের পরমোপকারী সাহাজাতি, কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য এবং সর্ব্বনিম্নে সুবিস্তীর্ণ নমঃশূদ্রজাতি বঙ্গে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সমস্ত জাতিমধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ সমগ্র ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলাকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেছেন। ইহার প্রধান কারণ স্মার্ত্তপণ্ডিতের আদেশ যথা এই কলিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দুটী জাতি আছে মাত্র। কায়স্থ হইতে নমঃশূদ্র সকলেই জঘন্য শূদ্র, ইহাদের কোনও প্রকার শাস্ত্রে অধিকার নাই। দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার এবং দেবতাস্পর্শ ইহারা করিতে পারিবে না। এই অন্যায় অশাস্ত্রীয় আদেশ রদকরা কায়স্থান্দোলনের গৌণ উদ্দেশ্য। ঘৃণার মধ্যে একতা হয় না, সমক্ষেত্রে সমাধীন না হইলে একতা অসম্ভব। সমস্ত নিম্নস্তরের জাতিগুলী প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক তাড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছে। অধিক কি লিখিব, লিখিতে লেখনী কম্পিতা হয়, যে মহামহিমান্বিত কায়স্থজাতি ভারতে প্রায় ৯৫ লক্ষ যাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় ৮২ লক্ষ উপনয়ন ও দ্বাদশাহ অশৌচ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, যাঁহারা কাশ্মীরে, মধ্যভারতে ও বঙ্গে প্রায় ৩ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, যাঁহারা প্রকৃত রাজার বংশধর তাঁহাদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র একটী শাখা প্রায় ১৩ লক্ষ যাঁহারা বঙ্গে উপনিবিষ্ট হন, তাঁহাদিগকে ঘৃণিত শূদ্রত্বের গভীর পঙ্কে

নিমজ্জিত করিয়া ব্রাহ্মণগণ একটী মহতীকীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে যখন কায়স্থ বৈশ্যগণ মধ্যে উপবীত গ্রহণের কোন আন্দোলন ছিল না, তখন কি বঙ্গে একতা ছিল? শিরোনাস্তি শিরোপীড়া, যৎকালে একতা বলিয়া কোন জিনিষ বঙ্গে ছিল না ও নাই তখন বৈদ্য ও কায়স্থগণ উপবীতী হইয়া কি প্রকারে তাহা নষ্ট করিলেন? একতা স্থাপন করা বর্ত্তমান কায়স্থান্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঘৃণার স্থলে সমবেদনা উপস্থিত হইলে একতা হইবে, সমবেদনার প্রধান অঙ্গ একত্রে আহার-বিহার ও পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান। ব্রাহ্মণগণ দ্বিজ, বৈদ্য ও কায়স্থগণ, তদনন্তর নবশায়কগণ ক্রমে ক্রমে দ্বিজত্ব গ্রহণ করিতে পারিলে, উপনয়ন প্রভাবে অতি স্বল্প সময়ে একটী মহতী দ্বিজজাতি বঙ্গে স্থাপিত হইবে। তখন বৈদ্য ও কায়স্থগণের সহিত এবং তাঁহাদিগের সহিত ব্রাহ্মণের আহার বিহার ও আদান-প্রদান অনায়স-সাধ্য হইবে। দ্বিজত্বপ্রভাবে এই সকল জাতির উন্নতিও সংসাধিত হইবে। এই স্থলে দত্তজ মহাশয় আর একটী বিষয়ে মনোনিবেশ করিবেন। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার প্রভাবে যে সকল জাতি বঙ্গে স্বাধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহাদি-গকে পূর্ব্ব গৌরবে সংস্থাপিত করা কি আমা-দিগের কর্ত্তব্য নহে? অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বঙ্গীয় কায়স্থজাতির পক্ষে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ বর্ত্তমান সময়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। মহতী কায়স্থজাতির আমরা একটী ক্ষুদ্রাংশ আমাদের দায়াদগণ সকলেই দ্বিজ ও দ্বাদশদিন অশৌচ পালন করিতেছেন। আমরা সমধর্ম্মী না হইলে আমাদের মিলন অসম্ভব। শূদ্রত্ব অর্থাৎ উপবীতশূন্যতা আমাদের মিলনের পক্ষে বিষম কণ্টক। এতদিন আমরা ভারতীয় কায়স্থ-মহামণ্ডলের অংশস্বরূপে গৃহীত হই নাই। আজ ৩। ৪ বৎসর হইল তাঁহাদিগের বার্ষিক অধিবেশনে(Kayastha Conference)এ বঙ্গীয় কায়স্থসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় প্রমুখ কয়েকজন উপবীতী কায়স্থ উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিতে নিমন্ত্রিত হইতেছে। অতি সত্বর তাঁহাদিগের সহিত আমাদের বিবাহাদি কার্য্য হইবে। এইক্ষণ দত্তমহাশয় দেখিলেন আমরা একতার পথে অগ্রসর হইতেছি কি না।

দ্বিতীয় আপত্তি।

২। যে জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আপনা হইতে ম্লান হইতেছে তাহাকে এই আন্দোলনে পুনরুদ্দীপ্ত করা কি উচিত?

বঙ্গে জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ম্লান হইতেছে ইহা একটী কাল্পনিক সিদ্ধান্ত। বর্ত্তমান সময়ে যখন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সহস্রশীর্ষ হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, তখন অশ্বিনী বাবুর ন্যায় জ্ঞানী, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্ত কিপ্রকারে বলিতে পারেন যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হিন্দুর মধ্যে ম্লান হই-তেছে। ফলতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হিন্দুর অস্থিমজ্জায় সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। রামরাজ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভিত্তিতে যে অপূর্ব্ব শাসনযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আজিও সভ্যতা ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা বলিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণের বাল-কাণ্ডে ৭ম স্বর্গে এই অবস্থার বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখঞ্চাসীৎ বৈশ্যাঃক্ষত্রমনুব্রতা।
শূদ্রাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ, ত্রীন্‌বর্ণানুপচারিণঃ ॥১৯॥

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র স্বধর্ম্মনিরতান্ লোকান্ পরিপালয়ন্ মেদিনীং শাসাস। তৎকালে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম গুণকর্ম্মবিভাগে নিয়ন্ত্রিত হইত! আমরাও বংশানুক্রম ত্যাগ করিয়া যতদূর সাধ্য গুণকর্ম্মে বর্ণাশ্রমকে আনিতে চেষ্টা করিতেছি সহস্রাধিক বৌদ্ধবিপ্লবে ও এই ধর্ম্মের বিশেষ কোন অঙ্গ হানি হয় নাই, তৎকালে শ্রমণগণ ব্রাহ্মণের স্থানাধিকার করিতেন, ক্ষত্রিয়জাতি, ক্ষত্রিয় রাজা পূর্ণপ্রতাপে রাজত্ব করিতেন। তখন সমাজ বংশানুক্রমস্থলে গুণকর্ম্মে গঠিত হইতেছিল, এমন সময়ে শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ একদল পুনর্ব্বার বংশানুক্রম সংস্থাপিত করেন। বর্ত্তমান সময়ে সমাজ যে সুদৃঢ়নিগড়ে বহুকাল হইতে আবদ্ধছিল তাহা সমভাবেই আছে। ব্রাহ্মণগণ কণামাত্র অধিকার শূদ্রজাতিকে দিবেন না। যে সকল জাতি অস্পৃশ্য তাহারা বহুকাল হইতে সেই ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় রহিয়াছে। ২। ১০ জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ যুবক কোন মেছে (mess) এ একত্রে আহার করিলেন, অথবা ২। ১০ জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ একত্রে উইলসনের হোটেলে অন্যান্য আহার করিলেন তাহা দেখিয়াই বুঝি দত্তজ মহাশয় মীমাংসা করিয়াছেন যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শনৈঃ শনৈঃ তিরোহিত হইতেছে। যে বৈদ্যগণ তাঁহার পরম মিত্র যাঁহাদিগের সহিত তিনি স্বদেশীব্রতে নিরত তাঁহাদিগের সহিত কখনও কি সামাজিক ভাবে তিনি আহার করিয়াছেন? তাঁহাদিগের সহিত তিনি আদান প্রদান করিতে পারেন কি? যজ্ঞপবিতের কোনও আন্দোলন পূর্ব্বে বঙ্গে ছিল না, এইকার্য্যে বৈদ্যমহাশয়গণ পথপ্রদর্শক। তাঁহারা দ্বিজত্বপ্রভাবে কায়স্থ হইতে শ্রেষ্ঠাসন সমাজে অধিকার করিবার জন্য আকাশ পাতাল ভেদ করিয়া মহান্দোলন উত্থিত করিয়াছিলেন। বিগত ১৯০০ সনের লোকগণনায় কর্ত্তৃপক্ষগণের তালিকায় কায়স্থ হইতে উচ্চপদ লাভ করিতে যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা কি দত্ত মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণ ভুলিয়াগিয়াছেন। বৈদ্যজাতিমধ্যে প্রায় সকলেই দ্বিজত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যান্য নিম্নস্তরের জাতিবৃহ জাতীয় সম্মান লাভার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এই কি জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ম্লানতা? যে জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বৌদ্ধবিপ্লবে, মুসলমান ও ইংরাজের দীর্ঘশাসনকালেও ম্লান হয় নাই, বরং পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহা কে বিনষ্ট করিয়া আব্রাহ্মণচণ্ডাল একজাতিত্বে পরিণত করিতে পারিবে তাহা ত আমাদের সুদূর কল্পনায় স্বপ্নের মধ্যেও প্রবেশ করে না।

বঙ্গীয় কায়স্থগণ যাহা কালনেমীর আবর্ত্তনে হারাইয়াছেন তাহাই পুনরুদ্ধার করিতেছেন মাত্র, নূতন কিছু চাহিতেছেন না, ইহাতে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যসমাজে দ্বেষ হিংসা হইবার কোনও কারণ আমরা দেখি না। দত্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, উপনয়নগ্রহণে আমাদের লাভ কি? দাসত্বের স্থানে রাজত্বলাভ কে না চায়? আমরা কেবল ইংরেজের দাস নহি, ব্রাহ্মণেরও ক্রীতদাস। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কায়স্থের কোন উপাসনাদিকার্য্য হইতে পারে না, দ্বিজত্বগ্রহণে সেই আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার হইবে। দ্বিজত্ব অভাবে কায়স্থজাতির মধ্যে সংস্কৃতশাস্ত্রচর্চ্চা এককালে তিরোহিত হইয়াছে। ষড়াঙ্গবেদ, পুরাণ, মীমাংসা বেদান্ত ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র কায়স্থগণ দ্বিজত্বাভাবে কাশী,

কাঞ্চী, দ্রাবিড়, নবদ্বীপ ও বঙ্গের কোন চতুষ্পাঠীতে আধ্যয়ন করিতে পারিতেছেন না। ভারতীয় কায়স্থগণ এই সকল বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছেন, কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থগণ এই সকল শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ১ লক্ষ বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে ৪।৫ জন মহামহোপাধ্যায় উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু ১৩ লক্ষ কায়স্থ মধ্যে একজনও উক্ত সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। আমাদিগের স্বজাতি শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে কায়স্থগণ প্রবেশ করিতে পারেন না, মূল গায়ত্রী কি প্রণব আমাদের উচ্চারণের অধিকার নাই আমরা শ্রেষ্ঠ দেবক্ষত্রিয় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের বংশধর হইয়াও আচণ্ডাল ঘোষ, বসু, দত্ত জঘন্য শূদ্র বর্ণান্তর্গত হইয়া দাস ও দাসী উপাধি ধারণ করিয়া আমাদের নরনারীগণ বঙ্গে বাস করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অধঃপতন অন্য কোন জাতির কি কখনও হইয়াছে? ইতিহাস আমরা দেখি না। আমাদের প্রকৃত আসন ব্রাহ্মণ হইতেও উচ্চতর কিন্তু দ্বিজত্ব অভাবে আমরা বৈদ্যজাতি হইতেও নিম্নস্তরে অবস্থান করিতেছি। যে জাতির আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান (Self respect) নাই তাহার মরণই মঙ্গল। গীতা বলিয়াছেন "সম্ভাবিতস্যচাকীর্ত্তি র্মরণাদতিরুচ্যতে।" সম্মানী জাতির অপমান মরণ হইতেও সমধিক ক্লেশকর। প্রাচীন মিশ্রকারিকায় বল্লালের কুলবন্ধনে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোক দেখিতে পাই।—

ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রাঃ দত্তশ্চ আদি কুলীনাঃ।
নবগুণৈস্ত সংযুক্তাঃ রাজবংশ সমুদ্ভবাঃ॥

যে নবগুণদ্বারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সমলঙ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আচার অর্থাৎ উপনয়ন। এই দ্বিজত্বাভাবে নবগুণের মধ্যে বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ এই ৫টী প্রধান গুণের অধিকারী হইতে পারিতেছি না। ষড়াঙ্গ, চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, ও পুরাণ এই ১৪টী বিদ্যা নামে আখ্যাত ইহার একটীতেও আমাদের অধিকার নাই, প্রতিষ্ঠা মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য প্রধান, শূদ্রের ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার নাই, কারণ ব্রহ্মচর্য্যের আগে উপনয়ন গ্রহণ করিতেই হইবে। নিষ্ঠা দ্বিবিধ জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ। শূদ্রের জ্ঞানযোগে অধিকার নাই, এক সময়ে বিবেকানন্দ পুণায় বক্তৃতা দিবারকালে তত্রস্থ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের ধর্ম্মবিষয়ে কি সন্ন্যাসে অধিকার নাই বলিয়া আপত্তি করেন। বিবেকানন্দ বলেন যে তিনি শূদ্র অনার্য্যজাতি নহেন তিনি ব্রাহ্মণেরও তর্পণীয় ও পূজ্য শ্রীশ্রীগুপ্তদেবের বংশধর। শূদ্রের আবৃত্তি অর্থাৎ বেদপাঠে অধিকার নাই। তপঃ শব্দের অর্থে পাতঞ্জলি বলিতেছেন যে নিয়মাদি দ্বারা ঈশ্বরের প্রনিধান ও বেদপাঠ ও তদানুষঙ্গিক ক্রিয়াযোগ। শ্রীরামচন্দ্র শূদ্র তাপসীর শিরচ্ছেদন করেন।

দত্তজ মহাশয়ের শেষ আপত্তি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ ও অশৌচ সংকীর্ণ করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ বৈদ্য জাতির সহিত বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি রাজনৈতিক বিভাগে স্বাধিকার উদ্ধার করিতে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত কি নিমিত্ত ঘোর বিবাদ করিতেছেন, যে বিবাদে তাঁহাকে বিদেশে অনেকদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। সামাজিকজগতে ব্রাহ্মণগণ যে শীর্ষস্থানাধিকার করিতেছেন রাজনৈতিক জগতে ইংরেজগণও তদ্রূপ। সংস্কার

অর্থে পরিবর্ত্তন, রাজনৈতিকসংস্কারে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ যে প্রকার বাধা দিতেছেন, ব্রাহ্মণগণ তদ্রূপ দিবেন আশ্চর্য্য কি, তাই বলিয়া কি আমাদের জাতীয় অধিকার গ্রহণ করিব না? শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। কায়স্থগণ দেবক্ষত্রিয় হইয়া শূদ্রেরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এইক্ষণ কায়স্থের স্বধর্ম্ম উদ্ধার করিতে তাঁহাদের জীবনপণ করা কি উচিত নহে? আমরা আশা করি, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় এই প্রবন্ধ ও পাদমন্তব্য পাঠ করিয়া সত্বর যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করতঃ স্বধর্ম্ম পালন করিবেন। মধুবাবুর বৃত্তান্তঘটিত ভ্রম সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র বলিব যে, বিধবাবিবাহ উপলক্ষে যে মতান্তর উপস্থিত হয় তাহাতেই কলিকাতার কয়েকজন কায়স্থনেতা কায়স্থসভার সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন, বিশেষ কায়স্থসভার কার্য্যপ্রণালী অনেকেই অনুমোদন করেন না। সমগ্র কায়স্থসমাজ, নীচ উচ্চ বিচার না করিয়া, প্রসারিত বাহুযুগলে আবেষ্টন করিয়া একটী বিরাট আন্দোলন কায়স্থসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ করিতে পারিতেছেন না, পাদমন্তব্য সুদীর্ঘ হইয়া গেল পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

সম্পাদকস্য।

সানুবাদ মিশ্রকায়স্থ-কারিকা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)

মূলম্।

চতুর্থাশ্রমযোগেষু, শ্যাম্যাদধুরুত্তমাঃ।
সর্ব্বত্র বিষয়াসক্তি, রহিতাঃ শিবহেতবে ॥৩২
সদা সদাচারপরাঃ, পরপ্রাণিহিতেরতাঃ।
যজ্ঞীয়াং বৃত্তিমাসাদ্য; গার্হপত্যাদি সেবকাঃ ॥৩৩
দ্বিতীয়স্তু সবিজ্ঞেয়, শ্চন্দ্রহাস উদারধীঃ।
চিত্রগুপ্তাখ্যকোজ্ঞাতিঃ, যথাসূর্য্যধ্বজোঽভবৎ ॥৩৪
স একদা মুখ্যপুমান্, সখীনাং স্থিতি হেতবে।
সন্তুতৌ চ বিশুদ্ধায়ৈ, বিত্তয়ে সমচিন্তয়ৎ ॥৩৫
কুলেষ্ট দেবতাযস্ত, চন্দ্রমাঃ সমজায়ত।
তস্মাদেনং সমারাদ্ধ্যু, মভবৎ কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৬
এবং স চ বিনিশ্চিত্য, চন্দ্রমসমুপাসিতুম্।
যযৌ সুমেরু শিখরং, সুপর্ব্ব শ্রেণিশোভিতম্ ॥৩৭
স্তত্যানয়েবং সন্তুষ্টৌ, রাজা সর্ব্বদ্বিজন্মনাম্।
ওষধী নামধিপতিঃ, জহাস শুভবীক্ষণৈঃ ॥৩৮
আবিরাসীৎ সমক্ষেঽসৌ, চন্দ্রমামৃগলাঞ্ছনঃ।
কৃপানিধিরুবাচেদং, মধুরং পূর্ণবৎসলঃ ॥৩৯
বরং বরয়ত ক্ষিপ্রং, মত্তোমনসি নিশ্চিতম্।
শ্রুত্বাপি সুভগং পুণ্যং, বরয়ামাস সত্বরম্ ॥৪০
দদাসি যদি দেবেশ, বাঞ্ছিতং মে দদস্ব তৎ।
মদীয় বংশ বর্গাস্তু, বাসস্থান সমুত্তমম্ ॥৪১
উপাসনায় ভোস্বামিন্, মর্ত্ত্যে চ সততং স্থিতাঃ
তস্মাদ্ যাচেতু মে নাথ, ভবতাদেয়মর্থবৎ ॥৪২
এবমাভাষিতঃ প্রীত্যা, প্রহর্ষ্য পুনরপ্যুত।
মনঃ সংকল্পিতং সর্ব্বং, মেতাবত্তে ভবিষ্যতি ॥৪৩

ভবদ্ভক্তি বশাজ্জাতো, হাসোহয়ং তদ্ভবানপি।
চন্দ্রহাসাভিধানেন, সর্ব্বকায়স্থ মণ্ডলে ॥৪৪
গণ্ড লেখঃ সুতেজস্বী, চন্দ্রবাম্বুপ শোভিতঃ।
মাহিষ্মতী সমীপস্থ, চন্দ্রহাস গিরীশ্বর ॥৪৫
অতুল স্থিতিমৎসাক্ষাৎ, পুরং নির্ম্মায় শোভনম্।
চন্দ্রহাসাভিধং লেভে, কায়স্থ জাতি লক্ষণম্ ॥৪৬
ভবতস্তত্র পুরুষাঃ সন্তুষ্ট গুণমূর্ত্তয়ঃ।
যথা বৈ লেখনং সর্ব্বে, লভিষ্যন্তে চ তে নিজম্ ॥৪৭
এষাং লেখনধর্ম্মোহস্ত, ক্ষত্রবর্ণানুধর্ম্মিণাম্।
শ্রীমতাং মুখ্য পুরুষে, ত্বয়ি সম্মান দায়িনাম্ ॥৪৮
ভগবদ্ভক্তি চিত্তানাম, সর্ব্বজীব হিতাত্মনাম্।
ভরদ্বাজ প্রসাদেন, সদাচার স্বধর্ম্মিণাম্ ॥৪৯
বেদাভ্যাসন বৃত্তীনাম্, শ্রৌত স্মার্ত্তানুযায়িনাম্।
চিত্রগুপ্তস্য পুণ্যেন্, সর্ব্বব্যাপার বর্ত্তিনাম্ ॥৫০
ইতিদত্বা বরংতস্মৈ, তত্রৈ বান্তরধীয়ত।
চন্দ্রহাসস্তদাদেশং, চক্রে স বিধিপূর্ব্বকম্ ॥৫১
তত্র স্থিতিমতস্তস্য, বহুধা বংশতন্তুভিঃ।
পুত্র পুত্রজ পৌত্রাদি, নপ্তৃ নপ্তৃজনপ্তৃজৈঃ ।৫২
চন্দ্রহাসস্যবংশীয়াঃ, কৃতযজ্ঞোপবীতিনঃ।
সুহৃৎ সম্বর্দ্ধিতদ্বর্গ, বিভবৈর্ব্যাপৃতামহী ॥৫৩
তৃতীয়ঃ সুরিচন্দ্রার্দ্ধ, শচন্দ্রদেহশ্চতুর্থকঃ।
পঞ্চমো রবিদাসোহপি, রবিরত্নশ্চ তৎপরঃ ॥৫৪
সপ্তমো রবিধীরঃস্যাৎ, অষ্টমো রবিপূজকঃ।
গম্ভীরো নবসংখ্যকো, দশমঃ প্রভুসংজ্ঞকঃ ॥৫৫
একাদশো ময়াখ্যাতো, বল্লভঃ পরমার্থধীঃ।
উদার হাসোবিজ্ঞেয়, রবির্দ্বাদশ সংখ্যকঃ ॥৫৬
মধুমানস্তৎপরশ্চ, বিশ্বদৈবত সংখ্যয়া।
ভট্টঃ সুভট্টঃ সক্কজ্ঞো, ধীমান্ পঞ্চদশোহপরঃ ॥৫৭
শ্রীগৌড় ষোড়শতমো, রাজধানা ততঃ পরম্।
অষ্টাদশম আনন্দঃ, সংভ্রমৈকোনবিংশতিঃ ॥৫৮
বিশ্বাসঃ পঞ্চতত্ত্বজ্ঞ, একবিংশতমঃ সুরঃ।
এতাবামমুগস্থানো, বিংশ বিংশমিতাঃ পুনঃ ॥৫৯

ইতি মিশ্রকারিকায়াং পদ্মপুরাণীয়া পাতালখণ্ড-নাম প্রথমোধ্যায়ঃ। (ক্রমশঃ)

বঙ্গানুবাদ।

পরম মঙ্গলকম্ভ সকল বিষয়ে নিরাসক্ত হইয়া চতুর্থাশ্রম যোগ্য উত্তমা শান্তি আশ্রয় করিলেন। ৩২। তাঁহারা সর্ব্বদা সদাচার-সম্পন্ন, সর্ব্বপ্রাণিহিতকারী এবং যজ্ঞীয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, গার্হপত্যাদি অর্থাৎ সাগ্নিক গৃহস্থের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ৩৩। (১) চিত্রগুপ্তের দ্বিতীয় বংশ ধীশক্তি-সম্পন্ন, উদার চন্দ্রহাস, সূর্য্যধ্বজের ন্যায় ইনিও চিত্রগুপ্তের জ্ঞাতি ৩৪। এই প্রধান পুরুষ একদা বন্ধুগণের স্থিতি, বিশুদ্ধ সন্ততি এবং ধনের নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন। ৩৫। এই সকল অভীষ্ট লাভার্থে তদীয় কুলদেবতা চন্দ্রমার উপাসনায় কৃতনিরত হইলেন। ৩৬। চন্দ্রমাকে উপাসনা করিতে তিনি সুন্দর শৃঙ্গ-রাজীশোভিত সুমেরুপর্ব্বতের শিখরদেশে গমন করিলেন। ৩৭। দ্বিজদিগের ও ওষধী-গণের অধিপতি চন্দ্রমা তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শুভক্ষণে তাঁহাকে দর্শন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। ৩৮। (২) তখন পূর্ণপ্রেমময়,

(১) এই সূর্য্যধ্বজ কায়স্থবংশ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উজ্জয়িনী দেশে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি বিভানুর বংশধর ও ঘোষবংশের আদিপুরুষ। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভবিষ্য-পুরাণকার বলিয়াছেন— "চিত্রগুপ্তবংশ্যানাং ব্রাহ্মণত্বমাপদ্যতে"। অর্থাৎ চিত্রগুপ্তবংশীয়েরা ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়াছিলেন, অহো! সেই ঘোষ-বংশ আজিও শূদ্রত্বকবলে নিপতিত।

(২) রাজা সর্ব্বদ্বিজন্মাম্—দ্বিজরাজ-চন্দ্র। ওষধীনামধিপতিঃ—ওষধীপতি, চন্দ্র।

দয়ারসাগর মৃগাঙ্কচন্দ্রদেবতা তাঁগর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, এইরূপ মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন। ৩৯। "শীঘ্র তোমার মনঃ সঙ্কল্পিত অভীষ্ট বর আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর" ফলতঃ অতি সত্বর যে বর তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহা অতিশয় সৌভাগ্য-শালী ও পবিত্র। ৪০। চন্দ্রহাস কহিলেন যে হে দেবেশ! যদি আমার বাঞ্ছিত বর আমাকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার বংশীয়গণের জন্য উত্তম বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করুন। ৪১। হে স্বামিন্! তোমার উপাসনার জন্যই যেন আমার বংশীয়গণ এই বসুন্ধরায় অ-ক্ষুণ্ণভাবে বাস করে, এবং সেই জন্য আপনার নিকট এই বর চাহিলাম, এবং আপনিও উক্ত প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য বাসস্থানের বর আমাকে দিবেন। ৪২। এই প্রকার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার হাস্য করিয়া বলিলেন —"তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হউক"। ৪৩। তোমার বাক্যে আমি হাসিয়াছি, এজন্য তুমি চন্দ্রহাসনামে কায়স্থমণ্ডলে প্রসিদ্ধ হইবে। ৪৪। সুচিহ্নিত কপোলদেশ, পরম তেজস্বী আমার ন্যায় জ্যোতির্বিশিষ্ট তোমা-দের মুখ, মাহিষ্মতী সমীপস্থ চন্দ্রহাসনামা গিরির অধীশ্বর হইবে। ৪৫। অতুল্য শোভনীয় চিররক্ষিত পুরী নির্ম্মাণ করিয়া কায়স্থবংশের উপাধি চন্দ্রহাসনাম ধারণ করিবে। ৪৬। তোমার উত্তরপুরুষগণ সতত সন্তুষ্ট, গুণরাশিবিশিষ্ট, নিজের বৃত্তি-স্বরূপ সকলেরই লিখনকার্য্যে অধিকার হইবে। ৪৭। এই লিখনকার্য্যে তাঁহারা ক্ষত্রধর্ম্মানুসরণ করিবেন, এবং আপনি রাজশ্রী-সম্পন্ন আদিপুরুষ বলিয়া আপনার বংশধরগণ আপনাকে মহাসম্মান করিবেন। ৪৮। তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, সর্ব্বজীবহিতকারী, মহর্ষি ভরদ্বাজের প্রসাদে সদাচারসম্পন্ন, এবং স্বধর্ম্মে অনুরক্ত হইবেন। ৪৯। নিজের বৃত্তিস্বরূপ তাঁহারা বেদপাঠে নিযুক্ত থাকিবেন, এবং শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পুণ্যফলে, তাঁহারা শ্রুতি ও স্মৃতি অনুযায়ী সর্ব্বকর্ম্মক্ষম হইবেন। ৫০। (৩) এইপ্রকার বর প্রদান করিয়া চন্দ্র সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখন চন্দ্রহাস তাঁহার সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করিলেন। ৫১। চন্দ্রহাস নিজ অপূর্ব্বপুরে অবস্থান করতঃ চন্দ্র-বংশ বিস্তার করিলেন বহু পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্রী এবং তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ। ৫২। এই প্রকারে চন্দ্রহাসের বংশীয়গণ, যজ্ঞোপবীতী হইয়া স্বজন সম্বন্ধীগণ-সহ ধনজনে পৃথিবীতে বিস্তৃত হইলেন। ৫৩। কায়স্থের তৃতীয় বংশ সূরীচন্দ্রার্দ্ধ, চতুর্থ চন্দ্র-দেহ, পঞ্চম রবিদাস, ষষ্ঠ রবিরত্ন। ৫৪। সপ্তম রাবিধীর, অষ্টম রবিপূজক, নবম গম্ভীর, দশম প্রভু কায়স্থ॥ ৫৫। একাদশ ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন-বল্লভ, দ্বাদশ রবিউদারহাস॥ ৫৬। ত্রয়োদশ মধুমান্, চতুর্দ্দশ ভট্ট, পঞ্চদশ সর্ব্বজ্ঞধীমান্ সুভট্ট। ৫৭। ষোড়শ শ্রীগৌর, সপ্তদশ রাজ-ধানা, অষ্টাদশ আনন্দ, উনবিংশ সম্ভ্রম। ৫৮। বিংশ বিশ্বাস, একবিংশ পঞ্চতত্ত্বজ্ঞ। এই একবিংশ কায়স্থের প্রত্যেকে আবার বিংশ বিংশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ৫৯। (৪)

ইতি পদ্মপুরাণীয়া পাতালখণ্ডের বঙ্গানুবাদ।

(ক্রমশঃ) সম্পাদকস্য।

---

(৩) আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহ ক্ষাত্রোধর্ম্ম-ইবাশ্রিত। রঘুবংশ।

(৪) স্বর্গগত শশিভূষণ নন্দী এইসকল কায়স্থ বিভাগ সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছেন তাহা তাঁহার বহুদিনের গবেষণার ফল, উহার সারাংশ আমরা এই স্থলে দিলাম। তৃতীয় বিভাগ সূর্য্যচন্দ্রার্দ্ধ—পরশুরামের ভয়ে ইহারা অসিজীবী হইতে মসীজীবীতে পরিণত হন, এবং তাহার পর যুগে ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশক হন, সেই জন্য ঐ প্রকার নামকরণ হইয়াছিল। ৪র্থ চন্দ্রদেহ—যে সকল চন্দ্রবংশীয় অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণ চৈত্রগুপ্ত কায়স্থদিগের আদান প্রদানে সংমিশ্রিত হইয়াছিলেন তাঁহারা এই উপাধিবিশিষ্ট হন। নন্দী মহাশয় বলেন যেসকল অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণ চৈত্রগুপ্ত কায়স্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হন তাঁহাদিগকে রবিদাস বলিত। ষষ্ঠ রবিরত্ন, ইহারা শ্রেষ্ঠ অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণ চিত্রগুপ্তজ কায়স্থের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিলেন। সপ্তম রবিধীর যেসকল সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ কালক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী চিত্রগুপ্তজ কায়স্থের সহিত মিলিত হন ও ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয়বিভব হইতে নিগ্রহ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বী হন। নবম গম্ভীর যে সকল কায়স্থ খণ্ড মন্ত্র প্রকাশক। দশম প্রভু—চন্দ্রবংশীয় চন্দ্রসেন রাজার পুত্র সোমদেবের বংশাবলী। দাক্ষিণাত্যে ইঁহারা আজিও প্রভু সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ। ইহারা রাজবংশজ। কেহ কেহ বলেন যে মহারাষ্ট্র বীর শিবাজী এই বংশ সম্ভূত ছিলেন। চতুর্দ্দশ—সুভট্ট—ইহারা বিশ্বদৈবতসংখ্যা বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহারা একাদশ সংখ্যায় বিভক্ত যথা—শ্রীবাস্তব, মাথুর, নিগম, ঐঠানা, অম্বষ্ঠ, সক্‌সেনা, উনাথা, কণ্ঠী, বাল্মীকী, ভটনাগর ও শৈব্যসেনা। ষোড়শ—গৌড় অথবা শ্রীগৌড়—ইনি বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গীয় কতকগুলি কুলীন ও মৌলিক কায়স্থের আদিপুরুষ হন। সপ্তদশ রাজধানা—টড সাহেবের রাজস্থান হইতে জানা যায় যে, রাজধানা শব্দ হইতে রাজপুতানা নাম হইয়াছে। রাজধান শব্দের অর্থ রাজপুর অর্থাৎ রাজাদিগের বাসস্থান। মেওয়ারাদিনিবাসী গোহিলট্ট রাজপুত বংশ, ইহারাই বঙ্গীয় গুহবংশের আদিবংশ। মহারাষ্ট্রীয় কায়স্থগণ ২৬টী গোত্রে বিভক্ত। তাঁহারা ব্রাহ্মণের সমশ্রেণী ও প্রভুজী বলিয়া খ্যাত।

সমালোচনা।

কৃষিসম্পদ।—শ্রাবণের পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই পত্রিকাখানি কৃষি—সর্ব্বস্ব বঙ্গদেশের বহুল উপকার সংসাধিত করিতেছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ মহাশয় এই পত্রিকাখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। কৃষি-তত্ত্ববেত্তা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ F. R. H. S. মহাশয়ের লিখিত উদ্ভিদতত্ত্ব প্রবন্ধটী আমরা অতীব আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। জাপান আজকাল কৃষি সম্বন্ধে অতিশয় উচ্চাসনলাভ করিয়াছে, তদ্দেশীয় কৃষক বিজ্ঞান বলে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সমকক্ষতা আমেরিকা কি জার্ম্মনীও লাভ করিতে পারেন নাই। সেই স্থানে সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত রসিক-

রঞ্জন ঘোষ M. S. A. মহাশয় লিখিত জাপানে কৃষি প্রবন্ধটী সুখপাঠ্য ও উপদেশপূর্ণ। মালদহের আম্র প্রসঙ্গ ও কলম প্রণালী অতি উপাদেয় প্রবন্ধ আমরা আশা করি কৃষি—প্রধান বঙ্গদেশে কৃষিসম্পদ প্রতিগৃহে পঠিত হইবে।

২। কোহিনুর।—আশ্বিন অথবা ঈদ সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ঈদের আহ্বান কবিতাটী সুন্দর ও সুখপাঠ্য। কবি গাহিলেন ;—

আসিয়াছে ঈদ, হৃদয় সুহৃদ,
নিখিল সুপ্রভাত।

মুসলমান ভ্রাতৃগণের ঈদের সহিত হিন্দুর বিজয়ার মহামিলন উপস্থিত। ভারতে এই মহামিলনের দিনে হিন্দুমুসলমানমধ্যে প্রেমের বন্ধন সুদৃঢ় হউক আমরা প্রার্থনা করি। এই সুখশান্তির দিনে তুরস্কজাতির সহিত ইটালীর সঙ্ঘর্ষ বজ্রপাতের ন্যায় আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিল, যে রণবিশারদ দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান জাতি এক সময়ে প্রায় সমগ্র ইউরোপ বাহুবলে করতলগত করিয়াছিল, সেই তুরস্কজাতি ইতালীর ন্যায় একটী ক্ষুদ্রশক্তির নিকট পরাজিত হইল, ইহা অপেক্ষা হৃদয়বিদারক সংবাদ আর কি হইতে পারে? রমজান, ফরাসীরাজ্যে মোসলেম অধিকার ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য ও উপদেশপূর্ণ।

৩। বীরভূমী।—আশ্বিনের সংখ্যায় দীনতা গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা ও মহিলা কবির রামায়ণ প্রবন্ধগুলি পাঠে আমরা বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে কায়স্থ কবি শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় যে উচ্চাসনলাভ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্ব সম্মত। কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ের পরে এপ্রকার প্রাঞ্জল মর্ম্মস্পৃক্ উত্তেজনাময়ী ভাষায় আর কেহ মিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন আমরা জানি না। শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের লিখিত রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিমন্দির প্রবন্ধটী পাঠে আমরা ব্যথিত হইলাম। অধর্ম্মের সমুদয়ে যে মহাত্মা ধর্ম্মকে পুনঃ সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহার সমাধিমন্দিরটী যাহাতে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে তৎপ্রতি কি হিন্দু কি ব্রাহ্ম সকলেরই যত্ন ও অর্থসাহায্য করা কর্ত্তব্য। ঘোষালমহাশয়ের শেষ আবেদনটী আমরা আশাকরি সত্বরেই পূর্ণ হইবে, সেই আবেদনটী এই "রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিমন্দির রক্ষার্থে অতি সামান্য অর্থ ১৫০০৲ টাকা কি সংগ্রহ হইবে না? অবশ্যই হইবেক।"

৪। মাহিষ্য সমাজ।—আমরা আশ্বিনের সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। ভাদ্র সংখ্যায় জালিক কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য মীমাংসা সুন্দর প্রবন্ধ। লেখক বিশদভাবে কৈবর্ত্ত যে জালিক কৈবর্ত্ত হইতে পৃথক ও উচ্চজাতি তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। মাহিষ্য কৈবর্ত্ত জাতি রাজারবংশ, এই জাতির পুনরভ্যুত্থান আমরা সর্ব্বান্তকরণে প্রার্থনা করি। আশ্বিন সংখ্যায় আত্মমর্য্যাদা ও শিক্ষা ও বর্ণভেদ সুখপাঠ্য উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ। এই মাসিকপত্রিকাখানি স্বদেশের প্রকৃত মঙ্গল করিতেছে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

৫। শক্তিকণা-এই পত্রিকাখানির শ্রাবণ সংখ্যা পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা সম্পাদক মহাশয় এত বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি করিতেছেন কেন? বঙ্গে

বিশেষতঃ ঢাকায় সাহা একটী বিভবশালী জাতি। তাঁহাদিগের মুখপত্রখানি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য। আষাঢ়, শ্রাবণ সংখ্যায় প্রবন্ধগৌরব বিকশিত হয় নাই। প্রায়শ্চিত্ত গল্পটী মন্দ নয় কিন্তু বন্দী প্রবন্ধটী মহিলারচিত হইলেও অপ্রাসঙ্গিক। কয়েকটী সামাজিক কথা প্রবন্ধটী সাহাজাতির প্রকৃত মঙ্গলার্থে লিখিত হইয়াছে। আমরা এই মহতী জাতির উন্নতি কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করি।

৬। হিন্দুসখা।—আমরা আশ্বিন পর্য্যন্ত পাইয়াছি। জাপানের অতীত ও বর্ত্তমান প্রবন্ধটী মন্দ নহে। কিন্তু আর গুলির কোন বিশেষত্ব নাই।

৭। বিজয়া।—ভাদ্রসংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর প্রবন্ধটী উপদেশপূর্ণ, অন্যগুলির বিশেষ কোন মূল্য নাই।

৮। তিলিবান্ধব।—শ্রাবণ পর্য্যন্ত হস্তগত হইয়াছে। তিলি বঙ্গে একটী ধনবহুল জাতি, বিশেষ যে জাতির কর্ণধার কাশিমবাজারের মহারাজা, তাহার মুখপত্রের এ প্রকার দুর্গতি কেন? তিলিবান্ধব তিলিজাতির অনেক উপকার করিতেছে, আমরা আশা করি তিলিসম্মিলনীর মুখপত্রস্বরূপ ইহা গৃহীত হইবে। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিগত জ্যৈষ্ঠমাসে কলিকাতায় যে তিলিসম্মিলনীর অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্যবিবরণী আষাঢ় সংখ্যায় পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। আশা করি সম্মিলনীর প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত হইবেক। শ্রাবণ সংখ্যায় স্বপ্নবিবরণ, সম্মিলনী সম্বন্ধে দুই একটী কথা, প্রতিবাদ ও প্রত্যুত্তর প্রবন্ধগুলি উপদেশপূর্ণ ও তিলিজাতির উন্নতিনিয়ামক।

সম্পাদকস্য।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

অদ্য ১৫ই আশ্বিন ১৩১৮ বঙ্গাব্দা, ক্ষত্রিয় বীরবর শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব দিন। বঙ্গীয় কায়স্থক্ষত্রিয়গণ! সেই ক্ষত্রিয়দেবতার আদর্শজীবন সম্মুখে রাখিয়া বিজয়োৎসবে প্রমত্ত হউন। আমাদিগের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ অভিযান বিজয়োৎসবের পর হইতে যেন দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। বঙ্গীয় কায়স্থবর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচারকগণ! আশা করি আপনারা নববলে উৎসাহিত হইয়া কায়স্থসমাজে শূদ্রত্বরূপ অসুরের অবশিষ্টাংশ বিনাশে তৎপর হইবেন। বিগত দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া কি ক্লান্ত হইয়াছেন! সমাজের উপরিভাগ (Surface) স্পর্শ করিয়াছেনমাত্র। মহার্ণবসম সমাজ, শূদ্রত্বের সুগভীর নীর, আপনাদিগের সম্মুখে বিরাজিত। আমরা সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সমাজ নির্ম্মাণ করিতেছি, আমাদিগের জয় অবশ্যম্ভাবী। আজ শুভদিনে শুভক্ষণে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার প্রবন্ধলেখকগণ, গ্রাহকগণ, বন্ধুগণ, পৃষ্ঠপোষক মহাত্মাগণ এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মহাত্মাগণ আমাদিগের প্রণাম, নমস্কার ও আলিঙ্গন গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

২। প্রতিভার পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, বিগত ১৫ই আশ্বিন বিজয়ার দিনে চট্টগ্রামের সাধনপুর কায়স্থসভার সভাপতি কায়স্থদর্পণপ্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি, শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা ও হোমাদি সম্পন্ন করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে যজ্ঞোপবীত ধারণ করতঃ চট্টলবাসী কায়স্থবৃন্দকে একটী সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য, শ্রীযুক্ত রামকুমার চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মা ও শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় এই শুভ কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহার বাটীতে একটী কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত করিবেন। সেস্থানে কায়স্থসন্তান বিনা ব্যয়ে উপবীত গ্রহণ করিতে পারিবেন। সাধনপুরগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র স্মৃতিরত্ন এই মহামঙ্গলকর কার্য্যটীকে পণ্ড করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি কায়স্থবিদ্বেষী। আমরা অতুলবাবুর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

৩। শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় সন্তোসপুর খোকশা হইতে লিখিতেছেন—"শুনিয়া সুখী হইবেন দেবক্ষত্রিয়ানী গিরিরাজনন্দিনীর শুভাগমনে বাগডুলীগ্রামে ১৮ জন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ও রূপীরাটগ্রামের ১৫ জন বারেন্দ্র কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের কুলপুরোহিত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।" উপনীত কায়স্থমহাত্মাগণের দীর্ঘজীবন আমরা প্রার্থনা করি।

৪। হিন্দুবিবাহসংস্কারসম্বন্ধে সহযোগী মহামায়া লিখিতেছেন—বিগত ৩০শে আষাঢ় শনিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে হিন্দুবিবাহ সংস্কার সম্মিলনীর একটী অধিবেশনে কাশীর পণ্ডিত কেশবদেব শাস্ত্রী মহাশয় "বৈদিক সময়ে বিবাহ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে বেদেরমতে পুরুষের অন্যূন ২৫ বৎসর ও বালিকার অন্যূন ১৬ বৎসর বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত। এই কথার সমর্থনে তিনি বেদের বহু প্রমাণাদি উদ্ধৃত করেন। ডাক্তার চুনিলাল বসু মহাশয় বলেন যে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা দেখিয়া সমাজের সভ্যতার অবস্থা বুঝিতে হইবে এবং প্রাচীন ভারতের রমণীগণের অবস্থা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা পূর্ব্বে কত উন্নত ছিলাম। বক্তৃতাদি শেষ হইলে বহুসংখ্যক যুবক ২৫ বৎসরের নীচে বিবাহ করিবেন না ও ১৬ বৎসরের কম বয়স্কা বালিকাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকারপত্র সহি করেন। প্রতিভার স্তম্ভে ও কায়স্থসভার মঞ্চে আমরা বহুবার ঐ প্রকার বিবাহ বেদমতে প্রকৃত ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়াছি, কিন্তু কায়স্থসমাজ নিশ্চেষ্ট—এইক্ষণে যদি শিক্ষিত যুবকদলের চৈতন্য হয় তবে শুভ ফলের আশা আমরা করিতে পারি।

৫। প্রয়াগে মুন্সী লালা কালীপ্রসাদের স্থাপিত একটী চিত্রগুপ্তদেবের মন্দির আছে। এই কায়স্থদেবতার আর একটী মন্দির অযোধ্যায় আছে। যাহা হউক প্রতিভার পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় প্রয়াগের মন্দিরটী ও তন্মধ্যস্থিত আমাদিগের

আদি পুরুষের আনন্দময় সুন্দর বিগ্রহ দর্শন করিয়া কায়স্থজীবন সার্থক করেন নাই। তাঁহাদিগের জন্য নিম্নলিখিত বিবরণটী প্রতিভায় দেওয়া হইল। দ্বিচত্বারিংশবর্ষ অতীত হইল লালা কালীপ্রসাদ ও লালা শালিগ্রাম মহোদয়-দ্বয়ের যত্নে এই মন্দিরটী প্রস্তুত হয়। কায়স্থরমণী উমেদকুমারী (Mussamat Umed Kuar) ৪০ হাত দীর্ঘে ও প্রস্থে এক খণ্ড চতুষ্কোণ ভূমি প্রদান করেন এবং ৬।৭ শত টাকা চাঁদা সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। মন্দিরটী ক্ষুদ্র, মাসিক আয় বর্ত্তমান সময়ে ৪।৫ টাকার অধিক হইবে না। এই যৎসামান্য আয়ে দেবতার ব্যয়ভার সংকুলন না হওয়াতে সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। প্রাঙ্গনের পশ্চিম-দিকে একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই দিক মুখ করিয়া পূর্ব্ব ভাগে শ্রীশ্রীচিত্র-গুপ্তদেবের মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটী ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত, সম্মুখে প্রস্তরনির্ম্মিত কয়েকটী স্তম্ভ আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে ২টী কামরা। প্রথমটী ১২ হাত লম্বা, ৭ হাত প্রস্থে, ইহার উত্তরে কায়স্থপুরোহিতের জন্য একটী ক্ষুদ্র কামরা, এই উভয় প্রকোষ্ঠের সম্মুখে অর্থাৎ পশ্চিমে ও দক্ষিণে ২টী বারান্দা আছে। উক্ত প্রকোষ্ঠ মধ্যে একটী ২০ ইঞ্চি উচ্চ প্রস্তরবেদিকায় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের মূর্ত্তিটী সংস্থাপিত হইয়াছে। মূর্ত্তিটী ৪৮ ইঞ্চি উর্দ্ধ ও ২০ ইঞ্চি প্রস্থ। চতুর্ভুজাকৃতি উপরের দক্ষিণ হস্তে লেখনী ও নিম্ন হস্তে মসীধার। উপরের বামহস্তে গদা ও নিম্নের হস্তে তরবারি। মূর্ত্তিটী প্রস্তরনির্ম্মিত বর্ণ লোহিত। শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়ের বর্ণ রক্ত সেই জন্য বোধ হয় ইহার বর্ণ লোহিত হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ণ শ্যাম অর্থাৎ তপ্তকাঞ্চন, হরিদ্রাবর্ণ হইবেক। ঐ বেদীর পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত গণেশ, অষ্টভূজা পার্ব্বতী, নন্দী, বৃষ এবং মহাবীরের মূর্ত্তি আছে। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের গাত্রে একটী হিন্দুস্থানী জামা ও মস্তকে মুকুট। শ্রীযুক্ত নয়ালকিশোর বি, এল, উকীল মহাশয় ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামরূপ ঘোষ বি এ দেববর্ম্মা মহাশয় আমাদিগকে এই বিবরণটী প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার পত্রে অবগত হইলাম যে অর্থাভাবে ভগবানের পূজা সম্যক্‌প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতেছে না। বঙ্গীয় কায়স্থমহাশয়দিগের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে তাঁহারা উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য প্রেরণ করিয়া কায়স্থ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন।

৬। কায়স্থোপনয়ন।—যশোহর জিলার অন্তর্গত যোগীবরাট হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামলাল চন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,—"বিগত ২রা শ্রাবণ উক্ত গ্রামে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া, ঘোষপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থমহোদয়-গণ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ সেন দেববর্ম্মা।
,, যোগেন্দ্রনাথ সেন ঐ
,, প্রিয়নাথ নন্দী ঐ

এখানে ব্রাহ্মণমণ্ডলী সভাসমিতি করিয়া উপ-নীত কায়স্থদিগের সংশ্রব এককালে ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র জগদীশপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় ন্যায়ের

মর্যাদা রক্ষা করিয়া আমাদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। উক্ত ২রা শ্রাবণ তারিখে অনুপবীত কায়স্থ মৃত উপেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাসের শ্রাদ্ধ ত্রিংশৎদিবসে সম্পন্ন হইয়াছিল। তৎকালে সামাজিকব্রাহ্মণগণ প্রস্তাব করিলেন যে উপনীত কায়স্থদিগের সংশ্রব ত্যাগ না করিলে তাঁহারা উক্ত শ্রাদ্ধে যোগদান করিবেন না। তখন শ্রাদ্ধকর্ত্তা অনুপনীত কায়স্থগণ উত্তর করিলেন যে চন্দনীর কায়স্থসভায় আমরা যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি তাহা আমাদের রক্ষা করিতেই হইবেক, ফলতঃ আমাদিগের গুরু পুরোহিত ত্যাগ করিতে হইলেও আমরা উপনীত কায়স্থদিগকে ত্যাগ করিতে পারিব না। তৎপরে আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ কুলীনশ্রেষ্ঠ লক্ষীপাসানিবাসী শ্রীযুক্ত মনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। হরিহরনগরনিবাসী ব্রাহ্মণমণ্ডলী সকলেই উক্ত শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদিগের কুলপুরোহিত ঠাকুরপুরানিবাসী শ্রীযুক্ত হরনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরোহিত্যকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই শ্রাদ্ধে "দাস" ও "দাসী" শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই।"

৭। আমরা অতীব আনন্দসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে রায় নৃত্যগোপাল বসু বাহাদুর অস্থায়ীভাবে বঙ্গের একাউণ্টেণ্ট জেনারেলপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই প্রকার উচ্চপদ বাঙ্গালীর পক্ষে এই প্রথম।

৮। সম্প্রতি অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়ের ভগ্ন প্রাসাদমালা পরিদর্শন করিবার সময় নিকটবর্ত্তী অরণ্যে বঙ্গের উক্ত স্বাধীন রাজার একটী প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি পাইয়া উহা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। যদি বঙ্গীয় কায়স্থসভার একটী মন্দির থাকিত, তবে কায়স্থগণ আজ মহাসমারোহে উক্ত কায়স্থরাজার মূর্ত্তিটী তাঁহাদিগের নিজ মন্দিরে স্থাপিত করিতে পারিতেন। আমাদিগের স্বজাতি মহাপুরুষের মূর্ত্তি অপরে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া, বর্ত্তমান কায়স্থসভা উহাকে সভায় সম্পত্তি করিবার কোনও চেষ্টা করিয়াছিলেন কি?

৯। ইহা একরূপ স্থির হইতেছে যে ভারত-সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী আগামী ৯ই নবেম্বর ভারতযাত্রা করিবেন। এবং ২৮শে জানুয়ারি ১৯১২ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। অনেকে আশা করিতেছেন যে এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে একটী নবোন্নতিযুগের প্রবর্ত্তনা হইবেক।

১০। সকলেই অবগত আছেন যে ক্রিকেট ও ফুটবল পাশ্চাত্যজাতিব্যূহের বলকৌশল প্রদর্শক প্রীতিপ্রদ ক্রীড়া বঙ্গবাসিগণ এই উভয়বিধ ক্রীড়ায় ইংরেজদিগকে সময়ে ২ পরাজয় করিয়া আমাদিগের জাতীয় অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছেন! ভারতবর্ষ হইতে ক্রিকেট খেলিবার জন্য যে দল (Indian team) ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্প্রতি সমারসেট্সায়েরের দলকে পরাজিত করিয়াছেন। বিগত ১৩ই শ্রাবণ শনিবার অপরাহ্নে মোহনবাগানদল, কলিকাতার গড়ের ময়দানে ফলকবিজয় ফুটবলে (Shield Tournament) ইষ্টইয়ার্ক সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া রৌপ্য ফলক (Shield) জয় করিয়াছেন। অধুনা বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়জাতির গঠনের যুগে এই প্রকার শারিরীক বলকৌশ-

লের নিদর্শনী জাতীয় শুভচিহ্ন বলিয়া আমরা মনে করি। কায়স্থযুবকবৃন্দ যাঁহারা উপনীত হইতেছেন, তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এই সকল পুরুষোচিত ক্রীড়ায় ইংরেজদিগের সহিত বল কৌশলে অন্ততঃ সমকক্ষতা দেখাইতে পারিলে আমাদিগের সদাশয় শাসনকর্ত্তাগণ, যাঁহারা গুণের আদর করিতে জানেন, অচিরকাল মধ্যে তাঁহাদিগকে রণবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও সামরিক বিভাগে গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

১১। ভ্রম সংশোধন। (ক) ক্ষত্রিয় জীবন পত্র ১৩১৮, আষাঢ় সংখ্যা—

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৯	২য়	৩	বন্ধ	বধ্য
১০০	১ম	১	বশিষ্ট	বসিষ্ঠ
১০০	১ম	৩	মুর্দ্ধনযজ্ঞ	মূর্দ্ধনযুদ্ধ

(খ) প্রবৃড়ালেখ্যম্ বঙ্গানুবাদ গন্থ ১৩১৮ শ্রাবণ সংখ্যা—

১৮১	২য়	২৮	রজত	পারদ

১২। ত্রিশূল পত্রিকা।— তাহিরপুরের ব্রাহ্মণ রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখর রায় সম্প্রতি বারানসীধামে অবস্থান করিয়া তাঁহার ত্রিশূলনাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকায় যে সকল অশাস্ত্রীয় প্রবন্ধ লিখিতেছেন তাহা পাঠে আমাদের বিশ্বাস যে ত্রিশূল বর্ত্তমান জাতীয়উন্নতিবিধায়ক সমগ্র আন্দোলনের বিরুদ্ধ। এমতাবস্থায় ত্রিশূলের তিরোধান আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। এই পত্রিকার ভাষা যেমন জঘন্য তেমনি ইহার হৃদয় অতি সংকীর্ণ। আমরা অতীব দুঃখিতান্তকরণে লিপিবদ্ধ করিতেছি যে উদারনৈতিকক্ষেত্রে সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত রাজা শশিশেখরের পরামর্শদাতা হইয়াছেন। আমরা আশা করি, এই প্রকার জনরব মিথ্যা। আমরা আনন্দিত হইলাম যে মহামহিমান্বিত ভুবলহাটীর রাজপরিবার যাঁহারা বিশুদ্ধ সাহা জাতি তাঁহাদের বিরুদ্ধে মানহানিকর উক্তি ত্রিশূল পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়াতে রাজকুমার জ্ঞানদানাথ রায় মহাশয়ের নিকট উক্ত রাজা শশিশেখর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। আশা করি এই ঘটনার পর উক্ত শশিশেখর রাজা পরের গ্লানিকর প্রবন্ধাদি আর লিখিবেন না। শশিশেখরের পরিপার্শ্বদ ধর্ম্মানন্দ ভারতীনামা জনৈক ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে ত্রিশূল পত্রিকায় যে তীব্র হলাহল উদ্গীরণ করিয়া থাকে তাহার ২।১টী উদাহরণ আমরা কর্ত্তিক প্রতিভায় দিবার চেষ্টা করিব।

১৩। ফরিদপুরে প্রাদেশিক সমিতি। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ সম্মিলিত হইয়া বিগত ২৩শে ও ২৪শে ভাদ্রদিবসদ্বয়ে আমাদিগের ফরিদপুরে মাতৃপূজার যে মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রতিভায় না দিলে আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে। রাজনৈতিক সমালোচনা আমরা বর্জ্জন করিলেও দেশের প্রকৃতহিতকর বিষয় আমরা পরিবর্জ্জন করিতে অসমর্থ, ফরিদপুরের অথবা পূর্ব্ববঙ্গের জননেতা শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের অদম্য যত্নে ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এই গুরুতর ব্যাপার ফরিদপুরের ন্যায় ক্ষুদ্র স্থানে অত্যল্প সময় মধ্যে সংসাধিত হইয়াছিল। এই প্রকৃত দেশহিতকরকার্য্যে ফরিদপুরের যে সকল মহামান্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য মনীষিগণ দিবারাত্রি পরিশ্রম

করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম আর বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম না। তাঁহার সকলেই আত্মত্যাগী মহাপুরুষ প্রশংসা বা যশের প্রার্থনা করেন না। তবে অন্যস্থান হইতে বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, এ, চৌধুরী, ডাক্তার ইউ এন মুখার্জ্জি, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, অনাথবন্ধু গুহ, বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, মৌলবী আবুল কাশেম ও অন্যান্য অনেক যুক্তবঙ্গের মহামনা সন্তান উপস্থিত ছিলেন। বিগত ২৭শে ভাদ্র শনিবার অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় ফরিদপুর জুবিলী পুষ্করিণীর উত্তর ধারে নানাবিধ কারুকার্য্যে সুশোভিত, বিচিত্র ধ্বজাপতাকা, কৃত্রিম পুষ্পহারে সুসজ্জিত অতি বিস্তীর্ণ পাণ্ডালে প্রায় তিন সহস্র লোকের সমাগম হয়। সর্ব্ব প্রথমে মাতৃসঙ্গীতের স্বরলহরী সমবেত নরনারীগণের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল, তাহারপর ফরিদপুর জিলান্তর্গত কবিরাজপুরের স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস রায় মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী ও রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে আমাদের বর্ত্তমান অভাবসকল অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া একটী মন্তব্য ইংরেজী ভাষায় পাঠ করেন। তদনন্তর টাকী ও বরাহনগরের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী মহামনা কায়স্থবংশাবতংস শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সভাপতির আসনে অভিষিক্ত হইয়া ইংরেজী ভাষায় জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাপাঠে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হয়। তাহারপর সামান্য ২।১টী কার্য্য সমাধা করিয়া প্রথম দিনের অধিবেশন সন্ধ্যাকালে শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন অপরাহ্ন এক ঘটিকার সময় আরম্ভ হইয়া রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় শেষ হয়। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় মদনমোহন মালব্য, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, এ, চৌধুরী, জে, চৌধুরী, ডাক্তার ইউ, এন, মুখোপাধ্যায়, ইত্যাদি মনীষিগণ কেহ বা প্রথম দিনে আর কেহ কেহ বা উভয় দিনে নানাবিধ রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে প্রধান বঙ্গব্যবচ্ছেদ। এই সমিতি ইহাতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় একই শাসনকর্ত্তার অধীনে উভয় বঙ্গের মিলন প্রার্থনা করেন। ঢাকায় পৃথক্ হাইকোর্ট সংস্থাপন সম্বন্ধে তাঁহারা আপত্তি করিয়াছেন। হিন্দুর জন্য একটী পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহোদয় একটী বক্তৃতা করেন। পল্লীগ্রামের উন্নতি বিধায়ক প্রস্তাবগুলি অতি দক্ষতার সহিত বিবেচিত হইয়াছিল। পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ জলের অভাব সেই সেই স্থানের অনন্ত রোগ ও শোকের নিদান। দ্বিতীয় দিনের প্রাতঃকালে সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে কএকটী বিষয় আলোচিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নস্তরের জাতিবৃন্দের (Depressed classes) বিশেষ নমঃশূদ্রগণের জাতীয় উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বাল্যবিবাহ নিবারণ, বালবিধবাগণের বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক চিৎকার (Shouting) করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল চীৎকার বায়ুর সহিত অনন্তাকাশে বিলীন হইয়াছিল,

কোনও প্রকার কার্য্যে পর্য্যবসিত হয় নাই কি হইবার সম্ভাবনাও নাই। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার অসবর্ণ বিবাহ-বিলের বিষয় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই। এই অসবর্ণ বিবাহ ব্যতীত অবশিষ্ট প্রায় বিংশতি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছিল। এই প্রাদেশিক সমিতিতে সম্মিলিত নরনারীগণের মধ্যে যে উৎসাহ আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিলাম, তাহাতে আমাদের প্রাণে অনেক আসার সঞ্চার হয়. মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় তাহার বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা আমরা এখনও জানি না।

১৪। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—বিগত ১৫ই ভাদ্র শুক্রবারে কলিকাতা ১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে পুলিশ-ডিপুটীসুপারিণ্টেণ্টে শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিবসে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছিল। শ্রাদ্ধসভায় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ কলসকাটী, কাশিমবাজার মহারাজার সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার, গরাণহাটার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি, পটলডাঙ্গার পঞ্চানন চূড়ামণি, পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, ভূতনাথ স্মৃতিতীর্থ, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, কোটালিপাড়ার রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, কালীকমল স্মৃতিতীর্থ, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ও মধুসূদন কাব্যরত্ন অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রাদ্ধেরসভায় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বরদাচরণ মিত্র, নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব, রাজকৃষ্ণ দত্ত, পিযূষকান্তি ঘোষ দেববর্ম্মা, অমূল্যচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা কবিরত্ন প্রভৃতি কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন। সমবেত কায়স্থগণ পরম পরিতোষের সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বাবুর সৌজন্যে সকলেই পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

১৫। কায়স্থসভা।—বিগত ২৪শে ভাদ্র রবিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ফরিদপুরের প্রাদেশিক রাজনৈতিক সমিতির অবসানে, উক্ত পাণ্ডালে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। আবদুল্লাবাদের শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বর্ম্মা সরকার মহাশয়ও একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সকলেই দিবসের পরিশ্রমে ক্লান্ত থাকায় সভা অধিক্ষণ হয় নাই। সভাস্থলে শতাধিক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন।

১৬। বরপণপ্রথা।—বিগত ১৩১৩ সনে বীরভূমি জিলান্তর্গত বোলপুর মুন্সেফীর অধীন একটী গ্রামে কন্যার পিতা পণ দিতে স্বীকার হয়, বিবাহান্তে পণ দিতে অসমর্থ হইলে বরেরপিতা উক্ত মুন্সেফী আদালতে পণের টাকা পাইবার জন্য একটী অভিযোগ উপস্থিত করে। মুন্সেফ বাদীকে ডিক্রী দেন, কিন্তু আপীলে জজসাহেব নিম্নাদালতের রায় রদ করিয়া বলেন যে, আইনানুসারে পুত্রের পিতা কোন পণ পাইতে পারেন না। আমরা আশা করি, যেসকল কায়স্থপুঙ্গব, বরপণ গ্রহণ করিয়া সমাজকে

সর্ব্বস্বান্ত করিতেছেন তাঁহাদের চৈতন্য হইবে।

১৭। রংপুর জিলান্তর্গত গাইবান্ধা হইতে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র চাকী দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ৩রা ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ—উকীল শ্রীযুক্ত কিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম. এ, বি, এল মহাশয়ের বাসায় একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। সমাজের চারি শ্রেণীর প্রায় ৭০ জন গণ্যমান্য কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বানুরোধে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোটী মহাশয়, কায়স্থজাতির উৎসাহব্যঞ্জক সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করেন। তদনন্তর কায়স্থধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত ও বর্ত্তমান সময়ে উপনয়নের আবশ্যকতা ২ ঘণ্টা কালব্যাপী বক্তৃতাদ্বারা বিশদরূপে প্রমাণ করেন। তাঁহার বক্তৃতায় কায়স্থগণ উপনয়নের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্থির করিলেন যে, আগামী শুভদিনে সম্ভবতঃ আগামী ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিনে, বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থগণ সকলে উপবীত গ্রহণ করিবেন। উক্ত সভা আরও স্থির করিলেন যে গাইবান্ধার কায়স্থসভা, কলিকাতার বঙ্গীয় কায়স্থসভার শাখাসভারূপে গৃহীত হইবেক। সর্ব্বশেষে প্রচারক ও সভাপতি মহাশয়দ্বয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৭ সাত ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইয়াছিল।

১৮। স্থানীয় মুদ্রাযন্ত্র শ্রীশ্রীদুর্গাপূজোপলক্ষে বন্ধ থাকায়, আশ্বিন মাসের প্রতিভা বিলম্বে গ্রাহকগণের হস্তগত হইবে, আশা করি, তাঁহারা আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

সম্পাদকস্য।

কায়স্থোপনয়নে ব্রাহ্মণ।

বিগত ১৪ই ভাদ্রের "নায়কে" ঢাকার জনৈক ব্রাহ্মণ উকিল (১) একপত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পত্রখানা শুধু কায়স্থজাতির প্রতিকূলে বঙ্গীয় সমগ্র ব্রাহ্মণমহাশয়দিগকে উত্তেজিত করণোদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। মহারাজ দিনাজপুর বিগত ভাদ্র মাসে ঢাকায় ছিলেন। তাঁহার ভবনে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হইয়া নাকি স্থির হইয়াছিল; ১৯শে ভাদ্র একটী কেন্দ্র করিয়া অন্ততঃ ৫০ জন কায়স্থকে উপবীতী করিতে হইবে। আর কি রক্ষা আছে,— ব্রাহ্মণের সম্মান ত আর বজায় থাকে না! ব্রাহ্মণজাতির সঙ্কটসময় উপস্থিত হইয়াছে! স্বজাতিহিতৈষী উকিলবাবু কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি গাত্রজ্বালায় অস্থির হইয়া ব্রাহ্মণজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কায়স্থমহারাজ দিনাজপুরের স্পর্দ্ধাও নিতান্ত কম নহে—তিনি প্রকাশ্য সভায়ই প্রকাশ করিয়াছেন; "কোটালিপাড়ার ৭৫০

(১) এই উকিল মহাশয়ের নাম কামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইনি ধর্ম্মশাস্ত্র ও কায়স্থসাহিত্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই মূর্খতানিবন্ধন এই ষট্‌কর্ম্মবিবর্জ্জিত শূদ্রব্রাহ্মণ, কায়স্থ বিদ্বেষে জর্জ্জরিত হইয়া হিতবাদী ও নায়কে হলাহল উদ্গীরণ করিতেছে। আমরা তাহাকে বলিব Cease Viper. সম্পাদকস্য।

ও অন্যান্য স্থানের বহুব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার বাধ্য আছেন।" এহেন বাক্য কি রক্তমাংসের দেহে সহনীয় হইতে পারে? তাইত উকিল-পুঙ্গব লিখিয়াছেন— "ব্রাহ্মণসমাজের উপর কায়স্থকুলসম্ভূত মহারাজের কিজন্য এত ক্ষমতা আছে, আমরা বুঝিতে পারিলাম না।" বুদ্ধিমান হইয়া কেন তিনি যে ইহা বুঝিলেন না, আমরাও তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। মহারাজা মন্ত্রবলে ব্রাহ্মণগণকে বাধ্য রাখিতে জানেন না, ইহা আমরা বেশ জানি। শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণেরা বিবেকের প্রেরণায় ও মহারাজের শিষ্টাচারে সন্তুষ্ট হইয়াই তাঁহার বাধ্য। অর্থের প্রলোভনে কায়স্থজাতির ওকালতী করিবার নীচপ্রবৃত্তি তাঁহাদের নাই—ইহা লেখক স্মরণ রাখিবেন। উকিলমহাশয় পয়ঃমুখ বিষকুম্ভ নহেন, এজন্য তাহাকে প্রশংসা করি। তিনি স্পষ্টতঃই কায়স্থের বিরোধী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার স্পষ্টোক্তি এইরূপ—"আমরা কায়স্থগণের এই আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এই আন্দোলনের গতিরোধ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি; এমতস্থলে কোন ব্রাহ্মণ মহারাজের সহিত যোগদান করিলে ব্রাহ্মণসমাজ অন্যের চক্ষে নিতান্ত হেয় হইয়া পড়িবে।" কায়স্থগণ ইহা হইতে আর কি সুস্পষ্ট বাক্য আশা করিতে পারেন? উক্ত উক্তি হইতে কায়স্থেরা কি কিছু উপকার লাভ করিতে পারেন না? জড়প্রায় নিশ্চেষ্ট কায়স্থগণকে উহারবিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। "আমরা" অর্থে উকিলবাবু ব্রাহ্মণসমাজের কাহাকে কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, বুঝিতে পারাগেল না। যেহেতু বঙ্গদেশের সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজ কয়স্থজাতির উপনয়নের বিরোধী হওয়া দূরেরকথা অনেকস্থানেই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণমহোদয়েরা সানন্দে উপনয়নের সহায়তা করিতেছেন। আমরা জানি— উকিলবাবুর কায়স্থবিদ্বেষ যতই প্রবল হউক না কেন, কায়স্থজাতির বর্ত্তমান আন্দোলনের গতিরোধ করিবার শক্তি বুঝিবা তাহার নাই। উহা ভগবানের ইচ্ছায় ধীরে ধীরে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে—করিবে। মহারাজার সহিত যোগদান করিলে ব্রাহ্মণেরা হেয় হইবেন কি গৌরবান্বিত হইবেন; ব্রাহ্মণেরাই তাহা ভাবিয়া দেখিতে পারিবেন। কিন্তু যোগদান করিলে প্রাণপণচেষ্টাকারীদের মনোবেদনার যে অবধি থাকিবে না ইহা নিশ্চয়। অন্য দশজন বিদ্বেষীর ন্যায় ঢাকায় বসিয়া উকিলবাবু লেখনীর সাহায্যে কায়স্থজাতির উন্নতির গতিরোধ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকুন তাহাতে আমাদের দুশ্চিন্তা বা ক্ষোভের কারণ বিন্দুমাত্রও নাই। বরং তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিবর্গের প্রতিকূলচেষ্টায় কায়স্থজাতির নিদ্রিতজনগণের নিদ্রাভঙ্গ হওয়া সম্ভব। পত্রের উপসংহারকালে উকিলবাবু স্বজাতিবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য লিখিয়াছেন—"যেব্রাহ্মণের পদরেণু গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া কণকমুকুটধারী নৃপতিবর্গ ব্রাহ্মণের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেন; সেই ব্রাহ্মণেরা এক্ষণে পাচকব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন।" আমারা জিজ্ঞাসাকরি, কায়স্থের প্রতিকুলাচরণ করিলেই কি পাচকব্রাহ্মণসমাজ পূর্ব্বগৌরবলাভে সমর্থ হইবে? এহীনতা ও দীনতার জন্য দায়ী কে? ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং নহেন কি? কর্ম্মহীনের গৌরব কোথায়? কর্ম্মই গৌরবের মূল! উকিলবাবু কায়স্থবিদ্বেশ পরিহার করিয়া যদি নিজেও অন্যান্য স্বজাতিয়গণকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, তবে আবার কণকমুকুটধারীর মস্তক ব্রাহ্মণপদতলে লুণ্ঠিত হইবে। ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন হইয়া অযোগ্য হইয়া যোগ্যতমের সম্মানলাভের প্রয়াস বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? উকিল বাবুকে আমরা তাঁহার স্ব-সমাজের প্রকৃত উন্নতির পন্থা আবিষ্কারের জন্য অনুরোধ করি। বিদ্বেষপ্রচারে উন্নতি কখন সম্ভব নহে—দেশের ও সমাজের অকল্যাণ নিশ্চিত। তাঁহার সুবুদ্ধি হইবে কি?

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।



গতবর্ষের প্রতিভার চাঁদা গ্রাহকগণ প্রায় সকলেই আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষের চাঁদা অনেকেই অদ্যাপি দেন নাই। আশা করি তাঁহারা দয়া করিয়া নিজ নিজ দেয় সামান্য ১।০ মাত্র আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন। কার্ত্তিক মাসের প্রতিভা যাহা আগামী অগ্রহায়ণের প্রথমেই তাঁহাদের হস্তগত হইবে, তাহা আমরা ভিঃ পি করিয়া চাঁদা গ্রহণ করিব। ভিঃ পিতে গ্রাহকগণের কোনও অতিরিক্ত ব্যয় নাই। আশা করি কেহই ভিঃ পি ফেরত দিবেন না। যদি প্রতিভার কোন সংখ্যা কেহ কেহ না পাইয়া থাকেন, আমাদের লিখিলেই বিনা মূল্যে [illegible] পাইবেন। আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে প্রকার আর্থিক কষ্ট সহিয়া আমরা [illegible] উপকারার্থে প্রতিভার ব্যয়ভার বহন করিতেছি তাহা বিবেচনা করিয়া কেহই যেন ভিঃ পি ফেরত না দেন।

সম্পাদক।

প্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তি-স্বীকার।

১১৯।	শ্রীযুক্ত	[illegible], [illegible]	১৩১৭	।০
১২০।	,,	[illegible], [illegible]	ঐ	১॥
১২২।	,,	[illegible], [illegible] পুর	ঐ	১॥০
১২৪।	,,	[illegible], [illegible]	ঐ	১।০
১২৫।	,,	[illegible], [illegible], [illegible]	ঐ	১॥০
১২৬।	,,	[illegible], [illegible], [illegible]	ঐ	১॥০
১২৭।	,,	[illegible], [illegible], [illegible]	ঐ	১॥০
১২৮।	,,	[illegible], [illegible], রাজসাহী	১৩১৩	১।০
১২৯।	,,	কেদারনাথ নাগ, [illegible], ফরিদপুর	১৩১৭	১॥০
১৩০।	,,	কিরণচন্দ্র [illegible], বাগেরহাট খুলনা	ঐ	১।০
১৩২।	,,	কুঞ্জবিহারী সরকার, [illegible], ফরিদপুর	ঐ	১॥০
১৩৯।	,,	রায় [illegible]চন্দ্র রায় বাহাদুর, [illegible] কলিকাতা	ঐ	[illegible]
১৩৫।	,,	[illegible], [illegible]	ঐ	১॥০
১৩৬।	,,	কেশবচন্দ্র [illegible], বগুড়া	ঐ	১।০
১৩৮।	,,	কুঞ্জবিহারী বসু, [illegible], ফরিদপুর	ঐ	১॥০
১৩৯।	,,	[illegible] মজুমদার, রাজবাড়ী, ফরিদপুর	ঐ	১।০
১৪০।	,,	কিশোরীলাল সরকার কলিকাতা	ঐ	১॥০

Reg. No. D. 69.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচন।

[চতুর্থ বর্ষ—৭ম সংখ্যা।]

১৩১৮ বঙ্গাব্দ, কার্ত্তিক মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। শিক্ষাষ্টকং (পূর্ব্বানুবৃত্তি ২, শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী)	২৯৩
২। কবিতাগুচ্ছ—(১) নির্গুণ (শ্রীমতী উৎপলিনী সিংহ)	২৯৬
(২) পতি ও পত্নী (শ্রীমতী জোৎস্নাময়ী ঘোষ) ...	২৯৬
(৩) চিরসুন্দর (শ্রীভূপালচন্দ্র দেববর্ম্মা)	২৯৬
(৪) আনন্দলহরী ও বিষাদ (শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা)...	২৯৭
(৫) ত্রিনীতি (শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ জ্যোতিঃশেখর	২৯৮
৩। আর্য্যসমাজে বর্ণবিভাগ (শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ জ্যোতিঃশেখর)	২৯৯
৪। তীর্থেরপথে, দেওঘর (শ্রীসরোজনাথ ঘোষ)	৩০৪
৫। ললাট-লিখন (শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা)	৩১০
৬। বেলা যে যায় (শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ দেববর্ম্মা কবিরত্ন)	৩১৩
৭। মোল্লাশাহ (শ্রীরসিকলাল রায়)	৩১৫
৮। বিজয়সেন প্রশস্তি (পূর্ব্বানুবৃত্তি ৫, সম্পাদক)	৩২২
৯। কোন্নগরে চিত্রগুপ্তপূজা (জনৈক ভক্ত)	৩২৯
১০। সমালোচনা (সম্পাদক)	৩৩২
১১। বিবিধপ্রসঙ্গ (সম্পাদক)	৩৩৬

প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৶০ আনা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷৷০ টাকা মাত্র]

ফরিদপুর

হিতৈষী প্রেসে

শ্রীজানকীনাথ দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৮।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

কার্ত্তিক মাস, ১৩১৮।

শিক্ষাষ্টকং।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

এরূপ নামেও রুচি হইল না তজ্জন্য বিষাদ ও দৈন্য প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন, নাম পাইবার অধিকারশূন্যতাজন্য দৈন্য,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি,
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তবকৃপা ভগবন্মমাপি,
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥২॥

শ্রীকৃষ্ণ লোকসকলের ভিন্ন ভিন্ন রুচির জন্য বহুপ্রকার নাম ধারণ করিয়াছেন এবং সেই নামে আপনার স্বরূপের সমুদায় শক্তি অর্পণ করিয়াছেন,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১১ বিলাসে ২৬৯ অঙ্কে।

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ১৭ পরিচ্ছেদে।

এই সকল শক্তি বলাতেই নামকীর্ত্তনকারীকে জ্ঞানযোগাদি কিছুই করিতে হইবে না কারণ সর্ব্বশক্তির অন্তর্গত যোগশক্তি, জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। এই নামের এরূপ শক্তি যে, "হরেকৃষ্ণ" এইরূপ নাম অনন্তকাল বলিলেও মনুষ্যের বিরক্তি জন্মে না; প্রত্যুত নামে লালসা ও আনন্দ বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু এইরূপ অন্য কোন চারি অক্ষরের শব্দ কয়েকবার বলিলেই বিরক্তি জন্মে। সুতরাং বলিয়াছেন "অভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ" অর্থাৎ যেই নাম সেই কৃষ্ণ। এই নামের আরও শক্তি যে এ নাম উচ্চারণকালে শুদ্ধ বা অশুদ্ধের অপেক্ষা রাখেন না যথা,—

॥২॥ ভাদ্র মাসের পত্রিকায় এই ভাগ মুদ্রাকরদোষে টিপ্পনিমধ্যে দেওয়া হইয়াছিল। উহা মূল প্রবন্ধের মধ্যে হইবে। লেখক।

নামৈকংযস্য বাচিস্মরণ পথগতং শ্রোত্রমূলং গতংবা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত রহিতং তারয়ত্যেব
সত্যং।
তচ্চেদ্দেহ দ্রবিণ জনতালোভ পাষণ্ড মধ্যে-
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে।

(পুনায় মুদ্রিত)।

হে বিপ্র! একমাত্র নাম যাহার বাক্যে (অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্‌মধ্যে প্রবৃত্ত হইলেও) স্মরণ পথগত (অর্থাৎ কথঞ্চিৎ মনঃ স্পৃষ্ট হইলেও) কিম্বা কর্ণমূল স্পৃষ্ট হয়েন তাহা শুদ্ধ বর্ণই হউন বা অশুদ্ধ বর্ণই হউন তাহা ব্যবহিত রহিত হইলে নামকারীকে নিশ্চয় উদ্ধার করিবেন; কিন্তু ঐ নাম যদি দেহ, ধন, জনতা ও লোভ-পরায়ণ পাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েন, তাহা হইলে ইহলোকে শীঘ্র ফলজনক হয়েন না। [এখানে "ব্যবহিত" শব্দের অর্থ এই যে নামের এক অংশ উচ্চারণ করা হইয়াছে এমন সময় যদি অন্য কোন শব্দের উচ্চারণ করা হয় কিন্তু অবশিষ্টাংশের আর উচ্চারণ করা হয় না। যেমন "নারায়ণ" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া "নারা" এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া পরে অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করে ও নামের অবশিষ্ট "য়ণ" এই দুই অক্ষর আর উচ্চারণ করা হয় না তাহাকে "ব্যবহিত" বলে] আর ও নামের শক্তি যে নামাভাস হইতে পাপ-ক্ষয় হইয়া থাকে যথা—

তং নির্ব্যাজং ভজগুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরামুত্তম শ্লোক মৌলিং।
প্রোদ্যন্নস্তঃ শ্রবণকুহরে হন্ত যন্নাম ভানো
রাভাসোপি ক্ষপয়তি মহাপাতক ধ্বান্তরাশিং॥

ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে ১ লহর্য্যাং।

মহাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়া কহিয়াছিলেন যে, হে গুণনিধে! তুমি সেই পাবন সকলের পাবন উত্তম শ্লোক মৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা বিশুদ্ধমতি দ্বারা অকপটে ভজনা কর কারণ যদি তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাস মাত্র একবার অন্তঃকরণকুহরে উদিত হয় তাহা হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করিবে। ঐ নামাভাস হইতে সংসার ক্ষয় হইয়া থাকে যথা—

ম্রিয়মানো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

শ্রীভাগবতে ৬ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪৯।

শুকদেব পরীক্ষিৎ রাজাকে কহিয়াছিলেন যে, অজামিল যখন মৃত্যুসময়ে পুত্রের নামে ভগবানের নাম শ্রদ্ধাবিহীন হইয়াও উচ্চারণ করিয়া ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছিলেন তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নামোচ্চারণ করিলে যে ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? ইহাতে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় কহিয়াছেন,—

নামাভাস হৈতে সব পাপক্ষয় হয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥

শ্রীচরিতামৃতে অন্ত্যলীলায়াং ৩ পরিচ্ছেদে।

এই নাম হেলা করিয়া বলিলেও তাহাতে ফল আছে যথা—

মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগম বল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নাম॥

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে।

হে শৌনক! সকল মধুরের মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল বেদরূপ লতার সৎফল এবং ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণনাম যদি একবারও শ্রদ্ধায় বা হেলায় কীর্ত্তিত হয়েন, তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণ নাম মনুষ্যমাত্রকে ত্রাণ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কন্দে ২ অধ্যায়ে অজামিলসংবাদে যথা,—

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণম শেষাঘহরং বিদুঃ॥
পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্ট স্তপ্তআহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নার্হতি যাতনাঃ॥

সঙ্কেতে, পরিহাস্যে, স্তোভে (অর্থাৎ গীত আলাপে পূরণের জন্য) কিম্বা হেলাতে (অর্থাৎ বিষ্ণু কি করিবে এইরূপ অবজ্ঞায়) শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করিলে অশেষ পাপ নাশ করিয়া থাকেন, অট্টালিকাদি হইতে পতিত, পথে পদস্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদিকর্ত্তৃক দষ্ট, জ্বরাদি পীড়ায় তপ্ত, দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইলে অবশে "হরি" এই দুটি অক্ষর উচ্চারণ করিলে মনুষ্য যাতনাপ্রাপ্ত হন না (এখানে "পুমান্" শব্দ বর্ণাশ্রমাদি নিয়মশূন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে) এ বিষয়ে নৈষধচরিতে ২১ সর্গে নলরাজা বিবিধ উপচারে নারায়ণের পূজাকালে নারায়ণের নামমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন যথা,—

লীলয়াঽপি তবনাম জনা যে
গৃহ্নতে নরকনাশ করন্তু।
তেভ্য এব নরকৈরুচিতাভী
স্তেতু বিভ্যতু কথং নরকেভ্যঃ॥৯৭॥

মৃত্যুহেতুযুন বজ্র নিপাতাৎ
ভীতি মর্হতিজনস্ত্বয়ি ভক্তঃ।
যৎতদোচ্চরতি বৈষ্ণবকণ্ঠা
নিষ্প্রযত্নমপি নাম তবদ্রাক্॥৯৮॥

যেসকল মনুষ্য পরিহাস প্রসঙ্গে নরকনাশক তোমার নাম উচ্চারণ করেন তাঁহাদের নিকট নরক ভীত হইয়া থাকে, তাঁহারা নরককে ভয় করিবেন কেন? ৯৭॥

তোমার ভক্তজন মৃত্যুর কারণ দারুণ বজ্র-নিপাত হইতেও ভীত হন না কারণ বজ্রপাত-কালে হঠাৎ বৈষ্ণবজনের কণ্ঠ হইতে বিনা প্রযত্নেও তোমার নাম বহির্গত হইয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহাদের মুক্তি হইয়া থাকে॥ ৯৮॥

এরূপ সর্ব্বশক্তিমান নাম করণেরও কোন কঠিন নিয়ম রাখেন নাই। তাহাই বলিতেছেন তত্রনাম স্মরণে কালোন নিয়মিতঃ অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট মুখে বা অশুচি অবস্থাতেও নাম স্মরণ করিতে পারেন,—

ন দেশ নিয়মস্তস্মিন্ ন কাল নিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরির্নাম্নিলুব্ধক॥
বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধু উপাখ্যানে।

আপনার এত কৃপা কিন্তু আমার এমন দুর্দ্দৈব যে, এতাদৃশ সুখসাধ্য নামেও অনুরাগ জন্মিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কবিতাগুচ্ছ।

নির্গুণ। [১]

সুন্দর মধুর কাব্যে সুরসিক জন,
অপূর্ব্ব মধুর রস করি অস্বাদন—
নিরন্তর তৃপ্তিলাভে পুলকিত হন ;
করেন কাব্যের সেবা যাবত জীবন।
কিন্তু সেই সুললিত কাব্যে অনুক্ষণ
কুটিল স্বভাবে মন্দমতি খলগণ
নিরন্তর দোষমাত্র করে অন্বেষণ ;
খলের স্বভাব জানা আছে বিলক্ষণ।
পদ্মপূর্ণ সরোবরে খেলে হংসগণ,
বক তাহে শম্বুকের করে অন্বেষণ ;
সতের স্বভাব এই—লয় সুধু গুণ।
গুণেতেও দোষ দেখে যতেক নির্গুণ॥

শ্রীউৎপলিনী সিংহ।

পতি ও পত্নী। [২]

"A Husband is the chief ornament of a wife, though she has no other ornament; but, though adorned, without a husband, she has no ornament."

প্রসূন-সৌরভ যথা পুষ্পে লিপ্ত রয়,
শশিকলা শশিচ্যুত কভু নাহি হয়।
রৌদ্র রবি সম্মিলিত রহে সর্ব্বক্ষণ,
ফল-মধ্যে রস যথা করি নিরীক্ষণ।
বহ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নি-ভিন্ন নয় ;
পতি-পত্নী সেই মত দু'য়ে এক হয়।
পতি ভিন্ন পত্নী নাই, পত্নী ভিন্ন পতি,
দম্পতী-দাম্পত্য প্রেমে বদ্ধ পতি সতী।
প্রাণে প্রাণে প্রেম পাশে বাঁধা পরস্পর,
ভিন্ন দেহ দোঁহার,—অভিন্ন অন্তর।
জ্যোৎস্না যাহার শক্তি, সেই শক্তিধর
জ্যোৎস্না প্রভাবে হয় কত মনোহর।
প্রকৃতি পুরুষে মিলে,—সৃষ্টির কারণ ;—
একের অভাবে অন্যে ক্রিয়াশক্ত হন।

শ্রীজ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

চির-সুন্দর। [৩]

(১)

পরাণ আমার আকুল করে
স্নিগ্ধ কুসুম বাস।
সুন্দর অতি, অতি সুন্দর
ফুল্ল ফুল হাস॥

তমাল বেড়ী' মাধবীলতা,
কুসুম বেড়ী' ভ্রমরা।
গন্ধে সবে অন্ধ হ'য়ে-রে
ভ্রমর বধূ মুখরা—
কাণের কাছে গাহিয়া যায়
অমৃত মাখা ছন্দ রে,
সুন্দর লতা, কুসুমরাশি
সুন্দর মধুগন্ধ রে॥

(২)

বসন্ত আসে বৎসরান্তে
দুখের পরেতে শান্তি,
সুসজ্জিতা ধরণীমাতা,
নব পল্লব-কান্তি॥
কোমল শ্যাম দূর্ব্বাদলে
আবৃত ধরা প্রাঙ্গনে,
হরিণ শিশু করে রে খেলা
কুর্দ্দনে আর লম্ফনে॥
লতাবিতানে কুঞ্জে কুঞ্জে
কে তুমি ওহে ঝঙ্কার!
মধুমাসে তুমি, ওহে মধুসখা!
সুন্দর অতি সুন্দর॥

(৩)

পিউ পিউ ডাকিছে সুরবে,
খোঁকা হোক কেউ ডাকে।
বেহায়া পাখীটা এম্নি বেহায়া
বউ কথাটা কয় হাঁকে॥
তুমিত খেয়েছ লাজের মাথা,
তা'রা কি নিলাজ হবে?
গৃহস্থের বউ তোরসনে পাখী
কেন বা রে কথা কবে?॥
জগতের দুখে কাঁদে এক পাখী,
তাই "চোক গেল" বুলি।
অশ্রুজল, পরদুখে তাই—
অতি সুন্দর বলি॥

(৪)

বড় সুন্দর মায়ের বক্ষে
স্নেহ—সরস স্তন্য।
সন্তান যা'য় পিয়াস কণ্ঠে
আপনা' মানে ধন্য॥
বড় সুন্দর মায়ের স্নেহ
দ্যুলোকে কোথা তুলনা?
এত স্নেহ যাঁ'র ছায়ার ছায়া
তাঁ'রে যেন ভাই, ভুলনা!
নশ্বর ধরা এত সুন্দর
যাঁহারি স্নেহ পরশে।
বন্দহ সবে, বন্দহ সেই
চির-সুন্দর পুরুষে॥

শ্রীভূপালচন্দ্র দেববর্ম্মণঃ।

আনন্দলহরী ও বিষাদ। [৪]

কুল কুল কলনাদে ছুটিছে তটিনী রে
তারি জলে মীন খেলে, সখায় সখার গলে
পরায় প্রেমের মালা হরষিত অন্তরে।
শ্যামল সুন্দর ধরা, সদা যেন হাসি ভরা,
অনুরাগ ভরে তার বাক্য নাহি সরে রে।
অভাগা মানব(ই) শুধু দুঃখময় আঁধারে। ১।

মলয় সমীর যবে বহে ধীরে ধীরে রে
আরণ্য কুসুমচয়, মুঞ্জ কুঞ্জ সমুদয়
সুখের অমিয় ধারা ঢালে কত প্রকারে।
কুলায় বিহঙ্গ যত, মনসুখে অবিরত
আনন্দ-লহরী তোলে কলনাদ ঝঙ্কারে।
মানবের দুঃখ-নিশা শুধু ঢাকা আঁধারে। ২।
গুরু গুরু গরজনে নবমেঘ উঠিতেছে,
দামিনী বারিদ সনে, চাতক আনন্দ মনে,
জলদ সমীপে সুখে পুনরায় ছুটিছে।
পুনঃ এই ধরাতল, পেয়ে জল সুশীতল
তরু-লতা ফল ফুলে নবভাবে সেজেছে।
দারুণ হৃদয় জ্বালা মানবেই রয়েছে। ৩।
অহো কি শীতল রশ্মি চন্দ্রমা কিরণে রে,
যেখানে যখন পড়ে, প্রাণতার লয় কেড়ে,
বসুধার জ্বালা হরে অই সুধাকরে রে।
আকাশ-কুসুম সম, তারারাজি নিরুপম
হাসির তরঙ্গ তোলে নিরমল অম্বরে।
কাঁদাইতে মানবেরে, কেন দুঃখ চারিধারে
প্রকৃতি-প্রাঙ্গণে সদা আসি দেখা দেয় রে?
আনন্দ-লহরী কেন ধরায় উদয় রে?। ৪।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

ত্রি-নীতি। [৫]

(১)

আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী গুরুবুদ্ধি র্বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধি র্বিনাশায় স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী॥
অর্থাৎ—নিজবুদ্ধি হয় নিত্য কল্যাণকারিণী।
বিশেষতঃ গুরুবুদ্ধি সুফল দায়িনী॥
পরঃবুদ্ধি হয় সর্ব্বনাশের কারণ।
স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী ;—শাস্ত্রের বচন॥

(২)

খলোঽবলোকতে দোষান্ গুণপূর্ণেষু বস্তুষু।
বনে পুষ্পফলাকীর্ণে পুরীষমিব শূকরঃ॥
ভাবার্থঃ—যথা ফল পুষ্পপূর্ণ সুরম্য কাননে,
বরাহ পুরীষতত্ত্বে ভ্রমে বনে বনে।
সেই মত গুণপূর্ণ দ্রব্যে খলগণ,
নিয়তই করে সুধু দোষ অন্বেষণ॥

(৩)

মূর্খো হি জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ
অশুভং বাক্য মাদত্তে পুরীষমিব শূকরঃ॥
ভাবার্থঃ—যাবতীয় বস্তু মধ্যে শূকর যেমন,
পুরীষ মাত্রই লয় ;—সংসারে তেমন,
শুভাশুভ বাক্য মূর্খে করিয়া শ্রবণ
তাহা হ'তে করে মাত্র অশুভ গ্রহণ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

আর্য্যসমাজে বর্ণবিভাগ।

The best way to make ourselves agreeable to others is by seeming to think them so. If we appear fully sensible of their good qualities, they will not complain of the want of them in us. Hazlitt.

আর্য্য জাতীর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হইয়া থাকে যে, আদিযুগে এই সুবিশাল ভারতক্ষেত্রে, জাতি-ভেদ প্রথা আদৌ প্রচলিত ছিল না। মনুজ মাত্রেই আদিতে একমাত্র "ব্রাহ্মণ" জাতিরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে, গুণ ও কার্য্যের দ্বারা পৃথককৃত হইয়া, কালক্রমে সেই একটীমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ১৪শ অধ্যায় অধ্যয়নে অনুমিত হয় যে, বেদের বিভাগকর্ত্তা ব্যাসদেবের আত্মজ ভগবান্ শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে কহিয়াছিলেন,— "পূর্ব্বকালে অর্থাৎ সত্যযুগে সর্ব্বপ্রকার বাক্যের বীজস্বরূপ প্রণবই একমাত্র বেদ ছিল; একমাত্র নারায়ণই দেবতাছিলেন; তৎকালে যাগযজ্ঞাদি না থাকায় লৌকিক অগ্নিই একমাত্র অগ্নি ছিল, এবং বর্ণভেদ না থাকায়, মনুষ্যগণের মধ্যে একটীমাত্র বর্ণ বা জাতি ছিল।"— মহাভারতের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের ১৪শ অধ্যায়, ৭ম ও ৮ম শ্লোক দৃষ্টে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, কোন সময়ে মহর্ষি ভরদ্বাজ ভগবান্ ভৃগুকে জাতিভেদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে ভগবন্! যখন আমাদের সকলকেই সমভাবে কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা এবং পরিশ্রম প্রভাবে কাতর হইতে হয়, এবং সকল মনুষ্যেরই শরীর হইতে যখন সমভাবে স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে, তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিরূপ বর্ণবিভাগ কিরূপে সম্ভবপর বোধ হয়?" তদুত্তরে ভগবান্ ভৃগু কহিয়াছিলেন :—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মনা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং॥

(মহাভারত মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়
১৪ অঃ; ১০ম শ্লোক।)

অর্থাৎ—এই জগতীতলে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ কিছুই নাই। জগতের যাবতীয় মনুষ্যই পূর্ব্বে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণজাতিরূপে সৃষ্ট হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই এক ব্রাহ্মণ জাতিই কর্ম্ম ও ব্যবসায়ভেদে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, প্রভৃতি বিবিধ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছেন। কিরূপে এক ব্রাহ্মণজাতি কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন ভগবান্ ভৃগু তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট, সেই আদি ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে যাঁহারা কামভোগ প্রিয়, ক্রোধ পরতন্ত্র, সাহসী, এবং তীক্ষ্ণস্বভাব হইয়া, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(মহাভারত, মোঃ, ধর্ম্মাধ্যায়,
১৪শ অঃ, ১১শ শ্লোক।)

যাঁহারা স্বধর্ম্মে অবস্থিত না থাকিয়া, রজঃ ও তমোগুণপ্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(মঃ মোঃ ধর্ম্মাধ্যায় ১৪অঃ ১২শ শ্লোক।)

যাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসা পরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(মঃ মোঃ ১৪শ অঃ ১৩শ শ্লোক।)

এই প্রকারে একমাত্র আদি ব্রাহ্মণ জাতিই কার্য্যদ্বারা পৃথককৃত হইয়া, বিভিন্ন জাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। অতএব সকল বর্ণেরই নিত্যধর্ম্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে।

(মঃ মোঃ ১৪শ অঃ ১৪শ শ্লোক।)

এই চতুর্ব্বর্ণ লোক, যাহাদিগকে ব্রহ্মা পূর্ব্বে বেদময়বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারাই লোভ বশতঃ শূদ্রত্বাদিরূপে অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(মঃ মোঃ ১৪শ অঃ ১৫শ শ্লোক।)

ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মতন্ত্রে অবস্থিত এবং বেদাধ্যয়ন ব্রত ও নিয়মাদি পালন করিয়া আসিতেছেন এই নিমিত্ত তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব এ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই।

(মঃ মোঃ ১৪শ অঃ, ১৬শ শ্লোক।)

মহাত্মা বেদব্যাসবিরচিত মূল (সংস্কৃত) মহাভারত হইতে এই অংশ অনূদিত হইল। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থ (মহাভারত) পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। বাহুল্যাশঙ্কায় সংস্কৃত শ্লোকগুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

মনু লিখিয়াছেনঃ—

ক্ষত্রস্যাতি প্রবৃদ্ধস্য ব্রাহ্মণান্ প্রতিসর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মৈব সন্নিয়ন্তৃ স্যাৎ ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবম্ ॥

মনু ৯।৩২০

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ পীড়াদায়ক ক্ষত্রিয়কে শাপ অভিচারাদি দ্বারা দমন করেন; যেহেতু ক্ষত্রিয়জাতি ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন। সমাজ-কলঙ্ক বিপ্রপশুগণ * দেখুন পূর্ব্বকালে অতি নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দও উপযুক্ত হইলে, পরমকারুণিক সমাজিকগণের কৃপায় ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হইতেন। যথা :—

শূদ্রেচৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজেতচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রোভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥
(মহাভারত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়, ১৫।১৮।)

অর্থাৎ—যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, হীনাতিহীন শূদ্রসদৃশ লক্ষণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র, এবং যদ্যপি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশসম্ভূত হইয়াও, আদিবর্ণ ব্রাহ্মণের লক্ষণপ্রাপ্ত হন তাহা হইলে, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এক্ষণে, অর্থাৎ এই জঘন্য কলিযুগে কয়জন ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন? অধিকাংশ ব্রাহ্মণই উদারান্ন সংস্থানহেতু অব-নতশিরে "দাসের" কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। পূর্ব্বাহ্ণ একপ্রহরের পর হইতে, সায়াহ্ন প্রহ-রার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত "দাস্যবৃত্তি" অবলম্বনপূর্ব্বক

* ব্রহ্মতত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রপশুরুদাহৃতঃ ॥
আত্রিসংহিতা। লেখক।

পরিবার প্রতিপালনার্থ অর্থ উপার্জ্জন করাই যাহাদিগের চরমলক্ষ্য, এবং অখাদ্য বা নিষিদ্ধ ভোজন ও পানে যাহারা অভ্যস্ত, তাহারা গলদেশে উপবীত ধারণ করিলেই কি ব্রাহ্মণ—মধ্যে গণ্য ও মাননীয় হইবে? শনিবের কার্য্য সম্পাদনই এক্ষণে তাহাদিগের যাগযজ্ঞস্বরূপ হইয়াছে। সূত্রটা গলদেশে রক্ষা না করিলে কোন কোন বিষয়ে অসুবিধা হয় বলিয়াই ব্রহ্মবন্ধুগণ * * উহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। অনেক নিরাকৃতি (১) ও বার্ত্তাশিন্ (২) বলে যে,—"ব্রাহ্মণের কার্য্যে কায়স্থের প্রতিবাদ করা মূর্খতা মাত্র।" যে অনাচারী ব্রাহ্মণ এমন কথা বলিতে পারে তাহাকে বিপ্রপশু ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যোগবাশিষ্ট রামায়ণে, স্থিতি প্রকরণে এই শ্লোকটা আছে,—

তামসীং রাজসীঞ্চৈব জাতিমন্যামপিশ্রিতাঃ।
সুযত্নবশাদ্ যান্তি সন্তঃ সাত্ত্বিক জাতিতাং॥

অর্থাৎ—তামসী,—কিনা শূদ্রজাতি—আশ্রিত হউক, কিংবা রাজসী অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি আশ্রিত হউক, অথবা তদপেক্ষাও নীচ যে কোন জাত্যাশ্রিত লোক হউক, উত্তমরূপ যত্ন দ্বারা জ্ঞানাভ্যাস করিলে, সাত্ত্বিকজাতি—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ—জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।

কায়স্থবিদ্বেষী, স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ, নিরাকৃতি, খরু (৩) ও অবকীর্ণিনৃগণ (৪) একবার সুস্থিরচিত্তে অবলোকন করুন যে, পূর্ব্বকালে কেবলমাত্র গাধিরনন্দন বিশ্বামিত্র মুনি-ই যে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব হইয়াও ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন তাহা নহে। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বহু বহু গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, শত শত, সহস্র সহস্র ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বংশে জন্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ধরাধামে ধন্য হইয়াছিলেন। হস্তিনাপুরপ্রতিষ্ঠাপক সুবিখ্যাত পুরুবংশীয় "হস্তী"নামক রাজার প্রপৌত্র সুবিখ্যাত মেধাতিথির বংশীয়েরা ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, পরিশেষে উত্তম ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। যথা—

বৃহৎক্ষত্রস্য সুহোত্রঃ, সুহোত্রাৎ হস্তী। যইদং হস্তিনাপুরমারোপয়ামাস। অজমীঢ় দ্বিমীঢ় পুরুমীঢ়াস্ত্রয়ো হস্তিনস্তনয়াঃ। অজমীঢ়াৎ কণ্বঃ, কণ্বাৎ মেধাতিথিঃ, যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ।
(বিষ্ণুপুরাণ ৪। ১৯। ১০)।

অর্থাৎ—বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্র হইতে 'হস্তী' উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই হস্তী রাজাই হস্তিনাপুরনামে প্রসিদ্ধ নগর স্থাপিত করেন। অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় এই তিন মহাত্মাই মহারাজ হস্তীর তনয়। অজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব; কণ্ব হইতে সুবিখ্যাত ভাষ্যকার মেধাতিথি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই মেধাতিথির বংশধরগণ কাণ্বায়ননামে সু-

* * নিন্দিত ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মবন্ধু বলে। লেখক।

(১) বেদাধ্যয়ন শূন্য ব্রাহ্মণ। লেখক।

(২) যে ব্যক্তি কেবল অন্যত্র ভোজনার্থ স্বীয় গোত্রাদির পরিচয় প্রদান করে। লেখক।

(৩) পঞ্চযজ্ঞবিহীন ব্রাহ্মণকে খরু বলে। লেখক।

(৪) ব্রতচ্যুত ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মচারীকে অবকীর্ণিন্ কহে। লেখক।

বিখ্যাত ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (ইঁহাদিগের বংশাবলী অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছেন।) অজমীঢ়ের আর একটী ক্ষত্রিয় পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম ঋক্ষ। ঋক্ষ হইতে সংবরণ, সংবরণ হইতে কুরু উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই মহাত্মা কুরুই স্বীয় নামানুসারে কুরুক্ষেত্র স্থাপন করেন। পরে, এই ক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হয়। প্রমাণ যথা—

অজমীঢ়স্যান্য ঋক্ষ্য নামা পুত্রোঽভূৎ। ঋক্ষাৎ সংবরণ, সংবরণাৎ কুরুঃ। য ইদং ধর্ম্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং চকার।

বিষ্ণুপুরাণ ৪। ১৯। ১৮।

বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশের ১৯ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকের নিম্নভাগে, অনুবাদক মৃত মহাত্মা জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহোদয় লিখিয়াছেন যে, —"পুরুবংশীয় মেধাতিথি বাগ্বেদভাষ্য, মনুভাষ্য ও অপরাপর বহুবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। (শিক্ষিত সমাজে মেধাতিথিকে কে না জানেন?) এই মহাত্মা যদিও ক্ষত্রিয়বংশে উৎপন্ন, তথাপি কর্ম্মানুসারে ইঁহার বংশীয় সকলেই উত্তম ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।" বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কতিপয় মহাপণ্ডিত এই বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।

ব্যাসদেব লিখিত বিষ্ণুপুরাণে আরও একটী শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়—তাহা এই;—

গর্গাচ্ছিনিঃ ততোগার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ ক্ষত্রোপেতো দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯।১৯)

ইহার অর্থ এই যে, গার্গের পুত্র শিনি। এই শিনি হইতে গার্গ্য ও শৈন্য নামে বিখ্যাত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়াও, কোন কারণ বশতঃ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। প্রমাণ যথা;—

"ক্ষত্রিয়া এব কেনচিৎ কারণে ন ব্রাহ্মণাশ্চ বভূবুঃ।"

(ইতি শ্রীধরস্বামী)

হে পুরোহিত মহাশয়গণ! হে পুরোভাগিন্ (৫) হে বিপ্রকুল! আপনারা আরও দেখুন বিষ্ণুপুরাণে কি লিখিত আছে। শ্লোক যথা,—

মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতো দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ।

(বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯।১৬)

ইহার অর্থ এই যে, মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন;—ইহারা সকলেই আদিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন,—অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কুরুবংশ বর্ণনের শেষভাগে লিখিত আছে,—

ব্রহ্ম ক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশোরাজর্ষি সৎ কৃতঃ। ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সমংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৪।২১।৪)

ইহার অর্থ এই এই যে, যে বংশ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের উৎপাদক রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক যে বংশ অলঙ্কৃত হইয়াছে, সেই বিস্তীর্ণ কুরুবংশ কলিকালে "ক্ষেমক" নামক রাজাতেই পরিসমাপ্তি হইবে।

পল্লীগ্রামের বেদবিহীন নিরাকৃতি, অশিক্ষিত, বার্ত্তাশিন্, ব্রাহ্মণবংশজাত ব্যক্তিবৃন্দকে শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়; এবং ১১শ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ের ১৭শ

(৫) যিনি কেবলমাত্র অপরের দোষই দর্শন করেন। লেখক।

ও ১৮শ শ্লোক যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঐ সকল স্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব, বিষ্ণুর অবতার ঋষভ দেবের ১০০ একশত পুত্রের মধ্যে ৮১ একাশী জন পুত্র উত্তম ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ২১শ অধ্যায়ে ও ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বহুসংখ্যক ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এবং কত নূতন গোত্রের সৃষ্টি হওয়ার পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে।

হে পঞ্চযজ্ঞবিহীন চাকুরিজীবী ব্রাহ্মণগণ! কায়স্থগণকে অনর্থক গালাগালি না দিয়া, তাহাদের কুৎসা না করিয়া, আপনাদিগের স্বল্প পরিমিত অবকাশ সময়টুকু পরনিন্দায় বৃথা নষ্ট না করিয়া, যদি তোমরা পরহিতার্থে মনোযোগী হও, যদি শ্রেষ্ঠ জাতি কায়স্থের মনে অনর্থক ক্লেশ প্রদানার্থ "তোরা আমাদের গাড়ু গামছা বহিয়া আসিয়াছিলি, তোরা ত ভৃত্য, চাকর, শূদ্র, অস্পৃশ্য" ইত্যাদি বাক্যবাণ নিক্ষেপ না করিয়া কায়স্থদিগের সহিত সম্মিলিত হও, উপবীত গ্রহণে তাঁহাদিগকে নানারূপে বাধা প্রদান না কর, তাহা হইলে নিত্য বিনয় নম্র সুসভ্য কায়স্থজাতি এখনও তোমাদিগকে পূর্ব্ব সম্মানে সম্মানিত করিতে প্রস্তুত আছেন। কায়স্থের দান কোন না কোনরূপে গ্রহণ না করেন এমন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে নাই বলিলেই হয়। কায়স্থ যগুপি শূদ্র হন, তবে কায়স্থের দান গ্রহণ ও কায়স্থের স্পৃষ্টজল ব্রাহ্মণ মাত্রই পান করিয়া তাঁহারা ত পতিত এবং শূদ্রবৎ, সুতরাং অতি হীনভাবাপন্ন হইয়াছেন; তাহাতে ত আর অণুমাত্রও সংশয় নাই। ব্রাহ্মণগণ কি বিদিত নহেন যে কায়স্থ-ক্ষত্রিয় ছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণ জাতি এখনও ভারতক্ষেত্রে বড় হইয়া আছেন। ক্ষত্রিয়রাজা তাঁহাদিগকে রক্ষা না করিলে এত দিন ব্রাহ্মণের কিছুই থাকিত না সুশিক্ষিত ও শাস্ত্রদর্শী এবং সদাশয় ব্রাহ্মণমাত্রেই কায়স্থের ভবনে পান ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হন এবং কায়স্থজাতির উন্নতিকল্পে সাধ্যমত সহায়তা করেন। কায়স্থের উপবীত সংস্কারে পরম সুখলাভ করেন। কিন্তু, বিপ্রগণ, যাঁহাদিগের জ্ঞান নিজ বাটীর চতুঃসীমা পর্য্যন্ত, পাঠ "বোধোদয়" পর্য্যন্ত, ভ্রমণ কলিকাতা পর্য্যন্ত, গুরুকরণ স্ত্রী পর্য্যন্ত, তাহারাই সমাজবিপ্লব ঘটাইয়া সংসারে নানাউৎপাতের সৃষ্টি করিয়া থাকে। দাসত্ব করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব কিছুই থাকে না, ব্রাহ্মণ পতিত হয়, শূদ্রের সমান হয়, যে শূদ্র কুক্কুরের সমান; সেই শূদ্রবৎ হয়, ব্রহ্মতেজঃ নষ্ট হয়। তাই বলিতেছি হে নষ্টাগ্নি ব্রাহ্মণগণ, হে পঞ্চযজ্ঞবিহীন দ্বিজগণ! তোমরা উপবীতী কায়স্থের পরম পবিত্রপুরে গমন কর না, যাতায়াত ও বাক্যব্যবহার বন্ধ করিয়াছে, কিন্তু "কুক্কুরবৃত্তি" চাকরি ত বন্ধ করিতে সমর্থ হও নাই। চাকরি ত্যাগ করিতে ত তোমার শক্তিতে কুলায় নাই। চাকরি ব্যতীত কতশত নিষিদ্ধ কার্য্য করিতেছ ব্রাহ্মণের অকার্য্য করিতেছ, ছাগ পোষণ করিতেছ, দুগ্ধ বিক্রয় করিতেছ, ইট্‌ টালি খোলা পোড়াইতেছ, বিনামার ব্যবসায় করিতেছ, মগু ও মাংসের ব্যবসায় পর্য্যন্ত তোমরা করিতেছ। বাকী আর আছে কি যাহা তোমরা কর নাই? তোমরা যে সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথেরভিখারী হইয়াছ। নিষিদ্ধ কার্য্য করা অপেক্ষা আলু-পটলের দোকান

অথবা বস্ত্রাদি ফিরি কর না কেন? পঁচিশ্ ছুঁই এক পয়সায় বিক্রয় করিলেও ত তোমার তাহাতে ক্ষতি নাই তাহাতে ত কেহ তোমার নিন্দা করিবে না, অন্যায় কার্য্য করিতেছ বলিয়া ভাল ব্রাহ্মণগণ লজ্জিত বা শঙ্কিত হইবেন না। পাঁউরুটি বিস্কুট ফিরি করিয়া জিবিকানির্ব্বাহ করাও ভাল, তবু ইট্‌পোড়াইয়া বা ছাগপোষণপূর্ব্বক তাহার দুগ্ধ বিক্রয়লব্ধ ধনে পরিবার পালন করা কখনই যুক্তি-সঙ্গত নহে। হায়! ভ্রষ্টাচার ব্রাহ্মণগণ! কুকার্য্যরত হইয়াই তোমরা বংশের নাম ডুবাইলে ও সমাজ মজাইলে, এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মনস্তাপের কারণ হইলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা।

তীর্থের পথে।

দেওঘর।

শৈল-হৃদয়-ভিন্ন, প্রান্তরমধ্য বিসর্পী অজাগরবৎ রেলপথ অতিক্রম করিয়া বারন্-কোম্পানীর বাষ্পীয়শকট যখন দেওঘর ষ্টেশনে পৌঁছিল তখন বেলা প্রায় দশটা। দেওঘর বা দেবগৃহ বৈদ্যনাথ জংশন হইতে চারি মাইল দূরবর্ত্তী। কিন্তু এই পথটুকু আসিতে বিশ মিনিট সময় লাগে। পথ সর্ব্বত্র সমান নহে। কোথাও ক্রমশঃ উপরে উঠিয়াছে, আবার কিয়দ্দূর সমানভাবে গিয়া ঢালু হইয়া ক্রমশঃ নীচে নামিয়া গিয়াছে। সমস্ত পথটাই এইরূপ। দেওঘর ষ্টেশনটি ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু প্লাটফরম শূন্য দেখিলাম না। বহু বাঙ্গালী-ভদ্রলোক এবং বৈদ্যনাথদেবের পাণ্ডা প্লাটফরমের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। তীর্থস্থান মাত্রেই পাণ্ডাদের উৎপাতের জন্য প্রসিদ্ধ; এখানেও তাহার সম্ভাবনা বিরল নহে। একদল পাণ্ডা আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল; প্রশ্নের পর প্রশ্ন, উত্তর দেয়ই বা কে, শোনেই বা কে? কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে এজন্য প্রস্তুত ছিলাম বলিয়া এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া গেল। দেওঘর-প্রবাসী জনৈক আত্মীয়কে পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি আমাদের জন্য বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। দূর হইতে জনতার মধ্যে তাঁহার পরিচিত মূর্ত্তি দেখা গেল। তিনি আসিয়া নিরীহ পাণ্ডাদলের সসম্ভ্রম আলাপ পরিচয়ের আক্রমণ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি, ক্ষুধার উদ্রেক এবং রৌদ্রের প্রখরতাসত্ত্বেও দেওঘরের বিচিত্র নিসর্গচিত্র মনটাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। দূরে দূরে চিত্রলিখিতবৎ সৌধমালা, সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছিল। কোনও অট্টালিকা ঈষৎ উচ্চভূমির উপর অবস্থিত, আবার কোনও অট্টালিকা ক্রমনিম্ন ঢালু প্রদেশে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এখানে সমতলভূমির পরিমাণ অতি অল্প। সর্ব্বত্রই ক্রমোচ্চ অথবা

ক্রমনিম্নভূমি। যতদূর দৃষ্টি চলে জমির আকৃতি এইরূপ। সুতরাং সৌধমালাও তদনুযায়ী। কোনস্থলে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলে মনে হয় দেওঘর যেন একটা দুর্গবিশেষ।

রাজপথগুলিও কি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন! পথের দুইধারে উচ্চ বৃক্ষরাজি, কিন্তু রাজপথে একটী শুষ্কপত্র অথবা অন্য কোনরূপ আবর্জ্জনা দেখিতে পাওয়া যায় না। শুধু মিউনিসিপালিটির সুবন্দোবস্তের গুণে নহে; বিশ্বদেবতার মিউনিসিপাল ঝাড়ুদার পবনদেব শুষ্ক আবর্জ্জনা পথে বড় একটা ফেলিয়া রাখেন না। দরিদ্র পল্লীরমণীরাও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে।

দেওঘর কতিপয় পল্লীতে বিভক্ত। এক একটী পল্লীর স্বতন্ত্র নাম আছে। পুরনদহ, বেলাবাগান, উইলিয়মসটাউন, কাস্টিয়ার্স-টাউন, বম্পাস্‌টাউন প্রভৃতি পল্লী স্বাস্থ্যনিবাস। বায়ুপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত যাঁহারা দেওঘরে আসেন, তাঁহারা এই সমুদয় পল্লীতে বাস করেন। চারিদিকে উদার উন্মুক্ত প্রান্তর, মধ্যে মধ্যে ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত অট্টালিকা। অধিকাংশ ভবন-ই বঙ্গবাসীর। বাঙ্গালী ভদ্রলোকে দেওঘর পরিপূর্ণ। অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীবাবুদের সকলেরই এক একটী কাহারও বা ততোধিক গৃহ আছে। কলিকাতা অথবা কাশীধামের ন্যায় অট্টালিকাগুলি পরস্পর সংলগ্ন অথবা ঘন সন্নিবিষ্ট নহে। প্রত্যেক ভবনের চতুষ্পার্শ্বে প্রশস্ত উদ্যান, নানাবিধ ফল ও ফুলের বাগান। কলিকাতায় যেমন মিউনিসিপালিটির অনুমোদন ব্যতীত কেহ গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারেন না, এখানেও স্থানীয় সবডিবিজনাল অফিসারের অনুমতি ব্যতীত কোনও গৃহ নির্ম্মিত হয় না। প্রত্যেক গৃহের চারিপার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উন্মুক্ত স্থান না থাকিলে গৃহ নির্ম্মিত হইবার আদেশ প্রদত্ত হয় না। এ বিষয়ে এখানে বিশেষ বাঁধাবাঁধি নিয়ম দেখিলাম। উপরি উল্লিখিত পল্লীসমূহ ব্যতীত খাষ বৈদ্যনাথদেবের পল্লী আছে। নগরের এই অংশ অতি প্রাচীন। প্রায় পাঁচশত ঘর পাণ্ডাপুত্র পরিবারসহ এখানে বাস করেন। দোকান, বাজার সমস্তই এই অংশে। হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী প্রভৃতি ব্যবসায়ীরাও এই অংশে বাস করেন। দেওঘরের অন্যান্য অংশের ন্যায় এদিকটা তত পরিচ্ছন্ন না হইলেও অন্যান্য প্রাচীন নগরীর ন্যায় মলিন অথবা দুর্গন্ধময় নহে। এখানকার অট্টালিকানিচয় পরস্পর সংলগ্ন। বৈদ্যনাথদেবের মন্দির এবং তীর্থ-দর্শনোপযোগী স্থানসমূহ এখানেই অবস্থিত।

আমাদের বাসা পুরণদহে; স্বাস্থ্য পল্লীসমূহের মধ্যে এই অংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বহু সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর অট্টালিকা এখানেই বিরাজিত, পুলিশ, আদালত, ডাকঘর, স্কুল সমস্তই পুরণদহের অন্তর্গত। কোলাহলময়, জনাকীর্ণ কলিকাতার ধূমধূলি মলিন পাণ্ডুর গগনের বৈচিত্র্যহীন চিত্রের পর সাঁওতাল পরগণার তৃণশ্যামল, প্রকৃতির লীলানিকেতনে আসিয়া নির্ম্মল আকাশে বিচিত্র আলোকদর্শনে, এবং বিশুদ্ধ স্নিগ্ধ পবনের মধুর হিল্লোলে হৃদয় যেন অকস্মাৎ পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইহা স্থানের গুণ অথবা মানসিক অবস্থারই রূপান্তর তাহা সে সময় অনুমান করিতে পারি নাই; কিন্তু বাড়ীর সকলেই দেখিলাম সমাধিক উৎফুল্ল। তখন ফাল্গুণের প্রথম, কিন্তু শীত বেশ

প্রবল। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রীতিগত শীতবস্ত্র ব্যবহার না করিলে বাস করা অসম্ভব।

শুনিলাম পূজার সময় দেওঘর বাঙ্গালী-ভদ্রলোকে ভরিয়া যায়, তখন এখানে বাড়ী ভাড়া পাওয়া সুকঠিন। চাকরীগতপ্রাণ বাঙ্গালীবাবুরা পূজার অবকাশে এখানে ভ্রমণ করিতে আসেন। সেই সময় হইতেই এখানকার 'মরশুম' আরম্ভ। আশ্বিন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত দেওঘরের স্বাস্থ্য অতি মনোরম। বায়ু-পরিবর্ত্তনের ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। দ্বিগুণ, এমন কি চতুর্গুণ মূল্যে প্রত্যেক বাড়ী ভাড়া হইয়া যায়। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন লোক-সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। স্বাস্থ্যকামনায় যাঁহারা বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিয়াছেন শুধু তাঁহারা ব্যতীত অপর বড় কেহ নাই।

বেলাবাগান দেওঘরের শেষসীমা; তাহার পরই দাড়োয়ানদী। নদী বলিলে বঙ্গবাসীর মনে সলিল-সম্ভার-শোভাময়ী, উজ্জ্বল তটিনীর কথা স্বতই মানসপটে উদিত হয়; কিন্তু এখানকার নদী তেমন নহে। নদী বিস্তীর্ণ বটে, কিন্তু জল নাই; তটিনীর কলনৃত্য সেখানে বর্ষাকাল ব্যতীত দেখিবার কোন উপায় নাই। শুধু বালুকারাশি সূর্য্য-কিরণে জ্বলিতেছে। হস্তদ্বারা বালুকারাশি কিঞ্চিৎ অপসৃত করিলে নির্ম্মল সলিল সেইস্থল পূর্ণ করিয়া দেয়। সে জল কি স্নিগ্ধ, কি সুপেয়! পীড়িতদিগেরপক্ষে দাড়োয়ানদীর জল অতি উপকারী। অনেকে এখান হইতে প্রত্যহ পানীয়জল আহরণ করিয়া লইয়া যান। আমরা মাঝে মাঝে এই দাড়োয়ানদীগর্ভে বেড়াইতে আসিতাম। রেলপথ এই নদীর উপরিস্থিত লৌহসেতু অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় দাড়োয়ানদী মধ্যে ভ্রমণে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব শান্তির উদ্রেক হয়। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, চন্দ্র-কিরণ বালুকারাশির উপর পড়িয়া সহস্র হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতে থাকে; অদূরবর্ত্তী সাঁওতালকুটীর হইতে উচ্চ পূর্ণকণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি উঠিয়া গগনতল মুখরিত করিয়া তুলে; তখন সংসারের কোলাহল, দুঃখ, দৈন্য, অশান্তি ভুলিয়া গিয়া অনন্তসুন্দরের চরণোপান্তে হৃদয় নিবেদন করিবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠে।

প্রভাতে উঠিয়া বৈদ্যনাথ দেবদর্শনে চলিলাম। শিবগঙ্গায় স্নানান্তে মন্দিরে পূজা করাই প্রশস্ত। শিবগঙ্গা, কোন নদী নহে, একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা। দুইদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী, একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রস্তৃত। অন্য দুই পাড়ের উপর উন্নতশীর্ষ শালবৃক্ষশ্রেণী। দীর্ঘিকার জল বহুলব্যবহারে ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পুণ্যকামী হিন্দু পরমভক্তিভরে পূতজাহ্নবী বারিধারাজ্ঞানে সেই দীর্ঘিকার সলিলে অবগাহন করিতেছে।

শিবগঙ্গা ব্যতীত আরও কতিপয় জলাশয় আছে। তন্মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, প্রবাদ আছে রাবণের মূত্র হইতে তাহার উৎপত্তি। হরলাঝুরীনামক স্থান হইতে রাবণ যখন বৈদ্যনাথ লিঙ্গমূর্ত্তি লইয়া লঙ্কাযাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময় মূত্রপীড়ায় কাতর হইয়া এইস্থলে লিঙ্গমূর্ত্তি রাখিয়া তিনি মূত্রত্যাগ করিতে থাকেন। মহাদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পথিমধ্যে যদি তুমি আমায় কোনস্থানে রক্ষা কর তবে আর আমি সেখান হইতে নড়িব না। মূত্রপীড়াকাতর রাবণ নিষেধ সত্ত্বেও প্রকৃতির আহ্বানে নিরস্ত হইতে পারেন নাই। সেই

মূত্রধারা হইতেই পূর্ব্বোক্ত হ্রদবৎ জলাশয়ের উৎপত্তি। রাবণ তারপর লিঙ্গমূর্ত্তি উঠাইতে গিয়া দেখিলেন মহাদেব ভূগর্ভে ঈষৎ প্রবিষ্ট। মহাবীর প্রাণপণ চেষ্টাতেও যখন তাঁহাকে বিন্দুমাত্র স্থানভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না, তখন ক্রোধভরে লিঙ্গ পুরোভাগে প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি, সেইজন্য বৈদ্যনাথদেবের একপার্শ্ব ঈষৎ বক্র হইয়া গিয়াছে। তীর্থযাত্রিগণ কেহই এই দীর্ঘিকার জল ব্যবহার করে না। শুধু রজকগণ এখন উহার জলে বস্ত্রধৌত করে। দীর্ঘিকাটি এখন দাম ও জলজগুল্মে সমাকীর্ণ। এই দীর্ঘিকার অপরপার্শ্বে উইলিয়ামস্‌টাউননামক পল্লীর কিয়দংশ বিরাজিত।

স্নানাবসানে আমরা সিংহদ্বার দিয়া মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার তিনটি দ্বার। সিংহদ্বার পাষাণনির্ম্মিত। দুইপার্শ্বে সিংহমূর্ত্তি বিরাজিত। দ্বারগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মনে হইল। সিংহদ্বারের সন্নিকটে মিঠাই, দধি প্রভৃতির দোকান। কয়েকখানি দোকান পাণ্ডাদিগের। দেবতারভোগের উপযুক্ত নানাবিধ মিষ্টান্ন এইখানে প্রত্যহ প্রস্তুত হইতেছে। যাহার যাহা ইচ্ছা মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া পূজা দেয়। পাণ্ডারাই সে সমুদয় ক্রয় করিয়া আনেন। চাউল, ঘৃত প্রভৃতি পূজার অন্যান্য উপকরণও ভিন্ন দোকানে পাওয়া যায়, এই সকল দোকানও পাণ্ডাদিগের। অন্য দোকানের দ্রব্য বৈদ্যনাথের পূজায় ব্যবহৃত হয় না।

জুতাপায়ে মন্দিরচত্বরে প্রবেশ নিষেধ। কালীঘাটে মাতার মন্দিরে যাইবার সময় যাত্রিগণ মন্দিরচত্বরে অনায়াসে জুতাপায়ে প্রবেশ করেন, কিন্তু এখানে তাহা হইবার যো নাই। সকলকেই মন্দিরসীমার বাহিরে জুতা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। আমরা জুতা বাসায় রাখিয়াই আসিয়াছিলাম, সুতরাং বিনামা অপহারীর আশঙ্কায় ভীত হইবার প্রয়োজন ছিল না। মন্দিরপ্রাঙ্গণ প্রস্তরমণ্ডিত, বেশ প্রশস্ত। চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ দেবতার অসংখ্য মন্দির। কালী, নারায়ণ, গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্ব্বতী, গঙ্গা, যমুনা, কত নাম করিব, সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ দেবতাগণের মন্দির দেখিলাম। মন্দিরগুলি বৌদ্ধআদর্শে নির্ম্মিত। কিন্তু অত্যন্ত পুরাতন।

পাণ্ডার হস্তে পূজার টাকা দিলাম; তিনি উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র আমরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। তখন জনতা খুব বেশী ছিল না। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার! প্রথমত কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অল্পক্ষণ পরে সমস্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। লিঙ্গমূর্ত্তি মধ্যস্থলে বিরাজিত। একপার্শ্বে একটি বৃহৎ ধাতু প্রদীপে আলো জ্বলিতে ছিল। দিবারাত্রি প্রদীপ সমভাবে জ্বলিয়া থাকে। মন্দির মধ্যে বায়ুনির্গমনের দ্বিতীয়দ্বার অথবা বাতায়ন নাই। একটি ধাতুনির্ম্মিত অনতিউচ্চ দ্বারপথে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। আমরা যখন প্রবেশ করিলাম, তখন পুরোহিত বা পূজারী মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। চারিদিকে ব্রাহ্মণেরা বসিয়া আছেন; তাঁহাদের-মধ্যে কেহ "কি-হবে আমার গতি, ওহে পশুপতি" বাঙ্গালাগান গাহিতেছেন, কেহবা স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন। যে পাণ্ডাটি বাঙ্গালায় গাহিতে-

ছিলেন তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট। সময়োপযোগী রাগিণীতে সঙ্গীতটি গীত হইতেছিল, বড়ই মধুর লাগিল। ভক্তের হৃদয়নিহিত ভক্তিধারা যেন গলিয়া বাহির হইতেছিল। আমরা মুগ্ধভাবে শুনিতে লাগিলাম। এখানকার পাণ্ডারা পশ্চিমাঞ্চলবাসী হইলেও বাঙ্গালাভাষায় ইঁহাদের অধিকার কম নহে। ঠিক বাঙ্গালীর ন্যায়ই ইঁহারা সহজে বাঙ্গালাভাষায় কথা কহিতে পারেন।

পূজা সমাপ্ত হইলে সমবেত যাত্রিগণ একে একে পূজা করিতে লাগিলেন। তখন একটু হুড়াহুড়ি পড়িয়াগেল। লিঙ্গমূর্ত্তিস্পর্শে সকলেরই সমান অধিকার। এক কালীঘাট ব্যতীত সর্ব্বতীর্থস্থলেই যাত্রিগণ ইচ্ছামত দেবমূর্ত্তি স্পর্শ করিতে পান। শুধু কালীমাতার সেবাইতগণ দর্শকদিগকে এই পুণ্যস্পর্শে বঞ্চিত রাখেন। আমরা সকলেই বৈদ্যনাথদেবকে স্পর্শ করিলাম, প্রত্যেকে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পূজা সমাপ্ত করিলাম। পূজাবসানে পাণ্ডা বাহিরে আসিয়া সমুদয় প্রসাদ আমাদিগকে অর্পণ করিলেন। কিছু ঘৃত ও তণ্ডুল মাত্র নিজের জন্য রাখিলেন। এখানকার প্রথাই এইরূপ। এমন নির্লোভ, অল্পেসন্তুষ্ট পাণ্ডা অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ইঁহাদের ব্যবহার বাস্তবিক অনুকরণযোগ্য।

তারপর পাণ্ডার সহিত আমরা অন্যান্য দেবমন্দির দর্শন করিলাম। তন্মধ্যে পার্ব্বতীর মন্দিরটিই সমধিক সমৃদ্ধ। বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরের সম্মুখেই এই মন্দিরটি অবস্থিত। উভয় মন্দিরের চূড়া বিবিধবর্ণের সূত্রদ্বারা সংযুক্ত।

বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। অপরাহ্নে বাড়ীর মেয়েদের লইয়া রাজপথে বেড়াইতে বাহির হইলাম। বঙ্গদেশের অবরোধপ্রথা এখানে নাই। শুদ্ধান্তচারিণীরা এখানে অসঙ্কোচে ভ্রমণ করেন। সেজন্য কেহই কোন রূপ কুণ্ঠা বোধ করেন না। রাজপথে ও শ্যামলপ্রান্তরে রমণীরা সহজ সরলভাবে, দ্বিধাশূন্যমনে বেড়াইতেছেন দেখিয়া মনে একটা অপূর্ব্বভাবের সঞ্চার হইল। দ্বিহস্ত পরিমিত অবগুণ্ঠনভারাবৃতা, ব্রীড়াবনতা বঙ্গললনারা এখানে আসিয়া অসঙ্কোচে ভ্রমণ করিতেছেন এ দৃশ্য বিচিত্র নহে কি?

আমরা অদূরবর্ত্তী নন্দনপাহাড়ে বেড়াইতে চলিলাম। পাহাড়টি বোধহয় একশত ফুট উচ্চ হইবে। পথ বন্ধুর নহে; কিন্তু তথাপি পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিতে অর্দ্ধঘণ্টা লাগিল। তখন সূর্য্য পাটে বসিয়াছেন। পশ্চিমগগণ স্বর্ণোজ্জ্বল মেঘে বিচিত্র দেখাইতেছিল। অত্যন্ত স্ফুর্ত্তির সহিত সকলে পাহাড়ের উপরে উঠিলেন। দূরে বৈদ্যনাথ জংশনের পাহাড়গুলি দেখা যাইতেছিল। পূর্ব্বদিকে ত্রিকূট পাহাড়ের চূড়া যেন গগণ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। দেওঘরের হর্ম্ম্যমালা চিত্রলিখিতবৎ সুন্দর দেখাইতেছিল। পাহাড়ের উপরে একটী অর্দ্ধভগ্ন মন্দির। মন্দিরের ছাঁদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অভ্যন্তরে ছিন্নমস্তাদেবীর পাষাণমূর্ত্তি। দেবীর মস্তক মন্দিরের ন্যায় ভাঙ্গিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। সম্ভবতঃ বহুকাল পূর্ব্বে কোন সাধক এখানে দেবীর অর্চ্চনা করিতেন; কিন্তু তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মাতার পূজাও সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কে এই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া-

ছিলেন অনুসন্ধানে তাহা ভাল করিয়া জানিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে জনশ্রুতি বিভিন্ন প্রকার। কেহ বলেন, কোন সন্ন্যাসী এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল না। মূর্ত্তি যিনিই স্থাপন করুন না কেন; এখন তাহা অযত্নে সংরক্ষিত। শুধু নবযুগের দর্শকেরা মন্দিরাভ্যন্তরে লোষ্ট্র অথবা অঙ্গার সাহায্যে স্ব-স্ব নাম-ধাম লিখিয়া রাখেন। মন্দিরটীর সংস্কার অথবা দেবমূর্ত্তির পূজার কোন ব্যবস্থা করিবার কল্পনা কাহারও মানসপটে উদিত হয় না। পাণ্ডারাও এ সম্বন্ধে উদাসীন।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। মৃদু জ্যোৎস্নালোক ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। সান্ধ্যবায়ু সেবনে অন্যান্য রমণীও পাহাড়ে আসিয়াছিলেন। অধিক রাত্রি হইলে পার্ব্বত্য-পথে পর্য্যটন নিরাপদ নহে ভাবিয়া আমরা পাহাড় হইতে নামিয়া পড়িলাম। এখান হইতে আমাদের বাসা প্রায় চল্লিশ মিনিটের পথ।

বৈদ্যনাথদেবের 'শিঙার'বেশ প্রসিদ্ধ। বিশ্বেশ্বরের "শিঙার"বেশ অপেক্ষাও চমৎকার শুনিয়াছিলাম। পর দিবস সন্ধ্যার প্রারম্ভেই আমরা মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। জ্যোৎস্নালোকে বহুস্থানে বহু দেবমন্দির দেখিয়াছি; কিন্তু আজ বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরাভিমুখে যাইবার সময় মন যেরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল এমন আনন্দ কখনও অনুভব করি নাই। শুভ্র রাজপথ জ্যোৎস্নালোকে হাসিতেছিল। কোথাও বৃক্ষচ্ছায়ান্তরাল হইতে চন্দ্রমাকিরণ উঁকি মারিয়া জনবিরল রাজপথকে আলিঙ্গন করিতেছিল। এমন স্নিগ্ধ শান্তি, এমন বিচিত্র নিসর্গশোভা বহুদিন দেখি নাই। ক্রমে রাজপথের জনপূর্ণ অংশে উপনীত হইলাম। অদূরে শুভ্র মন্দিরচূড়া দেখা গেল। সন্ধ্যারতির পূর্ব্বে নহবতের মধুর রাগিণী কোমলে মধুরে বড়ই মিঠা বাজিতেছিল। গমক, মিড় ও মূর্চ্ছনায় সানাই কি মধুর রাগিণী-ই আলাপ করিতেছিল! মন্দিরচত্বরে পৌঁছিবার অল্প পরেই মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল, আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সুগন্ধি তৈল মর্দ্দনের পর দেবলিঙ্গকে পূতবারিধারা দ্বারা পূজারীরা স্নান করাইলেন। তারপর সাতখানি নূতন গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা একে একে লিঙ্গ-মূর্ত্তিকে মার্জ্জনা করিলেন। স্তরে স্তরে শ্বেত-রক্তচন্দন সজ্জিত ছিল। পূজারী দেবলিঙ্গকে চন্দনের আলিপনায় চর্চ্চিত করিলেন। তার পর পুষ্পরাশি দ্বারা তাঁহাকে আবৃত করিয়া দিলেন। সর্ব্বশেষে পুষ্পনির্ম্মিত জটাজাল বৈদ্যনাথের শীর্ষভাগে ঢুলাইয়া দেওয়া হইল। তখন মনে হইল স্বয়ং ধূর্জ্জটি যেন তথায় উপবিষ্ট। সাজাইবার কৌশলটি সুন্দর। আমরা নির্নিমেষলোচনে সেই পবিত্র দৃশ্য দেখিতেছিলাম। ভক্তিভরে হৃদয় আর্দ্র হইয়া আসিল। ভক্তের বন্দনাগানে প্রাণ অভিভূত হইল। শিঙারবেশ সমাপ্ত হইলে "হর হর ব্যোম ব্যোম, জয় বৈদ্যনাথজীকি জয়" শব্দে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমরা বাহিরে আসিলাম।

শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে বিপুল উৎসবের আয়োজন হয়। তখন যাত্রীতে সমগ্র দেওঘর ভরিয়া যায়। সে সময়ে মন্দিরের প্রধান পথ তিন দিনের জন্য সরকারপক্ষ হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বাজার হাট সেকয় দিনের জন্য "মিনাবাজার" নামক স্থানে উঠিয়া যায়।

মন্দিরের একটীমাত্র দ্বার তখন খোলা থাকে। যাত্রীদিগকে নগরের বাহিরে থাকিতে হয়। "মিনাবাজারের" সন্নিকটে ইষ্টকনির্ম্মিত বিস্তীর্ণ আবাসগৃহে, বৃক্ষতলে সাধারণ যাত্রীরা সে কয় দিন অবস্থান করে। নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সরকারপক্ষ হইতে বিশেষরূপ চেষ্টা করা হইয়া থাকে। শিবরাত্রির উৎসব উপলক্ষে যেরূপ জনতা হয়, তেমন জনতা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। বহুদূর দূরান্তর হইতে হিন্দু-তীর্থযাত্রী এখানে সমবেত হয়।

দেওঘরের পেঁপে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রত্যেক বাড়ীতেই পেঁপের গাছ আছে। ফলও পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। এত বড় পেঁপে আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানকার দধি অতি চমৎকার। পূর্ব্বে দেওঘরে সকল প্রকার দ্রব্যই স্বল্প মূল্যে পাওয়া যাইত, এখন নাকি আমাদিগের (বাঙ্গালীবাবু) জন্যই সকল দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। জনৈক হিন্দুস্থানী পুলিশ প্রহরী বলিল যে, সে এখানে ২৮ আঠাশ বৎসর আছে। ২৫ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এখানে টাকায় পাঁচ সের উৎকৃষ্ট ঘৃত, এক মণ খাঁটি দুগ্ধ এবং তিন মণ চাউল পাওয়া যাইত! আমাদের কাছে এসব কাহিনী আরব্যোপন্যাসের ন্যায় অলীক বলিয়াই মনে হয়!

দেওঘরে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। ছাত্রদিগের বাসের নিমিত্ত বোর্ডিংয়েরও সুবন্দোবস্ত আছে। ছাত্রসংখ্যাও কম দেখিলাম না। স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া অনেকেই পুত্রদিগকে এখানকার বোর্ডিংয়ে রাখিয়া যান।

পাঁড়েরবাগাননামক একটী উদ্যান আছে। সেখানে নানাপ্রকার ফল ও সবজী জন্মায়। জনৈক পাঁড়ে সেই বাগানের স্বত্বাধিকারী। নিজের বাড়ীতে বসিয়া লোকটী ফল ও সবজী বেচিয়া মাসে প্রায় দুইশত টাকা উপায় করেন দেখিলাম। বাঙ্গালীরমণীরা পর্য্যন্ত স্বয়ং সেই বাগানে গিয়া মনোমত ফল-মূল কিনিয়া আনেন। চাকরিগতপ্রাণ বাঙ্গালীবাবুরা ইহার নিকট স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের উপায় শিখিতে পারেন। লোকটীও বেশ অমায়িক।

স্থানীয় পোষ্টমাষ্টারবাবুটীর অমায়িক ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বাঙ্গালীমাত্রেই যেন তাঁহার ঘরের লোক। কুশলপ্রশ্নে তিনি সকলকেই আপ্যায়িত করিতেন। এখানে দুইবেলা ডাক বিলি হয়।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ললাট-লিখন।

অভয় দিন আনে-দিন খায়—মজুতও নাই, শরীর সুস্থ থাকিলে অভাবও হয় না—দুদিন পড়িয়া থাকিলে ধারকর্জ্জ করিয়া চালাইতে হয়। অভয় জাতিতে নমঃশূদ্র—সংসারে একটী আট বছরের মেয়ে ও স্ত্রী ব্যতীত আর কেহই নাই। এই দুই প্রাণীর ভরণপোষণ করাও

সুচারুরূপে হইয়া উঠে না। অভয় অলস-প্রকৃতির নহে, বসিয়া থাকিতে চাহে না কিন্তু কাজ ত আর সব দিন যুটিয়া উঠে না, দরিদ্র অভয়েরও প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা কম নহে। অভয় বর্ষার সময় ৪।৫ মাসের জন্য কোন সম্পন্ন ভদ্রলোকের বাড়ী মাসমাহিয়ানায় থাকে; এবারও রহিয়াছে। মাহিয়ানা সামান্য ৬৲ টাকা, খোরাক পায়—পূজায় একজোড়া কাপড়ও মিলিবে। বর্ষার কয়মাস অভয় নিশ্চিন্ত—সংসারের ভাবনা ভাবিতে হয় না। ৬৲ টাকায়ই দুইজন মানুষের সুন্দররূপ চলিয়া যায়। গ্রামের অনেক বাড়ীতে পূজা হয়—অভয়ের জমিদার বাড়ীও হয়। পূজার কয়দিন পূর্ব্বে অভয় মেয়েটিকে নিয়া জমিদার বাড়ী গিয়াছিল—জমিদারেরা ডাকাইয়াছিলেন। পূজায় জমিদার বাড়ী ২।১ দিন বেগার দিতে হয়। কোন্ দিন অভয়কে বেগার দিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিবার জন্যই তাহাকে ডাকাইয়াছিলেন। অভয় যখন জমিদার বাড়ীর ন বাবুর সহিত কথা কহিতেছিল; সেই অবসরে মেয়েটী অন্দরমহলে প্রবিষ্ট হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কর্ত্রীঠাকুরাণী অভয়ের মেয়েকে কিছু মুড়ী চিড়া কিছু মিষ্টি ও গোটাকয়েক কলা দিলেন; মেয়েটী আনন্দে খেতে লাগ্‌ল; আর বাবুদের ছেলে মেয়েদের ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পোষাক পরিচ্ছদ দর্শনে অবাক্ হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। অভয়ের ন বাবুর সহিত কথা সমাপ্ত হইলে মেয়েকে কাছে না দেখিয়া ডাকিতে লাগিল; মেয়ে কাছে আসিয়া হাজির হইল। অতঃপর অভয় মেয়ের সহিত বাড়ী আসিল। জমিদার-বাড়ী বেড়াইতে যাইয়া মেয়ের মনে যে একটী বাসনার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, অভয় তাহা জানিতে পারে নাই, মেয়ে বাড়ী পৌছিয়াই মাকে তাহার মনোবাসনা জ্ঞাপন করিয়াছে। মা নিজেদের অভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া মেয়েকে ঐ ইচ্ছা পরিহার করিবার জন্য কত রকম বুঝাইলেন, মেয়ে বুঝিল না—চোখের জলে বক্ষঃ ভাসাইয়া আবদার করিতে লাগিল। মায়ের প্রাণ, তাতে আবার একমাত্র মেয়ে—মেয়ের ক্রন্দন মা সহ্য করিতে পারিলেন না। স্বামীকে বলিয়া মেয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন। মেয়ে আশ্বাসিত হইয়া শান্ত হইল। রজনীতে অভয় যখন মনিববাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া শয়নের পূর্ব্বে তামাক সাঁজিয়া খাইতেছিল—খক্ খক্ করে কাসিতেছিল, তখন অভয়ের স্ত্রী কহিল—"জমিদারবাড়ী মেয়েকে নিয়ে ত লাভ হয়েছে মন্দ নয়; মেয়ে ত ন বাবুর ছোট নাত্‌নীর গায়ে যেরূপ একটা জ্যাকেট দেখে এসেছে, সেরূপ জ্যাকেট একটা না দিলে কিছুতেই ছাড়্‌বে না—কেঁদে কেটে অস্থির।" অভয় রাগিয়া উঠিল। বলিল—"মেয়ে আকাশের চাঁদ চাহিলেই দিতে হবে না কি? বড়লোকের, ভদ্রলোকের ছেলে মেয়েরা যা পর্‌বে—আমাদের গরিবের ছেলে মেয়েকেও তাই পরাতে হবে! লোকে যে পাগল বল্‌বে।" "স্ত্রী কহিল—তা ত বুঝি মেয়ে যে ছাড়ে না।" অভয়—ছাড়ে না বলে কি করা যাবে; দিব কোথা হতে? টাকা পয়সারও ত দরকার। ঐরূপ একটা জ্যাকেটের দাম ৭৲ ৮৲ টাকার কম নয়—এক মাসের মাহিয়ানাতেও কুলায় না।" স্ত্রী—"মেয়ের কান্না যে সহ্য কর্‌তে পারি না। আমায় হাততাবিজ-বালা ও খাড়ু যদি বন্ধক না থাক্‌ত; তবে তা বিক্রী করেও

ক্ষান্তর মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ করতে পারতাম। হায় আমার অদৃষ্ট! সাত নয় পাচ নয় এক মেয়ে তাকেও ভাল খাওয়াইতে ভাল পরাইতে পারি না।” অভয়ের স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল। অভয় অনেকক্ষণ ভাবিল, পরে স্থির করিল, যদি টাকার যোগাড় করতে পারে, লোকে নিন্দা করবে তা কি করবে মেয়ের সন্তোষার্থে একটা জ্যাকেট কিনে দিবে। স্ত্রীকেও মনের ভাব জানাইয়া আশ্বস্ত করিল। অভয় টাকা সংগ্রহজন্য অনেকরূপ চেষ্টা করিল। কেহ জিনিষ বন্ধক চাহিল—কেহ টাকায় ৵৹ আনা সুদ চাহিল—কেহ ভাল জামিন দিলে টাকা দিতে স্বীকার করিল। অভয়ের জিনিষও ছিল না, জামিনও কেহ হল না—৵৹ দুই আনা সুদে টাকা কর্জ্জ করিতেও অভয়ের সাহসে কুলাইল না।

কাজেই মেয়েকে জ্যাকেট দিবার সঙ্কল্প অভয়কে পরিত্যাগ করিতে হইল। মেয়ে ষষ্ঠীর দিনও যখন অভিলষিত জ্যাকেট পাইল না তখন বিশেষরূপ মনোক্ষুণ্ণ হইল—কাঁদিয়া কাঁদিয়া বক্ষঃ প্লাবিত করিতে লাগিল। অভিমানে ও রোষে মাতাপিতার সহিত কথা বন্ধ করিল—আহার বন্ধ করিল। মাতা কত রকম বুঝাইল—পিতা আগামী বছর পূজায় নিশ্চয় জ্যাকেট কিনিয়া দিবে শপথ করিয়া কহিল—মেয়ে সান্ত্বনা লাভ করিল না। অনাহারে ও অতৃপ্তবাসনার তীব্র দংশনে ষষ্ঠীর দিন রাত্রেই মেয়ের জ্বর হইল। নবমীর দিন জ্বর অত্যন্ত বাড়িল; তারিণীডাক্তারকে দেখাইলে তিনি বলিলেন—‘জ্বর জটিল হইয়া পড়িয়াছে—জীবনের আশা খুব কম।’ অভয় ডাক্তারের পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল; বলিল ডাক্তারবাবু, আমার ক্ষান্তকে আপনি বাঁচাইয়া দিন্; আমি দুমাস আপনাকে বিনাবেতনে কাজ করিয়া দিব। টাকার জন্য আমার ক্ষান্তর চিকিৎসায় ত্রুটি করিবেন না।” ডাক্তারবাবু আশা দিলেন, ‘টাকা পয়সার অভাব জন্য চিকিৎসার কোন ত্রুটি হবে না; ফল কথা এখন তোমাদের অদৃষ্ট।’ ডাক্তার ভাল ভাল, ঔষধ দিলেন বটে; কোন ফল হইল না—অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। বিজয়া-দশমীর দিন দু’পরের সময় দরিদ্র মাতাপিতার একমাত্র হৃদয়-সম্বল-কন্যা ক্ষান্ত ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অভয়ের স্ত্রী ও অভয় শিরে করাঘাত করতঃ হৃদয়বিদারক স্বরে ‘জ্যাকেটের জন্যই মা আমাদের ছেড়ে গেলি’ ‘দারিদ্র্যই আমাদের কাল হ’ল’ বারংবার একথা বলে রোদন করিতে লাগিল। তাহাদের বিলাপে পাড়াপ্রতিবেশীরাও দারুণ শোকানুভব করিল। শোকে তাহারা উন্মাদ-প্রায় হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময় যখন মৃণ্ময়ী-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তবৃন্দ বিষণ্ণ মনে গৃহে ফিরিল—অভয়ও তখন বুকেরধন মেয়েকে শ্মশানে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া ঘরে ফিরিল! অবস্থানুরূপ শিক্ষার অভাবে, অসংযত লালসার প্রভাবে যে দরিদ্র-দম্পতীর হৃদয়ের ধন, হৃদয় চুরমার করিয়া চলিয়া গেল; তাহা কেহ বুঝিল না।—সকলেই বুঝিল ও বুঝাইল—এ আকস্মিক বিপদ;—এ দরিদ্র-দম্পতীর ললাট-লিখন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

বেলা যে যায়

বৈশাখ মাস, দিবা দ্বিতীয় প্রহর। ভীষণ গ্রীষ্ম। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতেজে চতুর্দ্দিক যেন দাবানল জ্বলিতেছে। বাতাস নাই। অতি গরমে শরীর ও মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। ঘরে তিষ্ঠান ভার। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। সে কালান্তকসদৃশ বিষম রৌদ্রের তীব্র দংশন-জ্বালা যেন আরও বাড়িল। সূর্য্যদেব, শ্মশানের শবের ন্যায় এ জীবন্ত মনুষ্যের সবলদেহকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। দৌড়িলাম। বাড়ীর অদূরে উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুলা ভীষণ আবর্ত্তময়ী পদ্মা। পদ্মা যেন বাতাস অভাবে এই নিদারুণ গ্রীষ্মে বিশেষ ক্লিষ্টা হইয়াই একটুকু শান্তভাবে আমাদের বাস-ভবন চুম্বন করিয়া কুলকুলরবে মনের দুঃখ বলিয়া বলিয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। এক্ষণ আর তাহার সেই উগ্রচণ্ডারূপিণী ভৈরবীমূর্ত্তি নাই। কালসহকারে সকলকেই একদিন হীনপ্রভ হইতে হয়। তাই বুঝি পদ্মার আজ এ শীর্ণমূর্ত্তি! নদীতটে নিবিড়পল্লবসন্নিবিষ্ট এক সহকার তরু পরমপিতা পরমব্রহ্মের করুণার ন্যায় দণ্ডায়মান। দৌড়িয়া সেই শান্তিময়ের শীতলচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। বারিবিধৌত শীতল সমীর অঙ্গ স্পর্শ করিল। আহা! কি সুমধুর শীতল স্পর্শ! এতক্ষণে কঠোর উপাসনার ফল ফলিল প্রাণ মন জুড়াইল!

সেই শান্তিপাদপের সুস্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় ঘনসন্নিবেশ নবীন শষ্পদলোপরি অর্দ্ধ শয়ান, অর্দ্ধ উপবিষ্ট অবস্থায় প্রকৃতির বিচিত্র সুষমারাশি দর্শন করিতে করিতে ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। ঈষৎ তন্দ্রাসমাগমে অভিভূত হইলাম। এই অবস্থায় অজ্ঞাতসারে অনেক সময় অপবাহিত হইল। কিছুকাল পরে অতি সুমধুর স্বরে কে যেন গাইল,—

"জীবন আঁধারে দাড়ায়ে কেন রে
মিছা কাজে ঐ বেলা যে যায়।"

সেই তানলয় বিশুদ্ধ সঙ্গীতের অমৃতলহরী আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সুষুপ্তি চলিয়া গেল। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি জাগিয়া উঠিলাম।

হায়! এই 'বেলা যে যায়' পঞ্চাক্ষর বাণী শুনিয়াই না একদিন কায়স্থকুলরত্ন ধর্ম্মবীর লালাবাবু সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন? বস্তুতঃ কর্ম্মক্ষেত্রের মোহপাশ ছিন্ন হইলে এমনি ভাবেই বিবেকবাণী হৃদয়-গুহায় প্রবেশ করিয়া থাকে। ভগবান এমনি ভাবেই সুমধুর স্বরবিশিষ্ট বিবেক বংশীবাদন-পূর্ব্বক সৌভাগ্যশালী পুণ্যাত্মা মানবকে মুক্তি-মার্গে আহ্বান করিয়া থাকেন। জানি না, কোন্ মনোমোহকরী মোহিনীশক্তিবশে সেই সুরসঙ্গীতের 'বেলা যে যায়' এই পঞ্চাক্ষর বাণী এ ক্ষুদ্র প্রাণে বড় বাজিল। একবার প্রকৃতি-পানে তাকাইলাম; দেখিলাম, আর বেলা নাই। ঐ সন্ধ্যাদেবী তমোময়ী নিশাসতীর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। ভাবিলাম প্রকৃতই বেলা যে যায়। সন্ধ্যাবেলা কৃষকবালা ঘাটে জল লইতে আসিয়াছে, মাতা ডাকিয়া

বলিল, "বাছা ত্বরা ঘরে আয়, বেলা যে যায়" পাখী ডাকিল, ডাকিয়া ডাকিয়া চলিয়া গেল, বলিয়া গেল, 'বেলা যে যায়।' নদী কুল কুল রবে "বেলা যে যায়" বলিয়া বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। নদীবক্ষে তরণীশ্রেণী মৃদুলতরঙ্গে অঙ্গ নাচাইয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতেছে, সেও যেন বলিয়া যাইতেছে, "বেলা যে যায়।" ঐ দেখ জলে, স্থলে, উর্দ্ধে ও অধোদেশে সকল দিকেই পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, ভূচর, খেচর প্রভৃতি জঙ্গমমাত্রই যেন বলিতেছে, "বেলা যে যায়।" সকলেই ঐ একই কথা বলিতেছে, বলিয়া বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। উহারা কোথায় যাইতেছে? কাহার অনুসন্ধানে যাইতেছে? কিসের তরে এত তাড়াতাড়ি—এত ছুটাছুটি করিতেছে? কেন সমস্বরে বলিয়া যাইতেছে, "বেলা যে যায়।" তবে ত সত্য সত্যই বুঝি বেলা যায়।

ঐ দেখ, পাখী ডাকিল, "বেলা যে যায়" বলিয়া চলিয়া গেল। নদী সেই একই দিকে দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল! উহারা কাহার উদ্দেশ্যে কোথায় চলিল?—এইমাত্র বুঝিলাম, সকলেই বলিয়া গেল, বেলা যে যায়। একবার এই নশ্বর জীবনের প্রভাত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিলাম, দেখিলাম, প্রকৃতই বেলা যে যায়। দেখিলাম ঐ যে জীবনের শেষের সেই ভয়ঙ্কর সন্ধ্যা তমোময়ী রজনীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। মনে বড় ভয় হইল। হায়! এই নশ্বর জগতে এই ক্ষণভঙ্গুর মানব-জীবন লইয়া কোন্ কুহকে ভুলিয়া কোন্ মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া অবিরত বেড়াইতেছি—ঘুরিতেছি! একবার ভাবিয়া দেখিতেছি না, বেলা যে যায়। হায়! বস্তুতঃই বেলা যে যায়! এ মোহময় সংসারে বসিয়া বসিয়া এত সময় কি করিলাম? জায়া, পুত্র, পরিবার ও অর্থের মোহে মুগ্ধ হইয়া কেন বৃথা সময় কাটাইলাম? যাহার জন্য আসিলাম, তাহার অনুসন্ধান করিলাম কৈ? এই ভবসাগরে যে রত্নের তরে ডুবিলাম তাহা পাইলাম কৈ? সাগরে ডুবিলাম, রত্নের বিনিময়ে কর্দ্দমাক্ত কলেবরে রিক্তহস্তে ভাসিয়া উঠিলাম! বেলা যে যায়, রত্নের কি করিলাম? ঐ যে তমোময়ী নিশা আসিতেছে! মানব পরমাণুরূপ দিবার অবসান হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। এক্ষণই বুঝিবা 'আয়ু-সূর্য্য' অস্তমিত হইবে, এখনই বুঝিবা এ জীবনাঙ্কের বিশ্ব-নাট্যশালার মোহময় অভিনয়ে যবনিকা পড়িয়া যাইবে। সময় থাকিতে একবার এ সংসারতরুর মোক্ষ-ফলটি কুড়াইয়া লইতে পারিলাম কৈ? হায়! ঐ যে বেলা যাইতেছে, ঐ যে জীবনমার্ত্তণ্ডের মধ্যাহ্নকালীন যৌবনতেজঃ ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে! মধ্যাহ্নের সেই প্রখর সূর্য্য ম্লানমুখে অস্ত যাইতেছে! এমনিভাবে দিবা যাইবে, এমনি করিয়া ভবের খেলা সাঙ্গ হইবে। তাই বলি মন! সময় থাকিতে একবার সেই ভবেরকাণ্ডারী শ্রীমধুসূদন শ্রীহরিকে ডাকিয়া লও, একবার সময় চলিয়া গেলে আর যে পাইবে না; ঐ দেখ বেলা যে যায়।

অন্তরে বাহিরে যেদিকে চাহিলাম, দেখিলাম, বেলা যে যায়। কিন্তু হায় ঐ দিন এবং দিনমণির যে আবার আবির্ভাব হইবে,—উহার যে পুনরায় এমনিভাবে হাসিতে হাসিতে উদিত হইবে। কিন্তু আমার এই জীবনরূপ ক্ষুদ্র দিনের একবার অবসান হইলে,—একবার এ

পরমায়ুহূর্য্য অস্ত গেলে,—একবার শেষের সে ভীমাযামিনী সমুপস্থিত হইলে, আর যে সে মহানিশার শেষ হইবে না! আর যে এ মরজগতে এ নশ্বর কলেবর লইয়া বিচরণ করিতে পারিব না। তাই বলি মন! বেলা যে যায়, একবার এ সংসারের শ্রেষ্ঠ রত্নটি লাভ করিতে, —একবার সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের পরমপদাশ্রয় পাইতে যত্ন কর। একবার সেই অপার্থিব অমূল্য স্বর্গীয় রত্নের জন্য লালায়িত হও। একবার সময় চলিয়া গেলে আর পাইবে না। এক্ষণই প্রস্তুত হও; ঐ দেখ, বেলা যে যায়।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ।

মোল্লাশাহ।

মোল্লাশাহ বদকশানের অধিবাসী ছিলেন। দিল্লীর রাজদরবারে তুর্কীসম্রাট্ শাহজহান তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি দারাশেকোর মুর্শিদ বা ধর্ম্মগুরু ছিলেন। (১) তিনি স্বয়ং লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ মিঞা শাহমীরের শিষ্য ছিলেন। উক্ত মিঞাসাহেবের নামানুসারে লাহোরের সন্নিকটে 'মেয়ানমীরের' নামাকরণ হইয়াছে। সেখানে এখনও তাঁহার সমাধি ও মস্‌জিদ দৃষ্ট হয়। ইতিহাস পাঠকের নিকট মীয়ানমীর যুদ্ধের জন্য সুপরিচিত। (২) বিখ্যাত ফরাসীভ্রমণকারী বার্ণিয়ার বলেন মুল্লাসালে সম্রাট্ আরঙ্গজেবের শিক্ষাগুরু ছিলেন। (৩) কেহ কেহ বলেন মুল্লাসালে ও মোল্লাসাহ একই ব্যক্তি। (৪) আমাদেরও তাহাই মনে হয়। কুটিল-কপটী আরঙ্গজেবকে ঐতিহাসিকগণ যতই প্রশংসা করুন না কেন, যোগ্যতা, প্রতিভা, পরিশ্রম ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে আরঙ্গজেব যতই অসাধারণ হউন না কেন, কিরীটলোলুপ ক্রূরপ্রকৃতি মোগল হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা বিষে জর্জ্জরিত হইয়া যে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সিংহাসনে স্থির হইয়া উপবেশন করিলে আরঙ্গজেবের সদ্‌গুণ বিকাশিত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু তাঁহার জন্মাবধি মহামতি দারার নাম শুনিলেই

---

(১) Mullah Shah, a native of Badakshan, was the Murshid or Spiritual guide of Dara Shikoh &.

Footnote, P. 154, Bernier's travels, Constable's Oriental miscellany, Vol. 1,

(২) 1843.

(৩) * * * his quondam teacher Mullah Sale. p. 154, Bernier's travels

(৪) He may be the Mullah Sale of Bernier's narrative, and have taught Aurangzeb also.

Footnote, p 154, ibid.

উন্মত্তের চিত্তবিক্ষোভের ন্যায় বিদ্বেষবহ্নি তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিত। এইজন্যই মোল্লাসালে, প্রিয়শিষ্য দারার প্রাণহত্যার পর ও আরঙ্গজেবের রাজ্যপ্রাপ্তির পর পুরস্কারপ্রার্থী হইয়া তাঁহার দ্বারস্থ হইলে আরঙ্গজেব অশিষ্ট দুর্ম্মুখের ন্যায় পরুষবাক্যে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু আরঙ্গজেব আপন স্বভাবসিদ্ধ চতুরতাবলে প্রকৃত মনোভাব গোপন করিতে পারিয়াছিলেন এবং মিথ্যাযুক্তি ও কূটতর্কের অবতারণা করিয়া দারার ধর্ম্মগুরুর প্রতি হৃদয়ের বিদ্বেষজনিত ক্রোধকে ছদ্মবেশ পরিধান করাইয়া দিয়াছিলেন। চতুর তুর্কীসম্রাটের প্রতিভা সে যুক্তিতে এরূপ সত্যের আভা যোজনা করিয়া দিয়াছিল, সে অপূর্ব্ব বাক্‌জালকে এরূপ অর্থ ও সারবত্তার আভরণে ভূষিত করিয়াছিল যে জগতের লোক আজ হৃদয়হীন দুর্বিনীত সম্রাটের গুরুর প্রতি অসদাচরণ বিস্মৃত হইয়া সাগ্রহে অনন্যচিত্তে তাঁহার সেই কথা কয়েকটী পান করে। (৫) বার্ণিয়ারের অমরলেখনী তাঁহার অক্ষয়স্মৃতি রক্ষা করিয়াছে।

ডাক্তার বার্ণিয়ার বলেন বৃদ্ধ মুল্লাসালে জীবনের অপরাহ্ণে কাবুলের নিকটে কোনও এক ক্ষুদ্র গ্রামে সম্রাট্ শাহজহান প্রদত্ত জায়গীরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিষ্য মেধাবী ছাত্র আরঙ্গজেব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ মৌলবী পুরস্কারেরলোভে রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। (৬) তাঁহার বড় সাধ হইল চক্ষু মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে শিষ্যের কৃপায় 'ওমরা'-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবন সার্থক করিবেন। এজন্য রওশিনারা বেগম পর্য্যন্ত ছোট বড় সকলের দ্বারা সুপারিশ করাইতে ত্রুটি করিলেন না। (৭) একদিন, দুইদিন নয়, দীর্ঘ তিনমাসকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ দরবারে হাজির রহিলেন। কিন্তু নির্ম্মম আরঙ্গজেব কৃপাদৃষ্টি দ্বারাও তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন না। প্রতিদিন তাঁহাকে রাজসভায় উপস্থিত দেখিয়া বিরক্ত হইয়া অবশেষে একদা আরঙ্গজেব নির্জ্জনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। সম্রাটের খাসকামরায় চারি পাঁচ জন শিক্ষাভিমানী বিশিষ্ট 'ওমরা' ব্যতীত আর কেহ উপস্থিত রহিল না। মুঁসো বার্ণারের 'আগাসাহেব' দানেশমন্দ খাঁ (৮) সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। আরঙ্গজেব সর্ব্বজনসম্মানিত, বাল্যগুরু বৃদ্ধ মৌলবীকে বিদ্রূপ বাক্যবাণে বিদ্ধকরিয়া বলিতে লাগিলেন, "মোল্লাজী! আমার নিকট তোমার কি প্রার্থনা। তুমি কি এরূপ দুরাশা পোষণ কর যে, আমি তোমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরারপদে উন্নীত করিব? এরূপ সম্মান লাভ করিবার পক্ষে তোমার যোগ্যতা ও অধিকার কি তাহা

(৫) See p. 76, Aurangzeb, Rules of India Series, also p. 10, Bernier's travels.

(৬) See p. 154, Bernier's travels.

(৭) there was no person of influence, up to Rauchinara Begum, whom he did not engage in his favour. p. 154, Bernier's travels.

(৮) Hakim-ul-Mouluk.Danech-muud-kan, p. 155, ibid.

একবার বিবেচনা করা যাউক। তুমি যদি বাল্যকালে উপযুক্ত শিক্ষা ও সদুপদেশ দ্বারা আমার মন পূর্ণ করিতে, তাহা হইলে এরূপ পদগৌরবলাভে তোমার অধিকার হইত, এ কথা আমি অস্বীকার করিতেছি না। আমার মতে সুশিক্ষিত যুবকের সৎশিক্ষার জন্য সে শিক্ষক অপেক্ষা তাহার পিতার নিকট অধিকতর ঋণী কিনা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়। (৯) আমি তোমার প্রদত্ত শিক্ষা হইতে কি জ্ঞান লাভ করিয়াছি? তুমি আমাকে শিখাইয়াছিলে যে সমগ্র "ফেরঙ্গিস্থান" একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র। পূর্ব্বে পর্ত্তুগলের রাজাই তাহার মহাপরাক্রান্ত সর্ব্বশ্রেষ্ট সম্রাট্ ছিলেন। পরে হলন্দের রাজা এবং তৎপর ইংলণ্ডের অধীশ্বর সম্রাট্ হইয়াছেন। ফ্রান্স ও আন্দালুসিয়া প্রভৃতি ফিরিঙ্গিস্থানের (১০) অন্যান্য নরপতিদের সম্বন্ধে তুমি আমাকে স্তোক দিয়াছিলে যে তাহারা আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণের ন্যায়। তুমি আরও বলিয়াছিলে যে হিন্দুস্থানের নরপতিগণ ভূমণ্ডলের আর সকল রাজাদিগের গৌরবশ্রী মলিন করিয়া দিয়াছে এবং জগতে তাহারাই একমাত্র হুমায়ুন (সুখী), আকবর (মহান্), জাহাঙ্গীর (ভুবনবিজয়ী) এবং সাহজাহান (পৃথ্বীপতি)। (১১) পারস্য, উজবেক দেশ, কাশগড়, তাতার, খাতায়, (১২) পেগু, শ্যাম, চীন ও মহাচীন সকলেই ভারতের নামে ভয়ে কম্পিত। কি সুন্দর ভৌগোলিক! কি সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক! পৃথিবীর যাবতীয় জাতিসকলের বিশেষ বিশেষ গুণ ও শক্তি তাহাদের সমর প্রণালী, রীতিনীতি, ধর্ম্ম ও শাসনপ্রথা প্রভৃতি প্রধান প্রধান অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষাপ্রদান করা কি আমার শিক্ষকের উচিত ছিল না? রীতিমত ঐতিহাসিক পাঠ শিক্ষা দিয়া রাজ্যসকলের উৎপত্তি, শ্রীবৃদ্ধি ও পতনের ইতিবৃত্ত এবং যে সকল স্বাভাবিক ও আকস্মিক ঘটনা ও ভ্রমপ্রমাদদ্বারা রাজ্যের মহাবিপ্লব ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহাদের বিবরণ আমাকে অবগত করান কি আমার শিক্ষকের কর্ত্তব্য ছিল না? মানবজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর ও বিশদ জ্ঞানলাভ ত দূরের কথা, আমি তোমার নিকট হইতে এই সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা আমার স্বনাম প্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষদিগের নামও শিক্ষা পাই নাই। তাঁহাদের জীবনী ও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এবং যে সকল অদ্ভুত ক্ষমতা ও শক্তিবলে তাঁহারা বিপুল সাম্রাজ্য জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তুমি আমাকে কিছুই উপদেশ দেও নাই। রাজার পক্ষে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশসকলের ভাষাজ্ঞান একরূপ অপরিহার্য্য, কিন্তু তুমি আমাকে কেবল আরবী ভাষা শিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়াছিলে। দশ বার বৎসর ক্রমাগত কঠিন পরিশ্রম না করিলে কেহ আরবী ভাষা সম্যক আয়ত্ত করিতে পারে না। তুমি নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিলে যে আমার অমূল্য জীবনের এত দীর্ঘ সময় এইরূপ কঠিন আরবী ভাষা

(৯) See p. 155 Bernier's travels.

(১০) Franguistan p. 155 ibid.

(১১) that they alone were Humayons, Ekbars, Jehan Guyres or Chahjehans &. ibid.

(১২) Catay. Here catay (cathay) is used as if the name of a distinct country other than China &. Footnote, p. 155, ibid.

শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া তুমি আমাকে চির-বাধিত করিয়া রাখিয়াছ। রাজকুমারদিগকে ক্ত প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা প্রদান করা উচিত। কিন্তু তোমার শিক্ষাপ্রণালী দৃষ্টে মনে হইত যেন মৌলবী বা মুফ্তির ন্যায় ব্যাকরণাদি বিদ্যার পারদর্শিতালাভই রাজকুমার-দিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। (১৩) এইরূপে শুষ্ক নিষ্ফল অনন্ত শব্দ শিক্ষার জন্য কঠিন পরিশ্রমে তুমি আমার যৌবনের অমূল্য সময় নষ্ট করাইয়াছ।" (১৪)

মঁসো বার্ণিয়ার বলেন আরঙ্গজেব এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ইতি দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নাকি খাস কামরায় উপস্থিত কোন কোন মৌলবীকে বলিতে শুনিয়াছিলেন যে সম্রাট্ কিছুক্ষণ অন্য বিষয় বাক্যালাপ করিয়া পুনরায় মৌলবীকে নিম্নলিখিত বাক্যে তিরস্কার করিয়াছিলেন, বর্ণিয়ার নিশ্চয় বলিতে পারেন নাই ইঁহারা সম্রাট্কে তোষামোদ করিয়া তাঁহার ক্রোধের পরিমাণাধিক্য প্রদর্শন করিতে অথবা মৌলবীর প্রতি হিংসা প্রণোদিত হইয়া এইরূপ বলিয়া-ছিলেন। (১৫) যাহা হউক তাঁহারা বলিয়াছেন সম্রাট্ মুল্লাজীকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন :— (১৬)

"তুমি কি জানিতে না যে শৈশব কালেই স্মৃতিশক্তি প্রবল থাকে, তখন মন সহস্র প্রকার সদুপদেশ গ্রহণ করিতে পারে এবং যে সকল উচ্চভাব ও উচ্চাদর্শ হৃদয়কে উন্নত করিয়া ভবিষ্যতে মানবকে মহদানুষ্ঠানের উপযুক্ত করিতে পারে সেইরূপ অমূল্য শিক্ষাদ্বারা চিত্ত সহজেই সমলঙ্কৃত হইতে পারে? আমরা কেবল কি আরবী ভাষার সাহায্যেই "নামাজ" পড়িতে পারি?এবং আইন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি? মাতৃভাষায় উপাসনা করিলে কি তাহা তুল্যরূপে ভগবানের নিকট গ্রাহ্য হইবে না? (১৭) কোন কঠিন বিষয় কি মাতৃভাষায় সহজে প্রকাশ করিয়া বলা যাইতে পারে না? তুমি আমার পিতা সাহজহানকে বুঝাইয়াছিলে যে তুমি আমাকে দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইয়াছিলে। হাঁ তা বটে, আমার বেশ স্মরণ আছে যে কয়েক বৎসর যাবৎ তুমি কতকগুলি অনাবশ্যক অর্থশূন্য প্রশ্ন ও সূত্রাদি দ্বারা আমার মস্তিষ্কের পীড়া উৎপাদন করিয়া-ছিলে। (১৮) সে সকল বিষয় কদাচিৎ জীবনের কোন কার্য্যে আসিতে পারে। তাহাদের কোন সন্তোষজনক মীমাংসাও নাই। সেই সকল উদ্দাম অতিরঞ্জিত 'খেয়াল' বহুকষ্টে

(১৩) As if it were chiefly necessary that he should possess great skill in grammar, and such knowledge as belongs to a Doctor of law. p. 156, ibid.

(১৪) See p. p. 155-157, Bernier's travels. Constable's Oriental miscellany vol. 1.

(১৫) See p. 157. ibid.

(১৬) he resumed his discourse in this strain, p. 158. ibid.

(১৭) May not our devotions be offered up as acceptable as in our mother tongue? p. 159, ibid.

(১৮) harassed my brain & p. p. 159—160.

একবার ধারণা করিলেও পরমুহূর্তেই বিস্মৃত হইতে হয়। তাহার একমাত্র ফল এই যে মন অবসন্ন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং মানুষ একগুঁয়ে হইয়া প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধমত সহ্য করিতে অক্ষম হয়। যে সকল সংজ্ঞা উপপত্তি ও বিষয় তোমার প্রিয়, তুমি তাহাতেই আমার মহামূল্য সময় অতিবাহিত করাইতে। ফলে আমি যখন তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম তখন আমার গৌরব করিবার আর কোন বিদ্যাই ছিল না; কেবল কতকগুলি দুর্বোধ্য অপ্রচলিত আড়ম্বরপূর্ণ শব্দসমষ্টিই আমার সম্বল ছিল। যে সকল দুরূহ বাক্‌ব্যূহ-দর্শনে অত্যন্ত মেধাবী ও অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন যুবককেও ভয়ে এবং নিরাশায় সংজ্ঞাহীন হইতে হয়। (১৯) তোমার ন্যায় (২০) যেসকল অপদার্থ লোক অপরের মনে মিথ্যা ধারণা জন্মাইবার প্রয়াস পায় যে তাহারা জ্ঞানগরিমা ও বিজ্ঞতায় সাধারণ লোক অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে অবস্থান করে (২১) এবং তাহাদের জটিল দুরূহ দ্ব্যর্থবোধক শব্দাড়ম্বরের অন্তরালে অপরের দুজ্ঞেয় কিন্তু কেবল তাহাদেরই জ্ঞাতব্য গভীর রহস্য লুক্কায়িত আছে, সেই সকল দর্শন-বিজ্ঞানের মিথ্যাজ্ঞান ভাণকারী, কপটী ব্যক্তি-দিগের মূর্খতা ও অহঙ্কার আচ্ছাদন করিবার জন্য এইরূপ শব্দ ঘটার আবিষ্কার করা হইয়াছে।

(১৯) * * * many obscure and uncouth terms, calculated to discourage, confound and appal a youth of the most masculine understanding &. p. 160.

(২০) like yourself p. 160.

(২১) transcend.

তুমি যদি আমাকে সেইরূপ দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতে যাহাতে মানবমনকে বিচার ও যুক্তিতে অভ্যস্ত করে এবং সুতর্ক ও দৃঢ়যুক্তি ব্যতীত অপর কিছুতেই চিত্তকে সন্তুষ্ট ও নিরস্ত হইতে দেয় না, তুমি যদি আমার অন্তঃকরণে সেই সকল উপদেশ বদ্ধমূল করিয়া দিতে যাহাতে আত্মা উন্নত হয় এবং ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে চিত্ত চঞ্চল হয় না এবং যাহাতে সর্ব্বজনবাঞ্ছিত বিকারশূন্য শান্তভাব ও সাম্যাবস্থা উৎপাদন করে যে অবস্থায় সৌভাগ্যোদয়ে চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল, উদ্ধত বা অহঙ্কার দৃষ্ট হয় না এবং কষ্টের সময়ও নিতান্ত হীনভাবে অবসন্ন হইয়া পড়ে না। তুমি যদি আমাকে লোকচরিত্র বুঝিতে শিক্ষা দিতে, সর্ব্বদাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতি অবলম্বন করিতে অভ্যাস করাইতে এবং বিশ্ব-জগত সম্বন্ধে উদার, মহান্‌ ও উচ্চ ধারণা মনে সঞ্চার করিয়া দিতে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অংশ, গতি, নিয়ম, শৃঙ্খলা প্রভৃতি (২২) যাবতীয় তথ্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান উৎপাদন করিতে—তোমার নিকট শিক্ষালব্ধ দর্শন ও বিজ্ঞান যদি এইরূপ প্রকৃতির হইত, তাহা হইলে আমি বলিতে পারি সেকেন্দর তাঁহার শিক্ষক এরিষ্টোটলের নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞ ছিলেন, আমি তোমার নিকট তদপেক্ষাও অধিকতর কৃতজ্ঞ হইতাম এবং এরিষ্টোটল গ্রীক্‌ সম্রাটের নিকট হইতে যেরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তদপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রকার উৎকৃষ্টতর পুরস্কার প্রদান করিয়া তোমাকে সম্মানিত করা আমি আমার একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতাম। হে

(২২) আরঙ্গজেবের উক্তির মধ্যে এইটুকু সর্ব্বোৎকৃষ্টাংশ।

চাটুকার! একবার সত্য বল দেখি (২৩) রাজা ও প্রজার পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য প্রত্যেক ভূপতির বিদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক, অন্ততঃ সে বিষয়েও কি তোমার আমাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল না? তোমার কি এতটুকুও বোঝা উচিত ছিল না, যে কালে কোন সময়ে হয় ত আমাকে সহোদরগণের সহিত তরবারী হস্তে রাজমুকুটের জন্য এবং এমন কি আমার নিজের জীবন রক্ষার (২৪) জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে? তুমি অবগত আছ ভারতের প্রায় প্রত্যেক নৃপতির সন্তানদিগের অদৃষ্টেই এইরূপ ঘটিয়াছে। তুমি কি আমাকে কখনও কিরূপে নগর অবরোধ করিতে হয়, কিরূপে রণস্থলে সৈন্য সমাবেশ ও ব্যূহ রচনা করিতে হয় এসকল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলে? ভাগ্যে আমি এসকল বিষয়ে তোমা অপেক্ষা বিজ্ঞতর ব্যক্তি-দিগের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলাম! যাও, তোমার সেই পল্লীগ্রামের বাসস্থানে চলিয়া যাও। (২৫) আজ হইতে কেহ যেন জানিতে না পারে তুমি কে এবং তোমার কি হইয়াছে (২৬)।"

ইহাই আরঙ্গজেবের গুরুদক্ষিণা। উত্তর-রামচরিতে সীতাদেবীর মুখে দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস-বদ্ধ পদ দেখিয়া পূজ্যপাদ গুরুদেব কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'সীতা স্ত্রীলোক, তাঁহার মুখে এরূপ কঠিন ভাষা কি শোভা পায়?' পণ্ডিতপ্রবর উত্তর দিয়াছিলেন "বাপুহে! সমাসের ভিতর দিয়া যে ভবভূতির দাড়ি দেখা যাচ্ছে।" উল্লিখিত আরঙ্গজেবের উক্তিতেও ফরাসী মশল্লার গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে। (২৭) ইয়োরোপে ফরাসীরা একটী ক্ষুদ্রজাতি, এ কথা বার্ণীয়ের মনস্তাপের কারণ হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে মোগল-সম্রাট্ আরঙ্গজেবের ক্রুদ্ধ হইবার কোনই কারণ নাই। আরঙ্গজেবের ন্যায় 'নমাজী' গোঁড়া মুসলমান আরবী শিক্ষার প্রতি প্রকাশ্যে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া মাতৃভাষায় প্রার্থনা ও উপাসনা প্রস্তাব করিবে, ইহা যাহার ইচ্ছা হয় সে বিশ্বাস করুক। মুসলমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি বার্ণীয় আন্তরিক বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। (২৮) অতএব আরঙ্গজেবের কথার উপর তিনি নিজের রং চড়াইয়া অন্তরের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ফরাসী খোলস বাদ দিলেও উহাতে অনেক সারাংশ থাকিয়া যায়, যাহা ভাবিবার ও

(২৩) Answer me, sycophant &. p. 160, Bernier's travels.

(২৪) and for my very existence. p. 160, ibid.

(২৫) Go! withdraw to thy village, &. p. 161.

(২৬) See pp. 158—161, Bernier's travels.

(২৭) The theory of royal education thus expressed with some French periphrasis, would have done credit to Roger Ascham when he was training the vigorous intellect of the future Queen Elizabeth in her seclusion at Chestnut. p.77, Aurangzeb, Rules of India Series.

(২৮) their philosophy abounds with even more absurd and obscure notions than our own. Their Philosophers employ even more gibberish than ours do.
p. 160, Bernier's travels.

বুঝিবার বিষয়। মুল্লাসালে দারাকে যুবরাজ মনে করিয়া তাঁহাকে ভবিষ্যতের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু উপদেশ প্রদান করিতেন। আরঙ্গজেব আশৈশব দারার মহাশত্রু ছিলেন। হয়তঃ তিনি তখন হইতেই ভারতের রাজকিরীট জীবনের আরাধ্য বস্তু মনে করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কণ্টক স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। মুল্লাজীর দারার প্রতি পক্ষপাত ও বিশেষানুগ্রহ তাঁহার সহ্য হইত না। সম্রাটের তৃতীয় পুত্র আরঙ্গজেব যে ভবিষ্যতে সিংহাসনে বসিবেন, মিঞাজী পুথিগত বিদ্যায় তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আরঙ্গজেব তাঁহাকে সেই অতীত ভ্রান্তির জন্য বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। উক্তির ছত্রে ছত্রে শ্লেষ, বিদ্বেষ ও হিংসার গরল উচ্ছ্বসিত হইতেছে। অথচ তাহার প্রতিবর্ণে প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি ক্রীড়া করিতেছে। সেই সুদূর অতীত কালে শিক্ষা সম্বন্ধে অভিনব মত কতক পরিমাণে বার্ণিয়ারের স্বকপোলকল্পিত হইলেও তাহাতে আরঙ্গজেবের অদ্ভুতপ্রতিভাপ্রসূত মৌলিকত্বের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বক্তার তেজঃ, ওজস্বিতা, বাক্‌চাতুর্য্য, তার্কিকতা যুক্তিজাল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ভবিষ্যতদৃষ্টি, উৎসাহ ও আগ্রহ বার্ণিয়ারের স্মৃতি ও ভাষা যথাসম্ভব ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে। আমরা 'পত্রাবলীতে' আরঙ্গজেবের পাণ্ডিত্য, লিপিকৌশল ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি। উপরিলিখিত বক্তৃতার ভিতর দিয়াও আমরা ফরাসীপোষাক পরিহিত চুগভ়াই তুর্কীসম্রাট্ আরঙ্গজেবের চিত্র দেখিতে পাই—তাঁহার কুটনীতি ও মন্ত্রগুপ্তি, তাঁহার কপটযুক্তি, (২৯) তাঁহার দুর্ব্বলতা, তাঁহার প্রতিহিংসাপরায়ণতা, তাঁহার বাক্‌পটুতা, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার দূরদৃষ্টি, তাঁহার সপ্ততালভেদী সূচী সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং অবশেষে তাঁহার আত্মহারা ক্রোধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত রহিয়াছে।

আর মুল্লাসালে সাহেব? যে গুরুর শিক্ষাগুণে আরঙ্গজেবের ন্যায় স্বার্থপর, পিতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃঘাতী ও কপটী ছাত্র প্রস্তুত হয়, তিনি আর কি অধিক পুরস্কার লাভের আশা করিতে পারেন?

শ্রীরসিকলাল রায়।

(২৯) He was reserved, subtle, and a complete master of the art of dissimulation.

p. 10, Bernie's travels.

বিজয়সেন প্রশস্তি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৫)।

দত্তা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভৃতামুর্ব্বীমুরীকুর্ব্বতা
বীরাসৃগ্-লিপি-লাঞ্ছিতোঽসিরমুনা প্রাগেব
পত্রীকৃতঃ।
নেত্থং চেৎ কথমন্যথা বসুমতী ভোগে
বিবাদোন্মুখী
তত্রাকৃষ্ট-কৃপাণধারিণি গতা ভঙ্গং দ্বিষাং
সন্ততিঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ।

উর্ব্বীং উরীকুর্ব্বতা অমুনা (বিজয়সেনেন) প্রতিক্ষিতিভৃতাং (শেষে ষষ্ঠী) দিব্যভুবঃ দত্তাঃ। অমুনা (বিজয়সেনেন) বীরাসৃগ্-লিপি-লাঞ্ছিতঃ অসি প্রাগেব, (দিব্যভূদানাদিতি শেষঃ) পত্রীকৃতঃ। ইত্থং নচেৎ, অন্যথা তত্র বিজয়সেনে আকৃষ্ট কৃপাণধারিণি সতি, বসুমতী-ভোগে বিবাদোন্মুখী (সতী) দ্বিষাং সন্ততিঃ কথং ভঙ্গং গতাঃ ॥১৯॥ (২১)

বঙ্গার্থ।

মহারাজ বিজয়সেন পৃথিবী বিজয় করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিকুল নৃপতিদিগকেও দিব্য-ভূমি দান করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন।) প্রতিকূল নৃপতি-দিগকে যে দিব্যভুমি দান করিবেন, এ সংবাদ পূর্ব্বেই বিজয়সেন, পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। (বিজয়সেন অসংখ্য বীর নিধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রক্তে তদীয় অসি রঞ্জিত ছিল, কবি বলিতেছেন যে, ঐ অসি যেন পত্র, আর তদুপরিলিপ্ত রক্ত যেন অক্ষর, ঐ রক্তমাখা তরবারী দেখিয়াই, শত্রুগণ প্রাণ-ভয়ে সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল।) যদি বল পত্র কৈ? আর তাহার অক্ষর কৈ? তদুত্তর এই যে, যদি পত্রই না পাঠাইবেন, তবে কেন, হে বিজয়সেন! আপনি যখন শস্ত্রধারণ-পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, তখন শত্রু-সন্ততিরা, (যাহারা চিরদিন পৃথিবী ভোগ লইয়া বিবাদ বিসংবাদ করেন, তাদৃশ লোলুপ-গণ কেন) কি জন্য আপনাকে কৃপাণহস্তে আসিতে দেখিয়া রণে ভঙ্গ দেন? ॥১৯॥

(২১) এই প্রশস্তির ১৯ হইতে ২৪ শ্লোকের অন্বয় ও বঙ্গার্থ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহোদয় কৃপা করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। পাদ মন্তব্যগুলি সম্পাদক মহাশয়ের। এই স্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে ফরিদপুর জিলান্তর্গত উজিরপুর গ্রামবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাম-গোপাল স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এই প্রশস্তির অন্বয়াদি ব্যাখ্যা করিতে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। প্রতিক্ষিতি ভৃতাং উর্ব্বীং উরী কুর্ব্বতা (তেভ্যঃ) দিব্যভুবঃ দত্তা, অর্থাৎ প্রতি পক্ষীয় রাজন্যদিগের রাজ্য গ্রহণ করিয়া বিজয় সেন নরপতি প্রতিদান স্বরূপ তাহা-

ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বান্যথা মনন-রূঢ়-নিগূঢ়-রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপ
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায় ॥২০॥

অন্বয়ঃ।

"ত্বং নান্যবীরবিজয়ী"—(অর্থাৎ নান্যদেশীয় বীরাণেব বিজেতুং শক্নোষি) ইতি কবীনাং গিরঃ অন্যথা শ্রুত্বা (অন্যার্থকত্বেন বুদ্ধা) (অর্থাৎ ত্বং অন্য বীরবিজয়ী ন ভবসি ইতি মত্বা) যঃ (বিজয়সেনঃ) মনন-রূঢ়-নিগূঢ়-রোষঃ (সন্) তরসা গৌড়েন্দ্রং অদ্রবৎ, অপাকৃতকামরূপভূপং (কলিঙ্গ বিশেষণং) কলিঙ্গং অপি (চ) তরসা জিগায়। অথবা অপাকৃতকামরূপভূপং যথা তথা (জিগায় ইতিক্রিয়া বিশেষণম্) ॥২০॥ (২২)

বাঙ্গার্থ।

তুমি নান্যদেশের বীরদিগকে বিজয় করিয়াছ, কবিদিগের এই স্তুতিবাক্য অন্য প্রকারে বুঝিয়া, (যেমন তুমি, ন+অন্য=নান্য। নান্যবীর-বিজয়ী অন্য কোনও বীরকে বিজিত করিতে পার নাই, এইভাবে বুঝিয়া, কিংবা তুমি কেবল নান্যদেশের বীরদিগকেই বিজিত করিতে পার, অন্য কোন দেশের বীরের বিজয় সাধন তোমার অসাধ্য) এক কথায় আর এক অর্থ করিয়া, বিজয়সেন মনে মনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, গৌড়াধিপতিকে পরাভূত, কামরূপাধি-পতিকে দূরীকৃত এবং কলিঙ্গাধিপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন ॥ ২০॥

দিগকে উত্তম স্থান প্রদান করিলেন, অর্থাৎ বধসাধন করিয়া স্বর্গরাজ্যে পাঠাইলেন। অমুনা (বিজয় সেনেন) বীরাসৃগ্‌ লিপি লাঞ্ছিতঃ অসি প্রাগেব পত্রীকৃতঃ। সেই বিজয় সেনের বীরশোণিতরঞ্জিত অসি ঐ সকল রাজাদিগের নিধন বার্ত্তা পূর্ব্বেই জ্ঞাপন করিয়াছিল। যদি তাহা না করিত তবে তাঁহাকে শস্ত্রধারী দেখিয়া বসুমতী লোভে বিবাদোন্মুখী রাজন্যগণ কি জন্য রণেভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিত। কায়স্থকবি উমাপতি ধরের কবিতাগুলি অনেক সময়ে অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত, তাই জয়দেব তাঁহাকে "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ" বলিয়াছেন; উর্ব্বীং—পৃথিবীকে। উরী কুর্ব্বতা—বিস্তৃত অথবা জয় করিয়া। অমুনা—অদস্ শব্দের তৃতীয়া সেই, প্রসিদ্ধ। ক্ষিতিভৃতা—ক্ষিতিভৃৎ—রাজা। অসৃক্—অসৃজ্‌ প্রথমার এক বচন শোণিত। কৃপান ধারিণি—ধারিন্ শব্দ সপ্তমীর এক বচন, সুসজ্জিত, সশস্ত্র। পত্রীকৃত—লিখ্যকৃত। ছন্দ—শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

(২২) নান্য—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা-পূর্ণ দেশ। "তুমি নান্য বীরদিগকে বিজয় করিয়াছ" কবিদিগের এই প্রকার গাঁথা শ্রুত্বান্যথা, অন্য অর্থে তুমি বীরপদবাচ্য কাহাকেও জয় করিতে পার নাই বুঝিয়া বিজয় সেন সক্রোধে গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। কবীনাং গিরঃ—কবি-দিগের বাক্য। অদ্রবৎ—দ্রু ধাতু, হন্তনি, তাড়িত করিয়াছিলেন। তরসা—সহসা। জিগায়—জি ধাতু পরোক্ষা। কবি এই শ্লোকে হ্যস্তনি ও পরোক্ষা ব্যবহার করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন যে বিজয়সেন কলিঙ্গরাজাকে পরাজিত করিবার পরে বঙ্গাধিপকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছিলেন। ছন্দ বসন্ততিলক।

শূরম্মন্য ইবাসি নান্য! কিমিহ স্বং রাঘব!
শ্লাঘসে?
স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধন! মুঞ্চ বীর! বিরতো নাদ্যাপি
দর্পস্তব!
ইত্যন্যোন্য মহর্নিশপ্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ
ক্ষ্মাভুজাং
যৎ কারাগৃহ যামিকৈর্নিয়মিতো
নিদ্রাপনোদক্রমঃ ॥২১॥

অন্বয়।

হে নান্য! ত্বং শূরম্মন্য ইবাসি, হে রাঘব! কিং বৃথা শ্লাঘসে? হে বর্দ্ধন! স্পর্দ্ধাং মুঞ্চ, হে বীর! বীরতোভব অদ্যাপিতে দর্পঃ ন (ভবিতু মর্হতি) ইতি এবম্প্রকারেণ অহর্নিশ প্রণয়িভিঃ (নিরন্তর মুখিতৈরিত্যর্থঃ) ক্ষ্মাভুজাং কোলাহলৈঃ (করণৈঃ) যৎ কারাগৃহ যামিকৈঃ নিদ্রাপনোদক্রমঃ নিয়মিতঃ ॥২১॥ (২৩)

বঙ্গার্থ।

"হে নান্য! (নান্যদেশীয় নৃপতি) তুমি বৃথা নিজকে বীর ভাব, হে রাঘব! কেন আর বৃথা আত্মশ্লাঘা কর? হে বর্দ্ধন! তুমিও আর বড়াই করিও না, হে বীর! (বীরনামক রাজা) বিরত হও, তোমার স্পর্দ্ধার দিন আর নাই।" এই প্রকারে এই প্রকারে, কারারুদ্ধ নৃপতিগণ অহর্নিশ, নিজেরা যে কোলাহল করিতেন, সেই চীৎকারে বিজয়সেনের কারারক্ষকদিগের অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি প্রশমিত হইত। অর্থাৎ কারাবদ্ধ রাজাদের এই প্রকার সমুচ্চ কথপোকথনে কারারক্ষকদিগের কাণ ঝালা পালা হইত। ॥২১॥

পাশ্চাত্য-চক্র-জয়-কেলিষু যস্য যাবৎ
গঙ্গাপ্রবাহ মনুধাবতি নৌবিতানে।
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্মপঙ্ক
লগ্নোজ্ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি ॥২২॥

অন্বয়ঃ।

যস্য (বিজয়সেনস্য) পাশ্চত্য-চক্র-জয়-কেলিষু, নৌবিতানে যাবৎ (সাকল্যেন) গঙ্গাপ্রবাহং অনুধাবতি (সতি,) তরিঃ ইন্দুকলা (তরিরূপিনী ইন্দুকলা ইত্যর্থঃ) ভর্গস্য মৌলি-সরিদম্ভষি ভস্মপঙ্ক-লগ্নোজ্ঝিতা সতীব চকাস্তি, (সতি চকাস্তীব) ॥২২॥ (২৪)

(২৩) বোধ হয় কবি এখানে ৪টী বীরের কথা উল্লেখ করিতেছেন যথা—নান্য, বীর, বর্দ্ধন ও রাঘব। বিজয়সেন নান্য ও বীরনামক ২ জন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন ইহা ঐতিহাসিক তত্ত্ব। কিন্তু বর্দ্ধন ও রাঘব কে, আমরা বলিতে পারি না। কারারুদ্ধ নৃপতিগণ অহর্নিশ ঐ প্রকার কোলাহল করিয়া কারারক্ষকদিগের অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি নিবারিত করিত। ক্ষ্মাভুজাং—ক্ষ্মাভুক্ শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচন, নৃপতি-সকলের। অহর্নিশ— প্রণয়িভিঃ— দিবানিশি শব্দায়মান, ইহা কোলাহলৈঃ শব্দের বিশেষণ, অর্থাৎ রাজাদিগের দিবারাত্রি শব্দায়মান কোলাহল দ্বারা। ছন্দ শার্দ্দূল বিক্রীড়িত।

(২৪) পাশ্চাত্য-চক্র-জয়-কেলিষু নৌবিতানে, উত্তর-পশ্চিমদেশীয় রাজাদিগের জয় ক্রীড়ায় নিযুক্ত বিজয়সেনের রণতরী সকল। গঙ্গা প্রবাহং অনুধাবতি—গঙ্গার স্রোতোভিমুখে (obedient to the stream) যখন চলিয়া যাইত তখন শ্বেতগঙ্গা প্রবাহে কৃষ্ণবর্ণ তরণী-গুলি, মহাদেবের ললাটস্থ ভস্মপঙ্কে কর্দ্দমিত

বঙ্গার্থ।

পশ্চিমদেশীয় নৃপতিগণের বিজয়রূপ ক্রীড়ায়, যে বিজয়সেনের রণতরীসমূহ যখন গঙ্গার স্রোতের সহিত ভাসিয়া যাইত, অর্থাৎ স্রোতের বশে বশে চলিত, তখন মনে হইত, সেই রণতরীগুলি যেন ইন্দুকলার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইন্দুকলা শুভ্র, আর নৌকাগুলি কালো, তবে এপ্রকার মনে হইবার কারণ কি? ইহার উত্তরে কবি বলিতেছেন যে,—মহাদেবের মাথায় যে গঙ্গা আছেন, তাঁহার জলে মহাদেবের ললাটস্থিত ভস্ম পড়িয়া, গাঢ় কর্দ্দমে পরিণত হইয়াছে। সেই কর্দ্দমে পড়িয়া চন্দ্রশেখরের ললাট-চন্দ্রের মূর্ত্তিও কালো ও কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে, তাই ঐরূপ রূপক করা হইয়াছে ॥২২॥

মুক্তাঃ কার্পাস-বীজৈর্ম্মরকত শকলং শাকপত্রৈরলাবু

পুষ্পৈরূপ্যাণি রত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমানাম্।

কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ

শিক্ষ্যন্তে যৎ প্রসাদাদ্ বহুবিভবজুষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়ানাম্ ॥২৩॥ (২৫)

অন্বয়ঃ।

যৎ প্রসাদাৎ (যস্য বিজয়সেনস্য দানাদিরূপাদনুগ্রহাৎ) বহুবিভবজুষাং শ্রোত্রিয়াণাং যোষিতঃ নাগরীভিঃ,—কার্পাস-বীজৈঃ মুক্তাঃ, শাকপত্রৈঃ মরকতশকলং, অলাবু-পুষ্পৈঃ রূপ্যাণি, পরিণতিভিদুরৈঃ দাড়িমানাং কুক্ষিভিঃ রত্নং, কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং, শিক্ষ্যন্তে, (প্রবীণাঃ নগর-বিলসিন্যঃ, মুক্তাদীনাং পরিচয়ং অজানতীঃ শ্রোত্রিয়াণাং মুগ্ধপ্রকৃতীঃ কামিনীঃ সম্বুধ্য কথয়ন্তি—অয়ি! কার্পাসবীজবৎ যদ্বস্তু ইদং দৃশ্যতে, তদেব মুক্তা-ইতি কথ্যতে, এবং অন্যত্রাপি ॥২৩॥ (২৫)

বঙ্গার্থ।

রাজা বিজয় সেন তাঁহার আশ্রিত শ্রোত্রিয়দিগকে নানাবিধ মণিরত্ন, রজত কাঞ্চন মরকত মণি প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন, কিন্তু

চন্দ্রকলার ন্যায় প্রতীয়মান হইত। ভর্গস্য—মহাদেবের। মৌলি—মস্তক। সরিৎ—নদী, গঙ্গা। অম্ভসি—জলে। লগ্নোজ্ঝিতা—মিশ্রিত। ইন্দুকলা—চন্দ্রকলা। চকাস্তি—কাস ধাতু—দীপ্তি, শোভা পাইতেছে। ছন্দ বসন্ততিলক।

(২৫) শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয় এই শ্লোকের যে অন্বয়াদি ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই—

"যস্য বিজয়সেনস্য প্রসাদাৎ প্রসন্নতায়াঃ বহুবিভবজুষাং অনেক বিত্ত সেবিনাং শ্রোত্রিয়ানাং অনেন সৎপাত্রেভ্যঃ শ্রোত্রিয়েভ্যঃ বহুতর ধন দানাৎ বিজয়সেনস্য কীর্ত্তিরূপলভ্যতে। যোষিতঃ স্ত্রিয়, শিক্ষ্যন্তে, জ্ঞাপ্যন্তে, নাগরীভিঃ বেশ্যাভিঃ। কিং জ্ঞাপ্যন্তে ইত্যত আহ—মুক্তাঃ কার্পাসবীজৈরিত্যাদি। কার্পাসবীজৈর্মুক্তাঃ, শাকপত্রৈঃ মরকতশকলং, মরকত খণ্ডং অলাবুপুষ্পৈঃ রূপ্যাণি, পরিণতিভিদুরৈঃ পরিপাক দশায়াং ভিদাং গতৈঃ বিদীর্ণৈরিতিযাবৎ, দাড়িমাণাং কুক্ষিভি র্মধ্যভাগৈঃ রত্নং, কুষ্মাণ্ডী বল্লরীণাং বিকসিত পুষ্পৈঃ কাঞ্চনং।

দরিদ্র শোত্রিয় কামিনীরা জীবনে কখনো মণি-রত্নের নাম শোনেন নাই বা চক্ষে দেখেন নাই, তাই তাঁহরা ঐ সকল বহুমূল্য রত্নাদির কোন্‌টা কি, কাহার কি নাম তাহা বুঝিতে পারিতে-ছিলেন না। নগরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিলাসিনীরা [যেমন কলিকাতার স্বর্ণ বাই বা গহরযান] আসিয়া উহাদিগকে কহিতেছেন, যে, "এই দেখ, তোমরা ত এই কার্পাসবীজ চিন, এই বীজের মত যেগুলি দেখিতেছ, উহাদের বলে মুক্তা, এই শাকের পাতার মত যাহা, তাহার নাম মরকত শিলা, এই লাউএর ফুলের মত যে গুলি, উহার নাম রৌপ্য, আর এই যে আপনি ফাটা পাকা পাকা দাড়িম দানাগুলি দেখিতেছ, ঠিক এই গুলির মত যাহা, তাহার নাম রত্ন, আর মিঠকুমড়ার গাছের এই ফুলের মত যেগুলি হরিদ্রাভ দেখিতেছ, তাহার নাম স্বর্ণ॥"২৩॥

এতদুক্তং ভবতি—নাগর্য্যঃ স্ত্রিয়স্তাবৎ নানা-বিধ ভূষণ ধারণাদিনা মুক্তাদিযুক্ত পরিচয়াঃ। দীনানাং শ্রোত্রিয়াঙ্গনানাং শ্রোত্রিয়ানাং বেদ-বিদাং ষট্‌কর্ম্মনিরতাং বিপ্রাণাং অঙ্গনানানং স্ত্রীণাং রাজপ্রসাদলব্ধ মুক্তাদ্যপরিচয়েন, তৎ-পরিচয়ার্থং তাঃ শ্রোত্রিয় যোষিতঃ তত্তদ্ব্যবহৃত কার্পাসবীজ দ্বারা এবমুপদিশন্তি।

মুক্তাফলানিতাবৎ কার্পাসবীজসদৃশ ধব-লানি, অতঃ কার্পাসবীজৈর্ম্মুক্তাপরিজ্ঞানং এবং মরকতখণ্ডং তরুণ শাকপত্র সদৃশ শ্যামলং, রূপ্যানি অলাবুপুষ্পসদৃশ শুভ্রাণি। রত্নং পরিপক্ক দাড়িমমধ্যসদৃশ রক্তবর্ণং কাঞ্চনং বিকসিত কুষ্মাণ্ডপুষ্প সদৃশ গৌরবর্ণং ইতি তৎপর্য্যার্থঃ।

বঙ্গানুবাদ।

নাগরী স্ত্রীগণ নানাবিধ ভূষণ ব্যবহার করিয়া মুক্তাদি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাহারা রাজপ্রসাদলব্ধ বহু বিভবশালী শ্রোত্রিয়াঙ্গনাদিগকে তাহাদের ব্যবহৃত কার্পাসবীজ দ্বারা মুক্তাফলের এবং নূতন শাকপত্র দ্বারা মরকতখণ্ডের এবং অলাবু-পুষ্প দ্বারা রূপার ও পরিপক্ক দাড়িম্ববীজ দ্বারা রত্নের এবং প্রস্ফুটিত কুষ্মাণ্ডপুষ্প দ্বারা স্বর্ণের পরিচয় দেয়; অর্থাৎ মুক্তাপ্রকৃতি চিনাইয়া দেয়।

এই শ্লোকের চতুর্থ পাদে "যৎ প্রসাদাদ্‌ বহুবিভব ভুজাং" এই পদ থাকায় বিজয়সেন প্রচুর অর্থ দান করিয়া নিস্ব শ্রোত্রিয়দিগকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিলেন। এই তাঁহার কীর্ত্তি বর্ণিত হইল।

মূল শ্লোকের তাৎপর্য্য।

দরিদ্র শ্রোত্রিয়গণ, বিজয়সেনের পরশ্লোকে বর্ণিত যজ্ঞপ্রভাবে বহুবিভবযুক্ত হইলে পর, তাঁহাদিগের যোষিদ্‌গণ মণি-মুক্তাদি লাভ করিরাছিলেন। কিন্তু উক্ত শ্রোত্রিয় যোষিদ্‌গণ মণি-মুক্তা কাহাকে বলে তাহা না জানায় নগরের ধনশালিনী বিলাসিনীগণ তাহাদিগকে মণি-মুক্তাদি কাহাকে বলে, তাহা চিনাইয়া দিতেছে অর্থাৎ কার্পাসবীজের ন্যায় এইগুলি যাহা তোমরা রাজার নিকট পাইয়াছ তাহা মুক্তা ইত্যাদি চিনাইয়া দিতেছে॥ ছন্দ স্রগ্ধরা।

অশ্রান্তবিশ্রাণিত-যজ্ঞ-যূপ
স্তম্ভাবলীং দ্রাগবলম্বমানঃ।
যস্যানুভাবাদ্ভুবি সঞ্চচার
কালক্রমাদেকপদোঽপি ধর্ম্মঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ।

ধর্ম্মঃ কালক্রমাদ্ একপদঃ সন্নপি, যস্যানুভাবাৎ অশ্রান্তি বিশ্রাণিত যজ্ঞযূপ-স্তম্ভাবলীং দ্রাগবলম্বমানঃ সন্ ভুবি সঞ্চচার ॥২৪॥ (২৬)

বঙ্গার্থ।

ধর্ম্ম এখন একপাদ সুতরাং সম্পূর্ণ খঞ্জ, চলা ফেরা করা দায়। কিন্তু বিজয়সেন এত অধিক যাগযজ্ঞ করিতেন এবং এত অধিক দানধ্যান করিতেন যে, তাঁহার যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে এবং তাঁহার দানের চিহ্নরূপে প্রোথিত দারুস্তম্ভ-সমূহে পৃথিবী একপ্রকার খচিত হইয়াছিল, সেই সকল স্তম্ভ ধরিয়া ধরিয়া, খঞ্জধর্ম্ম সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীতেই বিজয়সেনের কীর্ত্তিস্তম্ভ বিদ্যমান। ধর্ম্ম একপাদ হইলেও বিজয়সেনের সৎকার্য্যকলাপে, সত্যযুগের ন্যায়, কলিতেও ধর্ম্ম চতুষ্পাদ্ হইয়াছিলেন ॥২৪॥

মেরোরাহৃত বৈরিসঙ্কুলতটাদাহূয়যজ্জ্বামরান্
ব্যত্যাসং পুরবাসিমকৃত যঃ স্বর্গস্য মর্ত্ত্যস্য চ।
উত্তুঙ্গৈঃ সুরসদ্মভিশ্চ বিততৈস্তল্লৈশ্চ শেষীকৃতং
চক্রেযেন পরস্পরস্য চ সমং দ্যাবাপৃথিব্যোর্বপুঃ ॥২৫॥

অন্বয়।

যজ্বা (বিহিত যাগানুষ্ঠায়) অয়ং রাজা আহৃত বৈরিসঙ্কুলতটাৎ (আহৃত শত্রুব্যাপ্ত প্রদেশাৎ) মেরোঃ (সুমেরোঃ) অমরান্ আহূয়, স্বর্গস্য মর্ত্ত্যস্যচ পুরবাসিনাং ব্যত্যাসং (বসতের্ব্যতীহারং) অকৃত। অনেন সুমেরুং যাবৎ অস্যাধিপত্যং সূচিতং। সুমেরু শৃঙ্গস্যৈব স্বর্গত্বাৎ পুরবাসিনাং কতিচিৎ তত্রস্থাপয়ামাস। দেবানাঞ্চ কতিচিৎ তস্মাদানীয় মর্ত্ত্যে স্থাপয়ামাস ইত্যর্থঃ। তথা যেন রাজ্ঞা শেষীকৃতং (অবশিষ্টং) দ্যাবা পৃথিব্যোঃ বপুঃ উত্তুঙ্গৈঃ (অত্যুন্নতৈঃ) সুরসদ্মভিঃ (দেবভবনৈঃ) বিততৈঃ তল্লৈঃ প্রমোদৈশ্চ পরস্পরস্য সমংচক্রে ॥২৫॥ (২৭)

---

(২৬) অশ্রান্তি বিশ্রাণিত যজ্ঞ-যূপ স্তম্ভাবলীং, নিরন্তর অনুষ্ঠিত বিহিত যাগের যূপ (পশু বন্ধনের কাষ্ঠ) শ্রেণীকে। অশ্রান্তং—নিরন্তরং। বিশ্রাণিতস্য—বিহিতস্য। যজ্ঞ—যজ্ঞস্য। যূপস্তম্ভাবলীং—যূপস্তম্ভানাংআবলীং—যূপকাষ্ঠের শ্রেণীকে। দ্রাক্—ঝটিতি। অবলম্বমানঃ (সন্)—আশ্রয় গ্রহণ করিয়া। ভুবি সঞ্চচার—সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করিত। যথা খঞ্জঃ যষ্টিমবলম্ব্য সর্ব্বত্র বিচরতি তদ্বৎ ইতি ভাবঃ। এতেন তেন রাজ্ঞা বহবো যজ্ঞাঃ কৃতা ইতি সূচিতং। অর্থাৎ কলিতে ধর্ম্ম এক পাদ, খঞ্জ, বিজয়সেনের যজ্ঞপ্রভাবে ইনি চতুষ্পাদ হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবার শক্তি পাইয়াছিলেন। কালক্রমাৎ——যুগধর্ম্মানুরোধাৎ, অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিযুগে। ধর্ম্মঃ এক পাদোপি—কলৌ তস্য এক পাদত্বাৎ। যস্যানুভাবাৎ—যস্য রাজ্ঞঃ অনুভাবাৎ—অনুগ্রহাৎ, যে রাজার অনুগ্রহে। ছন্দ উপেন্দ্রবজ্র।

(২৭) মেরো অমরান্—সুমেরু হইতে অমরগণকে। আহৃত বৈরিসঙ্কুল তটাৎ—পরাজিত শত্রুগণ দ্বারা নিবেসিত দেশ হইতে। যজ্বা—(যজধাতু) যাগকর্ত্তা, অয়ং রাজা।

বঙ্গার্থ।

সেই রাজা যাগাদি অনুষ্ঠানকালে পরাজিত শত্রুব্যাপ্ত প্রদেশ হইতে এবং সুমেরু অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য হইতে দেবগণকে আনিয়া মানবগণকে স্বর্গে ও দেবগণকে মর্ত্ত্যে বসতি করাইয়াছিলেন, এবং দেবভবনতুল্য শয্যাদি ও আমোদাদি মর্ত্ত্যভবনেও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এবং পৃথিবীর ও স্বর্গের লোকসমূহের শরীর একভাবাপন্ন করাইয়াছিলেন। ॥২৫॥

বিহিত যাগানুষ্ঠায়। পূর্ব্বশ্লোকে কথিত যাগাদি অনুষ্ঠান করিয়া বিজয়সেন রাজা। আহূয়—আমন্ত্রণ করিয়া। স্বর্গস্য মর্ত্ত্যস্য চ পুরবাসিনাং ব্যত্যাসং অকৃত। স্বর্গ ও মর্ত্তের অধিবাসিগণের বাসস্থান বিনিময় করাইয়াছিলেন। অর্থাৎ পরাজিত শত্রুদিগকে স্বর্গরাজ্যে ও স্বর্গরাজ্যের অধিবাসিগণকে মর্ত্ত্যে আনাইয়াছিলেন। অর্থাৎ সুমেরুপর্ব্বত পর্য্যন্ত বিজয়সেনের রাজ্য সূচিতকরা হইতেছে। অর্থাৎ পরাজিত বৈরিগণের সূক্ষ্মদেহে স্বর্গরাজ্যে প্রেরণ ও দেবতাগণের বিভবসকল মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। আর যাঁহারা এই প্রকার বিনিময় করেন নাই, অর্থাৎ যাঁহারা স্বর্গে গমন করেন নাই, তাঁহাদের দেহকে এই রাজা ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদিগের জন্য রাজা অমরভবনতুল্য প্রাসাদ ও বিলাসাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ছন্দ—শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

দিকশাখা-মূলকাণ্ডং গগনতল মহাম্ভোধি মধ্যান্তরীয়ং
ভানোঃ প্রাক্‌প্রত্যগদ্রিস্থিতিমিলদুদয়াস্তস্য মধ্যাহ্ন শৈলম্।
আলম্বস্তম্ভমেকং ত্রিভুবন ভবন স্যৈকশেষং গিরীণাং
স প্রদ্যুম্নেশ্বরস্য ব্যধিত বসুমতী বাসবঃ সৌধমুচ্চৈঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ।

স ব্যধিত বসুমতী বাসবঃ (ক্ষিতীন্দ্রঃ), দিক্‌শাখা মূলকাণ্ডং (শাখামূল কাণ্ডরহিতং) গগণতলমেব মহাম্ভোধিঃ স এব মধ্যান্তরীয়ং (কটিবস্ত্রং পরিধানবাস ইব যস্য তং), অথবা গগণতলে যো মহাম্ভোধিঃ (মহামেঘঃ) তস্য মধ্যান্তরীয়ং (মধ্য ভাগস্য) অন্তরীয়ং (পরিধান বসনং) অথবা গগণতলঞ্চ মাহাম্ভোধিশ্চ ইতিদ্বন্দ্বঃ (মহাম্ভোধিঃ মহাসমুদ্র ইত্যর্থঃ উভয়ত্রাপি তস্য শুভ্রত্বাৎ বস্ত্রসাম্যমিত্যর্থঃ। তথা প্রত্য গদ্রিস্থিতি মিল দুদয়াস্তস্য পূর্ব্বাপর শৈলে বিহিতোদয়াস্তময়স্য ভানোঃ মধ্যাহ্ন শৈলং (মধ্যাহ্ন পর্ব্বতবৎ প্রতীয়মানং) (মধ্যং দিনে দিবাকরস্য তচ্ছিখরাশ্রয়ণাৎ) (অনেনাপি তস্য ঔন্নত্যাতিশয়ঃ সূচ্যতে)। তথা ত্রিভুবন মেব ভবনং (তস্য একং আলম্বস্তম্ভং) প্রধানাবলম্বন ভূত মিত্যর্থঃ। অনেনাস্য মহত্বং সূচিতং। তথা গিরীণামেক শেষং (তেভ্যোঽপি প্রধানতম মিত্যর্থঃ) তথা উচ্চৈঃ উন্নতং প্রদ্যুম্নেশ্বরস্য (শিবস্য) সৌধং বিহিতবান্ ॥২৬॥ (২৮)

(২৮) এই শ্লোকে ব্যধিত বসুমতীবাসবঃ পদের ক্রিয়াপদ বিহিতবান্ সন্নিবিষ্ট করা হইল। শ্লোকে ক্রিয়াপদ নাই। ব্যধিত বসুমতীবাসবঃ—

বঙ্গার্থ।

সেই রাজা প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যরশ্মি প্রদীপ্ত পর্ব্বত বলিয়া জ্ঞান হইত এবং সেই মন্দিরবেষ্টিত বস্ত্রসকলকে দূর হইতে মহাসমুদ্র অথবা মহামেঘবৎ প্রতীয়মান হইত এই হেতু সেই সৌধকে ত্রিভুবনের আলম্বনের স্বরূপ মনে হইত অর্থাৎ তাহা এত উচ্চ ও এত বিস্তীর্ণ যে তাহার তুল্য মন্দির তৎকালে কেহ কোন স্থানে দর্শন করে নাই ॥২৬॥

পৃথিবী ও ইন্দ্রকে যে রাজা পরাজিত করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে কবি প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের উচ্চতা বর্ণন করিতেছেন। সূর্য্যের উদয় ও অস্তগিরি আছে, তাহাতে তিনি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে বিশ্রামসুখ লাভ করেন, কিন্তু বিজয়সেন এই মন্দির এতই উচ্চ করিয়াছিলেন যে, ইহার চূড়া মাধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের আশ্রয়-স্থান হইয়াছিল। দিবা দ্বিতীয় প্রহরের সময় সূর্য্য অতি উচ্চে আরোহণ করেন, অর্থাৎ মন্দিরের চূড়া অতিশয় উচ্চ হইয়াছিল। দিক্-শাখা মূলকাণ্ডং—শাখা ও মূলশূন্য কাণ্ড, মন্দিরটী একটী বৃহৎ পাদপের সহিত তুলিত হইয়াছে, তাহার শাখা ও মূল নাই কেবল কাণ্ড দেখা যাইতেছে। গগনতল মহাম্ভোধি মধ্যান্তরীয়ং—ঊর্দ্ধে আকাশ, নিম্নে মহাসমুদ্র ইহার মধ্যস্থলে স্থিত অন্তরীয়ং অর্থাৎ কটিবস্ত্রের ন্যায় মন্দিরটী দূর হইতে দেখা যাইত। ভানোঃ প্রাক্ প্রত্যক্ অদ্রি স্থিতি মিলৎ উদয় অস্তস্য মধ্যাহ্ন শৈলম্—সূর্য্যের উদয়াস্তগিরির মধ্যস্থিত মধ্যাহ্নপর্ব্বতের ন্যায় উক্ত মন্দিরটী দেদীপ্যমান হইত। আলম্বস্তম্ভ মেকং ত্রিভুবন ভবনস্য—ত্রিভুবনের একটী আশ্রয়স্থল মনে হইত। তথা গিরীণাং এক শেষং, উক্ত মন্দিরটী পর্ব্বতগণ-মধ্যে—প্রধান বলিয়া মনে হইত। ছন্দ স্রক্‌ধারা। সম্পাদকস্য।

কোন্নগরে চিত্রগুপ্তপূজা।

কোন্নগর কায়স্থসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার দেববর্ম্মা এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহোদয়দ্বয়ের বিশেষ অর্থসাহায্য, চেষ্টা ও যত্নে এবং অত্রত্য উপবীতী কায়স্থনিচয়ের সমবেত উদ্যোগে, বর্ত্তমান ১৩১৮ সালের কার্ত্তিক মাসের ষষ্ঠ দিবসে, শুভ সোম-বাসরে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে, কোন্নগর কায়স্থ-সভার সভাপতি মহাশয়ের ভবনে, কায়স্থজাতির আদি পুরুষ শ্রীশ্রী৺চিত্র গুপ্ত দেবের প্রতিমাপূজা ও জাতীয় মাঙ্গলিক মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই অভূতপূর্ব্ব সদনুষ্ঠানে, এই গ্রামের রায়পল্লীর শূদ্রাচারী অনুপবীতী কায়স্থমণ্ডলী ব্যতীত অপর সমুদায় পল্লীর উপবীত অনুপনীত কায়স্থসন্তান মাত্রেই মহোল্লাসে যোগদান করিয়া অতীব আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ৺পূজার দিবস প্রত্যূষে গগনমণ্ডল বলাহক পরিশূন্য, সুনির্ম্মল

ও অনন্ত নীলমাময় ছিল। কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণের শ্রুতিমধুর কূজনে ও সুশ্রাব্য বাদ্যনিনাদের সুন্দর স্বরলহরীতে ও আনন্দকোলাহলে, শান্তিপূর্ণ গ্রামখানিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রকৃতিদেবী বিশ্ববিমোহিনী বেশে দর্শন দিয়াছিলেন। গ্রামবাসিগণ অনুভব করিয়াছিলেন যেন—অমরাবতীর কণকাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীশ্রীচিত্র গুপ্ত দেব তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর বাসনা পরিপূরণার্থ সদলে মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রভাতকালের ধীরপ্রবাহিত, সুখস্পর্শ মৃদুল অনিল যেন চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণপূর্ব্বক চিত্রগুপ্ত দেবের শুভাগমন সংবাদ ঘোষণা করিতেছিল। নিভৃতকাননে কুসুমকলিকাকুল প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্বশোভা ধারণ ও মনোহর সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছিল। মধুকরনিকর গুন্ গুন্ স্বরে কায়স্থের আদিদেবের গুণগানে প্রমত্ত হইয়া দিক্‌দিগন্তে পরিভ্রমণ করিতেছিল। ভক্তজনগণের হৃদয়ে পুলকোচ্ছাস ও নয়নপ্রান্তে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। তটশালিনী পুণ্যতোয়া ভাগীরথী কুলু কুলু রবে শ্রীভগবান্ চিত্রগুপ্ত দেবের গুণগান করিতেছিলেন। এবম্বিধ বহুতর অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য পরিদর্শনে অনুভূত হইতেছিল,——গ্রামখানি যেন কোন একটী স্বভাব কবির কল্পনার সামগ্রী।

পূজার দিবসে, যথাসময়ে, প্রতিকৃতির পূজাদি আরব্ধ হইল। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইলে, সমাগত ভক্তমাত্রেই অনুভব করিয়াছিলেন যেন প্রতিমায় নিশ্চয়ই দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে;—বাস্তবিক তৎকালে প্রতিমাখানিকে সজীব ও সচেতন বলিয়াই দর্শকমণ্ডলীর জ্ঞান হইয়াছিল। যথাক্রমে নরনারীগণ শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত দেবের প্রতিমার শান্তিপদে, ভক্তিভরে, পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক পরম সুখ ও সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, মহামহিমাময় যম-সহোদর যেন কহিতেছেন——"বৎসগণ! তোমাদের কল্যাণসংসাধনার্থ আমি ত্রিদিবের সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি, এবং তোমাদিগের সভক্তি-পূজা পদ্ধতিতে আমি পরম প্রীত হইয়াছি। এই জনপদে তোমরাই আমার মহিমা ও পূজার ক্রম প্রচার করিলে। ইহাতে গ্রাম পবিত্র হইল। আমার বরে তোমাদের পরমকল্যাণ সংসাধিত ও শমনশঙ্কা বিদূরীত হইল। তোমরা আমার পরম ভক্তগণমধ্যে পরিগণিত হইলে, পরলোকে তোমরা আমার সহিত এক চির-পবিত্র ও পরম পুণ্যময় স্থানে পরমানন্দে অবস্থিতি করিবে।"

আমি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম পরম কারুণিক, কায়স্থজাতির আদিপুরুষের ওষ্ঠাধর বিকম্পিত হইতেছে। তদ্দর্শনে আমার কলেবর রোমাঞ্চিত ও মন বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, কোন্নগর কায়স্থসভার জয়েণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, দেববর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, জ্যোতিঃশেখর মহাশয়ের পিতা ৺অমরচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় হুগলীতে তাঁহার নিজ ভবনে, পরমসমারোহে ও অতীব ভক্তিভাবে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের অর্চ্চনা করিতেন। তৎকালে অপর কোন কোন স্থলেও এই পূজা হইত।

সন্ধ্যার পর, আরতির সময়ে, চিত্রগুপ্তদেবের অনেক প্রকার বিভূতি বিকাশ হইয়া-

ছিল। তন্মধ্যে একটী এই———প্রথমে সুরেন্দ্রবাবুর দালানে,—যেস্থলে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল সেইস্থলে———পরে তাঁহার সমগ্র বাসভবনে এরূপ একটী স্বর্গীয় অপূর্ব্ব সুমধুর স্নিগ্ধ ও মনোমুগ্ধকর সুবাস-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল যে, সকলেই ইহাতে স্তম্ভিত ও পরিশেষে দেবতার লীলা জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রজনী দশ ঘটিকার পর শ্রীযুক্ত নীলমণি মিত্র দেববর্ম্মা, কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত নানুবাবু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, জ্যোতিশেখর, সভাপতি ও আচার্য্য মহাশয় নানাবিষয়িনী বক্তৃতা করেন। পরে সমাগত ব্যক্তিমাত্রকেই প্রসাদ ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করা হয়। গ্রামের কতকগুলি কায়স্থসন্তান পূজোপলক্ষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে; তাহার সমষ্টি এত অল্প যে, তাহাতে আশানুরূপ ব্যয় সঙ্কুলান না হওয়ায়, সভাপতি সুরেন্দ্রবাবুকেই অত্যধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছিল। এই পূজা সাধারণের হইলেও, সভাপতি সুরেন্দ্রবাবু ও সম্পাদক সুরেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ই প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই দুইজন কায়স্থ মহাত্মা, পূজার দিবস ও তৎপর দিবস, নিজ নিজ ব্যয়ে সমাগত দীন দরিদ্র ও অনাথবালকগণকে ভোজ্য ও বস্ত্রাদি দান করিয়াছিলেন। এই দুই ব্যক্তি বিশেষভাবে অর্থ সাহায্য, শারীরিক শ্রম ও চেষ্টা না করিলে আদৌ এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইত কিনা সন্দেহ।

পূজার পর দিবস, প্রদোষের প্রাক্কালে, বাদ্যকরনিকর সমভিব্যাহারে, প্রধান প্রধান উদ্যোগীগণ প্রতিমাকে লইয়া গ্রামের নানাপল্লী পরিভ্রমণান্তে, পুণ্যসলিলা ভাগীরথীতটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে প্রতিমাকে সুসজ্জিত নৌকায় তুলিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জল বিহার করতঃ তৎপরে মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। প্রতিমা বিসর্জ্জনকালে, নৌযানস্থিত ভদ্রেতর তাবল্লোকেরই কৌতুহলাক্রান্ত নেত্র নীরভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে আমাদের হৃদয় বড়ই বিচলিত ও প্রাণ অধীর হইয়াছিল। প্রতিমা বিসর্জ্জনান্তে রাত্রি ৭॥ ঘটিকার পর আমরা সুরেন্দ্রনাথ বসুর বাটীতে (যে বাটীতে পূজা হইয়াছিল) পুনরাগমনপূর্ব্বক যথারীতি "শান্তিজল" গ্রহণ করতঃ প্রতিমা বিয়োগজনিত কাতরহৃদয়ে, অলস প্রাণে ও উদাস মনে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সুখময়ের শুভাগমনে যে সুখের মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল, অত্যল্পক্ষণ অন্তেই তাহা অনন্ত কালকবলে বিলীন হইল। সুখের সময় অধুনা অতিবাহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তৎকালের সেই সুখময়ী স্মৃতি এখনও মানসপঠে বিরাজমান রহিয়াছে। যত দিন এ নশ্বর দেহে প্রাণ থাকিবে, তত দিন সেই স্মৃতির বিলয় হইবে না। ইতি।

জনৈক ভক্ত।

সমালোচনা।

আমরা সমালোচক, সমালোচনার রাজদণ্ডকে ভয় না করেন এমন সাহিত্যিক জগতে অতি বিরল। সমালোচনার প্রভাবে আমরা কোনও লেখককে স্বর্গে তুলিয়া দিতে পারি, আবার কাহারও প্রতিষ্ঠাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারি। আজ এই প্রকার মনের পূর্ণ আবেগে ত্রিশূলপত্রিকার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ত্রিশূল।—আজ কয়েকমাস আমরা ত্রিশূল পত্রিকা পাইতেছি না, ইহা কি কালের ভীষণ আবর্ত্তে নিমজ্জিত হইয়াছে, অথবা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা উপনীত কায়স্থদিগের মুখপত্র জানিয়া বিনিময় বন্ধ হইয়াছে। বিগত আশ্বিন প্রতিভার বিবিধ প্রসঙ্গের দ্বাদশ প্রসঙ্গে ধর্ম্মানন্দ ভারতীর কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের ভ্রম হইয়াছিল, পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন, ধর্ম্মানন্দের স্থানে ব্রহ্মানন্দ ভারতী হইবেক। পুণ্যধাম বারাণসীস্থ জনৈক ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দ ভারতী ছদ্মনাম ধারণ করতঃ বিগত ১৩১৭ সনের ২রা চৈত্রের ত্রিশূলপত্রিকায় "ব্রাহ্মণসভার উচ্চাঙ্গ" শীর্ষক বিদ্রূপাত্মক, প্রলাপ পরিপূর্ণ জঘন্য নীচজনোচিত ভাষায় একটী কদর্য্য প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু এই প্রবন্ধলেখকের ব্রাহ্মণের কোনও গুণ লক্ষিত হয় না। ইনি যে বংশই অলঙ্কৃত করুন না কেন, গুণকর্ম্ম বিভাগে লেখক নিশ্চিত শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী। ইনি ব্রহ্মানন্দ নহে, ব্রহ্মের পরম শত্রু। ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতি লেখকের বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ দৃষ্টে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। পুণ্যধাম কাশীতে এই প্রকার একটা গণ্ডমূর্খ বাস করিতে পারে আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না। এই প্রকার লোক ব্রাহ্মণসমাজ হইতে বিতাড়িত না হইলে, ব্রাহ্মণসমাজের মঙ্গল নাই। আমাদিগের লেখনী এই প্রবন্ধের আলোচনায় কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না, তবে ২। ১টী স্থান উদ্ধৃত করিয়া এই বিদ্বেষানলবর্ষী প্রবন্ধের প্রকৃতির পরিচয় দিব।—"ইহার পর বৈদ্য কায়স্থ সাহা শুড়ীদিগের ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি হওয়ার দাবীর কথা বিচার্য্য। তাহাদিগের দাবীর হেতু কি? তোমরা ব্রাহ্মণগণও যাহা আমরা বৈদ্য কায়স্থ সাহা শুড়ীগণও তাহাই, ইহাতো হইতেছে তাঁহাদের প্রাণের ভিতরের কথা। ভদ্রতার অনুরোধে আপাততঃ ব্রাহ্মণ হইবার দাবী করিতেছি না, কেবল ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতে চাহিতেছি।" কি প্রাঞ্জল সাধুভাষা ও উচ্চ ভাব! বঙ্গীয় কায়স্থগণ পরিণামে ব্রাহ্মণ হইবার জন্যই আপাততঃ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতেছেন, কি অপূর্ব্ব যুক্তি। ভারতী মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পূর্ব্বে উকীল ছিলেন। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি ওকালতী ব্যবসার সময়ে কত বৎসর তিনি ষট্‌কর্ম্মাদি বিবর্জ্জিত ছিলেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে,—

"যে পরেষাং বৃত্তিহরা, ষট্‌কর্ম্মাদি বিবর্জ্জিতা।
কলৌবিপ্রা ভবিষ্যন্তি, শূদ্রা এব বরাননে॥"

বোধ হয় ভারতী মহাশয় ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্যবহারাজীবীর বৃত্তি অপহরণ করিয়া যৌবনকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। তৎকালে ব্রাহ্মণের যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব ছিল কি? তাহা হইলে তিনি ত প্রকৃত পক্ষে শূদ্রপদবাচ্য। ভারতী মহাশয় আবার বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে ব্রাহ্মণ হওয়ারই বাধা রহিয়াছে। খৃষ্টান বা মুসলমান হইতে কোনও প্রতিবন্ধকতা নাই। যে বৈশ্য, কায়স্থ, সাহা, শুঁড়ী মানের জন্য এত চীৎকার করিতেছেন, তাঁহারা পাদ্রী সাহেবের বা মোল্লা সাহেবের অনুগ্রহে আমাদিগের নিকট হইতে সাত সেলাম পাইয়া কড়ায় গণ্ডায় মান আদায় করিতে পারেন, তবে তাঁহারা তেমন না করিয়া এমন করিতেছেন কেন?" এই স্থানে "তেমন" ও "এমনের" কি সুন্দর অনুপ্রাস, ভারতী মহাশয়ের ভাষা কি মহামহিমাময়ী! আমরা জিজ্ঞাসা করি যদি বৈশ্য, কায়স্থ, সাহা, শুঁড়ী সকলেই মুসলমান কি খৃষ্টান হইয়া গেল তবে ব্রাহ্মণের জীবিকার উপায় কি? তাহা হইলে শত সহস্র ব্রাহ্মণ মরণেরপথে উপস্থিত হইবেন। ভারতী মহাশয় তাঁহার ওকালতী আবার আরম্ভ করিবেন, কিন্তু গুরুপুরোহিতদিগের উপায় কি?

ভারতী মহাশয়ের বীণা আবার মধুর স্বরে ঝঙ্কার করিল—"এই উন্নতীশীল উশৃঙ্খলের মুসলমান হইয়া, খৃষ্টান হইয়া, ব্রাহ্ম হইয়া দেখিল কিছুতেই আমরা তাহাদিগের অনুসরণ করিলাম না, শেষে আমাদিগকে টানিয়া নামাইবার জন্য সমাজসংস্কারক হইয়া দাঁড়াইল।" বাহবা ভারতী মহাশয়! কায়স্থদিগের দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রকৃত তত্ত্ব আজি কেবল আপনিই আবিষ্কার করিলেন। না হইবে কেন, ওকালতী বুদ্ধি! কিন্তু আমরা আপনাকে টানিয়া নামাইব কোথায়? আপনি ত নরকের শেষ স্তরে দাঁড়াইয়া আছেন। আপনার সম্মুখে পুতিমাংসস্তুপলাক্ষাপূর্ণ ঘোর রৌরব নরক বিরাজিত (bottomless perdition) তাহার নিম্নে আর স্থান নাই। নিরুপায় হইয়া ভারতী মহাশয় বৈশ্য, কায়স্থ, সাহা, শুঁড়ীদিগকে শাস্তি দিবার বাসনায় দৈববল প্রার্থনা করিতেছেন। আবার বাজিল সেই ভারতীর বীণা—"দৈববল কি? আমি এক জাতীয় জীবের অস্তিত্ব অবগত আছি তাঁহারা বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে মনুষ্য অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এই সকল জীব দেবযোনিতে জাত বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। মনুষ্য সেই জাতীয় জীবের সাহায্য পাইলে সেই আগন্তুগ সাহায্যকে দৈববল বলিয়া থাকে। এখনও এ দেশে অনেক লোক আছেন যাঁহারা দেবজাতির সন্ধান রাখেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের কথাবার্ত্তাও হইয়া থাকে। * * * আমার মত একজন ব্রাহ্মণ যদি দেবতাদিগের কৃপাকণা লাভ করিতে পারিয়া থাকে, তবে ব্রাহ্মণসভার সভ্যেরা যত্ন করিলে না পারিবেন কেন?"

আমাদের বোধ হয় কাশীতে রৌদ্রের তীব্রতায় ভারতীর মস্তিষ্কের পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, তাই পূর্ণবিকারে দেবতাদিগের সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়াছেন। আর যদি ভারতী মহাশয় সত্যই "দৈববল" লাভ করিয়া থাকেন, তবে "ন চ দৈবাৎ পরং বলম্' এই দৈববলের সাহায্যে ব্রাহ্মণসভা

বৈদ্য, কায়স্থ, সাহা, ও শুঁড়ীদিগকে স্বর্গ-রাজ্যে প্রেরণ করুন, ও ব্রাহ্মণসভার সভ্যগণ ভারতশ্মশানে কোনও পক্ষী বিশেষের ন্যায় বিচরণ করুন। আপাততঃ ভারতীর পীড়ার আরোগ্য হয় ইহাই ঐ সকল দেবতাদিগের কর্ত্তব্য। দেবতাদিগের সহিত আলাপ শুনিয়া আমাদের ভয় হয় পাছে ভারতী একজন মিডিয়ম্ হইয়া না দাঁড়ান। ব্রাহ্মসমাজে একজন মিডিয়ম হইয়াছেন। হিন্দুসমাজে এক-জন ত চাই, বোধ হয় ভারতী মহাশয় সেই মিডিয়ম। উপসংহারে আমাদের বক্তব্য যে বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের একটী অপূর্ব্ব বল আছে, সেটী দৈববল নহে তাহা বাহুবল, বলং বলং বাহুবলম্।

২। কায়স্থতত্ত্ব নির্ব্বচন।—বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় সঙ্কলিত সমাজ বৈদ্যুতিক যন্ত্রে মুদ্রিত কলিকাতা, মূল্য ৷৹ আনা মাত্র। কিছু দিন পূর্ব্বে এই শাস্ত্রী মহাশয় "কায়স্থতর্ক সমাধান" নাম্নী পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকা পাঠে আমরা আনন্দলাভ করিলাম। শাস্ত্রী মহাশয়ের গবেষণা ও পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয়। হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রচলিত বিশ্বাসের অমূলকতা তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। বিষয়গুলি যেমন কঠিন ও জটিল, ভাষা আরও প্রাঞ্জল হইলে ভাল হইত। কোন কোন স্থানে ভাষার সরলতাভাবে বিষয় দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে গ্রন্থকারের যুক্তি আমরা অনুসরণ করিতে পারিলাম না। মহাভারতের লিখিত—"নবিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।" এই মহাবাক্যের সত্যতা শাস্ত্রী মহাশয় উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহা ঐতিহাসিক তত্ত্ব বর্ণতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব তর্কজালে ইহা খণ্ডন করা যায় না। ঋগ্বেদের আভ্যন্তরিক প্রমাণ পাঠে আমরা অবগত আছি বৈদিকযুগে ঋষিগণ হিন্দুস্থানে উপনিবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে এসিয়ার উত্তর মেরুদেশে বাস করিতেন। সেই শৈলবন-সমুদ্র সমাকীর্ণ প্রকৃতির মনোহর অথচ বীভৎস রসোদ্দীপক স্থানে আমাদিগের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদের কতকাংশ প্রচারিত হইয়াছিল। মহাত্মা শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থ "Artic Home in the Vodas" এ এই বিষয় সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সেই মেরুদেশে অবস্থানকালে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, কোনও প্রকার জাতি-ভেদ ছিল না। আমরা ঋগ্বেদে বর্ণ, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও ব্রাহ্মণ শব্দ পাঠ করি, কিন্তু বর্ত্তমান কালে এই সকল শব্দ যে প্রকার জাতিভেদে ব্যবহার হয়, তৎকালে উহারা যে প্রকার ছিল না। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩৪ সূক্ত ৯ ঋকে "আর্য্যং বর্ণং" শব্দ দেখা যায়। ভাষ্যকারগণ ইহার অর্থ শ্বেতবর্ণ আর্য্যগণ মাত্র করিয়াছেন। "ক্ষত্রিয়" শব্দ ৭ম ম, ৬৪ সূঃ ২য় ঋকে পাওয়া যায়, উহা মহাবলবান্ অর্থে মিত্র বরুণ দেবতাকে প্রযুক্ত করা হইয়াছে। ৮ম ম, ২সূ, ৬ষ্ঠ ঋকে "বিপ্রা" শব্দ পাওয়া যায়। সায়ণ উহাকে জ্ঞানী অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ৭ম ম, ১০৩ সূ, ৮ম ঋকে "ব্রাহ্মণ" শব্দ আছে, উহার অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা (composer of hymns) বৈদিক-যুগে জাতিভেদ ছিল না তাহার আর একটী নিদর্শন মাত্র দিব। ৯ম মণ্ডলে, ১১২ সূক্তে তৃতীয় ঋকে ইন্দ্রের উপাসনায় ঋষি বলিতে:

ছেন—"দেখ আমি একজন ব্রাহ্মণ, আমার পিতা চিকিৎসক, আমার মাতা ব্রীহি পেষণ করেন। আমাদের পরিবার সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় লিপ্ত।" বৈদিকযুগে জাতিভেদ ছিল না, ইহা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় তাহার গ্রন্থের ৪ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন—"বর্ণসকল, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্থ সংজ্ঞায় সমুৎপাদিত হইয়াছিল তাহাই প্রমাণীকৃত হওয়ায় বিভিন্ন বর্ণের একত্বের আশঙ্কা নিরাকৃত হইল।" এই প্রকার মীমাংসা আমাদিগের মতে নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও বেদবিরোধী। স্মরণাতীত কালে শ্বেতবর্ণ দীর্ঘকায় এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ উত্তর মেরুদেশ হইতে পঞ্চনদে উপনিবিষ্ট হন। মহাত্মা তিলক এই বিষয়টী ঋগ্বেদের আভ্যন্তরিক শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। হিন্দুদিগের বৈদিকযুগের প্রারম্ভ সেই সময় হইতে; তাহার অনেক সহস্র বর্ষ পরে কর্ম্মভেদে জাতিভেদ ভারতে সংস্থাপিত হয়। এই পুস্তকের অন্যান্য বিষয় সমালোচনা আমরা পরে করিব।

জয়দ্রথসংহার।—ফরিদপুরের উকীল শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রণীত মূল্য ৵০ মাত্র। কবিত্বশক্তিপরিপূর্ণ মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর নানাবিধ ছন্দে সুশোভিত দৃশ্য-কাব্য আমরা পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। এই প্রকার কাব্যে সংস্কৃত কবি-গণ কখনও প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করেন নাই। উমেশ বাবু স্থানে স্থানে এই প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়া লালিত্যের অপচয় করিয়াছেন। আমরা আশা করি সকলেই এই কাব্যখানি এক একবার পাঠ করিবেন।

কর্ম্মকারবন্ধু।—দ্বিতীয় বর্ষ মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা ১৩১৭ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কোন কর্ম্মকার বন্ধু আমাকে সমালোচনার জন্য দিয়াছেন। আমরা আনন্দের সহিত শ্রীযুক্ত বনমালী শেঠ মহাশয়ের "নেতৃ আবাহন" কবিতাটী পাঠ করিলাম। একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলামঃ—

"সেই কর্ম্মবীর পার্থিব জীবনে
স্বজাতির হিত সাধে প্রাণপণে।
যে স্বর্গীয় সুখ জন্মে তার মনে
নহে অধিকারী সম্রাট্ তার।

অপূর্ব্ব হৃদয়োচ্ছ্বাস! যিনি প্রাণপণে নিজ সমাজের হিত সাধন করিতেছেন তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ সমব্রতী ভিন্ন আর কে বুঝিবে। রোগে, শোকে, বার্দ্ধক্যে সেই কর্ম্মবীরের হৃদয়ানন্দ অপূর্ব্ব। আমরা প্রকৃত বৈশ্য কর্ম্ম-কার জাতির মঙ্গল কামনা করি। এই শিল্পনিপুণ জাতির সাহায্যে আমরা বঙ্গে শিল্প-বিদ্যার নবযুগ আনয়ন করিব। আশা করি আমাদের কর্ম্মকার ভ্রাতৃগণ ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া বৈশ্যোচিত উপাধি ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করতঃ তাঁহাদিগের পুরাণ গ্রথিত বৈশ্যাধিকারের পরিচয় প্রদান করিবেন। ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

সম্পাদকস্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কলিকাতা ব্রাহ্মণসভার বিশেষ অধিবেশন।— বিগত ২১শে ফাল্গুন ১৩১৭ রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ কার্য্যালয়ে সুসঙ্গের মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি-এ বাহাদুরের সভাপতিত্বে উক্ত ব্রাহ্মণসভার একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। ঐ সভাতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মরক্ষণেচ্ছু তাহিরপুরের শ্রীযুক্ত শশীশেখর রায় বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রমুখ প্রায় দুইশত সভ্য উপস্থিত থাকিয়া ভারতের কল্যাণার্থ কয়েকটী অতি উপাদেয় প্রস্তাব পরিগ্রহণ করেন। তদনন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া শ্রীভগবানের সাষ্টাঙ্গপ্রণতির সময় সভা ভঙ্গ হয়। এই অধিবেশনের পরে প্রায় সাতমাসকাল অতিবাহিত হইয়াছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত প্রস্তাবগুলি কি আজিও সমভাবে দণ্ডায়মান আছে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রস্তাব কয়েকটী বহুদিনের হইলেও এতই সামাজিক জ্ঞান ও শিক্ষাপ্রদ যে, আমরা প্রতিভার পাঠক মহোদয়গণকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রথম প্রস্তাব।— "এই সভা সনাতনশাস্ত্র ও চিরন্তন লোকব্যবহার ও শুদ্ধাচারের সমর্থক। সমাজে শান্তিরক্ষার পক্ষপাতী ও সামাজিক সর্ব্বপ্রকার বিপ্লবের বিরোধী। বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ চিরপ্রচলিত শুদ্ধাচার, লোকব্যবহার ও শাস্ত্রীয় ব্যবহারের বিরুদ্ধে জাতিবিষয়ক ব্যবস্থা প্রদান করিয়া সমাজে অশান্তি বৃদ্ধির ও সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করিতেছেন, অথবা করিবেন, তাঁহাদের সহিত এই ব্রাহ্মণসভা কোনওরূপ সম্বন্ধ রাখা কোনও প্রকারে বৈধ মনে করেন না।"

এই প্রস্তাবের এক একটী শব্দ পরবর্ত্তী শব্দের সহিত ঘোর বিরোধ উপস্থিত করিয়া শব্দরাজ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত করিতেছে। এই বিরোধভাব ব্রাহ্মণসভা লক্ষ্য করিলেন না কেন? সনাতনশাস্ত্র শব্দে কোন্ শাস্ত্র উপলক্ষিত হইল। বেদ, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র অষ্টাদশ। ইহাদিগের মধ্যে বেদ-ই হিন্দুর সনাতন শাস্ত্র, কেন না ইহা অপৌরুষেয় অর্থাৎ নিত্য। অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্র অনিত্য, কারণ ইহাদের জন্ম হইয়াছিল, ইহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বেদের, অর্থাৎ সাম ঋক্ ও যজু ইহাদের জন্ম ও মৃত্যু নাই। ইহারাই সনাতন। এই বেদের সহিত লোকব্যবহার তথা শুদ্ধাচারের ঘোর বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। চিরন্তন লোকব্যবহার কথাটার অর্থ হয় না। যেমন "সোণার পাথরের বাটী।" লোকব্যবহার ভারতের নানাস্থানে নানাপ্রকার নানাসময়ে ভিন্ন ২ হইয়াছে ও হইতেছে। একটী উদাহরণ দিব—ভারতে কায়স্থনামধেয় জাতি প্রায় ৯৫ লক্ষ। ইহা প্রধানতঃ চৈত্রগুপ্ত, চান্দ্রসেনী ও প্রভুনামে তিনটী শাখায় বিভক্ত। চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ ভারতের পঞ্চনদ হইতে আরম্ভ হইয়া, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, বিহার, বঙ্গ ও উৎকলে বিস্তৃত হইয়াছে। মধ্যভারতে চান্দ্রসেনী ও

দাক্ষিণাত্যে প্রভুকায়স্থ আছেন। ইহারা সকলেই দ্বিজ এবং দ্বাদশাহ অশৌচ প্রতিপালন করেন। কেবল হতভাগ্য বঙ্গদেশের ত্রয়োদশ লক্ষ কায়স্থ নিরুপবীতী ছিলেন ও ত্রিংশৎ দিবস অশৌচ পালন করিতেন। এইক্ষণ বঙ্গীয় কায়স্থগণ তাঁহাদিগের দায়াদগণের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষী হইয়া দেববর্ম্মা উপাধি ধারণ ও যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছেন। অদ্যাবধি প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া কায়স্থগণ উপনীত হইতেছেন। এইস্থলে লোকব্যবহারের কি প্রকার বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এমতস্থলে চিরন্তন লোকব্যবহার শব্দ উক্ত প্রস্তাবে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণসভা কেবল মূর্খতার পরিচয় দিয়াছেন মাত্র। বিশেষতঃ উক্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কি, অনেক ব্রাহ্মণগণ উপনীত কায়স্থদিগের পক্ষে সমর্থন করিতেছেন। ব্রাহ্মণসভা কি উপনীত কায়স্থদিগের কার্য্য করিতে ব্রাহ্মণগণেকে নিষেধ করিতেছেন? ইহাতে ত বঙ্গে বিশেষ বিপ্লব উপস্থিত হইবে। অনেক স্থানে বেদাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রহীন, শুদ্ধাচারহীন, গায়ত্রীহীন হইতেছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কোনও প্রকার দণ্ডাজ্ঞা প্রচার না করিয়া, সামাজিক উন্নতিরমূলে কুঠারাঘাত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে সামাজিক অপকার ভিন্ন উপকার হইবে না। বিশেষতঃ এই ব্রাহ্মণসভা বঙ্গীয় বিরাট ব্রহ্মণজাতির প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হয় নাই, ইহার আদেশ কেহই মান্য করিবে না। না করিলে ব্রাহ্মণসভা তাহাদের কি করিতে পারেন, এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া প্রস্তাবটী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ছিল।

এই সভার দ্বিতীয় প্রস্তাবটী আরও রহস্যজনক। "প্রথম অবধারণ অনুসারে অধুনা সামাজিক কোনও জাতি সম্বন্ধে চিরন্তন সামাজিক লোকব্যবহারের প্রতিকূল জাতিতত্ত্ববিষয়ক কোনরূপ অভিনব বিচার ব্রাহ্মণসভা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন না।" সামাজিক লোকব্যবহার চিরন্তন অর্থাৎ চিরস্থায়ী কখনও হইতে পারে না, "চিরন্তন" স্থলে "প্রচলিত" শব্দ ব্যবহার করিলে ভাল হইত। ব্রাহ্মণসভা সময়োপযোগী শুভ সামাজিক পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে চান না কি? পরিবর্ত্তন জগতের প্রাণ, স্থাণুর ন্যায় কিছুই দীর্ঘকাল একস্থানে থাকে না। সমাজস্রোত স্বভাবতঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় কিন্তু প্রতিহত হইলে পশ্চাদপদ হইয়া অবনতির রাজ্যে শনৈঃ ২ প্রবেশ করে। হিন্দুসমাজ অগ্রসর হইতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে অবনতিরদিকে ধাবিত হইতেছে। ইহাই আমাদিগের দুর্দ্দশার কারণ। বর্ত্তমান সময়ে সমাজস্রোত যেভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার প্রতিকূল দিকে সন্তরণকারীর বলক্ষয় হেতু নিমজ্জন ও পরিণামে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ হিন্দুসমাজ বৈদিক সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনময়। বৃষ্ণি ও যদুবংশ যযাতি রাজার সময় হইতে বহুকাল ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় ছিল। পূর্ণাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন প্রথমে গ্রহণ করিয়া উক্ত বংশের ব্রাত্যতা ক্ষালন করেন। বঙ্গীয় কায়স্থগণ তাঁহারই পদানুসরণ করিতেছেন মাত্র। বৌদ্ধবিপ্লবে ভারতের প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ উপবীত হারাইয়া ব্রাত্য হইয়াছিলেন। কুমারিল ভট্ট প্রমুখ শঙ্করাচার্য্যাদি মনীষিগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ

স্থাপিত রহিলে ব্রাহ্মণগণ কোনও প্রকার প্রায়শ্চিত্তাদি না করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে প্রণাম ও তদীয় অদ্বৈত মত গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাত্যতা দোষ পরিহার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণসভার সদস্যগণ এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব ভুলিলেন কেন? তৃতীয় বর্ষের প্রতিভার ৩৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন। মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করবিজয় হইতে আমরা কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। মনুও বলিয়াছেন—"শূদ্র ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্" অর্থাৎ যুগমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র ও শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াছে। এই মহাপরিবর্ত্তন বা সংস্কার কে নিবারণ করিবে? ব্রহ্মশক্তিও কালের নিকট পরাজিত। এই সকল অযুক্তিকর, অসম্ভব প্রস্তাব আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মণসভা সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। আমাদিগের ধারণা এই সকল অনুদার নেতৃগণ সার্দ্ধ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে জন্মগ্রহণ করিলে কথঞ্চিৎ তাঁহাদিগের জীবন সার্থক হইত।

২। বিগত ১৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার বরিশাল জিলান্তর্গত বাণরীপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহঠাকুরতা মহাশয়ের ভবনে একটী বিরাট-কায়স্থসভার অধিবেশনে বাণরীপাড়ে তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের প্রায় চারিশত কুলীন কায়স্থ মহাত্মাগণ সম্মিলিত হন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীন কায়স্থ শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুহঠাকুরতা মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা বি, এল মহোদয় সভার প্রারম্ভে একটী ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সমবেত সভ্যগণকে কায়স্থের প্রকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে উত্তেজিত করেন। তাঁহার পরে ইদিলপুর হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত গদাধর ঘটক কবিভূষণ মহাশয় কায়স্থকারিকা ও কুলপঞ্জী হইতে নানাবিধ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের সন্তান ও ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত তাহা বিষদভাবে সপ্রমাণ করিলে, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘটক ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার সন্ন্যামত মহোদয়দ্বয় তাঁহাকে সমর্থন করিয়া ছিলেন। তদনন্তর ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভার প্রতিনিধি কায়স্থতত্ত্ববিৎ নববঙ্গের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয় কায়স্থের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, শিলালিপি, তাম্রফলক মন্থন করিয়া ভারতীয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব, গৌরব-রাজমহিমা প্রতিপাদন করেন। বঙ্গীয়কায়স্থগণ যে উক্ত কায়স্থমহামণ্ডলের একটী ক্ষুদ্র শাখা, ও ৭।৮ শত বর্ষ পূর্ব্বে কণোজ অযোধ্যা ইত্যাদি স্থান হইতে শূর, পাল ও সেনবংশীয় কায়স্থনরপতিগণের আহ্বানে সাত আটটী অভিযানে বঙ্গে উপনিবিষ্ট হন, তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন করেন। সমবেত সভাগণ তাঁহার প্রমাণাদি অভ্রান্ত বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। বক্তা সুযুক্তিপূর্ণ আহ্বানে সমবেত কায়স্থমহাত্মাগণকে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি আরোও প্রতিপন্ন করেন যে বৈদিক সদাচার গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের প্রকৃত কৌলীন্য বজায় রাখিতে পারিবেন, ও সমাজ মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ ও বরপণ প্রথার উচ্ছেদন অনায়াসসাধ্য হইবে। তদনন্তর বানরীপাড়ার প্রাচীন সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহ বিশ্বাস মহাশয় সমবেত কুলীন মহোদয়গণকে

উক্ত বসু মহাশয়ের সেই সারগর্ভ প্রস্তাবটী সত্বর কার্য্যে পরিণত করিতে অনুরোধ করেন। পর্য্যায়ের কাঠিন্য শিথিল করিতে তিনি কায়স্থ মহাশয়গণকে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, এবং শ্রীযুক্ত বরদাচরণ গুহঠাকুরতা মহাশয় বসু মহাশয়ের উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়। প্রতিভার পাঠকগণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে বাণরীপাড়ার কুলীন কায়স্থ মহাত্মাগণ একবাক্যে অতি সত্বরে উপনীত হইবেন স্থির করিয়াছেন।

৩। বিগত ১৯শে আশ্বিন শুক্রবারে নরোত্তমপুরগ্রামে স্বর্গগত দ্বারকানাথ রায় মহাশয়ের ভবনে আর একটী কায়স্থসভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহ ঠাকুরতা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পূর্ব্ব দিনের সভার বক্তাগণ এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। সকলেই একবাক্যে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ প্রস্তাব সমর্থণ করেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহ বিশ্বাস মহাশয় এই মহামঙ্গলকর কার্য্য অনুষ্ঠানেরজন্য সকলকে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ রায় মহাশয় নরোত্তমপুরবাসী প্রধান প্রধান কুলীন মহাশয়দিগের পক্ষ হইতে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

৪। বিগত ২১শে আশ্বিন রবিবারে গাভাগ্রামে বিল্ববাড়ীতে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুহঠাকুরতা মহাশয়ের সভাপতিত্বে আর একটী কায়স্থসভা আহূত হয়। এই সভায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তীদার মহাশয় প্রধান বক্তা ছিলেন। শেষোক্ত বক্তা মহাশয় বরিশালের নানাস্থানে কায়স্থসভার অধিবেশন করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। সভাস্থ সকলেই বসু মহাশয়ের সারগর্ভ বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

৫। বিগত ২১শে আশ্বিনের পরে চাঁদসী লক্ষ্মণকাঠি, বাটাজোড় ও উজীরপুরগ্রামে নানাস্থানে কায়স্থসভার অধিবেশন হইয়াগিয়াছে। সকলস্থানেই কায়স্থমহাত্মাগণের যজ্ঞোপবীত গ্রহণের আগ্রহ ও বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা আশা করি শ্রীভগবানের কৃপায় বাখরগঞ্জের কুলীন কায়স্থমহাত্মাগণ অতি সত্বর উপনীত হইয়া বঙ্গজ কায়স্থসমাজের প্রকৃত গৌরব ও মহিমা পুনরুদ্দীপ্ত করিবেন।

৬। কায়স্থোপনয়ন।—১৭ই আশ্বিন ১৩১৮। জেলা ঢাকা বজ্রযোগিনী গ্রামে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাত্মাগণ যথাশাস্ত্র যজ্ঞান্তে উপনীত হইয়াছেন—

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা
,, তারকচন্দ্র গুহ ঐ
,, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ঐ
,, জীতেন্দ্রনাথ চৌধুরী ঐ

১৮ই আশ্বিন ১৩১৮

৭। উক্ত বজ্রযোগিনীগ্রামে উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে :—

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা
,, ক্ষিতীশচন্দ্র বসু ঐ
,, রামগোপাল চৌধুরী ঐ
,, চিন্তাহরণ চৌধুরী ঐ
,, রামকান্ত চৌধুরী ঐ

৭। বিগত ২৮শে আশ্বিন রবিবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত লক্ষ্মণদিয়াগ্রামে শ্রীযুক্ত লোক-

নাথ রাহা দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত মহাত্মাগণ উপনীত হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মিত্র দেববর্ম্মা
,, কালীচরণ সরকার ঐ
,, রাসবিহারী রাহা ঐ

৮। ৬ই কার্ত্তিক ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবসে ফরিদপুর জিলান্তর্গত আবদুলাবাদগ্রামে কায়স্থ জমিদার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এল মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্যারত্নের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত মহাত্মাগণ উপনীত হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী দেববর্ম্মা, দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী দেববর্ম্মা, অশ্বিনীকুমার চোধুরী দেববর্ম্মা, কুমুদেশ্বর চৌধুরী দেববর্ম্মা, আনন্দচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা, কুঞ্জবিহারী ঘোষ দেববর্ম্মা শ্যামাপ্রসন্ন ঘোষ দেববর্ম্মা, দীননাথ দাষ দেববর্ম্মা, বামাচরণ তপাদার দেববর্ম্মা, শ্যামাচরণ তপাদার দেববর্ম্মা, অনকুলচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা, কামিনীকুমার দত্ত দেববর্ম্মা।

৯। বিগত ১৭ই কার্ত্তিক শুক্রবারে ঢাকা জেলান্তর্গত মালখানগরগ্রামে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত চতুর্ব্বিংশতী জন কুলীন কায়স্থ মহাত্মাগণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন— মালখানগরের বসু ঠাকুরগণের গুরুবংশীয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সদস্য, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য, এবং অন্যান্য কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যথাশাস্ত্র হোতা, তন্ত্রধার ও ব্রহ্মার কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কেন্দ্রে যেসকল কুলীন-কায়স্থ মহাত্মাগণ উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে অতি সত্বর উপনয়নগ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু ঠাকুর দেববর্ম্মা এম, এ, বি-এল, উকীল হাইকোর্ট কলিকাতা, অশ্বিনীকুমার বসু ঠাকুর দেববর্ম্মা বি-এ, বি-এল ভূতপূর্ব্ব সবজজ, অনন্তকুমার বসু ঠাকুর দেববর্ম্মা বি-এল উকীল ঢাকা, বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর দেববর্ম্মা, বঙ্কিমচন্দ্র বসু ঠাকুর দেববর্ম্মা বি-এ, পুলিনচন্দ্র বসু ঠাকুর দেববর্ম্মা বি-এল, প্রফুল্লচন্দ্র বসু ঠাকুর দেববর্ম্মা এম-এ, ধীরেন্দ্রকুমার বসু ঠাকুর দেববর্ম্মা বি-এ। আর নামগুলি আমাদের অদ্যাপি হস্তগত হয় নাই।

১০। বিগত ৬ই কার্ত্তিক সোমবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শুভ দিনে ফরিদপুর জিলার দোলকুণ্ডীনামকগ্রামে স্বর্গীয় রায় দুর্গাদাস ধর বাহাদুরের প্রাসাদে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রযত্নে কায়স্থাদি দেব শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজার উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনেক উপনীত কায়স্থ মহাত্মা এই পিতৃপূজোপলক্ষে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১১। বিগত ৬ই ও ৭ই কার্ত্তিক হুগলী জেলার অন্তর্গত বাতানলগ্রামে তত্রত্য কায়স্থসমিতির প্রযত্নে ৬ই কার্ত্তিক পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পূজা, মধ্যাহ্নে প্রার্থনা-সঙ্গীত, ও পুষ্পাঞ্জলি, অপরাহ্ণে একটী বিরাট কায়স্থসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তৎপর দিন পূর্ব্বাহ্ণে আদি দেবের নিরঞ্জন, মধ্যাহ্নে কাঙ্গালীভোজন, এবং অপরাহ্ণে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ দেব সরকারের স্মৃতিসভা হইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব অনুষ্ঠানের বিশেষ বিবরণ আমাদের হস্তগত আজিও হয় নাই।

সম্পাদকস্য।

বিজ্ঞাপন।

গতবর্ষের প্রতিভার চাঁদা গ্রাহকগণ প্রায় সকলেই আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষের চাঁদা অনেকেই অদ্যাপি দেন নাই। আশা করি তাঁহারা দয়া করিয়া নিজ নিজ দেয় সামান্য ১৷৷০ মাত্র আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন। কার্ত্তিক মাসের প্রতিভা যাহা আগামী অগ্রহায়ণের প্রথমেই তাঁহাদের হস্তগত হইবে, তাহা আমরা ভিঃ পি করিয়া চাঁদা গ্রহণ করিব। ভিঃপিতে গ্রাহকগণের কোনও অতিরিক্ত ব্যয় নাই। আশা করি কেহই ভিঃ পি ফেরত দিবেন না। যদি প্রতিভার কোন সংখ্যা কেহ কেহ না পাইয়া থাকেন, আমাদের লিখিলেই বিনা মূল্যে তাঁহারা পাইবেন। আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে প্রকার আর্থিক কষ্ট স্বীকার করিয়া আমরা কেবলমাত্র সমাজের উপকারার্থে প্রতিভার ব্যয়ভার বহন করিতেছি, তাহা বিবেচনা করিয়া কেহই যেন ভিঃ পি ফেরত না দেন।

সম্পাদক।

সদ্গোপসোপান।

সদ্গোপসোপান স্বজাতির উন্নতিশীর্ষক পুস্তক। এইরূপ ভাবে লিখিত গ্রন্থ, এ পর্য্যন্ত আর কখনও সদ্গোপ-সমাজ হইতে প্রকাশিত হয় নাই। যাঁহারা স্বজাতির উন্নত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সাদরে এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহার ভাষা, ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর, মূল্য ৷৷০ আনা, ডাকমাশুল অর্দ্ধ আনা, প্রাপ্তিস্থান— শ্রীরামপুরের মোক্তার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ গ্রন্থকারের নিকট ও প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। প্রকাশক,

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

প্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তি-স্বীকার।

১৪১।	সম্পাদক কুনিয়া হিতসাধিনীসভা, কুনিয়া ফরিদপুর	১৩১৭	৷৷০
১৪৩।	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ	ঐ	৷৷০
১৪৪।	,, কালীপদ ঘোষ, বি-এল বহরমপুর	ঐ	৷৷০
১৪৫।	,, কেশবানন্দ দেব চাকলাদার, তুলসীঘাট, রংপুর	ঐ	১৷৷০
১৪৬।	,, কালীচরণ চৌধুরী, রাঙ্গীয়া, কামরূপ	ঐ	১৷৷০
১৪৭।	,, কেশবলাল ঘোষ দস্তিদার, কাঁচিয়াল	ঐ	১৷৷০
১৪৮।	,, করুণামোহন ঘোষ, নেত্রকোণা, মাইমনসিংহ	ঐ	১৷৷০
১৪৯।	,, করালীচরণ বসু দেববর্ম্মা, বাতানল, হুগলী	ঐ	১৷৷০
১৫০।	,, কেদারনাথ সিংহ, পীরগঞ্জ, রংপুর	ঐ	১৷৷০
১৫১।	,, কালীপ্রসন্ন গুহ, যান্দী,	ঐ	১৷৷০
১৫২।	,, কুঞ্জবিহারী ভৌমিক, উল্টাডাঙ্গী, কলিকাতা	১৩১৭ ও ১৩১৮	৩৲
১৫৩।	,, কৈলাসচন্দ্র বসু, মল্লিকপুর, ফরিদপুর	ঐ	২৲

Reg No D. 69

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচন।

[চতুর্থ বর্ষ —৮ম সংখ্যা।]

১৩১৮ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	শিবাষ্টকং (পূর্ব্বানুবৃত্ত, শ্রী[illegible] শাস্ত্রী)	৩৪১
২।	ভাবা[illegible] ([illegible] এম-এ) ...	৩৪২
৩।	কবিতাগুচ্ছ — (১) [illegible] ([illegible] বিদ্যাবিনোদ জ্যোতিঃশেখর)	৩৪৪
	(২) [illegible] ([illegible] দেববর্ম্মা কাব্যতীর্থ এম-এ)	৩৪৫
	(৩) [illegible] ([illegible] দেববর্ম্মা) ...	৩৪[illegible]
	(৪) [illegible] (শ্রী[illegible]) ...	৩৪[illegible]
	(৫) [illegible] (শ্রী[illegible] দেববর্ম্মা) ..	৩৫০
	(৬) [illegible] (শ্রী[illegible])	৩৫[illegible]
৪।	শ্যাম ও শ্যামা (শ্রীমধুসূদন রায় বিশারদ)	৩৫২
৫।	আর্য্যসমাজে বর্ণবিভাগ (পূর্ব্বানুবৃত্তি, শ্রী[illegible]প্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ জ্যোতিঃশেখর)	৩৫৪
৬।	মনস্বী হরিনাথ দেব (সম্পাদক)	৩৫৭
৭।	প্রাচ্যে প্রতীচ্যপ্রভাব (শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা)	৩৬০
৮।	ছোট-বৌ (শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা)	৩৬৫
৯।	সানুবাদ মিশ্রকারিকা (পূর্ব্বানুবৃত্তি ৩, সম্পাদক)	৩৭১
১০।	কাক সংবাদ (শ্রীকাক)	৩৭৬
১১।	সমালোচনা (শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী)	৩৮০
১২।	অভিষেক (সম্পাদক)	৩৮[illegible]
১৩।	বিবিধপ্রসঙ্গ (সম্পাদক)	৩৮[illegible]

[প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৵৹ আনা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র]

ফরিদপুর

হিতৈষী প্রেসে

শ্রীজানকীনাথ দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৮।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নম।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

অগ্রহায়ণ মাস, ১৩১৮।

শিক্ষাষ্টকং।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩)।

এ নাম উচ্চারণের অধিকারী কে? এবং কিরূপে নাম সংকীর্ত্তন করিলে নামের সম্যক্ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার লক্ষণ বলিতেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩॥

অমানী ব্যক্তি সর্ব্বদা হরির নাম কীর্ত্তন করিবেন অর্থাৎ আপনাকে মানশূন্য ভাবনা করিয়া সর্ব্বদা হরির নাম কীর্ত্তন করিবেন। সে মানশূন্যই বা কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন। আপনি উৎকৃষ্ট হইয়াও সর্ব্ববিষয়ে আপনাকে হীন বোধ করাই মানশূন্যতা।

পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে তৃণের অপেক্ষা আপনাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করা, কারণ তৃণেরও রজোগুণ আছে, যেহেতু তৃণের উপরে পদার্পণ করিলে সে অসহ্য বিবেচনায় মস্তক উত্তোলন করে। তাহাও না করার নাম তৃণ অপেক্ষাও নীচ হওয়া।

"তরোরপি সহিষ্ণুনা"—তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু। বৃক্ষের অত্যন্ত সহিষ্ণু গুণ কারণ পত্র, পুষ্প, ফল, ত্বক্ আদি লইলেও তিনি শারিরীক যাতনা সহ্য করিয়া থাকেন। যথা—

পশ্যৈতেতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈ কান্ত জীবিতান্।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ ॥
অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈবিমুখায়ান্তি নার্থিনঃ ॥
পত্রপুষ্প ফলচ্ছায়া মূল বল্কল দারুভিঃ।
গন্ধ নির্য্যাসভস্মাস্থি তোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে ॥
এতাবজ্জন্ম সাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা ॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ৩২—৩৫।

শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে কহিয়াছিলেন যে হে সখাগণ! এই যমুনাকূলের বৃক্ষসকলকে দর্শন কর; ইহাঁরা মহাভাগ্যবান্ কারণ পরের জন্য ইহাঁদের জীবন; ইহাঁরা আপন মস্তকে বায়ু,

বর্ষা, উত্তাপ ও হিম সহ্য করিয়া আমাদিগকে ঐসকল হইতে নিবারণ করেন। অহো! ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ জন্ম কারণ ইঁহারা সকল প্রাণীর উপজীবিকা; দয়াশীল ব্যক্তির নিকট হইতে যাচকের ন্যায় ইহাদিগের নিকট হইতে অর্থিগণ বিমুখ হইয়া যায় না। ইঁহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, নির্য্যাস, ভস্ম, অস্থি ও পল্লবাদির অঙ্কুরদ্বারা জীবের অভিলাষ পূর্ণ করেন।

প্রাণীদিগের মধ্যে প্রাণ, ধন, মন ও বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা মঙ্গলাচরণ করাই জীবগণের জন্মের ফল।

বৃক্ষের আরও সহিষ্ণুতা যে

ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপ সংহরতেদ্রুমঃ।

হিতোপদেশঃ।

বৃক্ষকে ছেদন করিতে গেলেও ছেদনকারীর উপরস্থ ছায়াকে সংহার করেন না। তদ্ভিন্ন তরু জলাভাবে শুখাইলেও কাহারও নিকট যাচ্ঞা করেন না; কিন্তু শুষ্ক হইয়া যান। তাহা হইলে সহ্য করিবার শক্তি নাই। আরও মরিয়া গেলে আত্মঘাতিরূপ পাপে লিপ্ত হন; কিন্তু হরিনামামৃত পানকারী আত্মঘাতি না হইয়াও তরু অপেক্ষা অতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া নাম কার্ত্তন করেন। তিনি অন্যের ভোজনদর্শনে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

মানদেন

মানহীন জনকেও সম্মান দান করিয়া মানদ হয়েন অর্থাৎ নীচজাতিকেও বন্দনাদিদ্বারা পূজিত করিয়া থাকেন—

হরৌ রতিং বহ্নেষঃ নরেন্দ্রানাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরি পুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥

ভক্তি রসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে তৃতীয় লহর্য্যাং পঞ্চদশাঙ্কে পদ্মপুরাণ বচনং।

মহারাজ ভগীরথ নরেন্দ্রদিগের শিখামণি ছিলেন তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে একান্ত রতি লাভ করিয়া ভিক্ষানিমিত্ত শত্রুগৃহে গমন করিতেন এবং চণ্ডাল পর্য্যন্ত নীচ জাতিকেও প্রণাম করিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

ভারতেশ্বরাভিনন্দনম্।

সদাকাঙ্ক্ষং সংখ্যাতিগমনুজ পালাভি সহিতং
পদং যন্মর্ত্ত্যানাং সহ বসতি কামৈরপি সুরৈঃ।
অবিশ্রান্তো যস্মিন্ স চ করসহস্রং বিতরতি
স্বয়ং সূর্য্যাস্তস্যাঃ ক ইব মহিমা ভারতভুবঃ॥১॥ (১)

ভাবার্থ—ভারতমহিমা কতই শ্রীসম্পন্ন, যেস্থানে স্বর্গের দেবতাগণ মর্ত্ত্যের অসংখ্য নৃপতিগণের সহিত সুখে বাস করিতে বাসনা করেন। এবং যেস্থানে স্বয়ং সূর্য্য তদীয় সহস্র কর অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিতেছেন॥১॥

নাথস্তস্যা বৃটননৃমণিঃ সাম্প্রতং সানুকম্পঃ
সম্প্রাপ্তোঽসৌ ভজতি বিষয়ং শ্রীতিপুষ্পাঞ্জলীনাম্।
লোকাঃ সর্ব্বেঽমুদমধিগতা দেববুদ্ধ্যানুরক্তাঃ
প্রাপ্তানন্দা স্তদিহমিতরাং রাজতে রাজলক্ষ্মীঃ॥২॥

(১) এই অভিনন্দনের বঙ্গানুবাদ সম্পাদক কর্ত্তৃক হইয়াছে।

ভাবার্থ - অধুনা বৃটননৃপগণ ভারতেশ্বর অনুকম্পা পুরঃসর ভারতে শুভাগমন করিয়া প্রজাবৃন্দের প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দ্বারা উপাস্য হইতেছেন। সর্ব্বে প্রকৃতিপুঞ্জ সানন্দচিত্তে ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইতেছে, এবং তদীয় রাজলক্ষ্মী অপার আনন্দে অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়া মনোহারিণী হইতেছেন ॥২॥

পবন চলিত চেলা দৃশ্যতে বৈজয়ন্তী
পটহ নিনাদমিশ্রঃ শ্রূয়তে তূর্য্যঘোষঃ।
ক ইব পুনরপূর্ব্বো জায়তেঽন্তঃ প্রসাদঃ
স্ফুটময়মভিষেকো ভূপতেঃ প্রাপ্ত কালঃ ॥৩॥

ভাবার্থ—সত্যই আমাদের ভারতেশ্বরের রাজ্যাভিষেককাল সমুপাগত, পবনহিল্লোলে তরঙ্গিত শত শত পতাকাশ্রেণী শোভা পাইতেছে। এবং তূর্য্যঘোষের সহিত শত শত পটহ নিনাদিত হইতেছে। অহো! অপূর্ব্ব আনন্দে আজ সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ ॥৩॥

হসতু রুচিরশস্য শ্যামলা ভূমিরেষা
স্পৃশতু সুচিরমস্য প্রার্থিত পাদপদ্মম্।
বিকসতু জননেত্রং ভূভৃদালোকলুব্ধং
ক্ষরতু সপদি তস্মাদুচ্ছং সৎ প্রীতিধারা ॥৪॥

ভাবার্থ—শস্য-শ্যামলা ভারত স্মিতমুখে চিরপ্রার্থিত পাদপদ্ম অদ্য স্পর্শ করুক। প্রজাগণের চক্ষুরুন্মীলিত হইয়া রাজাকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করুক। এবং তাহা হইতে সৎপ্রীতিধারা উদ্বেলিত হইয়া সহস্রধারে শীঘ্র প্রবাহিত হউক ॥৪॥

মার্ত্তণ্ডেন সদাময়ুখ নিকরৈর্যন্মণ্ডলং মণ্ড্যতে
দৃপ্তোনৃত্যতি বক্ষসা রণতরির্যস্যোদ্বহন নীরধিঃ।
শান্তির্যস্য চ ভূরিসম্পদি মহীখণ্ডেঽখিলে খেলতি
শ্বেতদ্বীপমণিঃ স ভারতপতিঃ সম্রাট্ চিরঞ্জীবতু ॥৫॥

ভাবার্থ—মার্ত্তণ্ড যাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য সর্ব্বদা ময়ূখজালে মণ্ডিত করিতেছেন, উন্মত্ত বারিধি যাঁহার রণতরি সানন্দে বক্ষে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন, এবং যাঁহার অধিকৃত ভূরিসম্পদপূর্ণ সমগ্র বসুন্ধরায় শান্তি বিচরণ করিতেছে; সেই শ্বেতদ্বীপমণি ভারতসম্রাট্ দীর্ঘজীবী হউন ॥৫॥

প্রথিত চরিত রাজন্! রাজ দোর্দ্দণ্ড শালিন্
ভ্রম চ ভুবি দিবীবাখণ্ডলো মণ্ডলেশ।
প্রশমিত খল বর্গাঃ শান্তিমত্যেব পৃথ্বী
নরবর তবকীর্ত্তিং শংসতীয়ং প্রকাশম্ ॥৬॥

ভাবার্থ—হে প্রসিদ্ধ চরিত, স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রের ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাজন্! মণ্ডলেশ পৃথিবী পরিভ্রমণ করুন। হে নরবর! দুষ্টজনগণবিমুক্ত শান্তিপূর্ণ এই বসুন্ধরা উচ্চৈঃস্বরে আপনার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছেন ॥৬॥

নরপতি শতপূজ্য প্রাজাসম্পৎ প্রতানা
রঘুকুরু কুলজানাং ভূভুজাং কর্ম্মভূমিঃ।
জনহিতরত বুদ্ধো শুদ্ধ কারুণ্য সিন্ধো
ভবতি চ ভবতীশে ভাতি রাজন্বতীয়ম্ ॥৭॥

ভাবার্থ—প্রজাহিতেরত, অপার করুণাসাগর, শতপূজ্য নরপতি! যে মহাদেশ প্রসিদ্ধ রঘু ও কুরুবংশে নরপতিদিগের কর্ম্মভূমি, তাহা আপনার শাসনে প্রজাগণের উন্নতির আলোকে প্রদীপ্ত হইতেছে ॥৭॥

ক্ষৌণীপেন্দ্র গৃহাণ ভারতসদাং ভক্তিপ্রসূণার্চ্চনাং
ভেজে তে জনকোজন প্রণয়িতাং পুত্রস্তথাস্ত্বান্তবান্।
সর্ব্বৈরস্য সমস্বরেণ ভবতো মাঙ্গল্যমুদ্ঘুষ্যতে
শ্রীমানাশ্রিত লোকরঞ্জন পটুঃ সম্রাট্ চিরঞ্জীবতু ॥৮॥

ভাবার্থ—হে পৃথ্বীপতে! ভারতপ্রদত্ত ভক্তিকুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করুন। আপনার পিতার

ন্যায় আপনিও প্রজাগণের ভালবাসা লাভ করুন। অন্য সকলেই সমস্বরে আপনার মঙ্গলগীত গাহিতেছে। আশ্রিত প্রজারঞ্জনে পটু আপনার ন্যায় শ্রীমান্ সম্রাট্ দীর্ঘজীবন লাভ করুন ॥৮॥*

শ্রীহেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা।

কবিতাগুচ্ছ।

অবধূতলক্ষণম্। ১।

ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষকাঙ্ক্ষী
ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ।
ন শাক্তো ন শৈবো ন বা বৈষ্ণবো বা
বধূতশ্চিদানন্দরূপোঽহমাত্মা ॥১॥

ভাবার্থ—আমি যোগশীল অর্থাৎ যোগীপুরুষ নহি, আমি ভোগীও নহি, মুমুক্ষু নহি; আমি বীরপুরুষ নহি, ধীর নহি, সাধকশ্রেষ্ঠও নহি; আমি শক্তির উপাসক অর্থাৎ শাক্ত নহি, শৈব নহি, বৈষ্ণবও নহি; আমি অবধূত, চিদানন্দ (জ্ঞানানন্দ) স্বরূপ আত্মা ॥১॥

বিভূতিং ত্রিশূলং তথা রক্তবাসো
দধানঃ কপালং গলে নাগসূত্রং।
সদানন্দপূর্ণঃ প্রসন্নান্ত-রাত্মা
বিরাজেঽহবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥২॥

ভাবার্থ—আমি ভস্ম, ত্রিশূল, রক্তবস্ত্র, মস্তকের-খুলি এবং নিজ গলদেশে সর্পের যজ্ঞোপবীত পরিধারণ করিতেছি; আমি নিরন্তর আনন্দ-পরিপূর্ণ ও প্রফুল্লচিত্ত এবং দ্বিতীয় মহেশ্বরস্বরূপ অবধূত বিরাজমান আছি ॥২॥

শ্মশানে গৃহে বা হিরণ্যে তৃণে বা
তনুজে রিপৌ বা হুতাশে জলে বা।
স্বকীয়ে পরে বা সমত্বেন মত্তো
বিরাজেঽহবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥৩॥

ভাবার্থ—আমি কি শ্মশানভূমিতে, কি গৃহে, কি সুবর্ণে, কি তৃণে, কি পুত্র বা শত্রুতে, অনলে বা সলিলে, কি আত্মীয় স্বজনে কি অনাত্মীয়ে সকল বিষয়ে ও সকল বস্তুতে সমদর্শী হইয়া, দ্বিতীয় মহেশ্বরস্বরূপ অবধূত বিরাজ করিতেছি ॥৩॥

চিতাভস্ম ভূষোজ্জ্বলোদ্ভাসি লক্ষ্মী—
রহিংসা ক্ষমা শান্তি ধামোন্নত শ্রীঃ।
পরিত্যক্ত ধর্ম্মোজ্ঝিতা ধর্ম্মকর্ম্মা
বিরাজেঽহবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥৪॥

ভাবার্থ—আমি চিতাভস্মরূপ ভূষণে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা শোভাবিশিষ্ট; অহিংসা, ক্ষমা শান্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণের আশ্রয়স্বরূপ; অতীব ধীমান এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম যাবতীয় কার্য্য পরিত্যাগশীল অদ্বিতীয় মহেশ্বরস্বরূপ অবধূত বিরাজ করিতেছি ॥৪॥

শ্রুতৌ কুণ্ডল শ্রীর্গলে মুণ্ডমালা
করে পানপাত্রং মুখে মন্ত্রমালাঃ।
প্রচণ্ডো দয়াত্মা সদা তুষ্টচেতা
বিরাজেঽহবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥৫॥

ভাবার্থ—আমার কর্ণযুগলে কুণ্ডল, গলদেশে মুণ্ডমালা সুশোভিত, হস্তে পানপাত্র ও মুখে মন্ত্রসমূহ। আমি অতীব প্রচণ্ড অর্থাৎ তেজস্বী

* প্রতিভার পাঠকগণ এই অপূর্ব্ব অভিনন্দনের কঠিন ছন্দগুলি কবি কি প্রকারে রক্ষা করিয়াছেন দেখিবেন। (১) শিখরিণী (২) মন্দাক্রান্তা, ৩। ৪। ৬। ৭ মালিনী ৫। ৮ শার্দ্দূল বিক্রীড়িত। সঃ

এবং নিরন্তর প্রসন্নমনা দ্বিতীয় মহেশ্বরস্বরূপ অবধূত বিরাজ করিতেছি ॥৫॥

ন জাতির্ণ শৌচং ন বৃত্তির্ণ পুণ্যং
ন ধর্ম্মো ন পাপং মৃত্যুর্ণ মোক্ষঃ।
ন যজ্ঞো ন পূজা ন দানং ন মন্ত্রো
বিরাজেহবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥৬॥

ভাবার্থ—আমার জাতি নাই, আমার শৌচ নাই, আমার কোনরূপ বৃত্তিও নাই; আমার পুণ্য নাই, ধর্ম্ম নাই, পাপ নাই, মৃত্যুও নাই; আমার মোক্ষ নাই (কারণ—আমি মোক্ষাভিলাষী নহি) আমার যাগ যজ্ঞাদি কিছুই নাই, পূজা নাই, দান নাই, মন্ত্রও নাই। আমি দ্বিতীয় মহেশ্বর অর্থাৎ—মহাকালস্বরূপ অবধূত বিরাজ করিতেছি ॥৬॥

আশাপাশেষনায়াস আদি মধ্যান্তঃ-বর্জ্জিতঃ।
আনন্দে বর্ত্ততে নিতং অকারস্ত চ লক্ষণম্ ॥৭॥

ভাবার্থ—যে মহাত্মা আশারূপ পাশে প্রযত্নবিরহিত, আদি অন্ত ও মধ্য বিবর্জ্জিত এবং নিরন্তর আনন্দেই অবস্থান করেন, সেই মহাত্মাতেই এই অবধূতের "অ"কারের লক্ষণ প্রকাশমান ॥৭॥

বাসনা বর্জ্জিতা যেন বর্ণাশ্রম বিবর্জ্জিতঃ।
বন্ধুবৈরি বিনির্ম্মুক্তৌ বকারস্ত চ লক্ষণম্ ॥৮॥

ভাবার্থ—যে মহাপুরুষকর্ত্তৃক যাবতীয় বাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং বর্ণাচার সমুদায় বিবর্জ্জিত হইয়াছে, এবং শত্রু ও মিত্রও পরিত্যক্ত হইয়াছে, সেই মুক্তপুরুষেই এই অবধূতের "ব"কারের লক্ষণ প্রকাশমান জানিবে ॥৮॥

ধূলিধূসরগাত্রাণি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ।
ধারণা ধারিতা যেন ধকারস্ত চ লক্ষণম্ ॥৯॥

ভাবার্থঃ—যাঁহার ধূলিদ্বারা ধূসরিত গাত্র এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দ্বিবিধ পথই পরিবর্জ্জিত ও যে মহাপুরুষ কর্ত্তৃক আত্মধ্যান ধারণা ধারিত হইয়াছে, তাঁহাতেই এই অবধূতের "ধ" কারের লক্ষণ বিরাজিত ॥৯॥

তন্ত্র মন্ত্র বিনির্ম্মুক্তস্তত্ত্বাভ্যাস বিলক্ষণঃ
তত্ত্বজ্ঞানে স্থিতোনিত্যং তকারস্ত চ
লক্ষণম্ ॥১০॥

ভাবার্থ—যে মুক্তপুরুষ তন্ত্র মন্ত্রাদি বিবর্জ্জিত, আত্মতত্ত্ব অভ্যাসসম্পন্ন এবং তত্ত্বজ্ঞানে নিত্য অবস্থিত, তাহাতেই এই অবধূতের "ত" কারের লক্ষণ প্রকাশমান জানিবে ॥১০॥

ইতি অবধূত লক্ষণ সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

সাক্ষাৎ। ২।

রাজগৃহ পুরে ফিরি' তথাগত (১)
সম্বোধি লভিয়া যবে,
সদ্ধর্ম্ম প্রচারি নির্ব্বাণের পথ
দেখাইতেছিল সবে। ১

দূত আসি এক চরণে নমিয়া
সবিনয় কহে তাঁরে,
রাজা শুদ্ধোদন দে'ছেন বলিয়া
নিবেদিতে আপনারে। ২

(১) তথাগত—বুদ্ধ।

"সিদ্ধার্থ (২) আমার শিখাইছে সবে
উদ্ধারের পথ নাকি?
এল না ত গৃহে, আমরা কি তবে
শুধুই রহিব বাকি?।"৩

"দিতে হ'বে তাঁরে বারেক দর্শন,
এই অনুরোধ তাঁর,
আছেন নৃপতি সহ পরিজন
পথ চাহি' আপনার।"৪

চলিল সুগত (৩) পথ আলোকিয়া,
জনকের রাজধানী,
"ফিরিছে কুমার বুদ্ধত্ব লভিয়া"
চৌদিকে উঠিল বাণী। ৫

রাজা শুদ্ধোদন পরিজন ল'য়ে
দাঁড়ায়ে পথের ধারে,
উদ্বেগ-আনন্দ-উদ্বেল হৃদয়ে
প্রিয় পুত্র হেরিবারে। ৬

শৈশবের কথা কুমারের কত
ভাবে মনে মনে ভূপ,
নিকটে তাঁহার আসিল সুগত
কিবা জ্যোতির্ম্ময়রূপ। ৭

এইত তাঁহার প্রাণের কুমার,
তাঁহার দ্বিতীয় প্রাণ,
সন্নিকটতম এ যে ছিল তাঁর
আজ কত ব্যবধান। ৮

কহিল নৃপতি, "সিদ্ধার্থ আমার!
আর কি আমার নও?
কি কাজ সন্ন্যাসে? বিশাল তোমার
সমৃদ্ধ এ রাজ্য লও।" ৯

(২) সিদ্ধার্থ—বুদ্ধদেব।
(৩) সুগত—যৎ কর্ত্তৃক শুভ (নির্ব্বাণ) জানা যায় অর্থাৎ বুদ্ধদেব। সঃ

উত্তরিল বুদ্ধ, "ছিল গো তোমার
যে মমত্ব পুত্র তরে,
ছড়াইয়া দেও সমস্ত তাহার
বিশ্বের জনের 'পরে।"।১০

"চাহিনাক আর, এ ক্ষুদ্র রাজ্যের,
চাহিনাক হ'তে স্বামী,
মহত্তম সেই অসীম দেশের
সন্ধান পেয়েছি আমি।"।১১

নৃপতি প্রাসাদে পশিল সুগত
দেখিবার তরে তাঁরে,
সম্ভ্রমে নমিয়া পরিবার যত
দাঁড়াইল চারিধারে। ১২

যশোধারা (৪) শুধু এল না সেথায়
নৃপতি পাঠা'ল ডাকি,
"সিদ্ধার্থে হেরিতে সবাই হেথায়
তুমি কেন আছ বাঁকি?"।১৩

যশোধরা কহে প্রতিহারী প্রতি
"আমি ত যাব না সেথা,
তাঁর প্রতি যদি রহি ভক্তিমতী
তিনি আসিবেন হেথা।"।১৪

"কোথা যশোধরা?" সুধাল সুগত,
আসে নাই দেখি, পরে
চলিল দেখিতে নিজ ইচ্ছামত
তাহার নিজের ঘরে। ১৫

এই ত তাঁহার চিরপরিচিত
সাধের গৃহটী তাঁর,
কত স্মৃতি তাহে আছে বিজড়িত,
তথাগত নির্ব্বিকার। ১৬

'রাজপুত্রবধূ যশোধরা বসি'
মাথায় নাহিক কেশ

(৪) যশোধারা—বুদ্ধদেবের স্ত্রী। সঃ

শীর্ণদেহ যেন কঠোরা তাপসী
অতি দীনহীন বেশ। ১৭
স্মৃতির ঝটিকা দিল আলোড়িয়া
হৃদয়-সাগরে তার,
জগতের বুদ্ধ গেল সে ভুলিয়া
তার স্বামী নহে আর। ১৮
রুদ্ধ অভিমান সাত বৎসরের
যুগপৎ জাগি উঠে
অশ্রুহীন আঁখি, ব্যথা প্রকাশের
ভাষা তার নাহি জুটে। ১৯
উঠিতে চরণ বিষম বাধিল,
কোন মতে উঠি শেষে,
পরবশ মত আছাড়ি পড়িল
বুদ্ধের চরণ-দেশে। ২০
বুদ্ধ উদাসীন, দাঁড়ায়ে নীরবে
নিশ্চল অচল প্রায়,
মহাঝটিকায় ক্ষুব্ধ ঊর্ম্মি যবে
আছাড়িয়া পড়ে পায়। ২১
যশোধরা সেথা শ্বশুরে হেরিয়া,
আপনা সম্বরি' লয়,
নৃপতি তখন বধূর হইয়া
সুগত দেবেরে কয়। ২২
"কাটায়েছে কাল এ যে কত ক্লেশে,
ইয়ত্তা তাহার নাই,
শুনিল যখন কাটিয়াছ কেশে
এও ত করিল তাই। ২৩
"শুনিল যখন গাত্র বিলেপন
বর্জ্জন করেছ তুমি,
রহিল না এর কোন প্রসাধন
শয়ন হইল ভূমি। ২৪
"ভিক্ষান্ন খেতেছ সামান্য ভাজনে
ইহারে বলিলে কেও,
মৃত্তিকার পাত্রে দীনান্ন ভোজনে
অভ্যস্ত হইল এও। ২৫
'সহি' বহুক্লেশ তোমার লাগিয়া
এখনো আপন জানি,
করেছে ব্যাকুলা চরণে পড়িয়া
তোমার মর্য্যাদা-হানি। ২৬
"বেদনা ব্যথিতা না বুঝি করিল,
ক্ষম এই অপরাধ।"
বুদ্ধ কহে, "পূর্ব্বজন্মে এর ছিল
বুদ্ধজায়া হতে সাধ। ২৭
"উচ্চাকাঙ্ক্ষামত, সাতবর্ষ ধরি
সহিল অশেষ ক্লেশে,
জন্মমৃত্যু দুঃখপাশ ছিন্ন করি
নির্ব্বাণ লভিবে শেষে।" ২৮

শ্রীললিতমোহন কর দেববর্ম্মা।

বঙ্গজননীর প্রতি। ৩।

অয়ি গরিয়সি, মাতঃ জন্মভূমি!
কর্ম্মদোষে এবে ভাগ্যহীনা তুমি।
সুদূর-অতীত সৌভাগ্যের কথা
লিখিব না, বাড়ে মরমের ব্যথা। ১
জন্মিয়াছি মোরা হতভাগ্য দেশে,
পূর্ণ হেথা সদা হিংসা-নিন্দা-দ্বেষে।
"একতা" এ কথা শোভে কি হেথায়?
শুধু বাক্যবীর বাঙ্গালী কথায়।২

বৃথা অভিমান—অভিশাপে কার
লভিয়াছ, শত সন্ততি তোমার?
বৃথা গর্ব্বে তারা কাঁপাইছে ধরা,
পূর্ব্বকথা স্মরি শুধু আত্মহারা। ৩
বৃথা বেদ স্মৃতি পুরাণ-প্রসঙ্গ,
হাসি পায় হেরি বাঙ্গালীর রঙ্গ।
যাঁরা সুসন্তান বঙ্গ-মা! তোমার,
দেশ-হিত-ব্রত করিয়াছে সার। ৪
কেবা রতচিত্ত তাঁদের কথায়,
কাঁদে তাঁরা শুধু প্রাণের ব্যথায়।
নাই প্রীতি কারো দেখি সমুদয়,
পাপে পূর্ণ দেশ, কপটতাময়। ৫
হিন্দু-মুসলমান সবে পরস্পর,
দ্বেষ হিংসা লয়ে সদা স্বার্থপর।
সিয়া সুন্নি দলে বিরোধ ব্যাপার,
উচ্চ হিন্দু করে নীচে অত্যাচার। ৬
অন্তঃসার শূন্য কদাচারী যারা
কত যে ব্রাহ্মণ, আজ(ও) বঙ্গে তারা,
ধীর, সাধু, জ্ঞানী নিম্নজাতি নরে,
আত্ম-গরিমাতে পদাঘাত করে। ৭
গুণকর্ম্মে ভাগ ছিল যেই দেশে,
হল বংশগত, গুরুগর্ব্ব শেষে।
স্বার্থপর-স্মার্ত্তরঘু-মহাশয়,
কুক্ষণে এ বঙ্গে তাঁর অভ্যুদয়। ৮
সে ঘোর বঙ্গের নিশীথ সময়
অবিদ্যা প্রভাবে বৈশ্য-ক্ষত্র-চয়
ছিল যবে সবে ঘুমে অচেতন
রঘু "স্মৃতি-জাল" বিস্তারে তখন। ৯
"পরশু" হতেও "রঘু" বীরবর।
লেখনী তাঁহার সম্মোহন শর।
সে শর-ঘাতনে ছিল অচেতন,
বহুকাল বঙ্গে ক্ষত্র-বৈশ্যগণ। ১০

এখনো সে মোহ ঘুচেনি সবার,
মন্ত্র-মুগ্ধ যেন কেশরী-কুমার।
বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় কায়স্থ-তনয়,
শাস্ত্র-যুক্তি-মতে প্রমাণিত হয়। ১১
তাই এতকালে তারা উপনীত,
লইতে তাদের যজ্ঞ-উপবীত।
স্মার্ত্ত-শিষ্য যারা, তাদের হৃদয়,
দেখে শুনে যেন দগ্ধীভূত হয়। ১২
শুধু দগ্ধনয়—শত চেষ্টা পায়,
বাতুলের প্রায় বাধা দিতে ধায়।
ঈর্ষা-পরবশে মদমত্তদল,
সমাজের দেহে ঢালিছে অনল। ১৩
হায় বঙ্গমাতঃ! হেন অবিচারে,
কেন না রহিবে, চির-অন্ধকারে?
তাই বলি অয়ি মাতঃ জন্মভূমি!
কর্ম্মদোষে এবে ভাগ্যহীনা তুমি। ১৪
ব্রাহ্মণবংশীয় স্মার্ত্ত-শিষ্য-দল,
মুখে বলে,—"ধর্ম্ম গেল রসাতল।
কায়স্থ পালিবে ক্ষত্রিয়-আচার!
সমাজের একি হল ব্যাভিচার!"।১৫
ছি-ছি! লজ্জা পায় শুনি সেই কথা,
"শিরঃ নাস্তি" যার, তার শিরঃব্যথা!"
কোন্ শাস্ত্রে আছে ব্রাহ্মণ-নন্দন
গণিকা-চরণ করিবে বন্দন?।১৬
সুরাপানে মত্ত রবে অনুক্ষণ?
হোটেলের অন্ন করিবে ভক্ষণ?
গৃহকর্ত্রী হয় জঘন্যা-রমণী
উপপত্নীরূপে মস্তকের মণি!।১৭
খাদ্যাদি বিষয় শত অঘটন,
সে সমাজে কি না হয় সঙ্ঘটন?
ইহা হতে কি গো পাপ-অত্যাচার,
কায়স্থের ব্রত ক্ষত্রিয়-আচার? ১৮

আপন স্বজাতি উচ্ছৃঙ্খল অতি,
সমাজের মাঝে তাঁদের বসতি।
নাই প্রতিকার কিছুমাত্র তার,
পরের বেলায় হন শাস্ত্রকার! ১৯
হায় বঙ্গমাতঃ! বিদরে হৃদয়,
স্বজাতির প্রতি স্বজাতি নিদয়।
দীন-হীন কত ব্রাহ্মণ-তনয়,
কন্যাদায়ে দেখে অন্ধকারময়। ২০
কমনীয়—কান্তি কমলারূপিণী,
নিরুপমা গুণে শান্তিস্বরূপিণী,
এ হেন তনয়া হৃদয়ের ধনে,
মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়ি' রক্তসিক্ত-পণে, ২১
বাধ্য হয়ে দুষ্ট-সমাজ-শোষণে,
হীনচেতা হায়, কদাকার জনে,
জেনে শুনে সেই অপার্থিব ধনে,
সঁপিছে ব্রাহ্মণ অবসন্ন মনে। ২২
শেষে ভিক্ষাভাণ্ড কন্যাদায় ঋণে,
যাতনা না যায় জীবনান্ত দিনে।
আরো হয় কভু অর্থ-হীনতায়,
সুতগণ তার শিক্ষা নাহি পায়। ২৩
শেষে তারা হায় হয়ে নিরুপায়
পাচকাদি কাযে জীবন কাটায়।
হেন পরিণাম সমাজে যাদের,
এত অহঙ্কার সাজে কি তাদের? । ২৪
ততোধিক হের কায়স্থ সকল
স্বধার-সলিলে ডুবিয়ে বিকল।

সুবিশাল অঙ্কে জননী তোমার,
আজ(ও) শত কলঙ্কী কুমার; ২৫
জাতীয় গৌরব দলি' পদতলে,
বিপক্ষের দলে মিশি কুতূহলে,
শূদ্রত্বের কালি মাখিয়া গায়,
কায়স্থ-কুলের কলঙ্ক গায়। ২৬
আরো অভিভূত এমনি আঁধারে
টিটকারী দেয় ক্ষাত্র ব্যবহারে।
কতকাল মোহে রবে তারা সব?
হীন শূদ্রে হায়, সকলি সম্ভব! ২৭
তাই বলি অয়ি মাতঃ জন্মভূমি!
কর্ম্মদোষে এবে ভাগ্যহীনা তুমি।
তা না হলে যাঁর কোটী কোটী সুত,
ফল-ফলা-তরু ক্ষেত্র-শস্য-যুত। ২৮
বহে নদীকুল সদা কুল্ কুল্,
উর্ব্বর করিয়া তাদের দুকূল।
তবু তুমি হায় দুঃখিনী জননী!
যায় না তোমার হাহাকার ধ্বনি! ২৯
যদি হেন হয় কি কায সন্তানে?
শস্যাদির শোভা কি কায ধারণে?
তার চেয়ে ভাল বন্ধ্যা হয়ে থাকা,
মরুভূর মত বালুকায় ঢাকা॥ ৩০

শ্রীরাধাবিনোদ সরকার দেববর্ম্মা।

তরীতে। ৪।

সম্মুখে রয়েছে অকূল পাথার
ও পারে যাইবে কে?
যে চাহ তরিতে, আইস তরিতে
তরীতে উঠহ সে। ১

সারাদিন ধরে উপকূলে বসে
কাটা'লে করিয়া খেলা,
ও পারের কথা হ'য়েছে স্মরণ
আঁধারে সাঁজের বেলা ? ২
পাথারে উঠেছে বিষম তুফান,
সজোরে গরজে ঢেউ,
এহেন তুফানে কে লইবে পারে
আছে কি নাবিক কেউ ? ৩
সুচতুর নেয়ে, যায় তরী বেয়ে,
সহজে না দেয় ধরা ;
জীর্ণ-তরীখানি তরঙ্গ-আঘাতে
জলেতে হয়েছে ভরা। ৪
লাভের পসরা লবে তরী ভরি,
করেছিলে অভিলাষ ;
এনেছিলে যাহা তাও গেলে ফেলে
সকলি হইল নাশ। ৫
আশার ছলনে বেঁধে ছিলে ঘর,
তুফানে উড়িয়ে গেল,
যাহাদের প্রেমে রয়েছিলে ভুলে
তারাও কেহ না এলো ! ৬
এমনি তাদের কঠিন পরাণ
একাই দিয়েছে ছেড়ে,
বাহু বন্ধনে একটি বিপল
রাখিতে পারেনি বেড়ে। ৭
পথের সম্বল পাটনীর কড়ি
আনিলে না কিছু সাথে,
ডুবাইতে তরী পাপের পশরা
লয়েছিলে শুধু মাথে।
বহিছে পবন শন্ শন্ শন্ ,
ভ্রূকুটি করিছে তোরে,
প্রতিপদে যেন টানিছে সঘনে
শতেক অদৃশ্য ডোরে। ৯
এহেন তুফানে পারে লইবারে
নাবিক ডাকিবে যবে,
মায়ায় বন্ধন একটি করিয়া
তখন কাটিতে হবে। ১০
সম্মুখে রয়েছে অকূল পাথার
ও পারে যাইবে কে ?
যে যাবে তরীতে আইস ত্বরিতে,
তরীতে উঠহ সে। ১১

শ্রীপ্রসন্ননাথ রায়।

মিলনের আশা। ৫।

গৃহ-কোণে অশ্রু ফেলি গণিতেছ দিনগুলি
হৃদে ধরে দুর্ব্বার যাতনা,
সহিতেছ স্থিরা ধীরা হ'য়ে ;
মিলনের আশা জাগে তাই নাকি প্রিয়ে ?
কঠোর কর্ম্মের স্রোতে ভেসে এসে প্রবাসেতে
অনল কুণ্ডের মাঝে বসি।
আছে হিয়া কত জ্বালা স'য়ে ;
মিলনের আশা ধরে তাই নাকি প্রিয়ে ?
মিলনের আশা আছে, তাই তুমি আছ বেঁচে
বেঁচে আছি আমি বিশ্ব-মাঝে,
এ জীব-জগৎ শুধু জিয়ে,
মিলনের আশা বুকে তাই প্রাণপ্রিয়ে।

জীবের মিলন আশা, প্রাণের আকুল তৃষ্ণা
শুধু ক্ষুদ্রে নহে অবসান,
চলেছে অনন্ত পানে ধেয়ে,
ক্ষুদ্র অভ্যন্তর দিয়ে ধীরে ধীরে প্রিয়ে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

কে বড় ? । ৬।

১ ক

তুমি যে ধরেছ কৃষ্ণ গিরি গোবর্দ্ধন,
এ কি বড় বেশি ভার ?
কি বীরত্ব অহঙ্কার!
এই কি মহিমা বড় ওহে নারায়ণ ?
তুমি যে ধরেছ কৃষ্ণ গিরি গোবর্দ্ধন!

খ

তুমি যে বিশ্বের ভার করহে বহন,
ওহে বিশ্বম্ভর হরি
সহস্র মস্তকে ধরি,
সহস্র সহস্র বাহু সহস্র চরণ!
এই কি মহিমা বড় ওহে নারায়ণ ?

গ

তব চির অনুরক্ত বীর ভক্ত জন,
গোলোক বৈকুণ্ঠ সহ,
কোটি বিশ্বে অহরহ,
সে তোমারে প্রাণে প্রাণে বহে অনুক্ষণ!
কে বড় তোমরা দোহে কহ নারায়ণ!

২ ক

নাগপাশে মুক্তি নহে যশের কারণ,
ওহে রাম কিশপতি,
ও বন্ধন তুচ্ছ অতি,
গড়ুর নিঃশ্বাস খোলে—অতি সাধারণ!
নাগপাশে মুক্তি নহে যশের কারণ!

খ

স্নেহপ্রেমপ্রীতি দিয়া বেঁধেছে যে জন,
হৃদয়ে হৃদয়ে হায়,
তোমার কমল পায়,
ছিঁড়িতে পার কি তাহা কভু—কদাচন ?
নিঃশ্বাসে খোলেনা সেযে বিশ্বাসের মন!
কি ছার সে নাগপাশ,
সে যে গো বিষম ফাঁস,
গোলোক বৈকুণ্ঠ সহ বাঁধে ত্রিভুবন;
কে বড় তোমরা দোহে কহ নারায়ণ।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

শ্যাম ও শ্যামা।*

শ্যাম বা শ্যামা শব্দ লইয়া আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভার দুইজন কৃতবিদ্য লেখক কেন যে, অযথা শুষ্ক কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতেছি না। কিন্তু এইরূপ নিরস তর্কে যে ভবিষ্যতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে, তাহা বলাবাহুল্য মাত্র। কাজেই অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আজ আমরা এবিষয়ে দুচার কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি প্রতিভার খ্যাতনামা লেখকদ্বয় এক্ষুদ্র জনের ধৃষ্টতা অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।

বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন বর্ম্ম সরকার মহাশয় কতকগুলি সংস্কৃত পদ্য ও কতকগুলি বাঙ্গলা কাব্য হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চান যে, শ্যাম বা শ্যামা শব্দে কৃষ্ণবর্ণকেই বুঝায়। পক্ষান্তরে সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয় ভট্টি, মেঘদূত ও নৈষধ চরিত প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য হইতে কতকগুলি পদ্য উদ্ধৃত করিয়া শ্যাম বা শ্যামাশব্দে যে তপ্তকাঞ্চন বর্ণকেই বুঝায় তাহাই সপ্রমাণ করিতে বদ্ধ-পরিকর। অধিক কি যিনি অস্মদ্দেশীয় আবাল-বৃদ্ধের নিকট কণকচম্পকসন্নিভ উজ্জ্বল গৌর-বর্ণা বলিয়াই সুপরিচিতা; মাননীয় শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভাষায় সেই বৃষভানু নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকারূপ বর্ণন-পূর্ব্বক স্বীয় মত পরিপুষ্ট করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় শ্যাম ও শ্যামা যে এক কথা নহে, তাহা পরস্পর বিজিগীষু পণ্ডিত যুগলের মধ্যে কেহই ভ্রমে একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই। দেখিলে আজ বিজ্ঞপাঠকমণ্ডলীর বহুমূল্য সময় অযথা নষ্ট করিতে এক্ষুদ্র লেখকে প্রতিভার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত না।

প্রিয়দর্শন পাঠক! শ্যাম শব্দটি যে, কৃষ্ণ-বর্ণেরই প্রতিপাদক তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। যেহেতু খ্যাতনামা কোষকার অমরসিংহ বলেন,—

"কৃষ্ণে নীলাসিত শ্যাম কাল শ্যামল মেচকাঃ।"

অর্থাৎ কৃষ্ণ, নীল, অসিত, শ্যাম, কাল, শ্যামল ও মেচক এই কয়েকটি শব্দ এক পর্য্যায়। কিন্তু শ্যামা বলিলে কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীকে বুঝায় না। উহা একটি পারিভাষিক শব্দ। পারিভাষাটি এই,—

"শীতে সুখোষ্ণ সর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে যা সুখশীতলা।
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥"

অতএব ভট্টির "দূর্ব্বাকাণ্ডমিব শ্যামা ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা" উত্তর মেঘের "তন্বী শ্যামা শিখর দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী" এবং নৈষধচরিতের "শ্যামার্থ হংসস্য করাণবাস্তে" ইত্যাদি স্থলে টীকাকারগণ শ্যামাশব্দের তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণা অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আধুনিক বলিয়া টীকাকারগণের প্রতি অবজ্ঞার কুটিল কটাক্ষপাত করায়, বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন বর্ম্ম সরকার মহাশয়ের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে কিনা তাহা বিবেচ্য। এখানে বলা আবশ্যক ভট্টির "দূর্ব্বাকাণ্ডমিব শ্যামা"

* শ্যাম শব্দে কৃষ্ণবর্ণ ও শ্যামা শব্দে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ বিশারদ মহাশয়ের এই মীমাংসা আমরা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কারণ ভবিষ্যপুরাণকার আমাদের আদিদেবকে "শ্যামং কমললোচনং" বলিয়াই "পূর্ণচন্দ্র নিভাননম্" বলিয়াছেন। আদিদেবের দেহ কৃষ্ণবর্ণ ও মুখখানি ফুট গৌরবর্ণ হইবে কেমন করিয়া। নিরঙ্কুশ কবিকে শব্দার্থের কঠিন নিগড়ে বদ্ধ করিবার শক্তি বিশারদ মহাশয় কোথায় পাইবেন? সম্পাদক।

শুনিয়া যাঁহারা জনকনন্দিনী সীতাকে দূর্ব্বা-কাণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া মনে করেন, আমরা তাঁহাদিগকে থিয়েটারে বা যাত্রার আসরে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতে বাসনা করি না। প্রাচীন যুগের আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির নিম্নলিখিত পদ্য কয়েকটির প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। পদ্য কয়েকটী এই,—

"রামস্তু বিশালাক্ষী পূর্ণেন্দু সদৃশাননা।
ধর্ম্মপত্নী প্রিয়া নিত্যং ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতা। ১৫।
সা সুকেশী সুনাসোরুঃ সুরূপাচ যশস্বিনী।
দেবতেব বনস্যাস্য রাজতে শ্রীরিবাপরা। ১৬।
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা রক্তুতুঙ্গনখী শুভা।
সীতানাম বরারোহা বৈদেহী তনু মধ্যমা।১৭।"
(বাল্মিকীয়ে আরণ্যকাণ্ডে ৩৪ সর্গঃ)।

ফলতঃ টীকাকার ভরত মল্লিক বলেন, "দূর্ব্বাকাণ্ডমিব তন্তুল্যা কৃশাঙ্গীত র্থঃ" অর্থাৎ সূর্পনখা রাবণের নিকট বলিতেছেন যে, সীতা দূর্ব্বাকাণ্ডের ন্যায় কৃশাঙ্গী অর্থাৎ ক্ষীণমধ্যা এবং শ্যামা অর্থাৎ তপ্তকাঞ্চন বর্ণা। বলাবাহুল্য মহর্ষি বাল্মিকীও উল্লিখিত পদ্যে সীতাকে তনু মধ্যমা বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। অথবা কেহ কেহ বলেন,—

"দূর্ব্বাকাণ্ডমিব ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডলা ন্যগ্‌ রূপবতীতি ন্যগ্রোধং অধঃপ্রসৃতং পরিতো মণ্ডলং নিতম্ব মণ্ডলং যস্যাঃ দূর্ব্বাকাণ্ডমপি অধঃপ্রসরতি নোপরিষ্টাদিতি।"

দক্ষিণাকালী বা শ্মশানকালী যে কৃষ্ণবর্ণা সে কথা অপলাপ করিবার উপায় নাই সত্য; কিন্তু দক্ষিণাকালীর ধ্যানে "মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং" এবং শশ্মানকালীর ধ্যানে "অঞ্জনাদ্রিনিভাং শ্যামাং (১) শ্মশানালয় বাসিনীং" শ্যামা পদটি কৃষ্ণবর্ণা অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। উহা অপ্রসূতাঙ্গনা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। বলাবাহুল্য শ্যামা বলিলে যে অপ্রসূতাঙ্গনাকেও বুঝায়, কোষকার মহেশ্বর কবীন্দ্রের নিম্নলিখিত উক্তিই তাহার প্রমাণস্বরূপ। যথা,—

"অপ্রসূতাঙ্গনায়াঞ্চ শ্যামাসোম লতৌষধ্যৌ।
ত্রিবৃতাশারিবাগুন্দ্রা নিশাকৃষ্ণা প্রিয়ঙ্গুষু।"
(বিশ্বপ্রকাশকোষঃ)

অথবা উল্লিখিত স্থলেও বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে শ্যামাপদে তপ্তকাঞ্চন বর্ণাই বুঝিতে হইত, যদি "মহামেঘপ্রভাং" ও "অঞ্জনাদ্রি নিভাং" পদ দুইটিদ্বারা উহা বিশেষিত করা না হইত।

অতএব আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অতঃপর শ্রদ্ধাস্পদ বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন বর্ম্মসরকার মহাশয় নব্য টীকাকারগণের প্রতি অবজ্ঞাসূচক কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া স্বীয় পবিত্র লেখনীকে কলঙ্কসাগরে নিমজ্জিত করিবেন না। পক্ষান্তরে মাননীয় সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় কেন যে, শ্যামকমল-লোচন ভগবান্ চিত্রগুপ্তকে তপ্তকাঞ্চন বর্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না। বুঝিলাম না বলিয়াই অতঃপর আশা করি তিনি যেন স্বীয় পদমর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতে একজন খ্যাতনামা বেদজ্ঞ পণ্ডিতের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। ইত্যলং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

(১) আমাদিগের নিকট হস্তলিখিত তালপত্রের যে পুথি আছে উহাতে "অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং শ্মশানালয়-বাসিনীং" এইরূপ পাঠ আছে।

আর্য্যসমাজে বর্ণবিভাগ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

শাস্ত্র তোমাদিগের করতলগত, তোমরা শাস্ত্রের বিধানদাতা, তোমরাই ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের লোককে সকল বিষয়ের ব্যবস্থা দিয়া থাক, শাস্ত্রের গূঢ়রহস্য তোমরা যেমন বুঝ, অপর জাতি তেমন বুঝে না, শাস্ত্রের বিধি নিষেধ সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়াও, তোমরা এরূপ ঘৃণিতকার্য্যে রত হও কেন বুঝিতে পারি না। আমার বাক্যাবলী কিছু রুক্ষ হইল বটে, কিন্তু বর্ণে বর্ণে সত্য, অসত্যের নাম গন্ধও নাই; কিন্তু কি করিব! যেমন রোগী সেইরূপ চিকিৎসকের প্রয়োজন। পিত্ত-বিকার উপস্থিত হইলে তিক্তরসের ব্যবস্থা করিতে হয়। বিচারে প্রতিপন্ন কর আমার কথা যথার্থ কি না। যদি অসত্য না হয়, তবে আর তোমার দুঃখিত হইবার কারণ নাই। তোমরা সর্ব্বদাই শ্রবণ করিতেছ, নিম্নস্তরের ব্যক্তিবৃন্দ বলিতেছে— "ব্রাহ্মণরাই আমাদের করণীয় ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক আমাদের জীবিকা হরণ করিতেছে।" ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বজাতির করণীয় কার্য্যই করিতেছেন। শূদ্রের কার্য্যেও ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা অগ্রসর। সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বহুসংখ্যক থাকিলেও, কদাচারী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যধিক। কলিযুগের মূর্খ অনাচার ব্রাহ্মণগণ ঠিক যেন "বাওয়া ডিম" দেখিতে প্রভেদ নাই, ভিতরে অপডিম। (১)

(১) অন্তঃসার শূন্য।—কোন কার্য্যকরী নহে।

ক্ষত্রিয়দিগের কথা স্থগিত রাখিয়া বৈশ্যবর্ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেও দেখা যায় যে, কয়েকজন বৈশ্যও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। প্রমাণ দেখুন :—

নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।
(হরিবংশ ১১শ অধ্যায়)।

ইহার অর্থ—নাভাগ ও অরিষ্ট পুত্র, ইহাঁরা দুইজনে বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তখনকার ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণগণের ন্যায় নির্দ্দয় ও ক্ষুদ্রচেতা ছিলেন না। তাঁহারা গুণের আদর করিতেন, গুণবানের সমাদর করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। মনু লিখিয়াছেন :—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈ ব চ॥
মনু ১০। ৬৫।

মনুমহাশয়ের এই শ্লোক পরিদৃষ্টে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়। এইরূপ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও শূদ্র হইয়া থাকে, এবং শূদ্রও ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যায় যে, কর্ম্মভেদেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি নির্ণীত হইয়া থাকে। জন্ম দ্বারা কদাচ হয় না। মনুমহাশয় পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটীর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মতে ব্রাহ্মণেরা সপ্তম পুরুষ

পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে শূদ্রাদি নিকৃষ্ট জাতিগণকে কন্যাদান করিলে, শূদ্র হইতেন, এবং শূদ্রেরাও, সেই প্রকার সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্টবর্ণকে কন্যাদান করিলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিত্ব প্রাপ্ত হইতেন। শাস্ত্রদর্শী বুধমাত্রেই বিশিষ্টভাবে অবগত আছেন যে, অত্যন্ত প্রাচীনকালে, আর্য্যসমাজে, জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত হইবার পরেও, বহুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ নিয়ম প্রচলিত থাকিতে দেখা যায় যে, একজাতীয় লোক (অর্থাৎ এক বর্ণের লোক) অন্য জাতীয় লোকের কন্যাকে অনায়াসেই বিবাহ করিতে পারিতেন। ইচ্ছা হইলে অনায়াসেই একজাতীয় লোক অন্যজাতীয় পাত্রে কন্যাদান করিতেন। বিশেষতঃ প্রতিলোম বিবাহ অপেক্ষা অনুলোম বিবাহপ্রথা সমধিক প্রচলিত ছিল।

জাতিভেদপ্রথা যে কেবল একটা সামাজিক শ্রেণীবিভাগমাত্র, আদিম আর্য্যসমাজে যে উক্ত প্রথা একেবারে প্রচলিত ছিল না, এবং কালক্রমে সমাজের বিভাগ অনুসারে জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত হইলেও যে তাহা বর্ত্তমান সময়ের জাতিভেদপ্রথার ন্যায় ছিল না, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত বহুশাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠে স্পষ্টই জানা যাইতেছে। ভগবানের চারি অঙ্গ হইতে যে চারিটী পৃথক জাতির উৎপত্তির বিষয় জানা যায়, তাহা রূপকমাত্র। এইরূপ রূপক যে কেবল জাতিভেদ সম্বন্ধেই দেখা যায় তাহা নহে; গার্হস্থ, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম বিভাগ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ রূপক ব্যবহার করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, গার্হস্থ ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমগুলিন্ যে উত্তমাধম অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা রূপক ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারে? ষড়্দর্শনের অনুবাদক বিখ্যাত পণ্ডিত মৃত মহাত্মা চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ও ইহাকে রূপক বলিয়াছেন। জীবিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ও— "চারি অঙ্গ হইতে চারি জাতির উৎপত্তি" কে রূপক কহিয়া থাকেন।

আশ্রমভেদ ও জাতিভেদ স্মরণাতীতকালে অর্থাৎ সত্যযুগে ছিল না। ত্রেতাযুগেই উহাদের প্রথম সৃষ্টি হয়। যাগযজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়াকলাপগুলও ঐ সময়ে প্রথম আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের বচন ব্যতিরেকে, ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে যেরূপ লিখিত আছে তাহাও অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কায়স্থ-বিদ্বেষিগণ নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক অবলোকন করিলে কৃতার্থ হইব। ব্যাস বিরচিত শ্লোক দেখুন :—

আদৌ কৃত যুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতিস্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজাজাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ ॥৮॥
বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্ম্মোঽহং বৃষরূপধৃক্।
উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসংমাং মুক্তকিল্বিষাঃ ॥৯॥
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূত্তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ ॥১০॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা মুখ বাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার লক্ষণাঃ ॥১১
গৃহাশ্রমো জঘতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনেবাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥১২॥

(ভাগবত ১১।১৭—৮ম—১২শ শ্লোক।)

ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই রূপ :—আদিতে অর্থাৎ সত্যযুগে; মানবমাত্রেরই একমাত্র 'হংস' এই বর্ণ ছিল। অর্থাৎ সেই আদিমযুগে জাতিভেদ বা অপর কোনরূপ সমাজ-বন্ধন

ছিল না। তৎকালে 'হংস' অর্থাৎ সন্ন্যাসী-দিগের সদৃশ সকল লোকেই যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূলাদি ভক্ষণ করিতেন, এবং ইচ্ছানুরূপ সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। ঐ যুগে, মনুষ্য-সমূহ জন্মেতে করিয়াই কৃতকৃত্য (কৃতার্থ, কৃতকার্য্য) হইত। সেই কারণ বশতঃই সত্য যুগকে (আদিম যুগ) কৃতযুগ বলে। (৮ম শ্লোক।)

অগ্রে অর্থাৎ আদি যুগে, (কৃত যুগে) প্রণব অর্থাৎ ওঁকারই বেদ ছিল; এবং বৃষ-রূপধারী (অর্থাৎ চতুষ্পাদে সম্পূর্ণ) আমিই ধর্ম্ম ছিলাম। অতএব তপোনিষ্ঠ, মুক্তপাপ মনুষ্যগণ বিশুদ্ধস্বরূপ আমারই উপাসনা করিতেন। (৯ম শ্লোক।)

হে মহাভাগ! দ্বিতীয় যুগ অর্থাৎ ত্রেতা-যুগের প্রারম্ভে আমার হৃদয় হইতে প্রাণকে নিমিত্ত করিয়া ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ বিদ্যা (ঋক, সাম ও যজু) প্রাদুর্ভূত হয়। তাহা হইতে আমি ত্রিরূপ অর্থাৎ হোতা (১) অধ্বর্য্যু (২) ও উদ্গাতা (৩) যজ্ঞস্বরূপ হই। (১০ম শ্লোক।)

স্বীয় স্বীয় আচার ও লক্ষণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণাদি জাতি চতুষ্টয় বিরাজ পুরুষের মুখ বাহু উরু ও পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। (১১শ শ্লোক।)

গৃহস্থাশ্রম আমার জঘন হইতে; ব্রহ্মচর্য্য আমার হৃদয় (অর্থাৎ বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগ) হইতে; ও বনেবাস অর্থাৎ বাণপ্রস্থাশ্রম আমার বক্ষঃস্থল হইতে উৎপন্ন। সন্ন্যাস আমার মস্তকে সংস্থিত। (১২শ শ্লোক।)

এই সকল শাস্ত্রবচন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা জ্ঞাপননিবন্ধন তাহা-দিগের উৎপত্তি স্থানরূপে যে প্রকার দেহস্থ চারিটী অঙ্গের বর্ণনা করা হইয়াছে জাতি-ভেদ সম্বন্ধেও যে ঠিক তাহাই হইয়াছে তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আরও বৈরাজপুরুষের উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্তই যদি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট জাতি হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি হইয়াছিলেন? প্রাচীন ভারতের সমাজনীতি ও সামাজিক নিয়ম পরম সুন্দর ছিল। সর্ব্ববর্ণেরদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সামাজিক নিয়ম নিবদ্ধ হইত এখনকার মত তৎকালে স্বার্থপর ও মূর্খের হস্তে কোন কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল না।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

(১) হোমকর্ত্তা, যজ্ঞকর্ত্তা। লেখক।
(২) যজুর্ব্বেদজ্ঞ ঋত্বিক। ঐ
(৩) সামবেদগায়ক। ঐ

মনস্বী হরিনাথ দেব।

বিগত ১৪ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার একটি সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কায়স্থাকাশ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। বহুভাষাবিৎ হরিনাথ দেব মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। সমগ্র সভ্যজগতে সুপরিচিত, বহুসম্মান ও উপাধিতে পরিশোভিত এই মহাত্মার নামের সহিত বিমল সূর্য্যকিরণ যেন প্রতিস্থার পত্র সুরঞ্জিত করিতেছে। কোন কোন সাময়িক পত্রে এই মহাত্মার জীবনকাহিনী সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা আশা করি, তাঁহার আত্মীয় বন্ধু মধ্যে কোনও ঐতিহাসিক তদীয় অপূর্ব্ব জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণভাবে কীর্ত্তন করিবেন। ইং ১৮৭৭। ১২ই আগষ্ট তাঁহার জন্ম হয় ও ১৯১১ সনের ৩১শে আগষ্ট তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়. তিনি কেবল মাত্র ৩৪ বৎসর ১৯ দিন জগতে অবস্থিতি করিয়া যেসকল কঠিন ভাষা আয়ত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি বুঝি জগতে আর কেহ নাই। তিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অভ্যাস ও অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে এই ৩৪ বর্ষ মধ্যে পৃথিবীর ২৯টী ভাষায় অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ৮টী ভাষায়—অর্থাৎ সংস্কৃত, ইংরাজী, লাটীন, গ্রীক, ফরাসী, জর্ম্মনী, পালী ও আরবী ভাষায় এম-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থানাধিকার করিয়াছিলেন। তিনি পাশ্চাত্যদেশে অবস্থান করিয়া তত্রত্য প্রধান প্রধান ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা নব্যভারত হইতে এই মহাত্মার জীবনবৃত্তান্ত সংকলিত করিলাম। হরিনাথের পিতা পরলোকগত রায় ভূতনাথ দেব এম-এ, বি-এল মধ্যপ্রদেশের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। তাঁহার মাতা একজন বহুভাষা-তত্ত্ববিৎ বিদুষী রমণী, তিনি অদ্যাপি জীবিতা আছেন। তিনি বাঙ্গালা, ইংরেজী, সংস্কৃত, মারাটী, হিন্দী ও আরবী ভাষায় পারদর্শিনী। হরিনাথ পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলেই এই প্রকার পবিত্র, অশেষ গুণসম্পন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—

> "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগোভ্রষ্টোঽভিজায়তে।" ৪১।
>
> গীতা ৬ অ০।

শৈশবকালেই এই যোগভ্রষ্ট হরিনাথের প্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াই তিনি মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা ও ইহার বর্ষদ্বয় পরে ডফ্‌সাহেবের বৃত্তি লাভ করিয়া এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিনাথ বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী ও লাটীন সাহিত্যে "অনর" লইয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক্ ভাষায় এম-এ পাশ করেন। তদনন্তর বার্ষিক তিন সহস্র টাকার সরকারী বৃত্তি পাইয়া অধ্যয়নার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্টকলেজে ট্রাইপসের প্রথম ও শেষ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে বিশেষ সম্মান লাভ করেন। এই পরীক্ষা বিশেষ কষ্টসাধ্য কেন না ইহাতে

উত্তীর্ণ হইতে হইলে অন্ততঃ চারিটী ইউরোপীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে হয়। হরিনাথ জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইটালীয় ও স্পেনীয় ভাষায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরেজ সমপাঠিগণের গ্রাস হইতে স্মিথের পুরস্কার স্বীয় প্রতিভাবলে গ্রহণ করেন। এই ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গ্রীক্ ও লাটীন ভাষায় কবিতা রচনায় একটি প্রতিযোগী পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। এবং লর্ড চ্যান্‌শেলারের (Lord chancellor's) সুবর্ণমেডেল প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বকালে এই সুবর্ণপদক মিল্টন ও টেনিসন্ লাভ করিয়াছিলেন। কেম্‌ব্রিজে অধ্যয়নকালে তত্রস্থ ফরাসী ভাষার অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর ব্যাপী অধ্যাপনার সময়ে ইংলণ্ডদেশে হরিনাথের ন্যায় ফরাসী ভাষাবিৎ অন্য কাহাকেও দেখেন নাই। এইটী সামান্য প্রশংসা নহে। ইংলণ্ডে পাঠ সমাধা করিয়া মনস্বী হরিনাথ ফরাসীদেশ জয় করিতে সোর্ব্বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার অমানুষী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। তদনন্তর হরিনাথের বিজয় বৈজয়ন্তী জর্ম্মণদেশে উড্ডীয়মান হয়। তথায় মার্ব্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বিজিত ইউরোপ পরিত্যাগে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমতঃ ঢাকা কলেজের অধ্যাপক হন, এবং তদনন্তর কিছুদিনের জন্য হরিনাথ প্রেসিডেন্সী ও হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ (principal) হন। সর্ব্বশেষে তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ (Librarian of the Imperial Library) হন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই মহাসম্মানিত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নানাবিধ ভাষায় পুস্তকাদি পাঠের সুযোগ লাভার্থে তিনি এই পদটী বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে পালী ভাষায় এম-এ ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় এম-এ উপাধি লাভ করেন। তিনি এই উভয় পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থানাধিকার করিয়া সুবর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হন। এই সময় তিনি সংস্কৃত ভাষার জন্য ২০০৲, আরবী ভাষার জন্য ২০০৲ ও উৎকল ভাষার জন্য এক সহস্র মুদ্রার বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পরে আরবী ও সংস্কৃত ভাষার উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যেকটীতে পঞ্চসহস্র মুদ্রা অর্থাৎ দশসহস্র টাকার পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি নিম্নলিখিত ২৯টী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়া জগতে জ্ঞানবীর (Intellectual Giant) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (১) সংস্কৃত, (২) গ্রীক্, (৩) লাটিন, (৪) পালী, (৫) হিব্রু, (৬) হিন্দী, (৭) বাঙ্গালা, (৮) উৎকল, (৯) আরবী, (১০) পার্শী, (১১) উর্দ্দু, (১২) ইংরেজী, (১৩) ফরাসী, (১৪) স্পেনীয়, (১৫) ইটালীয়ান, (১৬) জার্ম্মাণ, (১৭) তুর্কী, (১৮) পর্ত্তুগীজ, (১৯) পুস্তু বা কাবুলী, (২০) রুষীয়, (২১) পোলিশ বা পোলাণ্ডের ভাষা, (২২) হেব্রেড, (২৩) চীনা, (২৪) জাপানী, (২৫) মগ বা ব্রহ্মদেশীয়, (২৬) শ্যামী বা শ্যামদেশীয় (২৭) সিংহলী, (২৮) তিব্বতী (২৯) মারাটী। এই ২৯টী ভাষায় তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের নানাপ্রকার ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। সহযোগী নব্যভারতের সম্পাদকমহাশয় বলিয়াছেন—"এরূপ তীক্ষবুদ্ধি

সম্পন্ন, অসাধারণ প্রতিভাশালী, বহুভাষাতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত লোক জগতে প্রকৃতই দুর্লভ"। সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রশংসাবাক্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। কিন্তু শঙ্করের অবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় শ্রীমৎ হরিনাথ দেব মহাশয়ের জীবলীলা অত্যল্প বয়সেই অবসান হইল। যে সকল প্রধান প্রধান গ্রন্থের প্রণয়ন কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন, অহো! লিখিতে লেখনী কম্পিতা হয়, তাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াগেল। জগতের জ্ঞানরাশিপূর্ণকলস সহসা বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার মুদ্রিত ও অমুদ্রিত রচনাসকল নিম্নে বিবৃত হইল।

(১) আরবীভাষায় লিখিত কতিপয় তাম্রফলকের পাঠোদ্ধার।

(২) তাজমহাল নির্ম্মাতাগণের বিবরণ।

(৩) কালিদাসের সময় নিরুপণ।

(৪) ইবুবাতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(৫) পদ্যানুবাদ শকুন্তলা।

(৬) মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির কবিতানুবাদ।

(৭) সংস্কৃতে বাসবদত্তার বঙ্গানুবাদ।

(৮) বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের ফরাসী ভাষায় অনুবাদ।

(৯) শাহা আলমনামা।

(১০) ফরাসী ভাষায় জরনাল ডিঃ মোঁসিওলর কাবা।

(১১) মেকলের মিল্টন প্রসঙ্গের টীকা।

(১২) পালগ্রেভের রচিত স্বর্ণ কোষের (Golden Treasury) টীকা।

(১৩) ১০০৫ প্রধান প্রধান মনোনীত শব্দের (Typical Selection) সম্বন্ধে টীকা।

(১৪) ওয়েভরলী নবেল (Waverly Novels) হইতে উদ্ধৃত প্রসঙ্গসকল।

(১৫) পিশেলসাহেব কৃত পকুতা।

(১৬) সোসাইটী জরনেল হইতে গ্রন্থকর্ত্তার (হরিনাথের) প্রবন্ধ সকল।

(১৭) আরবিক ব্যাকরণ।

(১৮) পালী ভাষার অভিধান।

(১৯) তিব্বৎ ভাষায় অভিধান।

(২০) দিঙমাগের তিব্বৎ ভাষায় ন্যায় দর্শনের অনুবাদ।

(২১) চীন ভাষায় নাগার্জ্জুন কৃত মধ্যমিকা কারিকার অনুবাদ।

(২২) ফুহিয়ান্, হিয়েন সাং এবং ইটসিং প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুবাদ।

(২৩) ত্রৈভাষিক (Trilingual) উপনিষদ।

(২৪) অমুদ্রিত কতকগুলি লাটীন, সংস্কৃত ও ফরাসী কবিতাবলী।

(২৫) অধ্যাপকগণের জীবনচরিত ও রচনা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

(২৬) প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের "বাবু" প্রহসনের অনুবাদ ইত্যাদি।

ইহার মধ্যে (২০) বৌদ্ধ দর্শন-শাস্ত্র ও দীঙ্‌নাগের তিব্বতীয় দর্শন-শাস্ত্র অতি বৃহৎ গ্রন্থ, তিনি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। (২১) চীন ভাষায় নাগার্জ্জুন কৃত মধ্যমণি কারিকার অনুবাদও বিরাট গ্রন্থ, তিনি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। (২৫) অধ্যাপকগণের জীবন চরিত ও রচনা একখানি বড় গ্রন্থ হইত; তাহাও অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। হরিনাথের জীবন-

প্রদীপ জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইবার আগেই তমসাবৃতনিশীথিনীর হিমবর্ষী বাত্যায় সহসা নির্ব্বাপিত হইল! অহো! জগতের কত কত অমূল্য রত্ন তদীয় হৃদয়ে নিহিত রাখিয়া এই মহাজীবন অনন্তের উৎসঙ্গে বিলীন হইল। এই মহারথী কায়স্থজগতের আদর্শস্থল। হরিনাথ প্রকৃত দেব-ক্ষত্রিয় বংশ হইতে সম্ভূত হইয়া অবনীতে যে অপূর্ব্ব অবতার অভিনয় রাখিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় তাহার তুল্য প্রতিযোগী জগতের ইতিহাসে অতীব বিরল। তিনি কেবল জ্ঞানবীর ছিলেন না, তাঁহার দয়া, মমতা ও বদান্যতা গুণ অনেকেই জানিতেন। অনেক গুলি দরিদ্র ছাত্রের অধ্যয়নব্যয় তিনি নিজে বহন করিতেন। কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দান বাম হস্তেও জানিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয় এই জগতের সাহিত্যভাণ্ডারের উজ্জ্বলতম রত্নের পারিবারিক ইতিহাস আমরা কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই, আশা করি, কোনও মহাত্মা আমাদিগকে তদ্বিষয়ে জ্ঞাপন করিবেন। তাঁহার আত্মার সদগতির জন্য শ্রীভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা করিতে হইবে না, কেন না সেই অপাপবিদ্ধ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় জ্ঞান ও কর্ম্মবীর নিজ কর্ম্ম-ফলেই ভগবানের শ্রীবৈকুণ্ঠধামে নূতন বেশ ধারণ করিয়া পরম সুখে বিচরণ করিতেছেন। তবে শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মীয় স্বজনের অপরিসীম দুর্ব্বিসহ শোকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সম্পাদকস্য।

প্রাচ্যে প্রতীচ্যপ্রভাব।

ধরণীর নিভৃত নিকেতনে নীরবে ও অলক্ষ্যে অনুদিন কত অদ্ভুত কার্য্য সংসাধিত হইতেছে তাহা সামান্যবুদ্ধি মানবের ধারণা ও চিন্তার অতীত। কল্য যে ভূমি অনুর্ব্বর উষর দেখিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছি, অদ্য তাহা শস্য শ্যামলা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছি। মরীচিকা-ময় প্রান্তর প্রদেশের অনাবরণ বেশ দর্শনে যে স্থানে একদা পথিকের ভীতির সঞ্চার হইতে-ছিল, সেই স্থান প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল নীতির কল্যাণে তরুলতার হরিৎ-স্নিগ্ধ ছায়ায় মনোহর উদ্যানে পরিণত হইয়া আবার অন্য সময়ে সেই পথিকবরের অন্তরেই অনুপম আনন্দ ঢালিয়া দিতেছে। একদিন যেস্থানে সম্পদের সৌধ-কিরীটবিলাসভবনের বিমল প্রভায় মন প্রাণ বিমোহিত করিয়াছিল, ধ্বংসনীতির নিয়মিত অনুবর্ত্তনে আজি সেস্থানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আবার তাহারই উপকরণ লইয়া অন্য একস্থানে আর এক নূতন সাম্রাজ্যের পত্তন হইতেছে। বস্তুতঃ জগতের দৈনন্দিন ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, এই সুবিস্তীর্ণ আসমুদ্র পৃথিবীকে সৃষ্টিকর্ত্তা এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুস্থির থাকিতে দেন না; সর্ব্বদা তাহাকে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া ঐশশক্তির কার্য্যকুশলতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

দেদীপ্যমান রাখিয়াছেন এবং সূত্রধার যেরূপ কলের পুতুলকে সূতায় টানিয়া ক্রীড়ার পথে পরিচালনাকরে বিশ্বকর্ত্তাও এ অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকৃতি অথবা স্বভাবজাত প্রবৃত্তির সূত্রে আকর্ষণ করিয়া অবিরত কর্ম্মপথে চালাইতেছেন; তাই বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী এবং যুগান্তর ও মন্বন্তরের পর শতসহস্র যুগান্তর ও মন্বন্তর পার হইয়া যাইতেছে কিন্তু কার্য্যকরী শক্তি তেমনই সজীব তেমনই সচল রহিয়া জগতে তেমনই সামর্থের সহিত কার্য্য করিতেছে। স্থানভেদে এবং আধারভেদে সময় সময় সে শক্তির কার্য্য কুশলতার অভাব পরিদৃষ্ট হইলেও সে মহাশক্তির বৈদ্যুতীপ্রভা অনন্তকাল এ অসীম জগতে বহু খেলা খেলিতেছে সে লীলার নিবৃত্তি নাই, নিরোধ নাই। সেই ঐশশক্তি কালসহকারে কোন স্থানে মহানিদ্রায় অভিভূত, কোথায় বা অল্প অল্প জাগরিত, কোন কোন স্থানে চৈতন্য স্ফূর্ত্তিতে চিন্তারত ও ক্রিয়ারত; তাহার নিরোধ কি অপচয় কিংবা বিনাশ নাই।

এ জগৎ যে মহাশক্তির ক্রীড়াপুতুলি এ ভারতও তাঁহার লীলাক্ষেত্র। তাই এখানেও উত্থান আছে, পতন আছে; উন্নতি আছে, অবনতি আছে; সুখ আছে দুঃখও আছে। সুতরাং প্রাচ্য মানবও আশা ও আকাঙ্ক্ষার স্রোতে কখনও শৈবাল কখনও বা সুখ-শোভন কুসুমের মত সময়স্রোতে ভাসিতেছে; আবার কখনও নিয়তির কঠিন শাসনে দুরবস্থার আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অবস্থা—প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় অনুশাসনের ফল। উন্নতির অমৃত মন্দাকিনী তর তর বেগে প্রবাহিত হইয়া পাষাণেও কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত করায়; আবার কখনও অবনতি রক্তগঙ্গা সদৃশ সর্ব্বগ্রাসিনী বন্যার ন্যায় ঢেউ খেলাইয়া দয়া মায়া প্রীতি প্রভৃতি কমণীয় গুণ, প্রেম ভক্তি পরোপকার প্রভৃতি ধর্ম্ম গুণ, বীরত্ব তেজস্বিতা প্রভৃতি বীরোচিত গুণাবলী ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং সে দেশে তখন অবনতির নিভৃত কন্দরে সংস্থিত থাকিয়া স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে। এ বিধান সর্ব্বত্রই আছে, এ ভারতেও থাকিবে। এ পৃথিবী যখন অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল; কুসংস্কার চারিদিকে ঝটিকার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল, অধিকাংশ মনুষ্য গণ্ডার ও ভল্লুকের ন্যায় জানোয়ার বিশেষ ছিল, যখন ঈশ্বরের কোন নাম ছিল না, ধর্ম্মের কোন প্রসঙ্গ ছিল না, পাশ্চাত্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা পবিত্রকীর্ত্তি খৃষ্টেরও কোন পরিচয় ছিল না, লজ্জা ছিল না, সঙ্কোচ ছিল না এমন কি মনুষ্যোচিত চরিত্রের সামান্য কোন চিহ্নও বিদ্যমান ছিল না তখন এ ভারতে দেবোপম মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরম শত্রুকেও প্রিয়তম বোধে আলিঙ্গন করিয়া শত্রু হৃদয়েও দয়া, মায়া, প্রীতি এবং স্নেহের শান্তিধারা বর্ষণ করিয়া সকলের বিস্ময় জন্মাইয়া ছিলেন; এমন কি জীবের রক্ত শোষক মশাটীকেও স্নেহ এবং করুণার চক্ষে দেখিয়া স্নেহ এবং করুণার একটুকু কণিকা দান করিতে পারিলেই হৃদয়ে কৃতার্থতা অনুভব করিতে পারিতেন এবং তাঁহারাই সভ্যতার বিমল জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন।

তখন দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, গণিত, জ্যোতিষ, শরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান,

সাহিত্য, সঙ্গীত এবং ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিদ্যা উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করিয়াছিল; এবং জ্ঞান ও ভক্তিতে, বৈরাগ্যে ও পরার্থপরতায়, পুণ্য ও প্রেমে, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার এ ভারত মহাসমুদ্রে অসংখ্য তরঙ্গমালা উদ্ভূত হইত এবং সে তরঙ্গ-লহরী ঢেউ খেলাইয়া অন্যান্য দেশেও সম্প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময়ে অগণিত কবি সংখ্যাতীত ঋষি-তপস্বী, অসংখ্য দার্শনিক, বহু বৈজ্ঞানিক, কত স্বদেশভক্ত বীরপুরুষ এবং কত মহাপ্রাণ ভগবদ্‌ভক্ত অভ্যুদিত হইয়া স্বর্গাদপি গরিয়সী ভারতভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! কালস্রোতে সেই পুণ্যভূমি আজি অধঃপতিত ও গৌরবভ্রষ্ট। সেখানে এখন অতিথি আছে, অতিথিশালা নাই, পথিক আছে, পান্থশালা নাই; ভিখারী আছে, মুষ্টি ভিক্ষাদানের ব্যবস্থা নাই; বিধবা আছে, বিধবার তেমন পবিত্রতা বা ব্রহ্মচর্য্য নাই; রমণী আছে, রমণীসম্পদ সতীত্বের তেমন আদর্শ নাই; হিন্দু আছে, হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণতা নাই। আছে কেবল তান্ত্রিকতা, অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কার। যে শক্তিদ্বারা হিন্দু এ বিষম দশায় পদার্পণ করিয়াছে সে শক্তি পরকীয় কিম্বা রাজকীয় শক্তি নহে—সে শক্তি হিন্দুসমাজের পৈশাচিক শক্তি—শীর্ষস্থানীয় দাম্ভিকের দানবীয় শক্তি, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রচণ্ড প্রবাহ, পরমার্থ আবরণে স্বার্থের বিমোহন ক্রমে প্রবেশপথ পাইয়াছে এবং বৃক্ষ যেরূপ কোটরস্থ বহ্নিদ্বারা দগ্ধীভূত হইয়া হঠাৎ সামান্য বায়ুহিল্লোলেই ভাঙ্গিয়া পড়ে হিন্দুসমাজের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ভুলিয়া হিন্দুজনসাধারণ অনিবার্য্য অবনতিমুখেই গড়াইয়া পড়িতেছিল। তাই দয়াময় বিধাতা বহুদূর দেশ হইতে সুসভ্য ইংরাজজাতিকে এদেশে আনিয়াছেন। এজগতে কোথায় বিনা কারণে কার্য্যের উদ্ভব হয় না। দশ লক্ষ পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ পিণ্ডস্বরূপ সূর্য্য শূন্যে ঝুলিতেছে এবং সেই সূর্য্য হইতে একটী সূক্ষ্মতম আলোক রেখা কোটি কোটি যোজনপথ পার হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতির অঙ্গে রং ফলাইতেছে—এও এক দৃশ্য। সর্ষপ প্রমাণ বীজ হইতে শত শাখাপ্রসারিত বিশাল বট বিকশিত হইয়া অসংখ্য বনবিহঙ্গকে আশ্রয় দিতেছে—ইহাও আর এক দৃশ্য। আবার সামান্য কয়েকটি তৈজস পরমাণুর বিসর্জ্জনে একটা ভয়াবহ ঝটিকা উদ্ভূত হইয়া শত সহস্র গ্রাম ও নগর বিধ্বস্ত করিতেছে—ইহাও অন্য একটি আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য। এই সমস্ত ঘটনাবলী সামান্যবুদ্ধ মানুষের বিশ্বাসের অযোগ্য কিন্তু এই সমুদায় অভ্রান্ত সত্য ঘটনা। বিজ্ঞান ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। সামান্য ধূলিকণা এবং পুষ্পরেণুও বহুকাজে লাগিতেছে। সুতরাং যখন এসংসারে কিছুই নিরর্থক সৃষ্ট নহে তখন ইংরাজ জাতির এ দেশে আগমনও নিরর্থক নহে, তাহারও নিগূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে। রোম তাহার আইন, গ্রীস তাহার বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও সাহিত্য জগতের শিক্ষার জন্যেই রাখিয়া গিয়াছে। ইংরাজ জাতি ঐ সমুদায় বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া এবং অন্যান্য বহুজাতির সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বহুগুণে অলঙ্কৃত থাকায় এ কর্ম্মভূমিতে কর্ম্মীর অত্যুচ্চাসন অধিকার করিয়াছেন এবং উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করিয়া আলোক স্তম্ভের ন্যায় বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা শিক্ষা, সংস্কার [illegible]-

মন্ত্রে হিন্দুসমাজকে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে শত শত স্কুল এবং কলেজের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। জলস্রোত নিম্নগামী কিন্তু সাধারণ শিক্ষা-স্রোত ঊর্দ্ধ ও অধঃ সকলদিকেই সমান প্রবাহিত। উচ্চ নীচ ধনী, নির্ধন, পাপী পুণ্যবান কাহাকেও উপেক্ষা করে না। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গকে তৃণস্তূপের উপরেই রাখুন আর নীচেই রাখুন তৃণ সংযোগে বহ্নি আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিবে। সুশিক্ষাও উপযুক্ত আধারে ফুটিয়া উঠিবে। শুক্তি যেমন স্বাতি নক্ষত্রের বারি-বিন্দু সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া রত্নবতী হয় এ ভারত ভূমিও তেমনি পাশ্চাত্য শিক্ষা দিক্ষা রীতি নীতি সভ্যতায় এবং সামাজিকতায় প্রতীচ্য ভাবাপন্ন তজ্জন্যেই জ্যোতিষ, সাহিত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির এ দেশেও পুনরালোচনা হইতেছে; এমন কি যোগবিদ্যার ক্ষীণালোক পুনরায় নিবু নিবু জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অধুনা ভারতে নব জীবনের সঞ্চার পরিলক্ষিত হইতেছে। জ্ঞানচর্চ্চা এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে। জনসাধারণ এখন আর অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী নহে এবং বোধহয় সময়-স্রোতে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তাহাদের হৃদয়ে প্রধূমিত হইয়া ক্রমশঃ স্ফুলিঙ্গময়ীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। অনেকে বলেন যে এই ঐহিকতা-সর্ব্বস্ব ইউরোপীয় সভ্যতার খরতর প্রবাহে হিন্দুর বিশ্বাসভূমি দিন দিন শিথিল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে এবং যেস্থানে সন্তোষের প্রফুল্লজ্যোৎস্না উছলিয়া পড়িত সেই স্থানে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষাদের-মেঘ আসিয়া সহসা সেই জ্যোৎস্নাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে এবং হিন্দুসন্তান তাঁহার বৈরাগ্য-ভাব তিরোহিত করিয়া সকাম আসক্তির ভাবে পরিপূরিত হইতেছে এবং জনসাধারণ ঐহিক-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছেন। কেহ কেহ বলেন হিন্দুগণ ধৈর্য্যশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব, সন্তুষ্টচিত্ত এবং অদৃষ্টবাদী, ইংরেজ কার্য্যকুশল, অহঙ্কারী ক্রোধপরায়ণ, লোভী এবং পুরুষকার বাদী ঘোর সংসারিক; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে তাহাদের অনুকরণ দোষাবহ এবং এই অনুকরণের ফলেই পাশ্চাত্য রীতি নীতির অপকৃষ্ট ছায়া এদেশের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া পরানুগত্যে ও পরপরিতুষ্টির আগ্রহে এদেশ ক্রমে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

ঐসমুদায় দোষাবলী সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য না হইলেও কতকাংশে যে ইহার কার্য্যকরীশক্তি ভারতীয় সমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এসংসারে কিছুই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। সুবর্ণেও খাদিকা আছে, চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, প্রশান্ত নীলাকাশেও ঘনঘটা দেখিতে পাওয়া যায়, এমত অবস্থায় উন্নতিশীল পাশ্চাত্য সমাজ যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ একথা বলিব কেন? তবে ইহাও অভ্রান্ত সত্য যে যদি ইউরোপ ও আমেরিকা দেবতালমুচিত পবিত্রতা ও দাম্পত্যজীবনের প্রকৃত আদর্শ জ্যোতিতে একবারে বঞ্চিত হইত তাহা হইলে উহাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের দীপমালা এত দিনে একটি একটি করিয়া নিবিয়া যাইত; উহাদের রেলেরগাড়ি ও কলের জাহাজ দম না পাইয়া বন্ধ হইত—উহাদের অযুত-সূত্র বিস্তারিত তাড়িত তারের পৃথ্বীব্যাপী জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, এবং সহস্রবিধ সম্পদ শোভিত, শতসহস্র তরবারি পরিরক্ষিত স্বর্ণ সিংহাসন ভূকম্প-বিলোড়িত ভগ্ন অট্টালিকার

তার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত, এবং তাহাদের অনন্যসাধারণ গুণরাশি না থাকিলে এ বিংশ শতাব্দীতে উন্নতির চরম শিখরে উঠিতে সমর্থ হইত না। সৌরকরসমাগমে পৃথিবী যেমন উদ্ভাসিত হয়, বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চালনে জীবহৃদয় যেমন প্রফুল্লিত হয়, পূর্ণচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কিরণে সন্তাপিত দেহ যেমন স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ হয়, জ্ঞানী ও মহৎ লোকের আবির্ভাবে এবং তাঁহাদের সহবাসে জনসাধারণও সেইরূপ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, উপদেশলাভে প্রফুল্ল ও সদাচারে আচারনিষ্ঠ হইয়া থাকে। ভীষণ মহামরুতে সুচ্ছায় বৃক্ষ ও সুপেয়জলপূর্ণ সরোবর পাইলে মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত ও আতপতাপে ক্লান্ত পান্থ যেমন শান্তিলাভ করে, এ ভারতবাসীও শতসহস্র বৎসরের ঝঞ্ঝাবাতে আলোড়িত হইয়া, মুসলমান সম্রাটদিগের কঠোর পীড়নে নিপীড়িত হইয়া, স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণদিগের অনুদার শাস্ত্রীয় অনুশাসনে বিপর্য্যস্ত হইয়া প্রতীচ্যের সাম্যনীতির আশ্বাসে মনে মনে আশা, উৎসাহ ও সুখচিন্তায় বিগতসন্তাপ হইতেছে এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান নব জ্যোতি তাহাদিগকে মোহের নিগড় ভাঙ্গিতে শিক্ষা দিতেছে। তরঙ্গিণী যেমন গিরিকন্দরের স্বচ্ছ জলোৎসে সলিল সংগ্রহ করিয়া তরঙ্গরঙ্গে প্রধাবিতা হইলেও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জলধারায় পরিপুষ্টা হইয়া থাকে হিন্দুস্থানও তেমনি পাশ্চাত্যভাবে আবেশিত, প্রতীচ্য প্রতিভায় প্রতিভাসম্পন্ন এবং তদ্দেশীয় প্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অন্তরে অভিমান জাগিয়াছে এবং সে অভিমান স্বচ্ছসলিলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রশান্ত প্রীতিসুখকর। তাই বিজন বিপিনে শত সহস্র বন্যপ্রসূন যেমন কালসহকারে ফুটিয়া উঠে এখানেও আশার কুসুম তেমনি হিন্দুর মানস-প্রান্তরে ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহারই ফলে ইংরেজী শিক্ষায় গর্ব্বিত উদীয়মান বৈশ্যসমাজ কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্যশক্তির নিগ্রহ প্রবৃত্তিকে পাদদলিত করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং তৎপরে বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজও আপন জাতীয় মান সম্মানলাভে কৃতসংকল্প হইয়া প্রবলপ্রতাপ ব্রাহ্মণজাতির অনুদার শাসন-নীতির বিরুদ্ধে সমুত্থিত; এবং তরঙ্গবাহিণী সজীবা স্রোতস্বিনী যেমন আপনার উদ্বেল তরঙ্গভঙ্গে হৃদয়ের উপর তৃণ কাষ্ঠ ও পশু পক্ষীর মৃতদেহের বোঝা লইয়া দুর্দ্দমনীয় বেগে অবিরাম বহিয়া যায় এবং অমেধ্য বস্তুর স্পর্শ দোষে লাঞ্ছিত হইয়াও স্বকীয় বেগাতিশয্যে পবিত্র রহে। বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের অবস্থা বর্ত্তমান সময়ে তাহাই হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

ছোট-বৌ।

প্রভাত হইতে না হইতেই রায় মহাশয়দের দীঘির স্ত্রীলোকের ঘাট লোকে লোকারণ্য হয়। রমণীরা কেহ স্নান করিতে আসেন—কেহ জল লইয়া চলিয়া যান—কেহ মুখ ধুইতে ধুইতে সুন্দর-মুখে দুটো রসের কথা শুনাইয়া কর্ণ তৃপ্ত করিতে ছাড়েন না—কেহ শাশুড়ীর গুণ, ননদের চরিত্র, জায়ের স্বভাব গাহিয়া অশ্রুপাত করেন—কেহ বা পতির রসিকতা-বাণী ও ভালবাসার কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে ভাবে ডগমগ হইয়া ঢলিয়া পড়েন—আবার কেহ কেহ বা মুখরোচক পরচর্চ্চার রস-ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া অন্যকেও সুখী করেন, নিজেও শান্তির সরোবরে সাঁতার কাটেন। ভোর হইতে ১২টা ও ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানাবিষয়ণী আলোচনা ও বক্তৃতায় রায় মহাশয়দের দীঘির ঘাট প্রত্যহই সরগরম থাকে। লস্করবাড়ীর মেজ বৌ, ঘাটে বসিয়া মুখ ধুইতেছেন। নির্ম্মল—জলে আপনার বিগতযৌবনের মুখখানি দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন ;—"সৌন্দর্য্য কি ক্ষণস্থায়ী!" মেজ বৌ অবাক হইয়া সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব চিন্তায় মগ্ন—পিছনে যে শান্তি দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি তাহা টের-ই পান নাই। শান্তি সহাস্যমুখে বলিলেন—মেজ-বৌদিদি, যোগীর মত ভাবছেন কি? যোগিনী হতে সাধ আছে না কি? মেজ বৌ শান্তির দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন—কখন এলে শান্তি? আমি যে টের-ই পাইনি। শান্তি—তা আর পাবেন কেন? আপনি যে ধ্যানে ডুবেছিলেন! মেজ বৌ। "সত্য বোন্! আমি একটা কথা ভাবছিলাম বটে।" শান্তি। কি কথা বৌ-দিদি? মেজ বৌ। সে কথা বল্লে তুমি পাগল ভাববে—বল্‌ব না।

শান্তি। তা মিথ্যা নয়—মানুষের মনে যখন যাহা উদয় হয়, সব কথা খুলে বল্লে লোকে পাগল বল্‌তে পারে। থাক্ আমার শুনে কায নাই। শীঘ্র দাদার চিঠি পেয়েছেন ত? তিনি ভাল আছেন ত?

মেজ বৌ। হাঁ বোন্, তোমার দাদা ভাল আছেন—৩। ৪ দিন হয় পত্র পেয়েছি।

মেজ বৌতে ও শান্তিতে এইরূপ কথা-বার্ত্তা আরো কিছু সময় যে না চলিত এমন নহে কিন্তু বিন্দুর মা ঘাটে আসিয়া তাহাতে বাধা জন্মাইল। বিন্দুর মা লোকটী বড় সহজ নয়—পরের ঘরের নানাকথা লইয়াই তিনি দিনরাত থাকেন—পর-চর্চ্চা না করিলে আহারে তাঁহার তৃপ্তি হয় না; শয়নে তাঁহার নিদ্রা হয় না। পরচর্চ্চাই তাঁহার আনন্দের উৎস! তিনি ঘাটে আসিয়াই শান্তিকে কহিলেন—শান্তি, সেদিনকার সমরে ছোট বৌয়ের-ই জয় হল, না তোমার ছোট দাদার-ই জয় হল? শান্তি কহিল—যার চির-কাল জয় হয়ে থাকে, সেই ছোট বৌয়ের-ই জয়—চিরপরাজিত জনের জয় কি সম্ভব? আর শুধু ছোট দাদা কেন, কোন্ দাদাই বা বৌদের কাছে জয়লাভ করেন, তা ত জানি না। বিন্দুর মা সম্পর্কে শান্তির ভ্রাতৃজায়া। শান্তি যে বিন্দুরমাকে ইঙ্গিত করিলেন, বিন্দুর

মা তাহা বুঝিলেন—একটু হাসিয়া বলিলেন—তা বটে, সকল দাদাই পরাজিত কিন্তু ইতর বিশেষ আছে। ছোট বৌয়ের সঙ্গে আমাদের কাহারও তুলনা হয় না। আমরাও অনেক সময় অনেক কাযে জেদ করি; সকল সময় জেদ রক্ষা হয় না—ভাসিয়া যায়। ছোট বৌয়ের সঙ্কল্প কখনই ব্যর্থ হইতে দেখি নাই। আমাদের বৌ-মহলে ছোট বৌ-ই রাণী! কি বল মেজ বৌ? মেজ বৌ কহিলেন—ছোট বৌয়ের জেদের মধ্যে বিশেষত্ব থাকে; সে ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেক সময়ই ভাল বিষয়ে জেদ করিয়া থাকে—আমাদের ন্যায় বাজে কাযের দরবার তার কাছে নাই। আমরা শ্লেষ করিতে পারি—নিন্দা করিতে পারি—ছোট বৌয়ের মত উচ্চ বিষয়ের চিন্তা করিতে পারি না—শিখি নাই; একথা নিশ্চয়। বিন্দুর মার সংকল্প ছিল ছোট বৌয়ের একটু কুৎসা গাহিয়া শান্তিলাভ করিবে; যখন দেখিল লস্করদের মেজ বৌ তাহার সুখ্যাতি আরম্ভ করিলেন; তখন কূর্ম্মের ন্যায় কুৎসা প্রবৃত্তিকে ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিলেন তা, মেজ বৌ, যা বল্‌ছ সত্য। তোমার ভাশুর ঠাকুর ছোট বৌয়ের কত প্রশংসা করেন। হবে না কেন? কত বই পড়েছে।"

মেজ বৌ ও শান্তি বিন্দুর মার রকম দেখে মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। বিন্দুর মা স্নানকরিতে জলে নামিলেন—মেজ বৌ ও শান্তি ঘাট পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

(২)

স্ত্রী-মহলে পুরুষ-দলে রায়নগরের যেখানে সেখানে যখন তখন আজকাল প্রায়ই ছোট-বৌয়ের কথা। কেহ প্রশংসার পুষ্পবর্ষণ করেন—কেহ বা দুর্গন্ধ নিন্দার ঝুড়ি খুলিয়া বসেন! কেহ ছোট-বৌয়ের মতের সমর্থন কল্পে নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন আবার কেহ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বাগ্মীতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। কখন কখন উভয় দলে বাক্‌যুদ্ধের পরিবর্ত্তে অন্য বিধ যুদ্ধের উপক্রম হয়। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ছোট-বৌয়ের কথা নিয়া এরূপ হয় কেন? এরূপ হওয়া আর কিছু বিস্ময়ের বিষয় নহে। যে সমাজে নারীগণ বালক পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ গৃহে আনিয়া আনন্দলাভ করিতে চাহেন—পুরুষেরা পুত্রের বাল্যবিবাহ দিয়া পিতার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল বলিয়া নিরুদ্বেগ হন; সে স্থলে কোন লোক বিশেষ স্ত্রীলোক যদি বলেন,—আমার ছেলে বয়োপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহ দিতে দিব না, এবং সে সংকল্প বজায় রাখিতে প্রাণপণ যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য হন; তবে সে নারীও তাহার স্বভাব সম্বন্ধে দেশময় যে একটু আন্দোলন হবে; ইহা খুবই স্বভাবিক। ছোট-বৌয়ের অদৃষ্ট এই স্বাভাবিকতার প্রভাব অতিক্রম করিতে কোন শক্তি রাখেন না। তাই আজকাল রায়নগরের পুরুষ নারীর অবসর কাল ছোট বৌয়ের চর্চ্চাতেই সুখে অতিবাহিত হয়। যে দেশে অধিকাংশ স্ত্রীলোক আহার নিদ্রা বেশ ভূষা লইয়াই ব্যস্ত থাকে; যাহারা বংশ ও সমাজচিন্তার কোন ধারই ধারে না; তাহাদের মধ্যে ছোট-বৌয়ের প্রকৃতির এরূপ বিশেষত্ব কিরূপে জন্মিল, তৎকারণানুসন্ধান করিতে সহজেই প্রবৃত্তি হয়। ছোট-বৌয়ের মধ্যম সহোদর হেমন্তবাবু অতি উচ্চাশয় ও প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার ভাই ভগ্নীগণ তাঁহারাই বিশেষ যত্নে তাঁহার উন্নত ও পবিত্র চরিত্রাদর্শে নিজ নিজ

চরিত্রগঠন করিয়াছে। তিনি হিন্দু ছিলেন শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতেন এবং ভাই ভগ্নীদিগকে বুঝাইতেন। শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া বর্ত্তমান সমাজ প্রবিষ্ট কুপ্রথাকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার বর্ব্বরতা তাঁহার ছিল না। হেমন্তবাবুর হৃদয় বলের তুলনা ছিল না—যে কোন সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিলে কেহ তাঁহাকে সংকল্প-বিচ্যুত করিতে পারিত না। সেই মহাপুরুষের হৃদয়-বল অনেকাংশে ছোট বৌয়ের হৃদয় অধিকার করিয়াছে। ছোট-বৌ কিছুতেই টলেন না—তাঁহার নারী-হৃদয় কর্ত্তব্যকর্ম্মে পুরুষের ন্যায় কঠোর হয়। আজ যে ঘটনায় রায়নগর ছোট-বৌয়ের কথায় দিনরাত মগ্ন—সেই ঘটনায় ছোট-বৌ, স্বামীর মুখপানে চাহেন নাই—লোকনিন্দার কথা ভাবেন নাই; শুধু কর্ত্তব্য-বোধে আপন সংকল্প বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ লড়িয়াছেন। যে প্রাণপণ করে, তাহার বাসনা কি অপূর্ণ থাকে? ছোট-বৌয়ের সঙ্কল্প জয়লাভ করিয়াছে। আর স্বামী ললিতমোহন পত্নীর মতানুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। ললিতমোহন রায়নগরের জগন্নাথ রায়মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র। কাজেই ললিতমোহনের স্ত্রী অনেকের কাছেই ছোট-বৌ আখ্যা লাভ করিয়াছে। আমাদের দ্বারাও সর্ব্বত্র "ছোট-বৌ" নামই ব্যবহৃত হইবে।

(৩)

ললিতমোহন ওকালতী করেন। আজ দশ বছরেও পশার প্রতিপত্তি বড় বেশী কিছু করিতে পারেন নাই। বাসাখরচটা কোন রকমে চলিয়া যায়, বাড়ীতে কিছু সাহায্য করিতে পারেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সারদা বাবু মুন্সেফের সেরেস্তাদার, তিনি বাড়ীর খরচ যোগান। ললিতমোহনের প্রথম পুত্র যতীনের পড়ার খরচটাও তাঁহাকেই দিতে হয়। ফল কথা, সারদা বাবু কুটিল চরিত্রের লোক হইলে ললিতমোহনকে এতদিন অন্ধকার দেখিতে হইত। যতীন এবার এফ, এ পাস করিয়াছেন। ললিতমোহন মনে মনে ভাবিলেন, এখন যতীনের "একটা বিবাহ দিতে পারিলে বি, এ পড়ার ব্যয় ও কয়েক হাজার নগদ মুদ্রা পাওয়া যাইতে পারে, তা হলে দাদা একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারেন এবং নিজেরও একখানা বাসাবাড়ী তৈয়ার হইতে পারে—ভাড়াটিয়া বাসাতে বছর কম টাকা দিতে হয় না—আর কিছু টাকা কর্জ্জ দাদন করিলে কয়েক বছরেই কৃষ্ণনাগের মত একজন মহাজন হওয়া যাইতে পারিবে। একটা ভাল সম্বন্ধের চেষ্টা দেখা যাউক।" তিনি পতাকী ঘটককে সম্বন্ধের চেষ্টায় নিয়োগ করিলেন। পতাকী, হোসেনপুরের বক্সীদিগকে ছেলে দেখাইবার ও মনোনীত হইলে কথাবার্ত্তা সাব্যস্ত করিবার জন্য ললিতমোহনের ভবনে লইয়া আসিয়াছে। বক্সীদের অবস্থা ভাল—নগদসম্পত্তি যথেষ্ট—মানসম্ভ্রমও প্রচুর। ললিতমোহনের মনে বড় স্ফূর্ত্তি—এ সম্বন্ধটি হওয়া তাঁহার মনের একান্ত বাসনা—এ বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি ভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বক্সীমহাশয়দিগের যতদূর সম্ভব আদর আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে ছুটীয়াগিয়া ছোট বৌকে এ সুসংবাদ দিলেন, তাঁহাকে একটু বিশেষভাবে খাদ্যাদি প্রস্তুতের আদেশ করিলেন। ছোট বৌকে ইহাও জানাইলেন, এ সম্বন্ধ

হইলে সকল প্রকারেই তাঁহাদের সুবিধা হইবে। অর্থলাভ ত হইবেই—ছেলের পড়ার ব্যয় হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে—সুন্দরী বৌ গৃহে আসিবে—ছোট বৌয়ের গৃহকর্ম্মের বিলক্ষণ সাহায্য হবে; আর কি চাই! ছোট বৌ কোন উত্তর করিলেন না—মনে মনে বিরক্তি অনুভব করিলেও নীরবে সব শুনিলেন। নীরবে ভদ্রলোকদের জন্য স্বহস্তে জলযোগের নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিলেন। মাধ্যাহ্নিক আহারের জন্য শান্তিকে লইয়া নানাপ্রকারের সুখাদ্য অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি রন্ধন করিলেন। অভ্যাগত ভদ্রলোকদের যাহাতে কোনরূপ অতৃপ্তি না জন্মে, ছোট বৌ, সেইরূপ আয়োজনের কোন ক্রটি রাখিলেন না। বকসীমহাশয়েরা আহারে ব্যবহারে যেরূপ সন্তুষ্ট হইলেন ছেলে দেখিয়াও তদ্রূপ প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রবৃত্তি জন্মিল। তাঁহারা পড়ার ব্যয় বহন করিতে স্বীকার করিলেন—নগদ সমেত দানসামগ্রী ৪০০০৲ হাজার টাকার বেশী দিতে পারিবেন না, জানাইলেন। ললিতমোহন তাঁহাদের কথায় একরূপ সম্মতি দিলেন শুধু দাদার অনুমতির ওজর রাখিলেন। তিনি বক্সী মহাশয়দের বলিলেন—'দাদাকে চিঠি লিখিবেন—তাঁহার আদেশমূলক পত্র পাইলেই পাত্রী দেখিতে যাইবেন—পাত্রী মনোনীত হইলে লগ্নপত্র করিয়া আসিবেন।' ললিতমোহনের সরল উক্তিতে বকসীমহাশয়দের অবিশ্বাসের কোন কারণ রহিল না। সম্বন্ধটী সর্ব্বাংশে তাঁহাদের মনঃপূত হওয়ায় ও ললিতমোহনের সম্মতি দর্শনে তাঁহারা সানন্দে ও আশ্বস্ত হৃদয়েই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(৪)

বকসীমহাশয়েরা চলিয়া যাইবার পর ললিতমোহন দাদার নিকট পত্রলিখিতে বসিলেন। পত্র লিখিয়া ডাকে ফেলিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। ছোট বৌ একাকিনী বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্না হইলেন। ছোট বৌ ভাবিতে লাগিলেন—"স্বামীত ছেলের সম্বন্ধ একপ্রকার স্থির করিয়া ফেলিলেন—অষ্টাদশ বর্ষের ছেলে দ্বাদশ বর্ষের মেয়ের পাণিগ্রহণ করে ত গৃহী হইতে চলিল। এইরূপে যখন সমাজের সর্ব্বত্রই প্রায় বংশরক্ষার ব্যবস্থা হয়, তখন তাঁহার স্বামীরই বা দোষ কি? বংশ অবনতির শেষ সীমায়ও সমাজ ক্রমেই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে; ইহা দেখিয়া শুনিয়াও শিক্ষাভিমানী ও সমাজতত্ত্বজ্ঞাভিমানী ব্যক্তিবৃন্দও যে দেশে কার্য্যকালে বিস্মৃত হইয়া যান—স্বার্থের আকর্ষণে প্রকৃত কল্যাণকে পদদলিত করিয়া সয়তানের উপাসনা করেন; সে দেশের ব্যক্তি বিশেষকে দোষী করা সমীচান হইতে পারে না। বর্ত্তমানে সমাজের বুকের উপর দিয়া যে প্রকার ক্লেদপূর্ণ মলিন স্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে; তাহাতে কাহার শরীরই নির্ম্মল থাকা সম্ভব নহে—স্বামী অর্থের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়াছেন—পুত্রের কল্যাণ অকল্যাণের চিন্তা তাহার মনেই আসে নাই—আসিবার কথাও নহে। যতীনের বয়সে অবিবাহিতের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে, তাহা তিনিও দেখিতেছেন। কাজেই যতীনের বিবাহ দিতে আগ্রহ জন্য বিস্মিত হইতে পারা যায় না। বাল্যবিবাহের কুফল সম্বন্ধে স্বামী কখন বিন্দুমাত্র চিন্তাশক্তি ব্যয় করেন নাই—ছোট বৌয়ের সঙ্গে বাল্য-

বিবাহ সম্বন্ধে স্বামীর কখনও কোনরূপ আলোচনা হয় নাই। সুতরাং যতীনের পরিণয় সম্পর্ক স্থিরীকরণ জন্য তাঁহার প্রতি ক্রোধোদ্রেক হইতে পারে না।” ছোট বৌ স্বামীর কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু অগ্রজের মৃত্যুকালীন-বাণী তাহার হৃদয় তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিল। তাঁহার মনে হইল, মৃত্যুকালে দাদা বলিয়াছিলেন—‘দেখিও বীণু, আদর্শ মাতৃত্ব হ’তে স্খলিত হইও না—তোমরা নারী জাতিই দেশের কল্যাণরূপিণী। তোমাদের হৃদয়বলই দেশের সমাজের কুপ্রথা-নিচয় নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হইবে।’ আজ আমার দাদা নাই—তাঁহার অমৃতময়ী বাণী আজও আমার চিত্তক্ষেত্রে প্রস্তরাঙ্কিত অক্ষরের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। দাদার আদেশবাণী প্রতিপালিত হওয়ার উপায় কি? স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে হইলে নীরব থাকিতে হয় নীরব থাকিলে দেববাণীর অবমাননা করিতে হয়—দেশের ভবিষ্যৎ আরো গাঢ় তমসাচ্ছন্ন হয়।’ ছোট বৌ নানারূপ ভাবিয়া স্থির করিলেন—অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়া স্বামীর মনোরঞ্জন করিবেন না—প্রথমতঃ ধীরতার সহিত স্বামীকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবেন—তাতে তিনি সম্মত না হইলে কলহ করিয়াও তাঁহাকে সংকল্পবিচ্যুত করিবেন। দেশের সম্মুখে শুভাদর্শ স্থাপন অপেক্ষা স্বামীর মনোরঞ্জন করা তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর মনে হইল। তিনি মনে মনে স্থির—সংকল্প হইয়া ললিতমোহনের ছোট ভগ্নী শান্তিকে ডাকিলেন। শান্তিকে কহিলেন—“শান্তি, তোমার দাদা ত ছেলের বিয়ে স্থির করিয়া ফেলিলেন—আমাদের ত কোন মতামতই জিজ্ঞাসা করলেন না।”

শান্তি। কেন, তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই? আর জিজ্ঞাসা করবেনই বা কি—এসম্বন্ধে আপত্তি ত আর হইবার কথা নাই—তাঁহারা বণিয়াদী লোক-ধন আছে, জন আছে; তাঁহাদের মান আছে-নাম আছে; মনোমত ঘর।

ছোট বৌ। তবু মুখের কথাটা জিজ্ঞাসা করতে কি নাই-আমরা কি ছেলের কেহ নয়?

শান্তি। সব কথাই মেয়েদের বলতে হবে, এমন কোন কথা নাই—আর বলবার সময়ও যে বয়ে গেছে তাও ত নয়। ধৈর্য্য-ধর।

ছোট বৌ। শান্তি, ছেলের বয়স আঠার বছর, মেয়ের বয়স বার বছর! দুবছর পরেই নাতির মুখ দেখতে পারি।

শান্তি। সেটা আর অসুখের কথা কি? ছেলের বে দিয়ে নাতির মুখ কেই বা দেখতে চায় না?

ছোট বৌ। নাতির মুখ দেখতে পেলেই কি সুখ হয় পাগলি? অল্প বয়সে সন্তান হলে সে শুধু অসুখেরই কারণ হয়। বাড়ীর পাশে চেয়ে দেখলেই পারিস্। বীরজা ও রাখালের বয়সই বা কি, এর মধ্যেই পুত্রকন্যার শোকে হৃদয় ভেঙ্গে পড়েছে।

শান্তি। বেশী বয়সে বিবাহ হলে কি সন্তান মরে না? ও তোমার অন্যায় কথা আয়ুর শেষ হইলেই মৃত্যু।

ছোট বৌ। সুস্থ শরীরে পরিপক্ক বয়সে সন্তান হলে, সে সন্তান দীর্ঘজীবীই হয়ে থাকে; এ আমার হাতগড়া কথা নহে! একটু মনো-

যোগের সহিত দেখ্‌লেই দেখ্‌তে পাবে, প্রতিগ্রামে এখনও যে সব বৃদ্ধলোক আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই পরিণত বয়স্ক জনকের পুত্র। অপরিপক্ক বীর্য্যোৎপন্ন সন্তান দীর্ঘজীবী হইতে পারে না—শরীর-মনেও পূর্ণতালাভ করে না।

শান্তি। বিদ্রূপাত্মকস্বরে কহিলেন—তুমি পণ্ডিতলোক—তোমার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সবকথা কি আমরা বুঝিতে পারি—তুমি যা বল তাই ভাল, এখন তোমার মতলব কি তাই খোলাসা বল। পাণ্ডিত্য রাখিয়া দাও! ছোট বৌ হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা পাণ্ডিত্য রাখিলাম। এখন আসল-কথা—যতীনের বিবাহ এত অল্পবয়সে দিতে আমার ইচ্ছা নয়। তোমার দাদা ত বিবাহ দিতে কোমর বাঁধিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমার ইচ্ছা কিরূপে পূর্ণ হইতে পারে? সে পরামর্শ তোমার নিকট চাই।

শান্তি। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—দাদা—কখনি যতীনের বিবাহ দিবেন না। তুমি তাঁকে ভালকরে বুঝাইয়া বল্‌লেই তিনি এখন যতীনের বিবাহ দিতে ক্ষান্ত হবেন।

ছোট বৌ। আমার ইচ্ছা, তুমি তোমার দাদাকে বলে তাঁর মনের পরিবর্ত্তন কর—আমি বল্‌লেই ঝগড়া হবে।

শান্তি। আমি ভাই, দাদার কাছে কিছু বল্‌তে যেয়ে ধমকখেতে পারব না। তা, তোমাদের ঝগড়াই হউক আর মারামারিই হউক! ভাই বল, আর ভগ্নীই বল, কার কথাই কিছু হবে না—যা হবার তা ছোট বৌয়ের কথায়ই হবে। তুমিই একটু ভদ্র-ভাবে বলিও—তাতে যদি কাজ হাসিল না হয় উগ্রমূর্ত্তি ধারিও! সবই তোমার হাত।

ছোট বৌ। তুই যখন পারবি না, তখন আমি যে রূপে পারি সেরূপে কাজ আদায় করব; সে পরামর্শ তোকে চাই না—এ সামান্য কাজটা তুই কর্‌তে পারবি না,—ভাইর কাছে বল্‌তে এত লজ্জা ও ভয়—যেন ভগ্নী নয় ভ্রাতৃবধূ!

"তোমাদের ঐরূপই হয়—তোমাদের যেমন আমাদের তেমন নয়!" ইহা বলিতে বলিতে শান্তি প্রস্থান করিল। ছোট বৌ, সন্ধ্যার প্রাক্কাল সমাগত দর্শনে সান্ধ্য-গৃহকর্ম্মে মনো-নিবেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

মিশ্রকারিকা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩)।

মূলম্।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ গৌড়কায়স্থবংশাবলী লিখ্যতে।

সাবস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদাঃ ॥১
চিত্রাদেবস্য শ্রেণী চ ক্রমাদ্দেশান্তরং গতা।
কালিঞ্জনং গুর্জ্জরাটং নন্দীগ্রামঞ্চ দ্রাবিড়ং ॥২
কান্যকুব্জং অযোধ্যায়াং ক্রমেণ মথুরাং গতঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে ক্রমেণৈব দক্ষিণ রাঢ়মেবচ ॥৩
উড্রে চ কামরূপে চ গৌড়ে বারেন্দ্র দেশকে।
এতেষাঞ্চ সুতাযেস্যুঃ তেঽপি তদ্দেশ সংজ্ঞকাঃ ॥৪
সংপ্রবৃত্তে কলৌ ঘোরে বৌদ্ধধর্ম্ম সুরদ্বিষাং।
অধিকৃত্যাখিলান্ দেশান্ কান্যকুব্জং বিনাস্থিতঃ ॥৫
যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ তথা কায়স্থ পঞ্চকাঃ।
ভূপালেন সমানীতাঃ দেশাৎ কোলঞ্চ সংজ্ঞকাৎ ॥৬
চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোম্বষ্ঠ নামকঃ।
অভবত্তস্য বংশে চ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ ॥৭
আগমদ্ভারতবর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ।
চণ্ডাসুর সমোযুদ্ধে প্রতাপে রাবণোপমঃ ॥৮
চতুরঙ্গ বলোপেতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্ব ধনুষ্মতাং।
তন্মন্ত্রী বলভদ্রাখ্যো রবিদাস কুলোত্তমঃ ॥৯
রাজধান্যা কুলোদ্ভূতো বীরবাহুর্ম্মহাবলঃ।
সেনাধিপোঽভবত্তস্য যোধো ভীম পরাক্রমঃ ॥১০
গ্রহমধ্যে যথা ভানু রাদিশূরস্তথা নৃণাং।
রাঢ়ঞ্চ রাঢ় বারেন্দ্র স্বাধিপত্যেন তেজসা ॥১১
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপান্ বালান্।
তাম্রলিপ্তীং তথা চন্দ্রদ্বীপং শ্রীহট্ট সংজ্ঞকং ॥১২
লোহিত্যং কীচকঞ্চৈব সপ্তগ্রামং তথৈব চ।
হিড়িম্বীং বঙ্গদেশঞ্চ তথা কোচক মেব চ ॥১৩
পুরীঞ্চ স্থাপয়ামাস মর্কতং সু মনোহরং।
পালীবৃতং তথা গৌড়ং ভুবনেশ্বর সংজ্ঞকং ॥১৪
রাজপুরং তথাজ্ঞেয়ং কথাস্তে গ্রন্থকারকৈঃ।
সাম্রাজ্যং বুভুজেরাজা নতু প্রাপসুখংকচিৎ ॥১৫
অপুত্রো চিন্তয়দ্রাজা কথং মে পরমাগতিঃ।
পুন্নামনরকাদ্ ঘোরাৎ কো মে ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥১৬
শ্রুতমেতন্ময়াপূর্ব্বং ন চ দৈবাৎ পরং বলং।
অনুষ্ঠানং করিষ্যামি দৈবস্যাতঃ সুতাপ্তয়ে ॥১৭

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যজ্ঞোদ্যোগঃ।

রাজোবাচ।

শৃণুমন্ত্রিন্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুতার্য্যাঃ সভাসদঃ।
নাস্তিপুত্র সুতাশ্চৈব বিফলং জীবনং মম ॥১
আত্মনো জায়তে পুত্রঃ পুন্নাম্নস্তারয়েৎ সুতঃ।
অপত্যাৎ বঞ্চিতোধাত্রা কিং করিষ্যে তদুচ্যতাং ॥২

মন্ত্র্যুবাচ।

হে রাজেন্দ্র মহাবাহো! সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ।
কথং বক্ষ্যামি তে ধর্ম্মং নতু জানামি কিঞ্চন ॥৩
তথাপি শৃণু হে নাথ! প্রবক্ষ্যামি যথা শ্রুতং।
সৃষ্ট্যর্থং মথমুৎপন্নং কার্য্যস্য কারণং মখং ॥৪
যজ্ঞাচ্চোৎপাদিতং বিশ্বং যজ্ঞোহি ফলদঃস্মৃতঃ।
যজ্ঞাচ্চোৎপাদিতো বিষ্ণু রাঘবো রঘুবংশজঃ ॥৫

যাজ্ঞসেনীত্বভূৎযজ্ঞাৎ কমলাক্রুপদাত্মজা।
অত্যন্তং পুত্র লাভায় কুরুযজ্ঞং যথাবিধিঃ ॥৬

রাজোবাচ।

যদ্ব্যক্তং হি ত্বয়া মন্ত্রিন্ তৎ করোমি বিধানতঃ।
যজ্ঞং কুর্ত্তুং সমিচ্ছামি যেন পুত্রঃ প্রজায়তে ॥৭
আহ্বানং কুরু সর্ব্বেষাং বন্ধূনাং ঋত্বিজাস্তথা।
ব্রাহ্মক্ষত্রবিশাং চৈব শূদ্রানাঞ্চ মহামতে ॥৮

মন্ত্র্যুবাচ।

পশ্যামি দুস্তরং বিঘ্নং যজ্ঞকর্ম্মণি ভূপতে।
চিন্তিতোহহং দ্বিজার্থায় যজ্ঞসংস্থাপনায় চ ॥৯
বঙ্গদেশে ন বিপ্রোহস্তি বেদজ্ঞ যজ্ঞকারকঃ।
পরাশরালিকাঃ সন্তি কথং যজ্ঞো ভবিষ্যতি ॥১০

বীরবাহুরুবাচ।

কথং চিন্তয়সে মন্ত্রিন্ বিপ্রহীনা ন চ ক্ষিতিঃ।
দেশান্তরে দ্বিজাঃ সন্তি বেদজ্ঞা যজ্ঞকারিণঃ ॥১১
কলাবস্মিন্ কান্যকুব্জং সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমন্বিতং।
স্বর্গলোক সমং মর্ত্ত্যে বীরসিংহেন শাসিতং ॥১২
যেন বিপ্রাগমিষ্যন্তি বঙ্গে তদ্যত্নমাচর।
তৈর্হি যজ্ঞং সুসম্পন্নো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৩
সেনাপতি বচঃ শ্রুত্বা প্রাহ রাজা সভাসদান্।
প্রেষয়ধ্বদূতং শীঘ্রং কান্যকুব্জে স পত্রকং ॥১৪

অথ পত্রং।

রাজন্নমস্তে নত লোক বন্ধো!,
কারুণ্যসিন্ধো পতিতং ভবাব্ধৌ।
মামুদ্ধরাত্মীয় কটাক্ষ দৃষ্ট্যা,
ঋজ্বাতি কারুণ্য সুধাভিবৃষ্ট্যা ॥১৫
দুর্ব্বার সংসার দাবাগ্নিতপ্ত,
মপত্যহীনং দুরদৃষ্ট বাতৈঃ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ,
ত্ব মেব ধর্ম্মঃ খলু নীতি বেত্তা ॥১৬
নৃপতিবর বিরাজঃ কায় সম্ভূত বীর,
ক্ষিতিপতিগণ মধ্যে ত্বাং হি জানে কৃপালুং।
ভয়যুতমনপত্যং পুত্রযজ্ঞে প্রবর্ত্তং,
অবনিজ কৃপয়া মামাশ্রিতং শাস্ত্রদক্ষ ॥১৭
সুকৃত! সুকৃতসংঘ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ দক্ষা,
লপিতহতবিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ।
সুজিত সুগতবৃন্দে বঙ্গরাজ্যে মদীয়ে,
দ্বিজকুল বরজাতাঃ সানুকম্পা প্রয়ান্তু ॥১৮

অথ দূতোগচ্ছতি।

ভট্টবংশ সমুদ্ভূতঃ সুধীবর বলাহকঃ।
ত্বরিতং হয় মারুহ্য কান্যকুব্জং জগাম সঃ ॥১৯
নানারাম সমাকীর্ণং নানাবৃক্ষোপশোভিতং।
বিচিত্রাট্টালিকাকীর্ণং নানারত্নেণ শোভিতং ॥২০
দুর্ভেদ্য দৌর্গ সংশ্লিষ্টং শতঘ্নৈঃ পরিবেষ্টিতং।
রক্ষিতং ভীষণৈঃ সৈন্যৈঃ অস্ত্র শস্ত্র বিশারদৈঃ ॥২
তত্র হেমপুরী মধ্যে বীরসিংহ মহাবলম্।
সুখাসীনং মহাশূরং সভাসদগণাবৃতম্ ॥২২
কৃতাঞ্জলি পুটোভূত্বা দূতস্তু বিনয়ৈঃ সহ।
অভিবাদ্য চ রাজানং প্রদদৌ যত্ন তো লিপীং ॥২৩
পঠিত্বা লিপি সম্বাদং ভূত্বা ক্রোধান্বিতোনৃপঃ।
ইঙ্গিতং কৃতবান্ ভট্টে উত্তরার্থায় সত্বরং ॥২৪
ভট্টোদূত মুবাচেদং মূর্খস্তে নৃপতির্ধ্রুবং।
পতিতো বঙ্গদেশস্ত ন শ্রুতং কিংত্বয়া কচিৎ ॥২৫
অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ।
তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কার মর্হতি ॥২৬
অতো বঙ্গাখ্য দেশেতু দ্বিজো নৈব গমিষ্যতি।
কথয়বাসি ভূপালে তস্যেয়ং প্রার্থনা বৃথা ॥২৭
বলাহকো হিতং শ্রুত্বা স্বদেশে পুনরাগতঃ।
প্রত্যুবাচ নৃপস্যাগ্রে বীরসিংহো যদুক্তবান্ ॥২৮
দূতস্য বচনং শ্রুত্বা আদিশূরো মহাবলী।
বীরবাহুং প্রতি প্রদাদনুজ্ঞাং যুদ্ধ হেতবে ॥২৯

(ক্রমশঃ)।

সম্পাদকস্য।

বঙ্গানুবাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গৌড়-কায়স্থবংশাবলীর বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চদেশ গৌড়নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানবাসিগণ সকল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ১। চিত্রগুপ্তজকায়স্থ ক্রমে ক্রমে দেশান্তরে গমন করেন, তাঁহারা কালিঞ্জর, গুজরাট, নন্দীগ্রাম, দ্রাবিড়, কান্যকুব্জ, অযোধ্যা, মথুরা, রাঢ়বঙ্গ, দক্ষিণরাঢ়, উত্তররাঢ়, কামরূপ, গৌড় ও বারেন্দ্র-দেশে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ ঐ স্থানের সন্তানগণ সেই সেই দেশের নাম ধারণ করিলেন। ২।৩।৪। ঘনান্ধকারময় কলিযুগে দেবদ্বেষী বৌদ্ধধর্ম্ম আরম্ভ হইলে কান্যকুব্জ ব্যতীত আর সমস্ত ভারতবর্ষে উক্ত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ৫। সেই কারণে রাজা কর্ত্তৃক যজ্ঞার্থে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আনা হইয়াছিল। ৬। চৈত্রগুপ্তবংশে অম্বষ্ঠনামক কায়স্থ উৎপন্ন হয়। (১) মহারাজা আদিশূর সেই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৭। সেই সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবশালী রাজা দরদ (গান্ধারের নিকটবর্ত্তী দেশবিশেষ) দেশ হইতে ভারতে আগমন করেন। তিনি চণ্ডাসুরের ন্যায় যোদ্ধা ও রাবণের ন্যায় প্রতাপ-শালী ছিলেন। ৮। তিনি চতুরঙ্গ বলসমন্বিত ও সকল ধনুর্দ্ধরী বীরগণের অগ্রগণ্য ছিলেন, রবিদাসনামক উত্তমকুলে জাতঃ তাঁহার মন্ত্রীর নাম বলভদ্র ছিল। ৯। (২) রাজধানা (৩) কুলোদ্ভূত মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা বীরবাহু তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। ১০। গ্রহগণমধ্যে যেমন সূর্য্য শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ রাজাদিগের মধ্যে আদিশূর প্রধান ছিলেন, তিনি বাহুবলে রাঢ় ও বারেন্দ্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। ১১। তিনি নিম্নলিখিত দেশসকল জয় করিয়াছিলেন, বৌদ্ধ রাজন্যগণ, গৌড়াধিপ, তাম্রলিপ্ত (তমলুক), চন্দ্রদ্বীপ, শ্রীহট্ট, লোহিত্য (ব্রহ্মপুত্রনদের তীরবর্ত্তী দেশসকল) কীচক-দেশ (মালদহ প্রভৃতি দেশ) সপ্তগ্রাম, হিড়িম্বী (কাছাড়), বঙ্গদেশ এবং কোচক (কুচবিহার)। ১২। ১৩ তিনি সুমনোহর গর্কত (রঙ্গপুর), পালীবৃত, গৌড়, ভুবনেশ্বর এবং রাজাপুরনাম্নী নগরীসকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ১৪। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঐতিহাসিক-গণ এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, বিশাল সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াও তিনি সুখী হইলেন না। ১৫। পুত্রলাভ করিতে না পারিয়া রাজা চিন্তা করিতেন—"কি প্রকারে আমার উৎকৃষ্ট গতি হইবেক, ঘোর তমসাচ্ছন্ন পুন্নাম নরক হইতে কে আমাকে উদ্ধার করিবে। ১৬। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি দৈব হইতে শ্রেষ্ঠবল আর নাই, আমি পুত্রলাভার্থে দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিব।" ১৭।

(১) শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের হিমবাননামক পুত্র হইতে অম্বষ্ঠ বংশ সমুৎপন্ন হয়।

(২) চিত্রগুপ্তদেবের মতিমান্ নামক পুত্রের বংশ সকসেনা তাহা হইতে রবিদাস বংশ উৎপন্ন হয়। এই বংশ হইতে বঙ্গীয় দত্তবংশ উৎপন্ন হইয়াছিল।

(৩) পাতাল খণ্ডের ৫৮ শ্লোকে পাঠক রাজধানা-বংশের পরিচয় পাইবেন। ইঁহারা রাজপুতনা দেশের অসিজীবী বংশ, চৈত্রগুপ্তবংশের সহিত মিলিত হন, এই বংশ হইতে গুহবংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়। যজ্ঞোদ্যোগ।

রাজা কহিলেন।

হে মন্ত্রি! হে আর্য্য সভাসদ্‌গণ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমার পুত্রকন্যা কিছুই নাই, আমার জীবন বিফল। ১। আত্মা হইতে পুত্র জন্মে, পুত্রই পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করে, বিধাতা আমাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, আমার কি করা কর্ত্তব্য বলুন। ২।

মন্ত্রী কহিলেন।

হে রাজেন্দ্র মহাবাহো! আপনি সকল শাস্ত্রবেত্তা ধর্ম্মকার্য্য সম্বন্ধে আমি আপনাকে কি বলিব আমি ত কিছুই জানি না। ৩। তথাপি হে নাথ! আমি যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি, সৃষ্টির নিমিত্ত যজ্ঞের উৎপত্তি, যজ্ঞই সমস্ত কার্য্যের কারণস্বরূপ। ৪। যজ্ঞ হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে (৪) মনীষিগণ বলিয়াছেন যজ্ঞদ্বারা সমস্ত ফললাভ করা যায়, বিষ্ণুরূপী রঘুবংশজ শ্রীরামচন্দ্র ও দ্রুপদাত্মজা যাজ্ঞসেনী কমলা যজ্ঞ হইতেই উৎপন্না হইয়াছিলেন। অতএব পুত্রলাভার্থে যথাবিধি বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। ৫। ৬।

রাজা কহিলেন।

হে মন্ত্রি! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই আমি বিধিপূর্ব্বক করিব, পুত্রলাভার্থে আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বাসনা করিয়াছি। ৭। হে সেনাপতি! আমার বন্ধুগণ, পুরোহিতগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলকে আহ্বান কর। ৮

মন্ত্রী কহিলেন।

হে রাজন! যজ্ঞানুষ্ঠানে আমি দুরতিক্রম বাধা দেখিতেছি, যজ্ঞস্থাপন জন্য ব্রাহ্মণের অভাব দেখিতেছি। ৯। বেদজ্ঞ যজ্ঞপারদর্শী বিপ্র বঙ্গদেশে নাই, কেবল পরাশরী (ভিক্ষুক) ও অলিক (দৈবজ্ঞ) ব্রাহ্মণ আছে, অতএব কে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। ১০।

বীরবাহু কহিলেন।

হে মন্ত্রি! আপনি কিজন্য চিন্তিত হইয়াছেন, পৃথিবী ব্রাহ্মণশূন্য হয় নাই, বেদজ্ঞ যজ্ঞে পারদর্শী ব্রাহ্মণ অন্য দেশে আছে। ১১। এই কলিযুগে সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত, মর্ত্ত্যেস্বর্গলোকতুল্য বীরসেন দ্বারা সুশাসিত কান্যকুব্জদেশ রহিয়াছে। ১২। সেই স্থান হইতে যেপ্রকারে বিপ্রগণ বঙ্গে আসেন তাহার যত্ন কর, তাঁহাদিগের দ্বারাই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। ১৩। সেনাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা সভাসদগণকে কহিলেন, শীঘ্র পত্রসহিত একজন দূত প্রেরণ কর। ১৪

অথ পত্র।

হে রাজন্! তুমি প্রজাবন্ধু তুমি নমস্য, তোমাকে নমস্কার। তুমি দয়ারসাগর, আমি সংসার-সমুদ্রে পতিত, তুমি সরল, করুণাপূর্ণ সুধাবর্ষণ করতঃ আত্মীয়জ্ঞানে কৃপাকটাক্ষে আমাকে উদ্ধার কর। ১৫। আমি অপত্যহীন হইয়া, দুরদৃষ্ট বাত্যায় প্রজ্জলিত, অনিবার্য্য

(৪) গীতা বলিয়াছেন—
কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবংবিদ্ধি, ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্মনিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥১৫
গীতা ৩য় অ০।

মৎপ্রণীত ত্রৈভাষিক গীতায় এই কর্ম্ম-চক্রের একটি প্রতিরূপ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমখণ্ডের ১৪২ পৃষ্ঠা। অর্থাৎ অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে বেদ, অথবা সত্যজ্ঞান, জ্ঞান হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ; যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, অন্ন হইতে মানুষ, এবং মানুষ হইতে কর্ম্ম এই প্রকারে অনন্তকাল পর্য্যন্ত এই কর্ম্ম-চক্রের আবর্ত্তন (Evolution) হইতেছে।

সংসার-দাবানলে সন্তপ্ত, আমি সন্ত্রাসিত, তোমার আশ্রিত, মৃত্যু হইতে আমাকে রক্ষা কর, তুমিই ধর্ম্ম ও সমস্ত নীতিবেত্তা। ১৬। হে বিরাট কায়স্থবংশ বীরশ্রেষ্ঠ ভূপতে! তুমি সমস্ত ক্ষিতিপতিগণমধ্যে দয়ালু, আমি অপুত্র-নিবন্ধন ত্রাসিত, এবং পুত্রযজ্ঞে প্রবৃত্ত, হে অবনিজ! হে শাস্ত্রদক্ষ! আমি তোমার আশ্রিত, আমারপ্রতি কৃপা বিতরণ করুন। ১৭। হে সুকৃত! আমারপ্রতি কৃপা করিয়া আমার বিজিত, বৌদ্ধধর্ম্মে বিপন্ন বঙ্গদেশে, সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী, আশীর্ব্বাদক্ষম, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, এবং সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রাঘাতে বিপক্ষগণকে নিহতক্ষম শ্রেষ্ঠ দ্বিজাতিগণ প্রেরণ করুন। ১৮। (৫)

অথ দূতগমন বিষয়।

ভট্টবংশসম্ভূত সুধীবর জনৈক দূত অশ্বারোহণে শীঘ্র কান্যকুব্জে প্রস্থান করিলেন। ১৯। নানাবিধ পাদপে সুশোভিত বিবিধ উপবন (আরাম) ও বিবিধরত্নে সমলঙ্কৃত প্রাসাদমালা সমাচ্ছন্ন, কামান (শতঘ্ন) দ্বারা পরিবেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গগণান্বিত, অস্ত্র-শস্ত্র বিশারদ ভীষণ সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত কান্যকুব্জনগরী অবলোকন করিলেন। ২০। ২১। তত্র সুবর্ণপুরীমধ্যে মহাশূর, মহাবলবান্ বীরসিংহ সভাসদ্গণ পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ২২। দূত কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বিনীতভাবে রাজাকে অভিবাদন করিয়া যত্নসহকারে পত্র প্রদান করিলেন। ২৩। পত্র পাঠান্তে রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর প্রদানার্থে ভট্টকে ইঙ্গিত করিলেন। ২৪। ভট্টদূতকে কহিলেন—"তোমার রাজা সত্যই মূর্খ, বঙ্গদেশ যে পতিত তাহা কি তুমি কখনও শ্রবণ কর নাই। ২৫। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও সৌরাষ্ট্র পতিত (ম্লেচ্ছ) দেশ, (৬) তীর্থযাত্রা ব্যতীত ঐসকল দেশে গমন করিলে পুনর্ব্বার সংস্কারের (উপনয়নগ্রহণ) আবশ্যক। ২৬। অতএব বঙ্গদেশে দ্বিজগণ গমন করিবেন না, তোমার রাজাকে বলিবে তাঁহার প্রার্থনা বৃথা।" ২৭। এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া দূত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজা বীরসিংহ যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা আদিশূরের নিকট নিবেদন করিল। ২৮। দূতের বাক্য শ্রবণান্তর মহাবলী আদিশূর যুদ্ধার্থে বীরবাহুকে আদেশ করিলেন। ২৯।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

(৫) এই পত্রের মূল ১৫। ১৬ শ্লোকের ছন্দ উপেন্দ্রবজ্রা। ১৭। ১৮ শ্লোকের ছন্দ মালিনী। আর সমস্ত স্থানে অনুষ্টুপ ছন্দ।

(৬) চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থানং যস্মিনদেশে নবিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছ দেশোবিজ্ঞেয়, রার্য্যাবর্ত্তস্ত দস্তরম্॥
বিষ্ণুপুরাণ।

কাক সংবাদ।

নমস্কার সম্পাদকমহাশয়। ভাল আছেন ত? স্বজাতির কল্যাণার্থে এ বৃদ্ধবয়সে আপনি যেমন শারীরিক ও মানসিক শ্রম স্বীকার করিতেছেন; তাহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা না করিয়া থাকিতে পারি না। অথচ আপনার স্থান পূর্ণ করিয়া আপনাকে একটু শান্তিতে রাখিতে পারে এমনও কাহাকে দেখি না। কাজেই আপনাকে শ্রম-নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেও পারি না। অবিরাম আপনার জন্য দুশ্চিন্তায় থাকি মাত্র। আশ্বিন মাস হইতে আপনাদের কত পূজাপার্ব্বণ গেল—কত আনন্দ—উৎসব গেল—কত আহার বিহার গেল। পূজাপার্ব্বণে যোগ দিয়া, আনন্দের-স্রোতে গা ভাসাইয়া, নানা উপাদেয় খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া স্বাস্থ্যের কোন হানি হয় নাই ত? আপনি হাসিয়া ফেলিলেন যে! জীর্ণদেহে অতিরিক্ত আনন্দও হজম হয় না—অতিরিক্ত ভোজনও কাযে আসে না। বার্দ্ধক্যে পরিপাকশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে; তাকি আপনি মানেন না? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি স্বাস্থ্য অব্যাহত আছে ত? যখন হাসিয়াছেন তখনি বুঝা গেছে, স্বাস্থ্যের কোন অবনতি হয় নাই—আনন্দের কথা! আমাকে দেখিয়াই হয় ত আপনার মনে হইতেছে আমি কোন দুঃসংবাদ বহন করিয়া আসিয়াছি। প্রীতি-পূর্ণচোকে আমারপানে চাহিতেছেন না কেন? দুঃসংবাদই হউক আর সুসংবাদই হউক সংবাদ-বাহীর তাহাতে দোষই বা কি গুণই বা কি? তাহার প্রতি রুষ্ট তুষ্ট হওয়া অপ্রশংসার কথা। আপনার দৃষ্টিদর্শনেই আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইয়াছে—আপনি প্রসন্ন হউন। আমি সংবাদ প্রদান করতঃ তাড়াতাড়ি আপনার আবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। সম্প্রতি একদা আমি সুরধুনীতটে বায়ুসেবনার্থ গিয়াছিলাম। তটদেশে মানবনিকরের যাতায়াতের যে রাস্তা আছে; সে রাস্তায় আমাদের কাককুলের পরিভ্রমণ করিবার সামর্থ্য নাই। কেন জানেন? প্রাণের ভয়ে। তাই আমরা ভাগীরথীতীরে মানবের অনধিকৃত ঊর্দ্ধদেশে ভ্রমণ করতঃ স্বাস্থ্য ও পুণ্যসঞ্চয় করি! সে দিন আমি কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণান্তর একটা টেলিগ্রাফের তারের স্তম্ভোপরি উপবেশনপূর্ব্বক নেত্র মুদ্রিত করিয়া কাকগোষ্ঠীর হিতাহিত চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলাম। আপনাদের ছোক্‌রাদের সদ্ব্যবহারের আশঙ্কায় (তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইলেই ঢিল ছোড়ে—লাঠীনিয়া তাড়াকরে—নানারূপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে।) সময় সময় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চারিদিক দেখিতে ছিলাম। তিন চারজন ভদ্রলোক আমার অবস্থিত স্তম্ভের নিম্নদেশ দিয়া নানাবিধ বাক্যালাপ করিতে করিতে গমনাগমন করিতেছিলেন। অল্পসময় ভ্রমণান্তর তাঁহারা স্তম্ভের অনতিদূরে উপবেশন করিয়া পূর্ব্ববৎ নানারূপ কথাবার্ত্তায় সময়-ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। আমার চক্ষু অধিক সময় মুদ্রিত থাকিলেও কর্ণ সতর্ক ছিল—তাঁহারা নানা কথার পরে যখন আপনার

আশ্বিনের "প্রতিভার" সমালোচনা আরম্ভ করিলেন; তখন আমি চক্ষু মেলিয়া, কাণ খাড়া করিয়া তাঁহাদের বাক্যাবলী আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিলাম। তাঁহারা 'প্রতিভার' সকলপ্রবন্ধের আলোচনা করিলেও "বরিশালে কায়স্থধর্ম্ম প্রচার" প্রবন্ধ সম্বন্ধেই তীব্র-মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। কেহই প্রবন্ধটীকে সমর্থন করিলেন না। একজন স্পষ্টই বলিলেন—"কায়স্থসমাজে কুলীন-মৌলিকে ভেদ-জ্ঞান জন্মাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত ঐ প্রবন্ধটী একেবারে ভদ্রসমাজের অপাঠ্য। উহার লেখক হয় ত একজন ক্ষীণ ও উষ্ণমস্তিষ্ক যুবক হইবেন—তিনি নিশ্চয়ই কৃপারপাত্র।" তাঁহারা এরূপ বলিতে পারেন কি না আপনারাই বিবেচনা করুন। আমি জানি ঐ প্রবন্ধের লেখক মধুবাবু, একজন কৃতবিদ্য বৃদ্ধ ব্যক্তি। বিদ্বেষ তাঁহাতে শোভা পায় না—তিনি যেরূপ খৃষ্টভক্ত, তাহাতে সার্ব্বজনীন প্রেম ব্যতীত আর কিছুই তাহার গৌরববর্দ্ধক হইতে পারে না। তিনি একতা প্রচার করিতে পারেন—ভেদ প্রচার তাঁহার স্বভাবের অনুকূল হইতে পারে না। তবে কেন যে তিনি কায়স্থসমাজে এবম্বিধ ভেদজ্ঞান ও বিরোধেরবীজ বপন করিতে সাহসী হইয়াছেন; আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রবন্ধ লিখিবার সময় তিনি কি প্রকৃতস্থ ছিলেন না? মস্তিষ্কের কোন বিকৃতি না ঘটিলে মধুবাবুর ন্যায় ব্যক্তির লেখনী কখনই ঐরূপ হলাহল উদ্গীর্ণ করিতে পারে না। বর্ত্তমানে কায়স্থসমাজে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহা মধু বাবুর ন্যায় কতগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকিলেও বহুসংখ্যক ব্যক্তি এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন! অথবা এক শ্রেণীর লোক বুঝিয়াও বৃথা স্বার্থলোপ আশঙ্কায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন। ইহা সত্য হইলেও তাঁহাদিগকে আক্রমণ ব্যপদেশ একটা সম্ভ্রান্ত শক্তিশালী সম্প্রদায়কে অপভাষাদ্বারা আপ্যায়িত করা কখনই সভ্যতানুমোদিত নহে। যদি এমন হইত ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে মৌলিকেরাই অগ্রসর—কুলীনেরা একেবারেই উদাসীন; তবে না হয়, যাহা ইচ্ছা তাহা বলা শোভনীয় হইত। যখন দেখিতে পাই; কুলীনেরা নিশ্চেষ্ট নহেন এবং তাঁহাদের কিয়দংশ অগ্রবর্ত্তী বলিয়াই মৌলিকেরও কতকাংশ তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে; তখন কুলীনদিগকে অন্যায়রূপে আক্রমণ সমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদও নহে এবং তাহা কাহারও অনুমোদন পাইবারও আশা করিতে পারে না। শুনিলাম তিনি নাকি প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন—"ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, এদেশের ব্রাহ্মণেরা এবং ব্রাহ্মণানুগৃহীত শূদ্রেরা, পাঠান মুসলমানদিগের সহিত যোগদিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ বা নির্ব্বাসন সাধন করেন; ঐসকল ব্যক্তি, বিজেতৃ কায়স্থগণের কখনি সপক্ষ ছিলেন না এবং এক্ষণও সম্পূর্ণ সপক্ষ নহেন। বিজেতৃ ক্ষত্রিয় কায়স্থগণের এই স্মৃতি উদ্দীপিত হইতেছে না কেন? আর্য্যকায়স্থেরা আপনাদের ইতিহাস ভুলিয়া যাইতেছেন কেন? ইত্যাদি।" 'ব্রাহ্মণানুগৃহীত শূদ্রেরা' (১) এই বাক্যের লক্ষ্যস্থল যে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থ বা তাঁহাদের

(১) যদি কেহ বলেন—ব্রাহ্মণানুগৃহীত শূদ্রেরা এই বাক্যের দ্বারা পঞ্চকায়স্থকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, উদ্ধৃত লেখাটুকু পড়িয়া তাহা কেমনে বুঝা যায়—প্রকৃত শূদ্র লক্ষ্যস্থল হইতে পারে। আমি তাঁহাদিগকে সমস্ত প্রবন্ধটী পড়িতে অনুরোধ করি। কাক।

বংশধরগণ, ইহা বোধ হয় বুঝিতে সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরও কষ্ট হয় না। আর বঙ্গের বিজেতৃ ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ' 'আর্য্য কায়স্থেরা' যে উক্ত পঞ্চশূদ্র (?) ভিন্ন অন্য কায়স্থ মাত্রেই তাহাও অনায়াসবোধ্য। মধুবাবুর ন্যায় একজন বিজেতৃ কায়স্থবংশীয় (তিনি কোন্ বিজেতৃ কায়স্থবংশের শেষআলো, তাহা আমরা বহু অনুসন্ধানেও জানিতে পারিলাম না—আমাদের দীর্ঘ-চক্ষু কহে বরিশালের কুলীনেরা তাঁহার বংশবৃত্তান্ত ও সামাজিক অবস্থা বিশেষরূপে অবগত আছেন।) বিচক্ষণ ব্যক্তির আবির্ভাব না হইলে এরূপ কর্ণতৃপ্তিকর সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যকাহিনী বোধ হয় কাহারও কর্ণগোচর হইত না। গৌড়ীয় ক্ষত্রিয় কায়স্থেরা এই শুভবার্ত্তা প্রদান জন্য মধুবাবুর মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করুন! এতদিন শুনিতাম, কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থ এদেশের বহুশূদ্রের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আপনাদের বিশুদ্ধ রক্ত কলুষিত করিয়াছেন—আর আজ শুনিলাম, তাঁহারাই শূদ্র—গৌড়ীয় কায়স্থেরা, আর্য্য-কায়স্থ-ক্ষত্রিয়! আমি মৌলিক কায়স্থের প্রতিকূল ও কুলীন কায়স্থের অনুকূল নহে—উভয়েই কায়স্থ; উভয়ের মিলনেই বিরাট কায়স্থসমাজের প্রতিষ্ঠা। এক শ্রেণীর শক্তি ও গৌরব অন্যশ্রেণীর সম্পত্তি—সুখদ ও মানদ সন্দেহ নাই। বংশগত একটা প্রতিপত্তি সহজে জন্মায় না—আর একবার জন্মিলে সহজে তাহা নষ্টও হইতে জানে না; ইহা আমরা জানি ও মানি। কাজেই কুলীনবংশীয়দিগের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য ঈর্ষা হয় না। বিজেতৃ কায়স্থবংশীয় বলিয়া যে কয়টি বংশের নামোল্লেখ প্রবন্ধলেখক করিয়াছেন; তাঁহাদের কোন কোন বংশ বিজেতৃবংশ হইলেও কুলীনবিদ্বেষে তাঁহারা কখনই মধুবাবুকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। কোন্ প্রসিদ্ধ মৌলিক কায়স্থবংশ কুলীনবংশের সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপনে ধন্য মনে করেন নাই বা এক্ষণও করেন না; তাহা ত আমরা জানি না। অবস্থাপন্ন প্রত্যেক গৌড়ীয় কায়স্থই কুলক্রিয়াদ্বারা বংশকে গৌরবান্বিত করিতে এখনও প্রয়াসী! মধু বাবু স্বয়ং ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণও ব্রাহ্মণানুগৃহীত শূদ্রগণের (?) সংশ্রব উপেক্ষা করিয়া আর্য্যকায়স্থের রক্ত বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমি স্বীকার করি, কুলীনেরা সম্ভ্রান্ত মৌলিক ভিন্ন অনেক মৌলিক আখ্যাধারী কায়স্থকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। কুলীনদিগের এক শ্রেণীর নীচমনা অর্থপিপাসায় আত্মসম্মানজ্ঞানহীনেরা কতগুলি অর্থবলে ডেঙ্গরকে (২) কায়স্থশ্রেণীতে উন্নীত করিলেও অবশিষ্টেরা তাহাতে অনুমোদন করিতে পারেন না। ইহা তাহাদের দোষের বিষয় নহে। প্রসিদ্ধ মৌলিকেরাও ঐ শ্রেণীর কায়স্থকে প্রীতিরচক্ষে দেখেন না; ইহা কে না জানেন? কুলীনদিগের ঐ শ্রেণীর প্রতি উপেক্ষার ভাবদর্শনে বিদ্বিষ্ট হইয়া আক্রমণ করিলে তাঁহাদের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই—তাঁহারা হাসিয়া অনেকের অনেক কথা উড়াইয়া

(২) কায়স্থসমাজে ডেঙ্গর মিশ্রণের কথা বলায় অনেকে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। জাতীয় কলঙ্কের প্রকাশ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে বলিয়া নিন্দাও করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য, লজ্জাকর হইলেও সত্য গোপন রাখা যায় না। আর শুধু কায়স্থসমাজেই ভেজাল মিশে নাই—বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণের মধ্যে ভেজালমিশ্রণ সর্ব্বজাতি অপেক্ষা অধিক। যে জাতির সংখ্যা অধিক, ভেজাল তাহাতে বেশী।

দিবার শক্তি এখনও হারান নাই। বর্ত্তমান সময়ে উন্নতমনা কায়স্থগণ একতা স্থাপনে অভিলাষী। ব্রাহ্মণ জাতির কিয়দংশ কায়স্থজাতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সময় মৌলিক কায়স্থের মনে কুলীনবিদ্বেষ সঞ্চার করা সমাজদ্রোহীর কার্য্য। আমার মতের বিরুদ্ধাচরণ করিল বলিয়াই অকথ্য কথার ব্যবহার করতঃ নিন্দিত হওয়া চিন্তাহীনতারই পরিচায়ক। মধুবাবু যেন মনে রাখেন—'গৌড়ীয় কায়স্থদিগের আদি পুরুষেরাই বঙ্গে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন।' 'বিজেতৃ গৌড়ীয় কায়স্থগণ, নবাব আমীর ও ওমরাহগণের বংশধরদিগের ন্যায় সমাজে নিষ্প্রভ হইয়া বাস করিতেছেন।" ইত্যাদি বাক্যপরম্পরা দ্বারা তিনি মৌলিকদিগের গৌরবস্মৃতি উদ্দীপিত করিতে চাহিলেও মৌলিকেরা এমন শক্তি আজও সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, যে সামাজিক ব্যাপারে কুলীনবৃন্দকে আগ্রহ্য করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতে পারেন। দু একজন হইলেও হইতে পারেন কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কুলীনগণকে তিরস্কার করিয়া চটান কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে সমাজের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। কুলীন মৌলিক উভয়ে সমবেতভাবে কার্য্য না করিলে কায়স্থজাতির উদ্ধারের উপায়াভাব। ইহা সমাজহিতৈষী প্রত্যেক কায়স্থেরই হৃদয়ে জাগরূক থাকা চাই।

মধুবাবু আর একটা উক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই আমি উঠিব। তিনি প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন—"দেশে নানাস্থানে সাহিত্য পরিষদ হইতেছে; দেশের ঐতিহাসিকতত্ত্বের প্রকৃষ্টসমালোচনা হইলে কুলজিগ্রন্থে নিনাদিত জয়ধ্বনির বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিতে হইবে।" কুলজীগ্রন্থে নিনাদিত জয়ধ্বনির বিরুদ্ধকথা যে দিন ইতিহাস ঘোষণা করিবে, সেদিন না হয়, তিনি উদ্দামনৃত্য করিবেন, সেদিন না হয় কান্যকুব্জাগত শূদ্রের! (কুলীনকায়স্থেরা) নিজেদের উচ্চাসন বিজেতৃকায়স্থগণকে ছাড়িয়া দিয়া বনবাসে যাইবেন! আজ সে অস্ফুটস্থ ঐতিহাসিকতত্ত্বের অবতারণায় ধৃষ্টতার মাত্রা বাড়াইয়া লাভ কি? তিনি যে কুলীনদিগের কৌলিন্যের অত্যন্ত বিরোধী তাহা প্রবন্ধের সর্ব্বত্র প্রকটিত। একস্থানে লিখিয়াছেন—"ইহা নিশ্চিত কথা, কায়স্থজাতির উত্থানের অর্থ কৌলিন্যের উত্থান নহে।" ইহা সত্য কিন্তু ক্ষত্রাচারগ্রহণ কৌলিন্যের বিনাশকও নহে। তাঁহার উদার পরামর্শে কেহই কৌলীন্যের সম্মান পরিত্যাগ করিতে চাহিবে না! ভারতবর্ষীয় কায়স্থমহামণ্ডলের সহিত মিশ্রণের শুভদিন যেদিন আসিবে তখন কৌলীন্য পরিহার করিতে হইলে কুলীনেরা স্বয়ংই তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারিবেন। দূর ভবিষ্যতের কল্পিতছবি আঁকিয়া অধুনা শ্রেণীবিশেষকে নিরুৎসাহ করা জাতীয় উত্থানের হানিকর। মধুবাবুর ন্যায় কেহই বলে না; উপবীতী হইলেই কৌলিন্য বিসর্জ্জনের প্রয়োজন। লেখনীপরিচালন সময়ে উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কোন ভাব-লহরী প্রবাহিত করিলে উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়। ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ কুলীন মৌলিকের পার্থক্যনাশক নহে—জাতীয় গৌরববর্দ্ধক মাত্র। অনেক কথা কহিলাম। শরীরটাও ভাল নহে—মনটাও তদ্রূপ। কায়স্থসমাজে বিবাদের সৃষ্টি না হয়, এই আমার ইচ্ছা। মধুবাবু সে ইচ্ছার প্রতিকুলাচরণ করিয়াছেন; তাই আজ

আপনার নিকট ছুটিয়া আসিয়া মনের কথা নিবেদন করিলাম। মধুবাবুকে সাবধান করিয়া দিবেন;—তিনি যেন অতঃপর গৃহ-বিবাদের সৃষ্টির জন্য লেখনীকে অযথা পরিচালন করিয়া কলঙ্কভাজন না হন। আজ তবে চলিলাম—মনে রাখিবেন ইতি।

শ্রীকাক।

সমালোচনা।

আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় লিখিত আষাঢ় মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত "তীর্থদর্শন" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। সংসার-ক্লিষ্ট জীব ক্ষণকালের জন্যও যে ভগবানের লীলা স্মরণ করেন তাহাই তাঁহার লাভ। কারণ নল কুবর ও মনিগ্রীব শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন—

বাণীগুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবৎ তনূনাম্॥

শ্রীদশমে ১০ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকঃ।

হে ভগবন্! আমাদের বাক্য আপনার গুণানুকীর্ত্তনে রত থাকুক; আমাদের শ্রবণ আপনার কথা শ্রবণে আসক্ত হউক, আমাদের হস্ত আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকুক; আমাদের মন আপনার চরণারবিন্দস্মরণে নিবিষ্ট থাকুক; আমাদের মস্তক আপনার নিবাসভূত জগতের প্রণামে নিযুক্ত হউক এবং আমাদের দৃষ্টি আপনার মূর্ত্তি স্বরূপ সাধুদিগের দর্শনে তৎপর হউক।

কিন্তু কতকগুলি ভ্রম ও অসংলগ্ন কথা যাহা দেখিলাম তাহাই নিম্নে বিবৃত করিতেছি। আশা করি আমাদের উন্নতমনা সম্পাদক মহাশয় সে গুলি স্বীকার করিবেন—

১। ১২৩ পৃষ্ঠা—১ স্তম্ভ—২ পংক্তি ৭ ক্রোশ স্থলে ২॥০ ক্রোশ। আমিও তাহাই দেখিয়াছি। (ক)

২। ১২৫ পৃষ্ঠা—২ স্তম্ভ—১ পংক্তি। (খ) "কৈশোরলীলা এই বৃন্দাবনেই শেষ হয়।" "কৈশোরলীলা শেষ হয়" বলিলে ভক্তের প্রাণে আঘাত লাগে, যেহেতু এলীলা, কেবল কৈশোরলীলাই কেন বলি? এব্রজলীলা, নিত্য। পদ্মপুরাণ, গর্গসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার প্রমাণ।—

যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্য লীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বন গোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুর বিঘাতনং॥

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৫২ অধ্যায়।

(ক) ৭ সাত ক্রোশ ভুল। সম্পাদক।

(খ) ঐতিহাসিকভাবে লিখিত আধ্যাত্মিকভাবে নহে। সম্পাদক।

শ্রীচরিতামৃতে যথা—

ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরতা প্রাপ্তি।
রাসাদি লীলা করে কৈশোরে নিত্যস্থিতি॥
নিত্য লীলা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব শাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে লীলা নিত্য কেমনে হয়॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যবে তবে লোক জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্যের জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রি দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥
রাত্রিদিনে হয় ষাটি দণ্ড পরিমাণ।
তিন সহস্র ছয় শত পল তার মান॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষাটি পল ক্রমোদয়।
সেই এক দণ্ড অষ্ট দণ্ডে প্রহর হয়॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥
ঐছে কৃষ্ণলীলা মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥

মধ্যলীলা—২০ পরিচ্ছেদে।

পুনরায়—

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তি রসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্য নানা বিলাসবান্॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে প্রথম লহর্য্যাং ১৭।

কৌমার; পৌগণ্ড ও কৈশোরাদি বয়সের বিবিধপ্রকার ভেদ থাকিলেও সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় সর্ব্বগুণান্বিত ও নিত্যনূতন বিলাসবিশিষ্ট কৈশোর বয়সই শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বয়স।

আরও শ্রীকৃষ্ণেরলীলা নিত্য না বলিলে প্রাণে আঘাত লাগে না কি? যে স্থানে শ্রীউদ্ধবমহাশয় আপনার চক্ষুজল মার্জ্জনা করিয়া বিদুরমহাশয়কে কহিয়াছেন—

কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণহ।
কিন্নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেম্বহম্॥

শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৭।

কিম্বা একাদশস্কন্ধের ৩০ অধ্যায়ের শেষ ভাগটি পাঠ করিলে কি কষ্টবোধ হয় না? যদিও শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইলেও নিত্যত্বের হানি হয় নাই কারণ এবর্ণনা প্রকটলীলার। তজ্জন্য বলিয়াছেন—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

৩। ১২৬ পৃষ্ঠা ১ স্তম্ভে—৩২ পংক্তিতে— "প্রস্তুত করিয়া দেয়" কেন? বণিক বলিয়া? আর নন্দকুমার বসু "নির্ম্মাণ করেন" কায়স্থ বলিয়া? ইহাও কি মুদ্রাকর দোষ? (গ)

৪। ১২৯ পৃষ্ঠা—২-স্তম্ভ "প্রতিভার পাঠকগণ!...ব্রহ্মের সংস্পর্শলাভ করুন।"

সম্পাদক মহাশয়! শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করিয়াও আপনার ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান গেল না? বড়ই পরিতাপের বিষয়!

সনক সনন্দাদি মুনিগণ বৈকুণ্ঠে নারায়ণের দর্শনে গিয়াছিলেন। তথায় নারায়ণের পদারবিন্দ সংলগ্ন তুলসীর আঘ্রাণে তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান দূর হইয়াছিল—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ—
কিঞ্জল্কমিশ্র তুলসী মকরন্দ বায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ত তন্বোঃ॥

শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ৪৩।

কমলনয়ন নারায়ণের পাদপদ্মের কেশরে মিশ্রতুলসীর মকরন্দসংযুক্ত বায়ু, সেই ব্রহ্মানন্দ

(গ) মুদ্রাকরের ভ্রম অথবা লেখনীচ্যুতি (Slip of the pen) ইচ্ছা করিয়া নহে। সম্পাদক।

সেবীগণের নাসাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগেরও চিত্তে অত্যন্ত আনন্দ উৎপন্ন করিয়াছিল ও শরীরে লোমাঞ্চ করিয়াছিল। আরও ব্রহ্ম সেই কৃষ্ণের অঙ্গের আভামাত্র—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদিতদপ্যস্য তনুভা।

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ১ পরিচ্ছেদে।

উপনিষদে পণ্ডিতগণ যাঁহাকে অদ্বয় ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শরীরের আভামাত্র।

সূর্য্য ও কিরণ যদিও একপদার্থ তথাপি ইহাতে যেরূপ পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভেদ লক্ষিত হয় তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণেও ব্রহ্মে প্রভেদ। সাধক জ্ঞানী কেবল শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতি দেখিয়া আনন্দলাভ করেন; যোগীদর্শন ও স্পর্শন উভয় করিতে পারেন এবং ভক্তদর্শন স্পর্শন ও আস্বাদন সমুদায় করিতে পারেন। যেরূপ "দুগ্ধং শুক্লং" সাধক জ্ঞানী কেবল দুগ্ধের রূপ দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হন, "দুগ্ধং শুক্লং শীতলঞ্চ" যোগী সেই দুগ্ধের রূপ দর্শন ও তাহার শৈত্যগুণ স্পর্শ করিয়া আনন্দলাভ করিলেন; কিন্তু ভক্ত দেখিলেন যে "দুগ্ধং শুক্লং শীতলং মধুরঞ্চ।" দুগ্ধ শুক্ল শীতল ও মধুর। তিনি দুগ্ধের রূপদর্শন তাহার স্পর্শন ও তাহার আস্বাদন করিয়া আনন্দলাভ করিলেন।

জ্ঞানী ও যোগী ব্রহ্মজ্যোতি পর্য্যন্ত দর্শন করেন কিন্তু সেই জ্যোতির মধ্যে যে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণরূপ আছেন তাঁহারা তাঁহার দর্শন পান না। যে রূপ বাহির হইতে সূর্য্যমণ্ডলের কোন বিশেষ লক্ষিত হয় না কিন্তু সূর্য্যের মধ্যে রথ আদি সমুদায় অবয়ব লক্ষিত হয়—

সূর্য্যেরমণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ॥

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলাং ৫ পরিচ্ছেদে।

ক্রমশঃ

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

অভিষেক।

পূণ্যমাস মার্গশীর্ষের ষষ্ঠবিংশতি দিবসে মঙ্গলবাসরে ভারতেশ্বর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞী মেরীর শুভ রাজ্যাভিষেক উৎসব দিল্লীনগরীতে সম্পাদিত হইয়াছে। বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ রাজভক্তির পুষ্পাঞ্জলি তাঁহাদিগের মহামহিমান্বিত সিংহাসনতলে প্রদান করিতেছেন। মঙ্গলময়ের অনুগ্রহে তাঁহাদিগের রাজত্বকাল সুদীর্ঘ, সুখ ও শান্তিপূর্ণ এবং প্রজাবৃন্দের সমৃদ্ধি সাধক হউক।

২। শুভ সংবাদ।—সম্রাটের আদেশে বঙ্গবিভাগ রহিত হইয়াছে। দিল্লীনগরীতে রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে মহানুভব সম্রাট্ স্বয়ং নিম্নলিখিত বার্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন।

"আমরা সানন্দচিত্তে আমাদের প্রজাবৃন্দের নিকট প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের মন্ত্রিবর্গের উপদেশানুসারে ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেলের পরামর্শমতে এই নির্দ্ধারণ করিমাম যে, ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজধানী কলিকাতা হইতে প্রাচীন রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবে; এবং ঐ সঙ্গে ঐ কারণে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ এক হইয়া একজন গবর্ণর হইবেন। বিহার, ছোটনাগপুর,

উড়িষ্যাদেশে একজন ছোটলাট এবং আসমে একজন চীপকমিশনার নিযুক্ত হইবেন।''

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড়লাট ও ভারতসচীব এই সকল বিভাগের আবশ্যকীয় সীমানির্দ্ধারণ করিবেন।"

এই সংবাদ ফরিদপুরসহরে উপস্থিত হইলে ঘন ঘন বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে নগর প্রতিধ্বনিত হইল এবং সকলে শ্রীভগবানের নিকট ভারতরাজ্যেশ্বরের দীর্ঘ জীবন কামনা করিলেন।

৩। বঙ্গব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে বঙ্গের নরনারীগণ আজ ৬ বৎসৎরকাল যে মহান্দোলনতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়া তদুপরি শ্রীভগবানের চরণে যে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আজ সার্থক হইল। তাঁহাদিগের আবেদন বিশ্বেশ্বরের কর্ণে ধ্বনিত হইয়া, তাঁহার প্রতিনিধি আমাদিগের প্রিয়দর্শন, রাজভক্তিভাজন মহামহিমান্বিত সম্রাটের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। রাজনৈতিক মন্ত্রণাকুশল প্রধান শাসনকর্ত্তা মহামতি লর্ড হার্ডিং ও ভারতসচিব লর্ড ক্রু আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আজ মহোল্লাসে বঙ্গের নরনারীগণ গাও "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" বঙ্গের যেসকল উন্মত্তব্রতধৃক্ নেতাগণ এই মহাব্রতে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্য সার্থক হইল। আজ প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ, মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু কায়স্থ ও বঙ্গের জননেতা শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার বৈদ্য এই তিনটী জাতির একত্ব সম্পাদন করিয়া মুসলমানভ্রাতৃগণের সাহায্যে পর্ব্বতোপম বিঘ্নরাশি অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগের চিরবাঞ্ছিত মহাব্রতের উদ্যাপন করিলেন। তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি। ফলতঃ ন্যায়ানুগত আন্দোলন ধর্ম্মপথে চালিত করিতে পারিলে পরিণামে তাহা সার্থক হইবেক, এই মহাতত্ত্বের নিদর্শনস্বরূপ বঙ্গবিভাগ আন্দোলন চিরকাল সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিবে।

৪। এই রাজসূয় মহাযজ্ঞ উপলক্ষে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিল্লীমহানগরী পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থ যে অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছিল, তাহা আমার দীনা ক্ষীণা লেখনী বর্ণন করিতে অক্ষম। কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী-যুযুৎসবের পটবাসে সমাবেশের ন্যায় শত সহস্র পটমণ্ডবে এই মহাপ্রান্তরশালিনী যমুনাবিধৌত ইন্দ্রপ্রস্থ অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। ঊর্দ্ধে নীলাকাশ, তন্নিম্নে অসংখ্য সুসজ্জিত বস্ত্রাবাস ও যমুনার সুনীল জলরাশি, মধ্যে মধ্যে নিকুঞ্জকানন, বৃক্ষ-পুষ্পরাজি দ্বারা বিকীর্ণ বর্ত্ম সকল, সামরিকবেশে সামন্ত ও সৈনিকবৃন্দ, করদ রাজাদিগের অপূর্ব্ব বেশধারী সৈনিকদল ও অনুচরগণ, সূর্য্যকিরণে প্রতিভাসিত নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রের দীপ্তি, সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর সুসজ্জিত পটবাস, শাসনকর্ত্তাদিগের ও নরপতিদিগের আবাসগৃহ, অসংখ্য নানাবিধ বর্ণের পতাকারাজি, অশ্বগজ নরনারী সমাকীর্ণ দিল্লীনগরী কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিল। রজনীযোগে দীপাবলী, বাদ্যযন্ত্রের মধুর নিনাদ ও নরকণ্ঠনিঃসৃত কোলাহলপূর্ণনগরী দেবতাদিগের স্বর্গরাজ্য বলিয়া ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছিল।

৫। এই প্রকার সুসজ্জিতা লাবণ্যময়ী দিল্লীনগরীতে বিগত ১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবারে ভারতেশ্বর সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে! তৎকালে সম্রাট্ স্বয়ং ও তাঁহার প্রতিনিধি লর্ডহার্ডিং যে সকল

কৃপাবর (Boons) প্রদান করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(ক) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য রাজকোষ হইতে এককালীন অর্দ্ধ কোটি মুদ্রা দেওয়া হইবেক। শিক্ষা-বিস্তারকল্পে মুক্তহস্তে অর্থ প্রতি বৎসর প্রদান করা হইবেক।

(খ) সৈনিক ও সিবিলবিভাগে যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ৫০৲ টাকার অনধিক বেতন পান, তাঁহাদিগকে অর্দ্ধ মাসের বেতন পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(গ) সৈনিক ও সেনাবিভাগের কর্ম্ম-চারিগণ দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিলে, তাঁহাদের মৃত্যুর পরে তাঁহা-দিগের বিধবাপত্নীগণ বিশেষ বৃত্তি পাইবেন।

(ঘ) উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সম্মানসূচক সরকারী নিদর্শন পাইবেন। এবং মহামহো-পাধ্যায় ও সামসুল উলেমা উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি-গণ আর্থিক বৃত্তি পাইবেন।

(ঙ) করদরাজন্যদিগকে গভর্ণমেণ্টকে নজরানা দিতে হইবে না। এই রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী জেল হইতে অনেক কারাবাসী মুক্তিলাভ করিয়াছে। এই সমস্ত ও অন্যান্য কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃপাবর মহাত্মা লর্ড হার্ডিং অভিষেক সময়ে দরবারে ঘোষণা করেন। দরবার অবসানে সম্রাট দরবার-সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া দরবার-সামিয়ানা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া স্বকীয় শকটে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন—"আমার মন্ত্রিমহোদয়-গণের ও সকৌন্সিল গভর্ণর জেনারল বাহাদুরের পরামর্শানুসারে আদেশ করিতেছি যে, ভারত-গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধীয় কার্য্যালয়সকল অতঃপর কলিকাতা হইতে দিল্লীমহানগরীতে স্থাপিত হইবে। এবং এই বিধানের আনুষঙ্গিক ফল-স্বরূপ যথাসম্ভব সত্বরে বঙ্গদেশের জন্য একজন সমন্ত্রিক গভর্ণর নিযুক্ত হইবেন ছোটনাগপুর, বিহার ও উৎকলেরজন্য একজন ছোটলাট নিযুক্ত হইবেন, এবং আসাম প্রদেশের জন্য একজন চীফ্ কমিশনার নিযুক্ত হইবেন। আমার বিশ্বাস, এই প্রকার পরিবর্ত্তন দ্বারা ভারতশাসনের সুব্যবস্থা ও আমার প্রিয় প্রজাগণের সুখ-সমৃদ্ধির উন্নতি হইবেক।" ইহার পরে সপত্নীক ভারতসম্রাট্ স্বীয় শকটে আরোহণ করিয়া দরবারপ্রাঙ্গন হইতে প্রস্থান করিলেন।

আসুন আমরা সকলে বিনম্র মস্তকে প্রার্থনা করি,—শ্রীভগবান্ সম্রাটের মঙ্গলবিধান করুন। (God save our King-Emperor.)

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ১৭ই অগ্রহায়ণ রবিবারে ফরিদপুর জিলার বঙ্গেশ্বরদীগ্রামে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত ২৬ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র প্রায়-শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। বালীয়াপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বামনদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র

পাঠক, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, ও বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ উক্ত উপনয়নের আনুষঙ্গিক অভ্যুদায়িকাদি অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কেন্দ্রস্থলে ফরিদপুর আর্য্যকায়স্থ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় প্রমুখ অনেক উপনীত কায়স্থ উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। নাম—শ্রীঅমৃতলাল নাগ, শ্রীরমেশচন্দ্র নাগ, শ্রীরসিকলাল নাগ, শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ, শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ, শ্রীতারকেশ্বর গুহ মজুমদার, শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু, শ্রী মধুভূষণ বসু, শ্রীসুরেন্দ্রগোপাল বসু, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীমোহিনীমোহন সরকার, শ্রীসুধন্যকুমার বসু, শ্রীহরিচরণ সরকার, শ্রীচারুচন্দ্র সরকার, শ্রীশরচ্চন্দ্র নন্দী, শ্রীবসন্তকুমার নন্দী, শ্রীরজনীকান্ত ভৌমিক, শ্রীগোপালচন্দ্র দাষ, ডাক্তার অক্ষয়কুমার দাষ, শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাষ, শ্রীশ্যামাচরণ সরকার, শ্রীতারিণীচরণ দেব, শ্রীতারানাথ দেব, শ্রীবিমলকুমার ঘোষ, এবং অবিনাশচন্দ্র বসু। পরদিন সোমবারে উক্ত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভোজন কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য আমরা মুক্তকণ্ঠে উক্ত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল নাগ দেববর্ম্মা মহাশয়দ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

২। বিগত ১০ই অগ্রহায়ণ রবিবারে ফরিদপুর আর্য্য-কায়স্থ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাসাবাটীতে একটী কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া দত্তপাড়ানিবাসী শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত একাদশ কায়স্থ মহাত্মা যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। নাম শ্রীযোগেশচন্দ্র তপাদার সাং আবদুল্লাবাদ শ্রীবিপিনচন্দ্র বসু সাং উলুকান্দা, শ্রীমাখমলাল বসু সাং ঐ শ্রীবিজয়শঙ্কর বসু সাং ঐ, শ্রীরসিকলাল ঘোষ সাং মালাঙ্গা, শ্রীরসিকলাল রাহুত সাং ভাবুকদিয়া শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন বসু সাং কাঁচাইল, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সরকার সাং বঙ্গেশ্বরদী, শ্রীবিপিনচন্দ্র বিশ্বাস সাং শুচক্রদণ্ডী চট্টগ্রাম, শ্রীসুকুমার আইচ সরকার সাকিন হবিবপুর বরিশাল, শ্রীসুধন্যকুমার রাহুত সাকিন ভাবুকদিয়া।

৩। বিগত ৬ই কার্ত্তিক শুভ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবসে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত, পাংসা থানাস্থিত চৌবাড়ীয়াগ্রামে ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বসু দেববর্ম্মা মহোদয়ের বাটীতে একটি কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত সপ্তবিংশতি কায়স্থসন্তান যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মজুমদার দেবশর্ম্মা মহাশয় হোতা এবং শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় দেবশর্ম্মা মহাশয় আচার্য্য হইয়াছিলেন। নাম শ্রীকালীকুমার বসু, শ্রীনেপালচন্দ্র বসু, শ্রীহৃদয়নাথ বসু, শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু, শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ বসু, শ্রীললিতমোহন দত্ত, শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত, শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাষ, শ্রীযাদবচন্দ্র দাষ, শ্রীসতীশচন্দ্র দাষ, শ্রীরাধানাথ দাষ, শ্রীবিপিনচন্দ্র দাষ, শ্রীকেশবচন্দ্র দেব, শ্রীলালনচন্দ্র দেব, শ্রীগুরুচরণ দেব, শ্রীরাইচরণ দেব, শ্রীজটাধরচন্দ্র দেব, শ্রীপরেশচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীতারকচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীতুষ্টলাল চন্দ্র, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব, শ্রীপ্রমথনাথ দেব, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ

বিশ্বাস, শ্রীহরিশচন্দ্র সেন, শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন এবং শ্রীখুদীরাম বসু।

৪। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু উক্ত চৌবাড়ীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসু দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—"বিগত ২রা অগ্রহায়ণ শনিবার উক্ত পাংসা থানার অধীন মালিয়াটগ্রামে শ্রীযুক্ত কামখ্যানাথ সরকার দেববর্ম্মার বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ৫ জন কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন। আমাদের কুল-পুরোহিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় দেবশর্ম্মা আচার্য্যের ও শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপনীত কায়স্থদিগের নাম তাঁহারা সকলেই বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভৌমিক, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভৌমিক, শ্রীপ্রিয়-নাথ সরকার, শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার কবিরাজ ভিষকরত্ন, ও সুশীলকুমার সরকার। গত ৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার চৌবাড়ীয়া কায়স্থ-সমিতির যত্নে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র হইয়া উক্ত রায় ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগের আচার্যত্বে ষষ্টিতম বর্ষ বয়স্ক নদীয়া জিলান্তর্গত ধুসুণ্ডোগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এবং চৌবাড়ীয়া নিবাসী শ্রীপঞ্চানন দেব উপনীত হইয়াছেন। আমরা পরম্পরা শুনিলাম যে কুলটীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন দাষ বিএ, বি এল মহোদয় আগামী মাঘ মাসেই উপনীত হইবেন, তিনি উপনীত হইলে হামরাট প্রভৃতি গ্রামের অনেক কায়স্থ সন্তান যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবেন। আপনি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিবেন, তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া অনেক ২জন কায়স্থ নিরুপবীত অবস্থায় আছেন। রাজবাড়ীর মোক্তার শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র গুহ মহাশয় গত বর্ষেই উপনীত হইবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উপনীত না হওয়াতে ব্রাহ্মণসমাজ নানাপ্রকারে আমাদের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন। গুহ-মহাশয় চেষ্টা করিলে ৫।৬ খানি গ্রামের অনেক কায়স্থ উপনীত হইবেন। সাঁওরাইলের শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাষ দেববর্ম্মা মহোদয় অনেক দিন উপনীত হইয়াছেন—কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাপি তাঁহার সাহায্যে একটীও কায়স্থসন্তান উপনীত হইলা না। তিনি ধনে ও মানে সম্মানিত জমিদার। আপনি শ্রীশবাবুকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করিবেন। আমরা ব্রাহ্মণসমাজের অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিতেছি, অনেক শূদ্রধর্ম্মী কায়স্থভ্রাতা উপনীত কায়স্থের প্রতি বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন না। আমরা মহাশয়ের কথানুসারে স্বগণ ও আত্মীয় ত্যাগে উপবীত গ্রহণ করিয়াছি। যাহাতে বিপদে না পড়ি তাহা দেখিবেন। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বরণীয় ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া যদি ব্রাহ্মণসমাজে পতিত হই, তাহাতে আমাদের আক্ষেপ নাই। আপনি আমাদের জেলার কায়স্থ প্রচারক ও নেতা। আপনি যেসময় যাহা আদেশ করিবেন তাহা প্রতিপালন করিব অলমিতিবিস্তারেণ।"

আশা করি এই পত্রখানি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন দাষ, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাষ দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র গুহ মহাশয় মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া এই সমূহ বিপদ কালে উপনীত কায়স্থের সাহায্যে দণ্ডায়মান হইয়া অতি সত্বর স্বধর্ম্ম পালন করিলেন।

৫। ফরিদপুরের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত

অক্ষয়কুমার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—"ফরিদপুর জিলান্তর্গত সদরথানার অন্তর্গত গোয়ালচামটগ্রামের শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সাকার দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার নবজাত পুত্রের জাতাশৌচ দ্বাদশদিনে ক্ষত্রিয়াচারে পালন করিয়াছেন।"

৬। দিনাজপুর রাজবাটী হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় দেববর্ম্মা মহোদয় লিখিতেছেন—"সম্পাদক মহাশয়! আমাদের এই বাটীতে গত ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার শুভদিনে কায়স্থ-বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্র-গুপ্তদেবের পূজা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় যথাশাস্ত্র সম্পাদিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জিলান্তর্গত পাঁচথুপীগ্রামনিবাসী রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীন-ব্রাহ্মণযুবক শ্রীযুক্ত ব্রজেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদিগের আদিদেবের যথাশাস্ত্র পূজা করিয়াছিলেন। রাজবাটীস্থ কায়স্থমাত্রেই নিজে নিজে শ্রীভগবানের পূজার্চ্চনা বিধিপূর্ব্বক করিয়াছিলেন। দৃশ্যটী অতি মনোহর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়াছিলেন। সায়াহ্নে মুঙ্গেরজিলানিবাসী দিনাজপুর রাজধানীর কর্ম্মচারী মৈথিলীব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত শত্রুঘ্ন শর্ম্মা ওঝা মহাশয় আদিদেবের কথা পাঠ করেন, আমরা সকলেই ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে উহা শ্রবণ করিয়াছিলাম ইতি।"

৭। ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভার আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ জনৈক উপনীত কায়স্থ মহোদয় আমাদের নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন—"আপনার আশ্বিন মাসের প্রতিভায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা লিখিত "বরিশালে কায়স্থধর্ম্ম প্রচার" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। যাঁহারা সমাজের কল্যাণ চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে, এরূপ প্রবন্ধ লেখা বা প্রকাশ করা বোধ হয় সঙ্গত হয় না। যাঁহারা সমাজ-সংস্কার চাহেন, অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না। চরমসীমার সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, লোকে জাত্যাভিমান সহজে ত্যাগ করে না। তজ্জন্য রাগ করিলে, অথবা দলাদলীর সৃষ্টি করিলে আমরা মূল উদ্দেশ্য হইতে স্খলিত হইব। তাহাতে সমাজের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল কিছুতেই হইবে না। অপরের সহিত বিবাদে নিজের ঘরে কলহের সৃষ্টি করা জ্ঞানীলোকের কর্ত্তব্য নহে। গিরিশবাবু গত আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে গাভা, বানরীপাড়া ও বরিশালে কায়স্থসমাজের সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মধুসূদন সরকার মহাশয় বোধ হয় সেই বক্তৃতার উল্লেখ করিয়াছেন। বক্তার কোথায়ও উপযুক্ত সমাদর হয় নাই, এবং বানরীপাড়াতে ৭ সাতজনের অতিরিক্ত লোক তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন নাই—এই দুইটী কথার একটীও সত্য নহে, তাঁহার বক্তৃতার ফল আশানুরূপ ভাল হইয়াছে বলিয়াই আমরা জানিতে পারিয়াছি। বানরীপাড়ার সভায় অন্যূন ৫০ পঞ্চাশজন লোক উপস্থিত ছিলেন, কোন বন্ধ উপলক্ষ নহে বলিয়া—বানরীপাড়ার ন্যায় স্থানে অত্যধিক লোক হয় নাই বটে, সেই জন্যই উপস্থিত সভ্যগণ গিরিশবাবুকে পূজার বন্ধের সময় পুনরায় যাইতে বিশেষ অনুরোধ করেন। এবং তদনুসারে তিনি মালখানগরের জনৈক উপবীতী কুলীন কায়স্থ সঙ্গে লইয়া পূজার

অব্যবহিত পরেই বাগদীপাড়া, নরোত্তমপুর, গাভা, চাঁদসী, লক্ষ্মণকাঠি প্রভৃতি বহুস্থানে যাইয়া সভা করিয়াছিলেন। প্রায় সকল স্থানের অধিকাংশ কুলীন কায়স্থগণ উপনয়নাদি সংস্কারের অনুকুলে মত দিয়াছেন। অমৃত-বাজার পত্রিকায় ও আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভার এই সকল সভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এই অবস্থায় কুলীন কায়স্থদিগের বিরুদ্ধে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা কি ঠিক হইয়াছে? এ অঞ্চলে কুলীন কায়স্থগণ এখনই আশায় অতিরিক্ত সংখ্যায় উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, আর এক বৎসরকাল মধ্যে অনেক কুলীন কায়স্থ উপনীত হইবেন। বহুকাল হইতে কুলীন কায়স্থ সম্প্রদায় মৌলিকের সহিত অনেক বিষয়ে পার্থক্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এ অবস্থায় এই উপনয়ন আন্দোলন ও গ্রহণ কালে তাঁহারা সকল পার্থক্য ত্যাগ করিতেন—হঠাৎ এতটা উদারতা আশা করা যাইতে পারে না। যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে বর্ত্তমান আন্দোলনের উদ্দেশ্য কৌলিন্যের উচ্ছেদসাধন, তবে তিনি নিতান্তই ভুল বুঝিয়াছেন। (১) কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে বর্ত্তমান আন্দোলনে কুলীন ও মৌলিক সম্প্রদায় মধ্যে স্বজাতিয়তা একতা ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইবে। আমরা তাহাতে বিলক্ষণ দেখিতেছি। (২) ঢাকাতে এযাবত যে কয়েকটী কেন্দ্র হইয়াছে সকল কেন্দ্রেই কুলীন ও মৌলিকগণ একত্রে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। আমার মতে মধুবাবু যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা আপনার প্রতিভায় প্রকাশ না করিলেই সুবিবেচনার কার্য্য হইত। বোধ হয় আপনি জানেন যে এই আন্দোলন হইতে "পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভা" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গিরিশ বাবু এই সভার সভ্য ও নিয়মিত প্রচারক। তাঁহার নিকট অথবা সভার সভাপতি বা সম্পাদকের নিকট পত্রলিখিয়া প্রকৃত বিষয় অবগতান্তে কার্য্য করা উচিত ছিল ইতি।"

সম্পাদকস্য।

(১) লেখক সত্যই বলিতেছেন। আমাদের বোধ হয় যে উপনয়ন গ্রহণ করিলে প্রকৃত কৌলিন্যের মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি হইবে। কারণ কুলীন মহোদয়গণ ক্রমে ক্রমে নবগুণে ভূষিত হইয়া সমাজে অধিক পরিমাণে পূজনীয় হইবেন। সম্পাদক।

(২) আমরা সর্ব্বত্রই ইহা দেখিতেছি। সম্পাদক।

প্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তি-স্বীকার।

১৫৫।	শ্রীযুক্ত কালীকুমার মিত্র, কলিকাতা	...	...	১৩১৭	১৷৷০
১৫৭।	,, কৃষ্ণনাথ বসু, বারাকপুর	...	...	ঐ	১৷৷০
১৫৮।	,, কুঞ্জবিহারী দেব, সিরাজগঞ্জ	...	...	ঐ	১৷৷০
১৬০।	,, কালীপ্রসন্ন গুহ, বি-এ বি-এল বরিশাল		...	ঐ	১৷৷০
১৬১।	,, কালীকৃষ্ণ সরকার দিনাজপুর	...	...	ঐ	১৷৷০
১৬২।	,, কালীকিশোর বসু দেবরক্ষা, বজ্রযোগিনী, ঢাকা		...	ঐ	১৷৷০
১৬৩।	,, কিরণচন্দ্র ঘোষ, বেণীপুর, যশোহর	...	...	ঐ	১৷৷০
১৬৪।	,, কুঞ্জবিহারী কর, সিমুলবাড়ী, শুকনা	...	...	ঐ	১৷৷০
১৬৭।	আসাইল কায়স্থসভা, যশোহর	...	...	ঐ	১৷৷০
১৬৮।	,, কুঞ্জলাল রায় চৌধুরী, কুষ্টিয়া, নদীয়া	...	...	ঐ	১৷৷০
১৬৯।	,, কৃষ্ণকুমার ঘোষ, ইশিবপুর, ফরিদপুর	...	...	১৩১৮	১৷৷০
১৭১।	,, কেদারনাথ মিত্র, ভাউপুর, কাণপুর	...	...	ঐ	১৷৷০
১৭৫।	,, কৃষ্ণবল্লভ সিংহরিয়া, মেনা গোপীনাথপুর, বগুড়া	...		ঐ	[illegible]

Reg. No. D. 69.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থ পত্রিকা ও সমালোচনা।

[চতুর্থ বর্ষ—৯ম সংখ্যা।]

১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৌষ মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। শিক্ষাষ্টক (পূর্ব্বানুবৃত্ত ৩, শ্রীমধুভূষণ শাস্ত্রী)	৩৮৯
২। কবিতাগুচ্ছ—(১) নিদাঘশেষে (শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী) ...	৩৯২
(২) স্বার্থ দেবতা (শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী) ...	৩৯২
(৩) বিনতি (শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ জ্যোতিঃশেখর)	৩৯৩
(৪) বৃক্ষ (শ্রীনগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা)	৩৯৩
(৫) কায়স্থোদ্বোধন (শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মা মজুমদার) ...	৩৯৪
(৬) বন্ধু-বিদায় (শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি এ, বি-এল)	৩৯৫
৩। শ্যাম ও শ্যামা (পূর্ব্বানুবৃত্ত ২, (শ্রীমধুসূদন রায় বিশারদ)	৩৯৬
৪। ফাহিয়ান (শ্রীরসিকলাল রায়)	৩৯৮
৫। নিঃক্ষত্র শব্দের মূল কোথায়? (শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী-)	৪০৬
৬। ছোট-বৌ (শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা)	৪১১
৭। প্রাচ্যে প্রতীচ্যপ্রভাব (শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা)	৪১৬
৮। সমালোচনা (পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ, শ্রীমধুভূষণ শাস্ত্রী)	৪১৯
৯। ভারতেশ্বরাভিনন্দনম্ (পুনঃ মুদ্রিত শ্রীহেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা কবিভূষণ এম-এ)	৪২২
১০। কিসে কায়স্থসমাজ উন্নত হইবে? (শ্রীকালীচরণ সরকার)	৪২৩
১১। সমালোচনা বৈষ্ণবী উপাখ্যান (শ্রীবিধুচন্দ্র দত্ত)	৪২৯
১২। সমালোচনা (সম্পাদক)	৪৩০
১৩। বিবিধপ্রসঙ্গ (সম্পাদক)	৪৩৫

[প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৶০ আনা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১৸০ টাকা মাত্র]

ফরিদপুর

হিতৈষী প্রেসে

শ্রীজানকীনাথ দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৮।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

পৌষ মাস, ১৩১৮।

শিক্ষাষ্টকং।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৪)।

পুনরায় দৈন্যতা বশতঃ প্রার্থনা করিতেছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকীত্বয়ি॥
৪॥

ধন কামনা করি না। যে বস্তুদ্বারা ইন্দ্রিয়ের সুখ সাধন হয় তাহাকে ধন কহে। সে ধন অভিলাষ করি না। এবাক্য এখানে যুক্তিযুক্ত হয় না, যেহেতু চিন্ময় ভক্তদেহে ইন্দ্রিয় সুখের লক্ষ্যই থাকে না—

যোদুস্ত্যজান্ দার সুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদি স্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তম শ্লোকলালসঃ॥
যোদুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুত স্বজনার্থ দারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়ার লোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্।
সেবানুরক্ত মনসামভবোহপি ফল্গুঃ॥

শ্রীভাগবতে ৫ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৪৩-৪৪।

মহানুভব রাজা ভরত উত্তম শ্লোক নারায়ণের প্রতি আত্যন্তিকী ভক্তিহেতু যৌবনকালেই স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ রাজ্য মনোজ্ঞত্ব প্রযুক্ত দুস্ত্যজ হইলেও মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

যে মহৎ ব্যক্তিগণের মন মধুরিপুর আরাধনাতেই অনুরক্ত তাঁহারা মোক্ষকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন; অতএব রাজা ভরত যে সুদুস্ত্যজ রাজ্য, পুত্র স্বজন, অর্থ, মহিষী এবং প্রধান প্রধান দেবতাদিগেরও প্রার্থনীয় রাজলক্ষ্মী, যিনি কৃপাভাজন হইবার জন্য তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন, তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন তাহা সমুচিতই হইয়াছিল।

অতএব এখানে "ধন" শব্দে শ্রীকৃষ্ণ সুখসাধনের যোগ্য বস্তুকেই বুঝিতে হইবে।

কৃষ্ণ সুখসাধনের যোগ্য বস্তু একমাত্র প্রেমকেই "ধন" বলা উচিত।

মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ও তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা এই—

সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?
রাধা কৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী ॥

শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ৮ পরিচ্ছেদে।

তাহা হইলে কৃষ্ণপ্রেম অভিলাষ করি না এ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব প্রেমলাভের অভিলাষ করা আমার মত হীনজনের উচিত নহে। অধিকারানুসারে বলিতেছি যে অযোগ্যতাহেতু প্রেমদাতা কল্পতরু তুমি, তোমার নিকট প্রেমও কামনা করিতেছি না। যদি বলেন তবে কি প্রেমিকজনের সঙ্গ প্রার্থনা করিতেছ ? যেহেতু প্রেমিকজনের সঙ্গে থাকিলেও অযাচিতভাবেও প্রেমলাভ করা যায়। তজ্জন্য বলিতেছেন যে—

"ন জনং"

প্রেমবান্ যে জন তাহাকেও চাহি না। যেহেতু যাঁহারা আপনার কৃপালাভ করিয়াছেন সেই সকল ভূরি ভূরি কৃতপুঞ্জ পুন্যাত্মাদিগের সাধুজনের সঙ্গ সুলভ হইয়া থাকে—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদাভবে
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ।
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥

শ্রীভাগবতে ১০। ৫১। ৫৩ ॥

মুচুকুন্দ রাজা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন যে হে অচ্যুত! আপনার অনুগ্রহে যখন সংসারিজনের ভববন্ধনের শেষ হয় তখন সাধুজনের সহিত সমাগম হইয়া থাকে; যখন সৎসঙ্গ হয় তখন সর্ব্বসঙ্গ নিবৃত্তিদ্বারা কার্য্য কারণ নিয়ন্তা সাধুগণের পরম গতি ও পরাবরেশ আপনাতে রতি জন্মে; আপনাতে রতি হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে।

এবম্ভূত কৃপালব্ধ ব্যক্তিগণই সাধুসঙ্গের অধিকারী; কিন্তু আমি দীন সুতরাং সেই প্রেমিকজনের সঙ্গলাভেও অনধিকারী। তজ্জন্য অনধিকারী বশতঃ ভগবৎভক্তজনসঙ্গও কামনা করি না। ভক্তজন দুই প্রকার যথা—

এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত-ভক্ত-ভক্তি রস-পাত্র ॥

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলায়াং প্রথম পরিচ্ছেদে।

উত্তম ভক্তাধিকারী লক্ষণ যথা—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ় শ্রদ্ধোধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ২য় লহর্য্যাং ১১ অঙ্ক।

যিনি শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তিবিষয়ে বিশেষ নিপুণ তত্ত্ববিচার সাধনবিচার ও পুরুষার্থ বিচারদ্বারা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয় এইরূপ যাঁহার নিশ্চয় দৃঢ়তর এবং শ্রদ্ধা প্রাগাঢ় হইয়াছে তিনিই ভক্তিবিষয়ে উত্তমাধিকারী।

ঐ ভক্তপদও কামনা করি না কারণ আমি তাহাতেও অনধিকারী। "ন সুন্দরী কবিতাং" আমি সালঙ্কারা কবিতাও চাহি না। এখানে "সালঙ্কারা কবিতা" যাহা বলা হইয়াছে তাহা সাধারণ ব্যবাহারোক্ত অলঙ্কার শাস্ত্র নহে এবং ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা যে কবিত্ব তাহাও নহে যেহেতু—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো।
জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ ॥

তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা।
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যাশিক্ক্ষয়াঃ॥
শ্রীভাগবতে ১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১০।

অতি মনোরম পদবিন্যাস থাকিলেও যে বাক্যের কোন স্থানেই হরির যশোকীর্ত্তন না থাকে সে কেবল নীচাশয় কামী ব্যক্তিরই অনুরাগ আকর্ষণ করে। যেরূপ রাজহংসগণ স্বচ্ছজলবিশিষ্ট কমলপরিশোভিত সরোবর পরিত্যাগ করিয়া কাক নিশেবিত উচ্ছিষ্ট গর্ত্তাদি ক্রীড়াস্থানে বিহার করে না, সেইরূপ স্বত্ত্ব-গুণালম্বী পরমহংসসকল ঐ কুৎসিত বাক্যের আদর করেন না; তাঁহারা নির্ম্মল ব্রহ্মেই পরমানন্দে বিহার করিয়া থাকেন। নারদঋষির এই উক্তিদ্বারা অলঙ্কারাদি পরিশোভিত পরম পাণ্ডিত্য গুণান্বিত কবিতা সাধুসমাজে বিনিন্দিত হইয়াছে। তজ্জন্য এখানে সালঙ্কারা কবিতার অর্থ এই যে ভগবত্ত যশোকীর্ত্তনরূপ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ কবিতা কারণ তাহাই সাধুসমাজে আদর-ণীয়, যেহেতু—

তদ্বাগ্ বিসর্গোজনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতি শ্লোক মবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোহঙ্কি তানি যৎ।
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥
শ্রীভাগবতে ১।৫।১১॥

তাহাই পদচাতুর্য্য যাহাতে প্রতি শ্লোক মিলনাদি যুক্ত না হইলেও জনসকলের পাপনাশ করিয়া থাকেন; যাহাতে ভগবান্ অনন্তের নাম ও যশঃ অঙ্কিত থাকেন ও যাহা সাধুসকল শ্রবণ, উচ্চারণ ও গান করিয়া থাকেন। তাহা হইলে তুমি কি প্রার্থনা কর? তাহাই বলিতেছেন—

"মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে" ইত্যাদি

তবে মদীয় ঈশ্বর যে তুমি তোমার দাস আমি—তোমার ইচ্ছাধীনে প্রতিজন্মে যে কোন কুলাদিতে আমার জন্ম হউক না কেন সেই সেই জন্মে তোমার স্মৃতি বিনাকারণে সহজ যে স্মৃতি যেন উদয় হয়—

নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তি রচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
বিষ্ণুপুরাণে ১ অংশে ২০ অধ্যায়ে।

প্রহ্লাদ ভগবানকে স্তবকালীন কহিয়া-ছিলেন যে হে নাথ! সহস্র সহস্র যোনি যাহাতে আমি গমন করিব হে অচ্যুত! সেই সেই জন্মে তোমাতে যেন অচ্যুতা অর্থাৎ ক্ষয়রহিতা ভক্তি হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও এইরূপ প্রার্থনা আছে যথা—

জনির্ভবতু মে ব্রহ্মন্ যাসু যাসু চ যোনিষু।
ন জহাতু হরের্ভক্তির্মামেবং দেহি মে বরম্॥
ব্রহ্মখণ্ডে ৮ অধ্যায়ে।

বরাহপুরাণেও এইরূপ প্রার্থনা আছে যথা—

ত্বয়ি ভক্তি সদা ভূয়াৎ যাবৎ স্থানং জনার্দ্দন!!
অন্যভক্তির্ম্ম বিভো রোচতেন কদাচন॥
বরাহপুরাণে পূর্ব্বভাগে ১২৬ অধ্যায়ে।

নন্দ মহারাজও উদ্ধব মহাশয়কে শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—

কর্ম্মভি র্ভ্রাম্য মানানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈ র্দানৈরতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৬৭।

বিচিত্র কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরেচ্ছায় যে কোনও যোনিতে ভ্রমণ করি, মঙ্গলাচরণ ও দানদ্বারা আমাদের পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে রতি হউক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কবিতাগুচ্ছ।

নিশাবসানে (১)।

নিশান্তে নিরখি' সুখে তরুণ তপন,
প্রকৃতি সুন্দরী হাসে,—সুন্দর কেমন!
জলে, স্থলে, নীলাকাশে হাসে জীবদল,
সরসী-সলিলে হাসে বিকচ কমল।
জলচর জীব হাসে তড়াগ-জীবনে,
চক্রবাক-বাকী হাসে পুনঃ সম্মিলনে।
হাসে লতা, গুল্ম, তরু, শাখা পত্রচয়,
কুঞ্জে কত পুষ্প হাসে এ সুখ সময়।
গুঞ্জরিয়া আসে অলি—মৃদু মন্দ হাসি'—
তুষিতে প্রভাতে পুষ্পে;—কুসুম বিলাসী।
বৃক্ষে বৃক্ষে বিহঙ্গম হাসে ফুল্ল-মনে,
হাসে শিখী পুচ্ছ মেলি, শিখিনীর সনে।
প্রজাপতি মধুমক্ষি হাসি' প্রাতে ধায়,
রবি-করে হাসে নদী,—কবি হেরে তায়।
কোমল প্রভাতানিল হাসে সুমধুর,
বলাহক ধায় নভে হাসিয়া প্রচুর।
সাজি করে, হাসি' দ্বিজ পুষ্পহেতু ধায়,
হাসি'—ধেনু লয়ে কৃষি নিজ কাযে যায়।
হাস্যাননে স্নানে চলে, প্রাতে নরনারী,
হাসি' উঠে "উৎপলিনী" শয্যা পরিহরি'
হাসে প্রাতে শিশুকুল জাগিয়া শয্যায়,
হাসি' মাতা স্নেহভরে শিশু-মুখে চায়।
বন, গিরি, জল, স্থল হাসে অন্তরীক্ষ,
হাসে প্রাতে দশদিক্;—কবির প্রত্যক্ষ
কিশোর কিশোরী, মরি! নবীন-দম্পতী
বিচ্ছেদ-শঙ্কায়, দোঁহে বিচলিত অতি;
গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ, কিন্তু ম্রিয়মাণ,
নিরখিয়া সুখময়-নিশা-অবসান।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী।

স্বার্থপরতা (২)।

নিজ প্রয়োজনোদ্দেশাদর্চ্চয়ন্তি ন ভক্তিতঃ।
দুগ্ধদাত্রীতি গোর্গেহে পোষ্যতে হ্যন্যথা ন তু॥
সর্ব্বলোকে এ সংসারে, স্বকার্য্য সাধন তরে,
অপরের করে উপাসনা।
ভক্তিহেতু নাহি করে, দেখা যায় পূর্ব্বাপরে,
ইষ্টলাভ উদ্দেশে অর্চ্চনা॥
দুগ্ধ দেয়, তা'র তরে, লোকে গোপালন করে,
গোজাতির হিতহেতু নয়।
যদি নাহি দুগ্ধ দিত, গোপালন কে করিত
স্বার্থপূর্ণ মানব-হৃদয়॥

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী।

ত্রিনীতি (৩)।

প্রভূত বয়সঃ পুংসো ধিয়ঃ পাকঃ প্রবর্ত্ততে।
জীর্ণস্য চন্দনতরোরামোদ উপজায়তে ॥১

ভাবার্থ— হয় মানবের, বুদ্ধি পরিপাক;
বয়োবৃদ্ধি সহ তা'র;
হইলে প্রাচীন, চন্দনে যেরূপ
বাড়ে তা'র গন্ধ-ভার ॥

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা,
বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।
ধর্ম্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি,
সত্যং ন তদ্ যচ্ছলমভ্যুপৈতি ॥২

ভাবার্থ— সেই সভা সভা নয়, নাই বৃদ্ধ যথা।
সে বৃদ্ধ অবৃদ্ধ, যে না কহে ধর্ম্ম কথা ॥
সেই ধর্ম্ম ধর্ম্ম নয়, নাই সত্য যা'য়।
সে সত্য অসত্য, যদি ছল রহে তায়।

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্কঃ কাষ্ঠশ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন চ নমাতে ॥৩

ভাবার্থ—ফলবান্ বৃক্ষ আর গুণবানগণ
চিরদিন নম্রভাবে রহে অনুক্ষণ।
রসহীন কাষ্ঠ আর যত মূর্খজন,
ভগ্ন হয়, তবু নম্র না হয় কখন ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

বৃক্ষ (৪)।

যেনরে বিধাতা পশি গহন কাননে
তরুবর রূপধরি, এই বিশ্ব স্নিগ্ধ করি
মোহিছে মানবে সদা দেখায়ে যতনে।
দয়া মায়া ক্ষমারাশি, বিনয়ের সুধাহাসি
স্বর্গীয় সুষমা যত গুণের বন্ধনে। ১।

বিরাজিছে তরু'পরে সুচারু গঠন
শাখা শাখী চারিধারে, নীড়বাঁধি তদুপরে
নিশীথ বিহগবর করিছে যাপন।
সঙ্গিনী বিহগীসনে, তাই প্রেমানন্দ মনে
ভাবে ভবে এই যেন শান্তিনিকেতন। ২।

আশ্রিতা লতিকা কত করেছে বেষ্টন
সুরসাল কাণ্ডতব, হয় যেন অনুভব
তোমাতে সঁপিছে সদা জীবন মরণ।
তোমাতে আহুতি দান, এই ধ্যান এই জ্ঞান
অধীন পরাণে এবে বহে অনুক্ষণ। ৩।

নিদাঘ-তপনে শ্রান্ত পথিক সুজন
সুশীতল ছায়াতলে, বসে আসি কুতুহলে
পত্র সঞ্চালনে করি শ্রান্তির দলন।
তোষ সদা অকাতরে, দয়া কর অভাগারে
তব করুণায় লভে নবীন জীবন। ৪।

মৃদু মন্দ বহে যবে মলয় পবন
ছড়ায়ে কুসুমরাশি, সৌরভেতে দশদিশি
সুবাসিত কর সদা দয়ার্দ্র এমন।
সে বাসে মানবগণ, সদা প্রেমানন্দ মন,
সরমে মরমে ভাবে প্রিয়া-সম্ভাষণ। ৫।

মহৎ সে অন্তরে দেয় যে জীবন

তাই যবে প্রভঞ্জন, রোষভরে করে রণ,
নাশিতে লতিকাগুচ্ছ নির্দ্দয় এমন।
তুমি ঢালি অকাতরে, তুচ্ছ প্রাণ দাও তারে
তোমার আশ্রিতে সদা করিতে রক্ষণ। ৬।
কেবা ভবে ক্ষমাশীল তরুর মতন
স্বার্থান্ধ মানবগণ, ধরে যবে প্রহরণ
অকাতরে কর তারে সুফল অর্পণ।
শ্যামল পল্লব শোভা, অতিশয় মনোলোভা
করিতেছে মানবের নয়ন রঞ্জন। ৭।
পরিমল লোভে অলি আসে তব পাশে
ঝিল্লিরবে জীব কত, ভাক্ত করে অবিরত
যাচকে তুষিছ সদা মনের হরষে।
ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, তবুও কি মৃত্যুবাণ
জীবন-কুসুমে নাশি তব হৃদি পশে? ৮।
কহ তরুবর মোরে কে কুসুমে নাশে?
কেবা করে সৃষ্টি-স্থিতি, কোথায় বা পরিণতি
কখন কেমনে তব জীবতারা খসে?
আতঙ্কে শিহরি ডরে, ডাকিলে চীৎকার করে
পতিত পাবন কেহ রক্ষক কি আসে?
করিতে অভয় দান বসে তব পাশে? ৯

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

কায়স্থোদ্বোধন (৫)।

জাগরে কায়স্থ জাগ জাগ সবে
বারেক দেখরে মেলিয়া আঁখি,
কিবা তুমি ছিলে হয়েছ কি এবে
আর কি হইতে আছে রে বাকী। ১
কালরূপী নিদ্রা ঘিরেছে তোমায়
সুযোগ পাইয়া দারুণ চোর,
প্রবেশিয়া গৃহে সব লয়ে যায়
তবু আছ হায় নিদ্রায় ভোর! ২
যে ধন তোমায় দিল পিতৃগণ
যাহার গৌরব করিতে সবে,
ভস্করে সে নিধি করিলে হরণ
বল দেখি ভাই কি দশা হবে? ৩
ধিক্ শত ধিক্ তুমি কুলাঙ্গার
উজারিলে যেই অমূল্য নিধি,
সহস্র চেষ্টায় না পাইবে আর
এইবার তাহা হরাও যদি। ৪
তুমি তাঁহাদের অযোগ্য তনয়
কালিমা লেপিতে সে পবিত্র কুলে,
অমল সে যশঃ করিবারে লয়
তাঁহাদের বংশে জনম নিলে। ৫
তাই বলি এবে ঘুমা'ও না আর
জাগরে এখন সময় আছে,
জাগ্রত থাকিলে বল শক্তি কার
আসিবারে পারে তোমার কাছে? ৬
ক্ষত্রিয় বংশের যাঁরা অলঙ্কার
যাঁদের জনমে ধরণী পূতঃ,
বল দেখি কিবা অসাধ্য তোমার
তুমি যে তাঁদের বংশের সুত। ৭
সুধী শ্রেষ্ঠ বীর শান্তনুতনয়
পড়ে কি না মনে তাঁহার কথা
বাঁধ স্মরি তাঁরে আপন হৃদয়ে
রেখো মনে তাঁর অমর গাঁথা। ৮

পাণ্ডব-গৌরব স্মর যুধিষ্ঠিরে
মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম ধরাতে উদয় ;
সুপ্রভাত হয় স্মরিলে যাঁহারে
দেখালেন যিনি ধর্ম্মের জয়। ৯
রঘুকুল রবি দাশরথী রাম
বিষ্ণু বলি লোকে যাঁহারে কয় ;
মৃত্যুকালে যেবা লয় সেই নাম
না থাকে তাঁহার শমনভয়। ১০
রাজর্ষি জনক মিথিলার পতি
স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যাঁহার সুতা ;
যাঁর পুরোভাগে নিত্য কত যতী
শুনিত নিগূঢ় যোগের কথা। ১১
ভারত-গৌরব যে পবিত্রকুলে
এসব রতন জনম নিলা ;
কোন মুখে সেই কুল নিরমলে
স্বহস্তে কলঙ্ক কালিমা দিলা ? । ১২
সিংহিনীর গর্ভে জনম লভিয়া (১)
শৃগাল বলিয়া লভেছ খ্যাতি (২)
আর কত নীচে যাইবে নামিয়া
আর বা কত হবে অধোগতি ? । ১৩
উঠ উঠ হায় কেন বসে সবে
এখন নিশ্চেষ্ট বল কি হেতু ?
তৈল দিবে কেবা নির্ব্বাপিত দীপে
মহার্ণবে কেবা বাঁধিবে সেতু ? । ১৪
শূদ্রত্ব শৃঙ্খল পরিয়াছ পায়
আর্য্য বলে খুব রেখেছ মান
ধিক্ শত ধিক্ কোন্ লাজে হায়
এখন রেখেছ ও পাপ প্রাণ ? । ১৫
খাও কালকূট সকলেতে মিলি
অথবা কলসী বাঁধিয়ে গলে ;
যাও-যাও সবে ধ'রে গলাগলি
ডুবে মর গিয়া সাগর জলে। ১৬
কিম্বা যদি হও আর্য্য-বংশধর
আর্য্য-রক্ত বহে ধমনী মাঝে ;
তবে যাহা বলি মম বাক্য ধর
করহ স্বকার্য্য আলস্য ত্যজে। ১৭
জয় চিত্রগুপ্ত বলি সমস্বরে
উপবীত কর ধারণ সবে ;
ভেদিয়া পৃথিবী সুদূর অম্বরে
উঠুক সে ধ্বনি ভীষণ রবে। ১৮
জানুক সকলে ক্ষত্র শূন্যা ধরা
হয়নি, এখন ক্ষত্রিয় আছে ;
চিত্রগুপ্তদেব বংশধর যাঁরা
সে দেব ক্ষত্রিয় আছয়ে বেঁচে। ১৯
বিদ্বেষীর বাক্য না কর শ্রবণ
স্বকার্য্য সাধন করিবে হেসে ;
সুধাকরে শুধু লাগয়ে গ্রহণ
তারকায় কভু রাহু কি গ্রাসে ? । ২০
হিমবতে কভু দেখেছ কি কেহ
সামান্য বায়ুর হিল্লোলে নড়ে ?
দৃঢ়ব্রত হলে জেন নিঃসন্দেহ
তৃণ সম বাধা যাইবে উড়ে। ২১
কেন তাহা নাহি পারিবে তোমরা
ক্ষত্রিয় শোণিত হৃদয়ে যার ?
কিবা অসম্ভব ক্ষত্রিয়ের দ্বারা
অতি তুচ্ছ কায এ কোন্ ছার ? । ২২
ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন লহ উপবীত
জয় চিত্রগুপ্ত বলহ সবে ;
হউক ধরণী সে রবে কম্পিত
এখন ক্ষত্রিয় আছয়ে ভবে। ২৩

শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মা মজুমদার।

(১) ক্ষত্রিয়কুল। (২) শূদ্রজাতি।

বন্ধু-বিদায় (৬)।

(কোনও বন্ধুর স্থানান্তর গমনোপলক্ষে রচিত)
[কে রে হৃদয় জাগে—সুর]

কেন রে আকুল চিত, কেন হেন বিচলিত,
কেন রে উদাস প্রাণে উঠে সুধু হাহাকার।
না উদিতে চাঁদাকাশে, নিদয় রাহুতে গ্রাসে,
আশার জ্যোছনা নাশে একি লীলা বিধাতার।
না ফুটিতে ফুল বনে, মল্লিকা মালতী-সনে,
অকালে ঝরিয়া গেল আজি বায়ে নিরাশার!
না হাসিতে সরোবরে, মৃণালে কমল থরে,
রবিরে ঘিরিল কেন অকাল জলদভার;
না গাহিতে পিকগণে, মঞ্জুল নিকুঞ্জ-বনে,
বসন্ত চলিয়া গেল ল'য়ে হাসি চাঁদিমার!
ধর ধর প্রিয়বর, প্রীতির কুসুম হার,
সুরভি চন্দনে মাখা যতনের উপহার;
মঙ্গল বাসনা যত, নব রাগে বিকশিত,
মধুর বসন্ত সম ঘিরে থাক্ অনিবার!

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

শ্যাম ও শ্যামা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

আমরা গত মাসে আলোচ্য-বিষয়ে যাহা বলিয়াছি, সম্ভবতঃ বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী তাহাতেই বুঝিয়াছেন যে, শ্যাম ও শ্যামা এক কথা নহে। তথাপি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহোদয় যে ভাবে তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে আরও দু'চার কথা বলা আবশ্যক।

তিনি লিখিয়াছেন,—"দময়ন্তী শ্যামা হইলে, তাহাকে যে গৌরবর্ণাই বুঝিতে হইবে, ইহার যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না।" কিন্তু যিনি ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ করিয়া পণ্ডিতসমাজেও প্রচুর যশ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তিনি কেন যে, এ প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না। বুঝিলাম না বলিয়াই আজ বিস্ময়ের সহিত সাধারণের অবগতির জন্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভাষায় দময়ন্তীর রূপবর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠকমহোদয়গণ পাঠ করুন, আর দেখুন ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দময়ন্তীকে কোন্ বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। মহাভারতে লিখিত আছে,—

"পূর্ণচন্দ্র নিভাং শ্যামাং চারুবৃত্ত পয়োধরাম্।
কুর্ব্বন্তীং প্রভয়াদেবীং সর্ব্বাবিতিমিরাদিশঃ॥"
১১। ৬৮। অ০

* * * *

"নচাস্যা নশ্যতেরূপং বপুর্মলসমাচিতম্।
অসংস্কৃত মপিব্যক্তং তাতিকাঞ্চন সন্নিভম্॥"
(বনপর্ব্ব) ৮। ৬৯ অঃ

এইরূপ শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহোদয় স্বরচিত পদ্যে যাঁহাকে শ্যামা (১) বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; সেই ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকাও যে, চম্পকদল বিনিন্দিত উজ্জ্বল গৌরবর্ণা ছিলেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের নিম্নলিখিত উক্তিই তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ। যথা,—

"চারুচম্পক পুষ্পাণাং প্রভামুষ্টকলেবরা।"

* * * *

"চন্দ্রকোটি প্রভামুষ্টাং ভাসয়ন্তীং দিশোদশ।"

অপিচ প্রিয়তম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত মধুসূদন বর্ম্মা সরকার মহাশয় রাজনীতি বিশারদ মহামতি চাণক্যের "কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ং। শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্" এই পদ্যটি উদ্ধৃত করিয়া, যে সকল কুলীন ব্রাহ্মণ ৪। ৫। ১০। ২৫টি বিবাহ করিয়াছেন, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এবিষয়ে যে, কি সাক্ষ্য প্রদান করিবেন, তাহা আমরা জানি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আলোচ্য পদ্যে শ্যামা পদে তপ্তকাঞ্চন বর্ণা বা কৃষ্ণবর্ণা (ক) এ দুইটির অন্যতর কোন একটিকেও বুঝায় নাই। না বুঝাইবার কারণও না আছে এমত নহে। আবশ্যক হইলে সময়ান্তরে সে বিষয়ের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, উপস্থিত পদ্যে শ্যামাপদে পূর্ণযৌবনা স্ত্রীকেই বুঝাইয়াছে। বলাবাহুল্য শ্যামা বলিলে যে, যৌবনমধ্যস্থা রমণীকেই বুঝায়, কোষকারগণ সে কথা বলিতে বাকী রাখেন নাই। তদ্ যথা—

"শ্যামা যৌবনমধ্যস্থা কারস্তা ফলিনী ফলী।"

(উৎপলিনী)

"শ্যামধামাবয়স্থা চ যুবতী সুস্তনী তথা।
চিরণ্টীসুবয়াঃ শ্যামা প্রোঢ়া দুষ্টরজাশ্চসা।"

(রাজনির্ঘণ্টুঃ)

প্রিয়দর্শন পাঠক! অতঃপর আমরা আর একটিমাত্র কথা বলিয়াই আরব্ধ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। কথাটি এই,—

চিত্রগুপ্ত দেবমূর্ত্তি প্রবন্ধে মাননীয় শ্রীযুক্ত মধুসূদন বর্ম্মা সরকার মহাশয় কায়স্থকুল-গৌরব শ্রীযুক্ত বামাপদ বাবুকে ভগবান্ চিত্র-গুপ্তের রক্তবর্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে কেন যে, পরামর্শ দিয়াছেন; তাহা আমরা বুঝিলাম না। অথবা পূজ্যপাদ ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের ভয়ে যদি তিনি কায়স্থজাতির আদিপুরুষ ভগবান্ চিত্রগুপ্তকে রক্তবর্ণ বলিয়া কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন; তাহা হইলে শাস্ত্রাবমাননাকারী বলিয়া আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে পারি না। ফলতঃ কৃষ্ণবর্ণ হইলেই যদি তাহাকে আর্য্যেতর জাতি বলিয়া অনুমান করিতে হয়; তাহা হইলে, মহর্ষি কণ্ব, কাক্ষীবান, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে পুরাদমে বর্ণ-সঙ্কর বা অনার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহাদিগকে আর্য্যেতর জাতি বলিয়া ঘোষণা করা যে অতি বড় সাহসের কথা, তাহা বলাবাহুল্য মাত্র।

ফলতঃ গর্ভিণী যাদৃক বর্ণের আহার সেবন করেন, সন্তানও যখন সেই বর্ণেরই হইয়া থাকে (২) ইহাই কাহার কাহার অভিমত। অথবা

(১) "মধ্যাতাম্র সখীস্কন্ধ লীলান্যস্ত করাম্বুজাম্।
শ্যামাং শ্যামস্মরামোদ মধুলী পরিবেশিকাম্॥"

(ক) কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীর দেহ যে শীতকালে উষ্ণ ও গ্রীষ্মকালে শীতল তাহা স্পর্শপ্রমাণে সিদ্ধ, বিশারদ মহাশয় কেমন করিয়া অন্যথা করিবেন। সম্পাদক।

(২) "যাদৃগ্বর্ণমাহার মুপসেবতে গর্ভিণী তাদৃ-
গ্বর্ণ প্রসবা ভবতীত্যেকে ভাষন্তে।"
(ইতি সুশ্রুতে শারীরস্থানে ২ অধ্যায়ঃ)

প্রকৃতিভেদেই যখন বর্ণভেদ ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ বাতপ্রকৃতির মনুষ্য স্বভাবতঃই কৃষ্ণবর্ণ ও বলবান্ (৩) হয়, ইহাই মহর্ষি হারীতের অভিপ্রায়; তখন শ্যামবর্ণ বলিয়াই যে ভগবান্ চিত্রগুপ্ত অনার্য্য ছিলেন, একথা অনুমান করা সঙ্গত কি না তাহা বিবেচ্য।

অতএব আমরা আশা করি কায়স্থ মহোদয়গণ অতঃপর শাস্ত্রের (খ) মস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বক কেবল কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আদিপুরুষ ভগবান্ চিত্রগুপ্তের পবিত্র মূর্ত্তি কলুষিত করিবেন না। ইত্যলং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

(৩) "যঃ কৃষ্ণবর্ণ শ্চপলোঽতি সূক্ষ্মঃ
কেশাল্পরুক্ষো বলবান্ ক্ষমঃ স্যাৎ।
সুক্ষ্মাতি দন্তো নখবৃদ্ধিসেতি
দীর্ঘস্বন শ্চক্রমণ ক্ষমোঽসৌ॥
দীর্ঘাক্রমো লোলুপহীন সত্ত্ব
স্তথৈব চাম্ল রসভোজনেচ্ছুঃ।
সংস্বেদনেনাতি বিমর্দ্দনে ন
সৌখ্যত্ব মাগচ্ছতি বাতলো নরঃ॥"
(ইতি অত্রেয়ভাষিতে হারীতোত্তরে প্রথমস্থানে ৫ম অধ্যায়ঃ)

(খ) শাস্ত্র আদিদেবকে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। সম্পাদক।

ফাহিয়ান।

এমন একদিন ছিল, যে দিন ভারত এশিয়ার—এসিয়া কেন—সমগ্র প্রাচ্যভূগোলকর্ম্মের তীর্থক্ষেত্র ছিল। তখন ভারতের জ্ঞান, ভারতের বিদ্যা, ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের নীতি, ভারতের শিল্প, ভারতের সভ্যতা দেশ দেশান্তর হইতে জনস্রোত আকর্ষণ করিত। ভারত-ভাণ্ডারের রত্নরাজিলোভে কত বিদেশী বণিক স্বর্ণতরী সাজাইয়া আনিত। ভারত-প্রস্তুত কার্পাসবাস কত দেশ মহাদেশবাসীর দিগের লজ্জা নিবারণ করিত। ভারতের পট্টবস্ত্র শিরে ধারণ করিয়া কত ভূপ সম্রাট্ গৌরব বোধ করিতেন। ক্যাল্‌ডিয়া ও মিশরের রাজধানীতে ভারতীয় পণ্যসম্ভার উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। বাণিজ্যদ্রব্যরাশিমস্তকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে আরব, ফিনীসিয়া ও সিরিয়া হইতে দলে দলে লোক ভারতের দ্বারে উপস্থিত হইত। নদীমাতৃক মিসরে, তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসের দোয়াবে, গঙ্গাযমুনার শস্যশ্যামল তীরে, এবং ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহোর উর্ব্বরা উপত্যকায় যে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, ভারতে তাহার হৃদপিণ্ড অবস্থিত ছিল। ভারতের স্পন্দনে তাহারা স্পন্দন করিত, ভারতের শোণিত সঞ্চারে তাহারা পুষ্ট হইত। ভারতের সভ্যতার প্রভাব তখন জগতের জীবনে প্রতিফলিত হইত। ভারতের বিদ্যা তাহাদের বুদ্ধি বিকাশ করিত, ভারতের জ্ঞান তাহাদের চিত্তের জড়তা নাশ করিত, ভারতের সমাজনীতি তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিত, ভারতের ধর্ম্ম তাহাদের আত্মার উন্মেষ করিত। সুতরাং ভারতের বার্ত্তা শুনিতে তখন জগতের লোক উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। কত জাতি উদ্দেশে ভক্তিভরে দূর হইতে

ভারতের চরণে করযোড়ে প্রণিপাত করিত। হায়! সে দিনের লুপ্তস্মৃতি বক্ষে লইয়া ভারত আজ মহাশ্মশান।

আবিষ্কার ও উদ্ভাবনীশক্তির মূলে অভাব, চিন্তা ও জ্ঞানচর্চ্চার মূলে স্বচ্ছলতা। চিন্তা হইতেই সভ্যতার বিকাশ, ধর্ম্মের উন্মেষ ও সমাজনীতির আবির্ভাব। নীলনদ মিশরভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করিয়া সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল। ইয়াংসিকিয়াংতটে চীন সভ্যতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ভারতের গঙ্গাযমুনা-পুলিনে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা মধ্যদেশে হিন্দুসভ্যতা প্রসূতা, লালিতা, পালিতা ও সম্বর্দ্ধিতা হইয়া প্রাচীন-জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। এই অপূর্ব্ব সভ্যতার ফল মগধের ন্যায় সাম্রাজ্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় উদারধর্ম্ম। বিশ্বসংসার অতীতে একবার যাহা দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ, আর কি সেরূপ কখনও দেখিবে ও শুনিবে?

সভ্যতার পরিণতি ধর্ম্মে। এশিয়া মহাদেশ জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মের জন্মভূমি। ঈশা ও মুসা, বুদ্ধ ও মহম্মদ এশিয়ায় জন্মিয়া এশিয়ার ক্রোড়ে বসিয়া এশিয়ার জল, এশিয়ার মাটী, এশিয়ার বাতাস, এশিয়ার আহারে অঙ্গ পুষ্ট করিয়া জগতের জনমণ্ডলীর নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দর্শনে কত নরনারী নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল; তাঁহাদের স্পর্শে কত দেশের দাসত্বশৃঙ্খল খসিয়া পড়িয়াছিল; তাঁহাদের শুভ দৃষ্টিতে কত দেশ ধনধান্যভরা সভ্যতাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। তাই এশিয়া সন্তান-গৌরবে গরীয়সী। তাই এশিয়া আজ পরপীড়িতা, নিগৃহীতা ও পদদলিতা হইয়াও নীরবে গর্ব্বপূর্ণ দৃষ্টিতে অতীতের উজ্জ্বল চিত্রে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছে। তাহা দেখিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার মুখরা সভ্যতাও অবাক্ হইয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়াছে। কিন্তু এশিয়ার গৌরবকেন্দ্র পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। ভারত এশিয়ার নয়নের অঞ্জন, হৃদয়ের রত্ন, মস্তকের মণি। ভারতের ভাবতরঙ্গ এশিয়ার বক্ষে ক্রীড়া করিত। ভারতের ইঙ্গিতে এশিয়া উঠিত বসিত, ভারতের তালে তালে এশিয়া ক্রীড়া করিত। সভ্যতার জন্য, জ্ঞানের জন্য, ধর্ম্মমতের জন্য, সমাজনীতির জন্য এশিয়া ভারতের নিকট ঋণী। এশিয়ার উদ্ধারের নিমিত্ত, জগতে সাম্যনীতি, পরদুঃখকাতরতা ও সহানুভূতির বার্ত্তা প্রচার করিবার নিমিত্ত ভারতভূমে যে সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধের আসন অতি উচ্চে। খৃষ্টধর্ম্মের আভাস লইয়া মহম্মদের ধর্ম্মশাস্ত্র গঠিত কিনা এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়ামাত্র যিশুর মুখে আকারভেদে খৃষ্টধর্ম্মে পরিণত কিনা বিচার্য্য বিষয়।

কঠোর প্রাণ দুর্দ্ধর্ষ মরুবাসীদিগের নির্ম্মম হৃদয়ে ভগবদ্বিশ্বাস সঞ্চার করিতে মহম্মদের ন্যায় বিশ্বাসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধর্ম্মবীরের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহার বহুপূর্ব্বে অনার্য্য মঙ্গোলদিগকে আর্য্যভাবাপন্ন করিতে, পরপীড়া, পরদুঃখ, অন্যায়, অত্যাচার, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, বৈষম্য ও অশান্তির পরিবর্ত্তে সাম্য, ন্যায়, দয়া, পরোপকার ও শান্তিরাজ্য স্থাপন করিতে ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শাক্যসিংহের ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও সাধনা তাঁহাকে মানবজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাবুদ্ধের পদের উপযোগী করিয়াছিল। তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ের পবিত্র আহ্বান শ্রবণ করিয়া

পাষাণ বিগলিত হইয়াছিল, অসভ্য সভ্য হইয়াছিল, বর্ব্বর বর্ব্বরতা পরিত্যাগ করিয়া শিষ্টভাব অবলম্বন করিয়াছিল। কঠিন আবরণ ছিন্ন করিয়া সপ্ততালভেদ করিয়া, বুদ্ধের অমৃত-বাণী দুর্দ্দান্ত মঙ্গোলজাতির মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। মগধসম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোক ও কুশলসম্রাট্ কনিষ্ক প্রেরিত বহু ধর্ম্মপ্রচারক সকল এশিয়াবাসীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া দেব-চরিত্র বুদ্ধের উক্তি স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। মহম্মদের তরবারী ও খৃষ্টের প্রলোভন যাহা সিদ্ধ করিতে পারে নাই, জেহাদ ও ক্রুজেড যাহা সাধন করিতে বিমুখ হইয়াছিল, বুদ্ধের সপ্রেম মৃদু মধুর উপদেশ ও পূতজীবনের আদর্শ তাহাতে অনায়াসে সফলকাম হইল। এশিয়ার সর্ব্বত্র বুদ্ধের মন্দির নির্ম্মিত হইল। এশিয়ার গৃহে গৃহে বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। বুদ্ধের নামে সাক, হুণ, ইয়েচি, তাতার, সানআহিমে সভ্যজাতিতে পরিণত হইল। বুদ্ধের চরণচিহ্নে কোটি কোটি শির অবনত হইল। বুদ্ধের বাক্যে শতসহস্র গৃহী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুবেশ ধারণ করিল। বুদ্ধের উক্তি স্মরণ করিয়া শত শত ভিক্ষু অর্হৎ হইল। বুদ্ধের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কত অর্হৎ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইল। বুদ্ধের চিতাভস্ম বক্ষে লইয়া কত-স্তূপ, কত মঠ, কত মন্দির, কত চৈত্য, কত সংঘারাম গৌরবে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইল। বুদ্ধের লীলাভূমি পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ জগতের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। আচার, ধর্ম্মপবিত্রতা, বিদ্যা ও নীতিশিক্ষার জন্য বহুবাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া ও প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া দলে দলে তত্ত্বজিজ্ঞাসু পরিব্রাজক ভারতে তীর্থযাত্রা করিল।

বাবিলনের গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইলে ভারত ও চীন কি রাজশ্রী, কি সভ্যতা, কি শিল্পসমৃদ্ধি সকল বিষয়েই এশিয়াভূখণ্ডে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু ভারত চীনের ধর্ম্মগুরু, সুতরাং চীন ভারতের অনুগামী। চীন হইতে যুগে যুগে যে সকল জ্ঞানপিপাসু ধর্ম্মশিক্ষার্থী, তীর্থযাত্রী ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ ভারত-ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ চীনভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল ভ্রমণ বৃত্তান্ত ধর্ম্মগ্রন্থরূপে নারায়ণের নির্ম্মাল্যের ন্যায় মন্দিরে সংরক্ষিত হইয়া চীনদেশে সম্মানিত ও পূজিত হইয়াছিল। রত্নান্বেষী অধ্যবসায়ী ইংরাজ-দিগের যত্নে লুপ্তগ্রন্থের উদ্ধার হইয়াছে। এই সকল অমূল্য গ্রন্থ তমসাচ্ছন্ন কালের অতীত ভারতেতিহাসে এক অধ্যায় যোজনা করিয়াছে। আমাদের পিতৃ পিতামহগণ আপনাদের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করিবার ভার অপরের হস্তে প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। তাঁহারা আত্মপ্রশংসা করিলে নিরয়গামী হইবার ভয় করিতেন। তাঁহাদের চক্ষে পার্থিব উন্নতি অপেক্ষা ধর্ম্মোন্নতি সহস্রগুণে শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন ব্রাহ্মণগণ মুখে মুখে ধর্ম্মশাস্ত্র রক্ষা করিতেন। কঠিন বৈষয়িক বিদ্যার ভার বিশেষজ্ঞদিগের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। ক্রমে রাজশক্তি বিনষ্ট হইলে, ব্রাহ্মণ-গণের পতন হইলে ভারতের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শিল্প-বিদ্যা সমস্তই লোপপ্রাপ্ত হইল। চারণ ও ভাটগণ পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃত হইয়া নূতনের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। যতটুকু ইতিহাস ও ভূগোল ধর্ম্ম-পুস্তকাদির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, তন্মাত্র আমা-

দের জন্য অবশিষ্ট রহিল। যদি কোন চারণ ও ভট্ট প্রাচীন গণ্ডীর সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া ছন্দোবন্দে ঐতিহাসিক ঘটনা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, অনিল-সলিলে, কীটদংশনে, অরাতি অত্যাচারে তাহা কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। তাই আমরা অতীত ইতিহাসের জন্য পরমুখাপেক্ষী।

সীনীর ও গ্রীক মুখে আমরা যে প্রাচীন ভারতকাহিনী শুনিতে পাই, বেদ-পুরাণ-বাক্য মন্থন করিয়া আমরা যে ঐতিহাসিক উপাদান প্রাপ্ত হই, গিরি-গুহা-কানন-ভগ্নস্তূপ মন্দির তন্নতন্ন অন্বেষণ করিয়া আমরা যে উৎকীর্ণ লিপি ও ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, চীন পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত তাহা অনুপূরণ করে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এখন ও অসম্পূর্ণ, এখনও তাহাতে চেষ্টা গবেষণা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে। কিন্তু চীনগ্রন্থ ভারতের যে উজ্জ্বল-চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা বিশদ, অমূল্য ও অতুলনীয়।

ভারত-কুসুমের ধর্ম্ম-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া বহুদেশীয় অলি আসিয়াছিল। তাহারা আসিয়াছিল মধু আহরণ করিতে, তাহারা আসিয়াছিল প্রাণে আগ্রহ, হৃদয়ে ভক্তি ও মনে শ্রদ্ধা লইয়া। তাহারা আসিয়াছিল বিনয় দীনতা, বিশ্বাস ও সরলতা লইয়া। তাহারা ইউরোপ হইতে বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা লইয়া, দম্ভ ও অহঙ্কার লইয়া, ভ্রূকুটি ও নাসিকাকুঞ্চন লইয়া ভারতে আসিয়াছিল না। তাহারা চীন হইতে সাধন ও তপস্যা লইয়া ভারতে আসিয়াছিল। তাই সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল, তাহারাও তাহাদের দেশ চীন। আসিয়াছিল অনেকে, কিন্তু স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য ভারতবিবরণ লিখিয়াছিল কয়েকজনমাত্র (১)। যাঁহারা লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে লেখনী ধারণ করিয়া পথপ্রদর্শন করিবার গৌরব চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ানের।

চীন হইতে ভারতে আসিবার পথ পূর্ব্বে বহু বিঘ্নশঙ্কুল ছিল। মরুভূমি, পর্ব্বত ও সাগর উভয় দেশের ব্যবধানে অবস্থান করিয়া অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইলেও উভয়কে বহু-দূরবর্ত্তী করিয়া রাখিয়া ছিল। বিশেষতঃ তখন বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই। মানব তখনও কৃতকার্য্যতার সহিত বাহ্যপ্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিবার সম্যক্ শক্তি ও সামর্থ্যলাভ করিতে পারেন নাই। এত বাধা ও অসুবিধা সত্ত্বেও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী অতীত হইতে না হইতে চীন সাহিত্যে ভারতভ্রমণকাহিনী স্থান পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ করিয়া যে সকল উৎসাহী যুবক ভারতভ্রমণে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রধানতঃ দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিল—বুদ্ধের জীবনী ও ইতিহাস সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানলাভ, এবং ভারতের পুণ্য-স্থানসকল পরিদর্শন। ভারতে চীনীয় তীর্থ-যাত্রীর সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। ৬৭০ খৃঃ ইৎসিঙ্গ (Itsing) এদেশে আসিয়াছিলেন। তাহার ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে অন্যূন বিংশজন চীন-পরিব্রাজক ভারততীর্থে আগমন করিয়াছিলেন। ইৎসিঙ্গ জেহুয়েন (Szehuen) হইতে মহাবোধি-

(১) "Many were called, but few were chosen."

ক্রম পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন (১)। ২৯০ খৃষ্টাব্দে চু-সি-হিং (Chu-si-hing) খোতান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে ফালিঙ্গ (Faling) উত্তরভারতে আগমন করিয়াছিলেন। কিছুদিন হইল বোধগয়াতে চীনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় চি-আই (Chi-I) এবং হো-ইয়ুন (Ho-Yun) অন্যান্য চীনীয় পুরোহিতসহ বৌদ্ধগয়া তীর্থ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় চীন পরিব্রাজকদিগের মধ্যে ফাহিয়ান ও হিউয়েন সাঙ্গের নামই সাধারণে সুপরিচিত।

সিফাহিয়ান বা শাক্যপুত্র ফাহিয়ানের আদি নাম কুঙ্গ (Kung)। লোকে খৃষ্টান এবং মুসলমান হইলে যেরূপ নূতন নাম গ্রহণ করে, কুঙ্গও সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শিঃ অথবা শাক্যপুত্র নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান চীনের অন্তঃপাতী শান্‌সি (Shansi) প্রদেশে পুইজ ইয়াঙ্গ (Puiz yang) জিলার উ-ইয়াঙ্গ (Wu-yang) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি তিন বৎসর বয়সে "শ্রমণের" পদ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত চীনভাষায় ফো-কুও-কি (Fo-kwo-ki) নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত কো-সাঙ্গ-চুএন (ko-sang-chuen) নামক গ্রন্থে তাঁহার বিস্তৃত বাল্যজীবন বর্ণিত হইয়াছে। দুর্লভ বৌদ্ধগ্রন্থসকল সংগ্রহ করিতে ফাহিয়ান অন্যান্য সহযাত্রী শ্রমণদিগের সঙ্গে চঙ্গান (changan) নামক স্থান হইতে ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে বহুপর্য্যটন দ্বারা অভিজ্ঞতালাভ করিয়া নান্‌কিন্ (Nankin) নগরে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তথায় তিনি বুদ্ধদেবের পুণ্যবংশসম্ভূত বুদ্ধভদ্রনামক জনৈক ভারতবাসী শ্রমণের সাহায্যে বহুগ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণবৃত্তান্ত "ফোকুওকি" লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহাজীবনের বিশেষ কার্য্য সমাপ্ত হইলে ফাহিয়ান ৮৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

ভারত-ভ্রমণ (সারাংশ)।

ফাহিয়ান শান্‌সি প্রদেশের অন্তর্গত চঙ্গানে বাসকালে চীনদেশীয় বিনয় পিঠকের অসম্পূর্ণ অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং বৌদ্ধ গ্রন্থসকলের মূল প্রামাণিক ও বিশুদ্ধ সংস্করণ সংগ্রহের জন্য ভারতে তীর্থযাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তদনুসারে হুওউইকিঙ্গ (Hwui king) তাওচিঙ্গ (Tao-Ching), হুয়াইচিঙ্গ (Hwai Ching) হুওউই-ওয়া (Hwui wa) প্রভৃতি চীনশ্রমণদিগের সমভিব্যবহারে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর অবসানকালে তিনি শুভদিনে শুভক্ষণে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ দর্শনাভিলাষে তীর্থযাত্রা করিলেন।

চঙ্গান হইতে লুঙ্গ অতিক্রম করিয়া শাক্যপুত্র ফাহিয়ান কিন্‌কুই (Kien-kwei) পৌঁছিলেন। তথায় বর্ষাঋতু অতিবাহিত করিয়া নিউটান (Niutan) আসিলেন। তৎপর ইয়াংলু (yanglu) পর্ব্বত পার হইয়া চাঙ্গইয়েতে (Chang yeh) উপনীত হইলেন। রাজার অনুরোধে বর্ষাকাল তথায় অব-

(১) সুঙ্গ ইয়ুন (Sung-Yun) ৫০২ খ্রীষ্টাব্দে কাবুল উপত্যকা ও উত্তরপশ্চিমপঞ্জাবে কোধি বা বোধিক্রম পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

স্থান করিলেন। চাঙ্গ ইয়েতে তাঁহাদের সহিত চি-ইয়েন (Chi-yen), হোয়াইকিন্ (hwui-kin), সাঙ্গস্থান (Snagshan), পাওইয়ুন (Paoyun), সাঙ্গকিন (Sang kin) প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারাও ভারতের তীর্থযাত্রী। অতঃপর তথা হইতে তুন হোয়াঙ্গে (Tun hwung) গমন করিলেন। এইখানে মাসাধিককাল বাস করিয়া তত্রত্য রাজকর্ম্মচারীর সহিত ৪জন সঙ্গিসহ ফাহিয়ান পুনরায় ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পাওইয়ুন ও অন্যান্য যাত্রীদিগের সহিত এই স্থান হইতে তাঁহাদিগের বিচ্ছেদ ঘটিল। তুনহোয়াঙ্গের রাজপ্রতিনিধি লিহো (Liho) (উত্তর ভারতীয় লিচ্ছাবী বংশীয় 'সিংহ' কিনা বুঝিতে পারা-যায় না)। তাঁহাদিগের মরুভূমি অতিক্রম করিবার নিমিত্ত যান বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ক্রমাগত চলিয়া ১৫০০ লি (১) পথ অতিক্রম করিয়া সপ্তদশদিনে তাহারা শেন্ শেন্ (shen shen) নামক পর্য্যন্ত দেশে উপনীত হইলেন। এই দেশের রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সংঘারামে প্রায় ৪০০০ শ্রমণ বাস করিতেন। এই স্থানে সকল বিষয়েই ফাহিয়ান ভারতবর্ষের ছায়া দেখিতে পাইলেন। তথায় মাসাধিক বাস করিয়া উত্তর পশ্চিম অভিমুখে প্রায় এক পক্ষকাল চলিয়া উয়াই (wai, waki) নামক স্থান প্রাপ্ত হইলেন। ফুবংশীয় রাজকর্ম্মচারী কুঙ্গসুনের আশ্রয়ে দুই মাসাধিক কাল এখানে অবস্থান করিলেন। চিইয়েন, হুয়াইকিউ, হুয়াইওয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য কাওচাঙ্গে ফিরিয়া গেলেন! এখানকার অধিবাসীরা আতিথেয়তা বর্জ্জিত। ফাহিয়ান ও তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীরা দক্ষিণ পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিলেন। বিজনপথে একমাস পাঁচদিন পর্য্যটন করিয়া খোতানে উপনীত হইলেন। তথায় বহুলক্ষ বৌদ্ধের বাস। খোতান সমৃদ্ধিশালী দেশ। এখানে মহায়ন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। শাসনকর্ত্তা, ফাহিয়ান এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। সংঘারামে প্রায় ৩০০০ শ্রমণ বাস করিতেন। তাঁহারা ধীর, সভ্য এবং বিনয়ী। ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা শ্রমণদিগকে ভোজনে আহ্বান করা হইত। ভোজনকালে কেহ বাক্যালাপ করিত না। হুয়াইকিঙ্গ, তাওচিঙ্গ, হুয়াইতা অগ্রেই কিশা (kiesha) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফাহিয়ান ও অপর সকলে রথযাত্রা দেখিতে খোতানে তিনমাস অবস্থান করিলেন। (১)

বৎসরের চতুর্থ মাসের ১ম দিন হইতেই রথযাত্রার আয়োজনের সূত্রপাত হয়। নগরের সমস্ত রাজপথ পরিষ্কৃত করিয়া তাহাতে জল সিঞ্চন করা হয়। রাজপথের উভয় পার্শ্বে

(১) ৬ লি—১ মাইল। অথবা ১ লি—১০৭৯.১২ ফুট।
"If we reckon 6li to the British mile, according to the usual road distance of the Chinese pilgrims." The li may be reckoned at the full value of 1079. 12ft which it possessed in the 8th Century &c.

p II, Cunningham's Ancient Geography of India,

(১) ফাহিয়ানের পাটলীপুত্রের রথোৎসব বর্ণনাও বিশদ। তথায় তিনি অন্যূন ২০ খানা রথ একসঙ্গে শোভাযাত্রায় বাহির হইতে দেখিয়াছিলেন।

সুশোভিত করা হয়। নগরের বহির্দ্বারের নিকট বিস্তৃত ও সুসজ্জিত চন্দ্রাতপতলে রাজা রাণী এবং অন্যান্য রাজপুরললনাগণসহ অবস্থান করেন। সংঘারামের মহায়ন শাখাভুক্ত বৌদ্ধশ্রমণেরা সর্ব্বাগ্রে মূর্ত্তি লইয়া শোভাযাত্রায় বহির্গত হন। নগর হইতে ৩।৪ লি দূরে একটি চতুশ্চক্র বিশিষ্ট রথ প্রস্তুত হয়। উহা দেখিতে একটি অট্টালিকাসদৃশ এবং প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। রথোপরি নেতের পতাকা উড্ডীন করা হয় এবং চন্দ্রাতপ বিস্তৃত হয়। রথে মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তাহার উভয় পার্শ্বে দুই বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি রক্ষিত হয়। নানা দেবমূর্ত্তি ইহাদের পার্শ্বচররূপে চারিদিকে স্থাপিত হয়। নানাবিধ স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার রথবিলম্বিত হয়। মূর্ত্তি নগরদ্বার হইতে প্রায় ১০০ ফুট দূরে নীত হইলে রাজা রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্রে ভূষিত হইয়া নগ্নপদে গন্ধপুষ্প-হস্তে পাত্রমিত্রসহ নগর হইতে বাহির হইয়া আসেন। বৌদ্ধমূর্ত্তির নিকটে আসিয়া তিনি অবনতশিরে প্রণিপাত করিয়া মূর্ত্তির চরণ পূজা করেন। মূর্ত্তি নগরে প্রবেশ করিলে রাজমহিষী ও রাজপুরস্ত্রীগণ অজস্র কুসুম বর্ষণ করিতে থাকেন। ইত্যাদি। ফাহিয়ান বিস্ময়ে বলিয়াছেন "So splendid were the arrangements for worship!" (১) পূজার এমনই সুবন্দোবস্ত!

রথযাত্রা শেষ হইলে ফাহিয়ানের সাঙ্গশান (Sang shan) নামক জনৈক সহযাত্রী একজন তাতার (হু) তীর্থযাত্রীর সহিত কিপি (কাবুল) অভিমুখে গমন করিলেন। ফাহিয়ান ও অন্যান্য সকলে সিউহো (Tseu-ho) বা ইয়ার্কন্দের দিকে অগ্রসর হইলেন। ২৫ দিন পরে তাঁহারা তথায় উপনীত হইলেন। ইয়ার্কন্দে মহায়ন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এবং প্রায় সহস্রাধিক শ্রমণ তথায় বাস করিত। এক পক্ষকাল ইয়ারকন্দে বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা পুনরায় চলিতে লাগিলেন। ৪ দিন পর্য্যন্ত দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া সুঙ্গলিঙ্গ (Tsungling) পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন এবং তৎপর ইউহোয়াই (yu-hwai) নামক স্থানে উপনীত হইয়া বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর পঞ্চবিংশ দিন পর্য্যটন করিয়া কিশা (Cushits) দেশ প্রাপ্ত হইলেন। এখানে তাঁহাদের সহিত হোয়াই কিঙ্গ (Hwai king) ও অন্যান্য যাত্রীদিগের পুনর্মিলন হইল। এদেশের রাজা পঞ্চবর্ষ পরিষদ অনুষ্ঠান করিতেন। ফাহিয়ান এখানে একটি বুদ্ধদন্তস্তূপ দেখিতে পাইলেন। এখান হইতে মাসাবধি ক্রমাগত উত্তর ভারত অভিমুখে চলিয়া সাংলিং পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতের সীমান্তর্গত তোলি (Toli) (১) নামক ক্ষুদ্র দেশ প্রাপ্ত হইলেন।

সাঙ্গলিঙ্গের পার্শ্বে পার্শ্বে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ১৫ দিন যাবৎ চলিয়া পর্ব্বতপ্রাচীরের নিম্নদেশে সিন্তুহো (Sin-tu-ho) নামক নদী দেখিতে পাইলেন। নদী পার হইয়া উচাঙ্গ বা উদায়নে উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হইতে উত্তর ভারতের আরম্ভ। মধ্যভারতের ভাষা এখানে

(১) Intro. xxvi—xxvii, To kwoki, Beal.

Buddhistic Records of the Western World.

(১) Ta-li-lo উপত্যকা, হিউয়েনসাঙ্গ।

প্রচলিত। বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বত্রই শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন। এখানে বুদ্ধের পদচিহ্ন ছিল। অল্পায়ন (Little Vehicle) বৌদ্ধধর্ম্মই এদেশে প্রচলিত ছিল। হুয়াইকিঙ্গ, তাওচিঙ্গ, হুয়াইতা অগ্রে যাত্রা করিলেন। ফাহিয়ান বর্ষাকাল এখানে অতিবাহিত করিলেন। বর্ষান্তে তিনি দক্ষিণ-দিকে সতিতো (Swat) গমন করিলেন। কথিত আছে বুদ্ধ পূর্ব্বজন্মে এইস্থানে স্বশরীর হইতে মাংস প্রদান করিয়া শ্যেনপক্ষীর কবল হইতে কপোতকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এখানে বুদ্ধজীবনের এই ঘটনার একটী স্মারক-স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

স্বাত হইতে পাঁচদিন পূর্ব্বমুখে চলিয়া কিন্‌তোওয়াই (Kien-to-wei) বা গান্ধার-দেশ। অশোকপুত্র ধর্ম্মবর্দ্ধন এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এখানে ফাহিয়ান রজতকাঞ্চনাদি বিভূষিত এক বিশাল স্তূপ দেখিয়াছিলেন। তথা হইতে পূর্ব্বদিকে সাতদিন চলিয়া চুচাসিলা (Chu-cha-shi-la) বা তক্ষশীলা প্রাপ্ত হইলেন। (১) উহার দুইদিনের পথ পূর্ব্বে বুদ্ধ কোনও পূর্ব্বজন্মে ক্ষুধার্ত্ত সিংহকে ভোজনার্থ স্বশরীর প্রদান করিয়াছিলেন। এই উভয় স্থানেই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই স্থান হইতে দক্ষিণে ৪ দিন পর্য্যন্ত গমন করিয়া ফোলসা (Fo-lu-sha), পুরুষপুর বা পেসোয়ারে উপনীত হইলেন (২)। এখানে রাজা কণিষ্কের জন্ম ও আবির্ভাব সম্বন্ধে বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। পেসোয়ারে ফাহি-য়ান এক প্রকাণ্ডস্তূপ দেখিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন এত উচ্চস্তূপ সমগ্রজম্বুদ্বীপে আর দ্বিতীয় ছিল না। সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়তায় ইহা অতুলনীয় ছিল। বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র (কমণ্ডলু) এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল। পাওইয়ুন এবং সাঙ্গকিঙ্গ বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র অর্চ্চনা করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। হুয়াইকিঙ্গ, হুয়াইতা এবং তাওচিঙ্গ পূর্ব্বেই নগরহার দেশে বুদ্ধের দন্ত, কপাল (Skull) এবং ছায়ার পূজা করিতে গিয়াছিলেন। হুয়াইচিঙ্গ পীড়িত হইয়াছিলেন। তাওচিঙ্গ তাঁহার তত্ত্বাবধারণের জন্য রহিলেন। হুয়াইতা একাকী পেসোয়ারে ফিরিলেন। তৎপর হুয়াইতা, পাওইয়ুন এবং সাঙ্গলিঙ্গ একত্র (Tsei land), চীনদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। হুয়াইইঙ্গ বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র মন্দিরে বাস করিয়া তথায়ই দেহা-বসান করিলেন। অতএব ফাহিয়ান এই স্থান হইতে একাকী বুদ্ধের শিরাস্থি (কপাল) তীর্থে যাত্রা করিলেন। ১৬ যোজন পথ চলিয়া নাকিবানগরহার দেশে উপনীত হইলেন। হিলো (হিড্ডা) (২) সহরে বুদ্ধের মস্তকাস্থি বিহার। উহার সর্ব্বত্র সোণালী কাজ করা। বিহার বর্গাকারে গঠিত এবং প্রত্যেক দিক প্রায় ৪০ ফুট দীর্ঘ।

ইহার যোজনান্তর উত্তরে রাজধানী অবস্থিত তথায় একটী বুদ্ধের দন্তস্তূপ ছিল। বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বজন্মে এইখানে দীপাঙ্কর বুদ্ধকে প্রদান করিবার জন্য ৫টী পুষ্পের নিমিত্ত অর্থদান

(১) p 104—121. Cunningham's Ancient Geography of India.

(২) Cunningham's Ancient Geography pp 78—79.

(২) জালালাবাদের নিকট, Ibid p 45.

করিয়াছিলেন। নগরের ঈশানকোণে এক যোজন দূরে উপত্যকার প্রবেশপথ। তথায় বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত ছিল এবং একটী বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। দন্তটী চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত (Oxhead sandal wood) এবং ১১/২০ চঙ্গ দীর্ঘ। উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া ৪ দিন পর্য্যন্ত পশ্চিমদিকে গমন করিয়া ফাহিয়ান বুদ্ধের সংহতি বিহার প্রাপ্ত হইলেন। নগরহার সহরের অর্দ্ধযোজন দক্ষিণে একটী গুহা। তথায় বুদ্ধ তাঁহার ছায়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। ফাহিয়ান এই বুদ্ধ ছায়া স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিলেন। যেন বুদ্ধ স্বয়ং বর্ত্তমান। উজ্জ্বল কাঞ্চনবর্ণ, অঙ্গচিহ্ন সকল স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। ছায়া হইতে প্রায় ৫০০ পা দূরে পশ্চিমদিকে বুদ্ধ কেশ ও নখ কর্ত্তন করিয়া তদুপরি সকল ভবিষ্যস্তূপের আদর্শস্বরূপ স্বয়ং শিষ্যগণের সাহায্যে এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান এই স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন।

শীতের দুই মাস এখানে থাকিয়া ফাহিয়ান দুইজন সঙ্গীসহ তুষরাবৃত পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হইলেন। হুয়াইকিঙ্গ পথিমধ্যে শীতাতিশয্য বশতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ফাহিয়ান পর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বে লো (রোহ আফগানিস্থান) দেশে উপস্থিত হইলেন। (১) তথায় প্রায় তিন সহস্র শ্রমন বাস করিত। এই দেশে বর্ষাকাল যাপন করিয়া তিনি দক্ষিণদিকে চলিতে লাগিলেন। দশদিন পর্য্যটন করিয়া পোনা (Pona) বা বান্নু নামক স্থানে পৌঁছলেন: তথা হইতে তিন দিন পূর্ব্বমুখে যাইয়া সিন্তু (sin-tu) বা সিন্ধুনদী পার হইলেন। নদীর অপর পারে পিতু (ভিদা) নামক স্থান। অধিবাসিদিগের আতিথেয়তা বর্ণনাতীত। (২)

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

(১) Banu, vide pp 84—85 Cunningham's Ancient Geography of India.

(২) "They liberally provided necessary entertainments according to the rules of religion,

Rev. S. Beal.

"নিঃক্ষত্র" শব্দের মূল কোথায়?

যে দেশের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের এক যোগের কার্য্য পবিত্রতাজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, (১) যে দেশে "ত্বং দৈবীর্বিশ ইমা বিরাজা যুযুৎ ক্ষত্রমজরং তে অস্তু" (হে অজাতশত্রু ক্ষত্রিয়! আপনি এই সকল প্রজাসমূহে

১। যজুর্ব্বেদ ২। ২৫

দেবোপম স্বভাব লইয়া বিরাজিত আছেন) (১) এবং "তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদ্‌যশো দদাতি" (সেই কারণে ক্ষত্রিয় হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, যদিও ব্রাহ্মণ জাত্যংশে ক্ষত্রিয়কে নিম্নে রাখিয়াছেন তথাপি রাজসূয় যজ্ঞে মঞ্চস্থ ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণ স্বীয় যশো অর্পণ করতঃ উপাসনা করিয়া থাকেন) (২) প্রভৃতি ভাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়জাতির অনুগত হইয়াই অবস্থান করিয়াছেন ; সেই দেশে স্বধর্মনিরত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়জাতির নিঃশেষ করিয়াছেন ! এই বিসদৃশ বাক্য !! এবং এতদুপলক্ষে জনপদ বিধ্বংসী সংঘর্ষণকাহিনী পুরাণাবলীর বক্ষফলকে প্রতিফলিত রহিয়াছে, এসকল ফলকালিপি কি সত্য ! সত্য হইলে "ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্য ত্রাত্মন ক্ষত্রং বেদলোকা" (ক্ষত্রিয়কে যে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানে অর্থাৎ দ্বেষ করিয়া থাকে, ক্ষত্রিয় তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষার সহিত পরাস্ত করিয়া থাকেন) (৩) এই শ্রুতি কেন প্রযুক্ত হইয়াছে ; ফলতঃ এ শ্রুতির অনুশাসনেও বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণদ্বারা ক্ষত্রিয় বিনাশ হয় নাই, তবে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন মাত্র। সেই অভিযান দমন করিতে ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্র ব্যবহার করায় উভয়ের যে সঙ্ঘর্ষণ হয়, তদনুকূল কচিৎ মন্ত্রাংশের স্পষ্টার্থ লইয়া পৌরাণিকেরা "নিঃক্ষত্র" শব্দের গঠন করিয়াছেন। এখন সেই গঠনপ্রণালী পাঠকদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, তাহার মর্ম্মার্থ গ্রহ হইলেই যথার্থ তাৎপর্য্য লাভ করিতে পারিবেন।

১। অথর্ব্ববেদ ৬। ১০। ৯৮। ২
২। বৃহদারণ্যক ১। ৪। ১১
৩। বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২। ৪। ৬

বৈষ্ণবাদি পুরাণপাঠে অবগত হওয়া গিয়াছে যে বেদশাখা সমূহ ধৃত গাথা নারাশংসী ও ইতিহাস প্রভৃতির বিকল্পভেদই পুরাণ নামে কথিত হইয়াছে। তবেই দেখিতে হইবে "নিঃক্ষত্র" শব্দের মূলসূত্র বেদের কোন্ শাখায় আছে। অথর্ব্ববেদীয় শৌনকীয় শাখার ৫। ৪। ১৮। ৪ সংখ্যায় ব্রাহ্মণ ও অগ্নির বিরোধমূলক একটি মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। "নির্বৈ ক্ষত্রং নয়তি হন্তি বর্চোগ্নিরিবারব্ধো বিদুনোতি সর্বম্।" অস্যার্থ অত্র নিঃক্ষত্র শব্দস্য অর্থভেদঃ ক্ষত্রং নয়তি। কিম্ভূতং ক্ষত্রং নয়তি ? যদগ্নের্তেজাংষি ক্ষত্রানীতিনৈরুক্ত্-প্রেদাধিগমাত্তান্ (১) ক্ষত্রং নয়তি বিলোপয়তি। "নঃ" নিঃষেধস্বোরনাত্রানাদ্বা ক্ষত্র ইতি বহ্নেস্তেজঃ সিদ্ধম্। তানি নয়তি সম্বরণং করোতি কিম্বা হন্তি হননং করোতি অগ্নেস্তেজো বিনাশসূচকঃ "নিঃক্ষত্র" শব্দঃ উৎপন্নং (কেন কিমর্থঞ্চ অগ্নিং বিনশ্যতে ?) পুলোম্না স্বকীয়াপত্ন্যা অবমাননাধিগম্য ভৃগুণাভিশপ্তঃ। অতঃ অগ্নিঃ আরব্ধ সমানব্ধে যজ্ঞে সর্ব্বং সাধারণং জনানাং বিদুনোতীব পরিতাপং বর্দ্ধয়তোব ইতি।

১। "যস্য তে অগ্নে ! অন্যে অগ্নয় উপক্ষিতো
বয়া ইব।
বিপো ন দ্যুম্না নি যুবে জনানাং তব ক্ষত্রাণি
বর্দ্ধয়ন্।"
ঋগ্বেদ ৮।১১।৩৩

অস্যোপরিভাষ্যকারসায়ণাচার্য্যাহ—"হে অগ্নে ! যস্য তে তবাগ্নেঽগ্নয়ো বয়া ইব বৃক্ষস্য শাখা ইবোপক্ষিতঃ সমীপে নি বসংতো। জনানাং জানি মতাং মনুষ্যাণাং মধ্যেঽহং তস্য তব ক্ষত্রাণি তেজাংষি বলানি বা তস্য বর্দ্ধয়ন্ বিপো নঃ। স্তোতৃণামৈতৎ। অন্যে স্তোতার ইব দ্যুম্না দ্যোত মানান্যন্নানি যশাংসি বা নি যুবে। নিতরাং প্রাপ্নোমি ত্বৎ প্রসাদাল্লভেয়মিত্যর্থঃ।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রাংশের অভিপ্রায় এই যে 'নিঃ' নিঃশেষ হইতে রক্ষা করে বলিয়া উহার গূঢ়ার্থ ক্ষত্র, কিন্তু তাহা তেজস্বান্ যজ্ঞাগ্নি ই, তাঁহাকে হনন করায় তিনি জনসাধারণকে বিহিত-বিধানে পরিতাপ প্রদান করেন। ক্ষত্রশব্দে অগ্নির তেজই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, পুলোমা রাক্ষস ভৃগুর পত্নীর অবমাননা করায় এবং এবং অগ্নি তাহা দেখিয়াও রক্ষা না করাতে ভৃগু অগ্নিকে যে অভিসম্পাত করেন তাহাতেই আত্মসংহার করেন। এই আত্মসংহার অর্থাৎ স্বীয় ক্ষত্রবলের সম্বরণ করায় "নিঃক্ষত্র" শব্দে অগ্নির তেজ বিনাশ-ই উপপন্ন হইতেছে। ভৃগু ও অগ্নির বিরোধ বিষয়ক বিবরণ মহাভারতে এই ভাবে আছে,—

"ইতি শ্রুত্বা পুলোমায়া ভৃগু পরম মন্যুমান্।
শশাপাগ্নিমতিক্রুদ্ধঃ সর্ব্বভক্ষো ভবিষ্যসি॥ ৬।১৪
সর্ব্বভক্ষঃ কথং ত্বেষাং ভবিষ্যামি মুখং স্বহম।
চিন্তয়িত্বা ততো বহ্নি শ্চক্রে সংহার মাত্মনঃ॥১২
বিনাগ্নিনা প্রজাঃ সর্ব্বা-স্তত আসন্ সুদুঃখিতাঃ।
অথর্ষয় সমুদ্বিগ্নাঃ দেবান্ গত্বাব্রুবন্ বচঃ॥"৭।১৪
আদিপর্ব্ব।

বঙ্গার্থ।—(গৃহে রক্ষিত অগ্নির নিকট) মহামনা ভৃগু (পুলোমা রাক্ষস দ্বারা স্বীয় পত্নীর অবমাননার বিষয় জানিয়া) অতি ক্রোধে অগ্নিকে "সর্ব্বভক্ষ হও" বলিয়া অভিসম্পাত করেন। ভবিষ্যতে আমার মুখ সর্ব্বভক্ষ হইবে বহ্নি ইহা চিন্তা করিয়া তৎপর আত্মসংহার অর্থাৎ (লোকনয়নের অন্তরালে) গমন করিলেন। তখন অগ্নি অভাবে জনসাধারণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে ঋষিগণ সমুদ্বিগ্ন হইয়া (দেবলোকে) গমন করতঃ (অগ্নির অভাবের কথা) দেবতাদিগকে বলিলেন।

এখন সুযোগ্য পাঠকদিগের বোধ হয় আর "নিঃক্ষত্র" কথার মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে বেগ পাইতে হইবে না। কারণ যে মন্ত্রাংশ উদ্ধার করিয়া "নিঃক্ষত্র" শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তৎসহ মহাভারতোক্ত অগ্নি ভৃগুর বিবরণটী সম্পূর্ণরূপে মিল হইয়া গিয়াছে। তবে কথা এই পুরাণকার ভৃগুর দ্বারা "নিঃক্ষত্রত্ব" প্রতিপাদন করেন নাই ভার্গব রাম কর্ত্তৃকেই করিয়াছেন; সুতরাং ঐ আখ্যায়িকায় "নিঃক্ষত্র" ব্যুৎপাদিত হইলেও উহাকে সহজে সাধারণে গ্রহণ করেন না। এরূপ কথা কিন্তু নিতান্ত অল্পজ্ঞ জনের অবৈধ প্রয়োগ। পুরাণ সমূহ যখন বেদাবলম্বন করিয়াই লেখা হইয়াছে তখন সেই বেদের কথা জনসাধারণ সহজে গ্রহণ করিবেন না কেন? আমরা ত বেদের মন্ত্রাংশ লইয়াই কেবল প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হই নাই, সমগ্র সাঙ্গ বেদ হইতেই ভার্গব ও চান্দ্রবৈতহব্যদিগের সংঘর্ষণ এবং তৎফলে ভার্গবদিগের ঘৃণিত পরাজয়ের কথা বিবৃত করিতে প্রস্তুত আছি। প্রসঙ্গত একটী পরাজয়ের কথা এই স্থলে উদ্ধার করিয়া সংশয়াপন্ন পাঠকের চিত্তভ্রম দূরকরা যাইতেছে।—

"ভূমিষ্ট্যা পাতু হরিতেন বিশ্বভৃদগ্নিঃ পিপর্ত্ত্বস্মা সযোষাঃ।
বীরুধিষ্টে অর্জ্জুনং সংবিদানং দক্ষং দধাতু সুমনস্যমানম্॥৫
ত্রেধাজাতং জন্মনেদং হিরণ্য মগ্নেরেকং প্রিয়তমং বভুব
সোমস্যৈকং হিংসি তস্য পরাপতৎ।

অপামেকং বেধসাং রেত আহুস্তৎ
তে হিরণ্যং ত্রিবৃদস্ত্বায়ুষে ॥"৬
অথর্ব্ববেদ ৫।৩।১৮

অন্বয়ার্থ।—ভূম্ ভূমিং ইষ্ট্ব। ইচ্ছতি ইষ্টে অভিলষিতে বিরুধঃ সোমরস বিশেষঃ পাতু রক্ষতু বিশ্বভৃদগ্নিঃ জগদ্ধারণকারীবহ্নিঃ অয়সা হিরণ্যেন জ্যোতির্ম্ময়েন বা হরিতেন অঙ্গুলিনা করেন বা পিপর্ত্তু পালনং করোতু তৎ সোমরসং সুমনস্ত মানং পবিত্র চেতসং সংবিদানং সম্যক্ জ্ঞাতং অর্জ্জুনং অগ্নেঃ রূপস্য বৈতহব্য দায়াদস্য বা সযোষাঃ স্ত্রিয়াসহ দক্ষং বলম্ দধাতু ধারয়তু তৎ তে ইদং আহুঃ কথয়ন্তঃ ত্রেধা জাতং জন্মন ত্রিবিধ ভাবে জন্ম শালিন (কিন্তুতং ?) অগ্নিরেকং যে প্রিয়তমং হিরণ্যং জ্যোতির্ম্ময়ং বভূব ; একং সোমস্য চন্দ্রবংশ জাতসৌকং (সঃ কোহস্তি ?) যৎ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনমভবৎ, তস্য হিংসি হিংসিত্বা (কোহিংসি ? ভার্গবেন হিংসি) পরা ঘৃণা অনন্তৎ নিধনপ্রাপ্তবান্। একং অপাং ভুণাম্ (যৎকথিতং) বেধসাং মেধাবিনাম্ রেত উদকঃ সূত্রাত্মানা তু এবং হিরণ্যং জ্যোতির্ম্ময়ং আয়ুষে আয়ুষ্কর্ম্মে ত্রিবৃদস্তোম বিশেষং ইতি ভাবঃ।

উদ্ধৃত মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে রাজা কামনা থাকিলে সোমরস রক্ষা করিবে। যাহা জগদ্ধারণকারী অগ্নি স্বীয় জ্যোতির্ম্ময় করদ্বারা রক্ষা করিতেছেন। তাহা পবিত্রচিত্ত ও সম্যক্ জ্ঞাত সপত্নীবৈতহব্য অর্জ্জুনের বলকে ধারণ করুক! কথিত আছে সেই জননশীল এই ত্রিবিধ প্রকারে জাত—প্রিয়তম জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিই এক, চন্দ্রবংশে সমুৎপন্ন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন অপর এক, তাঁহাকে ভার্গবগণ হিংসা করিয়া সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল ; এবং সেই হিরণ্যময়কেই একমাত্র জননসার শুক্র কহে তাহা আয়ুষ্কর্ম্মে ত্রিবৃদ স্তোম।

উদ্ধৃত বেদ প্রমাণেও হৈহয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে ভার্গবগণ হিংসা করিয়া যে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল তাহাও সম্যক্প্রকার জানিতে পারা গেল। এই প্রমাণ ব্যতীত অথর্ব্ববেদ ও মহাভারতে ঐ উভয় বংশের বিরোধমূলক ভূয়োভূয়ঃ উপাখ্যান আছে ; বাহুল্য বিবেচনায় তাহার অবতারণা করিয়া আর পাঠকবর্গের ধৈর্য্য নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইব না। তবে পৌরাণিকেরা যে ভার্গব রামের কর্তৃত্বে "নিঃক্ষত্রত্ব" ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়াছেন এস্থলে তাহাই অপরাপর বৈদিক প্রমাণ সাহায্যে খণ্ডন করিব।

শুক্লযজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনব্রাহ্মণে অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রকরণে শ্রুতি বিহিত হইয়াছে যে,—যজ্ঞকারী নৃপতি যজ্ঞান্তে যূপস্পর্শ করিয়া সেনামুখ ভীষ্মকে চিন্তা করিবেন ॥২ সেই যজ্ঞাগ্নি কৃষ্ণমুখ, তিনি পূর্ব্বাগ্নিকারী এই জন্য পূর্ব্বাগ্নির চিন্তা করিবেন ॥৩ ব্রহ্মবিদ্যাও তদনুবর্ত্তিনী এই জন্য স্ত্রী পুরুষেরও চিন্তা করিবেন ॥৪ এবং—

"আশ্বিনাবদেতাঃ রামৌ বাহেবাঃ। বাহ্বোরেব বলং ধত্তে তস্মাদ্রাজা বাহুবলী ভাবুকঃ ॥"৫
শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩।১।১১

অন্বয়ার্থ—আশ্বিনৌ আশ্বিনীনন্দনৌ নাসত্যদস্রৌ কিন্তত্র তাৎপর্য্য তজ্জ প্রসঙ্গাত্তৎ পৌত্রৌ নকুল সহদেবৌ নামকৌ ক্ষত্রিয়ৌ উত যৌ (অতবৈদিকত্বাদ্বিভক্তি বিপরিনামেনান্বয়ঃ কার্য্যঃ নকুলসহদেব ক্ষত্রিয়ভাবমিত্যর্থঃ) তয়োরধঃ হীনৌ রামৌ ভার্গব মার্গবেয়ৌ যয়োর্বৃত্তান্তমৈতরেয় শ্রুত্যাধি গতং ত্বয়োর্বাহ্বোঃ বাহোবীর্য্যাদিত্যার্থঃ। ভার্গব মার্গবেয়ৌ ব্রাহ্মণৌ যৌ

নকুল সহদেব ক্ষত্রিয়ত্তাম্ বাহ্বোর্বীর্য্যাদ্ধীনা-রিতিভাবঃ। যতঃ বাহ্বো এব এবম্ প্রকারেণ বলং বীর্য্যং যত্তে ধারয়তি তস্মাৎ তত হেতো রাজা ক্ষত্রিয় নৃপতিঃ বাহুবলী বাহুবলবিশিষ্টঃ ক্ষত্রিয়ঃ (অত্র বিভক্ত বিপরিনামেন বাহুবল-শালিনং ক্ষত্রিয়ং) ভাবুকঃ চিন্তাপরায়ণো-ভূয়াদিত্যর্থঃ।

উপরি উদ্ধৃত শ্রুতির ভাবার্থ এই যে, অশ্বিনীপৌত্র নকুল ও সহদেবনামক প্রাসিদ্ধ পাণ্ডব কনিষ্ঠদ্বয় হইতেও ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত ভার্গব ও মার্গবের রামনামক ব্রাহ্মণদ্বয় নিকৃষ্ট। কিসে নিকৃষ্ট? বাহুবীর্য্যে নিকৃষ্ট। কেন না বাহুর বলধারণই স্বার্থ সে কারণে ক্ষত্রিয় নৃপতি বাহুবলী ক্ষত্রিয়ের চিন্তক হইবেন।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির প্রমাণে বুঝা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ রামদ্বয়ের বাহুবীর্য্য থাকিলেও ক্ষত্রিয় নকুল সহদেবের বাহুবীর্য্য হইতে হীন ছিল। সম্ভবতঃ কোনও সময় ঐ দুই ব্রাহ্মণের সহিত নকুল সহদেবের বীর্য্য পরীক্ষা হইয়াছিল এবং তাহাতে বীরত্ব গর্ব্বিত ব্রাহ্মণদ্বয় পরাভূত হইয়াছিলেন। সেই জন্য শ্রুতি ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন "ব্রাহ্মণ রামদ্বয়ের বাহুবল অশ্বিনী অপত্যদ্বয়ের বাহুবল হইতে হীন।" তবেই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল যে, হীন-বীর্য ভার্গব রাম অথবা মৃগয়ুর পুত্র রাম, বীর্য্যবান্ ক্ষত্রিয়দিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া ক্ষত্রিয়দিগের উচ্ছেদ করা দূরে থাকুক বরং পরাভূত হইয়াছিলেন। এই গর্ব্বিত ব্রাহ্মণদ্বয় সম্বন্ধে সম্রাট্ পরীক্ষিতনন্দন জন্মেজয়ের যজ্ঞ উপলক্ষে একটি নিন্দাজনক বিষয় জানিতে পারা যায় যে,—

"পারিক্ষিতস্য জন্মেজয়স্য বিকশ্যপে যজ্ঞে তৈ স্তে তত্র বীরবন্ত আসুঃ কশ্চি ত্তৌ অস্মাকাস্তি বীরো য ইমংসোমপীথমভিজেষ্যতীতি। অয়মহমস্মি (১) যো বীর ইতি হোবাচ রামো ভার্গবেয়ো রামো হাস মার্গবে যোহনূচানঃ শ্যাপর্ণীয় স্তেষাং হোত্রিষ্টতামুবাচাপি নু রাজন্নিত্থং বিদং বেদে কৃপ্যাপয়ন্তীতি। যস্থং কথং বেপ্য ব্রহ্মবন্ধবিতি।"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।২৭।৫

বঙ্গার্থ—পরীক্ষিত কুমার রাজা জন্মেজয়ের যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সেই দুই গর্ব্বিত ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন;—কে এমন বীর্য্যবান্ আছে যে বীর, এই সোমপায়ীকে সমস্তাদ্ জয় করিতে পারে? তাহাতে ভার্গব বংশীয় রাম বলিলেন,—তোমাদের মধ্যে ইনই বীর যে হেতু মৃগয়নাম্নী ব্রাহ্মণ সম্পর্কীয়া নারীর পুত্র এই গর্ব্বিত রাম তাহাদেরই অর্থাৎ তোমাদেরই আছে; কিন্তু পরকীয় শত্রু বিজয়ী ভার্গবরাম আমি পূর্ব্বাপরই বর্ত্তমান আছি। তখন সেই দেশে অবস্থিত মার্গবেয় রাম প্রত্যুত্তরে বলিলেন—হে রাজন্! যাগ সম্বন্ধে প্রয়োগ প্রকারাভিজ্ঞ আমাকে বরণ করিয়া ত্বরায় দণ্ড-পাণি দৌবারিকদ্বারা ইহাদিগকে বিতাড়িত করুন। তাহা শ্রবণ করিয়া বিশ্বন্তর অর্থাৎ যজ্ঞে সমাগত ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরকে ব্রাহ্মণাধম বলিয়া ধাবিত হইলেন।

প্রাগুক্ত শ্রুতিদ্বয়ের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্রাহ্মণ রামদ্বয় বীরত্বের গর্ব্ব করিত বটে, সে গর্ব্ব ক্ষত্রিয়ের

১। অয়মহমস্মি সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন অয়মহমস্মি ইত্যাদি।

নিকট খর্ব্বই হইয়াছিল সুতরাং এবম্বিধ অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া ক্ষত্রিয় নিঃশেষের কথা প্রতিষ্ঠাকামী পৌরাণিক ব্রাহ্মণদিগের কষ্ট কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ফলতঃ এ কথা বলা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মণ জাতি ত আবহমানকাল প্রতিষ্ঠিত আছেন তাঁহাদের আবার প্রতিষ্ঠার কামনা কোথায়? ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রম সমাজে প্রথম স্থানাধিকার করিয়া রহিয়াছেন সত্য কিন্তু ক্ষত্রিয় শৌর্য্য-বীর্য্য-ঐশ্বর্য্য-ব্রহ্মবিদ্যার নিলয়। পুরাকালে অনেক শিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের নিকট বিদ্যার্থী হইয়াও সহজে তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। এইরূপ বহুতর ঐতিহ্য রহিয়াছে। কুতূহলী পাঠক নিম্নোদ্ধৃত সাম শ্রুতিটী পড়িলেই তাহা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

"ইয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরাবিদ্যা ব্রাহ্মণান্
গচ্ছতি তস্মাদু সর্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্থ!"
ছান্দোগ্যোপানিষদ ৫।৩।৭

বঙ্গার্থ—"এই পুরাতনী ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণদিগকে কখন দেওয়া হয় নাই; সেই কারণে প্রাচীনকাল হইতে জনসাধারণ বলিয়া থাকে যে এই তত্ত্ব ক্ষত্রিয়ের।"

যাঁহাদের জাতীয়তার গৌরব আছে তাঁহারা কি এই অবমাননা সূচক উপেক্ষা শুনিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? কখনই নহে। সুতরাং তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে পৌরাণিক ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপরতা তথা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছু হইয়া মন্ত্রার্থের কষ্টার্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না? তাই বলিতেছিলাম হে কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয়বৃন্দ! আসুন আপনারা অবিলম্বে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বেদ বিস্তার করুন এবং তাহার স্বার্থের দ্বারা জনসাধারণের ভ্রম দূর করিয়া দিয়া পৈত্রপদের অনুসরণ করুন।

ওঁ শান্তি ওঁ।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণঃ।

ছোট-বৌ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

(৫)

ভ্রমণান্তে সন্ধ্যার পরেই ললিতমোহন গৃহে ফিরিয়াছেন। আহারাদি সম্পন্ন করিয়া প্রসন্নমনে শয্যায় আশ্রয়গ্রহণ করিয়া কত সুখের স্বপ্ন দেখিতেছেন—কত কথা ভাবিতেছেন। ছোট বৌয়ের সহিত আজ শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেই কিভাবে রসালাপ করিবেন, কি কি কথার আলোচনা করিবেন, স্থির করিতেছেন। আজ ছোট বৌ আসিতে কেন বিলম্ব করিতেছেন; ভাবিয়া অধীর হইতেছেন। পদসঞ্চারের শব্দ শুনিলেই উপাধান হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন! ছোট বৌ স্বামীর এতটা আকুলতাসত্ত্বেও রাত্রি ১১টার সময় গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া পান সাজিয়া নিজে খাইলেন—স্বামীকেও একটা দিলেন; পরে স্বামীর বাম-

পার্শ্বে শয্যাধিকার করিলেন। ছোট বৌ যে সম্প্রতি যতীনের বিবাহ দিতে অসম্মত হইবেন—প্রতিকূলাচরণ করিবেন, ললিতমোহন ক্ষণকালের জন্য ইহা মনে স্থানদান করেন নাই। বরং তিনি ছোট বৌয়ের অত্যন্ত প্রসন্নতারই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক বঙ্গীয় মহিলাই আজকাল কচি খোকার বধূ দর্শন জন্য উন্মাদিনী প্রায় হইয়া পড়েন 'বধূদর্শনে আহ্লাদে আটখানা হন; ছোট বৌ যে তাঁহাদের প্রকৃতির না হইয়া স্বতন্ত্র প্রকৃতির হইবেন; এরূপ ভাবিবার ললিতমোহনের কোন চিন্তার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। ছোট বৌ বিবাহ সম্বন্ধে কখনি কোন আলোচনা করেন নাই। ললিতমোহন হৃষ্টচিত্তে পান চিবাইতে চিবাইতে ছোট বৌকে কহিলেন—এত দিনে ত বৌয়ের শাশুড়ী হতে চল্‌লে। আর কি এখন ত তোমার সুখের দশা! গৃহকর্ম্মের ঝঞ্ঝাট অনেক লাঘব হবে—বসে বসে থাক্‌বে; ভাত খাবে আর হাত ধোবে!

ছোট বৌ। এত সুখে আমার কায নাই। ভগবান্ শরীরটা সুস্থ রাখ্‌লে আমি খেটে খেতেই সুখানুভব করি। "বাবু-নারী" হ'তে আমার সাধ নাই।

ললিত। সুখ এসে সাম্‌নে উপস্থিত হলে কে তাকে দূর করে দেয়। ছোট বৌ একথার কোন উত্তর না দিয়া বিষণ্ণচিত্তের অবসন্নস্বরে কহিলেন—ছেলের বিয়ে সম্প্রতি স্থগিত রাখ্‌লে ভাল হয় না? স্ত্রীর কাছে ললিতমোহন এরূপ কথা শুনিবেন, আশা করেন নাই—তিনি কথা শুনিয়া বিরক্ত হইলেন এবং বিরক্তিপূর্ণস্বরে কহিলেন—স্থগিত রাখ্‌তে বলছ কেন? তোমার কথায় আমি এমন ভাল সম্বন্ধটা হাতছাড়া করে নির্ব্বোধ সাজ্‌তে পার্‌ব না।

ছোট বৌ। এত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া ভাল নয়। তা ভাল সম্বন্ধ হাতছাড়া হবে বলে ছেলের ভাল মন্দের দিকে কি দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে না?

ললিত। কি, অল্প বয়স? এ বয়সে বিবাহ দিলে কি মন্দ হবে? যতীনের বয়স ত আঠার বছর—বসুদের কান্তির বার বছরে বিবাহ হইয়েছে—যামিনী চৌদ্দ বছর বয়সে বিবাহ করেছে। যার যখন সুবিধামত সম্বন্ধ যোটে; সে তখনি বিবাহ দেয়; তা বার চৌদ্দ বছরই কি আর আঠার বছরই কি। তোমার যত সৃষ্টিছাড়া কথা।

ছোট বৌ। আমার সৃষ্টিছাড়া কথা নয়, হিন্দুশাস্ত্রেরই কথা। তোমরাই আজকাল সৃষ্টিছাড়া হয়ে পড়েছ, তাই শাস্ত্রসম্মত কথাও তোমাদের কাছে ভাল লাগে না।

ললিত। অল্প বয়সে বিবাহ দিলে কি হয়?

ছোট বৌ। এও জান না—আয়ুঃক্ষয় হয়; বংশ লোপ হয়। তোমাদের হিন্দুশাস্ত্রকারেরা এই জন্যই যুবক যুবতীর সম্মিলনেরই পক্ষপাতী ছিলেন—বালক যুবতীর মিলনের বিরোধী ছিলেন।

ললিত। সে কেমন?

ছোট বৌ। সে কেমন শুন্‌বে—হিন্দু-বিবাহের সর্ব্বনিম্ন বয়সের পরিমাণ কন্যার আট বছর—বরের ২৪ বছর। ২৪ বছরের বর আট বছরের কন্যার পাণি পীড়ন করবে। চিন্তা করলে দেখ্‌তে পাবে পুরুষের ৩০ বৎসরের নিম্ন বয়সে স্ত্রীসম্মিলন ঋষিরা প্রকারান্তরে

নিসিদ্ধ করে গিয়াছেন, ৮ বছরের মেয়ে চৌদ্দ বছরে সন্তান ধারণশক্তি পায়-৩০ বছরের পুরুষ সন্তানোৎপাদনে অধিকারী হয়। ঋষিরা এত সতর্ক যে ২৪ বৎসরের পুরুষকে ৯।১০ বছরের মেয়ে বিবাহেরও অনুমতি দেন নাই। সন্তানসন্ততির দীর্ঘজীবন ও সমাজের উন্নতর আকাঙ্ক্ষা করিলে বালকবিবাহ রহিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। স্বার্থান্ধ হ'য়ে আত্ম-সুখ দর্শনে বিহ্বল হওয়া কাপুরুষেরই শোভা পায়। মানুষের সেইরূপ প্রবৃত্তি সংযত করাই সমীচীন।

ললিতমোহন আর ছোট বৌয়ের কথা সহ্য করিতে পারিলেন না—ছেলের বিয়ে দিবেন; টাকা পাইবেন; ভাল একঘর কুটুম্ব হবে—আনন্দে কথা; এতেও ছোট বৌ বাঁধা দিতে প্রস্তুত। ভদ্র লোকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গিয়াছে—দাদাকে বিস্তারিত লিখেছেন—গ্রামময় সম্বন্ধের খবর রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে; এখন ছোট বৌয়ের কথায় ছেলের বিবাহ বন্ধ রাখিলে লোকে তাহাকে কি বলিবে; এ চিন্তায় ললিতমোহনের মস্তিষ্ক গরম করিয়া তুলিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিলে স্বভাবতঃই রোষোৎপত্তি হয়; তাতে আবার প্রচুর স্বার্থ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে মানুষ অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। ললিতমোহনের নিকট ছোট বৌয়ের যুক্তিতর্ক অনাবশ্যক বিরক্তিকর ও অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া অনুমিত হইল। তিনি ক্রোধে কম্পিতস্বরে বলিলেন—এজে দেখ্‌ছি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দের অবতার! শাস্ত্রছাড়া কথা কয় না! স্ত্রীলোকের অতটা কি ভাল—মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের মত থাক্‌লেই ভাল দেখায়। ছেলের বিয়ে এখন দেওয়া উচিত কি অনুচিত সে চিন্তা আমরাই কর্‌বো—তোমার সে কথায় মাথা ঘামাবার দরকার নাই।

ছোট বৌ। মাথা ঘামাবার দরকার না থাক্‌লে কথা কহিতই বা কে? ছেলের ইষ্টা-নিষ্টের চিন্তায় আমার অধিকার তোমার অধিকার হতে কম নহে—বরং বেশী। দশ-মাস দশদিন কষ্টভোগ আমিই করেছি।

ললিত। তবে আর কি, মাথা কিনে নিয়েছ। উনিই যেন দশমাস দশদিন কষ্ট পেয়েছেন, আর কোন মেয়ে মানুষ যেন ঐরূপ কষ্ট ভোগ করে না। কোন্ ভদ্রস্ত্রী, স্বামীর কথার উপর কথা কয়—কার্য্যের উপর হস্ত-ক্ষেপ করে? তোমার মত বেয়াদব স্ত্রীলোক আমি কমই দেখেছি। ছোটলোকের ঘরেও এমন তর স্ত্রীলোক কম।

ছোট বৌ কখনও স্বামীর কাছে তিরস্কৃত হন নাই; আজ স্বামীর মুখে কর্কশবাক্য শুনিয়া তাহার মর্ম্মে বড় আঘাত লাগিল—চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল—ক্রোধের সঞ্চার হওয়ায় শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি—উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"যা মুখে আসে, তাই বল'না। মনেরেখ আমি তোমার স্ত্রী দাসী নহে। আমি কখনও তোমাকে অসম্মান-জনক কথা বলিনাই। আজ বাড়াবাড়ি কর্‌লে ছাড়াছাড়ি নাই। তুমি যা বল তা বল; তোমার চোকরাঙ্গানিতে আমি ভয় পাব না। আমার অমতে ছেলের বিয়ে দিতে তুমি কখনও পার্‌বে না।

ললিতমোহন ক্রোধে অধীর হইলেন; স্ত্রীর জেদ তাহার পীড়াদায়ক হইল। তিনি উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন।—"আমি ছেলের বিয়ে

দিব—দিব, দেখি কে ঠেকায়। এতদূর স্পর্দ্ধা! মেয়ে মানুষের এতবড় জোরের কথা। আবার কথার উপর কথা বল্‌লে মাথাভেঙ্গে দিব।” শান্তি পূর্ব্ব হইতেই ঝগড়ার সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া প্রস্তুত ছিলেম। ললিতমোহনের চীৎকার শুনিয়া ঘরের বাহির হইলেন। ললিতমোহনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“ছোটদাদা আরম্ভ করেছেন কি—লোকে নিন্দা কর্‌বে যে—সেজ খুড়ো এখনও সজাগ; আপনার হল কি?

“না,—পাজি মাগী আমাকে জ্বালাতন করে মার্‌লে—আর সইতে পারি না। আমার উপর কর্ত্তৃত্ব! আমি চল্‌লেম তোদের বাড়ী ছেড়ে—ওকে যদি কালই বাড়ী হতে বিদায় করে না দিস্ তবে আর এ বাড়ীতে কখনও আস্‌ব না।” ললিতমোহন এ কথা বলিতে বলিতে দরজা খুলিয়া রাগে গড় গড় করিতে করিতে জ্ঞানবাবুর বাড়ীপানে ছুটিলেন। শান্তি কত নিষেধ করিলেন—কাণে তুলিলেন না। ছোট বৌ বসিয়া বসিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শান্তি সান্ত্বনা দিয়া বিছনায় শোওয়াইয়া নিজেও ছোট বৌয়ের পাশে শয়ন করিলেন। ললিতমোহনের আনন্দ-কল্পনা কলহে পর্য্যবসিত হইল।

(৬)

রোষোন্মত্ত ললিতমোহন সেই রাত্রে জ্ঞানবাবুর বাড়ী উপনীত হইয়া তাঁহাকে জাগাইলেন। জাগাইয়া ছোট বৌয়ের নানারূপ দোষ কীর্ত্তন করিতে লগিলেন। ছোট বৌ যে তাঁহার নানারূপ অশান্তির কারণ হয়েছেন; তাহা বুঝাইলেন। তিনি যে প্রায় প্রতি কাযেই প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার মনোবেদনা দেন; তাহাও জানাইলেন, এইমাত্র ছোট বৌয়ের সহিত যে ঘটনা উপলক্ষে ঝগড়া হইয়াছে তাহাও প্রকাশ করিলেন। জ্ঞানবাবু বন্ধুর দুঃখে মুখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন,—মনে মনে ছোট বৌয়ের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন—প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানাদুঃখের কথায় চলিয়া গেল; পরে উভয়ে একত্র শয়ন করিলেন—জ্ঞান বাবুর পত্নী সে রাত্রের জন্য স্বামীর শয্যাধিকার হইতে বঞ্চিতা হইলেন। ললিতমোহন ও জ্ঞান বাবু উভয়ের কাহারও সে রাত্রে আর নিদ্রা হইল না। থাকিয়া থাকিয়া ললিতমোহন ছোট বৌয়ের নানাচ্ছন্দে দোষ-কীর্ত্তন করিয়া জ্ঞান বাবুকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। পরদিন প্রভাতে যতীন মাতাপিতার কলহের কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। পিতাকে বাড়ী আনয়নের জন্য যত্ন করিলেন; তিনি কিছুতেই আসিলেন না। কেবল মুখে এক কথা, ‘ওকে বাড়ী হতে দূর না কর্‌লে কখনি বাড়ী যাব না।’ যতীন জ্ঞানবাবুর দ্বারা পিতার মত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন—মাতার অভিপ্রায় যে সৎ ও যতীনের ইচ্ছানুরূপ তাহা জ্ঞানবাবুকে ভাল করে বলিতে বলিলেন—এইক্ষণ ছাত্রজীবনে বিবাহ করিলে তাহার যে যথেষ্ট ক্ষতি হইবে; ইহাও বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করাইতে অনুরোধ করিলেন। গ্রামের আরো দু’একজন ভাল লোক ললিতমোহনকে ছোট বৌয়ের শুভ সঙ্কল্পের সহায়তা করিতে পরামর্শ দিলেন। কুলোকেরা উত্তেজিত করিয়া একটু মজা দেখিতে প্রয়াস পাইল। এইরূপে ৭।৮ দিন

গেল। ক্রমেই ললিতমোহনের মতের পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতে লাগিল।

এদিকে ছোট বৌকেও নানাজনে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য নানারূপ বলিতে লাগিল—স্বামীর অবাধ্যতাচরণ করা সতী-নারীর কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে লোকনিন্দাও যেমন—অধর্ম্মও তেমন। ছোট বৌয়ের ন্যায় শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতীর পক্ষে সেরূপ ব্যবহার অশোভন। যেই যত বলিল, ছোট বৌ কিছুতেই বিচলিতা হইল না—তাঁহার সঙ্কল্প অটল করিয়া রাখিলেন। তিনি মনে মনে জানিতেন—"স্বামীর মত পরিবর্ত্তন শীঘ্র হউক আর বিলম্বেই হউক হইবেই"—দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিয়া শুভসঙ্কল্প নষ্টকরা তাঁহার অভিপ্রেত হইল না। ললিতমোহনের সহিত যে রাত্রে ছোট বৌয়ের ঝগড়া হয়—তার পরদিন ছোট বৌ ভাসুর-ঠাকুরের কাছে বর্ত্তমান সময় যতীনের বিবাহের অসঙ্গতি সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ একপত্র লিখিয়া কনিষ্ঠকে নিষেধাজ্ঞা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সেই পত্র পাইয়া ললিত-মোহনকে একপত্র লিখিয়াছেন; সেপত্রও ললিতমোহনের হস্তগত হইল। শারদাবাবুর বিস্তীর্ণপত্রের সংক্ষিপ্তমর্ম্ম এইরূপ—ছোট বৌ-মা, আমার একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। তাঁহার পরামর্শ আমাদের শোনা আবশ্যক। আমি চিন্তা করে দেখিলাম, যতীনের বিবাহ আজকাল না দেওয়াই ভাল। সংসার-খরচ ও পড়ার খরচ আমি যেরূপে পারি চালাইব। তুমি ছোট বৌয়ের মনঃপীড়া দিয়া যতীনের অনুপযুক্ত বয়সে পরিণয়োদ্যম্ ত্যাগ কর।" ক্রমেই ললিতমোহনের মত পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছিল; যাহা কিছু বাকী ছিল; দাদার পত্র পাইয়া তাহাও আর রহিল না—ললিত-মোহন বিবাহ দিবার ইচ্ছা আর অন্তঃকরণে স্থানদিতে পারিলেন না। তিনি শান্তচিত্তে গৃহে গমন করিলেন। স্বামী স্ত্রীতে দেখা হ'লে লজ্জায় প্রথমতঃ কেহই কথা কহিতে পারিলেন না—"ছোট বৌ হাসিতে লাগিলেন। ললিতমোহন হাসিয়া বলিলেন—হাসবেই ত? তোমার জেদ-ই ত বহাল রইল—তোমারই ত জয় হ'ল।' ছোট বৌ বিনীতভাবে কহিলেন—'অন্যায় জেদের বশবর্ত্তী হইয়া কখনি ছোট বৌ, স্বামীর মনোবেদনার কারণ হন নাই—জয় আমারও নয়—তোমারও নয়—তোমার বংশের জয় হ'ল।' তুমি স্বামী দেবতা, আমার অপ্রিয় বাক্য-প্রয়োগ-দোষ ক্ষমা কর। আমি যেন এইরূপ অন্যায় পথ হইতে সর্ব্বদাই স্বামীকে ফিরাইয়া আনিতে পারি।

ললিতমোহনও বলিলেন—'আমার ব্যবহারও তুমি ভুলিয়া যাও—আমার প্রতি প্রসন্না হও।' ছোট বৌ হাসিয়া উঠিলেন। পতি-পত্নীর মনোমালিন্য অরুণোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিলোপ হইয়া গেল। এইরূপে ছোট বৌ, সমাজের উপর একটী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন, দেশবাসী নরনারীর মনে বিবাহ সম্বন্ধে একটা অভিনব চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিলেন—সমাজ ও বংশের হিতকামনায় কিরূপে স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে হয়, সমাজকে তাহা দেখাইলেন। ছোট বৌয়ের শিক্ষা ও হৃদয়ের বল এবম্প্রকারে সামাজিক কুসংস্কার ও স্বামীর হৃদয়ের উপর জয়লাভ করিল। যতদিন বঙ্গের ঘরে ঘরে ছোট বৌয়ের ন্যায় নারীগণ, সমাজ-চিন্তা না করিবে, ততদিন পুরুষের গগনস্পর্শী

উচ্চচীৎকারে সমাজের পর্ব্বতপ্রমাণ আবর্জ্জনার একগাছি তৃণও স্থানচ্যুত হইবে না; আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ভগবান্ সন্নিধানে প্রার্থনা করি, গৃহে গৃহে নারীহৃদয়ে ছোট বৌয়ের প্রকৃতি সংক্রামিত হউক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

প্রাচ্যে প্রতীচ্যপ্রভাব।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

বঙ্গীয় সমাজের এ জাগরণে, এ উত্থানে এবং শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াকলাপে কতিপয় শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য নীচমনা ব্রাহ্মণ খড়্গহস্ত হইয়াছেন এবং হিংসা ও অসূয়ানীলে দাবানল সৃষ্টি করিয়া হিন্দুর জাতীয়জীবন ভস্মীভূত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। আবার কতিপয়, দুরিত দুর্গন্ধি ঈর্ষা ও অভিমানের আক্রোশে এবং নীচস্বার্থে প্রণোদিত হইয়া অকৃতজ্ঞতার শাণিত খড়্গগ্রহণে, হিংসার সাংঘাতিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ক্রোধে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং অবিরত জাতীয়জীবনের মেরুদণ্ডে আঘাত করিতেছেন। আবার কেহ কেহ বা তুচ্ছ অভিমানের বৃশ্চিকদংশনে জ্বালার উপর জ্বালা বাড়াইয়া লইয়া শান্তিময় মিলনমন্দিরে সহসা এক ভীষণ দৈত্যরূপে উপস্থিত হইয়া জাতীয় সুখ-সৌভাগ্য দলিত ও বিধ্বস্ত করিবার দুরভিসন্ধিতে গললগ্নী কৃতবাসে দেবতার নিকট বর ভিক্ষা করিতেছেন, আবার কেহ বা সাম্প্রদায়িক কালিমায় কলুষিত হইয়া অবোধের ন্যায় তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছেন এবং বোধ হইতেছে তিনি যেন গোলাপ, গন্ধরাজ, বেলি, চামেলি প্রভৃতি সুরভি সুন্দর সুখ-শীতল কুসুমের বিলাসউদ্যানে বিষাক্তলতা; অথবা কোকিল, কপোত, শ্যামা প্রভৃতি কলকণ্ঠ-বিহঙ্গ-কূজিত-বিনোদ বিপিনে বিষধর বন্য বায়সপক্ষী কিম্বা অযোধ্যার দেব-ভবনরূপ দশরথ-নিবাসে পাপিষ্ঠা মন্থরা। ভ্রমান্ধ বুঝিতেছেন না যে, বর্ত্তমান ভারতাকাশে হিন্দু ও মুসলমানের প্রধূমিত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নিতে যে ধূমপুঞ্জ নির্গত হইয়াছে তাহাতেই যে কালমেঘ সঞ্চিত হইয়াছে তাহাই ভয়ানক, আর নূতন মেঘের সৃষ্টি করিয়া এদেশ উচ্ছিন্ন হওয়ার পথ সুপ্রশস্ত করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং ঐরূপ আবেদন নিবেদনে বর্ত্তমান সময়ে কোন ফল ফলিবে না কারণ একতাসংস্থাপনই সুসভ্যজাতির মুখ্যউদ্দেশ্য এবং তাহাই উন্নতির প্রধান সোপান। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া কেহই জ্ঞানের-প্রদীপ ভাবিয়া আলেয়ার আলোর অনুসরণ করিবে না, মন্দারমালা ভ্রমে সর্পকে গ্রহণ করিবে না এবং দেবীর আসনে দানবীর স্থান দিবে না। সত্য বটে যে অতুলনীয় মহাকাব্যের অপার্থিব সৌন্দর্য্যের নিকট জগৎ ভক্তি ও প্রীতির সহিত মস্তক অবনত করিতেছে তাহা আর্য্য-

ঋষির রসময়ী লেখনী হইতে বিনির্গত হয়—যে দর্শনাদি শাস্ত্রে অলোকসাধারণ জ্ঞান-গরিমার বিকাশ দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইতেছেন, আর্য্যঋষিগণেই তাহার প্রচার করেন—যে প্রভাবতী চিকিৎসাবিদ্যায় নানারোগের প্রতীকার হইতেছে এই ভারতভূমিতেই তাহার বীজ উপ্ত হয়—যে উজ্জয়িনীজনিতা কবিতাবলীর মধুময় কুসুম স্বর্গীয় সৌরভে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতেছে আর্য্যকবি হইতেই তাহা বিকশিত হয়—যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের দুরাবগাহ তত্ত্বে বিংশ শতাব্দীর পণ্ডিত-মণ্ডলী হাবুডুবু খাইতেছেন আর্য্যঋষিগণই তাহা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। মহা-প্রভাব ভারতীয় আর্য্যগণ এইরূপে একসময়ে অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বহুদিনাবধি সে আলো আঁধারে ডুবিয়াছে, জ্ঞানের সে উজ্জ্বল দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, উন্নতিচন্দ্রমায় গ্রহণ লাগিয়াছে, মহত্বের পারিজাত আর ফুটিতেছে না, সৌভাগ্য-সূর্য্য আর উঠিতেছে না, ভারতাকাশ কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার ঘনমেঘে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য-জ্ঞানালোকেই এখন ক্রমে ঘোর অন্ধকার অপসৃত হইতেছে, দুই একটী জ্ঞানের পারিজাত ফুটিতেছে এবং কালসহকারে গৌরব-রবি উঠিবে এবং উন্নতির বিজলীরেখা বিদ্যুদ্দাম স্ফুরণপ্রভায় ভারতাকাশ বিভাসিত করিয়া বিশ্ববাসী জনগণকে চকিত ও অভিভূত করিয়া ফেলিবে। অই দেখুন ভারতগগনে এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্র, Dr. P. C. Roy.—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্রসন্নকুমার Dr. P. K. Roy, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ৺মধুসূদন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ৺রমেশচন্দ্র—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী ৺লালমোহন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতি ৺দ্বারকানাথ ও ৺রমেশচন্দ্র মিত্র এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর-পুরুষ লেপ্টন্যান্ট ৺সুরেশচন্দ্র। ইহারা কি পাশ্চাত্য শিক্ষা-কল্পতরুর অমৃতায়মান ফলস্বরূপ নহেন? যে শিক্ষার প্রভাবে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় সংসারত্যাগী ধর্ম্ম-প্রচারকের সৃষ্টি হয়, সে শিক্ষা কি কেবল-ই ঐহিক-সর্ব্বস্ব একদেশদর্শী অসম্পূর্ণ শিক্ষা? যে শিক্ষার স্রোতে এইরূপ কৃতী, মহানুভব পুরুষসিংহ সমুদয়ের আবির্ভাব হয়, সে শিক্ষা কি গ্রহণীয় নহে? আর যে জাতিতে ঐরূপ দেবোপম মহাপুরুষগণের রক্ত প্রবাহিত সে জাতি কি হীন জাতি? সে জাতি কি জঘন্য দাসত্ব-ব্যবসায়ী শূদ্র?

সুদূরগগনের শ্বেতস্ফুট অরুন্ধতী যেমন আবিলগগনে চর্ম্মচক্ষের বিষয়ীভূত নহে তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম স্রোত নীচজাতিতে এবং সাধারণ মানুষে প্রতিভাত হইতে চাহে না এবং প্রতিভাত হইতেও পারে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তারস্বরে বলিতেছে Greatmen can only spring from great nation (Sti Mathew) বড়লোক বড় জাতিতেই জন্মে। তাই বলি বঙ্গীয় কায়স্থমহোদয়গণ; পাশ্চাত্য-শিক্ষা দীক্ষায় কত নীচজাতি উচ্চজাতি হইতে চাহিল, কত নীচজাতি তোমাদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞারচক্ষে দেখিতেছে; জাতীয়তরঙ্গের এ আবর্ত্তনে তোমরা নীরব ও নিশ্চল থাকিও না, এ অধঃপতনের পতিতাবস্থায় জীবনপাত করিও না। তোমরা আর্য্যাবর্ত্তবাসী মূল পৌরাণিক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আর্য্যজাতি। এক-সময়ে অর্দ্ধেক ভারতবর্ষে তোমরাই রাজপুজা

ও রাজসম্মানলাভ করিতেছিলে এবং অদ্যাপি তোমাদের স্বজাতিয়েরা গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-কাবেরী-বিধৌতস্থলে,-পঞ্চনদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ জনপদে,—একসময়ের স্বাধীনতাপ্রদীপ্ত মহারাষ্ট্রদেশে,—এমন কি ভারতবর্ষের প্রাত পল্লী নিকেতনে সসম্মানে ও সগৌরবে বিরাজিত। যে শিক্ষা দীক্ষা মান সম্ভ্রমে এবং সংস্কার সদাচারে এ জাতি অলঙ্কৃত তোমারাও সেইরূপ আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপে, শিক্ষায় দীক্ষায় অলঙ্কৃত হইয়া জাতীয় মান সম্মান সংরক্ষণে কৃতসঙ্কল্প হও। পিতৃপুরুষের মুখোজ্জল করিয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়া একতার বলে বলীয়ান্ হও। একতায় বল-সম্মিলনে সিদ্ধি ইহাই পাশ্চাত্য-শিক্ষা গম্ভীর-স্বরে উপদেশ দিতেছে, জ্ঞানীর এ বাক্য অবশ্য শিরোধার্য্য। পাশ্চাত্যজাতি এই পথের অনুসরণ করিয়া এত বড় হইয়াছেন, মহাজনের পথ-ই গন্তব্য পথ। আর যদি সে সদুপদেশ গ্রহণ না কর, সে পথের পথিক হইতে ইচ্ছা না থাকে তবে সমগ্র ভারতব্যাপী আর্য্য-কায়স্থ-জাতিকে তোমাদের পাপ সংস্পর্শে ও অন্যায় পরিচয়ে কলঙ্কিত কর কেন? উপযুক্ত ভ্রাতাকে অনুপযুক্ত ভ্রাতার পরিচয়ে অবমানিত না করাই শ্রেয়ঃ। পাশ্চাত্যশিক্ষার ইহাও একটি সুফল। বর্ত্তমান প্রতীচ্যজাতি অনুন্নত জাতির ধ্বংস সাধন-ই করিয়া থাকেন। যাও তবে তোমরাও যাও—যে পথে প্রাগৈতিহাসিক-কালের অনন্ত কোটি বৎসর সময়, সাগরের অতল গহ্বরে যাইয়া বিলীন হইয়াছে—যে পথে যুগের পর যুগ, মন্বন্তরের পর মন্বন্তর মানবজাতির ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতির ইতিবৃত্ত লইয়া মন এবং বুদ্ধির অগম্য মহাকালের অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে—যে পথে স্বচ্ছসলিলা রামায়ণী গঙ্গার বিষাদময় তরঙ্গরাশি—শ্যামসলিলা লীলাময়ী যমুনার বীচি-বিক্ষোভ-মালা,—কৌরব, পাণ্ডব এবং যাদব প্রভৃতি আর্য্য-বীরদিগের অতুলনীয় প্রতাপ ও মহত্ব এবং আসীরীয় মসারীয় গ্রীক, রোমক এবং কার্থেজীয় প্রভৃতি অসংখ্য জাতির উত্থান ও পতনের কাহিনী লইয়া তোমাদের যুগ যুগান্তরের ন্যায় কত সহস্র যুগ যুগান্তর অপার ও অচিন্তনীয় কাল-সমুদ্রের কুক্ষিতে বিলয় পাইয়াছে—তোমরাও বুদ্বুদের মত মুহূর্ত্তবিলাসে মুগ্ধ রহিয়া আলস্য-স্রোতে ভাসমান থাকিয়া, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কালিমায় কলুষিত হইয়া, উপেক্ষার্ণবে নিমজ্জিত থাকিয়া এবং অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়া সেই মহাকাল-সমুদ্রে যাইয়া চিরকাল তরে ডুবিয়া যাও, এবং তাহা হইলে আর এ বিংশ শতাব্দীর উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইতে হইবে না, পাশ্চাত্য অভিমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইতে হইবে না এবং প্রতীচ্য-প্রভাবে উজ্জীবিত হইতে হইবে না।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

সমালোচনা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

এ বিষয়ে বায়ুপুরাণের (১) শেষে একটি উপখ্যান আছে যথা—ব্যাসদেব সমুদায় উপনিষদ দেখিয়া ব্রহ্মসূত্রে নির্গুণ ব্রহ্ম নির্ণয় করিয়া চিন্তা করিলেন যে কোন কোন উপনিষধে দেখিতেছি যে এই নির্গুণ ব্রহ্মের মধ্যেও আর এক জ্যোতি আছে—

এবং ব্রহ্মণি চিদ্রূপে নির্গুণে ভেদবর্জ্জিতে।
গোলক সংজ্ঞকে কৃষ্ণো দীব্যতীতিশ্রুতং ময়া॥

এইরূপে নির্গুণ, ভেদবর্জ্জিত, চিদ্রূপ ব্রহ্মে গোলোক সংজ্ঞা প্রাপ্তস্থানে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন ইহা আমি শ্রবণ করিতেছি।

এই সংশয় উপস্থিত হইলে প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যাসদেব মন্দারপর্ব্বতে চতুর্ব্বেদের আরাধনা করিতে লাগিলেন। চতুর্ব্বেদ সন্তুষ্ট হইয়া ব্যাসদেবের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন যে "তুমি মহাভারত, পুরাণ ও ব্রহ্মসূত্রে যে ব্রহ্ম নির্ণয় করিয়াছ তাহা সাধারণের পক্ষে হইয়াছে কিন্তু সেই আত্মার ও পুষ্পের গন্ধের ন্যায় আর এক আত্মা আছেন তাহার পর আর কিছুই নাই। আমরা চতুর্ব্বেদ শব্দাত্মক মাত্র আমরা সে স্থানে যাইতে পারি না"—

ইতিহাস পুরাণেষু সূত্রেষ্বপি তথৈব চ।
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণ কারণম্॥
তস্যাত্মনোপ্যাত্ম ভাবতয়া পুষ্পস্য গন্ধবৎ।
রসবদ্ বা ভবেদ্রূপং তস্মাৎ পরতরং নহি॥

(১) গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে প্রকাশিত।

নচতত্র বয়ং শক্তাঃ শব্দাদীতে তদাত্মকাঃ॥

আরও শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম। দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ; মথুরার শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতর।

ব্রজে কৃষ্ণ পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ॥
শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ২০ পরিচ্ছেদে।
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতাব্যক্তাভূদ্ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরাদিষু॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাব লহর্য্যাং।

দ্বারকা ও মথুরার শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ কিন্তু বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ। শ্রীবৃন্দাবনে ঐশ্বর্য্যের প্রকটরূপে স্থায়ীভাবে বিকাশ নাই। ঐশ্বর্য্য ক্ষণপ্রভার ন্যায় বিকাশ হইতেন। বসুদেব, দেবকী, নন্দ, যশোদা গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বুঝিতে পারিলেই, শ্রীকৃষ্ণ তখনই বৈষ্ণবীমায়া প্রকাশ করিয়া সেই ঐশ্বর্য্য আবরণ করিয়া রাখেন ইহাই ব্রজলীলার মাধুরী! শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে বসুদেব ও দেবকী তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন; কিন্তু তখনই তিনি মায়া বিস্তার করিয়া আপনাকে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় দেখাইয়াছিলেন,—

ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ॥
শ্রীভাগবতে ১০।৩।৪৬॥

শ্রীকৃষ্ণ মৃদ্ ভক্ষণ করিলে যশোদা মুখ দেখিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ মুখ ব্যাদন করিয়া মুখের মধ্যে পর্ব্বত, দ্বীপ, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি দেখাইলে যশোদা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য জানিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। অমনি শ্রীকৃষ্ণ মায়া বিস্তার করিয়া সে জ্ঞান হরণ করিলেন; তৎক্ষণাৎ যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র জানিয়া ক্রোড়ে লইলেন,—

ইত্থং বিদিত তত্ত্বায়াং গোপিকায়াং সঈশ্বরঃ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ ॥৪৩
সদ্যোনষ্ট স্মৃতির্গোপী সারোপ্যারোহমাত্মজম্।
প্রবৃদ্ধস্নেহকালল হৃদয়াসীৎ যথা পুরা ॥৪৪
ত্রয্যাচোপ নিষদ্ভিশ্চ সাংখ্য যোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥৪৫
শ্রীভাগবতে ১০। ৮।

নন্দমহারাজের শ্রীকৃষ্ণে পুত্র জ্ঞান থাকিলেও উদ্ধবমহাশয়ের নিকট তাঁহার উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন,—

মনসোবৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণ পাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বা চোহভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদষু ॥৩৬
শ্রীভাগবতে ১০। ৪৭ ॥

গোপঙ্গনাগণের ও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য জ্ঞান কখনও কখনও হইত, কিন্তু পরক্ষণেই সে জ্ঞান তিরোহিত হইত! গোপঙ্গনাগণ রাসে কখন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিতেছেন,—

নখলু গোপিকানন্দনোভবান্।
অখিল দেহিনামন্তরাত্মদৃক্ ॥
বিখনসার্থিতো বিশ্ব গুপ্তয়ে।
সখউদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥৪
শ্রীভাগবতে ১০। ৩১ অধ্যায়ে।

সে ঈশ্বরজ্ঞান পরক্ষণেই লোপ হইয়া পুনরায় বলিতেছেন—

মধুরয়াগিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধি করীরিমা বীর মুহ্যতী।
রধরসীধুনাপ্যায়য় স্ব নঃ ॥৮
শ্রীভাগবতে ১০। ৩১ অধ্যায়ে।

শ্রীবৃন্দাবনে ঐশ্বর্য্যশালী নারায়ণ প্রবেশ করিতে পারেন না। গোপাঙ্গনাগণ নারায়ণ-মূর্ত্তি দেখিলে সঙ্কুচিতা হন—

নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করি হয় নারায়ণে ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে ॥
শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ৯ পরিচ্ছেদে।

সম্পাদক মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে বাসিয়া ব্রহ্মের সুখকে পরম সুখ বলিলেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আপনি গীতার যে শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রমাণ দিয়াছেন তাহা ঈশ্বর সমাধির ভাব নহে উহা আত্মসমাধি। (৬)

(৬) শাস্ত্রী মহাশয় মৎপ্রযুক্ত "ব্রহ্মসংস্পর্শ-জনিত অপূর্ব্ব আনন্দ" পদের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমি ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করি নাই। যোগী যে পরমানন্দ ঈশ্বর প্রণিধানাদি ক্রিয়া দ্বারা লাভ করেন, ভক্ত শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীভগবানের মূর্ত্তিদর্শনে তাহা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ ভক্তের কোন যম-নিয়মাসন ইত্যাদি ক্রিয়া করিতে হয় না। "ব্রহ্মসংস্পর্শং=ব্রহ্মণাপরেণ সংস্পর্শো যস্য তৎ ব্রহ্মসংস্পর্শং, অর্থাৎ যে সুখে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ করা হইয়াছে তাদৃশ সুখকেই ব্রহ্মসংস্পর্শ সুখ বলে। ভাগবতের ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকটীতে ব্রহ্মজ্ঞান দূর হইবার কোনও কথা নাই। উহাতে কেবল ইহাই মাত্র লিখিত হইয়াছে—স্বরূপানন্দাদপি তেষাং, অক্ষরজুষাং ব্রহ্মানন্দ সেবিনাং ভজনানন্দাধিক্যমাহ, অর্থাৎ

৫। ১৩০ পৃষ্ঠা—১ স্তম্ভ—৯ পংক্তি।

"স্থল" স্থানে "স্থান" হইবে। (চ)

৬। ১৩১ পৃষ্ঠা—১ স্তম্ভ।—২ পংক্তি।

"কিন্তু আমাদিগের নিকট বৃক্ষটি আধুনিক বলিয়া প্রতীয়মান হইল।" ভক্তের নিকট এ কথাও তাঁহার মর্ম্মন্তুদ। "মন্থন চিহ্ন" যদি ভগবানের লীলা বলিয়া বিশ্বাস হইল তাহা হইলে এ বৃক্ষ সমানভাবে আছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না কি? ভগবানে বিশ্বাস থাকিলে সমুদয়ই সম্ভব। পূর্ব্বে ইহাও প্রমাণ হইয়াছে যে বৃন্দাবনের লীলা নিত্য ও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কৈশোর বয়স। ধর্ম্মজীবনে সন্দেহ করা ভাল নহে। (ছ)

৭। ১৩১ পৃষ্ঠা—১ স্তম্ভ। ১৮ পংক্তি।

বৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধন দশ ক্রোশ নহে— ৭ ক্রোশ। (ঞ)

৮। ঐ—ঐ

"যাত্রিগণ উহার শিখরদেশে আরোহণ করে না" কথাটা ভক্তের নহে। (ট) বৃন্দাবনে যিনি গমন করেন তিনিই পুণ্যশীল। ভগবানের লীলাদর্শন ও শ্রবণ পুণ্য ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। স্বামীপাদ কহেন, যে পুণ্য ব্যতিরেকে লীলা শ্রবণেচ্ছা হয় না।

"শ্রবণেচ্ছাতু পুণ্যৈর্বিনা নোৎপদ্যতে"

শ্রীভাগবতে ১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকের টীকা

তখন লীলাশ্রবণ ও দর্শন যে পুণ্য তাহাতে সন্দেহ কি? সুতরাং যাত্রিগণ আরোহণ করেন না। এখানে ধনী ও দরিদ্র নাই, মূর্খ ও পণ্ডিত নাই, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র নাই, ভক্তির নিকট কোন বিচার নাই।

অন্যান্য সামান্য বর্ণাশুদ্ধির উল্লেখ করিলাম না।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

সনকাদি মুনিগণের শ্রীভগবানের পদারবৃন্দের তুলসী ইত্যাদির গন্ধে "সংক্ষোভং" অর্থাৎ শরীরে রোমাঞ্চ ও চিত্তে অতি হর্ষ উৎপাদন করিয়াছিল। আমিও তাহাই বলিয়াছি, শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি অক্ষরে অক্ষরে স্বীকার করি কেন না আমিও তাঁহার উপাসক। মূলকথা আমার নিকট শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। এই সম্বন্ধে কোন তর্ক আমি করিব না, কারণ আমার বিশ্বাসে যাহা তিনি তাহাই আমি লিখিয়াছি, তর্ক আমি করিব না, কারণ তর্কে তিনি বহুদূর।

(চ) ইহা মুদ্রাকরের ভ্রম।

(ছ) বৃক্ষটী দেখিয়া বাস্তবিক আমার সন্দেহ হইয়াছিল। আমি উহাকে রক্ষকদিগের অর্থোপার্জ্জনের উপায় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।

(ঞ) আমি নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না।

(ট) আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উহা হয় মুদ্রাকরের ভ্রম, কিম্বা আমারই লেখনীচ্যুতি। (Slip of the pen.)

আমরা শাস্ত্রী মহাশয়কে সর্ব্বান্তঃকরণে এই সমালোচনা জন্য ধন্যবাদ দিলাম। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি, আমার ধর্ম্মশাস্ত্রে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই।

সম্পাদক।

ভারতেশ্বরাভিনন্দনম্ *

সদাকাঙ্ক্ষ্যং সত্যাভিগমনুজ পালোভিমহিতং
পদং যন্মর্ত্ত্যানাং সহবসতিকামৈরপি সুরৈঃ।
অবিশ্রান্তো যস্মৈ স চ করসহস্রং বিতরতি
স্বয়ং সূর্য্যস্তস্যাঃ ক ইব মহিমা ভারতভুবঃ॥ ১॥

নাথস্তস্যা বৃটননৃমণিঃ সাম্প্রতং সানুকম্পঃ
সম্প্রাপ্তোঽসৌ ভজতি বিষয়ং প্রীতি
পুষ্পাঞ্জলীনাম্।
লোকাঃ সর্ব্বে মুদমধিগতা দেববুদ্ধ্যানুরক্তাঃ
প্রাপ্তানন্দাস্তদিহ নিতরাং রাজতে রাজলক্ষ্মীঃ
॥ ২॥

পবনচলিতচেলা দৃশ্যতে বৈজয়ন্তী
পটহনিনদমিশ্রঃ শ্রূয়তে তূর্য্য ঘোষঃ।
ক ইব পুনরপূর্ব্বো জায়তেঽন্তঃপ্রসাদঃ
স্ফুটময়মভিষেকো ভূপতেঃ প্রাপ্তকালঃ॥ ৩॥

হসতু রুচিরশস্য শ্যামলাভূমিরেষা
স্পৃশতু সুচিরমস্য প্রার্থিতং পাদপদ্মম্।
বিকসতু জননেত্রং ভূভৃদালোকলুব্ধং।
ক্ষরতু সপদি তস্মাদুচ্ছ্বসৎপ্রীতিধারা॥ ৪॥

মার্ত্তণ্ডেন সদা ময়ূখনিকরৈর্যস্য জ্বলং মণ্ড্যতে
দৃপ্তো নৃত্যতি বক্ষসা রণতরী যস্যোদ্বহন্ নীরধিঃ।
শান্তির্যস্য চ ভূরি সম্পদি মহীখণ্ডেঽখিলে
খেলতি।
শ্বেতদ্বীপমণিঃ স ভারতপতিঃ সম্রাট্ চিরঞ্জীবতু॥
৫॥

প্রথিতচরিত রাজন্ রাজদোর্দ্দণ্ডশালিন্
ভ্রম চ ভুবি দিনীবাধগুলো মণ্ডলেশ।
প্রশমিতখলবর্গা শান্তিমত্যেব পৃথ্বী।
নরবর তব কীর্ত্তিং শংসতীয়ং প্রকাশম্॥ ৬॥

নরপতি শত পূজ্য প্রাজ্য সম্পৎ প্রতানা
রঘুকুরুকুলজানাং ভূভুজাং কর্ম্মভূমিঃ।
জনহিতরত বুদ্ধো শুদ্ধ কারুণ্য সিন্ধৌ
ভবতি চ ভবতীশে ভাতি রাজশ্রীয়ম্॥ ৭॥

ক্ষৌণীপেন্দ্র গৃহাণ ভারত সদাং ভক্তি-
প্রসূনার্চ্চনাং
ভেজে তে জনকো জনপ্রণয়িতাং পুত্রস্তথা
শান্তবান্।
সর্ব্বৈরস্য সমস্বরেণ ভবতো মাঙ্গল্য মুদ্‌ঘুষ্যতে।
শ্রীমানাশ্রিত লোকরঞ্জনপটুঃ সম্রাট্ চিরঞ্জীবতু॥
৮॥

ইতি শম্।

শ্রীহেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা।

* কতকগুলি গুরুতর মুদ্রাকর ভ্রমনিবন্ধন লেখকের অনুরোধে গত অগ্রহায়ণের প্রতিভা হইতে পুনঃ মুদ্রিত করা হইল। সম্পাদক।

কিসে কায়স্থসমাজ উন্নত হইবে ?

ইদানীং কায়স্থসমাজের নেতৃগণ সমাজের কোন্ স্থানে কায়স্থগণ স্থান পাইবেন, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য, শাস্ত্র, পুরাণ এবং ইতিহাস প্রভৃতি অক্লান্ত পরিশ্রমে, পর্য্যালোচনা করিতেছেন ; এবং সভাসমিতি করত যৌক্তিক প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক, প্রতিপাদন করিতেছেন, আমরা সমাজের দ্বিতীয়স্থানে আসন পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য ! তাঁহাদের সেইসকল প্রামাণিক উক্তির প্রতি প্রণিধান করিলে যাথার্থ্য উপলব্ধি বিষয়ে, আর কোনই সন্দেহ থাকে না। তবে দুই একজন পরশ্রীকাতর ব্যক্তির তাহাতে গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইয়াছে বটে। তাহাতে কি আসিয়া যায় ; বিরুদ্ধবাদিরা গাত্রকণ্ডূয়ন যুক্তি প্রমাণঘর্ষণে নিবারণ করিতে না পারিয়া, বিরুদ্ধসভাসমিতিরূপ শাল্মলীবৃক্ষে সজোরে গাত্রঘর্ষণ করিয়া ক্ষোভ মিটাইতেছেন। আর অনভিজ্ঞ কায়স্থদিগকে বিপথগামী করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। কখন কখন বা তাহাদিগকে উপদেশব্যপদেশে বলিতেছেন, "তোমরা শূদ্র, চিরকালই ব্রাহ্মণের ভৃত্য, তোমরা যদি মুষ্টিমেয় অর্ব্বাচীন পৈতাওয়ালাদের কথায় আস্থাস্থাপন করিয়া, পৈতা লও, তবে একদিকে যেমন তোমরা নিরয়গামী হইবে, পক্ষান্তরে তদ্রূপ তোমাদের ঔর্দ্ধদেহিক পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের আশাও লোপ করিবে। এখন ভাবিয়া দেখ, তোমাদের কোন্ পথ অবলম্বন করা সমীচীন ?" সে বেচারিরা আর কি করিবে, নরকের ভয়ে যতটা না হউক, পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের আশা লোপাশঙ্কাতেই স্বজাতীয় নেতৃগণের ক্ষীণ চেষ্টায় কর্ণপাত করিতে পারিতেছে না। কায়স্থজাতির মুখোজ্জ্বলকারী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার, কুমার শরদিন্দু রায় এবং মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর প্রভৃতি নেতৃগণ যে প্রাণপণে স্বজাতির উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অনভিজ্ঞতা প্রযুক্তই কেহই বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতেছে না। অথবা কচিৎ কেহ উল্লিখিত বিচক্ষণ নেতৃগণের নেতৃত্ব বিষয়ে আস্থাস্থাপন করিলেও তাঁহাদের মূল্যাবধারণ করিতে অনেকেই সমর্থ হইতেছে না ; কি আমাদেরই মত সাধারণ ব্যক্তির শ্রেণীতে সন্নিবেশ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না। অধিকন্তু বিরুদ্ধবাদিরা পল্লীতে পল্লীতে সভাসমিতি করিয়া, উপনীত কায়স্থদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব ত্যাগ করিবার জন্য অভ্রভেদী চীৎকারে পল্লীসমূহ মুখরিত করিতেছেন। ইহাতে কি পল্লীসমাজের দরিদ্র সরলপ্রাণ অশিক্ষিত কায়স্থগণ স্থির থাকিতে পারে ? বিবাহ, অন্নাশন, শ্রাদ্ধ কিংবা তৎসদৃশ অন্য কোন অনিবার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য, পুরোহিতের প্রয়োজন হইলে, তাহারা ভাবিয়া আকুল হন। কাজেই ব্রাহ্মণ তাঁহাদের যতই হীনচক্ষে দেখুক না কেন, পূর্ব্বোক্ত অনিবার্য্য অনুষ্ঠানগুলির জন্য চিরাভ্যস্ত সংস্কারানুযায়ী

ব্রাহ্মণের অনুসরণ করিবেই। ইহাতে নেতৃগণের ক্ষীণচেষ্টা বালির বাঁধ, তাঁহাদের প্রবলবেগ আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। দৃষ্টান্তচ্ছলে একটী অত্যল্পদিনের সত্যঘটনা উল্লেখ না করিয়াই থাকিতে পারিলাম না। আমি প্রায় ২০ দিন পূর্ব্বে পাবনা নগরবাড়ীর সন্নিকট ভবানীপুরগ্রামে আমার একটী আত্মীয়ের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলাম। আত্মীয়টীর নাম, শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র মজুমদার তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "ওরে যোগীন। তোর মামা এসেছেন, উঁহারা যখন পৈতার সমর্থক, তখন উনি যেন আমাদের রান্নাঘরে প্রবেশ না করেন। বাহিরের ঘরে উঁহাকে সিদা কাঠ ইত্যাদি দিয়ে দে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার অপরাধ? আমি ত এখনও পৈতা লই নাই? । তবে কেন মহাশয় আমার প্রতি এরূপ কঠোর আদেশ করিতেছেন? তদুত্তরে তিনি পুনরায় বলিলেন, আপনি সাগরকান্দীর অনাদিবাবুর পক্ষ সমর্থক? হাঁ, বিশেষ কারণে সমক্ষে না হইলেও পরোক্ষে তাহা যথার্থ বটে। তিনি আবার বলিলেন, যেরূপেই হউক আপনি ত পৈতার পক্ষপাতী আছেন? যাহা হউক সেই সকল অজ্ঞোচিত অসংলগ্ন উক্তি আর বেশী উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। আভাসেই পাঠকবর্গ বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। পাবনা জেলার নগরবাড়ী প্রভৃতি স্থান ব্রাহ্মণপ্রধান। সুতরাং তাহার সন্নিহিত গ্রামসমূহের কায়স্থসমাজের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অধিকন্তু তত্তৎস্থলে বহু কায়স্থের বাস থাকাসত্ত্বেও শিক্ষাভাবে এবং দারিদ্র্যপ্রযুক্ত ঈর্ষাসম্পন্ন জাতি কর্ত্তৃক পিষ্ট হইয়া, চিরকালই তাহারা সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক পাবনা মথুরা থানার অন্তঃপাতী খোপসেলেন্দা, দয়ারামপুর, খাঁপুরা, নটাকোলা, স্বরূপপুর, ভবানীপুর, রঘুনাথপুর, শ্রীনিবাসদিয়া, আমিরাবাদ এবং দয়ালনগর প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ৬। ৭ শত কায়স্থের বাস, (১) অথচ শিক্ষাহীনতার জন্য তাহারা এবং শিক্ষিত কায়স্থেরা আচারনীতিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমাদের নেতৃগণ পৈতার জন্য যে প্রকার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, শিক্ষা দীক্ষার জন্য কি তাহার কণামাত্রও চেষ্টা করিতেছেন? অথবা ভবিষ্যতের জন্য তৎসম্বন্ধীয় কোন আশা পোষণ করেন? উন্নত জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়, তাঁহাদের নেতাগণ স্বার্থবিসর্জ্জন দিয়াই সাধনা করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের নিঃস্বার্থ সাধনা নাই, আদৌ সিদ্ধির প্রয়াস আছে। ফলে, অশ্বডিম্ব ছাড়া আর বেশী কিছু লাভ হইবে কি? শুধু উপনয়নসংস্কার দ্বারাই কি আমরা সমাজের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারিব? দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে কি আর কোন গুণগ্রামের প্রয়োজন নাই? শৌর্য্য, বীর্য্য, শাস্ত্রনিপুণতা, সত্যবাদিতা, জিতেন্দ্রিয়তা, আস্তিক্য, বিবেক এবং বিস্তারদর্শিতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন না হইয়াও কি আমরা ক্ষত্রত্বের দাবী করিব? (২) তবে বলিতে পারেন

(১) পাবনা জেলার বহুল অশিক্ষিত কায়স্থের আরও অনেক তালিকা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। লেখক।

(২) উপনয়নের পরে এই সকল গুণ ক্রমে ক্রমে হইবে, অগ্রে হইবে কি প্রকারে। সম্পাদক।

বর্ত্তমান অবস্থায় প্রথম গুণচতুষ্টয়ের মধ্যে দুই একটির বিশেষ কারণে অভাব হইতে পারে বটে। কিন্তু অপর গুলির ত কথঞ্চিৎ চাই ? তবে যদি নেতৃগণ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত কায়স্থসমাজ আলোড়ন করিতেই সংকল্প করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই; অল্পেই নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি। পরন্তু নেতৃগণ ইহা বোধ হয় বেশ জানেন কম্বলের ক্ষুদ্র রোমরাশি বাদ দিলে কম্বলত্বই থাকে না। বঙ্গীয় ১১ লক্ষ কায়স্থের মধ্যে সুশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত কায়স্থের অনুপাতের প্রতি কি নেতৃগণ লক্ষ্য করিয়াছেন ?

নেতৃগণ পৈতার জন্য পল্লীতে পল্লীতে যেরূপ চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছেন, আমার বিশ্বাস তাহাতে তাঁহারা কোনই সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না। অশিক্ষিত পল্লীতে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিলে যে, সহজেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যাইবে, ইহা অবশ্য—অবিসম্বাদে স্বীকৃত হইতে পারে। যেহেতু শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সমাজের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারেন। (১) অধিকন্তু যাহারা সমাজের প্রথম স্থান যাঁহারা আসর্জ্জমারাশিদ্বারা পূর্ণ করিয়া, সাধারণের নিকট পূজা গ্রহণ করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। হ্যাট্‌কোট, বুটধারী কেল্‌নারের অতিথি অথবা পণ্যাঙ্গনার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণকারী অমুক পৈতাওয়ালা বাবুর্চ্চি, ইহারও কি সমাজের প্রথমস্থান অধিকার করিয়া সাধারণের নিকট বরণ্য হইবে ? প্রথম স্থান অধিকার করিতে যে সাধনার প্রয়োজন। বিনাসাধনায় জন্মমাত্রই কি তুমি প্রথম-স্থানের দাবী করিয়া, সকলের মস্তকে চরণ তুলিয়া দিতে চাও—অথবা সেরূপ আশা পোষণ কর ? তোমার এ অন্যায্য দাবী এ যুগে আমরা শুনিব কেন ? কারণ শাস্ত্রে আছে—

"জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাত্তবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

এখন বেশ বুঝা যাইতেছে প্রথম স্থানের দাবী করিয়া যাঁহারা; অন্যকে হীন প্রতিপাদন করিবার জন্য অজস্র গলাবাজী করিতেছেন, তাঁহারা যেন ভাল করিয়া তলাইয়া বুঝিয়া তবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েন। যাহা হউক আলোচ্য প্রবন্ধে অবান্তর কথায় অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠক ক্ষমা করিবেন। কেবল দুঃখে পড়িয়াই উল্লিখিত অবান্তর কথা-গুলি সংক্ষেপে আলোচ্য প্রবন্ধে সন্নিবেশ করিলাম। কেন না এ যাবত শুনিয়া আসি-তেছি যে, অমুক স্থানের অমুক রাধুনি বামন কি মিঠাই ফেরিওয়ালা ঠাকুর, অমুক উপনীত কায়স্থের পৈতা ছিঁড়িয়া দিয়াছে; সাহেবদের ডিনারে যোগদানকারী অমুক স্থানের ব্রাহ্মণ-জমিদার, ব্রাহ্মণসভার সভাপতিরূপে বক্তৃতা করিলেন, কায়স্থেরা যখন পৈতা লইয়া, আমা-দের সনাতন-ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবমাননা করিতেছে, তখন অতঃপর আমরা তাহাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব ত্যাগ করিলাম। প্রকাশ থাকে যে, যে সকল ব্রাহ্মণ আমাদের ব্রাহ্মণ্য-সভার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া, উপবীতী কায়স্থ-দিগের পৌরোহিত্য করিবে, অতঃপর তাহারাও পতিত বলিয়া গণ্য হইবে। উল্লিখিত ধুরন্ধর-দিগের কার্য্যপ্রণালী দর্শনেই অবান্তর উক্তি-গুলি লিপিবদ্ধ করিলাম। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণ-

(১) কেবল যজ্ঞোপবীত দ্বারাই দ্বিতীয় স্থান অধিকৃত হইবে। সম্পাদক।

দিগের প্রতি কটাক্ষ করা আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। যাহা হউক আর অধিক লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। দুই একটি কাযের কথা লিখিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। বারান্তরে এতৎ-সম্বন্ধে আরও অন্যান্য বিষয়, আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

(ক) কায়স্থসমাজের উন্নতিকামী নেতৃগণ যদি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গের উন্নতিবিধানে মনোযোগী হইয়া থাকেন, তবে পল্লীতে পল্লীতে প্রচারক পাঠাইয়া দিয়া অনুসন্ধান করুন, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রকৃতই এই জাতি উন্নত হয়।

(খ) ধনাঢ্য এবং সমর্থব্যক্তিগণের নিকট হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গের কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে দরিদ্র-কায়স্থ-সন্তানগণের বিদ্যা-শিক্ষার জন্য উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেওয়া। কায়স্থ-জমিদার-দিগের মধ্যে যাহাতে শিক্ষিত কায়স্থগণ যোগ্যতানুসারে কর্ম্ম পায় তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। ফলতঃ কায়স্থসন্তানগণ যাহাতে ধনাঢ্য কায়স্থগণ কর্ত্তৃক অনাদৃত না হয়েন তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(গ) প্রকৃত কৌলিন্যের উদ্যাপন এবং বংশগত কৌলিন্যের উচ্ছেদ সাধন। (১)

(ঘ) বিবাহে পণপ্রথার বিলোপ সাধন, বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ করণ এবং স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি।

(ঙ) যাঁহারা আমাদের উন্নতি দর্শনে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পান, তাঁহাদের সহিত সর্ব্ববিধ পার্থিব সংস্রব ত্যাগ। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম এবং কেদার রায় প্রভৃতি বাঙ্গালী বীরগণের চরিত সরল ভাষায় লিখিয়া সাধারণ কায়স্থগণ মধ্যে বিনামূল্যে কি অল্প মূল্যে বিতরণ করা।

(চ) কোন ক্ষুদ্র কায়স্থ কোনও বিপদে পড়িলে—কায়স্থসভার সভাপতির যাহাতে কর্ণ-গোচর হয় তাহার উপায়াবলম্বন।

(ছ) স্বজাতিপীড়ক চরিত্রহীন কায়স্থকে সমাজদণ্ডে কি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবার উপায় করা। (জ) বিপন্ন পরিবার যাহাতে সাধারণ কায়স্থের সহানুভূতি পায়, তাহার চেষ্টা করা।

শ্রীকালীচরণ সরকার।

(১) উহা অসম্ভব। উপনয়নপ্রভাবেই কুলীন-বংশীয়েরা ক্রমে ক্রমে কুলীনের প্রকৃত গুণ লাভ করিতে পারিবেন। সম্পাদক।

সমালোচনা।

বৈষ্ণবী। (উপাখ্যান)।

এই ৪৩৮ পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ উপন্যাসখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতা পরমপ্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু বি, এ। ৫৬। ১ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতার ইউনিভার্সাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। উইল্‌কিন্‌স্ প্রেসে মুদ্রিত। ছাপা ও কাগজ সুন্দর। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১৷৷০ টাকা।

গ্রন্থখানি ২৪ পরগণার দণ্ডীরহাটনামক গ্রামের নিকটস্থ ঘুঘুড়ির জঙ্গলের বিখ্যাত জীবনসর্দ্দার বা ডাকাতের জীবনকাহিনী। তবে

এখানি জীবনচরিত নহে, এখানি উপন্যাস শতবর্ষ পূর্ব্বের এই ডাকাত-জীবনের নানা-ঘটনার ইতিহাস দেওয়ার সঙ্গে২ সাময়িক বঙ্গ-পল্লীরচিত্র, তাৎকালীন উচ্চনীচ পল্লী বাঙ্গালীর ছবি; তাহাদের সামাজিক অবস্থা মনের গতি ও সাধারণ আচার ব্যবহার এবং কয়েকখানি সমসাময়িক বঙ্গাগত ইংরাজচিত্র সাধ্যমত গ্রন্থকার অঙ্কিত করিয়াছেন। সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক "বঙ্গবাসী" পত্রে "সে কালের ডাকাত" নাম দিয়া গ্রন্থকার ইহার কঙ্কাল অবয়ব পূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পরে সুহৃৎগণের উৎসাহে ইহা বিস্তারিতভাবে উপন্যাসাকারে গ্রথিত হইয়াছে। গ্রন্থাকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, ডাকাতের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার আকাঙ্খা মিটিয়াছে। এককথায় গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য, কৌতুহলোদ্দীপক ও মনোহর।

এই গ্রন্থখানির আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই গ্রন্থকারকে আমাদের প্রথম ও প্রধান অনুরোধ তিন পাপের ঘৃণিত চিত্রগুলি যেন দ্বিতীয় বারে আংশিক কর্ত্তন করিয়া সংশোধন করিয়া দেন। পাপের জঘন্য ও কুৎসিত ছবিগুলি ঐরূপ স্পষ্টভাবে না আঁকিয়া, স্থানে স্থানে রেখাপাতে তাহাদের অস্তিত্বের আভাস দিলেই যথেষ্ট হইবে। 'পাপ ও পারা কখনও হজম হয় না'—মহাপুরুষ বাক্য। আভাসে সেই চিত্রগুলির অঙ্কপাত করিয়া তাহাদের বিষময় পরিণাম বা অধোগতি দেখানই আবশ্যক। পাপ সর্ব্বদাই লোকলোচনের অগোচরে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়, এজন্য সেই সকল নিন্দনীয় ঘৃণিত ঘটনাবলীর অস্তিত্ব চক্ষুর অন্তরালে রাখাই ভাল। 'জীবন' সর্দ্দারের মাতার প্রতি পশু-মানব জমিদারপুত্র 'মদনলালের' জঘন্য পাশব অত্যাচার কাহিনীর সঠিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, বিশেষতঃ সন্তানের মুখে স্বীয় জননীর প্রতি অনুষ্ঠিত কদর্য্য নারকীয় অত্যাচার ঘটনার যথাযথ তথ্য সবিস্তারে প্রকাশ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সামান্য পিতৃমাতৃহীন পোদসন্তান জীবনকে ডাকাত করিয়া তুলিতে ঐসকলের কিছু আবশ্যকতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের কথা এই যে; সেই জঘন্য অত্যাচারের শেষচিত্রখানি অন্ততঃ একেবারে মুছিয়া দিয়া কেবলমাত্র রেখাপাতে তাহা গ্রন্থকার বুঝাইয়া দিবেন। নিপুন চিত্রকর যেমন চিত্রিত নরনারীর হাবভাব কটাক্ষের লীলাগতিতে বা অবয়বসমূহের ভাবপূর্ণ গঠনে সম্যক বুঝাইতে সক্ষম হয়েন, সেই ভাবে গ্রন্থ চিত্রিত চরিত্রাবলীর কতকাংশের যথাযথ বর্ণন, কতকাংশ বা 'ভাবযুগে' রাখিয়া দেখাইলে, গ্রন্থকর্ত্তার যথার্থ নিপুনতা প্রকাশ পায়। 'চপলা' চরিত্রের অতি হৃষ্য স্থলগুলিও সেই ভাবে দেখাইলেই বোধ হয় সমীচীন হইবে। গ্রন্থকারের অন্যান্য অংশের লেখা হইতে সেই চরিত্রভাগ আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে দুএকটি দেখাইতেছি, 'দেওয়ান গৃহিণী' চিত্রে ১৪২ পৃষ্ঠায় সুরাপান প্রভৃতি ঘটনা, 'মালতীর জীবন' চিত্রস্থ ২৫৩ পৃষ্ঠায় কালীদত্ত ও তাহার গৃহিণীর পাপানুষ্ঠানের অনেক কথাই সংক্ষেপে এবং কৌশলে লিপিবদ্ধ আছে। "নিরঞ্জনের পরীক্ষা" অধ্যায়ে ২২০ পৃষ্ঠা হইতে বর্ণিত চপলা নিরঞ্জন ঘটনা 'পঞ্চায়তের বিচার' স্থলে ২৪১ পৃষ্ঠায় দেওয়ানের অভিযোগে বেশ প্রকাশিত।

এখন পাপের পর প্রায়শ্চিত্ত-চিত্রগুলির কথা। এগুলি বেশ ফুটিয়াছে এবং এই গুলি হইতেই পাপের গভীরতা ও জঘন্যতা বেশ অনুমেয়। সকল কথাই যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লেখা হয় তাহা হইলে পাঠককে বুঝিতে বা চিন্তা করিতে কি দেওয়া হইবে? "সেন পরিবারের" অশ্রুতপূর্ব্ব সর্ব্বনাশের ইতিহাস সম্পূর্ণ অকারণ এবং অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। ঐরূপ মর্ম্মন্তুদ ভীষণ পরিণামের কারণগুলি সম্যক আলোচিত হওয়া দূরে থাক উহার নামগন্ধও নাই। অযথা কটুভাষণরূপ 'সেনগৃহিণীর, সামান্য দোষের উপর নির্ভর করিয়া কি এত-গুলি নিরীহ প্রাণীর এরূপ সর্ব্বনাশ ঘটা সম্ভব? এমন বিভীষণ পরিণাম ব্যবস্থা? অযথা ও কারণহীন বলিয়া প্রতীতি হয় না কি? "প্রারব্ধ কর্ম্মের" দোহাই কি সকল স্থানেই চলে?

চরিত্রগুলি নবীনচিত্রকর অতি সুচিত্রিত করিয়াছেন। সকলগুলিই বেশ পরিস্ফুট, বেশ মনোমত। কার কথা তুলিয়া কার কথা চাপা দিব। বেশ নিপুণতা, যেটী যেমন হওয়া আবশ্যক সেটী তেমনই ফুটিয়াছে। আদর্শ "দর্পনারায়ণ" সে কালের সুন্দর প্রৌঢ় বাঙ্গালী, "নিরঞ্জন"ও সে কালের আদর্শ সুন্দর যুবক। দেবোপম পিতার দেবোপম পুত্র। "জীবন" ডাকাত অপূর্ব্ব, "বৈষ্ণবী"ও অপূর্ব্বা। জীবনে দেবাসুরের সম্মিলন। বৈষ্ণবীতে দেবীমানবীর একত্র সমাবেশ। জীবন real, বৈষ্ণবী ideal। জীবনসর্দ্দার ডাকাত বটে কিন্তু বোধ হয়, শ্রীভগবান্ "জীবনরূপী" ডাকাত সময়ে সময়ে সৃজন করিয়া সামাজিক বহু অত্যাচার নিবারণ করেন। 'নন্দলালের' ওরফে কালী দত্তের ভীষণ শাসন ও মণ্ডলদের অত্যাচার নিবারণ প্রভৃতি ঘটনা দু একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। অত্যাচারদ্বারা অত্যাচার নিবারিত। 'হোমিও প্যাথিক ল' নিয়মানুযায়ী—"Like cures like"—অথবা "Out of evil cometh good." সমাজে অনুষ্ঠিত মানবাচার হইতে শুনা যায়,—"কাঁটা দিয়া কাঁটা তোল।" ইংরাজীতে বলে "Set a thief to catch a thief." জীবন সেইজন্য ডাকাত হইলেও বিধাতার কোনও না কোন মঙ্গলোদ্দেশ্যসাধনে প্রেরিত চরিত্র বিশেষ। 'বৈষ্ণবী'ও ঐরূপ কোনও মহোদ্দেশ্য-সাধিনী নারীমূর্ত্তি। প্রেমময়ী, দয়া-ময়ী, 'ভুতো বাগ্দীর' প্রতি একটু দয়া দেখাইলে যেন এ চিত্র আরও একটু উজ্জ্বল হইত। গ্রন্থকার বহু গুণের মধ্যে একটু দোষ ইচ্ছা করিয়া দিয়াছেন কি? 'চূড়ামণি' মহাশয় অল্প হইলেও বেশ দৃঢ়, নির্ভীক ও উজ্জ্বল। সে কালের আদর্শ ব্রাহ্মণচিত্র। কিন্তু বহু দোষগুণের একাধার 'দাদা ঠাকুর' আরও সুস্পষ্ট, অধিক সমুজ্জ্বল। 'মালতী' ও 'অন্নপূর্ণা' (অল্প হইলেও) অতীব মনোহরা, দেবীসদৃশী। এখন ও অন্নপূর্ণা খুঁজিলে দু একটি পাওয়া যায়, মালতীর সংখ্যা বিরল বলিলেই চলে। দেওয়ান 'ডাট্টোখালি'ও যেমন শয়তান, মনিব 'পার্কার'ও তেমনি দেবাদর্শ। কুঠিয়াল সাহেবদিগের চিত্র আমরা পূর্ব্বেই যাহা পাইয়াছি সে গুলির সহিত ইহার কত প্রভেদ! তবে একটা কথা, এমন দেবোপম প্রভুর এমন পশুবৎ ভৃত্য! স্বর্গের সমুজ্জ্বল জ্যোতির পার্শ্বে নরকের এমন নিবীড় অন্ধকার! মন্দার-পারিজাত-পরিপূর্ণ

নন্দনের পাশাপাশি এমন বিভীষিকাময় বিকট মহাশ্মশান! কেমন যেন বিষদৃশ! এই জন্যই বোধ হয়, সমানে সমানে আকর্ষণ বিধাতার ব্যবস্থা! মণিকাঞ্চন সংযোগই এত মনোমদ, এত বাঞ্ছনীয়! যাক্ সে কথা, চিত্র দুটির অঙ্কন কিন্তু অনিন্দ্যনীয়। বেশ ফুটিয়াছে। যেটি যেমন হওয়া উচিত সেটি তেমনই। বেশ নৈপুণ্য। এই সম্বন্ধে একটা কথা, দেওয়ান কালী দত্তের 'হরিমতির' প্রতি ভীষণ অত্যাচারের সামান্যভাবে একটু শাস্তি দিলেও বোধ হয় মানবপার্কারের উন্নত চরিত্র ক্ষুণ্ণ হইত না। বরং যেন যথাযথ হইত। 'নরহরি' যদি সত্য হয়, একটু বাড়াবাড়ি। রাম হরি বেশ ঠিক ঠিক ও উপযুক্ত। 'দীনু' বেশ। 'সেনগৃহিণীর' মত শোকাতুরা, ভীমরতিগ্রস্তা, বর্ষীয়সী সর্ব্বদাই কটুভাষিণী ও কলহপরা শাশুড়ী এখনও দু একটি মিলে কিন্তু হরিমতির ন্যায় বালবিধবা ভ্রাতৃবধূবেদনা-বারিণী অনুরাগিণী ননদিনীর সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে। হাস্যরসিকা আমোদিনী বিধবা ননদিনী আছে, কিন্তু এমন স্নেহশীলা, দুঃখ-কাতরা এবং হাস্যবিলাসরসামোদে নিমজ্জিতা হইয়াও পূর্ণ বিশুদ্ধা বালবিধবা ননদিনীর অস্তিত্ব কি জানি কেন দিন দিন লোপ হইতেছে। বোধ হয়, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান ব্যতীত গত্যন্তর নাই, দেখিয়া স্থবির হিন্দু শাস্ত্রকারগণের বৈধব্যের কঠোর ব্যবস্থা! বিধবাগণের কথা ত দূরে থাকুক, এ দেশের প্রোষিত ভর্ত্তৃকাগণেরও সাধ আহ্লাদ বা সাজ-সজ্জা করিবার অধিকার পাই। বিবেচক গ্রন্থকার মালতীর অযথা চাঞ্চল্যের ও স্বাধীন ভ্রমণের যথেষ্ট শাস্তি বিধান করিয়াছেন। তবে একটু বেশী। 'ভুতোবাগ্দী' যথার্থ ডাকাত কিন্তু 'কানাই' ডাকাত হইয়াও সুন্দর। ছোট ছোট অনেকগুলি চিত্রও বেশ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত।

ঘটনাচিত্রগুলি বেশ যথাযথভাবে আঁকা হইয়াছে। বহুস্থান বেশ সুন্দর। সামায়িক-ভাব ও ইতিহাসের বেশ সামঞ্জস্য আছে। 'পূজাবাড়ী', 'লবণকুঠী', 'সোণাকুড়ের বাগোড়', 'ভুতের ওঝা' ও 'বাজীকর' প্রভৃতি চিত্রগুলি বেশ স্পষ্ট ও স্বাভাবিক। 'দাদা ঠাকুরের 'আস্তানা' সর্ব্বাপেক্ষা সরস ও মনোহর। অনেকগুলি চিত্রই সুন্দর তবে একটু যেন বিস্তৃতি দোষে দুষ্ট। 'গ্রাম্যসমাজ' চিত্রখানি অনেকটা ঠিক তবে এখানে সবিস্তারে লিখিলে ভাল হইত। বাঙ্গালার শতবর্ষ পূর্ব্বের অপূর্ব্ব সমাজ-চিত্রগুলি গ্রন্থে উজ্জ্বল ও সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু কুঠীর নারীনির্য্যাতন ঘটনায় দীনবন্ধুর "নীলদর্পনস্থ" প্রতিবিম্ব সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। যুবককর্ত্তৃক নারীপ্রত্যাখানরূপ "চপলা নিরঞ্জন' আলেখ্য-দর্শনে দর্শকের মনাকাশে গিরীশচন্দ্রের 'পূর্ণ-চন্দ্র" উদিত হয়। "গ্রাম্যপঞ্চায়েত" প্রথার অনেক কথা আছে, বহু সুখ্যাতিবাদও আছে কিন্তু বিচারপ্রণালীর যুক্তি বা নৈপুণ্য বা কার্য্য-কারিতার প্রশংসনীয় অংশসমূহ বিশদভাবে বুঝান হয় নাই।

ভাষা সরস ও প্রাঞ্জল এবং বিষয়োপযোগী। মুশলমানী বাঙ্গালা বা বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও স্থানে স্থানে ইংরাজি ভাষার প্রয়োগে সৌন্দর্য্যের হানি হয় নাই। দু এক স্থলে সামান্য দুএকটী দোষ যাহা আছে তাহা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার স্বয়ংই মার্জ্জিত করি-

বেন সন্দেহ নাই। মোটের উপর এই নবীন গ্রন্থকার যে অত্যল্পকালমধ্যেই একজন উৎকৃষ্ট লেখক হইবেন এরূপ আশা করা যায়। স্বভাব বর্ণনা, পল্লীচিত্রাঙ্কন ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর যথাযথ ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। উপরে যে সকল দোষের উল্লেখ করিলাম গ্রন্থখানির গুণরাশির তুলনায় তাহা অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর। আমরা বঙ্গীয় উপন্যাসপ্রিয় পাঠকবর্গকে এই নবীন সাহিত্য-সেবীর অভিনব কৌতুহলোদ্দীপক সুলিখিত উপন্যাসখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কায়স্থসমাজের এই সারস্বত-সেবক কালে কায়স্থ-প্রতিভার পরিচয়স্থল হইবেন ও স্বীয়সমাজের মুখোজ্জ্বল করিবেন ইহা সুনিশ্চিত। আধুনিক উপন্যাসগুলির ন্যায় ইহাতে নায়ক-নায়িকার প্রেমোচ্ছ্বাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। বাসন্তী-যামিনীর মধুময় চন্দ্রালোকে নবীন-নবীনার নিকুঞ্জমিলন নাই, বিরামকুঞ্জে বিরহিণীর বিরহের দীর্ঘ হা-হুতাশ নাই, মিথ্যা কল্পনাও নাই। তবে আছে কি? আছে,—সত্যের স্বর্ণ-প্রতিমা, স্বাভাবিক ঘটনার অত্যদ্ভুত সমাবেশ, আছে truth stranger than fiction. যদি একটুমাত্রও কল্পনা থাকে, সেটুকুও লোভনীয়, আদর্শস্থানীয় ও অনুকরণীয়। শেষ কথা লেখকের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব গ্রন্থের চরিত্র-সৃষ্টি, সৃষ্টিই বা বলি কেন,—চরিত্র চিত্রন। চরিত্রগুলিতে তাঁহার চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার উচ্চ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি উপন্যাস না হইয়া নাটক হইলে যেন বোধ হয় আরও ভাল হইত। রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ এই উপন্যাসখানি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করিলে বোধ হয় অল্প লাভবান্ হইবেন না। এক্ষণে শ্রীভগবানের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে এই নবীন গ্রন্থকার প্রথম প্রয়াসেই যে প্রবীণতার সূক্ষ্ম দৃষ্টির ও চরিত্রাঙ্কনী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, উত্তরকালে তাঁহার কৃপায় ইহার সাহিত্য-সংকল্প উদযাপন হয় ও যেন এই কায়স্থলেখক দিন দিন সারস্বতসেবার পূর্ণ অধিকারী হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে ও স্বীয় সমাজে যশস্বী হয়েন!

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

সমালোচনা।

উপাসনা।—কাশিমবাজার হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত বিগত আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের উপাসনা নাম্নী অত্যুপাদেয় মাসিক পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এই তিন সংখ্যা পত্রিকা-পাঠে আমরা বিশেষ আনন্দানুভব করিলাম। সমাজ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। অতিশয় দক্ষতার সহিত উপাসনা প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু সময় সময় অতি বিলম্বে প্রকাশিত হওয়াতে পাঠকদিগের অসুবিধা হইতেছে। গত বৈশাখ হইতে শ্রীযুক্ত

উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখিত বাইবেলে পদার্থনির্ণয় প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমাদের মনে নানাভাবের উদয় হইতেছে। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা কোন কোন স্থানে অপরিচিত ও অজ্ঞেয় প্রদেশে প্রবেশ করিতেছে। তিনি বলিতেছেন যে মহাত্মা খৃষ্ট ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার সারাংশদ্বারা বাইবেলে লিখিত তদীয় অমূল্য উপদেশ রচনা করিয়াছিলেন। বৈশাখের সংখ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিতেছেন—"যে প্রকার কালিদাস ও সেক্সপিয়ারের কবিত্ব আপন আপন সম্পত্তি, তদ্রূপ বেদ ও বাইবেলের সত্য ও স্বতন্ত্র ও স্বতঃ প্রসূত। আমরা এ সত্যের অপলাপ করিতে প্রস্তুত নহি।" এই উদার সার্ব্বজনীন মহাসত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় যদি বাইবেলে খৃষ্টবাক্যের সহিত, গীতায় কৃষ্ণবাক্যের ও মনুসংহিতার সামঞ্জস্য দেখাইতেন তাহা হইলে ভাল হইত। কিন্তু তিনি পরক্ষণেই উচ্ছৃঙ্খলভাবে বলিতেছেন—"তথাপি আমরা কিন্তু নির্ব্বন্ধসহকারেই বলিব যে বাইবেলের পনর আনা কথারই আদর্শ ভারতবর্ষ ও ভারতীয় বস্তু।" এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক বাক্যে তর্কিত প্রাচীন কালের বিষয় মীমাংসা করা বড় সাহসের কথা। তাহার পর কতকগুলি আভ্যন্তরিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে হিন্দুদিগের সুগভীর গবেষণার ফলস্বরূপ ধর্ম্ম ও সামাজিকতত্ত্বগুলি এমন কি আর্য্যঋষিবৃন্দের ভ্রান্তিগুলি সমস্তই যথাযথ বাইবেলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় মনুসংহিতা, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা ইত্যাদি পুস্তক হইতে অনেক বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার যুক্তি সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বহু অধ্যয়ন ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। উপাসনার শ্রাবণ সংখ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, যীশুখৃষ্টের খৃষ্টনামটী পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের নামানুকরণে হইয়াছিল। বাইবেলে স্থানে স্থানে যীশুকে খৃষ্ট (Christ) বলা হইয়াছে ইহা স্বীকার করিয়াও বিদ্যারত্ন মহাশয় কি প্রকারে এই অভিনব মীমাংসায় উত্তীর্ণ হইলেন আমরা বুঝিতে পারি না। "সংযম" আর্য্যঋষিগণের মহাশিক্ষা, এই শিক্ষার মূলে যে সমস্ত বাঁধ তাঁহারা অতি যত্নে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আজকাল এই ইংরাজীশিক্ষার যুগে তাহা পাশ্চাত্য প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, তাই হিন্দুগণ, আজ সকল বিষয়েই উচ্ছৃঙ্খল, বাক্‌দণ্ড, কায়দণ্ড ও মনোদণ্ড একবারেই ভুলিয়া গেলেন। কৃষ্ণ ও খৃষ্ট নামের কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়াই কি আমরা সিদ্ধান্ত করিব যে যীশুখৃষ্ট ভারতে আসিয়া গীতাপাঠে এতদূর তন্ময় হইয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের নামটী পর্য্যন্ত তিনি অপহরণ করিয়াছিলেন। আমি যদি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধের লিখিত বিষয় আমার নিজ সম্পত্তি বলিয়া লোকসমাজে প্রচার করিতে চাই, তবে বিদ্যারত্ন নামটী আমি গোপন করিতে চেষ্টা করিব না কি? উক্ত নামটী গ্রহণ করিলে আমার চৌর্য্য ধরা পড়িবে। যাহা হউক বাইবেলের নানাস্থানে খৃষ্ট নাম রহিয়াছে, উক্ত নাম যে শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে হয় নাই ইহা নিশ্চিত। আমার কোনও শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু যিনি বাইবেলের অনেকাংশ অনুবাদ করিয়া খৃষ্টীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রশংসা লাভ করিয়াছে

ছেন, তিনি এই বিষয়ে লিখিয়াছেন—"যীশু-খৃষ্টের প্রচার জীবনের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘকাল তমসাচ্ছন্ন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই দীর্ঘ-কাল তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া মনু ও গীতা পাঠ করিয়াছিলেন, এমন কথা বলা যাইতে পারে না, মনু খৃষ্টাব্দের প্রথম ও গীতা চতুর্থ শতাব্দীর পুস্তক ইহার প্রচুর ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। এই সকল গ্রন্থ লিখিত হইবার পূর্ব্বে খৃষ্ট দাক্ষিণাত্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া দাক্ষিণাত্যবাসী কোন কোন বিজ্ঞ খৃষ্টান অনুভব করেন। কেননা সেস্থানে ক্রাইটী (Chrite) নামে একটী খৃষ্টসম্প্রদায় দীর্ঘকাল হইতে বাস করিতেছেন। আপনাকে কে বলিল খৃষ্ট মনু আদি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন? বরঞ্চ বৌদ্ধদেবের প্যালিষ্টাইন ও মাগিদনের স্তুপলিপির (Edict) অনুসারে বোধ হয় খৃষ্ট-ধর্ম্ম বহু পরিমাণে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। আপনি গীতাবাদী এ কথাগুলি আপনার ভাল বোধ হইবে না, কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সূত্র না পাইলে কোনও কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।" গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাণী ও শ্রীকৃষ্ণ প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা উত্তমরূপে প্রমা-ণিত হইয়াছে। মহাত্মা কাশীনাথ তিলঙ্গ নানাবিধ প্রমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব বহু শতাব্দী অগ্রে গীতার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্ট ভারতে আসিয়া সংস্কৃতের ন্যায় কঠিন ভাষা সম্যক্ প্রকারে আয়ত্ত করিয়া মনু, গীতা, উপনিষদ ও মহাভারত আদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ইহার কোনও বিশ্বাসযোগ্য ঐতি-হাসিক প্রমাণ অদ্যাবধি আমরা কুত্রাপি দেখি নাই, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মীমাংসা নিতান্ত ভ্রমাত্মক সন্দেহ নাই। উপাসনার শ্রাবণ সংখ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় একটি অত্যদ্ভুত মীমাংসায় উপনীত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের মূলভিত্তিতে কুঠারা-ঘাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার দুঃসাহস ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ দেখিয়া মর্ম্মাহত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। তিনি বলিতে-ছেন—"ফলতঃ গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ নহেন, বক্তা প্রণেতা গোপালনন্দন পদ্মনাভ শর্ম্মা তিনি পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। অন্যেরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন না, পরন্তু মানুষও কুটিল রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। তাই তাহাদিগকে গালি দিতে যাইয়া পদ্মনাভ শর্ম্মা কৃষ্ণোক্তিচ্ছলে এই সকল গরলের উদ্গীরণ করিয়াছেন।" এই গরল কি বিদ্যারত্ন মহা-শয় বোধ হয় গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৬৮ শ্লোকের কথা বলিতেছেন। এই শ্লোকটী অতি অপূর্ব্ব ও অমৃতময়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ভাগ্যে কেবল গরল উঠি-য়াছে। হায় হায়! ইংরেজী শিক্ষায় ভারতের কি অপকার করিয়াছে তাহা এখন বুঝিতেছি। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নবাবিষ্কার এই যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গোপালনন্দন পদ্মনাভ শর্ম্মা দ্বারা বিরচিত, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নহে। এই আবিষ্কারের মূল কোথায়? গুপ্ত মহাশয় কোন্ ইতিহাসে কি পৌরাণিকগ্রন্থে এই পরম-তত্ত্বের আবিষ্কার করিলেন, তাহা তিনি কিছু-মাত্র বলেন নাই। আমাদের বোধ হয় দুইটী প্রাচীন শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া গুপ্ত মহাশয় এই তমসাচ্ছন্ন গুপ্ততত্ত্বটী সূর্য্যালোকে আনয়ন করিয়াছেন। প্রথমটী এই,—

সর্ব্বোপনিষদোগাবো, দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা, দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

গুপ্ত মহাশয় এই শ্লোকটী হইতে "গোপালনন্দন" প্রাপ্ত হইয়া অপর শ্লোকটীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা, কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য, মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥

ইহা হইতে "পদ্মনাভ" পাওয়া গেল। এই প্রকারে গুপ্ত মহাশয় আবিষ্কার করিলেন যে, গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ নহেন; ফলতঃ এ শ্লোকদ্বয়ে কোনও স্থানে শ্রীকৃষ্ণের নাম গন্ধ নাই, ইহাতে আছে "গোপালনন্দন পদ্মনাভ" তাহার পরে গুপ্ত মহাশয় নিজ বুদ্ধিবলে "শর্ম্মা" শব্দ প্রয়োগ করিয়া গোপালনন্দন পদ্মনাভ শর্ম্মা আবিষ্কার করিলেন। তিনি বুঝিলেন না কেন যে, গোপালনন্দন পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে লিখিত হইয়াছে তবে শর্ম্মাস্থলে বর্ম্মা দিলে কতকটা অর্থ হইত। আর্য্যগণ বলিয়াছেন, 'তক্রং পীবন্তি পাণ্ডিতাঃ" বিস্তারত্বের ন্যায় পাণ্ডিতগণ শাস্ত্র মন্থন করিয়া কেবল ঘোল-ই খাইয়াছেন। এই বিষয়ের অধিক সমালোচনা করিতে আমাদের আর ইচ্ছা নাই।

২। কলাপসংগ্রহম্ ব্যাকরণম্।—আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত। ইহা ফরিদপুর "হিতৈষিযন্ত্রে" মুদ্রিত, মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। হরিশবাবু ফরিদপুর জজ আদালতের একজন প্রধান ও প্রাচীন উকীল। তাঁহার পিতা স্বনামধন্য পণ্ডিতকুল চূড়ামণি ৺শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত কবিভূষণ মহাশয়ের সঙ্কলিত এই কলাপ সংগ্রহ ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ও ১২৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রসিদ্ধ কলাপ ব্যাকরণ অনুসরণে ইহা লিখিত হইয়াছে, তবে সন্ধি, শব্দ, আখ্যাত এবং তদ্ধিত প্রকরণ তদপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষা আর একটু প্রাঞ্জল হইলে বালকগণের শিক্ষোপযোগী হইত। আমরা ধন্যবাদের সহিত পুস্তকখানি গ্রহণ করিলাম।

৪। কায়স্থতত্ত্ব নির্ব্বাচন।—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রীমহাশয়ের বিরচিত। আমরা কার্ত্তিক মাসে ইহার প্রথমাংশের সমালোচনা করিয়াছি। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত হইয়াছিল ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি কেন না যৎকালে সৃষ্টিকর্ত্রী ত্রিগুণাত্মিকা এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পৃথিবী ও চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু বর্ণ সংজ্ঞা এই বিশ্বে নানাপ্রকার আমরা যাহাকে ব্রাহ্মণ বলি অন্যদেশে শ্রমণ বা ecclisiastic বলে, আমরা যাহাকে ক্ষত্রিয় বলি, অন্যদেশে, সামরিক বা meiitary বলে ইত্যাদি, কিন্তু ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন দেশে ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, জাতি ও বর্ণ পৃথক শব্দ, বর্ণ নিত্য হইলেও জাতি অনিত্য মানুষের কল্পনা। এই সুন্দর পুস্তক ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রথম অধ্যায়ের সমালোচনা আমরা করিয়াছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রধান বিষয় নিঃক্ষত্র শব্দের অসারতা। ঋগ্বেদে যমদগ্নির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু পরশুরামের নাম কুত্রাপি নাই। যিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিলেন কিন্তু তাহার নামগন্ধ ঋগ্বেদে নাই কেন? আমাদের বোধ হয় পরশুরাম নামক ক্ষত্রনিহন্তা কোনও ব্যক্তি ছিল না। উহা পৌরাণিকদের কল্পনা মাত্র। পৌরাণিকযুগে বলবান ব্রাহ্মণদিগের সহিত অহংকারী রাজাদের যে যুদ্ধ হইয়া-

ছিল তাহার নায়কস্বরূপে পরশুরামের সৃষ্টি। যমদগ্নি বৈদিক ঋষি, তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অতীব কুতূহলাবিষ্ট। ঋচিক ব্রাহ্মণ তদীয়পত্নী ক্ষত্রিয় কন্যা সত্যবতীর জন্য চরু প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার গর্ভে ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। তিনি তাঁহার শ্বশ্রূ অর্থাৎ সত্যবতীর মাতার জন্য অন্য প্রকারের চরু প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার গর্ভে অমোঘ বীর্যবিত্ত ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হইবে। মাতা ও কন্যা চরুপরিবর্ত্তন করিলেন, মাতারগর্ভে বিশ্বামিত্র ও কন্যারগর্ভে যমদগ্নির উৎপত্তি হইয়াছিল। কথিত আছে পরশুরাম সর্ব্বদাই গর্ব্ব করিতেন যে তিনি অনেক ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়াছেন। ভবভূতি শ্রীকণ্ঠ রচিত "মহাবীর-চরিত" নাটকে জনক রাজর্ষি পরশুরামকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "ক্ষত্রিয়ের প্রতি, এই ব্রাহ্মণের বিজাতীয় দ্বেষ আমি আর সহ্য করিব না, যদি সে আবার ক্ষত্রিয় পীড়ন করে, তবে আমার অমোঘ অস্ত্র তাহার প্রতি ধাবিত হইবে, ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি তাহাকে ক্ষমা করিব না।" দুর্লভ ও নূতন প্রমাণদ্বারা শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থের সহিত ক্ষত্রিয়ের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আমরা অর্থাৎ বঙ্গীয় কায়স্থগণ শাস্ত্রের অনেক বহুমূল্য রত্নের অধিকারী হইয়াছি, শাস্ত্রী মহাশয় নূতন রত্ন সংকলনে প্রয়াসী। শূদ্র সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহাই বলেন না কেন, ঋগ্বেদে তাহারাই শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়াছে, যাহারা আদিম বর্ব্বর জাতি, আর্য্যগণ যাহাদিগকে বাহুবলে পরাজয় করিয়া দাসত্বে নিবদ্ধ করেন ও যাহারা আর্য্য-গণের কোন কার্য্যে অধিকারী ছিল না। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এক জাতি থাকিয়া আহারবিহার আদান প্রদান একত্রেই সম্পাদন করিতেন। ইহা সামাজিকভাব, কিন্তু উপনিষদ আধ্যাত্মিকভাবে সকল জাতির একত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন। পৌরাণিক-যুগে শূদ্রদিগের দুর্গতির মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যখন বুদ্ধ ভারতে নবধর্ম্ম প্রচার করিলেন, যে ধর্ম্মসংখ্যাদর্শনের ফল বিশেষ, তখন সকলেই প্রচলিত ধর্ম্মের দোষগুণ দেখিতে পাইল ও আগ্রহের সহিত নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। নিরক্ষর, অস্পৃশ্য, অনার্য্য শূদ্রগণ মহানন্দে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইল কেন না, বৌদ্ধধর্ম্মে ব্রাহ্মণের আধিপত্য ছিল না। রাজবিপ্লব সকল সময়েই দ্বিবিধ কারণে প্রধূমিত হয়, রাজাও উচ্চ জাতিদিগের অবিচার ও উৎপীড়ন ও শিক্ষিত নেতৃবৃন্দের প্রচার মুখে নূতন আলোকের সৃষ্টি। বর্ত্তমান সময়ে ঠিক এই ভাবেই বঙ্গে সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের উৎপীড়ন আর সহ্য হয় না, ব্রাহ্মণেতর জাতি নূতনালোকে নবাধিকার প্রার্থনা করিতেছে, রাজা ইহার প্রতিবিধান করিতেছেন না, তিনি প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না। কিন্তু বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির দুরবস্থা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে, উহা ব্রাহ্মণজাতির স্বেচ্ছাচারের ফল, তাঁহারা কামাচারী হইয়া নিম্নস্তরের জাতির সর্ব্বনাশ করিতেছেন, এই বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান্ রাজরাজেশ্বর ও শাসনকর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের সহায়তা না করিলে দুর্ব্বল জাতিগুলি ব্রাহ্মণের নিষ্পেষণে সর্ব্বস্বান্ত হইবেক। এই সকল সামাজিক বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যতা অব-ধারণ করিতে সম্রাটের আদেশে একটি কমিশন বসিলে ভাল হয়, নচেৎ ব্রাহ্মণের দৌরাত্ম্যে আমাদের যৎপরোনাস্তি মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতে হইবেক।

সম্পাদকস্য।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

আমরা অতীব আনন্দসহকারে, বিগত ১৯শে পৌষ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটী পাঠ করিলাম—

ভারতবর্ষীয় কায়স্থসম্মিলন।

অবসর প্রাপ্ত জষ্টিস, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের আহ্বানে কলিকাতা ১৪নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাটীর নিকট প্রাঙ্গনে বিগত ১৪ই পৌষ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থ-জাতির একটী অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার উকীল ভাগলপুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ সহায়, উকীল রাঁচি, সার বিপিনকৃষ্ণ বসু রায়বাহাদুর নাগপুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিং, এলাহবাদ, রায় দুর্গাপ্রসাদ, উত্তর পশ্চিম, মিঃ শ্যামকিসন্ সহায়, ব্যারিষ্টার, রায় হরিমোহন চন্দ্র, দারজিলিং, বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষ, উকীল হাই-কোর্ট, বাবু বিমানবিহারী মজুমদার, ওষমামপুর নদীয়া, লালা রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এম এ, বি এল, আরা, বাবু কালীপদ ঘোষ, রাঁচি, ডাক্তার নরেশচন্দ্র মিত্র, রাঁচি, রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর, বাবু রামশঙ্কর রায়, উকীল কটক, রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, মেজর বি. ডি, বসু, রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, ঢাকা, রায় প্রসন্নকুমার বসু বাহাদুর, রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, বাবু বিনয়কুমার রায়, কুমার রাধিকা-ভূষণ রায়, মাননীয় অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি সার চন্দ্রমাধব ঘোষ, বাবু নিখিলনাথ রায় প্রমুখ প্রায় পঞ্চ শতাধিক কায়স্থ এবং মিঃ এন কৃষ্ণ মুখার্জ্জি, মিঃ সি, বিজয় রাঘবচারী, মাদ্রাজ, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বৈদ্য সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

মাননীয় বিচারপতি ঘোষ ও মিত্রমহাশয়দ্বয় প্রথমে উপস্থিত সভ্যগণের সহিত সাদর সম্ভাষণদ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। তৎপরে মাননীয় মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে রাচির প্রসিদ্ধ উকীল মাননীয় বালকৃষ্ণ সহায় সভাপতিরপদ গ্রহণ করিয়া ভারতের সমগ্র কায়স্থজাতি যে একবংশ সম্ভূত এবং সকলের মিলনও এক-প্রকার আচার ব্যবহার হওয়া যে বিশেষ কর্ত্তব্য নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ একটি বক্তৃতা করেন, তৎপর লালা রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রায় বিশ্বম্ভর রায়, বাবু প্রিয়নাথ সিংহ, বাবু চন্দ্রশেখর সরকার, বাবু শ্যামকিসন্ সহায়, মাননীয় সারদাচরণ মিত্র, বাবু সদাশিব মিত্র মহাশয়গণ আচার ব্যবহার রীতিনীতি বিষয়ক বক্তৃতা করেন। তৎপরে জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভান্তে একটি দশবর্ষবয়স্ক কায়স্থ বালক সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর ভারতাগমন বিষয়ে একটি মধুর কবিতা পাঠ করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।

এই মহামিলনটী যাহা এতদিন কল্পনায় সুরঞ্জিত করিয়া তুলিকামুখে চিত্রপটে অঙ্কিত হইতেছিল; তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া মান-

নীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সমগ্র কায়স্থসমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। সভাপতি মহাশয়ের আবেদন বঙ্গীয় প্রত্যেক কায়স্থের হৃদয়ে ক্ষোদিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক তিনি বলিয়াছিলেন যে ভারতীয় বিরাট কায়স্থ-জাতি যখন একবংশসম্ভূত, তখন তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারের একত্ব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা ইহাও জানি যে বঙ্গীয়কায়স্থদিগের আচার ব্যবহার ভারতের অন্যান্য প্রদেশস্থ কায়স্থদিগের আচারের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু প্রধানতঃ একটী বিষয়ে অনেক দিন হইতে বৈষম্যভাব পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গীয় কায়স্থগণ শূদ্রধর্ম্মী কিন্তু ভারতীয় অন্যান্য দেশজ কায়স্থগণ দ্বিজধর্ম্মী, বর্ত্তমান সময়ে অনেক কায়স্থ মহাত্মাগণ উপনীত হইয়া কায়স্থনামের সার্থকতা প্রদর্শন করিতেছেন। যে সকল কায়স্থ মহাত্মাগণ আজিও ইতস্ততঃ করিতেছেন তাঁহাদিগের বুঝা উচিত যে যদি মিলন আমাদের জাতীয় উন্নতি-বিধায়ক হয় তবে তাঁহাদের স্বধর্ম্ম গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। আমরা টাকী, গাভা ও বানরী পাড়ার বঙ্গজ কুলীন মহোদয়গণকে এবং উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ মহোদয়দিগকে সদাচার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

২। "কিসে কায়স্থসমাজের উন্নতি হয়" প্রবন্ধটীর মধ্যে অনেক সারবান্ কথা আছে। আমরা কায়স্থ সভার সভাপতি মহাশয়ের মনোযোগ তৎপ্রতি আকর্ষণ করিতেছি। দরিদ্র কায়স্থ সন্তানের বিনা অর্থব্যয়ে শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়স্থাপন করা অতিশয় প্রয়োজন হইয়াছে। এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালার অনুকরণে উহা সংস্থাপিত করা আবশ্যক। পরম শ্রদ্ধাস্পদ কায়স্থসমাজের প্রকৃত হিতৈষী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয় মনোযোগ করিলে অনায়াসে এই মহৎ ব্যাপার সংসাধিত হইতে পারে। আগামী মহাসভার অধিবেশনে এই বিষয়টী আন্দোলিত হওয়া আবশ্যক।

সম্পাদকস্য।

আত্মকাহিনী।—১৩১৭ সনের টাকা প্রায় সকল গ্রাহকগণই দয়া করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ১৩১৮ সনের চাঁদা অনেক বাকী। আমরা ভিঃ পিঃ করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ উহাতে গ্রাহকগণের অসুবিধা হইতে পারে। চাঁদা অগ্রিম দেয়, গ্রাহকগণ দয়া করিয়া ১৩১৮ সনের ১৷৷০ টাকা মাত্র মনি-অর্ডারযোগে আমাদের নিকট পাঠাইলে প্রতিভার বিশেষ উপকার হয়। বর্ত্তমান সময়ে অর্থাভাবে আমরা কষ্ট পাইতেছি। অধিকআর কি লিখিব। সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আর্য্যশক্তি ঔষধালয় হাসাইল ঢাকা।

(১৩০৬ সনে স্থাপিত)

কায়স্থপরিচালিত একমাত্র সুলভ, অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ-ভাণ্ডার। অধ্যক্ষ—শ্রীবরদা-কান্ত ঘোষ কবিরত্ন। (প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসমূহে প্রবন্ধলেখক, বিবিধ গ্রন্থ রচয়িতা ও হাসাইল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক)। হেড্ আফিস—হাসাইল, ঢাকা। স্বর্ণ মকরধ্বজ ৪৲, স্বর্ণবঙ্গ ৪৲ তোলা, অমৃতারিষ্ট, অশোকারিষ্ট ও চ্যবনপ্রাশ ৩৲ সের, ত্রিমতী প্রসারিণী ৬৲, বাতরাক্ষসী ৮৲, মহামাষ তৈল ১৬৲ সের, বৃঃ বঙ্গেশ্বর ৸০, বৃঃ পূর্ণচন্দ্র রস ৷৵০, মহাশঙ্খ বটী ৷৷০, জয়মঙ্গল রস ২৲, বৃঃ বাতচিন্তামণি ১৷৷০, বসন্ততিলক ২৲, প্রদরান্তক রস ৷৷০, এবং কৃষ্ণ-চতুর্ম্মুখ ৷৷০ সপ্তাহ। ক্যাটেলগে হিসাব দেখুন। কায়স্থসম্প্রদায়ের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। সতীত্ব (বরদাবাবু প্রণীত ২য় সংস্করণ) 'বান্ধব' প্রভৃতি বহু সংবাদপত্রে সুপ্রশংসিত বড় সুন্দর স্ত্রী-পাঠ্য পুস্তক। মূল্য ৷৷০ আনা, কায়স্থ-সুহৃদ ৷৷০ আনা ও শান্তি (গল্প) ৷৷০ আনা।

সদ্গোপসোপান।

সদ্গোপসোপান স্বজাতির উন্নতিশীর্ষক পুস্তক। এইরূপভাবে লিখিত গ্রন্থ, এ পর্য্যন্ত আর কখনও সদ্গোপ-সমাজ হইতে প্রকাশিত হয় নাই। যাঁহারা স্বজাতির উন্নতি করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সাদরে এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহার ভাষা, ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর, মূল্য ৷৷০ আনা, ডাকমাশুল অর্দ্ধ আনা, প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামপুরের মোক্তার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ গ্রন্থকারের নিকট ও প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। প্রকাশক,

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

প্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তি-স্বীকার।

১৭৭।	শ্রীযুক্ত	কালীপ্রসন্ন ঘোষ, তেজপুর আসাম …	…	১৩১৮	১৷৷০
১৭৯।	,,	কৃষ্ণচন্দ্র গুহ, গোয়ালন্দঘাট ফরিদপুর …	…	ঐ	১৷৷০
১৮৩।	,,	ক্ষেত্রনাথ সরদার দেববর্ম্মা, শ্রীপুর ফরিদপুর	…	১৩১৭	১৷৷০
১৮৪।	,,	কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায় বাহাদুর দেববর্ম্মা, বেনওয়ারিনগর পাবনা		ঐ	১৷৷০
১৮৫।	,,	ক্ষেত্রমোহন ঘোষ দেববর্ম্মা, কালীদিয়া খুলনা	…	ঐ	১৷৷০
১৮৬।	,,	ক্ষিরোদচন্দ্র বিশ্বাস দেববর্ম্মা, কুড়ালিয়া যশোহর	…	১৩১৮	১৷৷০
১৮৭।	,,	ক্ষিরোদপ্রসাদ দেববর্ম্মা, ধনকোল দিনাজপুর	…	ঐ	১৷৷০
১৯১।	,,	গণেশচন্দ্র নন্দী, গুমানীগঞ্জ বোগার …	…	১৩১৭	১৷৷০
১৯২।	,,	গোপালচন্দ্র চন্দ্র, ফৈজাবাদ অযোধ্যা …	…	ঐ	১৷৷০
১৯৩।	,,	গিরীশচন্দ্র বসু, লখনাউ … …	…	ঐ	১৷৷০
১৯৪।	,,	গিরিজাকুমার ঘোষ, এলাহাবাদ …	…	১৩১৮	১৷৷০
১৯৫।	,,	মাননীয় মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, দিনাজপুর		১৩১৭	১৷৷০
১৯৭।	,,	গৌরকিশোর বসু দেববর্ম্মা শাস্ত্রী, চন্দননগর	…	ঐ	১৷৷০

Reg. No. D. 69.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচন।

[চতুর্থ বর্ষ—১০ম সংখ্যা।]

১৩১৮ বঙ্গাব্দ, মাঘ মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	শিক্ষাষ্টকং (পূর্ব্বানুবৃত্তি ৫, শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী)	৪৩৭
২।	কবিতাগুচ্ছ—(১) সারকথা (শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী)... ...	৪৩৯
	(২) মহাত্মা ও দুরাত্মা (কুমারী সুচারুবালা দেবী) ...	৪৩৯
	(৩) ত্রিরত্ন (শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ জ্যোতিঃশেখর)	৪৪০
	(৪) কাশ্মীর (শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র দেববর্ম্মা)... ...	৪৪০
	(৫) জন্মভূমি (শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা) ...	৪৪১
	(৬) ভীমের কলঙ্ক (শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা) ...	৪৪১
	(৭) ভারতে রাজদর্শন (শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা) ...	৪৪২
৩।	তীর্থেরপথে তপোবন (শ্রীসরোজনাথ ঘোষ)	৪৪৩
৪।	পরলোকগত চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ (সম্পাদক)	৪৫১
৫।	অভিষেক ও ভাবীফল (সম্পাদক)	৪৫৪
৬।	মিশ্রকারিকা মূলম্ (পূর্ব্বানুবৃত্তি ৩, সম্পাদক)	৪৫৭
৭।	মিশ্রকারিকা, বঙ্গানুবাদ (সম্পাদক)	৪৫৯
৮।	ফাহিয়ান (পূর্ব্বানুবৃত্তি ২, শ্রীরসিকলাল রায়)	৪৬২
৯।	শিক্ষা গল্প (শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার দেববর্ম্মা)	৪৬৭
১০।	স্বপ্নদর্শন, মুক্তিবিষয়ক (শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ জ্যোতিঃশেখর)	৪৭৩
১১।	সমালোচনা (সম্পাদক)	৪৭৭
১২।	বিবিধপ্রসঙ্গ (সম্পাদক)	৪৮১

প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৵০ আনা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০ টাকা মাত্র]

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা ও কায়স্থপত্রিকা।

সভা ও পত্রিকা অদ্য ১০ বর্ষ যাবৎ প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত।

সভ্য হইবার নিয়ম।—কায়স্থ মাত্রেই বার্ষিক চাঁদা ৩৲ তিন টাকা ও প্রবেশিকা ১৲ এক টাকা দিলে সভ্য হইতে পারেন।

কায়স্থ-পত্রিকা।—ইহা জাতিতত্ত্ববিষয়ক অতি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকায় জাতি-তত্ত্বের আলোচনা, পুরাতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় প্রতিমাসে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ লিখিতেছেন। পত্রিকাখানি বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার মুখপত্র। সভ্যগণ বিনামূল্যে পত্রিকা পাইয়া থাকেন। গ্রাহকগণের পক্ষে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা পুরাতন কায়স্থ-পত্রিকাও সভ্যদিগকে প্রতি বৎসর ১৲ এক টাকা হিসাবে এবং অন্যকে প্রতি বৎসর ১৷০ পাঁচসিকা মূল্যে দেওয়া হইতেছে। শ্রীশরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা সম্পাদক ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষি-সম্পদ।

কৃষি, কৃষি-শিল্প, এবং যৌথ ঋণদান-সমিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের মাসিক সচিত্র পত্রিকা। ৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ তিন টাকা মাত্র। প্রবন্ধ সম্বন্ধে অতুলনীয়, চিত্রসৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব, সর্ব্বত্র প্রশংসিত, বঙ্গদেশমধ্যে কৃষি-বিষয়ক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম পত্রিকা। জাপান, আমেরিকা ও ফ্রান্সদেশ হইতে প্রত্যাগত ও এতদ্দেশীয় শ্রেষ্ঠ কৃষি-তত্ত্বজ্ঞ লেখকগণ কৃষি সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া থাকেন। বাঙ্গালীর প্রত্যেক গৃহে এই পুস্তকের আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

৩৪নং রায় সাহেবের বাজার, ঢাকা।

সদ্গোপসোপান।

সদ্গোপসোপান স্বজাতির উন্নতিশীর্ষক পুস্তক। এইরূপভাবে লিখিত গ্রন্থ, এ পর্য্যন্ত আর কখনও সদ্গোপ-সমাজ হইতে প্রকাশিত হয় নাই। যাঁহারা স্বজাতির উন্নতি করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সাদরে এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহার ভাষা, ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর, মূল্য ৷৷০ আনা, ডাকমাশুল অর্দ্ধ আনা, প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামপুরের মোক্তার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ গ্রন্থকারের নিকট ও প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

প্রকাশক,

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

ফরিদপুর

হিতৈষী প্রেসে

শ্রীজানকীনাথ দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৮।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নম।

আর্য্য--কায়স্থপ্রতিভা।

মাঘ মাস, ১৩১৮।

শিক্ষাষ্টকং।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৫)।

এই প্রার্থনার অধিকারী মাত্র আমি। তজ্জন্য প্রার্থনা করিতেছি:—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে
ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিত-ধূলি-সদৃশং
বিচিন্তয়॥ ৫॥

হে "নন্দতনুজ" এই সম্বোধন বাক্যে সাধারণ ভক্ত আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এই যে, তুমি জন্মহীন হইয়াও নন্দ গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ, জগতের সকল জীবের প্রতি ইহাই আশ্চর্য্য কৃপা:—

বিভর্ষিরূপাণ্যবোধআত্মা
ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি
সতামভদ্রানি মুহুঃখলানাম্॥

শ্রীভাগবতে ১০।২।২৯।

তুমি অববোধক অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ আত্মা; তুমি চরাচর লোকের মঙ্গলের জন্য বারংবার সত্বগুণ সম্পন্ন নানারূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াথাক; তাহা সাধুগণের সুখসাধন ও খল জনগণের নাশক হইয়া থাকে। যে ইচ্ছায় কংশাদি বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াও শক্ত্যাবেশ অবতার দ্বারা পৃথিবীর ভারোদ্ধার কার্য্যে সক্ষম হইয়া ভারহরণ কার্য্যে ছল ধারণ পূর্ব্বক এই মর্ত্ত্য-ভূমে নন্দ গোপ গৃহে তুমি যে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সে কেবল অতি অধম দুরাচার জন সকলকে কিরূপ কৃপা প্রকাশ করিতে হয় আচরণের দ্বারা তাহাই দেখাইবার জন্য:—

মৎস্যাশ্ব কচ্ছপ নৃসিংহ বরাহ হংস
রাজন্য বিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসিনস্ত্রি ভুবনঞ্চ যথাঽধুনেশ
ভারং ভুবোহর যদূত্তম বন্দনং তে॥

শ্রীভাগবতে ১০।২।৪০

ব্রহ্মাদিদেবগণ দেবকীর গর্ভস্থ বিষ্ণুর স্তব-কালে কহিয়াছিলেন যে, তুমি মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও দেব

এই সকল অবতার গ্রহণ করিয়াছ; হে ঈশ! তুমি আমাদিগকে ও ত্রিভুবন রক্ষা কর ও এক্ষণ পৃথিবীর ভার হরণ কর; হে যদুবংশ তিলক! তোমাকে আমরা অবনত মস্তকে প্রণাম করিতেছি। পূর্ব্বে যে "অবতারের" কথা বলা হইয়াছে তাহা এই :—

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার একলীলাবতার আর॥
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশ অবতার॥
শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ২০ পরিচ্ছেদে।

তন্মধ্যে শক্ত্যাবেশ অবতার যথা :—

শক্ত্যাবেশ অবতার অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন॥
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎ শক্ত্যে অবতার অভাসে বিভূতি লেখি॥
সনকাদি নারদ পৃথু আর পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মা আছে আবেশ তার নাম॥
বৈকুণ্ঠ শেষ ধরা-ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যা বেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত॥
সনকন্থে জ্ঞান শক্তি নারদে শক্তি ভক্তি।
ব্রহ্মার সৃষ্টি শক্তি অনন্তে ভূধারণ শক্তি॥
শেষে স্ব-সেবন শক্তি পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্ট নাশক বীর্য্য সঞ্চারণ॥
শ্রীচরিতামৃতে ঐ ঐ।

জ্ঞানশক্ত্যাদি কলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥
লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্ব খণ্ডে আবেশ প্রকরণে।

যে সকল জীবে জ্ঞান শক্তি আদি কলা দ্বারা জনার্দ্দন আবিষ্ট হয়েন সেই সমুদায় মহত্তম জীবকে আবেশ বলা যায়।

বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণের শক্তি আবেশে॥
শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ২০ পরিচ্ছেদে।

কুব্জা ও সুদামাদি অতিহীন জন সকলকে ও ব্রহ্মাদির প্রার্থনীয় স্ব স্বরূপের দর্শন স্পর্শনাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছ তাহাই স্মরণ করিয়া মাদৃশ জনের ও তব কিঙ্করত্ব প্রার্থনার অভিলাষ হইতেছে।

ব্রহ্ম মোহনে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের যে স্তব করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা এই :—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্রবান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদ পল্লবং॥
শ্রীভাগবতে ১০।১৪।৩০॥

হে নাথ! তজ্জন্য আমার মহদ্ভাগ্য হউক যে এই ব্রহ্ম জন্মে অথবা কোন তির্য্যক্‌ যোনিতে ও জন্মগ্রহণ করিয়া কিংবা যে ভাগ্যে তোমার জনের এক জন যে কোন হইয়া তোমার পাদ-পল্লব সেবা করি। সেই উৎ-কণ্ঠায় কার্য্যাকার্য্য বিচার শূন্য হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার চরণ বিস্মৃতি ভবাম্বুধি স্বরূপ তাহাতে এমন ভাবে পতিত হইয়াছি যে, যে কোন কালেও উদ্ধার হইবার আশা নাই অর্থাৎ তোমার চরণ স্মৃতি পাইবার উপায় নাই। যে হেতু সংসারস্থ সকল জীবই আমার ন্যায় পতিত। পতিত ব্যক্তি যেরূপ পতিত জনকে উদ্ধার করিতে পারে না তদ্রূপ তোমার চরণ স্মৃতি হীন জন কিরূপে চরণ স্মরণ করাইবে? এবং পতনের পথ প্রদর্শন করিতে পারে? অতএব উপরিস্থিত জন যেমন পতিত জনকে উদ্ধার করে সেইরূপ আমি তোমার

কিঙ্কর এ স্মৃতি তোমার বিলুপ্ত হয় নাই ; এ জন্য তুমি সেই স্মৃতি ধারণ করিয়া এ অধম কিঙ্করকে স্মৃতি প্রদান কর তাহা হইলেই ভবাম্বুধি হইতে অর্থাৎ অনন্তকালের জন্য তোমার চরণ বিস্মৃতি-রূপ সমুদ্র হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হই। "তোমার চরণ পদ্ম ধূলি তুল্য আমাকে মনেকর" এই বাক্য বলাতে আমি তোমার নিত্যদাস ইহাই প্রতিপন্ন করা হইল। "দাসভূতো হরেরেব জীবঃ।" প্রমেয় রত্নাবল্যাম্।

ক্রমশঃ

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কবিতাগুচ্ছ।

সারকথা (১)।

পতি যদি প্রিয়তম, গুণবান্ হয়,
ত্রিদিবের সুখ কভু তা'র সম নয়। ১।
স্বভাব-সৌন্দর্য্য যদি রহে কলেবরে,
মণি-মুক্তা আভরণে কিবা শোভা করে! ২।
অমিয় বচন ওষ্ঠে যদি নিত্য রয়,
সুখশ্রাব্য কাব্য-রসে কিবা ফলোদয়? ৩।
অসতের অধীনতা করিলে স্বীকার,
মরণের অবশিষ্ট কিবা রহে আর! ৪।
ভিক্ষালব্ধ ধনে কৈলে জীবন ধারণ,
সকলে ধিকার দেয় হীনতা কারণ। ৫।
ইষ্টলাভ হয় যদি বিনা প্রার্থনায়,
কল্পদ্রুম কাছে কেবা যাইবারে চায়? ৬।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী।

মহাত্মা ও দুরাত্মা (২)।

মহাত্মাগণের মনে যাহা কিছু রয়,
বাক্য আর কার্য্যেতেও সেইরূপ হয়।
দুরাত্মাদিগের সদা মনঃ বাক্য আর
কার্য্যাদি হইয়া থাকে বিভিন্ন প্রকার।

কুমারী শ্রীসুচারুবালা দেবী।

ত্রি-রত্ন (৩)।

স জীবতি যশো যস্য কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।
অযশোঽকীর্ত্তি সংযুক্তো জীবন্নপি মৃতোপমঃ॥
ভাবার্থ—যশস্বী ও কীর্ত্তিমান তাজিলে জীবন,
চিরজীবী মধ্যে তিনি তবু গণ্য হন।
জীবিতেও মৃত তুল্য সেই অভাজন,
অযশঃ ও অপকীর্ত্তি করে যে অর্জ্জন। ১।
নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্কঃ কাষ্ঠশ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন চ নম্যতে॥
ভাবার্থ—ফল ভারাক্রান্ত তরু আর গুণিগণ,
বিনীত বিনম্র ভাবে রহে অনুক্ষণ।
রস শূন্য কাষ্ঠ আর যত মূর্খ জন,
ভগ্ন হয়, তবু নত না হয় কখন। ২।
বিরক্তঃ পরদারাসু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভ মাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥৩।
ভাবার্থ—পরদারে পরদ্রব্যে লোভ যা'র নাই,
মাৎসর্য্য ও দম্ভহীন যে জন সদাই,
ত্রিলোক বিজয়ী হন সেই মহাশয়
শাস্ত্রের বচন ইথে নাহিক সংশয়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা।

কাশ্মীর (৪)।

অয়ি দিব্যলোক মরতমাঝে, দেবের
আলয়! অয়ি ভারত-গৌরব! শোভিছ
কিরীটসম শীর্ষেতে যার! প্রকৃতির
রমনীয় দৃশ্যস্থান! যার লাগি সৌর
ছাড়ি দেবগণ আসিবার চায় এই
মর্ত্ত্যলোকে, বিসর্জ্জিয়া ত্রিদিবের সুখ
শান্তি! আছে এক অতৃপ্ত সাধ হৃদয়
মাঝারে চির বিরাজিত, যাপির এই
জীবনের কতিপয় দিন তব পাশে
নিরখিয়া স্বভাবের বিচিত্র কৌশল
প্রকটিত হয় যাহে পরম পিতার
মহিমা অপার। মিটিবে না কি অধম
এই সন্তানের চিরসাধ দয়াময়?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা।

জন্মভূমি (৫)।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, এখানে সুষমা ভরা,
কোথা আছে হেন হ্রদ সরোবর
নদনদী মাঠ তরু মহীধর
নগর অটবী মরু, কিবা পুষ্প লতা চারু,
মলয় অনিলে এত প্রীতিভরা
ধন ধান্যে পূর্ণা হেন বসুন্ধরা? ১।
ঘৃত সর ননী ক্ষীর, সুশীতল ভক্ষ্যনীর,
কোথা হেন আর মানসরঞ্জন
পীযূষ-পূরিত মানব-বদন।
প্রয়াগ পুষ্কর গয়া, বিন্ধ্যাচল হিমালয়া
স্তবকে স্তবকে কোথা আছে আর
কোথায় এমন কোকিল ঝঙ্কার? ২।
মাতা কন্যা পত্নী ভ্রাতা, ভগ্নী বন্ধু পতি পিতা
কোথা হেন আর দয়ার আধার
হৃদয় শোণিতে করে উপকার
কৃষ্ণ ভীষ্ম শাক্যমুনি, ভবে মরকত মণি
কোথাও তাঁদের নাহিক উপমা
অসি বর্ম্মে চর্ম্মে কোথা হেন রমা? ৩।
এইতো সে পিতৃভূমি, ধরায় স্বরগ গণি
অস্তমিত তাঁর গৌরব-ভাস্কর
চির রাহুগ্রাসে অচল নিথর। ৪।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

ভীমের কলঙ্ক (৬)

ভীমের জীবন তরু; পত্রপুষ্পে শোভে চারু
সুষমায় মন প্রাণ হরে;
নিরখি জুড়ায় আঁখি, স্পৃহা পুনঃ পুনঃ দেখি
ডুবে থাকি ভাবের সাগরে।
ভীমের অতুল বীর্য্য, ভীমের অপূর্ব্ব কার্য্য
অমানুষী প্রতিভা প্রভায়;
জগৎ করেছে আলো, কে দেখিবে নেত্র খোল
দীপ্ত কর মলিন হিয়ায়।
ভীরুতা কাহাকে বলে, নাহি জানে কোন কালে
অন্তঃস্থলে সাহস দুর্জ্জয়;
যত না বিপদ আসে, ভীম অগ্রসর হেসে
দলি যায় গঞ্জারের প্রায়।
ভীম বীর-চূড়ামণি, বীরত্ব-ধীরত্ব-খনি
পৃষ্ঠ প্রদর্শন নাহি জানে;
অকপট হৃদি খানা, কপটতা প্রবঞ্চনা
কে দেখেছ তাঁর সন্নিধানে?
প্রতিজ্ঞার কল্পতরু, পালনে কাতর ভীরু
কভু নহে ভীমের হৃদয়;
যখন বলেছে যাহা, সম্পন্ন করেছে তাহা
মন-বলে লভেছে বিজয়।
শরণ লইলে কেহ, বিপন্ন করিয়া দেহ
ভীমবীর প্রদানি আশ্রয়;
বীরের প্রকৃত ধর্ম্ম, বীরের প্রকৃত মর্ম্ম
প্রতিভাত করেছে ধরায়।

প্রেম প্রীতি ভালবাসা, অনুকম্পা উচ্চ আশা
শিষ্টাচার, নীতি-ধর্ম্মজ্ঞান ;
কেহ ভীমে অবহেলি, যায় নাই ক্ষণ চলি
ভাগ্যবান্ কে তাঁর সমান ?
অহো একি হেরি তায়, বীরশ্রেষ্ঠ ভীমরায়
হীনমতি হইলা এমন !
কে দিল এ কুমন্ত্রণা, কার তীব্র উত্তেজনা
করিল গো কলঙ্ক ভাজন ?
অন্যায় সমর ক'রে, হ্রদ দ্বৈপায়ন তীরে
কুরুপতি ঊরু ভঙ্গ করি ;
বীরের যশের ডালি, শির হতে দিলা ফেলি
কালিমা স্পর্শিল চাঁদে মরি !
এ অকীর্ত্তি তাও ভুলি, ভীমের প্রতিজ্ঞা তুলি
প্রবোধ যে দিতে পারি চিতে ;
একি ছি ছি, হায় হায় ! কি করিলা ভীমরায়
একেবারে গেলা অধঃপাতে !
মহারাজ দুর্য্যোধন, বীর-মানী-আত্মজন,
ধরাতলে শুয়ে মৃত্যুকোলে ;
তার শিরে পদাঘাত ! হল নাকি বজ্রপাত ?
শিষ্টাচার দিলা রসাতলে !
বীর হ'য়ে বীর গ্লানি সাজিলা সে বীর মণি
রোষভরে করিলা কি কায ;
অমল-ধবল দেহে, মসী লিপ্ত ক'রে গেহে
ফিরে যেতে হল নাকি লাজ !
শুনিয়া যে লাজ পায়, বীরের মর্য্যাদা হায় !
নাশ করে বীর-কুল-মণি ;
এ হীনতা সমর্থন, ধরাধামে বীরগণ
কভু করে না জানি না শুনি !
উচ্চ কণ্ঠে বার বার, বলিবে হৃদয় তাঁর
যে বীর সে, হইয়া নিঃশঙ্ক ;
মহামানী কুরুনাথ, তাঁর মাথে পদাঘাত
'শতধিক্ !—ভীমের কলঙ্ক।'

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

ভারতে রাজদর্শন।*

"স্বাগতঃ হে রাজ, রাজ,
তব ভারত-সাম্রাজ্য মাঝ !
এস এস মহারাজ,
প্রিয় মহারাণী সহ আজ ॥
তুমি মহামহিম বৃটনেশ্বর,
সসাগরা অর্দ্ধ-ধরা তোমার আয়ত্ত।
সর্ব্বভূলোকে বিস্তৃত তব রাজ্য,
যথা দাসত্ব না রহে, সূর্য্য না যায় অস্ত ॥
কত মত জাতি বহু মত ভাষা,
করে তব রাজ-ছত্র তলে বাসা।
ন্যায় শান্তি লভিয়া স্বধর্ম্ম পালিয়া,
সুখে থাকিয়া করে তব কৃপালাভ আশা ॥
ঈশ্বর কৃপায় হইয়া তুমি,
প্রবল প্রতাপ ভারত-সম্রাজ।

* এই গানটী আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র শ্রীমান্ প্রভাসচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক বিগত ১৪ই পৌষ কলিকাতার ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মিলনে গীত হইয়াছিল।
সম্পাদক।

নৌসেনা বীর্য্যে, শাসন সৌকর্য্যে,
জগতে শান্তি রাখিছ বিরাজ॥
রাজ্যাভিষেক প্রচার ছলে, বরাভয় দিতে,
দিল্লীতে রাজসূয় করিলে ধিরাজ।
তব কৃপাবলে, বহু পুণ্যফলে,
দীন ভারত-প্রজা তব, দরশন লভিল আজ॥

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা।

তীর্থের পথে।

তপোবন।

প্রাচীললাটে উষার প্রথম আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিলাম। পদব্রজেই তপোবন দেখিতে যাইব সংকল্প করিয়াছিলাম। আমাদের বাসা হইতে তপোবন পাহাড় তিন ক্রোশ পথ হইবে। রাজপথ তখন জনহীন। বৃক্ষবীথিতলে অন্ধকার কুহেলিকার অঞ্চল ছায়ায় তখনও পুঞ্জীভূত ভাবে বিরাজ করিতেছিল। বিহগের প্রভাতি গানে তখনও সুপ্তিমগ্ন ধরণীর অঙ্গ পুলক স্পন্দনে জাগিয়া উঠেনাই।

পথ চিনিতাম না, তবে পূর্ব্ব হইতেই, কোন্ পথে যাইতে হইবে তাহার সন্ধান লইয়াছিলাম। বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ রাজপথ ধরিয়া চলিলাম। পথটি মিনাবাজারের মধ্যদিয়া "কাসটিয়ার্স টাউন" পল্লীকে দক্ষিণে রাখিয়া তপোবন অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াছিলাম, এ পথ দিয়া গেলে তপোবন নিকটবর্ত্তী। আর একটি পথ আছে, সে পথটি একটু ঘুরিয়া গিয়াছে। অশ্বযান অথবা গোশকটে চলিয়া সে পথে চলিবার সুবিধা। আমি সুবিধার পথ ছাড়িয়া অসুবিধার পথটিই মনোনীত করিয়াছিলাম; কারণ তাহাতে অর্থব্যয় হইবে না। আমার-পক্ষে তাহাই প্রধানলাভ।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর সম্মুখে যমুনা জোড় নদী পড়িল। নদীটি শুষ্কপ্রায় কদাচিৎ কোথাও সামান্য পরিমাণ জলধারা ক্ষীণস্রোতে বহিতেছে। দুইমাইল পথচলিবার পর পথের দক্ষিণে ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত একটী বৃহৎ উদ্যান দেখিতে পাইলাম। তখন পূর্ব্বগগন রক্তিমবিভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, রাজ-পথে দুই একটী লোক দেখিতে পাইলাম। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তপোবনের উদ্যানটী বালানন্দ স্বামীর। তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করেন। অন্য সময় দুই চারিটী ভৈরবীও এখানে অবস্থিতি করেন। প্রাচীর গাত্রে কয়েকখানি গৈরিক বাস বিলম্বিত রহিয়াছে দেখিলাম। বোধ হয় প্রাতঃস্নান শেষে ভৈরবীরা সিক্ত বস্ত্র রৌদ্রে শুকাইতে দিয়াছেন। বাগান দেখিবার প্রলোভন এযাত্রা দমন করিলাম। কারণ তখন তপোবন দেখিবার স্পৃহাই প্রবল।

নগরের সীমা বহুক্ষণ ছাড়াইয়া আসিয়াছি। এখন আর পথের ধারে ইষ্টকালয়ের চিহ্ন নাই। প্রান্তরের মধ্য দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে। নবীন শালতরুরাজিতে প্রান্তরসমাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে দুই একটা খণ্ডশৈল মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে প্রকৃতির দৃশ্য এইরূপ। তরুণ অরুণস্পর্শে কুয়াশার যবনিকা ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছিল, অকস্মাৎ আলোকচিত্রের বিচিত্র দৃশ্যের ন্যায় প্রকৃতির অপূর্ব্ব মহিমচ্ছবি নেত্রপটে ভাসিয়া উঠিতেছিল। শীত তখনও খুব প্রবল। মনের আনন্দে পথ চলিতে লাগিলাম। তপোবন পাহাড়ের শীর্ষভাগ এক একবার দেখিতে পাইতেছিলাম, আবার উহা শালতরু সমাচ্ছন্ন কোন শৈলান্তরালে প্রচ্ছন্ন হইতেছিল। পথ অসমতল, কখনও নীচে নামিয়াছে। আবার ক্রমশঃ উপরে উঠিয়াছে। দরিদ্র পল্লীরমণীরা ছিন্ন মলিন বসনে দেহ আবৃত করিয়া দেওঘর অভিমুখে চলিয়াছে। কাহারও মাথায় শালপাতার ঠোঙ্গা পরিপূর্ণ ঝুড়ি, কাহারও শিঃরস্থিত ভাণ্ডে দুগ্ধ অথবা সর্ষপতৈল, কেহ বা জ্বালানি কাষ্ঠ মাথায় করিয়া বিক্রয়ার্থ দেওঘরের বাজার অভিমুখে চলিয়াছে।

দূরে বৃক্ষরাজিসমাচ্ছন্ন তপোবনের শীর্ষদেশ সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছিল। পথের বামপার্শ্বে একটী ছোট পাহাড় দেখিতে পাইলাম। রাজপথ তাহার পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের অনতিদূরে কয়েকখানি পর্ণকুটীর। পথের ধারে কয়েকটী কৌপিনধারী নগ্নদেহ বালক খেলা করিতেছিল। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তপোবন লক্ষ্য করিয়া সোজা যাইতে পারিলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমি পাহাড়ে পঁহুছিতে পারিব। কিন্তু এ পথে গেলে চড়াই উৎরাই পার হইতে হইবে। রাজপথ ধরিয়া গেলে এক ঘণ্টা লাগিবে। আমি সোজা পথেই চলিলাম। পথটী উপলবন্ধুর। তপোবনের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত এখন দেখিতে পাইলাম। নবোৎসাহে চড়াই উৎরাই পার হইয়া অগ্রসর হইলাম। এপথে জনমানব নাই। কদাচিৎ দূরে দুই একখানি পর্ণকুটীর দেখা যাইতেছিল মাত্র।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পাহাড়ের তলদেশে আসিয়া উপনীত হইলাম। তপোবনের সন্নিকটে একটী প্রকাণ্ড জলাশয় দৃষ্টিগোচর হইল। জল অধিক বলিয়া মনে হইল না। কতিপয় জলচর পক্ষী মৎস্য শিকারের আশায় তীরে তীরে ঘুরিতেছিল। তপোবন যথার্থই তপোবন! দীর্ঘদেহ পল্লবিততরুরাজিতে পাহাড়ের পাদমূল হইতে উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন। আম্র ও বিল্ববৃক্ষের সংখ্যাই অধিক।

পাহাড়ের পাদদেশে খানিকটা প্রশস্ত সমতল ভূমি। সেখানে একটী প্রকাণ্ড কূপ বিদ্যমান। কূপের অনতিদূরে একটী কুণ্ড। কুণ্ডের জল তীর্থযাত্রিগণ গঙ্গোদকের ন্যায় পবিত্র মনে করিয়া উহাতে স্নান করিয়া থাকে। জল অত্যন্ত মলিন বলিয়া অনুমিত হইল। পাহাড়ের পাদদেশ হইতে প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। পাহাড় কাটিয়া সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। দশ পনর হাত উঠিবার পর কয়েকটী মন্দির দৃষ্টিগোচর হইল। একটী মন্দিরের গাত্রে বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা আছে—

"মাতাজী নর্ম্মদা বাঈ, দেবতা জননী,
সমাধিমন্দিরে সুপ্তে আছেন শয়ানী।"

পাণ্ডার মুখে শুনিলাম, (এখানেও বৈদ্যনাথের ন্যায় পাণ্ডা আছেন, তবে সংখ্যায় অতি অল্প) নর্ম্মদাবাঈ নাম্নী সন্ন্যাসিনী বহুদিন এই পাহাড়ে যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অল্প দিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। মাতাজীর শিষ্যগণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে সমাধিমন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

পাহাড়ে, তপোনাথ, কমলেশ্বরী, পার্ব্বতী, বিষ্ণুপাদপদ্ম প্রভৃতির মন্দির আছে। সমাধিমন্দির ছাড়াইয়া আর একটু উপরে উঠিতেই দক্ষিণে একটী গুহা দেখিলাম। গুহামুখ প্রশস্ত। মধ্যে একটী বেদী। বেদীর উপর একটী গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসী বসিয়া গঞ্জিকা সেবন করিতেছেন। পার্শ্বে একটী লোক বসিয়া আছে। সেইখানে জুতা খুলিয়া রাখিয়া উপরে উঠিতে হয়। এক পার্শ্বে জুতা রাখিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তপোনাথ দেখিতে আসিয়াছেন কি?" বলিলাম সবই দেখিব। পরিচয়ে জানিলাম সন্ন্যাসী ঠাকুর, বালানন্দ স্বামীর শিষ্য।

পাহাড়ের উপরে স্বামীজীর গুহা আছে। সেখানে তিনি সাধন ভজন করেন। স্বামীজীর অনুপস্থিতি কালে গুহার দ্বার রুদ্ধ থাকে। দরজার চাবি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আছে; কেহ দেখিতে ইচ্ছা করিলে তিনি দরজা খুলিয়া দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে কোন সাধুর সাধনগুহা দেখি নাই; সংবাদপত্রে পূর্ব্বে এই গুহা সম্বন্ধে কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলাম, সুতরাং দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সন্ন্যাসীর পার্শ্বে যিনি উপবিষ্ট ছিলেন, শুনিলাম তিনি স্থানীয় পাণ্ডা। তপোনাথের পূজা তিনিই করিয়া থাকেন। এখানে সর্ব্বসমেত সাত ঘর পাণ্ডা আছেন।

সন্ন্যাসীঠাকুর চাবি লইয়া চলিলেন। শিখরদেশ পর্য্যন্ত পাথরের সিঁড়ি। স্বামীজীর গুহা পর্য্যন্ত গিয়া সোপানাবলী শেষ হইয়াছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বর্গ ফুট পরিমিত একটী সমতল স্থানে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির। মন্দিরের এক পার্শ্বে পাহাড়ের প্রাচীর। দ্বারটী ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী ঠাকুর দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। কক্ষটী ক্ষুদ্র। একদিকে একটী ক্ষুদ্র বাতায়ন। বাতায়ন লোহার রেলিংদ্বারা দৃঢ়ীকৃত। ইচ্ছামত তাহাকে দরজায় পরিণত করা যায়। কক্ষের এক পার্শ্বে একটী বেদী। তাহার উপর ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তৃত। শার্দ্দূলের মুণ্ডটীও বাদ যায় নাই। চক্ষু দুইটী জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম ব্যাঘ্রাসনের নিম্নে পুরু গদি। উপবেশনে সুবিধা ও আরাম হইবে বলিয়াই বোধ হয় সংসারসুখত্যাগী, কঠোর সন্ন্যাসরত স্বামীজী এইরূপ সুকোমল আসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন! আসনের এক পার্শ্বে একটী পাত্র, তদুপরি কয়েকটী পয়সা রহিয়াছে। সন্ন্যাসীঠাকুর বলিলেন যে দর্শকগণ ইচ্ছামত এখানে দর্শনী দিয়া থাকেন। আমিও কয়েকটী পয়সা পাত্রের উপর রক্ষা করিলাম। দেওয়ালে স্বামীজীর ফটোগ্রাফ লম্বিত দেখিলাম। একখানি নয়। তিন চারিখানি নানাঅবস্থায় ফটো রহিয়াছে। একটী ফটোতে সশিষ্য স্বামীজী বিরাজ করিতেছেন। পূর্ণানন্দ স্বামী, বালানন্দের প্রধান শিষ্য। ইনি বাঙ্গালী, উচ্চশিক্ষিত। গৃহকোণে কতিপয়

'বেঙ্গলী' সংবাদপত্র রহিয়াছে দেখিলাম। পূর্ণানন্দ স্বামী যখন এখানে থাকেন তখন তাঁহার পাঠের নিমিত্ত "বেঙ্গলী" এখানে আসে। বালানন্দ ও পূর্ণানন্দ স্বামী শীত ঋতুর শেষ ভাগে প্রায়ই বারনসীধামে অবস্থান করেন। এখন তাঁহারা সেইখানেই আছেন।

গৃহতলে একখানি চতুষ্কোণ পাথর দেখিলাম। সন্ন্যাসীঠাকুর কৌশলে প্রস্তরখানি সরাইলেন। নিম্নে একটা সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলাম; এই সুড়ঙ্গপথে নিম্নতলস্থ সাধন গুহায় প্রবেশ করিতে হয়। একাকী সন্ন্যাসীর সহিত অজ্ঞাত গুহায় প্রবেশ করিব কি না একবার ভাবিয়া লইলাম। সন্ন্যাসী শেষে আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবে না ত? মুহূর্ত্তে মন হইতে কল্পিত আশঙ্কাকে অপসৃত করিলাম। সন্ন্যাসী একা, আমিও নিতান্ত দুর্ব্বল নহি সন্ন্যাসীর দেখাদেখি গুড়ি মারিয়া আমিও সুড়ঙ্গ পথে নীচে নামিলাম। সাধন গুহা নিতান্ত অপ্রশস্ত নহে। সোজাভাবে দাঁড়াইলে মাথায় ছাদ ঠেকে না। সন্ন্যাসী একটা দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। দ্বারপথে বাহিরে আসিলাম; সম্মুখে একটি চত্বর। সেখানে দাঁড়াইয়া পাহাড়ের অপরাপর অংশ বেশ দৃষ্টিগোচর হয়।

সন্ন্যাসীঠাকুরকে বিদায় দিয়া পাহাড়ের চারিদিকে বেড়াইতে লাগিলাম। দেবমন্দিরগুলি নিম্নে, পরে দেখিলেই চলিবে। পাহাড়ের সর্ব্বত্রই বিল্বকুঞ্জ; যথেষ্ট বেল পাকিয়া রহিয়াছে। কয়েকটি ফল সংগ্রহ করিলাম। সেই শান্ত বিল্ববৃক্ষরাজি পরিসেবিত পাহাড়ের শৃঙ্গোপরি দাঁড়াইয়া হৃদয়ে পরমা তৃপ্তিলাভ করিলাম। মনে হইতেছিল কত ভক্তের হৃদয়োত্থিত বন্দনাগানে তপোবনের প্রতিশিলা প্রতিশিখর কোন্ অনাদিকাল হইতে মুখরিত হইয়া আসিতেছে। কত সাধক এখানে ইষ্টদেবের আরাধনায় দিবাযামিনী অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন! আজ এই প্রভাত, বিহঙ্গকাকলীমুখর ঈষৎ কম্পিত বিল্ববৃক্ষনিচয়, সুমন্দ ঈষৎ উত্তপ্ত পবন কি পবিত্র! মধুর সুপাবেশে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অর্দ্ধঘণ্টা ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। পাণ্ডাজী অপেক্ষা করিতেছিলেন। তপোনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ইতিপূর্ব্বেই বোধ হয় পূজা সমাপ্ত হইয়াছিল। নিবেদিত পুষ্পভার লিঙ্গমূর্ত্তির উপর অর্পিত। ধূপগন্ধ তখনও মন্দিরতল সুরভিত করিয়া রাখিয়া ছিল। দেবতাকে প্রণাম করিলাম।

সন্ন্যাসীঠাকুর গুহার বেদীর উপর বসিয়াছিলেন, গঞ্জিকা সেবনের জন্য তিনি কিছু প্রণামী চাহিলেন। অস্বীকার করিতে পারিলাম না। পাণ্ডাজীর সহিত কমলেশ্বরী-পার্ব্বতী ও বিষ্ণুপাদ দেখিতে চলিলাম। এই মন্দিরগুলি পাহাড়ের অপর অংশে অবস্থিত। পার্ব্বতীদেবীর মন্দির একটি দ্বিতলগৃহের উপর অবস্থিত। মন্দিরের চারিপার্শ্বে কাঠের রেলিং। বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না। বৈদ্যনাথের পাণ্ডাদিগের ন্যায় এখানকার পাণ্ডারাও নির্লোভ। যে যাহা দেয় তাহাতেই সন্তুষ্ট।

এখানে দোকান হাট কিছুই নাই। কেহ পূজা দিতে চাহিলে পাণ্ডাদিগের উপরই ভার দিতে হয়; তাঁহারা দেওঘর হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনেন। অথবা গৃহস্থিত দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা সমাপন করেন। তপোবন দর্শন;

কামী যাত্রিগণ এখানে আসিবার সময় পূজার উপকরণ প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া আসেন। আহার্য্য সঙ্গে না লইয়া যদি কোন পথিক ঘটনাক্রমে এখানে আসিয়া পড়েন তাহা হইলে পাণ্ডার আথিত্য ব্যতীত তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়ান্তর নাই।

বেলা ১১টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। ত্রিকূটতীর্থ দেওঘর হইতে ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। পদব্রজে সেখানে গিয়া একদিনে ফিরিয়া আসা দুরূহ। দূর হইতে তিনটী চূড়া দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া পাহাড়টীর নাম ত্রিকূট হইয়াছে। ত্রিকূটপাহাড়ে ত্রিকূটনাথ আছেন। বাড়ীর মেয়েরা ধরিয়া বসিলেন, ত্রিকূট যাইতে হইবে। গোযান ও অশ্বশকট উভয়ই পাওয়া যায়। আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়াই স্থির করিলাম। যাতায়াতে চারি টাকা ভাড়া লাগিবে। ত্রিকূটপাহাড়ে আহার্য্য কিছুই মিলে না। যাত্রীরা খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া যান। তপোবনে পাণ্ডা আছেন, কিন্তু ত্রিকূটে তাহাও নাই শুনিয়াছিলাম। আহার্য্য দ্রব্যাদি পূর্ব্বদিবস সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রভাত হইবা মাত্র সকলে যাত্রা করিলেন। ট্রাঙ্করোড দিয়া গাড়ী চলিল। বৈদ্যনাথ জংশন হইতে এই রাজপথটী সোজা দুমকা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে আম্র কাঁঠাল বৃক্ষের সারি। তখন চৈত্রের প্রথম। বাতাস আম্রমুকুলের ঘন সুগন্ধে পরিপূর্ণ; নব মুঞ্জরিত, তৃণ-হরিৎ পত্রাবলীর অন্তরাল হইতে কোন কোন বৃক্ষে আম্রকলিকায় নবোদ্ভিন্ন চারুকান্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। নগ্নদেহ পল্লীবালকেরা রাজ-পথের উপর দাঁড়াইয়া খেলা করিতেছিল; গাড়ী আসিতে দেখিয়া "মাই একঠো পয়সা দিজিয়ে," বলিতে বলিতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল।

ক্রমে পল্লীকুটীরের সংখ্যা বিরল হইয়া আসিল। গাড়োয়ান বলিল সম্মুখে একটী গোয়ালার পল্লী, দধি কিনিবার ইচ্ছা থাকিলে এখান হইতে লওয়াই সুবিধা। ত্রিকূটে কিছুই পাওয়া যাইবে না। দধির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। গাড়ী থামাইয়া গোয়ালের নিকট হইতে পাঁচ আনা মূল্য দিয়া একখানি দধি ক্রয় করা গেল। প্রায় পাঁচ সের আন্দাজ দধি তাহাতে ছিল। বাজার অপেক্ষা এখানে দধির মূল্য অনেক কম দেখিলাম।

পথ আর ফুরায় না। দ্রুতগামী অশ্বশকট ভাড়া করিয়া ছিলাম প্রায় দুই ঘণ্টা গাড়ী চলি-তেছে তথাপি গন্তব্যস্থলের চিহ্ন নাই! পাহাড়টি যেন অতি সম্মুখে এইরূপ অনুমান হইতেছিল; কিন্তু গাড়োয়ান বলিল এখনও প্রায় দুই ক্রোশ পথ বাকীআছে। সমগ্র পাহা-ড়টি এখন আমাদের নেত্রপটে পতিত হইল। তিনটি শৃঙ্গ ব্যতীত আরও অনেকগুলি শৃঙ্গ আছে। কিন্তু সে গুলি দূর হইতে দেখা যায় না। ত্রিকূটের আর একটি নাম "তিন-পাহাড়"। শুনিয়াছিলাম সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের একটি গুহায় কোন মহাত্মা বাস করেন; কিন্তু তাঁহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয় দুই এক জনের অধিক লোকের ভাগ্যে ঘটে নাই। সেখানে আরোহণ করা একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার।

বেলা প্রায় নয় ঘটিকার সময় গাড়ী থামিল। এখান হইতে পদব্রজে প্রায় এক মাইল পথ অগ্রসর হইলে পাহাড়ের পাদদেশে যাইতে পারিব। সে উচ্চাবচ বন্ধুর পথে

গাড়ী চলে না। গাড়োয়ান আমাদিগের পথিপ্রদর্শক হইল। সে পাহাড়ে বহুবার আসিয়াছে, পথ, ঘাট সবই চিনে।

সানুদেশ হইতে যেখানে ত্রিকূটনাথ অবস্থিত তাহার উচ্চতা অতি সামান্য। বোধ হয় ৮০ ফুটের অধিক হইবে না। কিন্তু ত্রিকূট-পাহাড়ের উচ্চতা অত্যন্ত অধিক। হাজারিবাগের মধ্যে পরেশনাথশৈল সর্ব্বোচ্চ তন্নিম্নেই ত্রিকূটের স্থান। দৈর্ঘ্য ও বিস্তারেও পাহাড়টী গ্রাম জুড়িয়া আছে। শুনিয়াছিলাম ত্রিকূটের ব্যাস প্রায় আট মাইল হইবে। ময়ূরাক্ষীনদী ত্রিকূট হইতেই উদ্ভূত। অনেকে ইতিপূর্ব্বে নদীর উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই নাকি সে কার্য্যে সমর্থ হন নাই! বলিতে পারি না কোন ইংরাজ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কিনা। পাহাড়ে ময়ূর অত্যন্ত সুলভ শুনিয়াছিলাম; কিন্তু শিখি অথবা শিখিনীর কোনও চিহ্ন আমরা দেখিলাম না। সম্ভবতঃ তাহারা পাহাড়ের মধ্যস্থলে কোথাও অবস্থিতি করিতেছে। চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল আমরা পাহাড়ে থাকিয়া বিশেষ কিছুই দেখিয়া উঠিতে পারি নাই।

ত্রিকূটনাথের আশ্রমে পঁহুছিলাম। কিন্তু আশ্রমের কোন চিহ্ন তথায় দেখিলাম না। একটী শিলাখণ্ড সিন্দুরচর্চ্চিত; তিনিই ত্রিকূটনাথ। মন্দির নাই, নীল অম্বর তাঁহার চন্দ্রাতপ। শুধু দীর্ঘ আম্রশাখা বাহু বিস্তার করিয়া ঈষৎ ছায়া বিতরণ করিতেছে। একটী নির্ঝরিণীর ক্ষীণ জলধারা ত্রিকূটনাথের মাথায় পড়িয়া ক্রমে নিম্নে বহিয়া চলিয়াছে। পার্শ্বে সিন্দুরচর্চ্চিত নানা আকারের ত্রিশূল রক্ষিত। একটী ধাতুনির্ম্মিত ঘণ্টা দুলিতেছে। জনপ্রাণী আর কেহ তথায় নাই। গাড়োয়ানের কাছে শুনিলাম দ্বিপ্রহরে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে একটী পূজারী প্রত্যহ আসিয়া লিঙ্গমূর্ত্তিকে ধৌত এবং পূজার্চ্চনাদি করিয়া যান।

নির্ঝরিণীর জল একটী প্রশস্ত খাদে সঞ্চিত হইতেছে। তারপর উপচিত সলিলরাশি আবার ধীরে ধীরে আঁকিয়া বাঁকিয়া উপলখণ্ডের উপর দিয়া নিম্নে প্রবাহিত হইতেছে। জল অতি স্নিগ্ধ, নির্ম্মল স্ফটিকস্বচ্ছ। সকলে সেই জলে স্নান করিলাম। দেবতাকে প্রণামাদি করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করা গেল। অদূরে একটী ৪০।৫০ হস্ত পরিমিত সমতল প্রস্তর বিদ্যমান দেখিলাম। তথায় দুই একটী ভাঙ্গা হাঁড়ি, অর্দ্ধ দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বোধ হয় আমাদের পূর্ব্বে কোন যাত্রীরদল এখানে মধ্যাহ্ণ আহার সমাপন করিয়াছিল। এ সব তাহারই নিদর্শন। আমরা রন্ধনের কোন সরঞ্জাম লইয়া আসি নাই। চিপিটক, দধি, মিষ্টান্ন প্রভৃতিতে পরিতোষপূর্ব্বক উদর পূর্ত্তি করা গেল।

বিশ্রামান্তে পাহাড় দেখিতে চলিলাম। ছেলে মেয়েরা নীচে বসিয়া রহিল। তাহাদিগকে লইয়া অধিক উপরে উঠা সঙ্গত মনে করিলাম না। পাহাড়টী দুরারোহ নহে। প্রতি বৎসর শীতঋতুর প্রারম্ভে পাহাড়ের শুষ্ক লতাগুল্ম অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হয়। পাহাড়টী কোন স্থানীয় জমিদারের অধিকারভুক্ত। শৈলজাত কাষ্ঠ বিক্রয় হইতে জমিদারের সালিয়ানা দশ হাজার টাকা আয় হইয়া থাকে। প্রত্যহ দলে দলে কাঠুরিয়া

রমণী ও পুরুষ পাহাড়ে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে আইসে। প্রতি মোট, (সে যত বড় বা যত ছোটই হউক না কেন) মূল্য এক পয়সা। একজনে মাথায় করিয়া যত কাষ্ঠ বহন করিতে পারে এক পয়সা শুল্ক দিয়া তাহা লইয়া যাইতে পারে। পাহাড়ের চারিদিকে জমিদারের দ্বাদশটী থানা আছে প্রতি থানায় একজন পাইক ও একজন সরকার আছে। তাহারা মূল্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। পাহাড়ের এলাকার মধ্যে বসিয়া কাষ্ঠ ব্যবহার করিলে কোন মূল্য লাগে না। কিন্তু বাহিরে লইয়া গেলেই দাম দিতে হয়। প্রত্যহ শত শত সাঁওতাল পুরুষ ও রমণী এখানে আসিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক গ্রামে ও নগরে বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়।

উপরে উঠিতে লাগিলাম। পাছে নামিবার সময় পথ চিনিতে না পারি, এজন্য পার্শ্বস্থ শিলাখণ্ডে চিহ্ন অঙ্কিত করিতে করিতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে একটি প্রকাণ্ড গুহা আমাদের নেত্রপথে পতিত হইল। গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যে সন্ন্যাসী এখানে বাস করিতেন তাঁহার বোধ হয় কিছু সখ ছিল। গুহার দুই দিকে চত্বর বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সেখানে বসিয়া বায়ু-সেবন করিতে অত্যন্ত সুবিধা। গুহার অভ্যন্তর ভাল চুণকাম করা। দুই দিকে দুইটী দরজায় চৌকাঠ মাত্র রহিয়াছে। কপাট হয় ত কোন কাঠুরিয়া উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। গুহাটী বেশ প্রশস্ত। গাড়োয়ানের কাছে এ গুহা সম্বন্ধে কোন ইতিহাস জানিতে পারিলাম না। কিন্তু বহুকাল যে এখানে কোন সন্ন্যাসীর পদার্পণ ঘটে নাই, গুহার অবস্থা দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম।

কিয়ৎকাল তরুচ্ছায়াশীতল চত্বরে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। তারপর আবার পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। কত উঠিব? ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, শিখরে আরোহণ করা ত দূরের কথা, এক চতুর্থাংশও এখনও অতিক্রম করিতে পারি নাই। সূর্য্যাতপে শরীর ক্লান্ত বোধ হইল। মনে হইল এখন যদি আর পাঁচ ছয় ঘণ্টা অবিশ্রান্ত উঠা যায়, তাহা হইলে হয় ত শৃঙ্গোপরি কোন মতে উঠিতে পারি। কিন্তু তাহা দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমরা যে শিখরে আরোহণের চেষ্টা করিয়াছিলাম, ইহা সর্ব্ব কনিষ্ঠ। আর উঠা সঙ্গত নহে মনে করিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। নিম্ন হইতে ক্রমশঃ ছেলে মেয়েদিগের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলাম। প্রতিধ্বনি ঘুরিয়া ফিরিয়া কন্দরে কন্দরে, শিলায় শিলায়, প্রতিহত হইতে লাগিল। পূর্ব্বচিহ্নিত পথে অবতরণ করিলাম। বেলা তখন অপরাহ্ন। সমতল ছায়া-শীতল প্রস্তরের চত্বরে আসিয়া উপবেশন করা গেল।

অদূরে কতিপয় সাঁওতাল-রমণী বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে আমাদের দেখিতেছিল। তাহারা কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য পাহাড়ে আসিয়াছিল। আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এ পাহাড়ে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর আশঙ্কা আছে; কিন্তু এ প্রদেশে নহে। আরও ঊর্দ্ধে, পাহাড়ের মধ্যভাগে হিংস্রজন্তুর পদচিহ্ন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাদ্র মাসে ত্রিকূটশৈল হইতে বিল্বপত্র সংগ্রহের জন্য বৈদ্যনাথদেবের পাণ্ডারা এখানে পদব্রজে আগমন করেন। সে সময় এখানে

পাহাড়ের পাদদেশে মেলা বসে। পাণ্ডারা ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষ রাত্রিতে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সেই পত্র বৈদ্যনাথদেবের পূজার পক্ষে প্রশস্ত। শুধু তাহা নহে, এই বিল্বপত্র পূজাকালে না উৎসর্গ করিলেই চলিবে না। প্রবাদ আছে স্বয়ং ভৈরব তখন ত্রিকূটস্থিত জীবমাত্রকেই রক্ষা করেন। পাণ্ডাদিগের মুখে এবং আমার দেওঘরপ্রবাসী বন্ধুর কাছেও শুনিয়াছি যে, সে সময় হিংস্রজন্তুগণ পত্রচয়নকারীদিগকে কোনও প্রকার অনিষ্ট করে না। পাণ্ডা ব্যতীত বহু ভদ্র লোকও এই সময় মানসিক পূজার নিমিত্ত স্বয়ং বিল্বপত্র চয়ন করিতে আসেন। আমার এই বন্ধুটিও একবার ত্রিকূটে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে পত্রচয়ন করিতে আসিয়া একটি বৃহৎ সর্পসম্মুখে নিপতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিষধর তাঁহার শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গেল. অথচ তাঁহার কোন অনিষ্টই করিল না। দেওঘরের অনেকের নিকটেই শুনিয়াছি, এ যাবৎ কখনও কোনও ব্যক্তি এখানে বিল্বপত্র-চয়ন করিতে আসিয়া কোনও প্রকার বিপদগ্রস্ত হয় নাই; কোন হিংস্রজন্তু কাহারও প্রাণ বধ করে নাই।

সূর্য্যদেব ক্রমশঃ পশ্চিমগগনে অঙ্গ ঢালিয়া দিতেছিলেন। গাড়োয়ান বলিল যে, আর বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। এসব স্থান নিরাপদ নহে। ত্রিকূটনাথকে প্রণাম করিলাম। পূজারী ইতিমধ্যে দেবতার প্রসাধন ও পূজা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। পূজার কোন উপকরণ নাই, শুধু কয়েকটি আরণ্য-পুষ্প ভক্তিভরে দেবতার সম্মুখে নিবেদন করিলাম। পূজারীকে কিছু দক্ষিণা দিয়া ত্রিকূটনাথের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। এখানে আসিয়া মনটি এমন পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, হৃদয়ে এমন শান্তি অনুভব করিয়াছিলাম, বিশ্বদেবতার অনির্ব্বচনীয় মহিমা অন্তরে এমন একটা ব্যাকুলতা আনিয়া দিয়াছিল যে, ত্রিকূটের নিকট বিদায় লইবার পর হইতে পা যেন আর উঠিতে চাহিতে ছিল না। এ স্থানের মত প্রভাব আমি আর কখনও কোন স্থানে গিয়া অনুভব করি নাই। সত্যই যেন হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন আকর্ষণ কেন জন্মিল বুঝিতে পারিলাম না।

অপরাহ্নের রৌদ্রালোক প্লাবিত প্রান্তরের বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। ত্রিকূটের ধূম্রবর্ণ বিশালদেহের ম্লান রৌদ্রদীপ্ত অংশ নূতন বর্ণরাগে রঞ্জিত হইয়া অতি বিচিত্র দেখাইতেছিল। সকলেরই মন যেন ঈষৎ ভারাক্রান্ত বোধ হইল। পূর্ব্বের ন্যায় কেহই যেন তেমন করিয়া কথা কহিতেছিল না। পাহাড়ের মহিম শ্রী বোধ হয় বালক বালিকার অন্তরকেও অভিভূত করিয়াছিল।

গাড়ী যখন নগরের জনাকীর্ণ অংশে প্রবেশ করিল, তখন আমার চমক ভাঙ্গিল। মন্দিরে মন্দিরে তখন সন্ধ্যারতির মধুর ধ্বনি মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

পরলোকগত
চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ দেববর্ম্মা।

এই পৃথিবীতে কত লোক কত স্থানে নীরবে জন্মধারণ করিয়া নিঃশব্দে শৈশব যৌবন ও বার্দ্ধক্য অতিবাহিত করত নীরবে সমাজের জন্য, স্বদেশের জন্য, বন্ধু-বান্ধবদিগের জন্য কত শত মহদুপকার সংসাধিত করিয়া অনন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা কে নিরূপণ করিবে। কিম্বদন্তী তাঁহাদিগের কীর্ত্তি ঘোষণা করে নাই, ইতিহাসে তাঁহাদিগের নাম লিখিত হয় নাই, শাসনকর্ত্তাগণ তাঁহাদিগকে সম্মানে বিভূষিত করেন নাই। এই সকল শান্তিপ্রিয়, স্বধর্ম্মনিরত, নিবৃত্ত মহাত্মাগণ পৃথিবীর সমস্ত সুখ, স্বার্থ, সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে যাবজ্জীবন মানুষের মঙ্গলার্থে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মহাত্মাগণ মধ্যে চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ দেববর্ম্মা অন্যতম। যে মহাপুরুষের প্রতিভা বলে আমাদিগের মাতৃভূমি ফরিদপুর সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গীয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় শশিভূষণ নন্দীর দক্ষিণ হস্ত চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ। এই কায়স্থ মহাত্মা ১২৪৮ বঙ্গাব্দে ফরিদপুরের অন্তর্গত নগরকান্দা থানার অধীন কাকৃদীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি সৌপানগোত্রীয় দেবদত্ত নাগের বংশধর ছিলেন। তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত আমরা আজিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যৎকিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারিয়াছি নিম্নে তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

তিনি যৎকালে মাতৃগর্ভে শায়িত, তাঁহার পিতা কালীকান্ত নাগ মহাশয় পরলোকে প্রস্থান করেন। তাঁহার খুল্লতাত গোবিন্দচন্দ্র নাগ মহাশয়, তাঁহার মাতাকে তাঁহার কার্য্যস্থান কলিকাতায় লইয়া যান। তাঁহার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রথমাংশ কলিকাতায় অতিবাহিত হয়। তিনি খুল্লতাত মহাশয়ের আশ্রয়ে বাঙ্গালা ও ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করেন। ষষ্ঠবর্ষ বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। এবং পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার খুল্লতাত মহাশয়েরও মৃত্যু হয়। এই সময় তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি এফে পরীক্ষায় উন্নত স্থানাধিকার করেন, কিন্তু বৃত্তি পান নাই। এইসময় দারিদ্র্য তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন, এই দীনতাই পরজীবনে তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়াছিল ও তাহাকে সংযম জিতেন্দ্রিয়তা শিক্ষা দিয়াছিল। অধ্যয়নব্যয় সংকুলন জন্য, এই সময়ে তাঁহাকে কয়েকটী বালকের অধ্যাপন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। বি-এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া শ্যামবাজারে কর্ড নর্থব্রুক স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। তথায় কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়া বিগত ১২৯০ বঙ্গাব্দে তিনি ফরিদপুরে আসিয়া জজ আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। এই সময়ের পূর্ব্বেই তিনি ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ফরিদপুরে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, প্রায় ২৮ বৎসর ওকালতী করিয়া বিগত ২০শে পৌষ শুক্রবারে সপ্তভিতম বর্ষে মানবলীলা সংবরণ করেন।

প্রায় ত্রয়োবিংশতি বর্ষ অতীত হইল ফরিদপুর জিলান্তর্গত ভাঙ্গা থানার অধীন

নওপাড়াগ্রামনিবাসী শশিভূষণ নন্দী মহাশয় ফরিদপুরনগরে আর্য্য-কায়স্থসমিতি নামক একটী কায়স্থসভার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত নন্দী মহাশয় তাহার সভাপতি ও চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ মহাশয় সহকারী সভাপতি পদে মনোনীত হন। এই সময় হইতে নাগ মহাশয়ের বিদ্যা, বুদ্ধি, আত্মত্যাগ ও সৎসাহসের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নন্দী মহাশয়ের সহিত নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া কায়স্থ যে চিত্রগুপ্তজ ক্ষত্রিয় জাতি ইহা প্রতিপন্ন করেন। অনেক স্থলে ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ঐ বিবাদে ও কায়স্থতত্ত্ব প্রচারে তাঁহার সংযম ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এইটী কায়স্থান্দোলনের প্রথমাবস্থা। যজ্ঞোপবীত ধারণের কোন প্রস্তাব তৎকালে সমাজকে আলোড়িত করে নাই। বঙ্গীয় শ্রেণী চতুষ্টয় কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান এই সমস্যা লইয়া ঘোর আন্দোলন তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় কায়স্থজাতি যে শূদ্র ইহাই তাৎকালিক লোকের দৃঢ় ধারণা ছিল। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায় সেই সময়ের ব্রাহ্মণ-সমাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ছিলেন না। আহ্বান মাত্রেই ব্রাহ্মণগণ দলে দলে সভায় উপস্থিত হইয়া তর্কযুদ্ধে যোগদান করিতেন। প্রায় বিংশতি বর্ষ অতীত হইল লোকগণনার সর্ব্বেসর্ব্বা প্রত্নতত্ত্ববিৎ রিজলী সাহেব যখন কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া অবধারণ করেন, ও বৈদ্যদিগের নিম্নে কায়স্থের সামাজিক আসন নির্দ্ধারিত করেন তখন চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ মহাশয় নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় একখানি পুস্তক মুদ্রিত করেন। অনেক কায়স্থ উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছেন। কায়স্থসাহিত্যের এই প্রথম আদর্শ পুস্তক, তদনুকরণে অনেক পুস্তকাদি পরে বাঙ্গালাভাষায় প্রচারিত হইতেছে। এই সময়ে কায়স্থকে শূদ্র প্রতিপন্ন করিতে অগ্নিপুরাণের দোহাই দিয়া কয়েকটী শ্লোক ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত করিলে, নাগ মহাশয় উক্ত শ্লোকের যাথার্থতা অবধারণ মানসে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। উক্ত পত্রের উত্তরে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন যে এসিয়াটীক সোসাইটীতে সুরক্ষিত অগ্নিপুরাণের মূল হস্তলিপির জাতিমালা কি অন্য কোন স্থানে ঐ সমস্ত শ্লোক পাওয়া যায় না, তিনি ঐ সকল শ্লোক কৃত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যখন শশিভূষণ নন্দী মহাশয় আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা লোকসমাজে প্রকাশিত করেন, চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ মহাশয় উক্ত পত্রিকা প্রচারে তাঁহার দক্ষিণহস্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের যত্নে ও বিদ্যাবত্তায় অচিরাৎ "প্রতিভা" বিপক্ষ দলনে অদ্ভুত শক্তিশালিনী হইয়াছিল। আমরা যখন কায়স্থান্দোলনতরঙ্গের প্রতিকূল স্রোতোভিমুখে আমাদিগের ক্ষুদ্র তরণীখানি ভাসাইয়া দিয়াছিলাম, তখন তিনি আমাদের একজন বলিষ্ঠ ক্ষেপনিক ছিলেন। আমাদের প্রচার কার্য্যে তিনি আমাদিগের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। বিপদে, সম্পদে তিনি আমাদিগের পরম সহায় ছিলেন। তাঁহার স্থির বুদ্ধি অলোকসামান্য প্রতিভা অনেক বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। ওকালতী ব্যবসায়ে তাঁহার

পসার ছিল না। তিনি আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন, এবং প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্নে আদালত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু কোন দিন তাঁহার আর্থিক অভাবের কথা আমাকে জ্ঞাপন করেন নাই, কোনও সময় আমার নিকট কোনও প্রকার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার পীড়ার সময় সাহায্যের কথা উত্থাপন করিলে তিনি ধন্যবাদের সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেন। আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায় তাঁহার হঠাৎ অকাল মৃত্যুতে আমরা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের লেখনী কম্পিতা ও আমাদের দেহ ও মন অবসন্ন হইতেছে, তাঁহার জীবনের অনেক কথা যাহা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া লিখিবার সামর্থ্য আমার নাই। তাঁহার ন্যায় স্বধর্ম্মনিরত, সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ, বর্ত্তমান উন্নত কায়স্থ-সমাজেও বিরল। তাঁহার আত্মসম্মান বোধ অতিশয় প্রবল ছিল। শোক, রোগ ও নিরন্তর আর্থিক অভাবের মধ্যে তিনি আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার খর্ব্বাকৃতি, মাংসলদেহ শ্যামবর্ণ ও প্রশস্ত বক্ষ দেখিয়া আমি কোনও সময়ে বলিয়াছিলাম আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করিবেন, তিনি স্মিতমুখে বলিলেন আপনার ভুল। আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখ এই যে তিনি যদি অবস্থাপন্ন হইতেন তবে বুঝি আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিয়া কায়স্থসমাজের উন্নতি বিধান করিতে পারিতেন। মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণে ও কায়স্থকুসুমাঞ্জলির প্রথম সংস্করণে তিনি আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রতিভার পাঠকগণ উক্ত উভয় পুস্তকের অবতরণিকায় তাঁহার নাম দেখিতে পাইবেন। তাঁহার মৃত্যুঘটনাটী অতিশয় হৃদয়বিদারক। বিগত ৬ই পৌষ শুক্রবারে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে অভিষেকোৎসব উপলক্ষে কয়েক দিন আদালত বন্ধ আছে আমি আগামী কল্য বাটী যাইব।

ফরিদপুর হইতে তাঁহার বাটী প্রায় ১৫।১৬ মাইল ব্যবধান। আমি বলিলাম পদব্রজে এতদূর এই শীতকালে না গেলে কি হয় না, বিশেষ আপনার শরীরও তত ভাল নহে। তিনি বলিলেন আমি ২ দিনে, অর্থাৎ পথি-মধ্যে বিশ্রাম করিয়া বাটী যাই, যাইতে বিশেষ কষ্ট হইবে না। আমি তাঁহাকে অভিবাদন কি আলিঙ্গন কিছুই করিলাম না, তিনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন, আমিও উদাসমনে বসিয়া রহিলাম। হায়! হায়! আমি জানি-তাম না যে এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। অহো! কোন্ মহাযোগী অনন্তের পথে কয়েক দিবসের জন্য আমাদের সহিত লীলাকরিয়া তাঁহার গন্তব্যপথে প্রস্থান করিলেন কে বলিতে পারে? জানি, আমাদের সকলেরই ঐ পথ, কিন্তু মন বুঝে না। বিগত ২০শে পৌষ শুক্রবারে তিনি আহার করিয়া বাটী হইতে ফরিদপুর আসিবেন বলিয়া বহির্গত হন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তাঁহার আত্মীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের বাটী ভাবকদিয়াতে রাত্রিযাপন করিয়া পর দিন ফরিদপুর আসি-বেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে উক্ত নাগ মহাশয়ের বাটী হইতে কিয়দ্দূরে জনৈক মসালচীর বাটীর নিকট আসিলে বোধহয় তাঁহার শরীর অবসন্ন

হয়, তিনি একাকী ছিলেন, পথিমধ্যে ব্যাগ শিয়রে দিয়া পতিত হন। ক্ষণকাল পরে সকলে তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া উক্ত নাগ মহাশয়কে সংবাদ দিলে তাঁহারা সকলে চৈতন্য বাবুকে উক্ত নাগ মহাশয়ের বাটী আনয়ন করেন, সেই স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। উক্ত নাগ মহাশয় তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যাদি অতিশয় যত্নপুর্ব্বক নির্ব্বাহ করিয়া কায়স্থসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল তিনি উপবীতী হইয়াছিলেন, যজ্ঞোপবীতের পূর্ব্বে ও পরে নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন। তিনি একজন ঈশ্বরভক্ত ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। দুইটী কন্যা ও স্ত্রী রাখিয়া তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। এইক্ষণ তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইবে তাহা আমরা অবগত হইতে পারি নাই। আশা করি ক্ষত্রিয়াচারে তাহা সম্পাদিত হইবেক। শ্রীভগবানের নিকট আমরা প্রার্থনা করি যে তিনি তাঁহার আত্মাকে তাঁহার পদারবিন্দে চিরশান্তি ও তাঁহার বিধবা পত্নী ও কন্যাদ্বয়কে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

ওঁ শান্তি! শান্তি! ওঁ!

সম্পাদকস্য।

অভিষেক ও ভাবী ফল।

ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ ও ভারতেশ্বরী মেরী তাঁহাদিগের অভিষেক সমাপনান্তে সমগ্র ভারতকে বিষাদ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া বিগত ২৩শে পৌষ সোমবারে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন মানসে কলিকাতা হইতে অনুচরবর্গ সহিত প্রস্থান করিয়াছেন। সকলেরই একান্ত বাসনা ছিল তাঁহারা আমাদিগের মধ্যে আরও কয়েক দিন বাস করিবেন, সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর উক্ত বাসনা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও, স্বদেশে বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য জন্য তাঁহারা আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। রাজা ও রাণীর সমাগমে ১৪ই হইতে ২৩শে পৌষ, দশ দিন কলিকাতা মহানগরী অমরাবতীর ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছিল। লেখনীমুখে এই শোভা ও জনতা, আলোক ও আনন্দ, রাজভক্তি ও রাজপ্রসাদ বর্ণনা অসম্ভব। সকলেই যেন একটি অপূর্ব্ব আনন্দে অধীর, নূতন জীবনে সঞ্জীবিত ও নব নব আশায় প্রমোদিত। এই দশ দিনে কলিকাতায় একটি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। একটি দুর্ব্বল জাতি যেন সহসা নববলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল। অধীনতার তমসাচ্ছন্ন যুগাবসানে স্বাধীনার প্রাতঃ সূর্য্য-কিরণে ভারত যেন প্রভাসিত হইল। ইংরেজাধিকৃত ভারতে রাজার মুখ আমরা কখনও দেখি নাই। আমাদিগের রাজভক্তি অনির্দ্দেশ্য ভাবে রাজার নামের সহিত বিজড়িত ছিল। যিনি লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান করেন, তাঁহার প্রতি আসক্তি সহজে

অনুভূত হয় না। দুইশত বর্ষ যে রাজভক্তি ভারতবাসীর হৃদয়কন্দরে লুক্কায়িত ছিল, আজ রাজদর্শনে তাহা সহস্রধারে ভারত প্লাবিত করিল।

২। আমরা একটি নবযুগের আবির্ভাবের কথা বলিয়াছি। কেননা রাজেন্দ্র সমাগমে আমরা অপ্রত্যাশিত কয়েকটী অমূল্য রত্ন আহরণ করিয়াছি। প্রথম আমাদের ভারতে আমাদের রাজার অভিষেক। কালনেমীর আবর্ত্তনে আবার যখন রাজার যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময় উপস্থিত হইবে আবার আমাদের রাজদর্শন ঘটিবে। এই অপূর্ব্ব মঙ্গলনিদান ঘটনায় ভারতের সম্মান ও গৌরব ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মধ্যে কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার তত্ত্বাবধারণে সকলেই সমর্থ। ভারত বৃটন-নৃমণির মুকুটের সমুজ্জ্বল রত্ন (the brightest jewel in the British diadem) যাহা ইতোপূর্ব্বে কথায় পর্য্যবসিত ছিল, আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যস্থিত কেনাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা যে সকল স্বাধিকার লাভ করিয়াছে কালে কালে আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব।

৩। দ্বিতীয়।—ভারতবাসিগণ শত শত জাতিতে বিভক্ত বলিয়া পররাষ্ট্রবাসিগণ আমাদের এক জাতিত্ব লইয়া উপহাস করিতেন, বলিতেন আমাদের আবার জাতীয় সমিতি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কি? কিন্তু এই অভিষেকোৎসবের পর হইতেই আমরা যেন পৌরাণিকযুগের ন্যায় একটি মহতী জাতিতে পরিণত হইয়াছি। পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থ ভারতের রাজধানী হইল, আমাদের মধ্যে একদেশদর্শিতা, বিভিন্নতা যেন শর্শবিষাণে পরিণত হইল। পঞ্চম জর্জ্জের ন্যায় পরাক্রান্ত, ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রজাবৎসল রাজার অর্দ্ধ বসুন্ধরা আবেষ্টনকারী রাজছত্রতলে ভারতবাসিগণ যদি এক জাতিতে পরিণত হইতে না পারিলেন, তবে তাঁহাদিগের রাজভক্তি সার্থক হইল কি প্রকারে? এই অভিষেকের মুখ্য ফল আমাদের একজাতিত্ব।

৪। তৃতীয়।—এ যাবৎ ভারতে একদিকে প্রকৃতিপুঞ্জ অপরদিকে শাসনকর্ত্তাগণ ছিলেন। কিন্তু যে ভাবে অভিষেকোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে, যে সকল অমৃতময়ী বাণী সম্রাটের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে তাহাতে এই পক্ষদ্বয় সহানুভূতি (sympathy) সূত্রে নিবদ্ধ হইয়া একটি অখণ্ডসমাজে পরিণত হইতে চলিল। ইহা হইতে অধিক সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে। এইক্ষণ হইতে প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল, এবং রাজার মঙ্গলে প্রজার সুখ। প্রজাপুঞ্জের সহিত শাসনকর্ত্তাদিগের সখিত্ব এই অভিষেকের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল, এইক্ষণ হইতে এই অমৃতময় ফল যদি আমরা আস্বাদন করিতে না পারি, তবে এই রাজসূয়যজ্ঞের সার্থকতা হইল কোথায়?

চতুর্থ।—অভিষেকোৎসবে যে সকল কৃপাবর রাজা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে উপযোগিতানুসারে সমস্ত বিভাগের উচ্চ নীচ রাজপদ সকল ভারতবাসিদিগকে প্রদত্ত হইবেক, এই আদেশ অন্যতম। এই আশ্বাস-বাণী প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ে অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়াছে।

পঞ্চম।—শিক্ষা বিস্তারকল্পে রাজা মুক্তহস্তে অর্থ প্রদান করিবেন। এই পঞ্চরত্ন অমূল্য, পুণ্যশ্লোক বিক্রমাদিত্যের রাজসভায়ও

দুষ্প্রাপ্য ছিল। সম্রাটের কৃপাবর সম্বন্ধে কথঞ্চিত আলোচনা করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে সকল অমৃতময়ী বাণী নিঃসৃত হইয়াছিল তাহা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিতেছি। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তরে রাজা বলিয়াছিলেন "ছয় বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে আমি ভারতে সহানুভূতির মন্ত্র (Message of sympathy) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অদ্য ভারতে উপস্থিত থাকিয়া আমি তাহাদিগকে আশার প্রবোধ বাণী (Watch word of hope) প্রদান করিতেছি।" তদনন্তর কলিকাতা হইতে প্রস্থান কালে সুরধুনীতীরে সোপানমঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া রাজা বলিলেন "বঙ্গদেশীয় প্রজাগণ আমাদিগকে এই বিদায়কালে তাহাদের উচ্ছ্বসিত রাজভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছুই আমরা চাহি না, আমাদের উত্তর পুরুষদিগের জন্য এই অমূল্য রত্ন আমরা গৃহে লইয়া যাইতেছি, বহুমূল্য সম্পত্তি বোধে তাঁহারা ইহা সযত্নে রক্ষা করিবেন। তোমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ কালে ঈশ্বরের নিকট আমরা উভয়ে প্রার্থনা করি যে, আমার বঙ্গীয় প্রজাগণ জাতিধর্ম্মের পার্থক্য ভুলিয়া সহানুভূতি ও স্নেহের বন্ধনে একত্রিত হইয়া নিরন্তর সুখশান্তি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হউক।"

এই নির্ম্মম জগতে স্নেহের শক্তি বিশ্ববিজয়িনী। স্নেহ যেমন মানুষের হৃদয়কে সহজে জয় করিতে পারে, এমন আর কিছু নহে। শ্রীভগবানের প্রাণ স্নেহে পূর্ণ, তাই চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছে, সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, পৃথিবী শস্যশালিনী হইতেছেন, ও নদীপূর্ণজলা হইতেছে। এই স্নেহের গুণেই মাতার মাতৃত্ব, পত্নীর পত্নীত্ব, বন্ধুর বন্ধুত্ব ও রাজার রাজত্ব। সহানুভূতি হইতে স্নেহ, স্নেহ হইতে ভক্তি, ভগবৎ সাধনা ও মুক্তি। আজ দুই শতাব্দি কাল ইংরেজশাসনে, যে ভারত সম্যক্ প্রকারে বিজিত হয় নাই, এক দেবোপম রাজার দুইটী কথায় সহানুভূতি ও আশা (sympathy and hope) ভারতবাসীর হৃদয়ে ইংরেজাধিপত্য সম্যক্ প্রকারে স্থাপিত হইল। যাহা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই আজ এক শুভ মুহূর্ত্তে রাজার বক্ষ নিঃসৃত অকপট স্নেহোচ্ছ্বাসে সংসাধিত হইল। আমরা রাজদম্পতির দীর্ঘজীবন এবং তাঁহাদিগের অমোঘ আশীর্ব্বাদের সার্থকতা ঈশ্বরসমীপে নিরন্তর প্রার্থনা করি, কিমধিকং।

সম্পাদকস্য।

মিশ্রকারিকা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩)।

মূলম্।

চতুর্থোঽধ্যায়।

রাজোবাচ।

শৃণু সেনাপতে বীর, বীরসিংহোত্তরং যথা।
পতিতোবঙ্গদেশোঽস্মিন্, নীচোঽহং মূর্খতাং গতঃ ॥১
বীরসিংহস্তুণাৎ খর্ব্বঃ, কথং গর্ব্বেণ গর্ব্বিতঃ।
ন জানাতি স মদ্বীর্য্যং, তেন গর্ব্ব ইতোধিকঃ ॥২
অহঞ্চ ক্ষত্রভূপালঃ, শূরশ্চৈকশ্চমূপতিঃ।
হিড়িম্বী তাম্রলিপ্তাখ্যৌ, কোচকশ্চ জিতোময়া ॥৩
ন শ্রীঃ কুলক্রমায়াতা, স্বরূপোল্লিখিতাপি সা।
খড়্গোনাক্রম্য ভুঞ্জীত, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ॥৪
জানামিত্বাং মহাশূর, রথিনাঞ্চ মহারথং।
মমাগ্রে বীরসিংহশ্চ, বজ্রাগ্রে শলভো যথা ॥৫
যুদ্ধার্থং কুরুসজ্জাঞ্চ, কান্যকুব্জ জয়ং কুরু।
স্থাপয়স্ব সুকীর্ত্তিং তে, গৌরবঞ্চ যশোমম ॥৬
ততঃ সন্তুষ্ট মনসা, বীরবাহুর্মহারথঃ।
আগমৎ কান্যকুব্জেতু, চতুরঙ্গ বলৈঃসহ ॥৭
প্রেষয়ামাস দূতংস, নীতিজ্ঞঞ্চ প্রিয়ম্বদং।
ত্বরিতং গতবান্দূতো, বীরসিংহস্য সন্নিধৌ ॥৮

দূত উবাচ।

শৃণুভূপ প্রবক্ষ্যামি, যদর্থ মহমাগতঃ।
বঙ্গেশ্বরো মহাশূরঃ, সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ ॥৯
অধিপো মণ্ডলানাঞ্চ, মহামানী মহাবলী।
পুত্রেষ্টিং কর্ত্তুমিচ্ছন্ স, ব্রাহ্মণার্থং তথাগ্রতঃ ॥১০
দূতং পত্রিকয়া সার্দ্ধং, প্রেষয়ামাস ভূপতিঃ।
কিমর্থং তস্য দূতস্য, অপমানং ত্বয়াকৃতং ॥১১
অতঃ সেনাপতির্বীরো, বীরবাহুঃ সমাগতঃ।
চতুরঙ্গ বলৈঃসার্দ্ধং, যুদ্ধার্থঞ্চ ত্বয়াসহ ॥১২
যজ্ঞার্থং যাচতে বিপ্রান্, ক্ষত্রাদীংশ্চ নরাধিপ।
নো চেৎ দেহিরণং রাজন্, যথা তব মতিংকুরু ॥১৩
দূতবাক্যং সমাকর্ণ্য, বীরসিংহো মহাবলী।
ক্রোধানলেন সন্তপ্তো রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণঃ ॥১৪
ইঙ্গিতং কৃতবান্ ভট্টে, উক্তরার্থায় সত্বরং।
অবদৎ ভার্গবোদূতে, আদেশং নৃপতের্যথা ॥১৫
বার্ত্তাবহঃ সদাঽবধ্যো, বিদ্বদ্ভিঃ কথিতং যতঃ।
স্থিতস্ত্বং জীবিতস্তস্মাৎ, তূর্ণংগচ্ছ স্ব মন্দিরে ॥১৬
ত্বরিতং গচ্ছ হে দূত, যত্র তিষ্ঠতি ভূপতিঃ।
তচ্ছকাশেতু বক্তব্যং, যথাসাধ্য রণং কুরু ॥১৭
রাজাদেশং ততঃ শ্রুত্বা, গত্বাসৌ স্বীয় মন্দিরে।
প্রত্যুবাচ যথাবৃত্তং, স সেনাপতি সন্নিধৌ ॥১৮
বীরসিংহোঽনলে প্রদাৎ, তদাজ্ঞাং যুদ্ধ হেতবে।
যুদ্ধে ম্লেচ্ছাধিপশ্চাত্ত, বাসনাং পরিপূরয় ॥১৯
সেনাধীশোঽনলোবীরঃ, কালান্তক যমোপমঃ।
আযযৌ সমরক্ষেত্রং, চতুরঙ্গ বলৈঃসহ ॥২০
উভয়োঃ সৈনিকাঃ সর্ব্বে, রণক্ষেত্র মুপাগতাঃ।
চক্রুর্ঘোরতরং যুদ্ধং, জঘ্নুশ্চৈব বলান্ বহূন্ ॥২১
দিবাত্রয় মবিশ্রান্তং, কৃত্বা চ ঘোর সংযুগং।
বীরবাহুর্বলৈঃ সার্দ্ধং, পপাত ধরণীতলে ॥২২
বঙ্গেশ্বর স্তথাশ্রুত্বা, বীরবাহুর্হতোরণে।
ক্রোধানলেন সন্তপ্তঃ, প্রলয়াগ্নি সমোভবৎ ॥২৩
প্রেষয়ামাস বীরেন্দ্রং, হিড়িম্বাধিপতিং বলী।
তথা চাক্ষৌহিণীং সেনাং, নানাসজ্জ সমন্বিতাং ॥২৪

হিড়িম্বাধিপতিশূরো, কূটযুদ্ধ বিশারদঃ।
সিংহনাদং ততঃকৃত্বা, কান্যকুব্জমুপাগমৎ ॥২৫
জ্ঞাত্বাগৌ কূট ধর্ম্মজ্ঞঃ, ঐরকর্ম বিশারদঃ।
কান্যকুব্জ পতিং ধীরং, গোবিপ্র প্রতিপালকং ॥ ২৬
চক্রঞ্চ কল্পয়ামাস, ধর্ম্মশাস্ত্র বিগর্হিতং।
সসর্জ সৈনিকান্ সর্ব্বান্, গবারূঢ়ান্ গবাবলীন্ ॥ ২৭
ততঃ সপ্তশতা বঙ্গা, অস্পৃশ্যাহীন সন্তবাঃ।
বিপ্রবেশং সমাস্থায়, গবারূঢ় ধনুর্দ্ধরাঃ ॥২৮
নৃপাদেশেন তে সর্ব্বে, নানাসজ্জ সমন্বিতাঃ।
আজগ্মুঃ সমরং কর্ত্তুং, সিংহনাদৈরণাজিরে ॥২৯
দৃষ্ট্বৈ তৎ বিস্ময়ং প্রাপুঃ, কান্যকুব্জবলাস্তদা।
কিং কর্ত্তব্যং রণেঽস্মাভি, রিতিচিন্তামুপাগতাঃ ॥ ৩০
বিনিবৃত্য রণাৎ সর্ব্বে, গোবিপ্রবধশঙ্কয়া।
গত্বা তূর্ণং নৃপস্যাগ্রে, কথয়ামাসুরদ্ভূতং ॥৩১
শ্রুত্বৈতৎ বীরসিংহস্তু, ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ।
সন্ধিঞ্চ মকরোদ্রাজা, বঙ্গেন সহ তৎক্ষণাৎ ॥৩২
ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতীনাং প্রেরণার্থায় ভূপতিঃ।
অঙ্গীকারং তদাকৃত্বা, লিখনং প্রদদৌ নৃপঃ ॥৩৩
হিড়িম্বাধিপতি স্তূর্ণং গৃহীত্বা লিখনং মুদা।
প্রত্যাগতস্ততো বঙ্গে, আদিশূরস্য সন্নিধিং ॥৩৪
কথয়িত্বা যথা বৃত্তং, লিখনং প্রাদদৌ নৃপে।
মহাচক্রী মহাশূরঃ, কূটনীতি বিশারদঃ ॥৩৫
পঠিত্বা লিখনং রাজা, হর্ষেণ মহতাবৃতঃ।
হিড়িম্বাধিপতি বীরং, প্রশসংস মুহুর্মুহুঃ ॥৩৬
বরং সপ্তশতোভ্যাসৌ, সৈনিকেভ্যো দদৌ মুদা।
ভবন্তু ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে, সত্যং সত্যং মমাজ্ঞয়া ॥৩৭
সপ্তশতীতি বিখ্যাতা, স্তেঽলীকাঃ প্রাভবস্তদা।
অসংস্পৃশ্যা অনার্য্যাশ্চ, কথ্যন্তে বংশবিজ্ঞৈঃ ॥ ৩৮

যজ্ঞস্যায়োজনং সর্ব্বং, কৃত্বা রাজা শুভক্ষণে।
লেখনং প্রেষয়ামাস, মন্ত্রণাদ্দিগদিগন্তরং ॥৩৯
কান্যকুব্জপতির্ধীরঃ, রাজ্যার্থে নিবৃতোমখে।
বিজ্ঞাপ্য পণ্ডিতান্ সর্ব্বান্, আদিত্যৈশ্চাভি মন্ত্রিতঃ ॥৪০
বঙ্গেশ্বরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিঃ সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে, উপযুক্তাদ্দ্বিজাদশ, ॥৪১
গজাশ্বনরযানেষু, প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানা রোহিণো বিপ্রাঃ, পত্নিবেশ সমন্বিতাঃ ॥৪২
খড়্গাচর্ম্মাদিভির্যুক্তাঃ, পুত্রদারাদিভিঃ সহ।
প্রয়াতাস্তে ত্রিবেনীঞ্চ, প্রহৃষ্টমনসঃ স্মৃতাঃ ॥৪৩
কৃত্বা চ স্নানদানাদি, যযুর্বারাণসীং তথা।
বিশ্বনাথং সমালোক্য, দানৈঃ প্রাপ্য যশস্তথা ॥৪৪
তারয়িত্বা গয়ায়াঞ্চ, পিতৃপিতামহাদিকান্।
যত্র ভূপঃ সমাসীন, স্তত্র তেঽপি সমাগতাঃ ॥৪৫
দৃষ্ট্বা চাদ্ভুত বেশাংশ্চ, ব্রাহ্মণানাং নৃপোত্তমঃ।
বিষাদং প্রাপ্যমনসি, জগামাস্তঃ পুরংহি সঃ ॥৪৬
অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ, ইতিজ্ঞাত্বাদ্বিজোত্তমাঃ।
আশীর্ব্বাদার্থ নির্ম্মাল্যং, মল্লকাষ্ঠোপরিস্থিতং ॥৪৭
তদাকাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ, নবপল্লব সংযুতং।
শ্রুত্বৈতন্নরশার্দূলঃ, স্বগেহাদ্ বহিরাযযৌ ॥৪৮
গত্বা পাত্রাদিভিঃসার্দ্ধং, ভীতশ্চদ্বিজ সন্নিধৌ।
স্তোত্রঞ্চ বহুধা তেষা, মকরোৎ স নৃপাং বরঃ ॥৪৯
আসনং পাদ্যমানীয়, দদৌ বিনয় পূর্ব্বকং।
উপবিষ্টা দ্বিজাঃপঞ্চ, প্রধানাঃ পঞ্চকাস্তথা ॥৫০
অদ্য মে সফলং জন্ম, তপস্যাদেশ্চ সাধনং।
পূতঞ্চ ভবনং জাতঃ, যুষ্মদাগমনং যতঃ ॥৫১
কৃত্বা চ বহুধা স্তোত্র, মপৃচ্ছৎ স নৃপোত্তমঃ।
যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যাশ্চ, বংশানুচরিতং তথা ॥৫২
ব্রুতৈতচ্চ মহাভাগাঃ, শ্রোতুমিচ্ছামি ভবতঃ।
ইত্যাকর্ণ্যততো ভট্টা, উচুর্বিনয় পূর্ব্বকং ॥৫৩

শৃণু ভূপেন্দ্র বক্ষ্যামি, বৃত্তমেতৎ যথেপ্সিতং।
ন শ্রুতং যন্ময়া পূর্ব্বং তন্মে কথয়তঃ শৃণু ॥৫৪

(ক্রমশঃ)
সম্পাদকস্য।

বঙ্গানুবাদ।

রাজা বলিলেন।

হে ধীর সেনাপতে! বীরসিংহ যে উত্তর দিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিলে। বঙ্গদেশ পণ্ডিত, আমি নীচ ও মূর্খ। ১। বীরসিংহ তৃণাপেক্ষাও ক্ষুদ্র, কি জন্য তাহার এত গর্ব্ব, সে আমার বীর্য্যানল জানে না, তাই তার এত স্পর্দ্ধা। ২। আমি ক্ষত্রিয় ভূপাল, বীর ও এক চমূ(১) পতি, কাছাড়,(২) তমলুক ও কুচবিহার(৩) দেশ সকল জয় করিয়াছি। ৩। পূর্ব্বে মুনিগণ সত্যই বলিয়াছেন যে রাজশ্রী কুলগত নহেন, তরবারি দ্বারা বশীভূত করত বীর, বসুন্ধরাকে ভোগ করিয়া থাকেন। ৪। আমি জানি তুমি মহাবীর, রথিগণ মধ্যে মহারথ(৪) আমার নিকট বীরসিংহ, বহ্ন্যগ্রে পতঙ্গবৎ। ৫। যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া কান্যকুব্জ জয় কর, এবং তোমার মহতী কীর্ত্তি ও আমার গৌরব ও যশঃ সংস্থাপন কর। ৬। তদনন্তর মহারথ বীরবাহু হৃষ্ট মনে চতুরঙ্গ (৫) বল সহিত কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন। ৭। নীতিজ্ঞ, প্রিয়ভাষী জনৈক দূতকে পাঠাইলেন, তিনিও ত্বরিত গমনে বীরসিংহ রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৮।

দূত বলিলেন।

হে রাজন্! যে নিমিত্ত আমি এখানে আসিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। বঙ্গাধিপ মহাবীরপুরুষ ও সংগ্রামে অজেয়। ৯। মহা-

(১) চমূ—(স্ত্রী) সেনাবিশেষ, তত্র ৭২৯ হস্তিনঃ, ৭২৯ রথাঃ, ২১৮৭ অশ্বাঃ, ৩৬৪৫ পদাতয়ঃ, সমুদায়েন নবত্যধিকশতদ্বয়াধিক সপ্তসহস্রম্।

(২) হিড়িম্বী—ইহার সংস্কৃত নাম। হিড়িম্বা রাক্ষসভগিনী, তদ্গর্ভে ভীমসেনৌরসেন ঘটোৎকচো জাতঃ। তাঁহার বংশাবলী যে দেশে বাস করে তাহাকে অধুনা কাছাড় বলে।

(৩) কোচক—যে দেশে কোচনামা অসভ্য জাতিদিগের বাস ছিল। মাংসচ্ছেদিগর্ভে তীবর ঔরসে উক্ত জাতির জন্ম হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ।

(৪) মহারথ—একোদশ সহস্রাণি, যোধয়েদ্যস্তু ধন্বিনাম। অস্ত্র শস্ত্র প্রবীনশ্চ, মহারথ ইতিস্মৃতঃ॥ অর্থাৎ যিনি একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধরের সহিত সংগ্রামক্ষম ও অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ, তিনি মহারথ।

আত্মানং সারথিঞ্চাশ্বান্ রক্ষন্ যুধ্যেত যোনরঃ।
স মাহারথসংজ্ঞঃ স্যাৎ ইত্যাহ ভগবান্ মনু॥

(৫) চতুরঙ্গ—হস্ত্যশ্বরথপাদাতিরূপং সৈন্যম্।

দেশের অধিপতি, মহামানী ও মহাবলী, তিনি পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে ব্রাহ্মণের নিমিত্ত আপনার নিকট।.১০। পত্রিকাসহ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, আপনি কি নিমিত্ত তাঁহার দূতকে অপমানিত করিয়াছিলেন। ১১। এই হেতু তদীয় সেনাপতি মহাশূর বীরবাহু চতুরঙ্গ বল সহ, আপনার সহ যুদ্ধার্থে আগমন করিয়াছেন। ১২। হে নরাধিপ! তিনি যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি চাহিতেছেন, আপনি তাহা যদি প্রদান না করেন, তবে হে রাজন্! যুদ্ধে প্রস্তুত হউন, নচেৎ যাহা আপনার অভিরুচি তাহাই করুন। ১৩। দূত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর বীরসিংহ ক্রোধে প্রজ্বলিত অগ্নিবৎ তদীয় চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ১৪। সত্বর উত্তর দিবার নিমিত্ত রাজা ভট্টকে ইঙ্গিত করিলে, ভার্গবভট্ট, দূতকে নৃপতির আদেশ জানাইল। ১৫। যেহেতু বিদ্বজ্জন বলিয়াছেন বার্ত্তাবহ সদা অবধ্য, সেই কারণ তুমি এখনও জীবিত আছ, তুমি সত্বর স্বস্থানে প্রস্থান কর। ১৬। হে দূত! সত্বর তোমার রাজার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিবে যে তিনি যথা সাধ্য যুদ্ধ করুন। ১৭। তদনন্তর রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া নিজ শিবিরে গমন করত সেনাপতির নিকট যথাযথ বর্ণনা করিলেন। ১৮। রাজা বীরসিংহ অনল নামা স্বীয় সেনাপতিকে যুদ্ধ যাত্রা করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন অদ্য ম্লেচ্ছাধিপের যুদ্ধ বাসনা পরিপূর্ণ করুন। ১৯। কালান্তক যমের ন্যায় অনল সেনাধীশ চতুরঙ্গ বল সহিত সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ২০। সমরক্ষেত্রে উভয় দলের সৈন্যগণ উপস্থিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিল, এবং অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। ২১। দিবসত্রয় অবিশ্রান্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইলে পরে, বীরবাহু সৈন্যগণ সহ ধরণীতল আশ্রয় করিলেন। ২২। বীরবাহু রণে হত হইয়াছেন শুনিয়া, বঙ্গেশ্বর ক্রোধানলে প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইলেন। ২৩। তিনি এক অক্ষৌহিণী (৬) সৈন্য বিবিধ সমরসজ্জার সহিত বীরবর হিড়িম্বাধিপতিকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন। ২৪। তদনন্তর কূটযুদ্ধ বিশারদ বীর হিড়িম্বাধিপতি সিংহনাদ করিয়া কান্যকুব্জনগরে উপস্থিত হইলেন। ২৫। কূটধর্ম্মজ্ঞ শত্রুকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী সেই হিড়িম্বাধিপতি জানিতে পারিলেন যে কান্যকুব্জপতি গোবিপ্র প্রতিপালক। ২৬। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র বিগর্হিত, গবারূঢ় মহাবলান্ সৈন্যদ্বারা একটী চক্রব্যূহ সৃজন করিলেন। ২৭। তদনন্তর বঙ্গদেশবাসী অস্পৃশ্য হীনজাতি সম্ভূত সাতশত ব্যক্তিকে তিনি ব্রাহ্মণের বেশে ধনুর্ব্বাণহস্তে গো আরূঢ় করাইলেন। ২৮। নৃপাদেশে এই সপ্তশতী সৈন্য নানাবিধ সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া বারংবার সিংহনাদ করত যুদ্ধার্থে রণপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল। ২৯। কান্যকুব্জের সৈন্যদল ইহাদিগকে অবলোকন করিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইল এবং আমাদিগকে রণে কি করা কর্ত্তব্য তাহা চিন্তা করিতে লাগিল। ৩০। গোবিপ্র বধাশঙ্কায় তাঁহারা যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নৃপতির নিকট অতি শীঘ্র এই অদ্ভুত ব্যাপার নিবেদন করিল। ৩১। এই কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ বীরসিংহ-

(৬) এক অক্ষৌহিণী—সংখ্যাবিশেষযুক্ত সেনা, তদ্যথা—২১৮৭০ হস্তিনঃ ২১৮৭০ রথা, ৬৫৬১০ ঘোটকাঃ, ১০৯৩৫০ পদাতয়ঃ সমুদায়েন ২১৮৭০০।

স্বধর্ম (৭) রক্ষণার্থে তৎক্ষণাৎ বঙ্গেশ্বরের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। ৩২। যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণ ও দ্বিজাতিদিগকে প্রেরণ করিব, এই প্রকার অঙ্গীকার করিয়া পত্র প্রদান করিলেন। ৩৩। হিড়িম্বাধিপতি পত্র গ্রহণ করিয়া আনন্দিত মনে বঙ্গে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আদিশূর রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৩৪। সেই মহাচক্রী, মহাবীর, কূটনীতি (Diplomacy) বিশারদ হিড়িম্বাধিপতি সমস্ত বিবরণ রাজার নিকট কীর্ত্তন করিয়া বীরসিংহপ্রদত্ত পত্র আদিশূরকে প্রদান করিলেন। ৩৫। পত্র পাঠান্তে রাজা মহানন্দে হিড়িম্বাধিপতিকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৩৬। আদিশূর সন্তুষ্টচিত্তে গবারূঢ় সাত শত সৈনিককে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন "আমার আজ্ঞায় তোমরা সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ হইলে"। ৩৭। উত্তরকালে ইহারা সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, কুলবেত্তাগণ ইহাদিগকে অলীক, অস্পৃশ্য ও অনার্য্য বলিয়াছেন। ৩৮। রাজা শুভক্ষণে যজ্ঞের সর্ব্ববিধ আয়োজন করিয়া নানাদিকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইলেন। ৩৯। বীরকান্যকুব্জপতি রাজ্যরক্ষার্থে আদিশূরের যজ্ঞ ও নিমন্ত্রণের বিষয় সূর্য্যমন্ত্রে দীক্ষিত সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে জ্ঞাপন করিলেন। ৪০। মহারাজ বঙ্গেশ্বর অনুষ্ঠিত পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদনার্থ যজ্ঞকর্ম্মকুশল দশ জন দ্বিজ প্রেরিত হইয়াছিলেন। ৪১। (৮) এই দশ জন দ্বিজ কান্যকুব্জ হইতে একটি পত্তিঃ (৯) ব্যূহ রচনা করিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন, উক্ত ব্যূহে প্রধান কর্ম্মচারিগণ (Officers of the) Regiment পঞ্চ কায়স্থ ছিলেন, ইহারা হস্তী, অশ্ব, নরযানে, এবং ব্রাহ্মণ পঞ্চ-পদাতিকেরবেশে গোযানে আসিয়াছিলেন। ৪২। দশ জন দ্বিজ চর্ম্মতরবারিতে সুসজ্জিত হইয়া আনন্দমনে স্ত্রী-পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া প্রয়াগতীর্থে ত্রীবেণীসঙ্গমে গমন করিলেন। ৪৩। ত্রীবেণীতে স্নান-দানাদি সম্পন্ন করিয়া তথা হইতে বারাণসীক্ষেত্রে গমন করিলেন, এবং বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া দানে যশোলাভ করিলেন। ৪৪। তথা হইতে গয়াধামে পিতৃপিতামহাদিকে পিণ্ড প্রদানে উদ্ধার করত যে স্থানে আদিশূর রাজা উপস্থিত ছিলেন, তথায় আগমন করিলেন। ৪৫। (১০) নৃপোত্তম ব্রাহ্মণ-

(৭) স্বধর্ম্ম—গো-ব্রাহ্মণ রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম।

(৮) এই শ্লোকটী দ্বারা পঞ্চকায়স্থ যে দ্বিজ ছিলেন, তাহা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইতেছে; প্রাচীনতম মড়ভট্টনামক কারিকায়ও এই শ্লোকটী পাওয়া যায়।

(৯) পত্তিঃ—মূল শ্লোকে পত্তিঃ শব্দ পাওয়া যাইতেছে। একেভৈকরথত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চ পদাতিকা—ইত্যমর অর্থাৎ একটি ইভ (হস্তী) একখানা রথ ও তিনটী অশ্ব আরোহণ করিয়া পঞ্চ কায়স্থ ও গোযানে পঞ্চ ব্রাহ্মণ পদাতিক বেশে পত্তিব্যূহ রচনা করেন। দেবীবর তদীয় কুলপঞ্জিকায় বলেন—গোযানেনাগতা বিপ্রা, অশ্বেঘোষাদিকস্ত্রয়ঃ। গজেদত্তঃ কুলশ্রেষ্ঠ, নরযানে গুহ সুধীঃ॥ মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্বের (২য় সংস্করণ) ৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১০) আদিশূরের রাজধানী কোথায় ছিল, মিশ্রমহোদয় লিখিলেন না, এই বিষয়ে মতান্তর দৃষ্ট হয়, কেহ কেহ বলেন যে, মালদহের নিকট পৌণ্ড্র বর্দ্ধন (পুড়োয়া) তৎকালে আদিশূরের

গণের খড়্গচর্ম্মাদিযুক্ত পদাতিকের অদ্ভুত বেশ সন্দর্শনে নিতান্ত বিষাদান্তকরণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ৪৬। তাঁহাদিগের প্রতি রাজার অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে জানিতে পারিয়া সেই শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ রাজাকে আশীর্ব্বাদ দিতে যে নির্ম্মাল্য (যজ্ঞাবশিষ্ট) আনিয়াছিলেন তাহা মল্লকাষ্ঠোপরি রাখিলেন। ৪৭। তৎকালে সেই শুষ্ককাষ্ঠ সজীবতা প্রাপ্ত হইয়া নব নব পল্লবে সুশোভিত হইল। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র রাজা অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিলেন। ৪৮। রাজা তদীয় পাত্রাদি সহিত দ্বিজগণের সম্মুখে সভীতান্তকরণে গমন করিয়া বহু স্তব স্তুতি করিলেন। ৪৯। রাজা পাদ্যার্ঘ দ্বারা পূজা করত আসন প্রদান করিলেন, পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ প্রধান (কায়স্থ) তাহাতে উপবেশন করিলেন। ৫০। আপনাদের শুভাগমনে অদ্য আমার জন্ম সকল, আমার তপস্যা, আরাধনা সুসিদ্ধ এবং আমার গৃহ পবিত্র হইল। ৫১। এই প্রকারে বহুবিধ স্তব-স্তুতি করিয়া, সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মহাভাগ-সকল! আপনাদের বংশানুচরিত তথা গোত্রাদি আমার নিকট প্রকাশ করুন, আমি সেই সমস্ত বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করি, ইহা শ্রবণান্তর ভট্ট বিনয়পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ৫২। ৫৩। হে ভূপেন্দ্র! আপনার বাঞ্ছিত বিষয় আমি কীর্ত্তন করিতেছি, যাহা পূর্ব্বে আপনি শ্রবণ করেন নাই আপনি শ্রবণ করুন। ৫৪॥

(ক্রমশঃ)

সম্পাদক

রাজধানী ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন বিক্রমপুর মধ্যস্থিত বজ্রযোগিনীগ্রামের সান্নিধ্য, রামপালে রাজধানী ছিল। যে গজারীর শুষ্ক মল্লকাষ্ঠোপরি ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদীয় নির্ম্মাল্য রক্ষা করিয়াছিলেন ও যাহা তৎকালেই সঞ্জীবিত হইয়া নব পল্লবে সুশোভিত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমানে একটি প্রকাণ্ড গজারীর বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। অনেকেই তাহা দেখিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই স্থানে গজারীর বৃক্ষের নাম ও গন্ধ নাই। যাহা হউক এই বিষয়ে মীমাংসা করিতে পারিলাম না।

সম্পাদক।

ফাহিয়ান।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

অতঃপর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কিঞ্চিন্যূন ৮০ যোজন গমন করিয়া মোথুলো বা মথুরা রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। (১) এখানে পুরনায় (?) পুণা বা যমুনানদীর দর্শন পাইলেন। মরুভূমির পর পারে পশ্চিমভারতের দেশসকল বিদ্যমান। দক্ষিণদিকে মধ্যদেশ। মথুরার জল-বায়ু উষ্ণ অথবা নাতিশীতোষ্ণ। এখানে তুষারপাত হয়

(১) Cunningham's A. Geo. p. 374.

না। লোকেরা সুখ-সচ্ছলতা সম্পন্ন। রাজ-কর্ম্মচারিদিগের কোনরূপ উৎপীড়ন নাই। প্রজাদিগকে কোন রূপ করভার (Poll tax) বহন করিতে হইত না। যাহারা রাজার ক্ষেত্র চাষ করিত কেবল তাহাদিগকেই লভ্যাংশ প্রদান করিতে হইত। তাহারা স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারিত। রাজা কোনরূপ দৈহিকদণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন না। অপরাধীকে অবস্থানুযায়ী লঘু বা গুরু অর্থদণ্ড করা হইত। রাজার শরীররক্ষকেরা নির্দ্দিষ্ট বেতন প্রাপ্ত হইত। রাজ্যের কোথাও চণ্ডাল ব্যতীত কোন প্রজা পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহী হইলেও কেবল তাহার দক্ষিণহস্ত ছেদন করা হইত। কেহ প্রাণী হত্যা করিত না মদ্যপান করিত না। অথবা পলাণ্ডু বা রসুন ভক্ষণ করিত না। চণ্ডালেরা অস্পৃশ্য হীনজাতি (Evil men)। তাহারা সাধারণ বসতি হইতে দূরে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিত। হাট-বাজার কিংবা সহরে প্রবেশকালে চণ্ডালেরা একখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা শব্দ করিত। তাহা হইতে লোকেরা জানিতে পারিয়া যাহাতে তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া অপবিত্র না হইতে হয় তৎপক্ষে সাবধান হইত। এই দেশে কেহ শূকর বা কুক্কুট পালন করিত না এবং গো-বিক্রয় করিত না। প্রকাশ্য স্থান ও পণ্যক্ষেত্রে কোথায়ও মদ্য বা মাংসের দোকান ছিল না। ক্রয় বিক্রয়ে কড়ি ব্যবহৃত হইত। একমাত্র চণ্ডালেরা মৎস্য শীকার ও বিক্রয় করিত। বুদ্ধের সময় হইতে এ দেশের রাজা, প্রধান প্রধান ব্যক্তি এবং গৃহস্থেরা বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তাহার রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য ভূমি, বাগান ও গৃহাদি দান করিত। ক্ষোদিত দানপত্রাদি প্রস্তুত করিয়া পুরুষানুক্রমে প্রচারিত হইত। অতএব কেহই তাহা প্রত্যাহার করিতে সাহসী হইতেন না। বিহারে স্থায়ীশ্রমণদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহারা বিছানা, আসন, খাদ্য, পানীয় এবং পরিচ্ছেদ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইতেন। (১) এইরূপে এখানে বহুবিহার ও স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সরিপুত্র, মুদ্গলপুত্র, আনন্দ, অভিধর্ম্ম, বিনয়সূত্র, অব্‌লোকিতেশ্বর, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ স্মৃতি-মন্দির বর্ত্তমান ছিল। নদীর উভয় পার্শ্বে প্রায় ২০টী সংঘারা ছিল, তাহাতে প্রায় ৩০০০ শ্রমণ বাস করিত। মথুরা হইতে ১৮ যোজন দক্ষিণ-পূর্ব্বে যাইয়া ফাহিয়ান সঙ্কাশ্য (sanka'sya) নামক স্থান দেখিতে পাইলেন। তথায় তক্ষক বিহার (Dragon vihar) এবং প্রত্যেক বুদ্ধের মন্দির বিদ্যমান ছিল। এই-খানে তিনি সমস্ত গ্রীষ্মকাল অবস্থান করিলেন। পরে শত যোজন দক্ষিণ-পূর্ব্বে গমন করিয়া কিজন-ই (Kijon) বা কণৌজ (২) উপনীত হইলেন। এই সহর গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানেও বৌদ্ধস্তূপ ও মঠ (tower) ছিল। গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া ৩ যোজন দক্ষিণে আলো (Alo) অরণ্য প্রাপ্ত হইলেন। তথায় একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তথা হইতে ১০ যোজন দক্ষিণ-পূর্ব্বে শাচি (shachi) নামক স্থানে পৌছিলেন। সেখানে অনেক মঠ (towers) ছিল। বহুশ্রমণী (nuns) উহাতে বাস করিতেন। এই স্থান হইতে ৮ যোজন

(১) Vide p508, R. C. Dutt's Ancient India.

(২) Cunningham's A. Geo. p 376.

দক্ষিণে কিউ-সা-লো (Kiu-salo) বা কোশল রাজ্য। রাজধানী শি-ওএই (she-wei) বা শ্রাবস্তী। নগরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান ছিল। কেবল ২০০ ঘর অধিবাসী তথায় বাস করিত। উহা পূর্ব্বে রাজা প্রসেনজিতের রাজধানী ছিল। মহাপ্রজাপতির ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহারের উপর, সুদাত্তের বাসগৃহের ভিত্তির উপর, এবং যেখানে অঙ্গুলিমাল্য বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শবদেহের অগ্নিসংস্কার করা হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে মঠ (tower) নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা হিংসা বশতঃ এই সকল মন্দির ও অট্টালিকা বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। (১) কিন্তু তাহারা এই অসাধুকার্য্যে উদ্যত হইলে আকাশে মেঘগর্জ্জন ও অশনিপাত হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা ভীত হইয়া এই অসদভিপ্রায় হইতে বিরত হইল। এতদ্ভিন্ন ফাহিয়ান সুদাত্তের বিহার, জেতবন বিহার এবং যেখানে বুদ্ধসুন্দরী বারাঙ্গনা হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং দেবদত্ত তাঁহার নখ বিষাক্ত করিয়া প্রাণ সংহারের চেষ্টা করিয়াছিল, তথায় নির্ম্মিত বিহার দর্শন করিলেন। তিনি মধ্যভারতে প্রায় ৯৬টী বিধর্ম্মীসম্প্রদায় (heretics) দেখিতে পাইলেন। দেবদত্তের শিষ্যেরা তিন প্রাচীন বুদ্ধকে সম্মান করিত, কিন্তু শাক্যমুনি বুদ্ধকে মান্য করিত না। প্রায় ৫০ লি পশ্চিমে তো ওয়াই বা (tadwa) তথায় কাশ্যপবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তী পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ১২ যোজন দক্ষিণ-পূর্ব্বে নাপিক (napika) প্রাপ্ত হইলেন। উহা ক্রকুচ্ছন্দবুদ্ধের জন্ম স্থান। তথায় স্তূপ (tower) নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেখান হইতে প্রায় যোজনান্তর উত্তরদিকে কণকমুণি বুদ্ধের জন্মস্থান। উহার তিনপোয়া যোজন দূরে পূর্ব্বদিকে কপিলবস্তু। কিন্তু সেখানে না ছিল রাজা, না ছিল প্রজা। প্রাচীন সমৃদ্ধনগর তখন মহাবিজনপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছিল। কেবল ১০। ১২ ঘর লোক ও শ্রমণগণ তথায় বাস করিত। শুদ্ধোধনের রাজপ্রাসাদের ভগ্ন স্তূপের উপর একখানা চিত্র রক্ষিত হইয়াছিল। তাহাতে শাক্যসিংহের জননীর মূর্ত্তি এবং গৌতম শ্বেত হস্তীতে আরোহণ করিয়া জননীর উদরে প্রবেশ করিতেছেন এই অবস্থা চিত্রিত ছিল। যে স্থলে বুদ্ধ পূর্ব্বদ্বার দ্বারা নগর ত্যাগ করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন, যেখানে তিনি রথ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নগরে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, যেখানে অসিতা রাজপুত্রের অঙ্গের চিহ্ন সকল লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যেখানে আনন্দ ও অন্যান্য সকলে হস্তীকে আঘাত করিয়া পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, যেখানে তীর ধরণী ভেদ করিয়াছিল এবং ভূগর্ভ হইতে সলিল উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং যেখানে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া বুদ্ধ পিতার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই সকল এবং আরো অনেক বুদ্ধের জীবনী সংস্পৃষ্ট স্থানে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বুদ্ধের জন্মস্থানের ৫ যোজন পূর্ব্বে লানমো (Lan-mo) বা রামগ্রাম। তাহার ৩ যোজন পূর্ব্বে সেই স্থান যেখানে রাজকুমার শাক্য-

(১) To-kwo-ki, Chap xx. Intr. p xliv.

সিংহ সারথি চণ্ডকে ঘোটকসহ বিদায় দিয়াছিলেন, তথায় একটী স্তূপ (tower) নির্ম্মিত হইয়াছিল। আরো চার যোজন পূর্ব্বে গমন করিয়া ফাহিয়ান অঙ্গারস্তূপ ও সংঘারাম প্রাপ্ত হইলেন। তথা হইতে দ্বাদশ যোজন পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া কুশীনগরে উপনীত হইলেন। সহরের উত্তরে যেখানে বুদ্ধ হিরণ্যবতীনদী তীরে দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে দুইটী সালবৃক্ষের মধ্যস্থলে উত্তর শিরে শয়ন করিয়া মহানির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, যেখানে বুদ্ধের শেষ শিষ্য সুভদ্রা দীক্ষিত হইয়াছিলেন, যেখানে বুদ্ধের মৃতদেহ স্বর্ণশয্যায় সাত দিন রক্ষিত হইয়াছিল, যেখানে বজ্রপাণি তাঁহার সুবর্ণদণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কুশীনগর তখন প্রায় জনশূন্য। অধিবাসীদের অধিকাংশই ভিক্ষু ও শ্রমণ।

কুসীনগর হইতে ১২ যোজন দক্ষিণ পূর্ব্বে চলিয়া ফাহিয়ান সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে লিচ্ছাবীগণ বুদ্ধের নির্ব্বাণ স্থলে গমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। বুদ্ধ তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার ও লিচ্ছাবীদিগের মধ্যস্থলে এক গভীর নদী প্রবাহিত করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিয়া সান্ত্বনা বাক্যে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। তথা হইতে পাঁচ যোজন পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইয়া তিনি বৈশালীতে উপনীত হইলেন। তথায় মহারাণা বিহার দেখিলেন। উহার উপর একটী দ্বিতল তোরণ (tower) ছিল। আনন্দের সমাধির উপর স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আম্রপালী স্তূপের ভগ্নাবশেষ মাত্র বিদ্যমান ছিল। এখানে প্রত্যেক বুদ্ধের স্তূপ নির্ম্মিত হইয়া ছিল। এইখানে ফাহিয়ান প্রত্যেক বুদ্ধের গল্প বিবৃত করিয়াছেন। বৈশালীতে বৌদ্ধসমাজের দ্বিতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। (১)

বৈশালী হইতে ৪ যোজন পূর্ব্বে যাইয়া ফাহিয়ান ৫ পঞ্চনদীর মহাসঙ্গম দেখিতে পাইলেন। আনন্দ এই স্থলে নদী মধ্যে সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং শরীর দগ্ধ করিয়া নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে লইয়া যাইতে নদীর উভয় তীরে অজাতশত্রু ও লিচ্ছাবীদিগের সৈন্য অপেক্ষা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিল। নদী পার হইয়া যোজনান্তর দক্ষিণে ফাহিয়ান মগধদেশও পালিফু বা পাটলীপুত্রনগর প্রাপ্ত হইলেন। এখানকার রাজপ্রাসাদসকল প্রস্তর নির্ম্মিত (২)। কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল যে অশোকের আদেশে দানবেরা এই সকল সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। অশোকের সময়ের বহু ধ্বংশ তখনও বিদ্যমান ছিল। অশোকের কনিষ্ঠভ্রাতা গৃধ্রকূট পর্ব্বতে

(১) "One hundred years after the Nirvan of Buddha, there were at Vaisali certain Bhikshus who broke the rules of the Vinaya in ten particulars, saying that Buddha had said it was so; at which time the Arhats and the orthodox Bhikshus making an assembly of 700 ecclesiastics compared and collected the Vinaya Pitak a afresh."

(২) The walls, doorways, and the seulptured designs are no human work. Rev. S. Beal and Dutt's A. India.

বাস করিতেন। অশোক তাঁহাকে রাজধানীতে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার জন্ত এক কৃত্রিম পর্ব্বত-গুহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে অশোক দানবদিগকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিয়াছিলেন তোমরা প্রত্যেকে বসিবার আসন সঙ্গে আনিও, যেহেতু এখানে আসনের কিঞ্চিৎ অপ্রতুল। তাহারা সকলে ৪। ৫ ফুট বর্গ পরিমাণে এক এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া আসিয়াছিল। ভোজনান্তে সেই সকল প্রস্তরা-সন স্তূপাকার করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। তাহাতেই এক রাত্রির মধ্যে কৃত্রিম পর্ব্বত প্রস্তুত হইয়াছিল। একপার্শ্বে একটী গুহার স্থান রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। লোতাইস্পিমি (Lo-tai-sy-pi-mi) বা রাধাস্বামীনামে এক ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। অশোক স্তূপের নিকট এক বিশাল সুন্দর সংঘারাম ও মন্দির ছিল। তাহাতে প্রায় ৭০০ শ্রমণ বাস করিতেন। বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মঞ্জুস্রি বৌদ্ধ সংঘারামে বাস করিতেন। শ্রমণেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। (১)

পাটলীপুত্রনগরে লোকেরা ধনসমৃদ্ধিশালী। তাহারা ধর্ম্ম ও ন্যায়মার্গ অনুসরণ করিত। (২) প্রত্যেক বৎসর ২য় মাসের অষ্টমদিন রথযাত্রার মিছিল বহির্গত হইত। বংশ নির্ম্মিত রথে ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করা হইত। * রাজা অশোক ৭টী পুরাতন মন্দির ও স্তূপ ভঙ্গ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ৮৪০০ নূতন স্তূপ, বিহার ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ৩ লি দক্ষিণে তিনি বুদ্ধের পদচিহ্নের উপর নির্ম্মিত মঠ (tower) দর্শন করিলেন। উহার সম্মুখে একটী স্তম্ভ ছিল। তাহার গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে লিখিত হইয়াছিল, "রাজা অশোক সমস্ত জম্বুদ্বীপ পৃথিবীর যাবতীয় শ্রমণদিগকে দান করিয়া পুনরায় অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ৩ বার এইরূপ করিয়াছিলেন"। নিলি (Nili) নামকস্থানে অশোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায়ও এক প্রস্তরস্তম্ভ দণ্ডায়মান ছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

(১) Dutt's Ancient India, p 509.

(২) এ অঞ্চলের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা পাটলীপুত্রনগরে দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিল। তথায় নানাদেশ হইতে অসহায় দরিদ্র, রুগ্ন, বিকলাঙ্গ আসিয়া আশ্রয় লাভ করিত। তাহাদিগকে ঔষধ, পথ্য, ভোজন আচ্ছাদন প্রভৃতি সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করা হইত। চিকিৎসকেরা তাহাদিগকে দেখিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। রোগ আরোগ্য হইলে তাহারা স্বেচ্ছামত স্বস্থানে চলিয়া যাইত।

* রথযাত্রার বিশদ বর্ণনা দ্বিরুক্তি ও বাহুল্য ভয়ে প্রদত্ত হইল না।

"All night-long they burn lamps, indulge in games and music, and make religious offerings. Such is the custom of all those who assemble on this occasion from the different countries round about." ইত্যাদি

Dutt's Ancient India. p. 510.

শিক্ষা।

(গল্প)।

"বাবা, আমি নাম লিখ্‌তে শিখেছি"। আট বৎসরের বালিকা পিতার কাছে আসিয়া হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিল। বালিকা বৈশাখের বেলফুলের মত সুন্দর। এই বালিকা মুরহরপুরের তরুণবয়স্ক জমিদার প্রতাপ চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। তাহার আদরের নাম পূর্ণিমা। প্রতাপবাবু দিবাবসানে বালাখানার বারান্দায় আরামকুর্শিতে অঙ্গ ঢালিয়া, গুড়গুড়িতে অম্বুরিতামাকু সেবন করিতেছিলেন; এবং নিকটস্থ বেঞ্চে উপবিষ্ট ডাবা-হুকা-ধারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘন ঘন তাঁহার গুড়গুড়ির মস্তকস্থ কলিকার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। উভয়ে কায়স্থ-বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল। কেন না প্রতাপবাবু স্বয়ং কায়স্থ, এবং শীঘ্র উপবীত গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনন করিয়াছিলেন। এমন সময়ে পূর্ণিমা নিকটে আসিয়া, দুই হাতে বুকের কাছে একখানি "বর্ণ পরিচয়" ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাবা, আমি নাম লিখ্‌তে শিখেছি।"

প্রতাপবাবু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কার নাম রে?"

বালিকা আনন্দে বলিল,—"আমার নাম।"

প্র। কৈ—দেখি!

"দেখাব না"—বলিয়া বালিকা বহিখানি পিছনে লুকাইল। তখন প্রতাপবাবু আদরে কন্যাকে ক্রোড়ের কাছে টানিয়া লইয়া, তাহার ললাটে চুম্বন করিলেন; এবং বহিখানি হাতে লইয়া দেখিলেন তদুপরি হিজিবিজি অক্ষরে লেখা আছে,—"শ্রীপূর্ণিমা দেবী।"

প্রতাপবাবু হাসিয়া সে লেখা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখাইলেন। ভট্টাচার্য্য দেখিয়া, ভ্রুকুটি করিলেন, বলিলেন,—"দেবী! দেবী ত ব্রাহ্মণ-কন্যারাই লেখে, জানি।"

প্র। ক্ষত্রিয়-কন্যারাও লেখে।

ভ। তা—হাঁ—কিন্তু,—

"প্রণাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়! নমস্কার প্রতাপবাবু!" পশ্চাৎ হইতে এই কথা শুনিয়া উভয়ে ফিরিয়া দেখিলেন। প্রতাপ প্রতি নমস্কার করিয়া বলিলেন,—"আরে কে—অবিনাশ যে—ক'দিন তোমায় দেখিনি কেন বল দেখি?"

অবিনাশ নিকটে আসিয়া বলিল,—ক'দিন ছিলেম না ভাই! একবার কলকেতায় গিয়েছিলেম।"

প্র। কেন হে?

অ। কেন আর কি! কলকেতায় গিয়ে এবার যজ্ঞোপবীত ধারণ করে' আসা গেল।

প্র। বল কি—সত্যি?

অ। সত্যি নয় ত কি মিছে? ক্ষত্রিয় কখন মিছে কথা কয়? এই দেখ—

এই বলিয়া অবিনাশ জামার ভিতর হইতে যজ্ঞসূত্র বাহিরকরিয়া দেখাইলেন। তার পর বলিলেন,—"Documentary evidence

চাও? এই হপ্তার আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার নাম দেখ্‌তে পাবে।"

প্র। তা আমরা সকলে পড়ে থাক্‌লেম্‌, তুমি আগেই পৈতা নিলে! সকলের একসঙ্গে নিলেই ভাল হ'ত। তোমার কি আর দিন কত তর সইল না?

অ। শুধু 'দিন কত' কেন? তোমাদের মুখ চেয়ে দিন গুন্তে গুন্তে মাস হ'ল, মাস গুন্তে গুন্তে বছর হ'ল, বছরও চলে গেল, আবার দিনে দিনে মাস হ'ল, মাসে মাসে বছর হ'ল—তোমরা কেবল মুখেই 'পৈতা নিব' বল্‌ছ কাযে কিছু করছ না। আর কতকাল তোমাদের মুখ চেয়ে থাকি বল?

এখন মুরহরপুরের প্রবল-প্রতাপ জমিদার প্রতাপবাবু মুখের উপর এমন উচিত কথা শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। সুতরাং অবিনাশের কথাগুলি তাঁহার বিষবৎ বোধ হইল। তিনি মনে মনে গরম হইয়া উঠিলেন। অবিনাশ বলিতে লাগিলেন,—"এখানকার ব্রাহ্মণঠাকুরেরা যখন গরীবকে যজ্ঞসূত্র দেবেন না, তখন কাযেই আমাকে অগত্যা স্থানান্তরে গিয়ে সংস্কৃত হ'য়ে আসতে হ'ল। তা যাই হোক—আমি জানি, আমার উপবীতধারণে তুমি সুখীই হবে। কারণ তুমি এ বিষয়ে চিরকাল সহানুভূতি প্রকাশ করেছ।"

প্রতাপ মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন,—"তা অবশ্য বটে। কিন্তু সকলে এক সঙ্গে এ কাযটা করলেই যেন ভাল হ'ত।"

অ। তা আর কৈ হল! আমি ত নিয়ে ফেলেছি, এখন আর দেরি না করে তোমরাও যজ্ঞোপবীত নাও। নিলে বুঝতে পারবে—উপবীতের সঙ্গে সঙ্গে কি একটা অপূর্ব্ব তেজ শরীরে সঞ্চারিত হয়।

"যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং।
প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ॥
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং।
যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥"

প্রতাপ গভীরভাবে কেবল কহিলেন,—"হুঁ।"

অবিনাশ বলিলেন,—"আচ্ছা বসো। আমি এখন যাই—সায়ংসন্ধ্যার সময় হ'য়ে এল।"

এ বলিয়া অবিনাশ প্রস্থান করিলেন।

(২)

অবিনাশ রায় প্রতাপ বাবুর প্রতিবেশী, একজন সামান্য ব্যক্তি। স্ত্রী, একটী কন্যা ও একটী পুত্র লইয়া অবিনাশের পরিবার। কিছু ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতেই কোনরূপে চলিয়া যায়। অবিনাশের প্রতি সরস্বতীদেবীর কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষও আছে; কিন্তু কমলার অকৃপায় সে কথা জনসমাজে প্রচারিত নাই।

যতক্ষণ অবিনাশ ও প্রতাপে কথোপকথন হইতেছিল, ততক্ষণ শান্ত, শিষ্ট ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাল মানুষটীর মত বসিয়াছিলেন। অবিনাশ চলিয়া গেলে কহিলেন,—"এটা অবিনাশ রায়ের যৎপরোনাস্তি অন্যায় কায হয়েছে। আপনার অপেক্ষা না করে উপবীত লওয়াতে একরূপ আপনার অপমান করাই হয়েছে।"

প্রতাপ এইবার গুড়গুড়ির নলে জোরে জোরে টান দিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"আপনিই

এ দেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি—সকলের প্রধান। দেশের যাবতীয় কায়স্থ ব্রাহ্মণ আপনার অনুগত, বাধ্য। আপনি যা করেন তাই হয়, যা না করেন তা হয় না। এ অবস্থায় আপনি অগ্রণী হবেন, অন্য সকলে আপনার অনুগামী হ'য়ে পৈতা নেবে—তাই আমাদের ধারণা ছিল। আর সেই রকম হ'লেই ভাল দেখাত।"

প্রতাপ চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ওরে তামাক দে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, প্রতাপের ললাটে ভ্রূকুটি প্রকটিত হইয়াছে। মনে মনে হাসিয়া ভট্টাচার্য্য আবার বলিতে লাগিলেন,—"এখন যদি আপনি স্বয়ং উপবীত গ্রহণ করেন, তবে আর কেউ বলবে না যে, দেশের মধ্যে বাবু এ কায প্রথম কর্‌লেন। বরং লোকে বলবে যে, আপনি অবিনাশের দেখাদেখি পৈতা নিলেন। ছোট কথা!"

প্রতাপ কহিলেন,—"তাই ত এখন আমার পক্ষে উপবীতগ্রহণ অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াল।"

(৩)

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্নপ্রাসনের নাম বোধ হয় পশুপতি। কিন্তু সে নাম অধুনা প্রায় লোপ পাইয়াছিল; এবং তৎপরিবর্ত্তে পশু ভট্টাচার্য্য নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

পশু ভট্টাচার্য্য প্রতাপ বাবুর বাসাখানা হইতে বিদায় হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আটচালায়, দাবার আড্ডায় আসিয়া দেখা দিলেন। [সেখানে তখন সেদিন কার মত খেলা সাঙ্গ হইয়াছিল। স্মৃতিচঞ্চু, কাব্যকণ্ঠ প্রমুখ পাঁচ সাত জন মান্য, গণ্য, বদান্য ব্যক্তি কাহার শ্রাদ্ধে কিরূপ 'বিদায়' পাইবার প্রত্যাশা আছে, এবং কোন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে, এই সকল মঙ্গলময় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। এমত সময়ে পশু ভট্টাচার্য্য তথায় আসিয়া, এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন যে, আজ তিনি এ অঞ্চলে কায়স্থোপনয়নের দফা একেবারে রফা করিয়া দিয়াছেন।

পশু ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভরসা করিতেছিলেন যে, প্রতাপকে তিনি যেভাবে গাঁঠিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে শীঘ্র প্রতাপের উপবীত গ্রহণের কোন সম্ভাবনা নাই। স্থানীয় অন্যান্য কায়স্থগণের মধ্যে অধিকাংশই প্রতাপের চাকর বা খাতক; কেহ কেহ চাকর কিম্বা খাতক না হইয়াও প্রসাদলোভী। এমতাবস্থায় প্রতাপ উপনয়নের প্রতি বিরূপ থাকিলে আর কাহার সাধ্য যে উপনীত হয়? পশু ভট্টাচার্য্য তাঁহার এই ভরসার কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। মনোরঞ্জন পশু ভট্টাচার্য্যের সকল কথা শুনিয়া কহিলেন,—"ভাল ভট্‌চাযি ম'শায়, কায়স্থেরা সোপবীত হ'লে আপনার কি ক্ষতি? আর নিরুপবীত থাকলেই বা আপনার কি লাভ? সোপবীত কায়স্থেরা কিছু আপনার যাজনকার্য্য কেড়ে নিতে চায় না—ভোজন-দক্ষিণা-গ্রহণের-কালে আপনার অংশী হ'তে আস্‌বে না—অন্য প্রকারেও আপনার কোন অসুবিধা ঘটাবে না।"

প। তার সাধ্য কি!

ম। আবার দেখুন। নিরুপবীত কায়স্থের বাড়ীতে আপনি পৌরোহিত্য করেন, তাতে

আপনি শূদ্রযাজী হ'য়ে আছেন। শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে বর্জ্জনীয়। কিন্তু কায়স্থেরা সোপবীত হ'লে আপনার শূদ্রযাজী অপবাদ ঘুচে যাবে। ঠিক কি না?

প। সবই ত ঠিক হে! কিন্তু তবু যেন কায়স্থের উপনয়ন ব্যাপারটা ভাল বোধ হয় না।

ম। কেবল আপনার পরশ্রীকাতরতার ফলে।

পশু ভট্টাচার্য্য শিরঃ কণ্ডুয়নপূর্ব্বক বলিলেন,—"তা যাক্ থাক্—ও সকল কথায় আর কায নেই।"

কেঁড়ে কাঁকালে গয়লাবৌ দাঁড়াইয়া এই সব কথা শুনিতেছিল। 'পরশ্রীকাতরতা' কথাটা তাহার কাণে গেল। সে পথে যাইতে যাইতে আপন মনে বলিল,—"ড্যাক্‌রা মিন্সে পরের ইস্তিরিকে তৈরি কর্‌তে গিয়েছে! উনি আবার ভট্‌চায্যি! কথা সত্যি; নৈলে মিন্সে মাথা চুলকবে কেন?"

পাড়ায় যাইয়া গয়লা-বৌ গল্প করিল,—"ওলো, আর শুনেছিস্? পশু-ভট্‌চায্যি কাদের বৌকে তৈরি করেছে।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"'তৈরি করেছে' কি লো?"

গয়লাবৌ বলিল, "ও মা তা জানিস নে? ঘরের বা'র করাকে তৈরি করা বলে।"

আর একজন কহিল, "এ আর নূতন কথা কি! পশু ভট্‌চায্যি তেমনি স্বভাবেরই মানুষ।"

(৪)

মাঘমাসে সরস্বতী পূজার পূর্ব্বদিন অবিনাশ কুলপুরোহিত পশু ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন,—"মহাশয়, আমার একটা নিবেদন আছে। এবার সরস্বতীপূজায় আমার নামে সঙ্কল্প করার সময়ে 'দাস' না বলে' 'বর্ম্মা' বল্‌তে হবে; আর পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময়ে আমাকে প্রণবযুক্ত মন্ত্র বলা'তে হবে।"

পশু ভট্টাচার্য্য জিহ্বা দংশন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ! এ কায আমা হ'তে হবে না, আমি কি ধর্ম্মে পতিত হব?"

অবিনাশ কহিলেন, "তবে আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি আপনার দ্বারা পূজা করা'তে পারব না।"

সক্রোধে "তথাস্তু" বলিয়া, পশু ভটাচার্য্য অন্যত্র গমন করিলেন। কিয়ৎকালের মধ্যে গ্রামে রব উঠিল যে; এ বৎসর অবিনাশের সরস্বতীপূজা হইল না। কায়স্থোপনয়নের বিরোধিগণ মনে করিতে লাগিল—অবিনাশ এবার খুব জব্দ হইবে।

কিন্তু পরদিন অকস্মাৎ সব উল্‌টাইয়া গেল। কায়স্থবিদ্বেষিগণের মুখ শুকাইয়া উঠিল। অবিনাশ স্বয়ং আসনে বসিয়া সরস্বতীপূজা করিলেন।

চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের দাবায় আড্ডায় যখন এ বিষয় লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময়ে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় হাসিয়া পশু ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন,—"ভট্টাচার্য্য ম'শায়! কায়স্থোপনয়নের বিরুদ্ধাচরণে এইটি আপনাদের প্রথম লাভ।"

সে যাহা হৌক, পশু-ভট্টাচার্য্য একটা কথা ঠিক অনুমান করিয়াছিলেন; সত্যই আর কেহ অবিনাশের অনুকরণে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিল না। সে জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিছু আনন্দে ছিলেন! কিন্তু অকস্মাৎ এক উপদ্রব

উপস্থিত হইল। গ্রামস্থ দুইটী কায়স্থযুবক কলেজে পড়িত, বিদেশে থাকিত। গ্রীষ্মাবকাশের বন্ধে তাহারা গৃহে আসিল। একদিন মনোরঞ্জন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অবিলম্বে তাঁহাদের এখন অবিনাশ-প্রদর্শিতপথে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাহারা সহজেই এ কথা বুঝিল, এবং অবিনাশের পরামর্শানুসারে স্থানান্তরে যাইয়া উপবীতগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল। পশু-ভটাচার্য্য এ কথা শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন এবং অচিরাৎ প্রতাপের নিকটে যাইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। যুবকদ্বয় যে এখন "অবিনাশের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে" তাহাও বলিতে ছাড়িলেন না। তখন সেই দুই যুবকের ডাক পড়িল।

যুবাদ্বয় প্রতাপের নিকটে আসিয়া ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিল; কিন্তু তাহারা যে অপরাধী, সে কথা স্বীকার করিল না। প্রতাপ বলিলেন,—"তোমরা ছেলে মানুষ—বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, এ কাযে ভবিষ্যতে কত বিপদ আছে।"

যুবকদ্বয়ের একজন বলিল,—"কোন্ বড় কাযে বিপদ নাই? যারা বিপদকে ভয় করে, তাদের দ্বারা কোন মহৎকায হ'তে পারে না।"

পশু-ভটাচার্য্য কহিলেন,—"বাপু হে! বাবু যখন নিষেধ কর্‌ছেন, তখন তোমরা এ সকলের মধ্যে যেও না। বাবু-ই সমাজের মাথা—যাকে তোমরা নেতা বল; বাবুর কথা শুন্তে হয়।"

দ্বিতীয় যুবা বলিল,—"সে কথা মানি। কিন্তু অবিনাশ দাদাও আজ আমাদের আর একজন নেতা। পশ্চিম ভারতে একটা কথা প্রচলিত আছে—"শিরদার তো সরদার"—অর্থাৎ যে আপনার মস্তক দিবার জন্য সদা প্রস্তুত, সেই সরদার বা নেতা হবার উপযুক্ত। দেশের মধ্যে অগ্রণী হ'য়ে উপবীত নিলে বিপদ আছে, জেনেও যখন অবিনাশ দাদা উপবীতী হয়েছেন, তখন তিনি "শিরদার" সুতরাং তিনি একজন প্রকৃত নেতা। তিনি আমাদের একমাত্র আদর্শ"।

এই কথা শুনিয়া প্রতাপ যুগপৎ লজ্জিত ও কুপিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"যা করতে চাও, করগে। পরিণামে তোমরা কোন সঙ্কটে পড়লে আমার কাছে এসো না, তা হ'লেই হ'ল"।

পর দিন প্রতাপ শুনিলেন যে, অবিনাশ সেই যুবাদ্বয়কে লইয়া, পূর্ব্বরাত্রে গ্রামত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন, কেহ জানে না। চারি দিন পরে পশু-ভট্টাচার্য্য আসিয়া প্রতাপকে জানাইলেন যে, উভয় যুবকই সোপবীত হইয়া অবিনাশের সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছে।

প্রতাপবাবুর সমুদয় ক্রোধ যাইয়া অবিনাশ বেচারার দুর্ব্বল মস্তকে নিপতিত হইল। সেই দিনই প্রতাপ আপনার পাত্রমিত্রগণকে লইয়া এক গুপ্তবৈঠকে বসিলেন। পর দিন নিকটবর্ত্তী থানার দারোগা বকরুল্ল মিয়া সংবাদ পাইলেন যে, প্রতাপবাবু একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। এরূপ সাক্ষাতের অর্থ বকরুল্ল মিয়া বিলক্ষণ জানিতেন, অতএব সন্ধ্যার পর সঙ্গোপনে প্রতাপবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া দেখা দিলেন। তথায় কি হইল না হইল সে সংবাদ আমরা পাই নাই। ফলে এই ঘটনার পরে অকস্মাৎ এক দিন অবিনাশ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিমোহরযুক্ত এক নোটিস

পাইলেন। নোটিসের মর্ম্ম এই যে, অবিনাশ চোরাইমাল গ্রহণ করেন এবং চোর-ডাকাইতকে প্রশ্রয় দেন বলিয়া জানাগিয়াছে, অতএব কেন তিনি এক বৎসর সচ্চরিত্র থাকিবার জন্য, উপযুক্ত জামিনসহ মুচিলকা দিবেন না, মাজিস্ট্রেটের কাছারীতে উপস্থিত হইয়া তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে।

অবিনাশ নোটিস পাইয়া আকাশ হইতে পড়িলেন।

(৫)

মহকুমার হাকিম ডেপুটিবাবু সফরে বাহির হইয়া বকরুল মিয়ার থানায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রতাপ সংবাদ পাইয়া, থানায় আসিয়া ডেপুটিবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাকে সান্ধ্যভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। সন্ধ্যা হইতে না হইতে প্রতাপের গাড়ী থানায় যাইয়া ডেপুটিবাবুকে লইয়া আসিল। ডেপুটিবাবুটি অমায়িক ব্যক্তি এবং সুবিচার করিতে অভিলাষী। কিন্তু তাঁহার একটু ঠিকে ভুল ছিল। প্রতাপের ঐশ্বর্য্য ও সবিনয় ব্যবহার দেখিয়া তিনি প্রতাপকে সাধু ও সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাই আজি কথায় কথায় প্রতাপকে বলিলেন,—"আপনাদের গ্রামস্থ এক ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে একটা বদমাইসী মোকদ্দমা উপস্থিত হয়েছে"।

প্রতাপ এই প্রসঙ্গই উত্থাপিত করিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন। এখন আপনা আপনি সে কথা উঠিল দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু আনন্দ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন,—"হাঁ আমি শুনেছি বটে।"

ডেপুটি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লোকটীকে আপনি কিরূপ বলে' জানেন?"

প্র। আমি যা জানি, তা বলতে গেলে পুলিস হয় ত আমাকে সাক্ষী মেনে এখনি আদালতে টেনে নিয়ে যাবে। সে জন্যে আমি দারোগাকে কিছু বলি নি।

ডে। আমার কাছে আপনার সেরূপ ভয়ের কোন কারণ নেই।

প্রতাপবাবু ক্ষণেক চিন্তার ভান করিলেন, একবার চক্ষু বুজিলেন, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন, তারপর বলিলেন,—দেখুন, অবিনাশ আমার বাল্যকালের সহপাঠী। তার বিপক্ষে কিছু বলতে আমার বিলক্ষণ কষ্ট হবে। কিন্তু তবু আমি সত্যের অনুরোধে আর সুবিচারের খাতিরে বল্‌তে বাধ্য যে, তার নামে যে অভিযোগ হয়েছে, তা যথার্থ।"

এইরূপে প্রতাপবাবু 'সত্যের অনুরোধে' নির্ভাঁজ মিথ্যা কথা বলিয়া ডেপুটীবাবুকে প্রতারিত করিলেন।

যখন এই সকল কথা হয়, তখন সেখানে আর এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। সে গোবরা খানসামা। অবিনাশের গুণমুগ্ধ গোবরা গোপনে অবিনাশকে সকল কথা জানাইয়া দিল। গোবরার নিকটে অবিনাশ আরও জানিতে পারিলেন—বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য কে কে প্রস্তুত হইতেছে, এবং বকরুল্লা দারোগার অধ্যক্ষতায় সাক্ষিগণকে লইয়া চৌধুরীর বাটীতে কিরূপ রিহার্সাল চলিতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বর্ম্মা মজুমদার।

স্বপ্নদর্শন।

(মুক্তি-বিষয়ক)।

বর্ত্তমান ১৩১৮ বঙ্গাব্দের, জ্যৈষ্ঠ মাসের অষ্টবিংশতি দিবসে, সবিতৃ বাসরে, শুক্লা-পঞ্চদশী তিথিতে, গ্রীষ্মাতিশয়নিবন্ধন সুশীতল-নৈশ-সমীর সেবনাশায়, ত্রিযামার মধ্যযামে, পরম পুণ্যনীরা ভাগীরথীর পশ্চিম পুলিন সমীপবর্ত্তী একটী প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যের শিখরপ্রদেশে গমনপূর্ব্বক, সেই নীরব, নিথর ও নিভৃত স্থানে উপবেশন করিয়াছিলাম। বিভাবরী দ্বি-প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল সুশীতল ও কোমল নৈশ-সমীর সেবনান্তর জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীযোগে তট-শালিনী ভাগীরথীর সৈকত সন্নিহিত অট্টালিকার শিখরদেশে উপবেশনপূর্ব্বক প্রকৃতির অনুপম মনোমুগ্ধকর নৈশ-শোভা সন্দর্শন করিলাম। তাহাতে আমার হৃদয় বিগলিত ও মনঃমোহিত হইল। হৃদয়ের অন্তস্তলে অচিরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করিলাম। সেই পরম সুন্দর সুখকর, পবিত্র ও শান্তিময় স্থানে উপবেশন করিয়া ঊর্দ্ধদেশে নিরীক্ষণ করিলাম—অনন্ত নীলিমাময় নির্ম্মল, দিগন্তব্যাপী জ্যোতিষ্পথে পৌর্ণমাসীর ষোড়শকলা পরিপূর্ণ, সুন্দর শুভ্র শশধর হাস্য করিতেছে। কুমুদবান্ধবকে স্বীয়-বক্ষে ধারণপূর্ব্বক দূরবর্ত্তী তড়াগজীবনে কুমুদিনী হাস্য করিতেছে। শশধরের কোমল করজাল কোমলাঙ্গী কুমুদিনীর অঙ্গে নিপতিত হইয়াছে। নিভৃত নিশাকালে প্রাণেশ শশাঙ্ককে সাদরে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক কতই কৌতুক করিতেছে। কুমুদিনীর এবম্বিধ ভাব পরি-দর্শনে, নারীজাতিসুলভ ব্রীড়াবশে কমলিনী নিজ পল্লববসনে বদনাবৃত করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি করিতেছে। বসনদ্বারা বদনাবৃতা কমলিনীকে উপেক্ষা করিয়া, নিন্দিত নায়ক শিলীমুখ এক্ষণে অন্যত্র উড়িয়া গিয়াছে। নৈশসমীরণে শৈলতনয়া ভাগীরথীর নীর প্রকম্পিত হইতেছে, সুতরাং পূর্ণেন্দুর স্থির চিত্র তটিনীহৃদয়ে অঙ্কিত হইবার ব্যাঘাত ঘটিতেছে, এবং চঞ্চল সলিলে রোহিণী-পতির প্রতিবিম্বকে সংস্র শশভৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। নদীসৈকতে কদাচিৎ দুই একটী নিশাকর নীড়জের মৃদু স্বর শ্রুতি-গোচর হইতেছে। নয়নরঞ্জন মৃগলাঞ্ছনের মধুর ও কোমল হাসিরাশি শীতল, সুখস্পর্শ কৌমুদীরূপে অনন্ত অসীম নীলাম্বরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বসুন্ধরার দিবাকর-কর-প্রতপ্ত বক্ষে সেই সিত ও শৈত্য কৌমুদী নিপতিত হওয়ায়, ধরণী যেন অস্থির ভাব পরিহারপূর্ব্বক সুস্থির-রূপে শান্তিসুখ সম্ভোগ করিতেছে। মেদিনী-মণ্ডলস্থ যাবতীয় দৃশ্যমান পদার্থ শশাঙ্ককিরণে হাস্যময় বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বাস্তবিক, যেন সমগ্র সংসার শুভ্রবেশে সুস্থির হইয়া, মধ্য নিশায় পরম শান্তিসুখ অনুভব করিতেছে। নিদাঘঋতুর সুদীর্ঘ দিবাভাগের অশান্তিকর সংসারকোলাহল এক্ষণে অনন্ত আকাশে একেবারেই বিলীন হইয়াছে। রাজসরণিসমূহ মানব ত্যক্ত হইয়া বিশ্রামসুখ লাভ করিতেছে।

প্রখর দিবাকর-কর-কামী দিবাকর জীবব্রজ কৌমুদী বিভাসিত স্নিগ্ধ ও নীরব নিশায় নিদ্রা-সুখ উপভোগে নিরত রহিয়াছে। সুমধুর, স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্র গোলিকায় উলুক, বাদলী, চর্ম্মচটিকা, চকোর প্রভৃতি ভাস্করকর-ভীত প্রাণিনিবহ এই মধুময় রজনীতে পরমানন্দ সহকারে বিহার করিতেছে। এই উচ্চ অট্টালিকার অদূরবর্ত্তী একটী প্রকাণ্ড প্রাচীন পুন্নাগ পুষ্পবৃক্ষে দলে দলে বাদলী আসিয়া উপবেশন করিতেছে, উড়িয়া যাইতেছে, পুনর্ব্বার আগমন করিতেছে এবং আনন্দরবে স্ব স্ব হৃদয়োল্লাস প্রকাশ করিতেছে। নিকটবর্ত্তী বৃক্ষসমূহে তাহাদিগের আহারীয়, জৈাষ্ঠমাস সুলভ বহুবিধ সদ্য সুপক্ক সুরস ফলাস্বাদন করতঃ তৃপ্তি লাভ করিতেছে। একটা নিশাচর জীব অপর একটা জীবের প্রতি প্রধাবিত হইতেছে। দুর্ব্বল ও অসহায় পক্ষ, আশঙ্কানিবন্ধন অন্ত ক্রমে উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া, বলবান পক্ষ পরমানন্দসহককারে সুপক্ক ফলবৃন্তের সন্নিধানে উপবেশনপুর্ব্বক নিরুদ্বেগে অভিলাষানুরূপ ফলভক্ষণ করিতেছে। দিবান্ধ নিশাটসার্থ নিতান্ত নীরবে নিজ নিজ আহার্য্য বস্তুর অন্বেষণে ইতঃস্তত প্রধাবিত হইতেছে। চঞ্চল ও ক্রীড়াশীল এবং নিরীহপ্রাণী চকোর চকোরীচয় সুবিমল, সুধাসিক্ত, শুভ্র চন্দ্রিকা-সেবনে প্রমত্তপ্রায় হইয়া, দিগন্তব্যাপী বিমান-মার্গে বিহার করিতেছে। অসীমানন্দে একান্ত উন্মনা হইয়া, প্রেমিক চকোর, প্রেমিকা চকোরীর সহিত প্রেমালাপে প্রমত্ত হইয়াছে। পবিত্র প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে পরস্পর সম্মিলিত হইতেছে. পুনরপি বিভিন্ন হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন বর্ম্মে বিচরণ করিতেছে। পুলকে পাগলপ্রায় হইয়া অনন্ত জ্যোতিষ্পথের একপ্রান্ত হইতে প্রান্তরান্তরে প্রধাবিত হইতেছে। সন্তাপ যে কি বিষময় বস্তু, তাহা তাহারা এক্ষণে সম্যক্ বিস্মৃত হইয়াছে। চকোরজীবনে, মানব-জীবনের ন্যায় দুরূহ বিরহ-দুঃখ সদৃশ অসহ-নীয় সন্তাপ সম্ভোগ করিতে হয় কি না, তাহা ভূতভাবন ভগবানই জানেন। কিন্তু, এই ক্ষুদ্র ও সর্ব্বদা আনন্দনিরত সদানন্দময় কোমল প্রাণীপুঞ্জের কার্য্যপ্রণালী জ্ঞানাভিমানী মদমত্ত মানব নিবহের কার্য্যপ্রণালীর অনুরূপ নহে। ইহারা নিরন্তর প্রফুল্লচিত্ত, সর্ব্বদা শান্তিসলিলে ভাসমান, মৃদু চঞ্চল, কোমল ভাবাপন্ন ক্রীড়া-শীল, প্রেমানুরাগী ও কৌমুদী বিভাসিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল নির্ম্মল-নৈশ-আকাশ বিহারী শান্ত জীব। চকোর ও চকোরীর, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের পরম প্রীতি-অনুরাগ বিলোকনে আমার অন্তঃকরণে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও শান্তিরসের সঞ্চার হইল। সেই শুভ মুহূর্ত্তে অদূরবর্ত্তী নিবিড় অরণ্য অভ্যন্তরে শিবাসঙ্ঘের বিকট অশিবরবে আমার সুখ-চিন্তার স্বপ্ন ব্যাঘাৎ ঘটিল। পল্লীগ্রাম-সুলভ সারমেয়ের উৎকট চীৎকার কর্ণকুহরে বড়ই বিকট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সারমেয়াদি জীবের কর্ণকঠোররব নীরব হইলে, সৌধসমীপবর্ত্তী পুণ্যতোয়া, ধীর প্রবাহিনী, ক্ষীণাঙ্গী ভাগীরথীর বক্ষঃস্থলস্থ নৌযানের নাবিকবৃন্দের সারঙ্গরব বিনিশ্রিত, মধুর, চিত্তরঞ্জন, কণ্ঠস্বরে বিমোহিত হইলাম, সুগভীরা নিদাঘ-মধ্য-নিশীথে মাল্লাগণ গীত গাহিয়া আমার অলস ও অবশ প্রাণে যেন অমৃতরাশি ঢালিয়া দিতেছে প্রতীয়মান হইল। একে নিদাঘ ঋতুর সুখ-ময়ী জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী, স্নিগ্ধ নৈশানিল

বহমান,—মুখরা বসুন্ধরা সুশান্ত-ভাবময়ী,—তদুপরি তটশালিনী ভাগীরথীর বক্ষঃবাসী নাবিকনিকরের সুমধুর সঙ্গীত স্বর;—ইহাতে অনায়াসেই আমার হৃদয়দ্রব ও মনঃপ্রাণ আনন্দরসে আপ্লুত হইল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া, সন্তাপ সংস্পৃষ্টঅনিত্য সংসারের অসহ্য যন্ত্রণা অল্পক্ষণের নিমিত্ত বিস্মৃত হইলাম। প্রাণে অভুতপুর্ব্ব স্বর্গীয় শান্তিসম্ভোগ করিতে করিতে, সর্ব্বসন্তাপনাশিনী, শান্তিপ্রদায়িনী নিদ্রাদেবীর অঙ্কশায়ী হইয়া পড়িলাম।

জীবের কল্যাণকারিণী. চিন্তাহারিণী, সর্ব্বসন্তাপনাশিনী, সুখময়ী নিদ্রাদেবী আমার বাহ্যচৈতন্য হরণ করিলেন বটে,—কিন্তু জ্ঞান-নেত্রে প্রকৃতির অনুপম নৈশ-শোভা সন্দর্শনের বিন্দুমাত্রও বিঘ্ন সংঘটিত হইল না। বলিতে পারি না ইহা স্বপ্ন কিংবা দৈবশক্তির ফল। কারণ, স্বপ্নযোগেও ত এইরূপ দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে বুঝা যায়। যে কারণেই হউক না কেন, অভিনব বেশে সুসজ্জিতা প্রকৃতি সুন্দরীর নৈশশোভা সন্দর্শনের; অথবা সঙ্গীতাদি শ্রবণের কোনই বিঘ্ন সংঘটিত হইল না। অধিকন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা যেন আরও মধুর, আরও সুস্পষ্টভাবে দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম উর্দ্ধদেশে, অর্থাৎ অনন্ত আকাশমণ্ডলে, চঞ্চল অথচ ধীরপ্রবাহিত দক্ষিণানিলে, ধবলকায় বলাহকবৃন্দ দক্ষিণদিক হইতে ধীরভাবে উত্তরাকাশে চালিত হইতেছে। কদাচিৎ দুই এক খণ্ড ক্ষুদ্রকায় ধুসর বারিবহ, নয়নরঞ্জন পূর্ণচন্দ্রকে আবৃত করিয়া. স্বল্পমুহূর্ত্তের নিমিত্ত মধুময়ী জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীকে ঈষৎ অন্ধকারময়ী করিয়া, প্রকৃতির পরম সাধের মনোরম চিত্রখানিকে বিকৃত করিয়া তুলিতেছে। তারকাপুঞ্জরূপ মণিরত্নমালা পরিশোভিত পরম রমণীয়, চিত্তবিমোহন বিধুর দিব্যদ্যুতি মলিন করিয়া ফেলিতেছে।

এমন সময়ে সহসা আমার ভাবান্তর, অবস্থার পরিবর্ত্তন, এবং চিত্তবেগ বিষয়ান্তরে প্রধাবিত হইল। প্রীতিবিস্ফারিতনেত্রে, অথচ কথঞ্চিৎ বিস্ময়ভাবে নিরীক্ষণ করিলাম আমার সম্মুখভাগে জনৈক জ্যোতিষ্মান্, দিব্যবপুঃ, দীর্ঘকায় ও প্রসন্নভাবাপন্ন মহাপুরুষ দণ্ডায়মান। দেখিয়াই চিনিলাম—ইনি একজন দৈবশক্তিসম্পন্ন, লব্ধমোক্ষ ও সিদ্ধপুরুষ। আমার কৃপাপরতন্ত্র হইয়া এই মহাত্মা কোন কোন সময়ে, যামিনীযোগে, আমার নিদ্রিতাবস্থায় বা স্বপ্নযোগে আমাকে দর্শন দিয়া থাকেন। ইনি আমার গুরুকল্প;—ইঁহাকে চিনিতে পারিয়াই আমি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, যথার্থ ধর্ম্মভাবাপন্নপূর্ণ ভক্তিসহকারে ইঁহার পদপঙ্কজের শান্তিরেণু আমার শিরোদেশে গ্রহণ করিলাম। তিনি 'স্বস্তি' সুবচনে আমাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। আমরা উভয়ে যথোপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিলাম। সংসারসম্পর্কীয় কয়েকটী কথার শেষ হইলে তিনি ধর্ম্মবিষয়ক প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন। অনেক বিষয়ের আলোচনা হইলেও তন্মধ্যে তিনি মুক্তির নিদানভূত 'তত্ত্বজ্ঞানের' যে আভাস দিয়াছিলেন, তাহাই মাত্র এস্থলে লিখিত হইল। তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যে আভাস দিয়াছিলেন এবং আমার যাহা কিছু স্মরণ আছে তাহাই মাত্র ভারতপ্রসিদ্ধ "আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভার" পাঠক-পাঠিকাগণকে

উপহার দিলাম। মহাপুরুষ আমাকে সস্নেহে কহিলেন—

(১) দেখ বৎস! মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে, কর্ম্মের-ই বহুল প্রশংসাবাদ লিখিত হইয়াছে। কর্ম্মব্যতিরেকে মানবনিবহ ক্ষণার্দ্ধ, অর্থাৎ অত্যল্প পরিমিতকাল ও, সুস্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না। মানবগণের কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, তাহাদিগের সংস্কারেই তাহাদিগকে কর্ম্মে আকর্ষণ করে। সকাম কার্য্য থাকিতে মানবগণের "মুক্তি" লাভ ঘটে না।

(২) এই সকাম কর্ম্মের প্রভাববশতই জীবব্রজ নিরন্তর সুখ ও দুঃখ উপভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মবশতঃই জীবসঙ্ঘের উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটিয়া থাকে। কেবলমাত্র নিষ্কাম কর্ম্মেই বন্ধন ভয় নাই। (১)

(১) শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহাই বলিয়াছেন—যথা
"কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি, ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্তাঃ, পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১॥
(২য় অধ্যায়)।
অর্থাৎ—স্বামী "কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলং ঈশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ মনীষিণঃ জন্মমৃত্যুরূপেণ বন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি। নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্ম্ম কেবল ঈশ্বরারাধনা বোধ করিতে হইবে। অর্থাৎ ফল কামনা করিয়া শ্রীভগবানের উপাসনা করিতেছি বোধে দেশব্রত, সমাজব্রত, পরোপকার, শিক্ষাদীক্ষা বিস্তার ইত্যাদি কার্য্য।
সম্পাদক।

(৩) কর্ম্ম প্রধানতঃ দ্বিবিধ;—শুভ ও অশুভ। তন্মধ্যে অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানহেতু প্রাণিগণ নিয়তই অতি কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

(৪) ফল কামনা করিয়া, যে সকল লোক, শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও কর্ম্মশৃঙ্খলে সম্বদ্ধ হইয়া, ইহলোকে অর্থাৎ এই বিশ্বমাঝারে এবং পরোলোকে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকে। অজ্ঞানজীবের পক্ষে নিষ্কামকার্য্য অতীব কঠিন।

(৫) তত্ত্বজ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়া, মানবনিবহ যেকাল পর্য্যন্ত শুভাশুভ, এই দ্বিবিধ কর্ম্মফলের ক্ষয় সাধন করিতে সমর্থবান্ না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহারা, অর্থাৎ সেই জ্ঞানান্ধ মানবেরা, কোনক্রমেই "মুক্তিপদ" লাভের অধিকারী হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিগণ শত কল্প কাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিলেও, কদাচ তাঁহাদের মুক্তিপ্রাপ্তির আশা থাকে না। ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায়, তাহার জন্য বন্ধনাশঙ্কা থাকে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

সমালোচনা।

১। অনাথসঙ্গীত। কুমিল্লা হইতে প্রেমাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ প্রণীত আধ্যাত্মিক গীতমালা। অনাথবাবু একজন সুন্দর গায়ক, তিনি যখন তাঁহার একতারার মধুর ঝঙ্কারের তানলয় বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে এই সকল অমৃতনিঃসরণী গীতিগুলি গান করেন, তখন শ্রোতার মন অনন্তেরপথে সেই চিরসুন্দরের প্রেমে বিভোর হইয়া যায়, এবং ভক্তির প্রেমাশ্রু নয়নযুগলকে প্লাবিত করে। গীতকালে এই ভক্তের ভাবাবেশ দর্শন মাত্রেই দর্শকের মনে যে ধর্ম্মের তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। যে মহাত্মা সংসারে থাকিয়া সংসার সন্তপ্ত কঠিন মনকে, যাহা শত শত ধর্ম্মোপদেশে বিগলিত হয় না, ২। ৪টী মূর্চ্ছনাদ্বারা শ্রীভগবানের পদারবিন্দের সন্নিকটে লইতে পারেন, তাঁহার স্থান সমাজে অতি উচ্চ। স্থানাভাব বশতঃ আমরা একটি মাত্র গানের কতকাংশ দিলাম।

(রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা খেমটা)।

আয় রে আয় হরিগুণ গাই।
হরিগুণ গাই, রাধা কৃষ্ণগুণ গাই॥
ডাক্‌রে ডাক্ হরি বোলে, প্রেমে প্রেমে গলে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যাবি ভুলে, অন্তে পাবি প্রাণকানাই।
বল হর কৃষ্ণ হরে, পাপ তাপ রবে না রে।
সকল জ্বালা যাবে দূরে, আবার বল ভাই॥
ইত্যাদি।

২। কায়স্থতত্ত্ব নির্ব্বচন।—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত। আমরা গত কার্ত্তিক ও পৌষ মাসের প্রতিভায় এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের কতকাংশের সমালোচনা করিয়াছি। তৃতীয় অধ্যায়ে শাস্ত্রী মহাশয় একটী অপূর্ব্বমতের অবতারণা করিতেছেন—তিনি বলেন যে আদিশূরের যজ্ঞে পঞ্চ ক্ষত্রিয় ব্যতীত পঞ্চ শূদ্রও আসিয়াছিলেন। কুলদীপিকায় একটী শ্লোক আছে—

কে যূয়ং নাম কিংবা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ।
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাম্॥

আমরা পূর্ব্বে জানিতাম যে এই শ্লোকে শূদ্রা শব্দ ক্ষত্রা শব্দের স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আদিশূরের যজ্ঞে আসিয়া বলিয়াছিলেন—কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ ক্ষত্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাম্। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় শূদ্রা শব্দ বহাল রাখিয়া বলেন যে ৫ জন শূদ্রও আসিয়াছিলেন। এই একটী অভিনব মত, সেই ৫জন শূদ্র কে, তাহাদের নাম কি তাহার কোন কথাই না বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় পঞ্চক্ষত্রিয়ের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি উক্ত শ্লোকের অন্বয়ে লিখিয়াছেন—ভো নৃপতে! অমী পঞ্চশূদ্রাঃ কোলাঞ্চাদাগতাঃ বয়মপি ক্ষত্রিয়াঃ আগতাঃ। এই প্রকার অন্বয় হইতে পারে না কারণ ক্ষত্রিয়াঃ শব্দ মূল শ্লোকে আদৌ নাই। আমরা অন্য প্রকারে অন্বয় করি—ভো নৃপতে!

যয়ম্ পঞ্চক্ষত্রা কোলাঞ্চাৎ (স্বাগতাঃ) ভূসুরাণাং কিঙ্করোঽপি। শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐ পঞ্চশূদ্র কোলাঞ্চ দেশ হইতে আসিয়াছে। ইহারা কে কে, ইহাদের কোনও নাম ও গন্ধ আমরা ধ্রুবানন্দ কি রামানন্দের কারিকায় পাইতেছি না। আমরা আশা করি শাস্ত্রী মহাশয় এই অভিনব মতটী সত্বর প্রত্যাখ্যান করিবেন, নচেৎ শত্রুপূর্ণ দেশে বিপদের সম্ভাবনা। ৪র্থ অধ্যায়ে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্তবংশ কোন্ কোন্ চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন তাহা দেখাইয়া শাস্ত্রী মহাশয় নাগ, সেন, দাস, সোম, পালিত, দেব ও সিংহবংশও যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই সমস্ত বংশের কথা তাঁহার পুস্তকে কীর্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু ৭২ ঘরের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। ইহারা কি ঘোষ, বসু দিগের ন্যায় বিশুদ্ধ দেব ক্ষত্রিয়-বংশ নহে। ইঁহারাও শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান ও পবিত্র ক্ষত্রিয়বংশ, বর্ত্তমান সময়ে ইহারা সমাজের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার পর অশৌচের কথা বলিয়াছেন। বর্ত্তমান সমাজে বঙ্গীয় কায়স্থগণ বৃহন্নারদীয় পুরাণের বিধানটী অবলম্বন করিয়াছেন। এই ব্যবস্থাটী হয়শীর্ষ ত্রিরাত্রেও লিখিত আছে—

উপবীতঃ ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুদ্ধতি।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুদ্ধতে তথা॥

তাহার পর শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থসমাজের আদিপুরুষগণ কতকাল উপনয়নহীন অবস্থায় ছিলেন, তাহা অবধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন চারিশত বর্ষকাল। ভারতে শিলাদিত্য, কনিষ্ক, অজাতশত্রু, অশোক ইত্যাদি বৌদ্ধরাজাদিগের রাজত্বকাল প্রায় এক সহস্র বৎসর, সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মণসমাজ ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হন, তাহার পর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কায়স্থগণ ব্রাত্য হইয়াছিলেন। কতদিন কায়স্থসমাজ ব্রাত্য ছিল তাহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, ব্রাহ্মণসমাজ কায়স্থসমাজ অপেক্ষা দীর্ঘতরকাল উপনয়নহীন অবস্থায় ছিলেন। তদনন্তর শাস্ত্রী মহাশয় "দাস" শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন। "দাস" শব্দ যে শূদ্রত্বজ্ঞাপক তাহা আমাদের সমাজগাত্রে চিরকালের জন্য খোদিত রহিয়াছে, শাস্ত্রী মহাশয় দুই এক কথায় সেই ধারণা বিলুপ্ত করিতে পারেন না। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, দাশ অর্থে মৎস্যজীবী জালিকা বুঝায়। এই প্রকার অবস্থায় "দাষ" এই প্রকার লিখিলে ক্ষতি কি? উপাধি সকল ব্যাকরণের সূত্রানুসারে সিদ্ধ হয় না, দাস ও দাশ শব্দদ্বয় যৎকালে আপত্তিজনক উপাধি, তখন "ষ" দিয়া কায়স্থের উপাধি দাষটী সিদ্ধ করিলে কোন ক্ষতি দেখা যায় না। পূর্ব্বকালে উপাধিবোধক দাস শব্দ "স" দিয়া ব্যবহৃত হইত সন্দেহ নাই, তৎকালে দাস শব্দের প্রতি লোকের এতদূর ঘৃণা ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দ্বিজত্বে দাবী করিয়া 'স' ব্যবহার করা উচিত কিনা তাহা কায়স্থসমাজের নেতাগণ বিবেচনা করিতে পারেন। তৎপরে বর্ম্মা কি বর্ম্মণঃ শব্দের পূর্ব্বে দেব শব্দ কায়স্থগণ ব্যবহার করিবেন কিনা তাহাও আলোচিত হইয়াছে। বঙ্গীয়-কায়স্থগণ যৎকালে দেবক্ষত্রিয় ও শাস্ত্রে দেববর্ম্মা ক্ষত্রিয়ের উপাধি বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে, এবং তাঁহাদিগের রমণীগণ দেবী শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন,—

"স্ত্রীষু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ কথ্যতে" ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, তখন বঙ্গীয় কায়স্থক্ষত্রিয়গণ দেববর্ম্মা শব্দ ব্যবহার করিবেন না কেন? আমাদের অধিকার যাহা, এই পরিবর্ত্তন যুগে ত্যাগ করিলে তাহা ত আর পাইব না। বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকটী যাহা শাস্ত্রী মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও আমাদের পক্ষে একটী পাকা দলিল। শ্লোকটী এই—

ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদি সংযুতম্॥
বিষ্ণুপুরাণ ৩।১০।৮।

অর্থাৎ—অনন্তর জাতকের দশম দিনে পিতা দেবশর্ম্মা দেববর্ম্মা ইত্যাদি সংযুক্ত পুরুষত্ববোধক নাম রাখিবেন। তাহার পর পঞ্চমাধ্যায়ে শাস্ত্রী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—সূত্রগ্রহণে কোন সার্থকতা আছে কি? প্রশ্নোত্তরে নিজেই বলিতেছেন "সম্ভবতঃ নহে" তবে তাঁহার মতে উপনয়নগ্রহণের সার্থকতা নাই, কিন্তু আমাদের বোধ হয়, উহা প্রতিপক্ষদিগের মত তাহাই তিনি প্রকৃষ্টভাবে খণ্ডন করিতেছেন, কেন না তিনি এই অধ্যায়ে মীমাংসা করিয়াছেন যে উপনয়নগ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থগণ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় ও শূদ্রধর্ম্মী। ব্রাত্যতা বর্ণাশ্রম সমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয় তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কৌরব সমরে যদুবংশীয় শ্রীকৃষ্ণের, সারথি সাত্যকিকে ভুরিশ্রবার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে অর্জ্জুন ভুরিশ্রবার বাহুদ্বয় ছেদন করিলে, ভুরিশ্রবা অর্জ্জুনকে এই বলিয়া তিরস্কার করেন—

ব্রাত্যাঃ সংশ্লিষ্ট কর্ম্মাণঃ প্রকৃত্যৈবচ গর্হিতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কথং পার্থ! প্রমাণং ভবতাকৃতাঃ॥
মহাভারত ৭।১৪১।১৫।

অর্থাৎ— হে অর্জ্জুন! তুমি কি অন্য এবম্প্রকার ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে? ব্রাত্য-বৃষ্ণি ও অন্ধকের সংশ্রবেই তুমি ইহা করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন ভুরিশ্রবার বাহু ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি উক্ত বংশের ব্রাত্যতা সম্বন্ধে তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার অনেক পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উপনীত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় হরিবংশের যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে সান্দীপনি মুনিকর্ত্তৃক তাঁহারা উপনীত হন দেখা যায় কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সান্দীপনি শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মারপুত্র মহামুনি গর্গ তাঁহাদিগকে গায়ত্রব্রত প্রদানকরেন।

ততশ্চ লব্ধসংস্কারৌ দ্বিজত্বং প্রাপ্য সুব্রতৌ।
গর্গাদ্‌যদুকুলাচার্য্যাদ্ গায়ত্রং ব্রতমাস্থিতৌ॥২৯
শ্রীভাগবতে ১০।৪৫।২৯

এই স্থলে একটী কথা প্রতিভার পাঠকগণকে না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। মহামুনি গর্গ বিনাপত্তিতেই ব্রাত্যদিগকে গায়ত্রী প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক ব্রাহ্মণসমাজ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কায়স্থগণের সহিত কি প্রকার ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেছেন, তাহা সকলেই জানেন। হায়রে! সেকাল ও একাল। কালনেমীর ঘোর আবর্ত্তনে বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজ এতদূর অধঃপতিত হইয়াছেন যে এইক্ষণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। উপনয়ন অগ্রে ব্রহ্মচর্য্যব্রত। এই ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়া কায়স্থের ধর্ম্মকর্ম্ম যেন শশবিষানে পরিণত

হইয়াছে। আশা করিয়াছিলাম কায়স্থ-সমাজে উপনয়নদ্বারা ব্রহ্মচর্য্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বলিষ্ঠ ও ব্রহ্ম-তেজ সম্পন্ন হইবেন। কিন্তু আজ দীর্ঘকাল ব্যাপী আন্দোলনেও কায়স্থ জাগিল না, শূদ্রত্বের ঘুম ঘোরে আজিও নিমজ্জিত। শাস্ত্রী মহাশয় উপনয়নের আবশ্যকতা সুন্দর-রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি এই জন্য ধন্যবদার্হ সন্দেহ নাই। শাস্ত্রী মহোদয় বলিতেছেন যে অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে।

"ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপঘ্নত" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যরূপ ব্রতদ্বারা দেবতাগণ মৃত্যুকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। পতঞ্জলি ও যোগ-শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে—ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্য-লাভঃ, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের কথা আলোচনা করিতে করিতে শাস্ত্রী মহাশয় অপ্রাসাঙ্গিক ভাবে নিরাকার ও সাকার ব্রহ্মের কথা উত্থাপন করিয়া ফেলিলেন। তিনি অথর্ব্ব বেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ। অর্থাৎ যাঁহার নাম মহৎ যশঃসম্পন্ন তাঁহার প্রতিমা নাই। একথা সত্য, নিরাকার ব্রহ্মের রূপ নাই, প্রতিমা কি প্রকারে হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "ব্রহ্ম নামেই পর্য্যবসিত, তাঁহার নামেই আমরা মুক্ত হইব। ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই তাঁহার নাম আছে, যাহা নাই তাঁহার নাম কি কখনও হইয়াছে।" অশ্ব-ডিম্ব. আকাশকুসুম, শশবিষাণ ইহাদের অস্তিত্ব নাই কিন্তু নাম আছে। তিনি আরও বলিলেন ঈশ্বরের যখন নাম আছে তখন রূপও আছে কিন্তু সেইরূপ অনন্ত ও অসীম। ফলতঃ অসীম অনন্তরূপ আমাদের অন্তরস্থ সসীম ধারণার অতীত। কিন্তু সসীম ব্রহ্ম যিনি ধ্যান ধারণার অধিগম্য আমাদের মধ্যেই আছেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের এত ভুল হইল কেমন করিয়া আমরা শ্রীভাগবতে পাঠ করি—

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা
ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি।
সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্॥

১০।২।২৯

অর্থাৎ জ্ঞানাতীত পরব্রহ্ম চরাচর লোক-দিগের মঙ্গলার্থ সাধুদিগের পরিত্রাণ ও খল-দিগের বিনাশ করিতে বারংবার রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। এবার এই পর্য্যন্ত, আশা করি আগামী বারে এই সুদীর্ঘ আলোচনা শেষ করিব।

৩। কায়স্থপত্রিকা ১৩১৮ মাঘ মাস। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী মহোদয়ের লিখিত "কায়স্থ ভ্রাতাদিগের ইদানীন্তন কর্ত্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। 'ভ্রাতা' শব্দ ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় যে কায়স্থ তাহা প্রকাশ করিয়া-ছেন। কিন্তু তাঁহার বংশগত উপাধি লুপ্ত কেন? আমাদের কর্ত্তব্য সকল বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন আলোক, অন্ধকার যেন আমা-দিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় ব্রাত্য কায়স্থ ও শূদ্রধর্ম্মী নচেৎ দেববর্ম্মা তাঁহার নামের সহিত যুক্ত থাকিত। কেবল ব্রাত্য হইলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু বোধ হয় শূদ্রধর্ম্মী। ব্রাত্যতা অপেক্ষায় শূদ্রাচার অধিক নিন্দনীয়। শূদ্রের ন্যায় অশৌচ পালন দাস দাসী শব্দ ব্যবহার বিবাহে অগ্নিস্থাপন শিলারোহণ ইত্যাদি পরিত্যাগ

ইত্যাদি শূদ্রাচার নামে সমাজে আখ্যাত হইয়াথাকে। শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা জন্য যিনি শাস্ত্রী উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়াছেন, তিনি যে কেমন করিয়া শাস্ত্র অমান্য করতঃ কামচারীভাবে অবস্থান করিতেছেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি নসুখং ন পরাং গতিম্॥
২৩। ১৬ অঃ।

অর্থাৎ—যিনি শাস্ত্রবিধি অমান্য করিয়া কামাচারীভাবে অবস্থান করেন, ইহ কি পরকালে তাঁহার সুখ কি মুক্তি হইতে পারে না। এইক্ষণ তাঁহার প্রবন্ধের কথা আলোচনা করিতেছি। তিনি কার্য্যের সহিত কারণের বিষম গোলযোগ উপস্থিত করিয়া কায়স্থসমাজকে উপনয়ন হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার প্রবন্ধটী আনুপূর্ব্বী পাঠ করিলে পাঠকের মনে ধারণা হয় যে, শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থসমাজকে উপদেশ দিতেছেন যে আগে ক্ষত্রিয় হও, তোমার ক্ষত্রিয়ত্ব সমাজের নিকট সপ্রমাণ কর তাহার পর যজ্ঞোপবীত গ্রহণ কর। তিনি বলিতেছেন,—"ছিলাম আমি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়, কিন্তু একালে ক্ষত্রিয় বলিয়া একেবারে অপরিচিত। এখন কি করা উচিত?" এই ন্যায়সঙ্গত প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, মনুর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া "গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞঃ" কায়স্থমাণবক একাদশবর্ষে যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়া গুরুগৃহে গমন করতঃ পঞ্চবিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া সকল বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন। তৎকালে তাঁহার নিকট ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পরিচয় শাস্ত্রীমহাশয় আশা করিতে পারেন। দীক্ষা (উপনয়ন) ও শিক্ষারবলে ক্ষত্রিয়ত্ব হইবেক, তাহার পূর্ব্বে হইবে কেমন করিয়া? যে মহাপুরুষদিগের কথা তিনি উল্লেখ করিতেছেন তাঁহারা কে? তাঁহারা উপনয়ন দিবার আগেই কায়স্থের নিকট নিঃস্বার্থভাবে ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মানুষ্ঠানের আশা করেন। ইহা কি সম্ভব? শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের সারকথা এই যে, কায়স্থ প্রথমে ক্ষত্রিয় হও, তাহার পর তাঁহার উপনয়নের ব্যবস্থা হইবেক। অর্থাৎ প্রথমে সকল বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইবেক। এই প্রকার অন্যায় কর্ত্তব্য অবধারণে আমাদের আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিফল হইতে পারে, মনে করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটীর বিষয় আমরা সমালোচনা করিলাম। আশা করি, তাঁহার কথায় কায়স্থসমাজ ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় বিপথে গমন করিবেন না।

সম্পাদকস্য।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। আত্মবিবরণ। ১৩১৮ সনের আর্য্যকায়স্থ প্রতিভার চাঁদা একসহস্র টাকার অধিক বাকী পড়িয়াছে। আমাদের মাসিক ব্যয় প্রায় ৮৫৲ টাকা। সংবাদপত্রের চাঁদা অগ্রিম দেয়, নচেৎ কি প্রকারে ব্যয়-ভার বহন করা যাইতে পারে। বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

আমরা নিতান্ত অর্থক্লিষ্ট। একটিও ভিঃ পিঃ অদ্যাপি করি নাই। আশা করি গ্রাহকগণ মাঘ মাস মধ্যেই তাঁহাদের দেয় পাঠাইয়া কৃতার্থ করিবেন। যে টাকা বাকী থাকিবে, তজ্জন্য ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের প্রতিভা ভিঃ পিঃ করিতে বাধ্য হইব। গ্রাহকগণ অপরাধ লইবেন না। আশা করি কেহই ভিঃ পিঃ ফেরত দিবেন না।

২। বঙ্গের প্রিয়তম জননেতা মাননীয় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের কর্তৃত্বে এই বৎসর ফরিদপুরের কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনী ও মেলা বিগত ১৫ই মাঘ সোমবারে শ্রীযুক্ত জজ সাহেব বাহাদুর দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই বৎসর প্রদর্শনী ও মেলার কার্য্য যে অতিশয় সুন্দররূপে পরিচালিত হইবে তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ নাই।

৩। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা। আগামী ২৩শে চৈত্র শুক্রবার হইতে দিবসদ্বয় রঙ্গপুরে কায়স্থসভার একাদশ সাম্বাৎসরিক অধিবেশন হইবেক। কায়স্থসমাজ হিতৈষী রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ও রঙ্গপুর কায়স্থসভার উদ্যোগে এই বিরাট কায়স্থসম্মিলন সংসাধিত হইবেক। রাজদর্শন ও সম্রাটের আশান্বিত বাক্যশ্রবণ ও বঙ্গমিলনের শুভযোগে এই বর্ষের কায়স্থাধিবেশন যে বিরাট ব্যাপার হইবে, তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই। আশা করি বঙ্গীয় চারি শ্রেণীর কায়স্থগণ ও বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ সভায় যোগদান করিয়া কায়স্থজাতির উন্নতি বিধান করিবেন।

বঙ্গীয় কায়স্থসভার সভাপতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয় এবং সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত আবেদন আমরা আনন্দের সহিত পত্রস্থ করিলাম। ফরিদপুর জেলান্তর্গত উপনীত কায়স্থের নিকট পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন আচার্য্য মহাশয় সুপরিচিত। তিনি দায়গ্রস্ত হইয়া আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ফরিদপুরের প্রায় শতাধিক উপনীত কায়স্থকে তিনি ব্রহ্মগায়ত্রী ও উপনীত প্রদান করিয়াছেন। আশা করি এই সকল কায়স্থ মহাত্মাগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রেরণ করিবেন। প্রত্যেকে ১৲ টাকা করিয়া দিলেও তিনি শতাধিক মুদ্রা পাইতে পারেন। ঠিকানা—৪।১ নবকুমার রাহার গলি শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

আবেদন।

স্বর্গীয় পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় কায়স্থসমাজের পরম হিতৈষী, কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে ইনি প্রথম হইতেই পক্ষপাতী এজন্য তিনি বিরুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণসমাজ দ্বারা বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়াছেন। কেবল উৎপীড়ন নহে, আর্থিক ক্ষতিও ইহার যথেষ্ট হইয়াছে। তিনি এজন্য এবং অন্যান্য কারণে এতদায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, দেনার দায়ে ইহার বাসভবন (স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন) বিক্রীত হইতে চলিয়াছে। ইহার দেনার পরিমাণ ১২০০৲ বারশত টাকা।

এই দায়গ্রস্ত কায়স্থহিতৈষী ব্রাহ্মণকে দায়মুক্ত করা প্রত্যেক সমাজহিতৈষী এবং স্বজাতী বৎসল কায়স্থসন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য।

৫। শোকসংবাদ। বিগত ২৮শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবারে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ পূজ্যপাদ উকীল প্রসন্নকুমার সান্যাল মহাশয় ফরিদপুরের সমগ্র অধিবাসীবৃন্দকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছেন।

তিনি অত্রত্য জজ আদালতের একজন প্রবীণ ও প্রধান উকীল ছিলেন। সাধারণ জনসমাজের উপকারার্থে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। অত্রস্থ মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ের পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল সম্পাদকের কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া দীন দরিদ্র বালকের কত উপকার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম। অতিশয় হীনাবস্থা হইতে উক্ত বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সমৃদ্ধিসম্পন্ন অবস্থা তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি চিরকাল সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ফরিদপুরের লোন-আফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কার্য্য তিনি অতিশয় দক্ষতাসহকারে সম্পাদন করিয়াছেন। অত্রস্থ উকীল মহাত্মাগণের পুস্তকাগারের সভাপতিত্ব তিনি বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়সহকারে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এক জন উদার চরিত্র স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার মুক্তাত্মা নিজ কর্ম্মফলে এইক্ষণ স্বর্গের অনুত্তম দেশে মহাসুখে বিচরণ করিতেছে। শ্রীভগবান্‌সমীপে আমাদের প্রার্থনা যে তিনি যেন তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণকে তদীয় অভাবজনিত দুর্ব্বিসহ যাতনা সহ্য করিতে সামর্থ্য প্রদান করেন। ওঁ শান্তি ওঁ।

৬। কানপুর হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর তত্রস্থ কায়স্থসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন "আমাদের বর্ণাধিকার মতে দ্বাদশ দিনে অশৌচবিধি পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়াছে। সম্প্রতি বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ দিবসে ক্ষত্রিয়াচার মতে একটী শ্রাদ্ধ প্রয়াগে সম্পন্ন হইয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ীয় বসুবংশীয় কায়স্থ যিনি আন্দুলের রাজপরিবারের আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেন তিনিই এই শ্রাদ্ধটী সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তদনন্তর ৬ই অগ্রহায়ণ তিনি আরও কয়েকজন কায়স্থ প্রয়াগে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ পুরোহিত শ্রীযুক্ত মুন্সী লালা সালিগ্‌রাম কর্ত্তৃক যথাবিধি উপবীতী হইয়াছিলেন। এই উপবীতী কায়স্থ মহাত্মাগণের নাম ও ধাম নিম্নে দিলাম।

১। শ্রীগোঁসাইদাস সেন সাং জগদ্দল। ২। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু সাং খড়দহ। ৩। শ্রীগোপেন্দ্রনাথ বসু নৃপেন্দ্র বাবুর মধ্যম ভ্রাতা। ৪। শ্রীপুলিনেন্দ্রনাথ বসু তৃতীয় ভ্রাতা। ৫। শ্রীনলিনেন্দ্রনাথ বসু ৪র্থ ভ্রাতা ৬। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু ৫ম ভ্রাতা।

ইহারা বর্ত্তমানে এলাহাবাদেই বাস করিতেছেন। আপাততঃ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের মন্দিরের সংস্কারকার্য্য চলিতেছে। কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিন্দাপ্রসাদ মুন্সী তাঁহার ঠিকানা Govt Pensioner Badshahi Mandi' Allahabad তাঁহার নিকট চাঁদা পাঠাইলে মন্দিরের সংস্কারকার্য্য সমাধা হইতে পারে। আপনি বঙ্গীয় কায়স্থগণকে একটু বিশেষভাবে অনুরোধ করিবেন।"

৭। গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিভার ৩৫২ পৃষ্ঠায় "শ্যাম ও শ্যামা" প্রবন্ধের পাদমন্তব্যে আমরা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন বিশারদ মহাশয়ের মীমাংসা সমীচীন মনে করি নাই, আমরা বলি পুরাণকার আদিদেবকে "শ্যামং কমল লোচন" বলিয়াই "পূর্ণচন্দ্র নিভাননম্‌" বলিয়াছেন। আদিদেবের দেহ কৃষ্ণবর্ণ ও মুখখানি স্ফুট গৌরবর্ণ হইবে কি প্রকারে ইত্যাদি। তদুত্তরে বিশারদ মহাশয় নিম্নলিখিত মন্তব্যের অবতারণা করিয়াছেন—

"মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবান্‌ চিত্তগুপ্তকে "পূর্ণচন্দ্রনিভাননং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাই বলিয়াই যে তিনি শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন না একথা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। বলা বাহুল্য পূর্ণচন্দ্রনিভানন বলিলে, বদনমণ্ডল যে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তাহা বুঝায় না। ফলতঃ "কমলাস্য" বলিলে, যেমন পদ্মের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বা তৎবর্ণ বিশিষ্ট না বুঝাইয়া কেবল পদ্মের ন্যায় কমণীয় বদনমাত্রেই বুঝায়; এখানেও সেই রূপ বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা "ফুল্লেন্দীবরকান্তি" ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক মহোদয়গণ দেখুন ভগবান্‌ ইন্দ্রনীল মণি সমুজ্জ্বল্‌ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কবি তাহাকে "ইন্দু-

বদন” বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,—

“ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনংবর্হাবতংসংপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘা বৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষংভজে॥”
(তন্ত্রসারঃ)

অপিচ—“গোবিন্দলীলামৃতেও লিখিতআছে,—
নবাম্বুদশসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্র মুরলী মুখঃ শরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদল ভূষিতঃ সুভগ তারহার প্রভঃ
সমে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্র স্পৃহাম্॥
(শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রি ধৃত পদ্য)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও বর্ণিত আছে
বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কিকারণ।
মধ্যখণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ।”

শ্রীযুক্ত বিশারদ মহাশয়ের মতে আমাদের আদিদেব কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, কারণ পুরাণকার তাঁহাকে শ্যামং কমললোচন বলিয়াছেন তাহার মতে পুংলিঙ্গে শ্যাম শব্দে কৃষ্ণবর্ণ, এবং স্ত্রীলিঙ্গে শ্যামা শব্দে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। আমরা এই মত সমীচীন বলিয়া মনে করি নাই। আমাদের মত এই যে,—শ্যাম শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে বা পুংলিঙ্গে সংস্কৃত কবিগণ দ্ব্যর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ কোনও স্থানে কৃষ্ণবর্ণ, আর কোনও স্থানে তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ বলিয়াছেন। বিগত জ্যৈষ্ঠ প্রতিভার ৯২ পৃষ্ঠায় আমরা সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। উক্ত মতটী পুনর্ব্বার পাঠকগণের স্মরণার্থে উপস্থিত করিতেছি,—(কপালকুণ্ডলার ২০ পরিচ্ছেদে ১৭৫ পৃষ্ঠায় মতিবিবির রূপ বর্ণনকালে)—“ইনি শ্যামবর্ণা। শ্যামা বা শ্যামসুন্দর যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে, তপ্তকাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম” তবে দেখা যাইতেছে সম্রাট্ মহোদয় শ্যাম শব্দার্থে কৃষ্ণবর্ণ ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণ উভয়তঃ অর্থ হয় তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছেন। আমরা লিখিয়াছি যে আমাদের আদিদেবের যে বর্ণনা পুরাণকার দিয়াছেন তাহার উদার অর্থ করিলে তিনি যে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবকে গৌরবর্ণ চিত্রিত করিয়াছেন তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ থাকে না। ফলতঃ আদিদেব ভারতের কোনও স্থানেই কৃষ্ণবর্ণ নহে, তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রয়াগে ও অযোধ্যায় আছে তাহা উজ্জ্বল রক্তবর্ণে রঞ্জিত। বিশারদ মহাশয় আদিদেবকে কৃষ্ণবর্ণ করিতে চান কেন? ইহা প্রত্যক্ষ ও শাব্দ প্রমাণের বিরুদ্ধ। বিশারদ মহাশয়ের যে মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে পূর্ণচন্দ্রের কোন কথা নাই। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কি শ্যামা মা কাহাকেও মনীষিগণ পূর্ণচন্দ্রবদন বলিয়া কীর্ত্তন করেন নাই। শ্রীভগবানের যে ধ্যান তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ফুল্ল ইন্দিবরকান্তি ও ইন্দুবদন ২টী বিশেষণ আছে। কান্তি শব্দে কমনীয়তা বুঝায় সত্য ও ইন্দুবদন শব্দ চন্দ্রের ন্যায় রমণীয় বুঝায়, গৌরবর্ণ বুঝায় না। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে কালাচাঁদ বলিয়া থাকি, তিনি চাঁদ বটে কিন্তু কালবর্ণের চাঁদ। অপি চ গোবিন্দলীলামৃতের যে শ্লোকটী বিশারদ মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে “শরদমন্দ চন্দ্রানন” অর্থাৎ শরৎকালের মৃদু চন্দ্রের ন্যায় বদন। চন্দ্রের ষোলটী কলা আছে, চন্দ্রবদন বলিলে গৌরবর্ণ হইতে পারে না, কারণ দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ার চন্দ্র রমণীয় হইলেও উজ্জ্বল নহে। ১৬টী কলার পূর্ণতায় যৎকালে পূর্ণচন্দ্র দীপ্তি বিকাশ করেন, তখন তাহার ঔজ্জ্বল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণের রূপক তাহার কোনও সন্দেহ নাই। ফলতঃ অনেক দিন হইতে শ্যাম শব্দের অর্থ লইয়া প্রতিভায় তর্কযুদ্ধ চলিতেছে। আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল তাহা আমরা প্রাণভরিয়া বলিয়াছি, অতঃপর এই বিষয়ে আর তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। পাঠক মহাশয় যেমত সমীচীন মনে করেন তাহাই অবলম্বন করিবেন।

সম্পাদক।

প্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তি-স্বীকার।

১৯৮।	শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত দেববর্ম্মা, বহুবাজার কলিকাতা	১৩১৭।১৮	৩৲
২০০।	„ গোপালচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা, মহাদেবপুর রাজসাহী	১৩১৭	১॥৹
২০১।	„ গোপালচন্দ্র ঘোষ, সরিপাবাদ, ফরিদপুর	ঐ	১॥৹
২০২।	„ গুরুদয়াল সরকার হাটকোড়া, পাবনা ...	ঐ	১॥৹
২০৩।	„ গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর ...	ঐ	১॥৹
২০৪।	„ গঙ্গাচরণ রায়, ডোমসার, ফরিদপুর ...	ঐ	১॥৹
২০৬।	„ গোপালচন্দ্র দেব সরকার	ঐ	১॥৹
২০৭।	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ অধিকারী, ডালগোমা, গৌহাটী	ঐ	১॥৹
২০৮।	„ গিরীশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী, নলতা, ফরিদপুর,	ঐ	১॥৹
২০৯।	„ কালীপ্রসন্ন নন্দী, গোয়ালপাড়া, আসাম ...	ঐ	১॥৹
২১২।	„ গিরীশচন্দ্র দত্ত, নেত্রকোণা মাইমনসিংহ	১৩১৭।১৮	৩৲
২১৩।	„ গয়ানাথ ঘোষ দেববর্ম্মা ...	১৩১৭	১॥৹
২১৫।	„ গোপালচন্দ্র বড়ুয়া, দীঘলীপুখরিয়া গৌহাটী ...	ঐ	১॥৹
২১৬।	„ গঙ্গানাথ রায় চৌধুরী, রায়পাড়া কামরূপ ...	ঐ	১॥৹
২১৮।	„ গোপালচন্দ্র দেব, গাইবান্ধা রঙ্গপুর ...	ঐ	১॥৹
২১৯।	„ গঙ্গাচরণ কর, বি-এ, বি-এল ভাঙ্গা ফরিদপুর	ঐ	১॥৹
২২৩।	„ গদাধর দত্ত, বাহ্মণকান্দা ফরিদপুর ...	ঐ	১॥৹
২২৪।	„ গোপালচন্দ্র দাষ দেববর্ম্মা, মাহীগঞ্জ রঙ্গপুর ...	১৩১৮	১॥৹
২২৬।	গোপালচন্দ্র ঘোষ, মঙ্গলদই দরঙ্গ ...	ঐ	১॥৹

Reg. No. D. 69.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচন।
[চতুর্থ বর্ষ—১১শ সংখ্যা।]
১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,
কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	শিক্ষাষ্টকং (পূর্ব্বানুবৃত্তি ৬, শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী)	৪৮৫
২।	কবিতাগুচ্ছ—(১) শ্রীপঞ্চমী (শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা ঘোষ)	৪৮৭
	(২) উদারতা (শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী)	৪৮৮
	(৩) পাপিয়া (শ্রীমতী সুহাসিনী সরকার)	৪৮৮
	(৪) সুরে সঙ্গায় (শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা) ...	৪৮৯
	(৫) ত্রিরত্ন (শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ জ্যোতিঃশেখর)	৪৯০
৩।	আত্মপূজা (শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, জ্যোতিঃশেখর) ...	৪৯১
৪।	নামকরণ (শ্রীমধুসূদন রায় বিশারদ)	৪৯৩
৫।	শিক্ষা গল্প (পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার দেববর্ম্মা) ...	৪৯৫
৬।	বরিশালে কায়স্থসভা (শ্রীচন্দ্রকুমার রায়)	৫০২
৭।	স্বপ্নদর্শন, মুক্তিবিষয়ক (শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ জ্যোতিঃশেখর)	৫০৮
৮।	কায়স্থকিঙ্কর সেন (শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা)	৫১৩
৯।	নিবেদন (শ্রীসত্যবন্ধু দাস)	৫১৬
১০।	আদর্শ বিবাহপ্রথা (শ্রীযতীন্দ্রকুমার গুহ ঠাকুরতা)	৫২০
১১।	কিসে কায়স্থসমাজ উন্নত হইবে ? (শ্রীবিপিনচন্দ্র দেব)	৫২২
১২।	সমালোচনা (সম্পাদক)	৫২৪
১৩।	বিবিধপ্রসঙ্গ (সম্পাদক)	৫২৬

প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৵০ আনা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷০ টাকা মাত্র]

ফরিদপুর

হিতৈষী প্রেসে

শ্রীজানকীনাথ দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৮।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নম।

আর্য্য--কায়স্থপ্রতিভা।

ফাল্গুন মাস, ১৩১৮।

শিক্ষাষ্টকং।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৬)।

এক্ষণ আমার যে মনের অভিলাষ তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন—যদিও আমি নিত্যদাস ও আমার বেতনাদি না থাকিলেও ভরণপোষণার্থ যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহা এইরূপেই পাইবার প্রার্থনা—

নয়নং গলদশ্রু ধারয়া বদনং গদ্‌গদ রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে
ভবিষ্যতি ॥৬॥

তোমার নাম করিতে করিতে নয়ন গলদশ্রু ধারায় পরিব্যাপ্ত হইবে, গদ্‌গদ বাক্যে কণ্ঠ অবরোধ হইবে। সর্ব্বদেহব্যাপিলোমকূপ-সকল পুলকান্বিত হইবে ও উচ্চৈঃস্বরে হে হরে! হে কৃষ্ণ! "রক্ষ মাং" "রক্ষ মাং" বলিয়া কীর্ত্তন করিব।

শ্রীকৃষ্ণের নামে যে হৃদয়দ্রব না হয় উহা পাষাণসদৃশ যথা—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদগৃহ্যমাণৈ র্হরিনাম ধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষুহর্ষঃ ॥

শ্রীভাগবতে ২। ৩। ২৪॥

হরিনাম গ্রহণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না হয় উহা প্রস্তরতুল্য কঠিন; চিত্তবিকার হইলে নেত্রে জল ও লোমে হর্ষ উদ্‌গম হইয়া থাকে।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতিগায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ ॥

শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্দে ২ অধ্যায়ে ৪০।

কবি যোগেন্দ্র জনকমহারাজাকে কহিয়াছিলেন যে, এই প্রকার ভক্ত্যঙ্গযাজী পুরুষ স্বীয় প্রিয়তম হরির নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে

প্রেম উৎপন্ন হওয়া বশতঃ শ্লথহৃদয় হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিবশ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে (তুমি ভক্ত পরাজিত বলিয়া) কখন হাস্য, (আমি এতকাল তোমাকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছি বলিয়া) কখন রোদন, (অতি উৎসুক্য বশতঃ) কখন আক্রোশ, (অতি হর্ষে) কখন গান, (আমি তোমাকে জয় করিয়াছি বলিয়া) কখন নৃত্য করিয়া থাকেন। এই প্রার্থনায় সাধকের শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমরূপ পঞ্চম পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে—

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণ মাধুর্য্য রস করায় আস্বাদন ॥
শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ৭ পরিচ্ছেদে।

এক্ষণ সাধকের সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্যনন্তর তদ্ভাব ভাবিতাত্মা অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাবে আত্মমন বিভাবিত করিয়া কৃষ্ণ বিরহে অবিসহ্য যাতনায় বলিতেছেন—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে ॥৭॥

হে গোবিন্দ! আমি কি প্রকারে তোমার বিরহে কাল যাপন করিতেছি, তুমি তাহা অনুভব করিতে পারিতেছ না। যদি পারিতে তাহা হইলে আমাকে দর্শন না দিয়া থাকিতে পারিতে না। আমি নিমেষকালকে যুগ জ্ঞান করিতেছি। প্রিয় ব্যক্তির অদর্শনে ক্রুটি পরিমিতকালও যুগ বলিয়া জ্ঞান হয় যথা—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তেত্বাম পশ্যতাম।
কুটিল কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চতে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষকৃদ্দৃশাম্ ॥
শ্রীদশমে ৩১। ১৫।

গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন যে, তুমি যে দিবাভাগে কাননে ভ্রমণ কর সে সময়ে তোমার বক্র কুন্তল ও মনোহর মুখদর্শন না করিয়া নিমেষকালও যুগবৎ বলিয়া অনুমান হয় এবং দিনান্তে যখন তুমি কানন হইতে প্রত্যাগত হও তখন তোমার সুন্দর মুখ অবলোকন করিয়া নিমেষমাত্র ব্যবধানেও অসহ্য হওয়াতে দর্শনকারী নেত্রের পক্ষকারী ব্রহ্মাকে মূর্খ বলিয়া মনে হয়। কেহ যদি বলেন যে এক্ষণই কৃষ্ণ পাইবে চিন্তা কি? এই বাক্যেই আশা হইল যে মুহূর্ত্ত মধ্যেই কৃষ্ণ দর্শন পাইবে; কিন্তু এই মুহূর্ত্তকাল যদি কৃষ্ণবিয়োগে জীবন থাকে তাহা হইলেই ত প্রাপ্ত হইতে পারিব? এরূপ ধারণা কেন হয় না? কারণ কৃষ্ণবিয়োগ জন্য যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা মৃত্যু যন্ত্রণা হইতেও গুরুতর। এই গুরুতর যন্ত্রণায় মৃত্যু না হইয়া জীবীত থাকিব এরূপ আশা করি না।

অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ পরাণ ছাড়য় ॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণলাগি পতি আগে ছাড়িল পরাণ ॥
শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ১২ পরিচ্ছেদে ১৯ ॥

তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্ম্মানুবন্ধনম্ ॥
শ্রীদশমে ২৩। ৩৪ ॥

তন্মধ্যে একটী যাজ্ঞিক পত্নী তাঁহার পতি কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণেররূপ যে রূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া কর্ম্মানুবন্ধন দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে যে অনুরাগের কথা কথিত হইয়াছে তাহার লক্ষণ যথা—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নব নবং প্রিয়ম্।
রাগোহভবন্নব নবঃ সোহনুরাগই তীর্য্যতে॥
উজ্জ্বল নীলমনৌ স্থায়ি ভাবপ্রকরণে।

যে রাগ সর্ব্বদা নূতন নূতন হইয়া অনুভূত হয় এবং প্রিয় ব্যক্তিকে সর্ব্বদা নব নব বোধ করায় তাহা অনুরাগ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ॥
উত্তর রামচরিতে ২য় অঙ্কে।

যিনি যাঁহার প্রিয় ব্যক্তি, তিনি তাঁহার পক্ষে কি এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু। যন্ত্রণার প্রাবল্যে ত্রুটি মাত্র কালও স্বাস্থ্যলাভ করিতে না পারিয়া যুগবৎ বোধ করি। আবার হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শন যন্ত্রণায় রোদন করিতে করিতে যে অশ্রু বর্ষণ হয় সেই বর্ষণ-দর্শনে, বর্ষা বর্ষণ হইতেছে ইহাই অনুমিত হয়। এই বাক্যদ্বারা বর্ষাকাল আগমন করিলে বৃষ্টি-জলের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হওয়ায় গমনাগমনের ব্যাঘাত ঘটে তজ্জন্য জীবন ও মৃত্যুযন্ত্রণা প্রাপ্ত হইলেও মৃত্যু হইতে পারে না। দেহ ত্যাগ করিয়াও যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারিব এ আশাও দুরাশা হইয়া উঠে।

অধিক আর কি বলিব? হে গোবিন্দ! তোমাকে দর্শন করিতে না পাইয়া জগৎ সংসারই শূন্য দর্শন করি অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব দেখিতে পাই না, মনে হয় প্রলয় ঘটিয়াছে। প্রলয়কালে যেমন অন্যের সহিত অন্যের দর্শন হইতে পারে না সেইরূপ তোমার সহিতও আমার সাক্ষাৎলাভের সম্ভাবনা দর্শন করিব না। "শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং" এই বাক্যদ্বারা ইহাই প্রতীতি হইল। আর কখনও যে কৃষ্ণ দর্শন পাইব তাহারও আশা হৃদয়ে উদয় না হওয়ায় উভয় দিকেই ক্লেশ প্রাপ্ত হই, অর্থাৎ জীবনেও পাইবার সম্ভানা নাই ও মৃত্যুর পরও পাইবার সম্ভাবনা নাই এরূপ দেখিয়াও তুমি যে নিশ্চিন্তভাবে রহিয়াছ তাহাতে তোমার কোন দোষ নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কবিতাগুচ্ছ।

শ্রীপঞ্চমী। ১।

স্বাগত হে বীণাপাণি! শ্বেত পদ্মাসনে।
প্রফুল্লিত বঙ্গ আজি, তব আগমনে॥
ধবল বরণী মাতা, আসিলেন আজি।
এস বোন্ ভক্তিভরে, শ্রীচরণ পূজি॥
উদ্যান হইতে পুষ্প করিয়া চয়ন।
ফুলমালা গাথিয়াছি, করিয়া যতন।
ক্ষুদ্র বনফুল হার, দিব রাঙ্গা পায়।
দুঃখিনী তনয়া আর, পাইবে কি হায়।

দরিদ্র সন্তান কোথা, পা'বে মুক্তা হার।
তাই দিব বনফুল, চরণে তোমার॥
অঞ্জলি করিব দান, ওই শ্রীচরণে।
দেও বিদ্যা বিদ্যাগতি! বিদ্যাহীনা জনে॥
আয় আয় বোন্ সবে, হ'য়ে এক প্রাণ।
বর দেও শ্রীবরদে! জ্ঞানের সন্ধান॥
ধোয়াইব শ্রীচরণ, অশ্রুজল দিয়া।
হয় যদি তবে মার, হৃদয়েতে দয়া॥
মুছাইব কেশপাশে, রাতুল চরণ।
জ্ঞানালোকে আলো কর, বঙ্গ-কন্যাগণ॥
করুণ নয়নে চাহ, কন্যাগণ প্রতি।
ভুলনা ভুলনা মাতঃ! তনয়ার মতি॥
বহুদিন পরে দেবি! লেখনী লইয়া।
বঙ্গ বিদ্যার্থিনিগণ, উঠিছে জাগিয়া॥
পুত্রগণে দয়া করে, রাখ রাঙ্গা পায়ে।
দুঃখিনী বলিয়া বালা, দেখ না চাহিয়ে॥
যেমন বালকগণ, পূজে শ্রীচরণ।
আমরাও সেইভাবে, ধরিব চরণ॥
দময়ন্তী লীলাবতী, আদি নারীগণ।
যাঁহাদের কীর্ত্তি গাথা গাইছে ভুবন॥
সেই বিদ্যা পতিব্রতা, মোদের আদর্শ।
তাই ভিক্ষা করি তব, করুণার স্পর্শ॥
প্রার্থনা তোমার ওই, চরণ-কমলে।
সবল হৃদয়ে জ্ঞান, দেও মা নির্ম্মলে॥

শ্রীনির্ম্মলাবালা ঘোষ।

উদারতা। ২।

স্বকীয় পৌরুষ-বলে যশস্বী যে হয়,
প্রতিভা তাহার সদা সমুজ্জ্বল রয়।
হইলে আপদ-গ্রস্ত অদৃষ্ট-বিপাকে,
উদারতা তবু তার পূর্ব্ববৎ থাকে।
হীনাবস্থা প্রাপ্তিতেও সেই সদাশয়,
হীন কর্ম্মে প্রাণান্তেও লিপ্ত নাহি হয়।
মৃগরাজ করি যূথে পরাভব করে,
ক্ষুধার্ত্ত হ'লেও হীন মূষকে না ধরে।

শ্রীজ্যোৎস্নাময়ী দেবী।

পাপিয়া। ৩।

চোখ গেল বলে পাখী ডাকিছ কাহারে,
শুনিতে বাসনা তাই বল গো আমারে।
কেঁদে কেঁদে বুঝি হায় হারায়েছ আঁখি,
চোখ গেল বলে তাই কাঁদ তুমি পাখী।
কাহার বিরহে তব ব্যথিত বেদন,
করুণ স্বরেতে তাই করিছ ক্রন্দন।
অথবা হও গো তুমি সাধক প্রবর,
যোগাসনে বসি ডাক পরম ঈশ্বর।

বুঝি হায় কোন দিন পেয়েছিলে তাঁরে,
দেখিতে দেখিতে হায় পুন গেছে ছেড়ে।
কাতর ধ্বনিতে তাই করিছ ক্রন্দন,
করুণ স্বরেতে তুমি জানাও বেদন।
সুষুপ্তিতে মগ্না ধরা সবে অচেতন,
নিদ্রাশূন্য শুধু পাখী তোমার নয়ন।
নিশা নাহি শেষ হতে জাগরে পাপিয়া,
শুনাও বিষাদ গীতি রহিয়া রহিয়া।
কেঁদে কেঁদে ডাক বুঝি জগতের স্বামী,
সার্থক জনম পাখী ধরিয়াছ তুমি।
আমরা রহিনু মজি মোহ অন্ধকারে,
কভু নাহি ডাকিলাম জগৎ-পতিরে॥

শ্রীসুহাসিনী সরকার।

সুখে বাঙ্গলায়। ৪।

মোরা পুরুষ নারী বসত করি সুখে বাঙ্গলায়,
তার সাগর যেন দাঁড়িয়ে আছে সলিলপরিখায়।
এই দেশে যে কতই ঠাটে।
নদ-নদী আর নালা ছোটে।
কোমল প্রাণে করুণ-তানে মধুর ভঙ্গিমায়।
তাই দিবা-নিশা সন্ধ্যা প্রাতে।
আম বকুল আর যুঁই-তলাতে।
সুবাস উড়ায় মলয়বাতে কতই গরিমায়।
মোরা ননীর পুতুল বসত করি সুখে বাঙ্গলায়।১

মোরা আট কোটি বসত করি সুখে বাঙ্গলায়
তার বিজন-বনে শাল-তমাল তাল কতই শোভা পায়।
এ হেন দেশের আকাশ-পটে,
রুটি পেয়ালা সদাই ফোটে,
খুঁজে খেলে অলস বাঁচে বুঝতে পারা দায়।
তার পুকুর ডোবা দীঘীর জলে,
কত রকমের মাছ যে চলে,
জানিনা তারা কি আশ্বাসে কোথায় ভেসে যায়।
মোরা দীন-ভিখারী বসত করি সুখে বাঙ্গলায়।২

মোরা পুরুষ-নারী কতকগুলি সোণার বাঙ্গলায়,
তার কোকিল দ'য়াল টিয়ে ডাকে প্রবল প্রতিভায়।
কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমর খেলে,
মৌচাক ভরে পরিমলে,
বিমল জলে মৃণাল দোলে শরৎ সুষমায়।
তার ময়ূর যেন ভক্তি ভরে,
সদাই থাকে পেখম ধ'রে,
আকুল প্রাণে মধুরভাবে নবীন মেখলায়।
মোরাহীন আচারী-পুরীষ-পুরী সোণার বাঙ্গলায়।
৩।

মোরা কপটাচারী পুরুষ-নারী সোণার বাঙ্গলায়
আজও মোদের নাম লইলে ঘৃণা আগে ধায়।
এই দেশের এক ব্যক্তি বটে
ব'সে ছিল রাজার টাটে
কয়জন তুর্কীর ডরে গিয়া পড়ে জগন্নাথের পায়।
এখন কেহ দিন দু'পরে
সাহেব পানে চায়না ডরে
কি জানি কি পাছে বা তার মুখে দেখা যায়।
যদিও রাজা অভয় দিচ্ছেন করুণ বেদনায়। ৪

মোরা অকৃতজ্ঞ পুরুষ-নারী সোণার বাঙ্গলায়,
কি ভরসায় যে ঘুরে মরি প্রবল বাসনায়।
এই দেশের এক জাতি যারা,
বামুন বলে হ'য়ে খাড়া,
অন্য জাতি উঠ্‌তে চাইলে লাথি মারিছে গায়।
তাদের হিংসা তাদের দ্বেষে
কায়েত আছে মনের ক্লেশে
রাহু গেলা রবি যেন আকাশ নীলিমায়
মোরা ভ্রাতৃদ্রোহী বাঙ্গালীজাতি সুবে বাঙ্গলায়।
৫।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

ত্রিরত্ন। ৫।

দেবতাসু গুরৌ গোষু রাজসু ব্রাহ্মণেষু চ।
নিয়ন্তব্যো সদা কোপো বালবৃদ্ধাতুরেষু চ ॥১॥

ভাবার্থ—ত্রিদশ, নৃপতি, গুরু, গরু ও ব্রাহ্মণ,
বালক, আতুর আর অতি বৃদ্ধগণ;—
ক্রোধ প্রদর্শন এই অষ্ট জন প্রতি,
উচিত না হয়;—ইহা বিগর্হিত অতি।

দ্বেষমূলো মনস্তাপো দ্বেষঃ সংসারবন্ধনম্।
মোক্ষবিঘ্নকরো দ্বেষস্তৎ যত্নাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২॥

ভাবার্থ—দ্বেষ মানবের মনস্তাপের কারণ,
দ্বেষহেতু হয় ভব সংসারে বন্ধন;
মোক্ষ-পথে বিঘ্ন ইহা, নাহিক সংশয়,
সে হেতু সযত্নে দ্বেষ ত্যজিবে নিশ্চয়।

দুর্জ্জনো দূষয়ত্যেব সতাং গুণগানান্ ক্ষণাৎ।
মলিনীকুরুতে ধূমঃ সর্ব্বথা বিমলাম্বরম্ ॥৩॥

ভাবার্থ—এ সংসারে মূঢ়মতি যত খল জন,
সজ্জনের গুণ দোষ করে আচ্ছাদন
ধূম যথা নিজধর্ম্মে নির্ম্মল গগন
নিয়তি মলিন করে আবরি' তপন।

একভূরুভয়োরেকদলয়োরেক কাণ্ডয়োঃ।
শালি শ্যামাকয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে ॥১॥

ভাবার্থ—শালি আর শ্যামা ধান্য এক ক্ষেত্রে হয়,
পত্র-কাণ্ড-দলে দোঁহে ভিন্নরূপ নয়।
তরুণ দশায় নাহি কোন ভেদাভেদ,
ফল হৈলে বুঝা যায় দোঁহের প্রভেদ।

অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইত্যেবং পরমা মতিঃ।
অহিংসা পরমং দানমিত্যেব কবয়ো বিদুঃ ॥২॥

ভাবার্থ—অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ধরায় নিশ্চয়,
অহিংসাই শ্রেষ্ঠ দান,—বিজ্ঞ জনে কয়।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্র পূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাচং মনঃ পূতং সমাচরেৎ ॥৩॥

ভাবার্থ—অগ্রে দৃষ্টি রাখি' পদ বিক্ষেপিবে ধীর,
বসনে ছাঁকিয়া পান করিবেক নীর,
করিবে প্রয়োগ সত্য পূত সুবচন,
আচরিবে মনঃপূত কার্য্য অনুক্ষণ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা।

আত্মপূজা। ৭।

আনন্দে সচ্চিদানন্দে নির্ব্বিকল্পৈকরূপিণি।
স্থিতেৰ্দ্বিতীয়াভাবে বৈ কথং পূজা বিধীয়তে ॥১॥

অর্থাৎ—আনন্দস্বরূপ, বিকল্পবিরহিত, এক রূপ সচ্চিদানন্দ, সত্যজ্ঞানানন্দময় পরব্রহ্মতে দ্বিতীয়ের অভাব বশতঃ স্থিতিহেতু কি প্রকারে পূজা করা যায়। ১।

ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তিবৃন্দের বেদবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে; কেন না, প্রথমতঃ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে চিত্ত-শুদ্ধি হয় না। যাঁহাদিগের এ পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তাঁহারা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। যে পর্য্যন্ত মায়া-মোহাদি দ্বারা, মানবের 'অহং বুদ্ধি' থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা অবশ্যই বেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ডাদি করিবেন। কিন্তু যখন আত্মজ্ঞান প্রভাবে শ্রুতিবাক্য দ্বারা আত্মশরীরাদিতে অহং বুদ্ধির নাশ করিতে সম্যক্ সমর্থবান হইবেন, সেই সময়ে তাঁহারা আত্মপূজা প্রকরণে প্রকৃত অধিকারী হইবেন। কেবল মাত্র আত্মজ্ঞান সম্পন্ন মানবনিবহই আত্মপূজার যথার্থ অধি-কারী, সাধারণ লোকে নহে।

পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চাসনং।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ ॥২॥

অর্থাৎ—পূর্ণস্বরূপ পদার্থের আবাহন কোথায়? নিখিলপদার্থের আধারস্বরূপ পরম পদার্থের আসন কোথায়? সুনির্ম্মল পদার্থের পাদ্য এবং অর্ঘ্য কোথায়? এবং পরম পবিত্র পদার্থের আচমন-ই বা কোথায়? ২।

নির্ম্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ।
নিরালম্বস্যোপবীতং রম্যস্যাভরণং কুতঃ ॥৩॥

অর্থাৎ—নির্ম্মল পদার্থের স্নান কোথায়? ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরের বস্ত্র কোথায়? অবলম্বন পরিশূন্য পদার্থের যজ্ঞোপবীত কোথায়? এবং পরম রমণীয় পদার্থের অলঙ্কার কোথায়? ৩।

নির্লেপস্য কুতোগন্ধঃ পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ।
নির্গন্ধস্য কুতোধূপঃ স্বপ্রকাশস্য দীপিকা ॥৪॥

অর্থাৎ—যে পদার্থের কোন বস্তুর-ই সহিত কিছু মাত্রও সম্পর্ক নাই, তাহার আবার চন্দন কোথায়? সৌরভপরিশূন্য পদার্থের পুষ্প কোথায়? গন্ধরহিতের ধূপ কোথায়? এবং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ যে পদার্থ তাহার আবার দীপ-ই বা কোথায়? ৪।

নিত্যতৃপ্তস্য নৈবেদ্যং নিষ্কামস্য ফলং কুতঃ।
তাম্বুলঞ্চ বিভোঃ কুত্র নিত্যানন্দস্য দক্ষিণা ॥৫॥

অর্থাৎ—সর্ব্বদা তৃপ্তিযুক্ত যে পদার্থ তাহার নৈবেদ্য কোথায়? নিষ্কামের ফল কোথায়? সর্ব্বগত প্রভুর তাম্বুল কোথায়? এবং নিত্যানন্দময়ের দক্ষিণা-ই বা কোথায়?

স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতোনীরাজনাবিধিঃ।
প্রদক্ষিণ মনন্তস্যাদ্বিতীয়স্য চ কা নতিঃ ॥৬॥

অর্থাৎ—স্বয়ং প্রকাশমান পদার্থের আরাত্রিকবিধান কোথায়? অপ্রমেয় পদার্থের প্রদক্ষিণ কোথায়? এবং যে অদ্বিতীয়, তাহার আবার অভিবাদন কোথায়? ৬।

অন্তর্ব্বহিশ্চ পূর্ণস্য কথংমুদ্রাসনং ভবেৎ।
ইদমেব পরাপূজা বিষ্ণোঃ সত্বস্বরূপিণী ॥৭॥

অর্থাৎ—অভ্যন্তর এবং বাহ্য পরিপূর্ণরূপের মুদ্রাবিধি কিরূপে হইতে পারে? অতএব ইহাই বিষ্ণুর সাত্তিকী পরমা পূজা। ৭।

দেহো-দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো-দেবঃ সদাশিবঃ।
ত্যজেদ জ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোঽহং ভাবেন পূজয়েৎ ॥৮॥

অর্থাৎ—মানবের দেহ-ই দেব-মন্দিররূপে কথিত হয়, এবং তাহাতে জীব-ই সদাশিবরূপ দেবতা হন, ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। অতএব অজ্ঞানরূপ নির্ম্মাল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক "সেই ব্রহ্মই আমি" এইরূপ ভাবে পূজা করিবে। ৮।

ত্বভাং মহ্যমনন্তায় মহ্যং ত্বভাং শিবাত্মনে।
নমো দেবাদিদেবায় পরায় পরমাত্মনে ॥৯॥

অর্থাৎ—তুমি ও আমি অনন্ত, এবং আমি ও তুমি শিবস্বরূপ। অতএব দেবাদিদেব পরমপুরুষ পরমেশ্বররূপ আত্মাকে প্রণাম। ৯।

যোগী দেহাভিমানী স্যাদ্ ভোগী কর্ম্মণি তৎপরঃ।
জ্ঞানী মোক্ষাভিমানেব তত্বজ্ঞে নাভিমানিতা ॥১০

অর্থাৎ—যোগী ব্যক্তি দেহাভিমানী হন, ভোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা কর্ম্মানিরত হন, এবং জ্ঞানী পুরুষ (ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি) মোক্ষাভিমানী হন, কিন্তু তত্বজ্ঞানী কখনই অভিমানী হন না। ১০।

কিং করোমি ক গচ্ছামি কিং গৃহ্নামি ত্যজামি কিং।
আত্মনা পূরিতং সর্ব্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা ॥১১॥

অর্থাৎ—মহাপ্রলয়কালে জল দ্বারা যেরূপ এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়, আত্মা দ্বারা সেইরূপ নিখিল বিশ্ব-সংসার সর্ব্বদাই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতএব কি করিব? কোথায় যাইব? কি গ্রহণ করিব? কি পরিত্যাগ করিব?—অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই দেখি না,—দেখি কেবল অদ্বিতীয় আত্মামাত্রই জগৎ সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ১১।*

*"আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"র জ্ঞানবান্ পাঠক মহাশয়গণের নিমিত্ত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্কর ভগবদ্ বিরচিত এই "আত্মপূজা" কবিরত্নোপাধিক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেব বর্ম্মা কর্ত্তৃক অনুদিত হইল।

নামকরণ।

নামকরণ হিন্দুজাতির একটী অন্যতম সংস্কার। এই নামকরণের প্রয়োজন কি, শাস্ত্রকারগণ সে কথা বলিতে বাকী রাখেন নাই। মহর্ষি বৃহস্পতি বলিয়াছেন,—

"নামাখিলস্য ব্যবহার হেতুঃ
শুভাবহং কর্ম্মসু ভাগ্যহেতুঃ॥
নাম্নৈব কীর্ত্তিং লভতে মনুষ্যঃ।
ততঃ প্রশস্তং খলু নামকর্ম্ম॥"

(কল্পতরুধৃতবচন)

নাম সকলেরই ব্যবহারের দ্বার স্বরূপ অর্থাৎ পরিচায়ক, সমস্ত কর্ম্মের শুভাবহ এবং ভাগ্যের হেতুভূত। অপিচ মানবগণ একমাত্র নামদ্বারাই অশেষ কীর্ত্তিলাভ করিয়া থাকেন। অতএব নামকরণ যে, অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। মনু মহারাজ লিখিয়া গিয়াছেন,—

"নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে।"

(মনুস্মৃতিঃ)

অর্থাৎ জাত বালকের নামকরণ দশম বা দ্বাদশ দিনে করিবে। অথবা তৎপরে যে কোন পুণ্যতিথি বা নক্ষত্রে নামকরণ করা যাইতে পারে। বলাবাহুল্য এই দশম বা দ্বাদশ দিন বিপ্রবালকের পক্ষেই বুঝিতে হইবে।

যেহেতু মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—

"জন্মতো দশমে বাপি দ্বাদশ্যাং বাপিতৎপুনঃ।
বিপ্রাণাং নামকর্ম্মস্যাদাশৌচান্তেতু শেষয়োঃ॥
শূদ্রাণামপি চৈবং স্যাৎ।"——

(নারদস্মৃতিঃ)

ইহার ফলিতার্থ এই—জন্ম হইতে দশম বা দ্বাদশ দিনে ব্রাহ্মণ বালকের এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র বালকের স্বজাত্যুক্ত অশৌচ কালাবসানেই নামকরণ বিহিত। এখানে বলা আবশ্যক যাহারা দশাহের পূর্ব্বেই পরিশুদ্ধ হন, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণবালকেরই দশাহে নামকরণ (১) করিবে। যেহেতু "অশৌচেতু ব্যতিক্রান্তে নামকর্ম্ম বিধীয়তে" ইহাই মহর্ষি শঙ্খের অভিপ্রায়। অতএ মহর্ষি বৃহস্পতি লিখিয়াছেন,—

"দশাহে দ্বাদশাহে বা জন্মতোঽপি ত্রয়োদশে।
ষোড়শৈকোনবিংশে বা দ্বাত্রিংশে বর্ণতঃ
ক্রমাৎ॥"

(মদনরত্নধৃতবচন)

ইহার মর্ম্মার্থ এই—জন্ম হইতে দশম বা দ্বাদশ দিনে ব্রাহ্মণের, ত্রয়োদশ দিনে ক্ষত্রিয়ের, ষোড়শ দিনে বৈশ্যের এবং উনবিংশ বা দ্বাত্রিংশ দিনে শূদ্রের নামকরণ করিবে। বলাবাহুল্য উনবিংশ দিনে সচ্ছূদ্রের পক্ষেই নামকরণ বিহিত। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্যতু জুগুপ্সিতম্॥"

(মনুস্মৃতিঃ)

ইহার ভাবার্থ এই—মাঙ্গল্য অর্থাৎ মঙ্গল প্রতিপাদক যেমন ব্রাহ্মণের লক্ষ্মীধর, বলান্বিত অর্থাৎ শৌর্য্য প্রতিপাদক যেমন ক্ষত্রিয়ের

(১) "দশম্যামিত্যেতৎ যেষাং দশাহতঃ প্রাক্‌শুদ্ধিস্তেষা মিতি।" (কল্পতরু)

যুধিষ্ঠির, ধনসংযুক্ত অর্থাৎ ধনপ্রতিপাদক শব্দসংযুক্ত যেমন বৈশ্যের মহাধন, এবং জুগুপ্সিত অর্থাৎ নিন্দাপাদক শব্দসংযুক্ত যেমন শূদ্রের নরদাস ইত্যাদিরূপনাম রাখিতে হইবে (২) অপিচ শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে,

"নক্ষত্রাদি সম্বন্ধং পিতা কুর্য্যাদন্যো বা কুল-বৃদ্ধ ইতি।"—

(মদনরত্নধৃত শঙ্খ লিখিত সূত্রে)

নক্ষত্রাদি সম্বন্ধ অর্থাৎ নক্ষত্র প্রতিপাদক, মাস প্রতিপাদক, কুলদেবতা প্রতিপাদক এবং ব্যবহারিকভেদে চারি প্রকার নাম রাখা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য এই বিধি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই বুঝিতে হইবে। অতএব মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লিখিয়াছেন,—

"ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেহহনি।
দেব পূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদি সংযুতম্।"

(বিষ্ণুপুরাণম্)।

অর্থাৎ জন্মের পর দশ দিন অতীত হইলে পিতা স্বীয় পুত্রের নামকরণ করিবে। বলা বাহুল্য দশ দিন কথাটী এখানে অশৌচান্ত উপ-লক্ষণ পর বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অপিচ নামকরণ সম্বন্ধে আরও কালান্তরতা শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে। যথা ভবিষ্যপুরাণে—"নামধেয়ং দশম্যাঞ্চ কেচিদিচ্ছন্তি পার্থিব। দ্বাদশ্যামথবা রাত্র্যাং মাসে পূর্ণেঽথবা পরে।" দেব পূর্ব্ব অর্থাৎ কুলদেবতা নামপূর্ব্বক নামকরণ করিবে। যেহেতু কুলদেবতা সম্বন্ধ নাম করিবে ইহাই মহর্ষি শব্দের অভিপ্রায়। নরাখ্য অর্থাৎ পুরুষ-বাচক এবং উক্ত নামের অন্তে শর্ম্ম বর্ম্মাদি শব্দ থাকিবে। যেমন ব্রাহ্মণের সোম শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের ইন্দ্র বর্ম্মা, বৈশ্যের চন্দ্রগুপ্ত এবং শূদ্রের শিবদাস ইত্যাদিরূপ নাম রাখিবে। কখন ভ্রমেও রাম-দেব শর্ম্মা ইত্যাদিরূপ নাম রাখিবে না। (৩)

সত্য বটে "দেবপূর্ব্বং" ইত্যাদি প্রাগুক্ত বিষ্ণুপুরাণ বচনের ব্যাখ্যানাবসরে স্মার্ত্তকুলগৌরব পূজ্যপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"ততশ্চ নামকুর্ব্বীত পিতৈব দশমেহহনি। দেবপূর্ব্বং নরাখ্যংহি শর্ম্মবর্ম্মাদি সংযুতং। ইতি। নরমাচষ্টে ইতি নরাখ্যং নরনাম দেবাৎ পূর্ব্বং তচ্চ শর্ম্মযুক্তং এতচ্চ বিপ্রপরং। শর্ম্মা-দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মাত্রাতা চ ভূভুজঃ। ভূতি-গুপ্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়ে দিতি যম বচনে সমুচ্চয়োপলব্ধেঃ।"

(সংস্কারতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ)

ইহার মর্ম্মার্থ এই—তাহার পর পিতা দশ দিনের দিন স্বীয় পুত্রের নামকরণ করিবে।

(২) "মাঙ্গল্যং মঙ্গল প্রতিপাদকং যথা লক্ষ্মীধরঃ। বলান্বিতং শৌর্য্য প্রতিপাদকং যথা যুধিষ্ঠিরঃ। ধনসংযুক্তং ধন প্রতিপাদক শব্দসংযুক্তং যথা মহাধনঃ। জুগুপ্সিতং নিন্দা প্রতিপাদক শব্দযুক্তং যথা নরদাসঃ।"

(সংস্কার প্রকাশে মিত্রমিশ্রঃ)।

(৩) "দশামেহহনি অতীত ইতি শেষঃ। তচ্চাশৌ-চান্তোপলক্ষণং। অত্রৈব কালান্তর মপ্যাহ যথা" নাম ধেয়ং দশম্যাঞ্চ কেচিদিচ্ছন্তি পার্থিব। দ্বাদশ্যামপরে রাত্র্যাং মাসে পূর্ণেঽথবা পরে।" ইতি। দেবপূর্ব্বং কুলদেবতা নাম পূর্ব্বকং " কুলদেবতা সম্বন্ধং নাম কুর্য্যা-দিতি শঙ্খোক্তেঃ। নরাখ্যং পুরুষবাচকং। তত্র প্রান্তে শর্ম্ম বর্ম্মাদি সংযুতং। যথা সোম শর্ম্মা. ইন্দ্র বর্ম্মা, চন্দ্র-গুপ্তঃ শিবদাস ইত্যাহ শ্রীধর স্বামী। স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্রোঽপি—দেবপূর্ব্বং যন্নাম রামকৃষ্ণ শব্দাদি রূপ মাসীৎ তদেব পুত্রস্য নাম কুর্য্যাৎ দেবতাশ্রিতং নাম কুর্য্যাদিতি যাবৎ, তথাচ দেবপদং নাম্নি ন যোজ্যং কিন্তু রামশর্ম্মা কৃষ্ণ বর্ম্মা ইত্যেব মাদিক মেব প্রয়োক্তব্যঃ নতু রামদেব-শর্ম্মেত্যাদিকমিত্যাহ।"

এই নামটী পুরুষজাতীয় মনুষ্যবাচক হইবে। তাহার পর শর্ম্মাদিযুক্ত দেব পদ থাকিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অমুক দেব শর্ম্মা এইরূপ নাম হইবে। যেহেতু দেবপূর্ব্ব এই কথাটী পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন। অর্থাৎ দেব এই শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। বলা বাহুল্য দেব শব্দটীও আবার শর্ম্ম শব্দযুক্ত হইবে। যেহেতু মহর্ষি যমের "ব্রাহ্মণের নামে শর্ম্মা ও দেব ক্ষত্রিয়ের নামে ত্রাতা ও বর্ম্মা, বৈশ্যের নামে ভূতি ও গুপ্ত এবং শূদ্রের নামে দাস এই উপপদ থাকিবে," এই বচনে চকারটী সমুচ্চয়ার্থেই প্রযুক্ত।

কিন্তু স্মার্ত্তকুলচূড়ামণি পূজ্যপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কেন যে "দেবপূর্ব্বং" কথাটী পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন বলিয়া অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না। অথবা কেহ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন কি না তাহাও আমরা জানি না। বলা বাহুল্য "শর্ম্ম বর্ম্মাদি সংযুতং" বলিলে, যখন শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূতি ও দাস সংযুক্ত বুঝায়;* তখন দেবপূর্ব্ব কথাটী পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলিয়া স্বীকার করিলে, শূদ্রের নামের অন্তেও "দেব দাস" এই উপপদটী যোগ করিতে হয়। কিন্তু শূদ্রের নামের অন্তে "দেব দাস" এই উপপদের প্রয়োগ করিতে কেহ প্রস্তুত আছেন কি?

অপিচ "শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য" ইত্যাদি প্রাগুক্ত যম বচনের চকারগুলি সমুচ্চয়ার্থ ব্যঞ্জক হইলে, ব্রাহ্মণের নামের অন্তে যেমন দেবশর্ম্মা এই উপপদের যোগ করিতে হয়; সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের "ত্রাতৃ বর্ম্মা" বৈশ্যের "ভূতিদত্ত" এইরূপ উপপদ যোগ করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য খ্যাতনামা টীকাকার পূজ্যপাদ কাশীরাম বাচস্পতি মহাশয়ও সেইরূপ-ই উপদেশ করিয়াছেন। যথা,—

"শর্ম্মা দেবশ্চেতি শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যাদিত্যনেনৈক বাক্যতয়া অমুক দেব শার্ম্মেত্যর্থঃ। বর্ম্মেতি বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্যচ ইত্যনেনৈক বাক্যতয়া অমুক ত্রাতৃ বর্ম্মেতি বোধ্যং। ভূতি রিতি ধনান্ত মিত্যনেনৈক বাক্যতয়া অমুক দত্ত ভূতি রিতি বোধ্যং। দাসান্তশ্চেতি শূদ্রনামকরণে বসু ঘোষাদি রূপ পদ্ধতিযুক্ত নাম দর্শনাৎ অত্রাপি তথা বোধ্যং। তেন অমুক বসু দাসঃ, অমুক ঘোষ দাস ইত্যাদিকং বক্তব্যমিতি।"

(শ্রাদ্ধতত্ত্ব বিবৃতিঃ)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়।

* আমাদের মতে কেবল শর্ম্মা ও বর্ম্মা পদের পূর্ব্বে "দেব" শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, ইহাই পুরাণকার ও রঘুনন্দনের মত। সম্পাদক।

শিক্ষা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

পত্নী সরোজিনী অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ মোকদ্দমায় কি হ'বে?"

অবিনাশ হাসিয়া কহিলেন,—"কেন, তুমি কি ভয় পেয়েছ?"

স। ভয় কি! তবে যদি কোন বিপদ থাকে, তবে সে জন্যে আগে থেকে প্রস্তুত হ'তে হবে।

অ। বিপদ অবশ্যই আছে। প্রতাপের চক্রান্তে গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেকেই আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

স। সাক্ষ্য দিলে কি হ'বে?

অ। আমাকে এক বৎসরের জন্য সচ্চরিত্রতার জামিন দিতে হবে। আর জামিন দিতে না পার্‌লেই জেলে যেতে হবে।

স। জামিন দিতে পার্‌বে কি?

অ। সম্ভব নয়। প্রতাপের ভয়ে কেউ আমার জামিন হবে না, তা বেশ বুঝ্‌তে পারছি। আমার জেল একরূপ নিশ্চিত।

স। তোমার উপনয়নের কি শেষে এই ফল হল?

অ। তাই যদি হয়, তবে কি তুমি আমার উপনয়নের জন্যে অনুতপ্ত হবে?

স। কখনই না। তুমি-ই বলেছ, উপবীত-গ্রহণ কায়স্থের স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম পালন করিতে গিয়ে—ঈশ্বর না করুন—যদি কোন দিন তোমার নিধনও হয়, তবু আমি অনুতপ্ত হব না। জান্‌ব—তাই আমাদের নিয়তি।

এই কথা বলিতে বলিতে সরোজিনীর সরোজদলবৎ চক্ষুর্দ্বয় বাষ্পপূর্ণ হইয়া উঠিল। অবিনাশ আপনার বসনাগ্রে স্ত্রীর নয়ন-জল মুছাইয়া দিয়া, গাঢ়স্বরে বলিলেন,—"এইবার যথার্থ ক্ষত্রিয়-রমণীর মত কথা বলেছ। কিন্তু এ সময়ে একবিন্দু অশ্রুও এতটুকু দুর্ব্বলতা ব্যক্ত করে! এ অশ্রুও রোধ কর্‌তে হবে। আমার আর কিছু থাক না থাক—এক গর্ব্ব আছে যে, স্ত্রী আমার গুণবতী। সে গর্ব্বে আমি যেন নিরাশ না হই।"

এই সময়ে সুষমায় ক্ষুদ্র পুষ্পগুচ্ছের মত, ক্ষুদ্র একটি বালিকা আসিয়া সরোজিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, পূর্ণিমাদের বাড়ী খেলা কর্‌তে যাব?"

সরোজিনী কহিলেন,—"যাস্ নে, প্রভা!"

প্রভা আর কিছু বলিল না। কিন্তু প্রভার রাঙ্গা মুখখানি মলিন হইয়া গেল। অবিনাশ সস্নেহে কন্যার চিবুক ধরিয়া কহিলেন,—"দেখ মা,—পূর্ণিমা যদি তোমার কাছে আসে, তবে তার সঙ্গে তুমি খেলা করো, কিন্তু তুমি তাদের বাড়ী আর যেও না।"

প্র। কেন, বাবা?

অ। তারা বড়লোক, আমরা গরীব। বড়লোকের কাছে গরীবকে যেতে নেই।

এই বলিয়া অবিনাশ অন্যত্র চলিয়া গেলেন। প্রভা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"গরীবকে বড়লোকের কাছে কেন যেতে নেই, মা?"

সরোজিনী কহিলেন,—"তুই বড় হ'লে সে কথা বুঝ্‌তে পারবি।"

কিন্তু প্রভা সে প্রবোধ মানিল না। সে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল,—"কেন যেতে নেই, তুমি আমাকে বল।"

সরোজিনী কন্যাকে ভুলাইবার জন্য আপনার কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া মেয়ের গলে পরাইয়া দিলেন। বালিকা অলঙ্কার পাইয়া সব কথা ভুলিল।

(৭)

আজ অবিনাশের আরোপিত অপরাধের বিচার হইবে। মুরহরপুরে ডেপুটিবাবুর তাম্বু পড়িয়াছে। তাম্বুর কাছে কনষ্টেবল ও চৌকী-

দারের দল ঘুরিতেছে। কৃষকেরা হা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। কৃষকবধূরা সে পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথে কাঁথাকলসী লইয়া স্নানের ঘাটে যাইতেছে।

বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে বকরুল্লা দারোগা, রণসাজে সাজিয়া, মহাদম্ভে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন চৌকীদার, দফাদার ও কনষ্টেবলরূপে তাঁহার অনুচর ও সহচরগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তখন মোকদ্দমার সাক্ষিগণকে ডাকিবার জন্য চৌকী-দার সকলকে নানাদিকে পাঠাইতে লাগিলেন; ঠিক যেন মহারাজ সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে কপিগণকে দিগ্বিদিকে পাঠাইতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে সাক্ষিগণও একে একে দেখা দিতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে পশু-ভট্টাচার্য্য ফোঁটা কাটিয়া, নামাবলী অঙ্গে দিয়া, আসিয়া উপনীত হইলেন। হায় নামাবলি! পশুহস্তে পড়িয়া শেষকালে তোমাকে ফৌজদারী আদালতেও হাজির হইতে হইল!

সাক্ষী নহে, এমনও অনেক লোক আসিল—মোকদ্দমা দেখিতে। কারণ এই মোকদ্দমা লইয়া দেশময় একটা হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড বাঁধিয়াছিল।

বারোটা বাজিলে ডেপুটি বাবু এজলাসে বসিলেন। আজ ডেপুটি বাবুর এজলাসের অতি শোচনীয় অবস্থা। আসামীর 'ডক্' নাই, সাক্ষীর 'বক্স্' নাই, চোগা-চাপকান-শামলার বাহুল্য নাই, টানা পাখাও নাই। পেশকার মহাশয়, কোর্ট-সব্-ইন্সপেক্টর ওরফে কোর্ট-বাবু, এবং বকরুল্লা দারোগা কোন রকমে এজলাসের মান রাখিলেন।

ডেপুটি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত জন সাক্ষী আছে?"

কোর্টবাবু সোৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"হুজুর! বাদীপক্ষে একচল্লিস জন respectable সাক্ষী উপস্থিত আছে।"

তখন আসামীর ডাক পড়িল। অবিনাশ ধীরপদক্ষেপে, নির্ভয় মূর্ত্তিতে, সহাস্য মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সঙ্গে একজন মোক্তার আসিয়া বিচারপতিকে অভিবাদন করিলেন। মোক্তারকে দেখিয়া বিচারক ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি এই মোকদ্দমায় বিবাদীপক্ষে নিযুক্ত হয়েছেন?"

মোক্তারও ইংরেজিতে কহিলেন,—হাঁ, ধর্ম্মাবতার! কিন্তু বোধ হয় আমি সংক্ষেপেই আমার কর্ত্তব্য শেষ করতে পারব। আদালতের বহুমূল্য সময় ও শ্রমের অপব্যয় নিবারণের জন্য আমি, আদালতের অনুমতি নিয়ে, মোকদ্দমার প্রারম্ভেই একখানি দরখাস্ত করতে প্রস্তুত হয়েছি।"

হাকিম জিজ্ঞাস করিলেন,—"কি দর-খাস্ত?"

মোক্তার বলিলেন,—"আমার মক্কেল যদি আশা পান যে, এই মোকদ্দমা আর চলবে না—যদি এই মোকদ্দমা খারিজ হবার হুকুম হয়, তবে তিনি চিরতরে এই গ্রামের বাস ত্যাগ করে', এই আদালতের এলাকা ছেড়ে, অন্য স্থানে গিয়ে বাস করতে রাজি আছেন। এই মর্ম্মে আমি দরখাস্ত দাখিল করতে অভিলাষী।"

হাকিম কোর্টবাবুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ প্রস্তাবে আপনার কোন আপত্তি আছে?"

কোর্টবাবু কহিলেন,—"তা হুজুর, এ রকম ঘটনা ত ইতিপূর্ব্বে আর কখন হয় নি।",

মোক্তার বলিলেন.—হয়েছে কিনা, সে কথা হুজুর জিজ্ঞাসা করেন নি। এরূপ হওয়ার বিপক্ষে কোর্টবাবুর কোন ন্যায়সঙ্গত আপত্তি আছে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছেন।"

হাকিম কহিলেন,—"আমি এতে কোন আপত্তির কারণ দেখি না।"

মোক্তার দরখাস্ত দাখিল করিলেন। ডেপুটি বাবু অর্ডারশীটে হুকুম লিখিলেন,— "বিবাদীকে এই আদালতের এলাকা ছাড়িয়া যাইবার জন্য সাত দিন সময় দেওয়া গেল। সাত দিন মধ্যে বিবাদী এলাকা ছাড়িয়া গেলে, মোকদ্দমা খারিজ হইবে। দারোগা বিবাদীর অন্যত্র গমনের বিষয় রিপোর্ট করিবে।"

মোক্তার বিচারপতিকে ধন্যবাদ দিলেন। অবিনাশ বিনয় বশতঃ অভিবাদন করিলেন। বকরুল্লা মিঞার হাস্যবিকশিত মুখবিবর সঙ্কুচিত হইল। কোর্টবাবুর দুঃখে পেশকার মহাশয় বিশেষ দুঃখিত হইলেন। সমবেত জনগণ বুঝিল না, এ মামলায় কাহার জিত হইল।

পরদিন অবিনাশ সপরিবারে মুরহরপুর পরিত্যাগ করিলেন। আজ মুরহরপুরের পল্লি-সৌন্দর্য্য, মুরহরপুরের সুখ ও অতীতস্মৃতি অবিনাশের কাছে শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়া প্রতিভাত হইল। অবিনাশ আমাদের পূর্ব্বপরিচিত উপবীতী কায়স্থযুগলের হস্তে আপনার বাসগৃহ ও ভূসম্পত্তির পরিদর্শনভার ন্যস্ত করিয়া মুরহর-পুর ছাড়িয়া গেলেন।

(৮)

এই ঘটনার পর তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। মুরহরপুরে আর কোন কায়স্থ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে সাহসী হয় নাই। অবিনাশ এতদিন জগন্নাথপুর নামক স্থানে বাস করিতেছেন। জগন্নাথপুর ঈশ্বরগঞ্জের সরকার বাবুদের জমীদারি। সংপ্রতি জমীদার ভূদেব বাবু জগন্নাথপুরে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে অবিনাশের সহিত তাঁহার বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।

ভূদেব বাবু বয়সে ও জ্ঞানে প্রবীন ব্যক্তি। তিনি বহু বিস্তৃত জমীদারির মালীক এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী বলিয়া পরিচিত। ইহা ব্যতীত তাঁহার নগদ টাকা যে কত, তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কেহ কেহ বলে—টাকা নহে, শুধু গিনিতে সুবৃহৎ আইরণ চেষ্ট বোঝাই। ভূদেব বাবুর একমাত্র সন্তান ইন্দুভূষণ কৃতবিদ্য এবং সচ্চরিত্র যুবক। সপুত্র ভূদেব বাবু উপনীতী কায়স্থ।

ইতিপূর্ব্বে ইন্দুভূষণের সহিত প্রতাপ এক-বার স্বীয় কন্যার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া, উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। এতদিন পরে ভূদেববাবু স্বয়ং সেই বিবাহপ্রস্তাব পুনরুত্থাপিত করিয়াছেন। প্রতাপও আনন্দ-সহকারে সম্মতি দিয়াছেন। সংপ্রতি ভূদেব-বাবুর জনৈক আত্মীয় আসিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, প্রতাপবাবুকে বিবাহের আয়োজন করিতে বলিয়া গিয়াছেন। প্রতাপ-বাবুর একমাত্র কন্যার বিবাহের জন্য মহা আড়ম্বরে আয়োজন হইতেছে। বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে স্বর্ণবর্ণে মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্রসকল প্রেরিত হইতেছে। অনেক নিকটআত্মীয় ইতিমধ্যেই চৌধুরীগৃহে আনীত হইয়াছে।

অকস্মাৎ একদিন প্রতাপ একখানি টেলিগ্রাম পাইলেন। টেলিগ্রামখানি খুলিয়া প্রতাপের মাথা ঘুরিয়া গেল। প্রতাপ দেখিলেন যে ভূদেববাবুর টেলিগ্রাম। ভূদেববাবু জানাইতেছেন যে, তাঁহার পুত্র যখন সোপবীত, তখন প্রতাপ যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিলে প্রতাপের কন্যার সহিত ইন্দুভূষণের বিবাহ হইতে পারে না। প্রতাপ যেন, হয় উপবীত গ্রহণ করিয়া টেলিগ্রামদ্বারা ভূদেববাবুকে সেকথা জানান—নয় বিবাহের আয়োজন হইতে বিরত থাকেন।

প্রতাপের মাথায় বাজ পড়িল। তাঁহাকে যে শেষে এইরূপে উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে, এমন তিনি কোন দিন ভাবেন নাই। কিন্তু আর উপায় নাই। তাঁহার এখন আর ফিরিবার সাধ্য নাই। এত আয়োজনের পর এই বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেলে অপমানের সীমা থাকিবে না। সুতরাং অনেক ভাবিয়া তিনি উপবীত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আবার বিড়ম্বনার উপরে বিড়ম্বনা—এই সময়ে সপরিবার অবিনাশ গ্রামে আসিল। শেষে কি তাঁহাকে অবিনাশের সমক্ষে উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে? কি জঞ্জাল! প্রতাপ শুনিলেন অবিনাশ আপন কন্যার বিবাহ দিবার জন্য গ্রামে আসিয়াছে। বিবাহের পরে আবার সপরিবারে চলিয়া যাইবে। সংবাদ লইয়া জানিলেন, পূর্ণিমার বিবাহের দিনেই প্রভারও বিবাহ হইবে। অতএব দুই এক দিবসে যে অবিনাশ গ্রাম হইতে যাইবে, সে সম্ভাবনাও নাই। আবার এ দিকে ভূদেববাবুর পুত্রের সহিত সম্বন্ধটাও ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। বিবাহের দিনও আগত—প্রায়। এইরূপ নানারূপ ভাবিয়া অবশেষে প্রতাপবাবু এক উপনয়ন কেন্দ্র করিয়া, স্বয়ং উপনীত হইলেন, এবং তাঁহার কায়স্থ পাত্রমিত্র-সভাষদগণকে উপবীত গ্রহণ করাইলেন। পশু-ভট্টাচার্য্য মহাউৎসাহে সেই কেন্দ্রে পৌরোহিত্য করিলেন।

পাড়াতে বিমলাঠাকুরাণী সেই দিন পৈতা কাটিতে কাটিতে হাসিয়া বলিলেন,—"মিন্সেরা সেই মল খসায়—শুধু লোক হাসায়।"

(৯)

আজ পূর্ণিমার বিবাহ। চৌধুরীবাড়ীতে আজ সমারোহের সীমা নাই। গৃহ, প্রাঙ্গনে, পথ আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছে। নহবতখানায় নহবত বাজিতেছে। আত্মীয় ও নিমন্ত্রিতবর্গে বাড়ী পূর্ণ হইয়াছে। সকলেই মহা ব্যস্ত। গ্রামের মেয়েরা গ্রাম উজাড় করিয়া চৌধুরীবাড়ীর অন্তঃপুরে আসিয়া জুটিয়াছে। শাটীর চিকিমিকি, গহণার ঝিকিমিকি, কথার চাতুরী ও চাহনীর মাধুরীতে সে অন্তঃপুর অপূর্ব্ব জীবন্তভাব ধরিয়াছে।

বরপক্ষ এখনও মুরহরপুরে আসে নাই। রাত্রি নয়টার ট্রেনে আসিবে। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে মুরহরপুর এক ক্রোশ ব্যবধান। রাত্রি বারটায় বিবাহের লগ্ন আছে। অতএব যাহাতে উপযুক্ত সময়ে বর আসিয়া পৌছে তাহার সুব্যবস্থা করিবার জন্য প্রতাপ স্বয়ং দেওয়ানজীকে লোকজনসহ ষ্টেশনে পাঠাইয়াছেন।

প্রভারও বিবাহের দিন আজি-ই। কিন্তু চৌধুরীর বাড়ীর সমারোহে ক্ষুদ্র প্রভাকে আজ কাহারও মনে পড়িতেছে না। গ্রামস্থ লোকজনও অবিনাশের গৃহে বড় একটা দেখা দেয় নাই। কোথায় প্রভার বিবাহ হইতেছে, কতদূর আয়োজন হইয়াছে,—এ সকলও কেহ

অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করিতে আসে নাই। গ্রামের যে দুই জন কায়স্থ পূর্ব্বাবধি উপবীতী ছিলেন, তাঁহারাই অবিনাশের সহায়, এবং তাঁহাদেরই পুরমহিলাগণ কেবল সরোজিনীর সাহার্য্যকারিণী।

দেওয়ানজী রেলওয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। যথারীতি নয়টা বাজিলে ট্রেন আসিল। গাড়ী হইতে অনেকগুলি লোক নামিল। তাহাদের মধ্যে দেওয়ানজী স্বয়ং ভুদেববাবু ও ইন্দুভূষণকে দেখিতে পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ লইয়া একব্যক্তিকে অশ্বারোহণে প্রতাপের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপরে দেওয়ানজী ভুদেববাবুর নিকটে যাইয়া সম্ভাষণ করিলেন। ভুদেববাবু দেওয়ানজীকে পূর্ব্বাবধি চিনিতেন; কিন্তু এখন যেন দেখিয়াও দেখিলেন না। দেওয়ানজী পুনরায় অগ্রসর হইয়া ভুদেববাবুকে কুশল-প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু ভুদেববাবু যেন বড়ই ব্যস্ত—দেওয়ানজীর কথা শুনিলেন কি না, বুঝা গেল না। দেওয়ানজী পাল্কী বেহারা এবং অন্য যান-বাহনাদি আনিয়া ভুদেববাবুর নিকটে উপস্থিত করিলেন, কিন্তু ভুদেববাবু সেসকল কিছুই লইলেন না। তাঁহার নিজের লোকজন, বাদ্যভাণ্ড, আলোর আয়োজন, এমন কি পাল্কী-বেহারা পর্য্যন্ত রেল গাড়ীতে আসিয়াছিল। সেই সকল সজ্জিত করিয়া তিনি পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। সকলের আগে আগে এক যবা মাথায় চাদরের পগ্‌গ বাঁধিয়া, হাতে এক প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা ধরিয়া চলিল। এই যুবার মুখ দেখিয়া দেওয়ানজী চমকিয়া উঠিলেন। যুবা অবিনাশের শ্যালক, ইহার নাম তারিণীপ্রসাদ দেববর্ম্মা॥

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তারিণীপ্রসাদ, চৌধুরীবাড়ীর পথ ছাড়িয়া, অন্য পথ ধরিল। অমনি বরসহ বরযাত্রীগণও তাঁহার অনুগামী হইল। তারিণীপ্রসাদের পিছনেই ভুদেববাবু ছিলেন। দেওয়ানজী তাড়াতাড়ি ভুদেববাবুর নিকটে আসিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে বিয়ে-বাড়ী যাবার এ পথ নয়।"

ভুদেববাবু তারাণীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিহে, বিয়ে-বাড়ীর এ পথ নয়?"

তারিণী বলিল,—আমি যে দিকে যাচ্ছি, আপনি বরাবর সে দিকে আসুন।"

দেওয়ানজী কহিলেন,—"আজ্ঞে প্রতাপ-বাবুর বাড়ী যাবার এ পথ নয়।"

ভুদেববাবু কহিলেন,—প্রতাপবাবুর বাড়ীতে আমার কি দরকার? আমি অবিনাশবাবুর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বে' দিতে এসেছি—অবি-নাশবাবুর বাড়ীই যাব।"

দেওয়ানজীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেওয়ানজী আর কাল বিলম্ব না করিয়া রুদ্ধশ্বাসে প্রতাপের নিকট ছুটিলেন।

প্রতাপ সকল শুনিয়া রোষে, ক্ষোভে অপমানে, অভিমানে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন,—"কেউ আমার সঙ্গে অবিনাশের বাড়ী চল।"

যখন প্রতাপ অবিনাশের গৃহে পঁহুচিলেন, তখন কন্যাসম্প্রদানের উদ্যোগ হইতেছে। প্রতাপ ভুদেববাবুর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—"আমার সঙ্গে আপনার এই রকম ব্যবহার করা কি ভাল হয়েছে?"

ভূদেববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ ব্যবহার ?"

প্র। আপনি আমার কন্যার সঙ্গে ছেলের বে' স্থির করে' এখন অন্য স্থানে বিবাহ দিচ্ছেন! এই কি ভদ্র লোকের কায!

ভূ। আপনি কায়স্থ হ'য়ে কায়স্থের প্রতি যেমন ব্যবহার করেছেন—ক্ষত্রিয়াচার-গ্রহণ বিষয়ে যেমন কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাতে আপনার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহারই শোভা পায়।

প্র। আমি কায়স্থ হ'য়ে কায়স্থের জাতি-নাশ করতে যাই নি। কিন্তু আপনি আজ সেই কাযে উদ্যত হয়েছেন।

ভূ। কেমন করে?

প্র। আজ যদি আমার মেয়ের বে' না হয় কাল আমার জাত যাবে; মেয়ের আমার আইবড় ভাত হয়ে গিয়াছে। এ কথা কি আপনি জানেন না?

ভূ। জানি বৈ কি! কিন্তু আজ আপনাকে মেয়ের বে' দিতে আমি নিষেধ করছি নে।

প্র। ভূদেব বাবু! বিদ্রূপের সময় আছে।

ভূ। আমি আপনাকে বিদ্রূপ করি নি। বরং আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে এই মুহূর্ত্তে আমি আপনাকে এমন একটী ছেলে দিতে পারি, যাকে জামাই করতে পারলে আপনার মুখোজ্জ্বল হবে।

ভূদেববাবু এমন দার্ঢ্যসহকারে এই কথা বলিলেন যে প্রতাপের আর সংশয়ের স্থল রহিল না। তবু ভূদেববাবুকে প্রতাপের আর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু বিশ্বাস না করিলেও আর উপায়ান্তর নাই। প্রতাপ অগত্যা নরম হইয়া কহিলেন,—"আপনার কথা আমি ভাল বুঝতে পারছি নে। এমন ছেলে কে আছে, আমি দেখতে চাই।

ভূদেববাবু নিকটে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তির হাত ধরিয়া বলিলেন—"এই দেখুন—এই তারিণীপ্রসাদ। কি রূপে, কি গুণে—তারিণী কোনমতেই আপনার কন্যার অযোগ্য হবেনা।"

তারিণী এটুকুর জন্য প্রস্তুত ছিল না। অতএব এই অতর্কিত আক্রমণে লজ্জিত হইয়া মুখ নত করিল। প্রতাপ বলিলেন,—"তারিণী কি সম্মত আছে?"

ভূ। তারিণী অসম্মত হবার কারণ নেই; কেন না তারিণী সোপবীত কায়স্থ, সুতরাং তার হৃদয়ে ক্ষত্রিয়-তেজ আছে। এখন আপনি যদি সম্মত থাকেন, তবে আগে তারিণীর ভগিনীপতিকে বলুন। লগ্ন ব'য়ে যাচ্ছে—আর বিলম্ব করবেন না।

তখন প্রতাপ অবিনাশের নিকটে যাইয়া বলিলেন,—"ভাই অবিনাশ! তুমি কি আমার উপকার করবে?"

অবিনাশ বলিলেন,—"বল ভাই—আমি তোমার কি উপকার করতে পারি?"

প্র। তারিণীকে আমায় দাও—আমি তার হাতে পূর্ণিমাকে সমর্পণ করব। নৈলে আজ আমার জাত যায়।

অ। ভাই! তোমার জাত গেলে কি আমার কষ্ট হবে না? তুমি এখনি তারিণীকে নিয়ে যাও—তারিণী তোমার জামাতা হ'লে আমি সুখী হব।

প্র। অবিনাশ! তুমি বাস্তবিক মহান্! এইরূপে একই লগ্নে প্রভার সহিত ইন্দু-

ভূষণের ও পূর্ণিমার সহিত তারিণীপ্রসাদের বিবাহ হইল।

(১০)

পরদিন অপরাহ্নে অবিনাশ প্রতাপের গৃহে বেড়াইতে গেলেন। প্রতাপ অবিনাশের হাত ধরিয়া এক নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গিয়া বসিলেন, অবিনাশকেও বসাইলেন। প্রতাপ বলিলেন,—"অবিনাশ, তোমার সঙ্গে আমার গোটাকত কথা আছে।"

অ। বল।

প্র। পূর্ব্বকথা আজ আর তুলে' কায নেই। কিন্তু অবিনাশ! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পার?

অ। তুমি নিশ্চিত জেনো যে, তোমার উপরে আমার কোন ক্রোধ নেই।

প্র। আমি নিজে জানি যে আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু সেজন্যে ভগবান্ আমাকেও উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন।

অ। সংসার ত শিক্ষারই স্থান। মানুষকে সারাজীবনই শিখতে হয়।

প্র। কিন্তু আমার প্রতি যদি তোমার ক্রোধ না থাকে, তবে বল—তুমি এই গ্রামে আবার বাস করবে?

অ। অনুরোধটি করো না, ভাই! আমি এখন যেখানে বাস করছি, সেখানে বেশ আছি। সেখানে সকলেই আমার মত লোক।

প্র। এখানে বাসে তোমার আপত্তি কেন?

অ। সেকথায় আর কায কি?

প্র। না, তোমায় বল্‌তে হবে।

অবিনাশ হাসিয়া বলিলেন,—"পিতলের কলসী আর মাটির কলসী একজায়গায় থাকিলে মাটির কলসীরই বিপদ বেশী।"

প্রতাপ কহিলেন,—"পিতল এবার মাটি হ'য়ে গিয়েছে, এখন সাবধান হ'য়ে চলবে। আর মাটির কলসীর বিপদ নেই।"

কিন্তু অবিনাশ আর কোনমতেই মুরহরপুরে বাস করিতে সম্মত হইলেন না। তবে মাঝে মাঝে আসিয়া অবস্থান করিবেন, এইরূপ স্বীকার করিলেন। ইতি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বর্ম্মা মজুমদার।

বরিশালে কায়স্থসভা।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুহঠাকুরতা, বিরাজমোহন রায় ও চন্দ্রকুমার রায় মহাশয়গণের আহ্বানে গত ১৬ই মার্চ্চ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬টায় সময় ৺প্যারীলাল রায় উকীল মহাশয়ের বাসাতে একটি কায়স্থসভা হয়। কাশীমবাজারের মহারাজের সভাপণ্ডিত বিক্রমপুরনিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শতাধিক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।—

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুহঠাকুরতা, হরনাথ ঘোষ, চন্দ্রকুমার রায়, প্রসন্নকুমার বসু, অশ্বিনীকুমার

গুহঠাকুরতা, দীনেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা, শরচ্চন্দ্র গুহ, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার, আশুতোষ ঘোষ দস্তিদার, দেবেন্দ্রকুমার বসু মজুমদার প্রভাতচন্দ্র গুহ বিশ্বাস, তারাপ্রসন্ন রায়, অম্বিকাচরণ বসু, কুমুদকান্ত বসু, সতীন্দ্রনাথ গুহ, গঙ্গাদাস রায় চৌধুরী, অখিলচন্দ্র দত্ত ও হরিপদ বসু মজুমদার।

তর্কালঙ্কার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বহু স্মৃতি ও পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ করেন। তাঁহার বক্তৃতা গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় সুললিত সংস্কৃতে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার অনেক উপাদেয় অংশ তিনি বক্তৃতাকালে পাঠ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানা প্রকাশিত হইলে কায়স্থসমাজের বিশেষ উপকার হইবে। সভার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার বক্তব্যের সারমর্ম্ম লিখাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি বক্তৃতা শেষ করিয়া ঢাকা কায়স্থসভার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কারকে সেই লিখিত সার মর্ম্ম পাঠ করিতে ও কায়স্থজাতির ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিবৃত করিতে আদেশ করেন। ঐ লিখিত সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

১। শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ হইতেছে।

২। ঐতিহাসিক প্রমাণেও কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বই প্রতিপন্ন হইবে।

৩। প্রথমাগত পঞ্চকায়স্থের পরিচয়ে তাঁহাদের বীরত্ব, শূরত্ব, কৃতিত্ব ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিষয় জানা যায়। তাঁহারা যে গজ, অশ্ব ও শিবিকারোহণে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন তাহাও প্রণিধানের যোগ্য। ইহা হইতেও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪। কৌলীন্য মর্য্যাদা কায়স্থের দ্বিজাতিত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ। কৌলীন্যরূপ মহাসম্মান শূদ্রকে রাজা কখনও দেন নাই। যে ৯টি গুণে কায়স্থ কৌলীন্যলাভ করেন তাহা দ্বিজাতি ব্যতীত অন্যের হইতে পারে না।

৫। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে অনেক ব্যবধান। কিন্তু কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপনকালে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সেরূপ ব্যবধান ছিল না। একই নবগুণে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কৌলীন্য হয়, ইহাই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সান্নিধ্যের বিশেষ প্রমাণ। তার পর দেখা যায়, রাজা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ উভয়ের বংশকীর্ত্তনে নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয়ের বংশকীর্ত্তন (ক) ব্রাহ্মণেরা করিয়াছেন, শূদ্রের বংশ কীর্ত্তন করেন নাই। ইহাতেও প্রমাণিত হইতেছে যে, কায়স্থ কদাচ শূদ্র নহে, পরন্তু ব্রাহ্মণের অব্যবহিত ক্ষত্রিয় জাতি।

৬। এভেন কায়স্থজাতি দিন দিন শূদ্রাদপি শূদ্র হইয়া যাইবে ইহা আর্য্যসমাজের পক্ষে নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

৭। কেহ কেহ বলেন শব্দকল্পদ্রুমে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কায়স্থের শূদ্রত্বের প্রমাণ দিয়াছেন। রাজা কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত

(ক) নবগুণেন্তু সংযুক্তাঃ কুলীনো দেবতা স্বয়ম্।
মৌলিকা যে বরাজ্ঞেয়া ঘটকাস্তুতি পাঠকাঃ॥
মিশ্রকারিকা।

এই স্থানে ঘটক শব্দে কুলাচার্য্যকে বুঝাইতেছে। কুলাচার্য্যগণ উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতেই নিযুক্ত হইতেন। কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের স্তাবক হইলেন কুলাচার্য্যগণ। ইহাপেক্ষা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ আর কি হইতে পারে? সম্পাদক।

দ্বারা শব্দকল্পদ্রুম লিখাইয়াছেন। কায়স্থজাতির শূদ্রত্বের যে প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা যথার্থ শাস্ত্র বাক্য কিনা, রাজা নিশ্চয়ই তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। শাস্ত্রে কায়স্থের দ্বিজত্ব সম্বন্ধে ব্যতীত শূদ্রত্বের কোন প্রমাণ নাই। কায়স্থের শূদ্রত্ব প্রমাণ পক্ষে যেসকল বচন প্রচারিত হইয়াছে তাহার একটিও মূল শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না।

৮। বাঙ্গালার কায়স্থের অতীত ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, এ জাতির ভিতরে ক্ষত্রিয়োচিত প্রতিভা ও তেজস্বিতা চিরদিন-ই আছে।

৯। ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়নাদি আচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

১০। আর্য্যজাতির বিশেষ লক্ষণ উপবীত। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চ জাতি যে আর্য্য সে বিষয়ে বোধ হয় কেহ সন্দেহ করেন না। কায়স্থগণ যদি আর্য্যই হন, তবে তাঁহাদের উপবীত গ্রহণ কর্ত্তব্য। উপনয়ন সংস্কার না হইলে আর্য্যজাতির মহাসম্পদ্ বেদ এবং এই সংসার-স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার ভেলারূপ যে ব্রহ্মমন্ত্র প্রণব, তাহাতে অধিকার হয় না; বস্তুতঃ আর্য্য বলিয়া পরিচয় দেওয়াই চলে না। (খ)

১১। যে দেশে চতুর্ব্বর্ণ নাই, শাস্ত্রমতে সেই দেশ ম্লেচ্ছদেশ। বাঙ্গলার ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণ বিবিধ বিপ্লবে ভাক্ত (গ) শূদ্র অবস্থাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য কায়স্থকে ভাক্ত শূদ্ররূপ-ই বিবেচনা করিয়াছেন, জাতিশূদ্র মনে করেন নাই।

১২। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই, বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তে ও মহারাষ্ট্রে কায়স্থদের চিরকাল উপনয়ন রহিয়াছে। বাঙ্গলার কায়স্থও কান্যকুব্জ ও আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়াছেন। সুতরাং এককালে তাঁহাদের উপনয়ন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধাদি ধর্ম্ম-বিপ্লবেই যে কায়স্থগণ উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। (ঘ)

১৩। এক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বাঙ্গলার কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করিলে পুনরায় পশ্চিম

(খ) ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ একার্থবোধক শব্দ—
ক্ষত্র শব্দেন কায়স্থাদিয়েতিস্থিতি বাচকঃ।
ততঃ ক্ষত্রিয় শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধাতে॥
তত্ত্বাম্বুধি।

বক্তা বলিলেন যজ্ঞোপবীত ভিন্ন আর্য্য নামের অধিকারী হওয়া যায় না। ফলতঃ নিরুপবীত কায়স্থ, কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন কি? তাহাও পারেন না, তিনি শূদ্রভিন্ন কায়স্থপদবাচ্য নহে। সম্পাদক।

(গ) ভাক্তশূদ্র অর্থাৎ লাক্ষণিকশূদ্র অর্থাৎ শূদ্রাচারী। ৩০ দিনে অশৌচ পালন ও দাস দাসী শব্দ ব্যবহারেই কায়স্থজাতির সর্ব্বনাশ হইয়াছে। উপনয়ন অভাবে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি সম্ভূত কায়স্থ ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, তদনন্তর শূদ্রাচারী হইয়া ভাক্তশূদ্রে পরিণত হইলেন। নরকের তলদেশে নিপতিত হইলেন। অহো! কি পরিতাপের বিষয়। সম্পাদক।

(ঘ) গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থ বিপ্রমানদাঃ।
তত্যাজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
মিশ্রকারিকা।

বৌদ্ধ রাজাদিগের অত্যাচার হইতে ব্রাহ্মণ গুরু পুরোহিতদিগকে রক্ষা করিতে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ নিজজাতীয় স্বার্থ অকাতরে বলিদান করিয়া যজ্ঞোপবীত ও গায়ত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাই বিপ্রমানদা—শব্দ শ্লোকে আছে। আজ সেই কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণসমাজ আমাদের স্বধর্ম্ম উদ্ধার করিতে বাধা দিতেছেন। সম্পাদক।

দেশীয় কায়স্থদের সমধর্ম্মী হইবেন এবং কালক্রমে তাঁহাদের সহিত সম্যক্‌রূপে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবেন, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অনেক বিশিষ্ট সভ্য এইরূপ আশা করেন।

১৪। আমি যথাশাস্ত্র উপবীতী না হইয়াও বেদ পড়িতে পারি, কেহ বাধা দিতে পারে না, এইরূপ ভাবনা ঠিক নহে। ইহা একটী অশাস্ত্রীয়, বিদেশীয় ভাব মাত্র। আর এরূপে বেদপাঠ হাজারের মধ্যে একজনও করিবে কি? তাহাতে জাতির ক্ষুদ্রত্ব ও অন্ধতা দূর হইবে না। উপনয়ন প্রবর্ত্তিত হইলে সকল কায়স্থেরই ধারণা হইবে যে তাহারা বেদাদি শাস্ত্র পড়িতে পারেন এবং অনেকে পড়িবে ইহাও নিশ্চিত। তাহা না হইলে সমাজের প্রকৃত সংস্কার হইবে না।

১৫। উপনয়ন হইলে সমাজের কি পরিবর্ত্তন হইবে তাহা অনেকে জিজ্ঞাসা করেন। উপনয়ন সংস্কার হইলে বেদমন্ত্র উচ্চারণ, যজ্ঞ, পূজা ও দানে অধিকার হয়, তপস্যায় অধিকার হয়। অবশ্য পরের পৌরোহিত্য কার্য্যে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের তাহাতে অধিকার নাই।

১৬। উপনীত কায়স্থের ক্ষত্রিয়োচিত ১২ দিন অশৌচ হইবে। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে শূদ্রের জন্য বিহিত দাস, দাসী পাঠ পরিত্যক্ত হইয়া বর্ম্ম, দেবী ইত্যাদি পাঠ হইবে।

১৭। বাঙ্গলার কায়স্থগণ সন্ধ্যা মন্ত্রগ্রহণে ঔদাসীন্য বশতঃ ক্রমশঃ ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে। বাল্যকালে গায়ত্রীসহ উপবীত গ্রহণ করিলেই ধর্ম্মের সহিত একটা সংযোগসূত্র হইল। ইহাতে সমাজের উপকার হইবে, উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইবে।

১৮। উপনয়ন গ্রহণ করিলে আমি শূদ্র নই, আমি ক্ষুদ্র নই, আমি মহৎ—এই ধারণা আসিবে। এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উন্নতি আসিবে।

১৯। উপনয়ন গ্রহণ না করিয়াও "আমি ক্ষত্রিয়, আমি মহৎ," এইরূপ ধারণা হইতে পারে না কি? কেহ কেহ এই প্রশ্ন করিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের এই রূপ ধারণা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সমগ্রজাতির কি সমাজের বিশেষ উপকার হইবে না। ব্যক্তিবিশেষের ঐ ধারণাও স্থায়ী হইবে কি না তাহাও সন্দেহ।

২০। দুঃসহ পণ প্রথা নিবারণ, আন্তর্গণিক বিবাহ প্রবর্ত্তন ও অন্যান্য সংস্কারসাধনে যে বীরত্ব, যে মানসিক বলও যে উচ্চভাবের প্রয়োজন, উপবীত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা কায়স্থসমাজে আসিবে, এই রূপ আশা করা অন্যায় নহে।

২১। কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন, "উপবীত গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় হইব, কিন্তু ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় কি কার্য্য করিব"? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত কায়স্থের লেখা পড়াই শাস্ত্রবিহিত বৃত্তি; তাহা ত তাঁহারা চিরকালই করিতেছেন। তবে হিন্দুরাজত্বে লেখকতা প্রধানতঃ তাঁহাদেরই কার্য্য ছিল, এক্ষণ অন্যান্য জাতিও তাহা করেন, এই মাত্র বিশেষ।

২২। স্থান বিশেষে দুই একটী শূদ্রও কায়স্থসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু রক্তবিশুদ্ধির গর্ব্ব এ দেশে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণেরাও করিতে পারেন না। যাহা হউক ব্রাহ্মণসমাজের দুরবস্থা প্রায় দূর হইয়াছে;

এক্ষণ কায়স্থসমাজের দুর্দ্দশা ঘুচিলেই বাঙ্গলার আর্য্যসমাজ সুস্থ ও সবল হইবে।

২৩। কেবল কুলীনই কায়স্থ, মৌলিক কায়স্থ নহে, এ ধারণা ভুল। এ বিষয়ে কুল-গ্রন্থই প্রমাণ। মিশ্রগ্রন্থাদিতে দেখা যায় যে পঞ্চ কায়স্থ ব্যতীত আরও বহু কায়স্থ এ দেশে কাণ্যকুব্জ ও অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়াছেন। (ঙ)

২৪। সংস্কারমাত্রই হিন্দুসমাজের গর্ভে থাকিয়া করা উচিত। নিজের জিনিস ত্যাগ করিয়া পরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কল্যাণ হইবে না। বিদেশীয়, বিজাতীয় আদর্শে যদি সব চুরমার করিতে চাহেন, তবে আপনারা দেশ ও সমাজের অকল্যাণ করিবেন। নিজ ধর্ম্মের সংশোধনই সংস্কার, তাহাকে বর্জ্জন করা বা সংহার করার নাম সংস্কার নহে, এ কথা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। (চ)

২৫। অন্যান্য জাতিও সংস্কার চাহে, তাহারা হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের গর্ভে থাকিয়াই উন্নতি চাহে। ইহা বরং শুভ লক্ষণ, এই আকাঙ্ক্ষাই ভাল। ইহাতে কল্যাণাংশই অধিক। আপাততঃ অমঙ্গলের আশঙ্কা হইলেও ভাবী ফল ভাল হইবে, অনেকেরই এইরূপ বিশ্বাস। সকলেই আপন আপন জাতিকে আচার, শিক্ষা ও সভ্যতায় উন্নত করুক; তাহাতে কাহারও হিংসা দ্বেষ না থাকুক।

২৬। আমরা এই গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহা আপনাদিগকে

(ঙ) এই ভ্রমটী কায়স্থসমাজের উন্নতির বিশেষ পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক সভায় আমরা এই ভ্রান্ত ধারণায় অপনোদন করিয়াছি।

কুলীনশ্চ মধ্যল্যশ্চ মহাপাত্রোঽচলোঽপি চ।
চত্বর: শ্রেণয়ঃ এষাং যথা পূর্ব্বং গৌরবম্।

এই চারি শ্রেণীর কায়স্থ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও বারেন্দ্রভূমিতে যেখানে যে বাস করিতেছেন সকলেই চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ ও উপনয়নার্হ। এই সমাজের সকলেই আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বিরাট কায়স্থসমাজ।

সম্পাদক।

(চ) ইংরেজীবিদ্যায় সুশিক্ষিত কেহ কেহ বলেন যে, "বর্ত্তমান সময়ে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ কায়স্থান্দোলনে সমাজের অপকার হইবেক, কারণ ইহাতে জাত্যাভিমান আরও দৃঢ়তর হইয়া সমাজে বিবাদাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে, তাঁহাদের ইচ্ছা চারিবর্ণকে একত্র করা যে তাঁহাদিগের মধ্যে আহারাদি আদান প্রদান সমভাবে চলিতে পারে।" মুষ্টিমেয় শিখদিগের মধ্যে গুরুগোবিন্দ এক সময়ে এই প্রকার একতা সংস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ভারতীয় বিরাট চারিবর্ণে বিভক্ত হিন্দু-জাতি মধ্যে এই প্রকার একতা কি সম্ভব। সহস্রবর্ষ ব্যাপী বৌদ্ধবিপ্লবেও বর্ণমূলক জাতি বিভাগে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতে পারেন যে, যে আভি-জাত্যের শ্রেষ্ঠতা কেবল ব্রাহ্মণগণ মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, সেই শ্রেষ্ঠতা যজ্ঞোপবীত দ্বারা শাস্ত্রা-নুসারে উপযুক্ত জাতি মধ্যে বিস্তারিত হইয়া কতকগুলি শ্রেষ্ঠ জাতিতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে একতাসূত্রে নিবদ্ধ করিতেছে। কি প্রকারে এই একতাধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইবে তাহা মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

আর্য্যং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রা বিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥
১২ অ০। ১০৬।

অর্থাৎ—যিনি ঋষিদিগের ধর্ম্মোপদেশ বেদ শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের সাহায্যে নির্ণয় করেন, তিনিই ধর্ম্ম জানেন, অন্যে জানে না। আমাদিগের বর্ত্তমান আন্দোলন এইভাবে চলিতেছে।

সম্পাদক।

বলিলাম। এক্ষণ যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয় করুন, এই মাত্র আমার বক্তব্য, ইতি।

তর্কালঙ্কারোপনামা—শ্রীকৃষ্ণচরণ শর্ম্মা।

তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাতে পুরীর মহামান্য জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য তীর্থস্বামীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "এই শঙ্কর তুল্য মহাপুরুষ ভারতীয় সাধু মহাত্মাগণের অগ্রণী-রূপে আমাদের সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীকে দিল্লীর দরবার প্রাঙ্গনে নির্ম্মাল্য ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন। সম্রাট্ দম্পতীও মস্তক অবনত করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি কেবল সাধু নহেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যও অনন্য সাধারণ। তিনি দ্বীপান্তর যাত্রাসম্বন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ একখানা পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে আর্য্যগণ অতি প্রাচীন-কালেও দ্বীপান্তর যাত্রা করিতেন, তাহা কখনও পাপজনক বিবেচিত হয় নাই। অনেক সন্ন্যাসী ও রাজা মহারাজা তাঁহার শিষ্য, তিনি শূদ্রকে কখনও দীক্ষা প্রদান করেন না। কাশীমবাজারের মহারাজের কার্য্যাধ্যক্ষ ত্যাগী, সাধুচরিত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে অভিলাষ করেন; তাহাতে স্বামীজী ঘোষ মহাশয়ের জাতি জিজ্ঞাসা করেন এবং শূদ্রকে দীক্ষা প্রদান করেন না ইহাও বলেন। ইহাতে হেম বাবু নিরাশ হইয়া বলিলেন যে তিনি কায়স্থ, দ্বিজাতি নহেন। তাহা শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, কায়স্থ দ্বিজাতি, শূদ্র নহে। কিয়দ্দিন পরে হেম বাবুর সাধুচরিত্র দর্শনে প্রীত হইয়া তিনি তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াছেন। স্বামীজী স্বয়ং হেম বাবুর পুত্রের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিবেন এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কায়স্থের দ্বিজাতত্বের এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতার প্রমাণ আর কিছু হইতে পারে না।"

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ৺কাশীধামের মহাপুরুষ ভাস্করানন্দস্বামী বিক্রমপুর বহরনিবাসী ৺চণ্ডীচরণ বসু চৌধুরীকে এবং বিখ্যাত কায়স্থ ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল চৌধুরীকে স্বয়ং উপবীত প্রদানান্তর দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এ কথা অনেকে অবগত আছেন। ঢাকার ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামীজীও যে সকল কায়স্থকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে স্বয়ং উপবীত প্রদান করিয়া দীক্ষিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার সভা-পতির বক্তব্যের লিখিত সারাংশ পাঠ করিয়া নানা শিলালিপি, তাম্রশাসন, রাজতরঙ্গিণী, আইনি-আকবরী, মুতাখরীণ ও মিশ্র গ্রন্থাদির প্রমাণ উদ্ধার করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। এককালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গলাদেশে হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির মধ্যেই যে লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যু-দয়কালে বাঙ্গলার সমাজ যে অভিনব ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা তিনি যুক্তি প্রমাণ সহযোগে প্রদর্শন করেন। সেন রাজগণের বর্ণ নির্ণয় প্রসঙ্গেও তিনি কয়েকটী যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছেন। মুতাখরীণ ও আইনি-আকবরীর মতে সেন রাজবংশ কায়স্থ ছিলেন। আইনি-আকবরীতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গ-লায় চারিটী কায়স্থ রাজবংশ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছেন—সেনবংশ, পালবংশ, শূরবংশ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভোজবংশ। মুসলমানগণ সেন রাজগণের হাত হইতে বাঙ্গলার সিংহাসন কাড়িয়া লন, সুতরাং তাঁহাদের বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের ভুল হইতে পারে

না। তাম্রশাসনাদিতে সেনরাজগণ ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় ও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তাহাতেও তাঁহারা যে কায়স্থ ছিলেন তাহাই প্রমাণিত হয়। সিন্ধু, বরদা প্রভৃতি দেশে চন্দ্রবংশীয় প্রভু কায়স্থগণ "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" নামে অদ্যাপি পরিচিত আছেন। স্কন্দপুরাণ হইতেও জানা যায় যে "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" প্রভুকায়স্থদিগেরই অপর নাম। কুলগ্রন্থাদিতে বঙ্গজ সমাজের যে ইতিহাস আছে তাহাও সেন রাজগণের কায়স্থত্বই সপ্রমাণ করে।

গিরিশবাবুর বক্তৃতার পর সভাপতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ হয়। (ছ)

শ্রীচন্দ্রকুমার রায়, সম্পাদক।
বরিশাল কায়স্থসভা।

(ছ) নরোত্তমপুরনিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার রায় মহাশয়কে এই প্রবন্ধটী জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম কায়স্থসমাজে সুপরিচিত। বিজয়সেন প্রশস্তির কয়েকটী কঠিন শ্লোকার্থ তাঁহার সাহায্যে আমরা প্রতিভায় প্রকাশ করিয়াছি। "কায়স্থসমাজ-সংস্কার-ব্রতে তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয় এই দুঃসময়ে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক তিনি অধঃপতিত ব্রাহ্মণ-পদদলিত ও লাঞ্ছিত কায়স্থগণের উদ্ধারার্থে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, যৌবনসুলভ সৌম্যমূর্ত্তি, সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য স্মেরচারুতরানন সভা মধ্যে অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করে, আমরা আশা করি, কায়স্থ মহোদয়গণ প্রধান প্রধান সভাতে তাঁহাকে আহ্বান করিবেন। যে ২৬ টী প্রকরণে তিনি কায়স্থ-সাহিত্য মন্থন করিয়াছেন, তাহা পাঠে ব্রাত্য এবং শূদ্রাচারী কায়স্থের জ্ঞানোদয় না হইলে তাঁহার উদ্ধার সুদূর পরাহত। সম্পাদক।

স্বপ্ন-দর্শন।

(মুক্তিবিষয়ক—(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)।

(৬) যেমন—লৌহময় শৃঙ্খলেই হউক, অথবা সুবর্ণশৃঙ্খলেই বা হউক, উভয়বিধ শৃঙ্খলেই সমভাবে আবদ্ধ থাকিতে হয়, কিছুতেই বন্ধনদশার অবসান হয় না; সেইরূপ, মানবগণ শুভ কিংবা অশুভ যে কোন কর্ম্মসূত্রেই আবদ্ধ থাকুক না কেন, কিছুতেই তাহাদের বন্ধনদশার অন্যথা হয় না। সুতরাং মুক্তিলাভের অধিকারীও হয় না। কর্ম্ম শুভই হউক, অথবা অশুভই বা হউক, তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। সুতরাং বন্ধন দশারও অবসান হয় না। কেবল মাত্র নিষ্কাম কর্ম্মই বন্ধনের হেতু হয় না।

(৭) মানবগণের যতদিন পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা নিয়তই নানাপ্রকার শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও শত সহস্র কষ্টসাধ্য কার্য্য (যোগ, যাগ, তপস্যাদি)

সাধন করিলেও, কদাপি তাঁহাদের মুক্তিলাভ হয় না। (১)

(৮) শাস্ত্রাদির যথার্থ মর্ম্ম ও অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া, নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সমস্ত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। এই প্রকারে নির্ম্মলাতমা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের মানসিক অন্ধকার ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া যায়। পরিশেষে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য বিচারপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের আভাস পাইয়া থাকে। (২)

(৯) দেবতাদিগের পিতামহ ব্রহ্মা হইতে অতি ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত, এই ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ, কেবল মাত্র মায়ারদ্বারাই কল্পিত হইয়াছে। কেবল—"একমাত্র ব্রহ্মই সত্য," এই জ্ঞান জন্মিলেই প্রকৃত সুখলাভ হইয়া থাকে।

(১০) যে জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি, এই মায়াময় সংসারস্থিত বস্তুনিবহের, নাম এবং রূপ একেবারে পরিত্যাগপূর্ব্বক, নিত্য ও নিশ্চল পরব্রহ্মের পরমতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ, সেই ব্যক্তিকে, ইহ সংসারের শুভাশুভ কোনরূপ কর্ম্মবন্ধনেই আর আবদ্ধ হইতে হয় না।

(১) যাগ, যজ্ঞ, তপস্যাদি কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞান সাধক ও তজ্জন্য তাহারা মুক্তিপ্রদ, ধর্ম্মশাস্ত্র এই কথা ভূয়োভূয়োঃ বলিয়াছেন। সম্পাদক।

(২) গীতা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের বিস্তার, তৎ ত্বং অসি অর্থাৎ তুমি তাই হইতেছ। গীতার ১৮ অধ্যায় তিন সমানভাগে বিভক্ত প্রথম ষট্‌কে ত্বং পদার্থ অর্থাৎ জীবাত্মা কি, ২য় ষট্‌কে তৎ পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর কি, এবং ৩য় ষট্‌কে অসি অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন যাহাকে নির্ব্বাণ বলে তাহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে। সম্পাদক।

(১১) শত বর্ষকাল নিয়ত জপ, হোম, তপস্যা, যজ্ঞানুষ্ঠান ও শত শত উপবাসাদিতেও জীবের কদাচ মুক্তি লাভ হয় না। কিন্তু "আমি ব্রহ্ম" এই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলেই মানব মুক্তিলাভের প্রকৃত অধিকারী হইয়া থাকে। (৩)

(১২) হে প্রিয় শিষ্য! তুমি জানিবে যে, "আত্মাই সর্ব্বভূতের সাক্ষী স্বরূপ, বিভুঃ, সর্ব্বপূর্ণ, সত্যস্বরূপ, অদ্বৈত এবং পরাৎপর; এবং জীবমণ্ডলীর দেহস্থ হইয়াও, দেহস্থ নহেন।" এই জ্ঞান দৃঢ়তর হইলেই জীবের মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে।

(১৩) এই পরিদৃশ্যমান জড়জগতের, যাবতীয় পদার্থের, রূপ ও নামাদি কল্পনা, নির্ব্বোধ, জ্ঞানরহিত বালকের ক্রীড়নক সদৃশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে পুরুষ ইহা পরিত্যাগপূর্ব্বক, ব্রহ্ম নিষ্ঠাবস্থায় বিচরণ করে, প্রকৃত পক্ষে, সেই ব্যক্তিই মুক্ত পুরুষ সন্দেহ নাই।

(১৪) মানবগণ যদ্যপি মনদ্বারা কল্পিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিপূজার দ্বারাই মোক্ষলাভ করিবার অধিকারী হইতে পারে, তবে তাহারা কখন কখন স্বপ্নাবস্থাতেও রাজত্বপদ লাভ করিয়া থাকে, তাহাতেও ত তাহারা রাজা হইতে পারে! কিন্তু তাহা কি কখন সম্ভবপর হয়? অর্থাৎ মনঃকল্পিত সাকার দেবদেবীর (মূর্ত্তির) আরাধনায় মানবগণ কদাচ মুক্তিপদ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দেবদেবীর

(৩) ইহা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মত, কিন্তু ভারতে অনেকেই দ্বৈতবাদী অর্থাৎ সাকার ব্রহ্মোপাসক। সম্পাদক।

উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কদাপি মুক্তিপদ লাভ হইতে পারে না। (৪)

(১৫) হে সুধীর! মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু ও কাষ্ঠাদি বিনির্ম্মিত কল্পিত দেবতা মূর্ত্তিকে যাহারা পরমেশ্বর জ্ঞানে অথবা তৎস্বরূপে আরাধনা করেন, সেই সকল মূঢ়মানব, অনর্থক কষ্ট মাত্র উপভোগ করিয়া থাকে। কেননা প্রকৃত পক্ষে, তত্ত্ববিজ্ঞান ব্যতিরেকে, অন্য উপায়ে কদর্থই মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। "মোক্ষধর্ম্ম নির্ণয়" প্রস্তাবে মহাদেব কহিয়াছেন—

"মৃচ্ছিলা ধাতু দার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥"

(১৬) লোকে আহারাদি সংযমে ক্লিষ্টদেহ, অথবা নানারসযুক্ত উপাদেয় আহারগ্রহণে পরিপূর্ণোদর হইলেও, একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন কদাচ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

(১৭) বায়ু, পর্ণ, তণ্ডুলকণা অথবা নীর-মাত্র পানপূর্ব্বক ব্রত ধারণ করিলে যদ্যপি মোক্ষলাভ ঘটিত, তাহা হইলে, সর্প, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ এবং জলচর জীবেরাও অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারিত।

(১৮) হে ধর্ম্মানুরাগিন্! "একমাত্র সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম সদা সর্ব্বত্র বিরাজিত" এবম্প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কল্প। ব্রহ্মের ধ্যানে অহঃরহ নিমগ্ন থাকা মধ্যম ভাব। ব্রহ্মের স্তব, স্তুতি এবং নাম জপাদি অধমভাব। আর—ফল, পুষ্প, দূর্ব্বাদল ও নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা যে বাহ্যপূজা করা যায় তাহা অধম হইতেও অধম বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ভবানীপতি মহাদেব ঈশানীকে কহিয়াছেন—

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্য পূজাধমাধমঃ॥"

(১৯) হে ধীমান! শ্রবণ কর। জীবাত্মার ও পরমাত্মার একীকরণের নামই প্রকৃত যোগ, সেবক ও সেব্যবস্তুর ঐক্যই প্রকৃতপূজা। কিন্তু, "পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থই ব্রহ্মময়," এই সমীচীন জ্ঞান জন্মিলেই, যোগ অথবা পূজাদির আর কিছুমাত্রও প্রয়োজন হয় না।

---

(৪) মহাপুরুষের এই উপদেশ আমরা সমীচীন মনে করি না, আমরা তাঁহার সহিত ঐকমত্য হইতে পারিলাম না। শাস্ত্রে আছে—

চিন্ময়স্য দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকনাং হিতার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥

এই শ্লোকটীর অর্থে অদ্বৈতবাদী বলেন যে, ব্রহ্মের কোনও রূপ নাই, তাঁহার আকারাদি মানুষের কল্পিত কিন্তু দ্বৈতবাদী অন্য প্রকারে অর্থ করেন। ব্রহ্মণঃ এই ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত কর্ত্তৃকারকের অর্থ সম্বন্ধ মাত্র নহে, কেন না, রূপকল্পনা শব্দের কর্ত্তার নির্দ্দেশ অবশ্য অপেক্ষিত। তাহা হইলে উক্ত শ্লোকের অর্থ এইরূপ হইতেছে—চিন্ময়, অদ্বিতীয় নিরংশ, অশরীরী ব্রহ্ম উপাসকদিগের মঙ্গলার্থে রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে সমস্ত প্রধান প্রধান শক্তিপুঞ্জের আনন্দময় পুণ্যপ্রতিমা আমরা চিরকাল ভক্তিভাবে পূজা করিয়া আসিতেছি, তাহা মানুষের সৃষ্ট নহে। শ্রীকৃষ্ণ নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

মায়াহ্যেষা ময়াসৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূত গুণৈর্যুক্তং মৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥

হে নারদ! তুমি যে আমকে দেখিতেছ এই মায়াপ্রপঞ্চরূপ আমি-ই সৃষ্টি করিয়াছি, নচেৎ গুণাতীত আমাকে এইরূপে দেখিতে পাইতে না। অবশ্য সমস্তরূপের সম্বন্ধে আমরা এই কথা বলিতে পারি না। সম্পাদক।

(২০) হে মোক্ষাভিলাষিন্! যে ব্যক্তির অন্তঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ পরমজ্ঞান (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্বজ্ঞান) বিরাজিত, তাঁহার জপ, যজ্ঞ, তপস্যা, যম, নিয়ম এবং ব্রতাদির বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন নাই। (৫)

(২১) যোগিগণ যোগবলে যখন পরমাত্মাকে "সত্যস্বরূপ" "সচ্চিদানন্দরূপ," ও "একমাত্র" পরব্রহ্ম," ইহা সম্যক্ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়, তখন স্বভাবতঃই সেই সকল মহাত্মা, পরব্রহ্মের ভাবে বিভোর হইয়া থাকে। তখন স্বভাবতঃই তাহারা পরমাত্মাতে অবস্থিত থাকে। সেই জ্ঞানময় যোগীপুরুষদিগের আর অন্য কোন প্রকার পূজা বা ধ্যানধারণার কিছুমাত্রও আবশ্যক হয় না।

(২২) যে ভাগ্যবান্ পুরুষ "নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময়" ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার ইহসংসারে পাপই বা কি এবং পুণ্যই বা কি আছে? সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাপপুণ্যের অতীত হইয়াছে। (৬) তাহার স্বর্গ বা নরক নাই এবং সেই মানবের পুনর্ব্বার আবির্ভাব নাই ও তিরোভাবও নাই। মেদিনীমণ্ডলে তাহার আরাধনার কোন বস্তুই নাই এবং সে ব্যক্তি কাহারই আরাধনীয়, এমন সে বোধ করে না। সে ব্যক্তি মায়াময় জগতের অতীত পুরুষ।

(২৩) হে প্রীতিভাজন! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, "পরমাত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত অবস্থায় অবস্থিত, কোন বস্তুতেই কদাপি লিপ্ত নহেন।" পরমাত্মার মুক্তি বা বন্ধন নাই। কোন পদার্থ হইতেই তাঁহার মুক্তি কামনা করা যায় না। অজ্ঞান ব্যক্তিবৃন্দই যাহার তাহার নিকট হইতে আত্মার মুক্তিকামনা করিয়া থাকে। আত্মা কোথায় আবদ্ধ যে তাঁহার মুক্তি হইবে?

(২৪) পরমাত্মা স্বকীয় মায়া বলেই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কদাচ মায়ার অধীন নহেন। দেবতাদিগের বিচার ও বিতর্ক দ্বারাও, পরমাত্মার প্রকৃততত্ত্ব জ্ঞানগম্য হইতে পারে না। পরমাত্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবিষ্ট বা লিপ্ত না হইয়াও, প্রবিষ্ট পুরুষের ন্যায় জগতের সর্ব্ব স্থানেই সদা বিরাজিত রহিয়াছেন।

(২৫) এই দৃশ্যমান জগতের যাবতীয় পদার্থের বহির্ভাগে এবং অন্তরে যে রূপ আকাশকে দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ ব্যোম যেমন সমুদায় পদার্থের আধারস্বরূপ বিদ্যমান

---

(৫) এই মীমাংসা আমরা স্বীকার করিতে পারি না, কারণ ব্রহ্মজ্ঞান মনে উদয় হইলেও কর্ম্মের আবশ্যকতা নিয়ত আছে ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষেও যপ যজ্ঞাদি করিতে হইবে। শাস্ত্রকারেরা ভূয়োভূয়ঃ এই কথা বলিয়াছেন। মানুষ চিরদিন-ই অপূর্ণ, সেই পূর্ণানন্দের নিকট অগ্রসর হইতে ক্রিয়ার আবশ্যক।

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং, যথা খেপক্ষিণাঃ গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং, নরোমুচোত রাঘব।
যোগবাশিষ্ঠ—

অর্থাৎ—পক্ষী যেমন উভয়পক্ষ দ্বারা গগণে বিচরণ করে, তদ্রূপ হে রাঘব! মানুষ জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা মুক্তিপথে অগ্রসর হয়।
সম্পাদক।

(৬) মানুষ পাপ ও পুণ্যের অতীত কি প্রকারে হইবে? কারণ কর্ম্ম করিতেই হইবে, কর্ম্মের ফল পাপ ও পুণ্য। সম্পাদক।

রহিয়াছে, পরমাত্মাও তদ্রূপ নিজ সত্তাতে ইহ-জগতে অন্তর ও বাহিরের সাক্ষীস্বরূপ প্রকাশিত রহিয়াছেন।

(২৬) হে শান্তিপ্রিয়! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, পরমাত্মার বাল্যকাল, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা নাই। তিনি কখনও নূতন বা পুরাতন হন না। তাঁহার যৌবন, জরা ও বার্দ্ধক্য নাই। তিনি সদাকাল "সচ্চিদানন্দ" স্বরূপে বিকার বিহীন হইয়া, সমভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।

(২৭) জন্ম, যৌবনকাল ও বৃদ্ধাবস্থা, কেবলমাত্র দেহেরই হইয়া থাকে। পরমাত্মার এ সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন কখনই ঘটে না। যাহাদিগের অন্তঃকরণ মায়াজালে আচ্ছাদিত হইয়া আছে, তাহারাই কেবল এ সকল বিষয় নিরীক্ষণ করিয়াও প্রকৃত বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারে না।

(২৮) যেমন বহুপ্রকার পাত্রস্থিত সলিলরাশির অভ্যন্তরে একমাত্র প্রভাকরের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ একমাত্র সর্ব্বময় পরমাত্মাকেও মায়াবদ্ধ জীবে, বহু প্রকার দেহাশ্রিত বলিয়া, বিভিন্নরূপ মনে করিয়া থাকে।

(২৯) জলের আন্দোলন উপস্থিত হইলে, তাহার অভ্যন্তরস্থিত প্রভাকরের প্রতিবিম্বের যেমন চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হয়; সেইরূপ, জ্ঞানলেশ বিবর্জ্জিত মূর্খ মানবগণ স্বকীয় বুদ্ধির বিকার বশতঃ আত্মারও চাঞ্চল্য অনুমান করিয়া থাকে।

(৩০) ঘটাদির মধ্যবর্ত্তী আকাশ, ঘট ভগ্ন হইলেও, যেমন পূর্ব্ববৎ অবিকৃত থাকে; সেই প্রকার, দেহ বিনষ্ট হইলেও, আত্মা দেহস্থিতবৎই থাকিয়া যান। অর্থাৎ উভয়বিধ অবস্থাতেই আত্মা তুল্যরূপে বিরাজ করেন। আত্মার কোনরূপ ভাবান্তর বা অবস্থান্তর ঘটে না।

(৩১) মানবজীবনে আত্মজ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ইহা সম্যক্ অবগত হইতে পারিয়াছে, সেই ভাগবান জনই নিশ্চিত মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই।

(৩২) জপ, যজ্ঞ, হোমাদি বা তপস্যাদ্বারা অথবা মন্ত্রাদি সাধনবলে, জীব কখনই মুক্তিরূপ শ্রেষ্ঠ সম্পদলাভের অধিকারী হয় না। (৭) যে মানব স্বীয় শক্তিসামর্থ্যে পরমাত্মাকে বিশেষভাবে অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছে, কেবলমাত্র সেই ভাগ্যধর নরই নিঃসংশয়ে মুক্তি লাভ করিতে পারে।

(৩৩) আত্মাই যাবতীয় জীবের পরম প্রিয় পদার্থ। আত্মা ব্যতিরেকে বিশ্বে অপর কোন পদার্থই প্রিয় নহে। আত্মা-সম্বন্ধ আছে বলিয়াই অপর লোকে প্রিয় হইয়া থাকে। আত্মার বিশেষভাবে সংযোগ থাকা হেতু পুত্র কলত্রাদি অধিকতর প্রিয় হইয়া থাকে।

(৩৪) হে সত্যনিষ্ঠ! হে সুবোধ! এই বিশ্ব মায়াময়। মায়ার প্রভাব বশতঃই, জ্ঞান,

---

(৭) কেবল কর্ম্ম দ্বারা মানুষ মোক্ষাধিকারী হইয়াছে। গীতা বলেন—

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।"

তৃতীয় অ০।

জনক, ভগীরথ, অশ্বপতি, অজাতশত্রু রাজর্ষি সকল কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন। যপ, যজ্ঞ, তপস্যাদি দ্বারা মুক্তি হয় না, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। সম্পাদক।

জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই তিনটী পৃথকভাবে প্রতিভাত হইতেছে। এই তিনটীর বিষয় সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে, একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। অপর কোন বস্তুর সত্তা দেখা যায় না।

(৩৫) চিন্ময় আত্মাই—"জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা," ইহা যাহার উত্তমরূপ জ্ঞানগম্য হইয়াছে, সেই মহাত্মাই আত্মবিৎ; অর্থাৎ তাঁহাকেই প্রকৃত পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানী কহা যায়।

(৩৬) একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই নির্ব্বাণ মুক্তির প্রত্যক্ষ কারণ। (৮) হে কৃষ্ণ! তুমি আমার পরমপ্রিয় শিষ্য;—এই নিমিত্তই আমি তোমার নিকট, মুক্তিলাভের মূলীভূত কারণ তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে উপদেশ দিলাম। কুটিচক্র, বহূদক, হংস ও পরমহংস, এই চতুর্ব্বিধ অবধূতের পক্ষেই এই ব্রহ্মজ্ঞান পরম রত্ন বলিয়া জানিবে।

অদ্য আর অধিক কহিব না। সময়ান্তরে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে। এই উপদেশ স্মরণ রাখিও। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা দুই সহোদর সর্ব্বদা জয়যুক্ত হও।

এমন সময়ে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখি, নিদাঘ-মধ্য নিশার কোমল, ধীর ও মৃদু নৈশ-সমীর প্রবাহিত, স্নিগ্ধ-শুভ্র-কোমল-চন্দ্রিকা-বিধৌত, সেই হর্ম্ম্য শিখরেই শয়ন করিয়া আছি। আমার সুখদুঃখভাগিনী, আমার সংসারের একমাত্র কল্পলতিকা, আমার শান্তির স্থল—আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। তিনি পরমসমাদরে, প্রফুল্ল-আস্যে-মধুর হাস্যে, আমার কর ধারণপূর্ব্বক কহিলেন—"রজনী অধিক হইয়াছে, শয়ন করিবে চল।"

দেখিলাম—আমার মস্তকের উপরিভাগ হইতে চন্দ্র নক্ষত্র তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। তখন প্রিয়তমার সহিত ধীরে ধীরে শয়নমন্দিরে গমন করিলাম। ইতি।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা।

---

(৮) কেবল তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি হইবে না, কর্ম্ম ও ভক্তি আবশ্যক। এই সুদীর্ঘ ৩৬ দফার মধ্যে ভক্তির নাম গন্ধ পাইলাম না। বড়ই পরিতাপের বিষয়, "ভক্তি ভিন্ন মুক্তি নাই" লোকে সাধারণতঃ এই প্রকার বলিয়া থাকে। ভক্তি কি? ঈশ্বরে আসক্তির নাম ভক্তি, এই সরস ভক্তি ভিন্ন, শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানে মানবের উত্তমা গতি হয় না। গীতার ১২শ অধ্যায়ের ভক্তিযোগে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি, ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন, মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা, মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।

ভক্তিসহকারে ঈশ্বরে মন সমর্পণ করিয়া, কর্ম্ম করিলেই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। সম্পাদক।

কায়স্থকিঙ্কর সেন।

ইংরেজ শাসনকালে বঙ্গবাসী সাধারণতঃ ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। যদিও কায়স্থ বীর সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস সুদূর ব্রাজিলভূমিতে যথেষ্ট শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করতঃ জগৎবাসীর সম্মুখে বাঙ্গালীজাতির ভীরুতাপবাদ কতকাংশ অপ:

মোদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তথাপি বাঙ্গালীজাতির সাধারণ কলঙ্ক সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয় নাই। কিন্তু চিরকাল বাঙ্গালী জাতি এই প্রকার ভীরু ও দুর্ব্বল ছিল না—পাঠান ও মোগল রাজত্বকালেও বাঙ্গালী কায়স্থগণের আশ্চর্য্য বীরত্ব দর্শনে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের সেই বীরত্বের সংক্ষিপ্ত অথচ মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আজি আমরা গৌড়বঙ্গের ভোজ, শূর পাল ও সেনবংশীয় স্বাধীন কায়স্থ নরপতিগণের কথা বলিতেছি না, অথবা যিনি পাঠান রাজত্বকালেও পাঠানশক্তি সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত করতঃ কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৌড়সিংহাসনে স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই কায়স্থ-কুলসম্ভূত রাজা গণেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি না, কিম্বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থবীর রাজা প্রতাপাদিত্য, চাঁদরায় কেদাররায়, চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র বসু, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য শূর, অথবা ভূষণার মুকুন্দদেবের বীরত্ব ব্যাখ্যানেও নিযুক্ত নহি, অথবা কায়স্থবীর সীতারাম রায়, মোহনলাল কিম্বা শ্যামসুন্দরের অপূর্ব্ব বীরত্ব লিপিবদ্ধ করিতেও লেখনীধারণ করি নাই,—আজি যাঁহার বীরত্ব, তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার কাহিনী পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিতেছি তিনি পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না—তথাপি তাঁহার নাম আমাদের ঐতিহাসিক গবেষণার অভাবে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ মধ্যে সেনবংশীয় কায়স্থগণ শ্রেষ্ঠ মৌলিকের আসনে উপবিষ্ট আছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্য, অত্রি, বাসুকী, আলম্যান, কাশ্যপ ধন্বন্তরি ও মৌদগল্য গোত্রের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। বঙ্গীয় সুপ্রসিদ্ধ সেন রাজবংশ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। আধুনিক শাণ্ডিল্য সেনবংশের সহিত সেনরাজবংশের সম্পর্ক অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। অত্রি ও বাসুকী গোত্রীয় সেনগণের বীজপুরুষ রমানাথ সেন। এই দুই গোত্রীয় সেন গণকে একইবংশীয় বলিয়া অনুমান হয় কারণ বীজপুরুষের নামের সমতা পরিদৃষ্ট হইতেছে, অনুসন্ধান করিলে অন্যান্য পুরুষের নামেরও ঐক্যতা আবিষ্কৃত হইতে পারে। অন্যান্য গোত্রীয় সেন বংশের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সেন বংশসমূহের সম্বন্ধ আলোচনা করাও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সকলে একই বংশের ভিন্ন ভিন্ন শাখা নাও হইতে পারেন। আমাদের আলোচ্য কিঙ্কর সেন পূর্ব্বোক্ত কোন্ সেন বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা পরে বলিব। রিয়াজ-উস্ সালাতিন নামক পারসীভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের গ্রন্থকার গোলাম হোসেন তাঁহার ইতিহাসে কিঙ্কর সেনের কিরূপ পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আমরা প্রথমতঃ তাহাই এস্থলে প্রদর্শন করিব।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সুবাদারী আমলে জিয়াউদ্দীন খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি হুগলীর স্বাধীন ফৌজদার এবং কিঙ্কর সেন তাঁহার অধীনস্থ পেস্কার ছিলেন। পাতসাহের অনুমতিক্রমে নবাব, জিয়া খাঁকে পদচ্যুত করিয়া অলীবেগনামক জনৈক ব্যক্তিকে তৎস্থলাভিষিক্ত করিলে অলীবেগ হুগলীতে উপনীত হইলেন এবং জিয়া খাঁ দিল্লীযাত্রার উদ্দেশ্যে দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন।

অলীবেগ ফৌজদার হইয়া কিঙ্কর সেনকে রাজস্বসংক্রান্ত এবং সেরেস্তার অন্যান্য কাগজসহ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার সাহায্য করার অপরাধে জিয়া খাঁকে দিল্লী গমনে বাধা প্রদান করিলেন। ইহাতে উভয় পক্ষ মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। জিয়া খাঁ ও কিঙ্কর সেন ফরাসডাঙ্গা ও চুঁচুড়ার মধ্যস্থলে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীর সাহায্যে শিবির সংস্থাপন করতঃ সৈন্যসহ যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই বিদ্রোহের বিষয় অবগত হইয়া অলীবেগ নবাবের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—এবং জিয়া খাঁর শিবির হইতে দেড়ক্রোশ দূরে ইদ্‌গানামক মাঠে দেবী দাসের পুকুরের ধারে সসৈন্যে শিবির সংস্থাপন করিলেন। এইরূপে পদচ্যুত ফৌজদার ও নব নিযুক্ত ফৌজদার পরস্পরের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করতঃ উভয়েই গড়বন্দী ভাবে পরস্পরের আক্রমণের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে জিয়া খাঁর প্রতিনিধি মোল্লা তরসন্ তুরানী ও কিঙ্কর সেন ওলন্দাজ ও ফরাসীগণের নিকট হইতে গোপনে গোলাগুলি ও অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। অলীবেগ কিঙ্কর সেনের যুদ্ধকৌশলের বিষয় পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন, সুতরাং নবাবের সাহায্য প্রতীক্ষায় বিপক্ষের সৈন্য আক্রমণে বিরত থাকিয়া কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে কিঙ্কর সেনের আক্রমনে অলীবেগের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল, কিন্তু দলিপ সিংহ হাজারী নবাবের নিকট হইতে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ অলীবেগের সাহায্যার্থে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় অলীবেগ কথঞ্চিৎ বিপন্মুক্ত হইলেন। দলিপ সিংহ হাজারী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে তাঁহারা দলিপ সিংহের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন—এবং কৌশলে জিয়া খাঁর দ্বারা দলিপের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন—সুতরাং দলিপ অসতর্ক ও অসাবধান হইলেন। এদিকে ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের কুট-মন্ত্রণা দ্বারা পরিচালিত হইয়া জিয়া খাঁ একটি প্রতিনিধি দ্বারা একখানি পত্র দলিপ সিংহকে অতি প্রত্যুষে প্রেরণ করিলেন। পত্রখানি দলিপ সিংহের হস্তে প্রদান করিবার জন্য পত্রবাহককে বিশেষরূপে বলিয়া দিলেন।—পত্রবাহককে চিহ্নিত করিবার জন্য তাহার মস্তকে লাল শালের পাগড়ী বান্ধিয়া দিয়া তৎপ্রতি দূরবীক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য রাখা হইল। একটী সুবৃহৎ কামান বারুদ ও গোলাতে পূর্ণ করিয়া শত্রু শিবিরাভিমুখে সংস্থাপিত করা হইল। একজন সুদক্ষ ইংরাজ গোলন্দাজ সঙ্কেতমত কামান দাগিবার ভার গ্রহণ করিল। দলিপ সিংহ স্নান করিবার জন্য মস্তকে ও শরীরে তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন,—এমন সময় জিয়া খাঁর পত্রবাহক তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ জিয়া খাঁর গোলন্দাজ লাল শাল লক্ষ্য করিয়া তোপধ্বনি করিল। নিক্ষিপ্ত গোলা দলিপ সিংহের জানুদেশে পতিত হওয়ায় তাঁহার মৃত দেহ বাতাসে উড়িয়া গেল। উক্ত প্রকারে সেনাপতির আকস্মিক মৃত্যুতে দলিপ সিংহের ও আলীবেগের সৈন্যগণমধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। সুযোগ বুঝিয়া কিঙ্কর

সেন প্রভৃতি জিয়া খাঁর সেনাপতিগণ অলীবেগকে ভীষণবেগে আক্রমণ করিলেন। অলীবেগ উপায়ান্তর না দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করতঃ ভয় ব্যাকুলিত-চিত্তে দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে অলীবেগ দুর্গমধ্যে পলায়ন করিলে জিয়া খাঁ শঙ্কাশূন্য হইয়া দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন কিঙ্কর সেনও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। দিল্লীতে উপনীত হইবার কতিপয় দিবস পরেই জিয়া খাঁর মৃত্যু হইল। তাঁহার দেহান্তর হইলে এই বিবাদের মূলাধার হুগলীনিবাসী কিঙ্কর সেন দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মুর্শিদাবাদ গমন করতঃ নিঃশঙ্কচিত্তে নবাব জাফর খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং দরবারমধ্যে বাম হস্ত দ্বারা নবাবকে অভিবাদন করিলেন। কিঙ্কর সেন বলিলেন "যে হস্ত দ্বারা পাত সাহকে অভিবাদন করিয়াছি সে হস্ত দ্বারা অন্য কাহাকেও অভিবাদন করা অসঙ্গত।" নবাব তাঁহার প্রাক্তন ও বর্ত্তমান অসদ্ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু কিঙ্কর সেনের অপরিসীম ক্ষমতার কথা অবগত হইয়া প্রকাশ্যে তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। বরং বাহ্যিক প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদান করতঃ হুগলীর চাকলাদারের পদে নিযুক্ত করিলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলেই নবাব পালতামাসির সময় হালবকয়া রাজস্ব ও সায়রকর তছরূপের অভিযোগ আনয়ন করিয়া কিঙ্কর সেনকে কৌশলে কারারুদ্ধ করিলেন, এবং বলপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবল বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া কঠোর স্বভাব প্রহরীর তত্ত্বাবধানে রাখিলেন। কিঙ্কর ঐ ঔষধ সেবনের কিয়ৎকাল পরেই ক্রমাগত দাস্ত হওয়ায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ বা তাহার সমকালে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ফরাসডাঙ্গায় "কিঙ্কর সেনের গড়"নামক একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অত্রিগোত্র সেনবংশ বর্ণনায় একজন কিঙ্কর সেনের এই প্রকার বিবরণ উক্ত হইয়াছে, যথা

"দুর্দ্দান্তাগিত বিক্রমা বহতি প্রাগুক্ষণঃ কিঙ্করঃ।
কান্ত এবাস্ত যশোধরাধর শিরো জাতো বলী
শঙ্করাৎ॥"

এই কিঙ্কর সেনকে আলোচ্য কিঙ্কর সেন হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা।

নিবেদন।

বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ সমাজপতিদিগের শ্রীচরণে শত শত প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,—

সংবাদপত্রে দেখিলাম সম্প্রতি ঢাকা জিলার একজন উচ্চশিক্ষিত; ধনবান পরম বুদ্ধিসম্পন্ন, রাজদ্বারে এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ বর্ষীয়ান্ কায়স্থ ভদ্রলোক (ক) সপ্তষষ্ঠি বৎসর

(ক) ইনি পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থসভার সভাপতি রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর বি-এ, বি-এল। সম্পাদক।

বয়সে চতুর্থপক্ষে একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আরও শুনিলাম যে ঐ ভদ্রলোক স্থানীয় কায়স্থসভার সভাপতি এবং ক্ষত্রিয়াচার সম্পন্ন। দুঃখের বিষয়, আমরা ঐ ভদ্রমহাশয়ের সহিত আদৌ পরিচিত নহি এবং তাঁহার পারিবারিক কোন সংবাদ অবগত নহি। এই বিবাহ সম্বন্ধে সামাজিকভাবে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে, এবং আমরা আমাদের সেই বক্তব্য বিনীতভাবে সামাজিক মহাশয়দিগের সমীপে নিবেদন করিতেছি। যদি আমাদের বলিবার রীতির বা ভাষার কোন দোষ থাকে, তাহা সুধীগণ মার্জ্জনা করিবেন এই প্রার্থনা।

প্রথমেই বলিয়া রাখা উচিত যে ব্যক্তিগতভাবে ঐ ভদ্রলোক সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে অভিলাষী নহি এবং তাঁহার এই কার্য্য আমাদের অভিপ্রেত হউক বা না হউক, তাঁহার ব্যক্তিগত কার্য্য সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে আমাদের অধিকারও নাই। সুতরাং এই নিবেদনে তাঁহার প্রতি কোনরূপ ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ করিবার কোন ইচ্ছা আমাদের নাই।

সকল সমাজেই বিবাহ একটী সামাজিক ব্যাপার, সুতরাং কাহারও বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার সামাজিকমাত্রেরই আছে। মুসলমান বা খৃষ্টান সমাজে বিবাহ বর ও কন্যার মধ্যে একটী চুক্তি মাত্র (Civil Contract) হইলেও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে তত্তৎসমাজের সামাজিক ব্যক্তিবর্গের অধিকার আছে, কিন্তু হিন্দুসমাজে বিবাহ একটি প্রধান সংস্কার, ধর্ম্মোপার্জ্জনের উপায় এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। সুতরাং হিন্দুসমাজে বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সামাজিকগণ কেবল অধিকারী তাহা নহে; লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

হিন্দুসমাজে বিবাহ দশবিধ (বৈদিক সময়ে চতুর্দ্দশবিধ) সংস্কারের মধ্যে একটি প্রধান সংস্কার, বৈদিক সাহিত্যে যাঁহাদের জ্ঞান সর্ব্ববাদিসম্মত, তাদৃশ অনেক পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, কোন পুরুষ বা স্ত্রীর একাধিকবার বিবাহে অধিকার নাই (খ) আধুনিক সময়ের অদ্বিতীয় বেদবেত্তা শ্রীশ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিজী স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ক্ষতবীর্য্য-পুরুষ ও ক্ষতযোনি-স্ত্রীরপক্ষে পুনর্বিবাহ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। তাদৃশ পুরুষ অথবা স্ত্রীর পুত্রাভিলাষ থাকিলে শাস্ত্র-সম্মত "নিয়োগ"-ই ব্যবস্থা। অক্ষতযোনি ব্রহ্মচারিণী স্ত্রীর সহিত অক্ষতবীর্য্য ব্রহ্মচারী পুরুষের বিবাহই বেদসম্মত সংস্কার। স্মৃতিশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অস্খলিতবীর্য্য ব্রহ্মচারীকেই কন্যা প্রদানের বিধান আছে। এই বিবাহের আদর্শ যে অত্যুৎকৃষ্ট, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই তবে শাস্ত্রে অবস্থা বিশেষে মৃতদার পুরুষের বিবাহের ব্যবস্থাও আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা কিন্তু নিকৃষ্ট কল্প। শাস্ত্রে মৃতভর্তৃকা মহিলারও পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা আছে,—ইহাও নিকৃষ্ট কল্প।

হিন্দুসমাজে, যে কারণেই হউক, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ অনেক দিন হইতে অপ্রচলিত আছে। পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বর-

(খ) এই সনাতন সত্যটী কায়স্থসমাজের অঙ্গে খোদিত করিতে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় আমরা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়াছি। সম্পাদক।

চন্দ্রবিদ্যাসাগর এবং তন্মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের চেষ্টায় "বিধবা-বিবাহ" রাজদ্বারে বিধিসিদ্ধ বলিয়া স্থির হইলেও সমাজে উহা এখনও চলে নাই। কতকগুলি সহৃদয় পুরুষ বালবিধবার নানাপ্রকার ক্লেশ এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অধঃপতন দৃষ্টে হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে অভিলাষ করেন, সমাজের অনেক ব্যক্তি রক্ষণশীলতা বা কুসংস্কারবশে হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুমহিলার অপ্রতিম পতিব্রত ও ব্রহ্মচর্য্যের মহিমার এবং হিন্দুবিবাহের উচ্চ আদর্শের দোহাই দিয়া ঐরূপ বিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাঁহারা এইরূপ বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করেন, তাঁহারাও বিধবাবিবাহ পক্ষপাতিগণের ন্যায় আর্যধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দেন, কদাপি দেশাচারের দোহাই দেন না। আর্যধর্ম্মশাস্ত্রে হিন্দুবিধবাদিগের পক্ষে (১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) সহমরণ, (৩) পুনর্বিবাহ এই ত্রিবিধ গতি নির্দ্ধারিত আছে এবং ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্প, সহমরণ মধ্যম কল্প ও পুনর্বিবাহ নিকৃষ্ট কল্প তাহাও লিখিত আছে। ইহার মধ্যে সহমরণ রাজবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর যে উপপুরাণের বাক্যানুসারে দত্তাকন্যার পুনর্দ্দান নিষিদ্ধ বলিয়া বিধবাবিবাহও নিষেধ হইয়াছে বলিয়া রক্ষণশীল সম্প্রদায় দোহাই দেন, সেই উপপুরাণের সেই বাক্যাবলীর মধ্যেই দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যাঁহারা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য মাত্র বালবিধবাদিগের একমাত্র গতি বলিয়া বিধান দেন, তাঁহারা শাস্ত্রের ব্রহ্মচর্য্য নিষেধাত্মক বাক্যাবলী স্মরণ করেন না। আবার ঐ উপপুরাণে কমণ্ডলুধারণ, বানপ্রস্থাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণও প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। অথচ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসাশ্রমের মহাত্মাগণ-ই অধুনা সে কালের ঋষি মহর্ষিগণের ন্যায় সমাজে পূজা ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেছেন। প্রকৃত কথা এই যে, আধুনিক হিন্দুসমাজে প্রকৃত শাস্ত্র-বিধি চলিতেছে না, দেশাচার-শাস্ত্রবিহিত-ই হউক, বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ-ই হউক, অদম্যবিক্রমে একাধিপত্য করিতেছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আমরা উপস্থিত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে চলিয়া গিয়াছি এবং বিধবাবিবাহের ওকালতী করিবার অভিপ্রায়ে বৃথা বাগাড়ম্বর করিতেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা অবান্তর বিষয়ে যাই নাই—মনীষিবর্গের নিকট একটু ধৈর্য্য ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করি, তাঁহারা আমাদের বক্তব্যের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। যাহা হউক আমাদের সমাজের অর্থদক্ষ সামাজিকমণ্ডলী কোন অবস্থাতেই দ্বাদশ বা তন্ন্যূন বর্ষীয়া বিধবাবালিকারও বিবাহ চালাইতে প্রস্তুত নহেন। "প্রতিভা"য় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের "নিরঞ্জন বালা" নাম্নী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা প্রকাশিত হওয়ায় এবং উক্ত বিষয়ে সম্মানভাজন সুশিক্ষিত ও বর্ষীয়ান্ সম্পাদক মহাশয়ের নিতান্ত সংযত মন্তব্য পত্রস্থ হওয়ায় অনেক কায়স্থ মহাশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেখিয়াছি। এক্ষণে আমি সেই সকল সামাজিক কায়স্থ মহাশয়দিগকে সসম্মানে জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই সপ্তষষ্টি বৎসর বয়স্ক সুশিক্ষিত পুরুষের পক্ষে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার পাণিপীড়ন কি শাস্ত্রসম্মত, না সামাজিক শোভন ব্যাপার, না দেশের বা সমাজের পক্ষে উত্তম

আদর্শ, না লোকমঙ্গলকর, অথবা ধর্ম্মবর্দ্ধক? এরূপ বিবাহ হিন্দুসমাজে বিরল নহে,—তাহাও আমরা অবগত আছি। সেদিন একজন দেশ-প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বানপ্রস্থাশ্রমোচিত বয়সে একটি অল্পবয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং অত্যল্পকাল পরে ঐ বালিকাবধূ কোন অজ্ঞাত কারণে উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, তাহাও সংবাদপত্রে দেখিয়াছি। এরূপ অসঙ্গত, অধর্ম্মজনক এবং অন্যায়ানুমোদিত বিবাহ হিন্দু-সমাজে বিশেষতঃ উচ্চ শ্রেণীতে বিরল নহে বলিয়াই ইহার প্রতি সামাজিকবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বাইবেলে কথিত আছে Three Scores and Ten বা সপ্ততিবর্ষ মানব পরমায়ু. সাধারণতঃ দেখা যায় পঞ্চাশৎ হইতে সপ্ততিবর্ষের মধ্যে লোকের মৃত্যু হইলে সেরূপ মৃত্যুকে কেহ "অকাল মৃত্যু" বলিতে পারে না। এই বর্ষীয়ান্ বর মহাশয় আর কত দিন জীবিত থাকিবেন? নববধূর অদৃষ্টে বৈধব্য অতি স্পষ্টাক্ষরেই লিখিত রহিয়াছে বুঝিতে পাওয়া যাইতেছে। এরূপ বিবাহে বাল-বিধবাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এইরূপ বিবাহ সমাজের পক্ষে শুভকর কি না তাহা সামাজিকগণের বিবেচ্য। কিন্তু আমরা মনে করি, ইহা সমাজের পক্ষে বিষম অনর্থকারক।

যদি এই বিবাহ সমাজের পক্ষে গর্হিত ও অশুভকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সামাজিকগণ কিরূপে এই প্রথার উচ্ছেদ করিবেন, তাহা স্থির করুন। একটি বাল-বিধবার বিবাহ হইলে, সামাজিকগণ বর, কন্যা, উভয়পক্ষের আত্মীয় এমন কি বিবাহ-সভায় উপস্থিত জনগণেরও অতি কঠিন সামাজিক দণ্ড বিধান করেন। আমাদের সমাজে সাধারণতঃ নারীজাতি অশিক্ষিত এবং সর্ব্বপ্রকারে পুরুষের মুখাপেক্ষী। আমাদের শাস্ত্রে নারীজাতির প্রবৃত্তি-বিশেষ পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক বলিয়া কথিত আছে এবং তাহাদিগের পক্ষে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম—পাককরা, গৃহকর্ম্ম, সন্তানপালন, পতিসেবা ও গুরুশুশ্রূষা—ভিন্ন অন্য অবলম্বন নাই। এরূপ অবস্থায় সহায়-বিরহিত-অধীরা-অশিক্ষিতা-যুবতী রমণী পত্যন্তর গ্রহণ করিলে তাহা সমাজের চক্ষুতে যেরূপ অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার তুলনায় বর্ষীয়ান্, সুশিক্ষিত, কর্ম্মকুশল ও সাংসারিক এবং সামাজিক শতকার্য্যে নিযুক্ত বুদ্ধিমান্ পুরুষ-জীবনের অন্তিমকালে প্রবৃত্তিবিশেষের চরিতার্থতা জন্য একটি নিরীহ বালিকাকে বিবাহ করিলে, তাঁহার অপরাধ কতগুণ অধিক নিন্দনীয়, তাহা কি সমাজ দেখিবেন না? সমাজ নিশ্চয়-ই ইহা দেখিবেন। নচেৎ পক্ষপাতজনিত পাপে এবং মাতৃস্বরূপিনী নারীজাতির অভিসম্পাতে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বর সমাজের, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার অপরাধ ক্ষমা বা উপেক্ষার যোগ্য নহে। গীতাশাস্ত্র যথার্থ-ই বলিয়াছেন,—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে, লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

সাধারণ লোকে শ্রেষ্ঠ লোকের দৃষ্টান্তের সর্ব্বদাই অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং সমাজে পাপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

ইয়ুরোপীয় সমাজে বর্ষীয়ান্ ব্যক্তির বিবাহ হয়, কিন্তু বর্ষীয়ানীর সহিত; উভয়ের ইচ্ছা মত, চুক্তি মত, সুবিধা বিবেচনায় সে বিবাহ হইয়া থাকে। সে বিবাহে কোন পক্ষের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। হিন্দুসমাজে এইরূপ বিবাহে বালিকার সম্পূর্ণ অনভিমতে তাহার পিতা বা অভিভাবক তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

পুনশ্চ,—কায়স্থসমাজ সম্প্রতি সামাজিক কুসংস্কার, কুরীতি প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া, নবোৎসাহে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করতঃ অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সময়, নবজাগরিত কায়স্থসমাজের নেতা বলিয়া পরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির এবম্প্রকার আচরণের সুবিচার জন্য সামাজিকবর্গের নিকট এই নিবেদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। কায়স্থসমাজের দুর্নীতি দূর করিবার সাহস ও সামর্থ্য ভগবান্ আমাদের সামাজিকবর্গকে প্রদান করুন। নিবেদন ইতি।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

আদর্শ বিবাহপ্রথা *

টাকীশ্রীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সৌরীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর সহিত পরলোকগত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন ঘোষ উকীল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লীলাময়ীর শুভ-বিবাহ গত ১০ই মার্চ্চ বুধবার ঢাকানগরে রায় বাহাদুরের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। সৌরীন্দ্রনাথ মধ্যপ্রদেশে এক্‌ষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিসনার-পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার পিতা হরেন্দ্রবাবু নাগপুরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার। হরেন্দ্রবাবু অবস্থাপন্ন লোক, দেশেও তাঁহার প্রচুর ভূসম্পত্তি আছে। নিতান্ত সুখের বিষয় এই যে এই বিবাহে পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষ হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। টাকা পয়সা বা অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে কোন কথাই হয় নাই। বরপক্ষ কন্যা দেখিয়া পছন্দ করিলেন, তাহাতেই সম্বন্ধ স্থির হইল। কন্যাপক্ষ যাতায়াত খরচ দিতে চাহিয়াছিলেন, বরপক্ষ তাহাও গ্রহণ করেন নাই। ঢাকাতে চলন করিয়া কন্যাপক্ষের

* এই বিবাহটী কি প্রকারে আদর্শ মধ্যে পরিগণিত হইল, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থবিবাহে বরপণ প্রায়শঃ গৃহীত হয় না, কিন্তু এই বিবাহটী ক্ষত্রিয়াচারে কি শূদ্রাচারে সম্পাদিত হইল লেখক কিছু মাত্র উল্লেখ করেন নাই। আমাদের সন্দেহ হইতেছে যে, এই বিবাহে দাস দাসী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ও কুশণ্ডিকা, শিলারোহণ, লাজা হোম সপ্তপদী গমন ইত্যাদি ক্ষত্রিয়াচার সুরক্ষিত হয় নাই। যদি না হইয়া থাকে, অতীব দুঃখের বিষয়। অদ্যাপিও শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় উপনীত হন নাই কেন? তাঁহার পিতা স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় কায়স্থসভার একজন নেতা ছিলেন। এই সকল প্রধান প্রধান সুশিক্ষিত কায়স্থমহাত্মাগণ যৎকালে উপনয়নের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তখন কায়স্থসমাজের দশা কি হইবে, আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি। ফলতঃ নিরূপবীতীগণ "কায়স্থ" সংজ্ঞা ধারণ করিতেও অসমর্থ, ইহা কি শূদ্রাচারী কায়স্থগণের মস্তকে একবারও প্রবেশ করে না। ইহাই নরীবর পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিষময় ফল।

সম্পাদক।

বাড়ীতে যাওয়ার ব্যয়ও পাত্রপক্ষই বহন করিয়াছেন। সত্যপ্রসন্নবাবু চলনের আয়োজন করিয়া পাত্র আনিতে পাঠাইলেন, পাত্রপক্ষ বলিলেন, "সে কি, আমরাই যে চলন করিয়া যাইব, সে ব্যয় আমাদের, ইহাই আমাদের নিয়ম।" সত্যপ্রসন্নবাবুর আগ্রহে অগত্যা দুই পক্ষের আয়োজন মিলিত হইয়া চলনটী সুবৃহৎ হইল।

হরেন্দ্রবাবু পুত্রের বিবাহ কলিকাতাতে করাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যপ্রসন্নবাবু শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন তাহাতে অসুবিধা জানাইলে হরেন্দ্রবাবু ঢাকাতে আসিয়া পুত্রের বিবাহ করাইতে স্বীকৃত হইলেন। তখন এই কথাটী মাত্র রাখিলেন যে বিবাহের পর দিনই ঢাকা হইতে পুত্র ও পুত্রবধূসহ ফিরিবেন, যেন ফুলশয্যা কলিকাতাতে হইতে পারে। বিবাহের চুক্তির মধ্যে এই একটী কথা মাত্র হইয়াছে।

বিবাহ হইল; কিন্তু বিবাহকালে, তৎপূর্ব্বে বা পরে কোন বিষয় লইয়া একটু তর্কও হইল না। যশোহর ও বিক্রমপুরে বিবাহ প্রথার সামান্য প্রভেদ আছে, কিন্তু সকল কথাই উত্থাপিত হইতেই মীমাংসিত হইল। হরেন্দ্রবাবুর কতিপয় জ্ঞাতি-বন্ধু ও তাঁহার ভগ্নীপতি লক্ষ্ণৌর স্বনাম প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ওদেদার বরযাত্রীরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌজন্য ও বিনয়পূর্ণ ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। এমনটী ঢাকায় কেহ দেখেন নাই।

সত্যপ্রসন্নবাবু কন্যাকে কি অলঙ্কার পত্র দিলেন, জামাতাকে কি দানসামগ্রী দিলেন, বরপক্ষীয়গণ তৎপ্রতি লক্ষ্যও করেন নাই। করিবেনই বা কেন? কন্যাদাতার কন্যাদানই প্রধান কর্ত্তব্য; তদুপরি যাহা দিতে পারিয়াছেন তাহা দিয়াছেন, তাহার আবার বিচার কি? পূর্ব্ব কথা অনুসারে বিবাহের পরদিন ৯টার মধ্যে বাসীবিবাহ করাইয়া হরেন্দ্রবাবু নববধূসহ কলিকাতা যাত্রা করিলেন, কিন্তু দানসামগ্রীর সকল জিনিসপত্র নিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমার বউ মা যখন যখন ঢাকা আসিবেন তখন তিনি এই সব জিনিস ব্যবহার করিবেন, এই সব আপনার কাছেই থাকুক। এসকল জিনিস লইয়া যাওয়াও আমাদের পক্ষে দুষ্কর।" অগত্যা সত্যপ্রসন্নবাবুর আগ্রহে তিনি রূপা, তামা, কাঁসা, পিতল ও পাথরের জিনিষগুলি লইয়া যাইতে রাজি হইলেন। সত্যপ্রসন্নবাবু কিন্তু খাট ও অন্য দুই একটী ভারী জিনিস ব্যতীত আর সমস্তই প্যাক করিয়া ষ্টেশনে পাঠাইলেন। কুলীন কুলীনের বাড়ীতে যে সামাজিক মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন বরপক্ষ তাহাও নিলেন না।

জামাতা কন্যাসহ চলিয়া গেলেন। কন্যাপক্ষীয়গণ অতিমাত্র আনন্দিত, বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়া যেন বরবধূকে বিদায় দিলেন। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের পুত্রসম্পত্তিশালী মহাজনদিগের, বিশেষতঃ তদ্রূপ কুলীনদিগের চৈতন্য সঞ্চারের জন্যই এই বিবাহের বিবরণ সবিশেষ লিখিলাম। আমরা বরপক্ষকে তাঁহাদের উদারতা ও সৌজন্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি।

যশোহরসমাজে বর, বিবাহের দিন হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত মাংস ভক্ষণ করেন না। এ জন্য বরপক্ষের কেহই কন্যার বাটীতে মাংস

আহার করেন না; অতএব কন্যার পিতার সহিত পাঠা, খাসি লইয়া কলহ করিতেও তাঁহারা অভ্যস্ত নহেন।

যশোহরসমাজে পর্য্যায় লইয়া মারামারি নাই, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। চন্দ্রদ্বীপ, ফরিদপুর ও বিক্রমপুরের তুলনায় যশোহর অঞ্চলের রীতিপদ্ধতি কত শ্রেষ্ঠ, কত উদার!

শ্রীযতীন্দ্রকুমার গুহ ঠাকুরতা।

কিসে কায়স্থসমাজ উন্নত হইবে?

গত পৌষ মাসের নবম সংখ্যা "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা পত্রিকায়" শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীচরণ সরকার মহাশয় "কিসে কায়স্থ-সমাজ উন্নত হইবে?" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটীর, প্রতি-পংক্তিতে, সত্য নিহিত রহিয়াছে। কায়স্থ-জাতি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বলিয়া, শাস্ত্রাদিতে প্রমাণিত হইয়াছে ও তদনুসারী শাস্ত্রজ্ঞ, সম্ভ্রান্ত ও নিষ্ঠাবান্ কায়স্থমহাত্মাগণ উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু সমাজের কতক কায়স্থ-সন্তানগণ, শিক্ষার দোষে, ও বিরুদ্ধবাদিদিগের প্ররোচনায়, শাস্ত্রের মর্ম্ম, হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া উপবীত গ্রহণ করিতেছেন না। বরং তাঁহারা ভূত ভবিষ্যত বিবেচনা না করিয়া উপবীতধারী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, কায়স্থমহাত্মাগণকে তাচ্ছল্য করিতেছেন। উহা তাঁহাদিগের স্বজাতী-প্রেমের অভাব ও অজ্ঞানতার পরিচায়ক। তাঁহারা অজ্ঞানতার জন্য, নৈতিক বল ও স্বজাতি-প্রেম হারাইতে উদ্যত হইয়াছেন। কায়স্থসমাজের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মাগণ, অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত কায়স্থসন্তানগণের অজ্ঞানতা দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমাকর্ষণে আবদ্ধ করতঃ জ্ঞান দান দিয়া সুপথে আনয়ন করিতে বদ্ধপরিকর হউন। বহু কায়স্থসন্তানগণ তাঁহাদের বংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু দারিদ্র্য-নিবন্ধন ও সমাজচ্যুতের ভয়ে বা বিরুদ্ধবাদিদের তর্জ্জন গর্জ্জনে উপবীত গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। কায়স্থ মহাত্মাগণ তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হউন। আমার বিশ্বাস আপাততঃ নিম্নলিখিত মতে কার্য্য করিলে, জ্ঞানহীন কায়স্থসন্তানের জ্ঞানোদয় হইবে, ও উপবীত গ্রহণেচ্ছুক কায়স্থ-সন্তানগণের সাহায্য করা যাইতে পারিবে। তাহা হইলে কায়স্থসমাজের সমস্ত লোক অনতিবিলম্বেই উপবীত গ্রহণ করিবেন। তৎপর অর্থের সংস্থানানুসারে উক্ত সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবিত কলেজ ইত্যাদি স্থাপনের চেষ্টা করিবেন। এবং তদ্ব্যতীত কার্য্যকরী বিদ্যা-দানের ব্যবস্থা করিবেন। কায়স্থসমাজের উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক।

(১) "কায়স্থ পত্রিকা" ও আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা পত্রিকায়", কায়স্থসমাজের উন্নতিকল্পে

কায়স্থসমাজের ধনশালী ও সমাজহিতৈষী মহাত্মাগণের নিকট অর্থভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতে হইবে। এবং সেই অর্থ দ্বারা একটি জাতীয় উন্নতি জন্য ফণ্ড স্থাপন করিবেন।

(২) ক্ষত্রিয়ের সম্মান রক্ষা করিতে হইলে সমাজে সংস্কৃত ভাষা প্রচলন করা নিতান্ত আবশ্যক। তজ্জন্য জাতীয় ফণ্ডের অর্থ দ্বারা এক একটি কেন্দ্র করিয়া লোকসংখ্যা অনুপাতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার টোল স্থাপন করিতে হইবে এবং কায়স্থজাতির উন্নতিপ্রয়াসী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রজ্ঞ কায়স্থ পণ্ডিতগণকে ঐ টোলের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। যেসকল কায়স্থযুবক বাঙ্গলা ও সামান্য ইংরাজী পাঠ করিয়া বেকার অবস্থায় বাটীতে বসিয়া পিতার সঞ্চিত অর্থদ্বারা উদর পূরণ করিতেছেন ও যাঁহারা দরিদ্র স্কুল-কলেজে অর্থাভাবে পড়িতে অক্ষম, তাঁহাদিগকে ঐ টোলে ভর্ত্তি করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে। এবং ঐ টোলের সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পাঠের ব্যবস্থা করিবেন। অবস্থাপন্ন ও মধ্যবিৎ অবস্থার ছাত্রগণের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে ছাত্র বেতন গ্রহণ করিতে হইবে। এবং ঐ ছাত্রবেতনের দ্বারা দূরদেশীয় দরিদ্র কায়স্থ ছাত্রগণের আহারের বন্দোবস্ত করিবেন।

(৩) টোলসমূহের পণ্ডিতমণ্ডলী স্ব স্ব টোলগৃহে সপ্তাহে একদিন নিকটস্থ কায়স্থপল্লীর লোকগণকে বেদ, পুরাণ কায়স্থের বর্ণনির্ণয় প্রভৃতি শাস্ত্র, কায়স্থ পত্রিকার সারাংশ বিষয় ও প্রতাপ আদিত্য সীতারামরায় প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবনীর সারাংশগুলি পাঠ করিয়া শুনাইবেন। তাঁহারা কায়স্থ পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করিবেন এবং যাহাতে কায়স্থসন্তানগণের নৈতিকবল বৃদ্ধি হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

(৪) শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থমহাশয়েরা অশিক্ষিত দরিদ্র কায়স্থসন্তানগণকে ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিবেন। তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন না। সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের মঙ্গলকামনা করিবেন। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে, শরীরের এক অঙ্গ বিকল হইলে অপরাপর অঙ্গও বিকল হইয়া যায় সেইরূপ সমাজের এক স্তরের লোকে ঘৃণিত হইয়া পড়িলে, অপর স্তরের লোকও ঘৃণিত হইয়া যায়।

(৫) কায়স্থসমাজের প্রতিভাশালী অনেক কায়স্থসন্তান অর্থাভাবে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগকে জাতীয় ফণ্ডের টাকা হইতে বিদ্যাভ্যাসের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। এবং ঐ সকল ব্যক্তির নাম পণ্ডিত মণ্ডলী সংগ্রহ করিয়া কায়স্থসভার সভাপতিকে জানাইবেন।

(৬) বিবাহে পণপ্রথায় যাহাতে বিলোপ হয়, পণ্ডিতমণ্ডলী তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। এবং কোনও স্থানে কায়স্থ কোনরূপ বিপদে পড়িলে, তৎক্ষণাৎ কায়স্থসভার সভাপতিকে জানাইবেন। সভাপতির নিকট হইতে উত্তর না আইসা পর্য্যন্ত যে যে প্রতীকারের আবশ্যক হয় তাহা করিবেন।

(৭) কায়স্থসভার সভাপতি বিপন্ন কায়স্থপরিবারের বিপদ দূর করিতে সাধ্য মত চেষ্টা করিবেন।

(৮) টোলের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাদের নিজ নিজ টোলের নিকটস্থ কায়স্থপল্লীর কায়স্থ-

সন্তানগণ যাহাতে উপবীত গ্রহণ করেন তাদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

(৯) টোলের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাদের টোলের চতুঃপার্শ্বের কায়স্থপল্লীর লোকগণের বিবাহ ও শ্রাদ্ধের ব্যয় সংক্ষেপ করার জন্য উপদেশ করিবেন। এবং বিবাহ ও শ্রাদ্ধ ইত্যাদি উপলক্ষে নির্দ্দিষ্ট একটি হার করিয়া কিছু কিছু অর্থ আদায় করিবেন ও উহা জাতীয় ফণ্ডে জমা দিবেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র দেব।

সমালোচনা।

১। কায়স্থ পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩১৮। এই সংখ্যায় "চিত্রগুপ্ত" শীর্ষক একটা প্রবন্ধ আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের লিখিত। পুরাণ প্রথিত ভগবান্ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেব ভারতীয় কায়স্থজাতির আদিপুরুষ। প্রত্যেক কায়স্থই তদীয় নামাগ্রে সম্মান ও ভক্তি প্রকাশক দুইটি শ্রীর সমাবেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় এই চিরন্তনী প্রথা উল্লঙ্ঘন করিলেন কেন? বিশেষ ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—

"শ্রীয়াসহ সমুৎপন্নঃ সমুদ্রমথনোদ্ভবঃ"

লক্ষ্মীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, এমতাবস্থায় তাঁহার নামাগ্রে শ্রী দেওয়া উচিত ছিল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখক, প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের কি প্রকার আকৃতি তাহার উত্তর দিতেছেন। তাঁহার এই প্রবন্ধে আদিদেবের বর্ণ সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। অথচ আদিপুরুষের বর্ণ সম্বন্ধে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় অনেক দিন হইতে তর্কযুদ্ধ চলিতেছে। বিদ্যার্ণবমহাশয় প্রতিভার একজন গ্রাহক। তিনি এই বিষয়টা উপেক্ষা করিলেন কেন? বর্ত্তমান সময়ে অনেক স্থানে কায়স্থসমাজে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের পবিত্র বিগ্রহের পূজা হইতেছে। তাঁহার দেহের বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ কি গৌরবর্ণ (তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভ) হইবে তাহার একটা শাস্ত্রসম্মত মীমাংসা বিদ্যার্ণব মহাশয়ের প্রকাশ করা উচিত ছিল। লেখক মহীধররচিত মন্ত্রমহোদধি পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

কিরীটোজ্জ্বলং বস্ত্রভূষাভিরামং বিচিত্রাসনাসীন-
মিন্দু প্রভাভং।
নৃণাং পাপ পুণ্যানি পত্রে লিখন্তং ভজে চিত্র-
গুপ্তং সখায়ং যমস্য॥

অর্থাৎ তাঁহার বদনমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত এই প্রকার ধ্যানমন্ত্র হইতেই আমাদিগের পরম প্রিয়তম আদিদেবের বর্ণ যে তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ ছিল অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। পুরাণকার যে ভগবানকে শ্যাম বলিয়াছেন তাহার অর্থ গৌরবর্ণ হইতেছে কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে না। আমরা শ্যাম শব্দ সম্বন্ধে আর কিছুই পত্রস্থ করিব না বলিয়াছিলাম, কিন্তু

মন্ত্রমহোদধি হইতে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিলাম তাহার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই সম্বন্ধে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত লেখকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

২। কায়স্থ-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ।—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী দেবশর্ম্মা মহাশয়ের প্রণীত। আমরা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ ভাগে উপনীত হইয়াছি। আমরা গৃহ্যসূত্র পাঠে অবগত হই যে, পুরাকালে ব্রহ্মবাদিনিগণ উপনীতা হইতেন। সকল মহিলাগণ-ই যে উপবীতী হইতেন তাহার প্রমাণাভাব। আধুনিক যুগে শ্রীভাগবতে লিখিত আছে,—

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা।২৫।
প্রথম স্কন্ধ। ৪ অ০।

ভাগবতের এই বহিষ্করণ আদেশটী ব্রাহ্মণগণ বিশেষ যত্নসহকারে পালন করেন। "ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ" ইত্যাদি মার্জ্জনমন্ত্রগুলি সাধারণে পাঠ করিবার নিয়ম নাই। এই মন্ত্রগুলি সামবেদীয় রাগ-রাগিণী-নিবদ্ধ বেদমন্ত্র, ইহা পাঠকালে ব্রাহ্মণের সম্মুখে তাঁহার গর্ভধারিণী কি সহধর্ম্মিণী উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ উহার আবৃত্তি বন্ধ হয়। উপনয়ন দূরে থাকুক, বঙ্গীয় মহিলাগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেও পারেন না। যে সমাজের উৎকৃষ্ট অর্দ্ধাঙ্গ এই প্রকারে অবমানিত তাহার উন্নতি সুদূরপরাহত। শাস্ত্রী মহোদয় ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন, "অতএব আচার্য্যের নিকট উপনয়ন গ্রহণ করিলে যে গায়ত্রী আখ্য ব্রহ্মনাম পাওয়া যায় তাহতেই মুক্তি ইত্যাদি" কিন্তু মনু বলিয়াছেন—

ত্রিপদা চ গায়ত্রীবিজ্ঞেয় ব্রহ্মণোমুখম্।

অর্থাৎ গায়ত্রী ব্রহ্মলাভের উপায়, দ্বারস্বরূপ। শোভনা গায়ত্রী সুন্দরী অমৃত তত্ত্বের প্রফুল্ল মালাদাম হস্তে ধারণ করিয়া ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছেন। ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলেই তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে হইবেক। ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে, শ্রীভগবানকে লাভ করা দুষ্কর। কেন না ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন ভক্তির সমাবেশ হয় না। ব্রহ্মচর্য্যে মানবের আহার, বিহার, নিদ্রা, উপাসনা সংযমিত ও প্রণালীবদ্ধ হয়, তাহাতে শরীর ও মন বলিষ্ঠ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন,—

ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।
অথর্ব্ববেদ ১১।৩।৫।১৮

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই কন্যা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ যুবাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। স্মৃতিশাস্ত্রেও আমরা দেখিতে পাই যে, অক্ষতযোনি ব্রহ্মচারিণী কন্যা অস্খলিতবীর্য্য ব্রহ্মচারীকে বিবাহ করিবেন। স্খলিতবীর্য্য পুরুষের সহিত অক্ষত কি ক্ষতযোনি কন্যার বিবাহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। মৃতদার পুরুষের, অথবা বিধবা রমণীর পুনঃ পত্নী ও স্বামী গ্রহণ শাস্ত্রে বিধান আছে বটে, কিন্তু উহা নিকৃষ্ট বিবাহ। শাস্ত্রসম্মত হিন্দুর বিবাহকাল নির্দ্দেশ করতঃ শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন—"ভগবান্ সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদে বিধান করিয়াছেন যে, "ঊনষোড়শবর্ষায়াম্ অপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে" অর্থাৎ যদি পঞ্চবিংশতি বৎসর পুরুষ, ষোড়শ বর্ষের ন্যূন বয়স্কা পত্নীর গর্ভাধান করেন, তবে সেই শিশু গর্ভেই বিনষ্ট হয় অর্থাৎ অল্পায়ু হয়। সুশ্রুতের মত সমগ্র হিন্দুসমাজ অবনত

মস্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। অধুনা ইহা অপেক্ষা স্বল্পবয়সে বঙ্গসমাজে যেসকল সন্তান জন্মিতেছে তাহারা যে রোগ-শোকে বিজড়িত হইয়া স্বল্পায়ু হইবেক তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই সময়ে শাস্ত্রী মহোদয় বিধবাবিবাহ যে বেদবিরুদ্ধ তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বেদ ও আর্ষবাক্য মন্থন করিয়া বিধবাদিগের বিবাহ বেদসম্মত প্রমাণিত করেন। এইক্ষণে শাস্ত্রী মহাশয়ের ক্ষীণ প্রতিবাদ কার্য্যকরী হইবে না। তদনন্তর পিতামাতার শ্রাদ্ধ তর্পণে যজ্ঞোপবীতের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া পঞ্চমাধ্যায় শেষ হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রাত্যত্ব সম্বন্ধে বিচার করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, স্মরণাতীতকালের ব্রাত্যতা খণ্ডন করিয়া কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণ উপনীত হইতে পারেন। এই প্রকারে নানাবিষয়িনী আলোচনা সম্পূর্ণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের এই গ্রন্থখানি শেষ হইয়াছে। আমাদিগের এই সুদীর্ঘ আলোচনা মধ্যে যে যে বিষয়ে আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত একমত হইতে পারি নাই, তাহার বিশদব্যাখ্যা অথবা প্রতিবাদ করিতে যদি শাস্ত্রী মহাশয় ইচ্ছা করেন, তবে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় আমরা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। পুস্তকখানির ভাষা আরও প্রাঞ্জল হইলে ভাল হইত। ইহাতে অনেক নূতন কথা আছে, প্রত্যেক কায়স্থ ইহা পাঠ করিলে অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবেন। ইতি।

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

আমরা নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে প্রকাশ করিতেছি যে ঢাকানিবাসী প্রসিদ্ধ কায়স্থ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ দেব বর্ম্মা রায় বাহাদুর মহাশয় বিগত ১৫ই মাঘ সোমবার রাত্রিতে সপ্তষষ্টিতম বর্ষে একটী ত্রয়োদশ বর্ষ দেশীয়া কিশোরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ভগবদ্-কৃপায় ঘোষজমহাশয়ের উদ্বাহ শৃঙ্খল পূর্ব্বে তিনবার ছিন্ন হইয়াছিল, কিন্তু বিধাতাকে নির্য্যাতন করিবার মানসেই বোধ হয় রায় বাহাদুর চতুর্থবারে এই মঙ্গল শৃঙ্খল দৃঢ়ীভূত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পরিণয়প্রাঙ্গনে এই বৃদ্ধের সহিত তরুণীর মিলন কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা সভাস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ মহাত্মাগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ঘোষজমহাশয় একজন উপনীত কায়স্থ এবং পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভার সভাপতি। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-পরিপালনার্থায় এই সভার সৃষ্টি হইয়াছে সন্দেহ নাই। আর্য্যগণ বলিতেছেন—পঞ্চাশতে বনং ব্রজেৎ অর্থাৎ পঞ্চাশ বর্ষে উপনীত হইলে বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিতে হইবেক। তৎকালে

মহর্ষি পিতৃদেবানাং, গত্বা নৃণাং যথাবিধি।
পুত্রে সর্ব্বং সমাসজ্য, বসেন্মাধ্যস্থ্যমাশ্রিতঃ॥

২৫৭। মনু ৪র্থ।

অর্থাৎ—ঋষি, পিতৃ ও দেবঋণ পরিশোধান্তে অঋণী হইয়া যোগ্য পুত্রে সংসারের ভারার্পণ করতঃ পুত্র দারা ধন ইত্যাদির মমতা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম বুদ্ধ্যা সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া গৃহে বাস করিবে। অধিক আর কি লিখিব ঘোষ-মহাশয়ের কার্য্য অতীব নিন্দনীয় হইয়াছে এই সম্বন্ধে সত্যবন্ধু দাস মহাশয়ের প্রবন্ধটী বিশেষ দ্রষ্টব্য।

২। আমরা শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে বিগত ১৪ই মাঘ রবিবারে পূর্ব্বাহ্ণ একাদশ ঘটিকার সময় বঙ্গের প্রধান কবি মনোমোহন বসু মহাশয় তাঁহার কলিকাতার বাটীতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থগুলি বর্ত্তমান যুগে বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। আমরা শ্রীভগবান্ সমীপে তাঁহার আত্মার সদগতি ও পরিবারবর্গের সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

৩। যশোহর অন্তর্গত কুড়ালিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র বিশ্বাস দেব বর্ম্মা-মহাশয় "কায়স্থশিক্ষা" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন, তিনি লিখিতেছেন—"চণ্ডীবরপুর, কুড়ালিয়া, বাধাল প্রভৃতি কতকগুলি গ্রামের কায়স্থগণ উপবীতী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে চণ্ডীবরপুরের জনৈক প্রধান কায়স্থ কোনও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করায় ৫৬ খানি গ্রামের ব্রাহ্মণগণ এক যোগে কায়স্থের বাটী যাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। এই সকল ব্রাহ্মণগণমধ্যে পূর্ব্বে সামাজিকতা ছিল না, এইক্ষণে জোট করিয়া সকলকেই এক অন্নভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কেহ কাহাকেও ছোট বলিয়া ঘৃণা করিবেন না। পরস্পরের বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করিবেন। এমন কি বারয়ারিপূজায়ও কায়স্থের দান গ্রহণ করিবেন না। কোনও বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি উপস্থিত হইলে সকল ব্রাহ্মণ মিলিয়া হাট বাজার করিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতিভোজ দ্বারা সুখানুভব করিতেছেন। কায়স্থদিগের সহিত মুখে সদ্ভাব রাখিয়া অন্তরে ঘৃণা করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থদিগের মধ্যে কোনও ঐক্যতা নাই। প্রকৃতই কায়স্থ ঘৃণার পাত্র একটী অপদার্থ জাতি। তাহাদের জাতীয় মিলন নাই। কায়স্থসভা ইচ্ছা করেন যে চারি শ্রেণীর কায়স্থগণ মিলিত হইয়া আদানপ্রদানাদি করিবেন, কিন্তু অধঃপতিত কায়স্থসমাজে উহা কখনও হইবে আশা করি না। আমরা ব্রাহ্মণগণের একতা দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। আমরা আশা করি অধঃপতিত দ্বেষ, হিংসায় জর্জ্জরিত কায়স্থসমাজ ব্রাহ্মণগণের একতার নিদর্শন দেখিয়া একতা শিক্ষা করিবেন। একতা না হইলে কোনও কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। কায়স্থ বলিলে কেবল ক্ষত্রিয় বুঝায় না। দৃঢ়-ব্রত হওয়া চাই। হে অধঃপতিত কায়স্থ-সমাজ! তোমরা ব্রাহ্মণগণের একতা অনুসরণ কর"।

জাতীয় একতা সর্ব্বথা প্রার্থনীয়, কিন্তু কায়স্থগণকে দলিত করিতে ব্রাহ্মণগণের যে একতা উহা অধর্ম্মমূলক কদাপি অনুসরণীয় নহে। পূর্ব্ববঙ্গে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুজাতি অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক, ইহারা প্রায় সকলেই পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে মুসলমানের সাম্যধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। রাজসূয়যজ্ঞের পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মহারাজ ! আপনি বলপ্রকাশপূর্ব্বক দুর্ব্বল শত্রুকে যাতিশয় পীড়িত করেন না ত" ? নারদের এই প্রশ্নে একটী উচ্চ ধর্ম্মোপদেশ নিহিত রহিয়াছে। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে তাড়িত করিলে সেই দুর্ব্বল ব্যক্তি বলসংগ্রহ করিয়া পরিণামে পীড়নকারীর ক্ষমতা বিধ্বস্ত করে ইহাই ইতিহাসের উপদেশ। শিখজাতি সামান্য কৃষকের ন্যায় পঞ্জাবে বাস করিত, মোগলদিগের অত্যাচারে অস্ত্র শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া মোগলরাজ্য বিধ্বংশ করিয়াছিল। যে মুসলমানজাতি পৃথিবীতে এক সময়ে দুর্দ্ধর্ষবিজেতা ছিল, আজ তাহারা ইয়ুরোপ ও এসিয়াতে অত্যাচারে পীড়িত হইতেছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজ যদি এই প্রকারে অন্যায় মতে কায়স্থের প্রতি অত্যাচার করেন, তবে এই কায়স্থগণই বলসংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজের উচ্ছেদসাধন করিবে।

৪। একটীর পর আর একটী জ্যোতিষ্ক কায়স্থাকাশ হইতে বিচ্যুত হইতেছেন। আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বিগত ২৫শে মাঘ বৃহস্পতিবার বঙ্গের প্রসিদ্ধ অভিনয়-কর্ত্তা ও নাটক প্রণেতা গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের বহুবিধ উন্নতি তিনি সাধন করিয়াছিলেন।

৫। বিগত ২৫শে মাঘ অপরাহ্ণ সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে ব্রাহ্মণসংসদের প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত এ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে বাল্যকালে তিনি সংস্কৃত চর্চ্চা ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন অবহেলা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে অনেক পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি আছেন যাঁহারা "ব্রাহ্মণ" শব্দটী বিশুদ্ধভাবে লিখিতে পারেন না। সংসদে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার রায়বাহাদুর ইত্যাদি গণ্যমান্য কয়েকজন লোক উপস্থিত ছিলেন। সংসদের উদ্দেশ্য কি আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সভাস্থ একজন ইংরেজরমণী বলিলেন যে বঙ্গীয় মহিলাগণের উন্নতি না হইলে বঙ্গদেশ উন্নত হইবে না। বালবিধবা-দিগের অবস্থা পরিবর্ত্তন ও স্ত্রীলোকগণের বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা করা আবশ্যক। পণ্ডিত-গণ বৈদিক ও আধ্যাত্ম শিক্ষা দ্বারা দেশকে উন্নত করিবার প্রস্তাব করেন। আমরা জানি না এই সংসদ্ দ্বারা দেশের কি কার্য্য হইবে। ফলতঃ আমাদিগের বিশ্বাস যে বঙ্গ-দেশে পুরুষদিগের অবস্থা অগ্রে উন্নত না হইলে মহিলাগণের উন্নতি অসম্ভব। সভা-পতি চৌধুরী মহাশয় একজন ব্রাহ্মণ, তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে আমরা এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছি যে "ব্রাহ্মণ" শব্দের ধাত্বর্থ আমরা জানি না; ইহা অপেক্ষা শিক্ষিত হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা আর অধিক কি হইতে পারে? ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ ইতিহাস, দেশমধ্যে প্রচারিত করিতে কতকগুলি মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণ দিবারাত্রি প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু গ্রাহক ও পাঠক অভাবে পত্রিকাগুলি সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত, বৃদ্ধি পাইতেছে না। পক্ষান্তরে রাজনৈতিকতরঙ্গে আকণ্ঠনিমজ্জিত পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমলঙ্কৃত হিন্দুমহাত্মাগণ ইংরেজী ভাষার অনুশীলনে ব্যস্ত, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি ঘৃণাপূর্ব্বক

দূরে নিক্ষেপ করেন। স্বদেশী সাহিত্যে এত-দূর বিদ্বেষ আর কোন সভ্যজাতির মধ্যে আছে কি? কিন্তু বৃথা অরণ্যে রোদনে ফল কি, শ্রীভগবান্ বঙ্গদেশবাসী হিন্দুদিগের প্রতিকৃপা-কটাক্ষ করুন।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, অভিষেক উপলক্ষে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ রাজসম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।—আমরা প্রার্থনা করি তাঁহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই সম্মান উপভোগ করুন ও অধঃপতিত কায়স্থসমাজের মঙ্গলার্থে তাঁহাদিগের সামর্থ্য নিয়োগ করুন—

রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় বাহাদুর কাঁকিনা
শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর হুগলী।
,, রায় প্রসন্নকুমার বসু বাহাদুর কৃষ্ণনগর।
,, রায় চণ্ডিদাস ঘোষ বাহাদুর কলিকাতা।
,, রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর বাগবাজার।
,, রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর ভবানীপুর।
,, রায় যোগেশচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর ঢাকা।
,, রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বাহাদুর।
,, রায় হেমেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর খাণ্ডোয়া।
,, রাওসাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ ফরিদপুর।
,, রাওসাহেব নন্দকুমার বসু কলিকাতা।
,, রাওসাহেব শ্যামাচরণ বসু
,, রাওসাহেব সতীশচন্দ্র বসু ডাক্তার।
,, রাওসাহেব অবিনাশচন্দ্র বসু কলিকাতা।
,, রাওসাহেব বসন্তকুমার বসু।
,, রায়বাহাদুর হরিমোহন চন্দ্র কেশার-ই-হিন্দ, সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কবিরত্ন উপাধি।—বিগত ১৩ই আশ্বিন শনিবার মহাষ্টমীর দিবসে নেপাল মহারাজার গুরুদেব ও তাঁহার রাজসভার প্রধান জ্যোতির্বিদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ মিশ্র, পণ্ডিত শঙ্করলাল বেদাধ্যায়ী, পণ্ডিত রামদেব শাস্ত্রী প্রভৃতি বিদ্বৎগণ কোন্নগরনিবাসী আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, জ্যোতিঃশেখর মহাশয়কে কবিরত্ন এই উপনাম প্রদান করিয়াছেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। তিনি স্বভাবকবি ও সুলেখক। তিনি "অঙ্কুর", "স্বদেশী", "মন্দাকিনী", "ভারতদর্পণ", "আলোক", "বঙ্গবন্ধু" প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রাদির সম্পাদক ও সহযোগী-সম্পাদক ছিলেন। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার তিনি একজন হিতৈষী ও সম্প্রতি খ্যাতনামা লেখকগণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। আমরা আশা করি বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দীর্ঘকাল বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজে তাঁহার নবসম্মান সম্ভোগ করতঃ পতিত কায়স্থসমাজের উদ্ধারার্থে বদ্ধপরিকর হউন।

৮। রুক্মিণীহরণ কাব্য।—এই উপাদেয় কাব্যখানি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা কবিভূষণ এম, এ কর্তৃক প্রণীত। বিগত অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিভায় "ভারতেশ্বরাভিনন্দনম্" শীর্ষক কবিতাটী ইহার সরল লেখনী নিঃসৃত। উক্ত কাব্যখানি আমরা আজিও দেখি নাই, কিন্তু বিদ্বৎসমাজে ইহার সমালোচনা দৃষ্টে আমরা মনে করি, উহা একখানি উপাদেয় কাব্য। কবি, বিশেষতঃ প্রতিভাসম্পন্ন কায়স্থকবি আর্য্য-কায়স্থ-

প্রতিভার নিকট সমধিক আদরণীয়। অনেকগুলি সমালোচনার মধ্য হইতে নিম্নে একটী দিলাম। ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত নৈয়ায়িক প্রবর মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় লিখিতেছেন,—

"কবেঃ শ্রীহেমচন্দ্রস্য রুক্মিণীহরণাভিধম্।
কাব্যমালোচ্য তুষ্টোঽহং প্রসাদগুণভূষিতম্॥
স্বভাবশক্তিসম্ভূতং কবিত্বমতিদুর্লভম্।
কবেঃ শ্রীহেমরায়স্য বিবুধং কং ন মোহয়েৎ॥
ভাষাবিত্ত্বা ব্যুৎপত্তিশাস্ত্রে জ্ঞানং যদীক্ষ্যতে।
পাশ্চাত্যশিক্ষাসম্পন্নে প্রায়স্তদতিদুর্লভম্॥
বর্দ্ধতাং কবিতাশক্তিঃ সহজা তে দিনে দিনে।
দীর্ঘজীবী ভবান্ ভূত্বা যুজ্যতামিহ সম্পদা॥"

৯। আমরা গভীর শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কাঞ্চনতলার জমিদার শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা মহোদয় এবং বগুড়া জিলান্তর্গত হিলীর জমিদার রাধাবিনোদ ধর রায় দেববর্ম্মা মহোদয় পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। ইহাঁরা উভয়েই উপনীত কায়স্থ ও বর্ত্তমান কায়স্থ-আন্দোলনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বঙ্গীয় কায়স্থসভায় শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের বদান্যতা, সুপরিচিত। এই দুইটী কায়স্থসমাজের উজ্জ্বল রত্নের তিরোভাবে যে অন্ধকার আচ্ছন্ন করিল, তাহা দূরীভূত করিবার উপযুক্ত লোক আমরা দেখিতেছি না। ইহারা উভয়েই প্রতিভার গ্রাহক ছিলেন, এবং প্রতিভার উন্নতিকল্পে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আমরা শ্রীভগবান্ সমীপে ইহাদিগের উভয়ের আত্মার সদ্গতি ও শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের পরিবারবর্গ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে, এবং রাধাবিনোদ ধর রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী আশালতা দেবী ও তাঁহার পরিজনবর্গকে এই দুর্ব্বিসহ শোকভার বহন সামর্থ্য ও সান্ত্বনা প্রার্থনা করিতেছি। বিগত ২২শে পৌষ রাধাবিনোদ ধর দেববর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সম্রাটকর্ত্তৃক ধন্যবাদ দান।

১০। কলিকাতার নাড়ী-জ্ঞান-দক্ষ কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-ক্ষেত্রে যেসকল আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাঁহার অসাধারণ গুণ সকল স্বীকার করিয়া ভারতীয় রাজন্যবর্গ, সুবিখ্যাত জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ এবং গণ্য-মান্য সংবাদপত্র সকল এ যাবৎ যে সমুদয় উক্তি করিয়াছেন, কবিরাজ মহাশয়ের শিষ্যবর্গ সেই সকল বিবৃত করিয়া একখানা পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। মহামহিম ভারতসম্রাট্ বাহাদুরের কলিকাতা অবস্থানকালে তাঁহার রাজশ্রীর বরাবরে তদীয় প্রাইভেট সেক্রেটরীর হস্ত দিয়া উক্ত পুস্তিকা প্রেরিত হইয়াছিল। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় উহা প্রাপ্ত হওয়ার পরে কবিরাজ মহাশয়কে রাজশ্রীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রাইভেট সেক্রেটরীকে আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে প্রাইভেট সেক্রেটরী মহোদয় কবিরাজ মহাশয়কে সেই ধন্যবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। সম্রাট্ বাহাদুর যে প্রজার গুণ দেখিলে অতীব আহ্লাদিত হন এই ধন্যবাদ দান দেখিয়াও তাহাই বুঝা যাইতেছে। গুণীর প্রতি আমাদের রাজরাজেশ্বরের এই প্রকার আদর দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

বৈদ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ।

১১। কলিকাতায় ৮।৯নং ঝামাপুকুরের বাড়ীতে বৈদ্যক-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত ১১ই ফাল্গুন হইতে অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছে। বিদ্যার্থীকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের বা সুপ্রতিষ্ঠিত সভাবিশেষের উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইবে না। "বিদ্যালয় সমিতি"র অনুমোদিত ছাত্রগণ বিনা বেতনে বা অর্দ্ধ বেতনে পড়িতে পারিবেন। বেতন সর্ব্বশ্রেণীতে মাসিক তিন টাকা, প্রবেশিকা তিন টাকা। দ্বিতীয় বর্ষের ও চতুর্থ বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণছাত্রগণকে উপাধি প্রদত্ত হইবে। কতকগুলি ছাত্রকে অন্নদান করা হইবে। আহারপ্রার্থী ছাত্রকে ৭ই ফাল্গুনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইবে। যোগ্যতম অধ্যাপকগণের হস্তে অধ্যাপনা-ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যা (Anatomy) শরীরক্রিয়া বিজ্ঞান (Physiology) ও দ্রব্যগুণের অধ্যাপনার অতি উত্তম ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র না হইয়াও বিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষা দেওয়া যায়—এতৎ সম্বন্ধে এবং অন্যান্য নিয়মাবলী ও পাঠ্য সূচী পাইবার জন্য ৵১০ আনার টিকিটসহ আবেদন করিতে হইবে।

পর্য্যবেক্ষক,

বৈদ্যক-বিশ্ববিদ্যালয়।

১৪। ২নং বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমরা আশা করি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল জাতির প্রবেশাধিকার আছে। আমরা কায়স্থ যুবকদিগকে অতি সত্বর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে অনুরোধ করি। আয়ুর্ব্বেদ ক্ষত্রিয়ের অধ্যেতব্য। দরিদ্র কায়স্থসমাজ মধ্যে নূতন একটী ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হইলে ক্ষতি কি?

১২। বর্ত্তমান বর্ষে ডাক্তারী পরীক্ষায় (Medical Service Examination) এক জন বঙ্গীয় কায়স্থ কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় যোগ্যতানুসারে দশমস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা হইতে এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে গমন করেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা।

১৩। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার দশম বার্ষিক অধিবেশন আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬শে চৈত্র (ইং ৬, ৭, ও ৮ই এপ্রেল) শনি, রবি ও সোমবার এই তিন দিন রংপুরনগরে সম্পন্ন হইবে। মফঃস্বলস্থ শাখা কায়স্থসভা ও কায়স্থপ্রধান স্থানসমূহ হইতে বর্ত্তমান ফাল্গুন মাসের মধ্যে উক্ত মহাসভায় প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া তাঁহাদের নাম ও ধাম বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সম্পাদক মহাশয়কে কলিকাতা ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীটে লিখিবেন। যাঁহারা কলিকাতা হইতে যাইবেন তাঁহারা উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট রেলভাড়া পাঠাইয়া দিলে তিনি গাড়ী রিজার্ভ করিয়া রাখিবেন। প্রতিনিধিগণের আহার ও অবস্থানের ব্যবস্থা রংপুরের অভ্যর্থনা সমিতি করিয়াছেন। প্রতিনিধিগণ সঙ্গে বিছানা মাত্র লইলেই যথেষ্ট হইবে। যাঁহারা উক্ত সভায় উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা পূর্ব্বেই উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার দেওয়ানবাড়ী, রংপুরে পত্রলিখিয়া জানাইবেন। তাহা হইলে তিনি ষ্টেশন হইতে লইবার সুবন্দোবস্ত করিবেন।

শ্রীশরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা

সম্পাদক।

৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমরা আশাকরি এই বিরাট অধিবেশনে সমগ্র বঙ্গের কায়স্থ প্রতিনিধিগণ যোগদান করিবেন। ইতি

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা
সম্পাদক, ফরিদপুর।

১৪। আমরা গভীর-বিষাদ-সন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের প্রকৃত হিতৈষী, কায়স্থসমাজসংস্কারক ও গ্রন্থকর্ত্তা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জের প্রসিদ্ধ কায়স্থ কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় সমগ্র কায়স্থসমাজকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছেন। তদীয় তিরোধানে বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূর্ণ করিবার শক্তি কাহারও আছে কি না জানি না। শ্রীভগবান্ সমীপে আমরা যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি তাঁহার আত্মার সদ্গতি বিধান এবং তাঁহার যোগ্য পুত্র ও পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন। সম্পাদকস্য।

১৫। অশুদ্ধ সংশোধন—মাঘ মাসের প্রতিভার ৪৭৩ পৃষ্ঠা স্বপ্নদর্শন শীর্ষক প্রবন্ধ।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৭৩	২য়	১২	নিশাকর নীড়জের	নিশাচর নীড়জের
৪৭৪	১ম	১	দিবাকর জীবব্রজ	দিবাচর জীবব্রজ
৪৭৪	১ম	৩১	মধুময়	মধুময়ী
৪৭৪	১ম	২৪	চকোর	চকোর
৪৭৪	২য়	১০	কার্য্যপ্রণালীস্থ	কার্য্যপ্রণালীর
৪৭৪	২য়	২৭	বিনিশ্রিত	বিমিশ্রিত
৪৭৫	১ম	১০	অঙ্কশায়ী	অঙ্কশায়ী
৪৭৫	২য়	১০	দীর্ঘাকায়	দীর্ঘাকার
৪৭৫	২য়	২০	স্বস্থি	স্বস্তি
৪৭৬	১ম	৮	সংস্কারেই	সংস্কারই
৪৭৬	২য়	১১	তত্ত্ববজ্ঞানবলে	তত্ত্বজ্ঞানবলে

১৬। ভ্রমসংশোধন।—বর্ত্তমান ১৩১৮ সনের ফাল্গুন সংখ্যার ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮৮	২য়	১৫	প্রাণানান্তে	প্রাণান্তে
৪২০	১ম	১৮	গুণগানান্	গুণগণান্
৪৯২	২য়	১৪	কর্ম্মানিরত	কর্ম্মে নিরত
৪৯৪	১ম	১৪	মুঝিতে	বুঝিতে
৪৯৪	২য়	১৬	ভূভুজ	ভূভুজ
৪৯৪	২য়	১৬	ভূতিগুপ্তশ্চ	ভুতিগুপ্তশ্চ
৪৯৫	১ম	৯	ভূতি	ভুতি
৪৯৫	১ম	১৯	ভূতি	ভুতি
৪৯৫	২য়	৮	ভূতিদত্ত	ভুতিদত্ত
৪৯৫	২য়	১৩	ব্রাহ্মণত্ত্ম্যাদি	ব্রাহ্মণত্ত্বাদি

সম্পাদকস্য।

প্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তি-স্বীকার।

২২৯।	শ্রীযুক্ত	গোবিন্দচন্দ্র সিকদার রাজবাড়ী, ফরিদপুর।	১৩১৮	১৷০
২৩০।	,,	গঙ্গাচরণ চাকলাদার ভাবকদিয়া ঐ	,,	১৷০
২৩১।	,,	গোপালচন্দ্র ঘোষ কামখ্যা মোহনপুর মাইমনসিংহ	,,	১৷০
২৪০।	,,	যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এ, বি, এল ভবাণীপুর কলিকাতা	১৩১৬। ১৩১৭	৩৲
২৪২।	,,	চন্দ্রমোহন মজুমদার মালদহ	১৩১৭	১৷০
২৪৩।	,,	চারুচন্দ্র মিত্র সোণারপুরা কাশী	ঐ	১৷০
২৪৪।	,,	চারুচন্দ্র মিত্র খুলনা বাজার	ঐ	১৷০
২৪৬।	,,	ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ এম, ডি কাণপুর	ঐ	১৷০
২৪৭।	,,	চপলাচরণ ঘোষ মুন্সীগঞ্জ ঢাকা	ঐ	১৷০
২৪৮।	,,	চন্দ্রকান্ত সিকদার গাড়াখোলা, ফরিদপুর	ঐ	১৷০
২৪৯।	,,	রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর ঢাকা	ঐ	১৷০
২৫০।	,,	চন্দ্রকান্ত বিশ্বাস ভবানীপুর যশোহর	ঐ	১৷০
২৫১।	,,	চন্দ্রকান্ত ঘোষ দস্তিদার, ভবানীপুর কলিকাতা	ঐ	১৷০
২৫৩।	,,	চন্দ্রনাথ সেন দেববর্ম্মা পাঁচুরিয়া যশোহর	ঐ	১৷০
২৬০।	,,	চিন্তাহরণ ঘোষ বাজিতপুর ফরিদপুর	১৩১৮	১৲
২৬১।	,,	চন্দ্রমোহন দেব তেজপুর আসাম	ঐ	১৷০
২৬৯।	,,	জয়কৃষ্ণ বক্সী সরারন্তি বর্দ্ধমান	ঐ	১৷০
২৭০।	,,	জগদ্বন্ধু গুহ দেববর্ম্মা দত্তপাড়া ফরিদপুর	১৩১৭	১৷০
২৭১।	,,	জ্ঞানদাচরণ মজুমদার দেববর্ম্মা গোদাগাড়ী রাজসাহী	ঐ	১৷০

অরবিন্দ দাস (ভোলা)।

নিরুদ্দেশ।

আমার পুত্র শ্রীমান্ অরবিন্দ দাস গত ২৩শে ফাল্গুন বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহার বয়স ১৪। ১৫ বৎসর। লম্বা চেহারা, শ্যামবর্ণ। আগুনের ভাপ্ লাগায় মুখে যেচেত্তার মত কাল কাল দাগ আছে। পরিধানে লাল চুড়ি পাইড়া ধুতি। গাত্রে নীলডোরা দেশী ছিটের একটা সার্ট। সঙ্গে অন্য কাপড় কিম্বা জুতা ছাতি নাই। বিক্রমপুর ব্রাহ্মণগাঁ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িত। তাহার মাতা তাহার জন্য আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, পাগলের ন্যায় দিন রাত্রি কাঁদিতেছে। অরবিন্দের অনুসন্ধানদাতাকে ১০৲ দশ টাকা পুরস্কার দিব। সন ১৩১৮ সাল ২৮শে ফাল্গুন।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

পোঃ ব্রাহ্মণগাঁও, জিলা ঢাকা।

ডাক্তার জে, এন্, মিত্রেরকৃত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক

জ্বরান্তক পাচন।

ইহাতে ব্যবস্থাব লিখিত সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয় যত দিনকার যেরূপ প্লীহা জ্বর হউক না কেন, রীতিমত ঔষধী ব্যবহার করিয়া আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দিব। আরও সুবিধা কোনও বাঁধাবাধি নিয়মের অধীন থাকিতে হয় না। পুরাতন জ্বরে অনায়াসে কলাইর ডাউল ও পুরাতন তেঁতুলের অম্বল খাওয়া যায়। ইহা নিঃশঙ্কচিত্তে পূর্ণ-গর্ভবতীকে ও নবপ্রসূত শিশুকে, সেবন করান যায়। অল্পমূল্যে এরূপ ঔষধ আজ পর্য্যন্ত বঙ্গে আবিষ্কার হয় নাই ইহা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। শত শত প্রশংসাপত্র আছে স্থানাভাবে দেওয়া হইল না। ঔষধের বহুল কাটতি দেখিয়া অনেকে জাল করিতেছে। ঔষধ ক্রয়-কালীন বোতলের মুখে গালার উপর ডাক্তার জে, এন্ মিত্রের সর্ব্বপ্রকার জ্বর-নাশক জ্বরান্তক পাচন বাঙ্গলায় অঙ্কিত দেখিয়া লইবেন। এবং ব্যবস্থাপত্র ও লেবেলে ডাক্তার শ্রীজ্যোতিন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা ইংরেজী হস্তাক্ষর দেখিয়া লইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—১৫ বৎসর বয়সের অধিক হইলে, উক্ত একবোতল পাচন ব্যবহার করিলে নূতন জ্বর নির্দ্দোষ হইয়া আরোগ্য হইবে। ১৫ বৎসরের ন্যূন অর্দ্ধসেরী বোতল ব্যবহারে আরোগ্য হইবে। কেহ কেহ এক বোতল পাচন লইয়া গোষ্ঠি সহিত ব্যবহার করেন, এবং পুন-রায় জ্বর হইলে ঔষধের নিন্দা করেন। ওরূপ করিলে নিজের ক্ষতি ভিন্ন কোনই লাভ নাই ঔষধ ধারে বিক্রয় হয় না। এজেন্টদিগকে সিকি কমিশন দেওয়া হয়। একযোগে এক ডজন ঔষধ না লইলে কমিশন দেওয়া হয় না। বড় একসেরী বোতল ১৲ আধসেরী বোতল ॥৵০ আনা মাত্র।

ডাক্তার শ্রীজ্যোতিন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা, এইচ, এল, এম, এস্। জ্বরান্তক ঔষধালয়। সোমসপুর পোঃ খোকসা, নদীয়া। একমাত্র স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী সাং সোমসপুর। ব্রাঞ্চ ঔষধালয় পুটানবাড়ী স্ট্রীট মাটীগড়া পোঃ দার্জ্জিলিং।

Reg. No. D. 69.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচন।

[চতুর্থ বর্ষ—১২শ সংখ্যা।]

১৩১৮ বঙ্গাব্দ, চৈত্র মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।



সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয় ... পৃষ্ঠা

১। গুরুতত্ত্ব (শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী) ৫৩৩
২। কবিতাগুচ্ছ—(১) সংসার (শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা) ... ৫৩৯
(২) বসন্ত (শ্রীশ্রীশচন্দ্র মৌলিক) ৫৩৯
(৩) দয়াল (শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ দেববর্ম্মা কবিরত্ন) ... ৫৪১
(৪) তুমি আছ কোথায় (শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা) ৫৪২
(৫) রাধার অনুরোধ (শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা) ... ৫৪২
(৬) সূর্য্য (শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা ঘোষ) ৫৪৩
৩। ফাহিয়ান (পূর্ব্বানুবৃত্তি ৬, শ্রীরসিকলাল রায়) ৫৪৩
৪। নামকরণ (পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ, (শ্রীমধুসূদন রায় বিশারদ) ৫৪৯
৫। কায়স্থসম্মিলন (শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত) ৫৫২
৬। ভীমের কলঙ্ক (প্রতিবাদ, শ্রীকালীচরণ সরকার দেববর্ম্মা) ৫৫৬
৭। মহাত্মা চৈতন্যকৃষ্ণনাগের তিরোধানে (শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা) ... ৫৫৯
৮। জেনারেল কালীচরণ ঘোষ (শ্রীভুপালচন্দ্র ঘোষ) ৫৬৩
৯। আন্তর্গণিকবিবাহ (শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা) ৫৬৬
১০। বিবিধপ্রসঙ্গ (সম্পাদক) ৫৭১
১১। বর্ষশেষে (সম্পাদক) ৫৭৩

প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৵০ আনা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১৸০ টাকা মাত্র]

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নম।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

চৈত্র মাস, ১৩১৮।

গুরুতত্ত্ব।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে কলেরা ও বসন্তের ন্যায় আর একটী ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিয়াছে। রোগটী বঙ্গে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে যত প্রবল অন্যান্য স্থানে ততটা প্রবল নহে। স্কুল কলেজ টোল অথবা উপাধি-বিশেষ স্পর্শ করা মাত্রই ঐ ব্যাধি স্পর্শকারীকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া থাকে। আজ কাল রোগটীর সংক্রমণ এতাদৃশ বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে ব্যাধিগ্রস্ত একটীকে স্পর্শ করিয়া লক্ষলক্ষ লোক ঐ রোগগ্রস্ত হইতেছে। পাঠকগণ, হয় ত সকলেই এই অভিনব ব্যাধির নাম শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। রোগটীর নাম উপদেষ্টার পদগ্রহণ—যাহাকে বিজ্ঞের ভাষায় "গুরুগিরি-পদগ্রহণ" বলা যায়। অধুনা রোগটী এমনভাবে বিস্তৃত হইয়াছে যে, সমুদয় সমাজ অন্বেষণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে একটী উপদেশ্য পাওয়া যায় না। কি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কি যুবক-যুবতি, কি বালক—বালিকা, কাল-প্রভাবে আজ সকলেই উপদেষ্টা—সময় বিশেষে সকলেই মুরব্বিয়ানা চালে চলিয়া পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছেন। চিন্তাশীল পাঠক! একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন, ঐ ভীষণ ব্যাধির প্রবলসংক্রমণে সমাজস্থ দুইটীদলের লোকই নির্ম্মূল প্রায় হইয়াছে—উহার প্রবল তাড়নায় যেমন প্রকৃত উপদেষ্টা সমাজ হইতে ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছেন, তদ্রূপ অনন্যচিত্ত উপদেশ্য ব্যক্তির অভাব ঘটিতেছে। যে সমাজে উপদেষ্টা নাই—উপদেশ্য নাই, গুরু নাই—শিষ্য নাই; শিক্ষক নাই—ছাত্র নাই সে সমাজের যদি এত দ্রুত অধঃপতন না ঘটে তবে অধঃপতন হইবে কাহার?

ইদানীন্তন যাঁহারা উপদেষ্টার পদগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে গুরুতাব্যবসায়িগণ প্রধান। "গুরু" না বলিয়া গুরুতাব্যবসায়ী

বলায় অনেকে হয় ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইবার কোন কারণ নাই। কেন না গুরু বলিতে হিন্দুগণ যাহা বুঝিয়া থাকেন—গুরু বলিতে তাঁহাদের মনে যে পবিত্রভাবের উদয় হয়, বর্ত্তমান সময়ের গুরুতাব্যবসায়িগণের আচরণে, তাঁহাদের মনে তাদৃশ ভাবের স্ফুরণ হয় না। হিন্দুর পুরাণ দেখ—হিন্দুর তন্ত্র দেখ যে শাস্ত্র অনুসন্ধান করিবে তাঁহাতেই গুরুর প্রাধান্য দেখিতে পাইবে। হায়! আজ কোথায় সেই গুরু, যিনি ভবসাগর পারের সুদক্ষ কর্ণধার?—কোথায় সেই গুরু, যিনি অজ্ঞান তিমিরান্ধজনের চক্ষু, জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকাদ্বারা উন্মিলিত করিয়া থাকেন? কোথায় আজ সেই গুরু, যিনি হিতোপদেশ দ্বারা শিষ্যের সন্দেহ ছেদন করিয়া পরমপদ প্রদর্শন করিতে সক্ষম? কালপ্রভাবে আর তেমনটি মিলিতেছে না—সহস্র চেষ্টা করিয়াও সমাজে আর তেমন গুরুর দর্শন ভাগ্যে ঘটিতেছে না। তবে শাস্ত্রকারগণের অনুশাসনে, পিতৃপিতামহগণের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহারাদির সংস্কার বশতঃ আধুনিক গুরুতাব্যবসায়িগণই সমাজে গুরু বলিয়া গৃহীত। সমাজ আজ সামান্য কাঁচখণ্ডকে বহুমূল্য হীরক বলিয়া অবাধে গ্রহণ করিতেছেন। হায়! এ প্রহেলিকা কত দিনে ঘুচিবে?—কতদিনে ক্রেতাগণ কাঁচখণ্ডকে পদদলিত করিয়া বিশুদ্ধ হীরক চিনিতে পারিবেন ও সাদরে মস্তকেধারণ করিবেন? এই পরিবর্ত্তনের যুগে কি সেই চির আকাঙ্ক্ষিত যুগ আসিবে না?

গুরু শব্দটী বহু অর্থে প্রযুজ্য, সেই নিমিত্ত অনেকেই গুরু কথাটী লইয়া বড়ই গোলযোগে পতিত হইয়া থাকেন। (১) গুরু শব্দ বৃহস্পতিকে বুঝায়, যথাঃ— "গুরৌ সপ্তাষ্টকঞ্চৈব ত্রিচত্বারিচ ভার্গবে"। জ্যোতিষ। (২) গুরু শব্দ নিষেকাদিকৃৎ বুঝায়, যথাঃ—"নিষেকো গর্ত্তাধানং আদিনা সীমন্তন্নোয়নাদের্মন্ত্র বিদ্যাদানাদেশ্চ গ্রহণং তৎকর্ত্তা পিত্রাদি গুরুঃ স্যাৎ"। ইতি ভরতঃ। (৩) গুরু শব্দ মহান্ বা অত্যন্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথাঃ—"গুরু গম্ভীরবচন"। (৪) গুরু শব্দ দীর্ঘ অর্থে প্রয়োগ হয় যথাঃ—"লঘুগুরুব্যত্যয়েনাপি বহুধা ভবন্তি"। "ছন্দমুঞ্জরী"। (৫) গুরু শব্দে অলঘু বুঝায়, যথাঃ—

"গুরুণীদ্বে রসবতী দ্বয়োর্নৈমিত্তিকোদ্রব"।
"স্পর্শাদয়োঽষ্টৌ বেগশ্চ গুরুত্বঞ্চ দ্রবত্বকম্"॥
ভাষাপরিচ্ছেদঃ।

(৬) গুরু শব্দে হিতোপদেশ প্রদানকারীকে বুঝায়, যথাঃ—"কো বা গুরুর্যোহি হিতোপদেষ্টা।" মণি-রত্ন-মালা। (৭) গুরু শব্দ মন্ত্রদাতাকে বুঝাইয়া থাকে; 'যথাঃ—মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তা।' তন্ত্রসারম্। এইরূপ গুরু শব্দ বহু অর্থে প্রযুজ্য হইলেও আমরা এই প্রবন্ধে মন্ত্রদাতা গুরু সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

শ্রীগুরুতত্ত্ব বলিতে হইলে প্রথমতঃ গুরু কাহাকে বলে তাহাই বলিতে হয়। পরম জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন:—কো গুরুরধিগত তত্ত্ব শিষ্যহিতায়োদ্যতঃ সততম্।" প্রশ্নোত্তর রত্নমালীকা। গুরু কে?—যিনি শ্রীভগবত্তত্ত্ব সম্যক্ অবগত ও সর্ব্বদা শিষ্য হিতে রত তিনিই গুরু। পণ্ডিতাগ্রগণ্য পরমভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই অধিগত তত্ত্বের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন:—"যেই জন কৃষ্ণবেত্তা সেই গুরু হয়।" শ্রীচৈতন্য চরিতা-

মৃত মধ্যলীলা। প্রকৃত গুরু কেবল তত্ত্ববেত্তা হইলে হইবে না,—সর্ব্বদা শিষ্য হিতে রত থাকা চাই। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর কি? যাহা অবলম্বন করিলে জীব ইহকাল পরকালে পরম সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারে—যাহা অবলম্বন করিলে জীব ত্রিতাপজ্বালা ভুলিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়—যাহা ইহলোকে পরলোকে সঙ্গের সঙ্গী জীবের পক্ষে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—'কঃ পথ্যতরো ধর্ম্মঃ।' সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর পথ্য কি?—ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ভিন্ন জীবের পক্ষে আর কেহ প্রকৃত সুহৃদ—প্রকৃত সহায় বা প্রকৃত পথ্য আর নাই। তাই সূক্ষ্মদর্শী পুরাণকার বলিয়াছেন:—

"একোহি জায়তে জন্তুরেক এব বিপদ্যতে।
ধর্ম্মস্তমনুযাত্যেকো ন সুহৃন্নচ বান্ধবাঃ॥"

মৎস্যপুরাণে ২১১শঃ অধ্যায়ঃ।

এ সংসারে একা আসিয়াছ আবার একাই যাইতে হইবে। তখন এক ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন সুহৃদ বা বান্ধব তোমার অনুগমন করিবে না।

সেই জন্য মহর্ষি মনু বলিয়াছেন:—

"এক এব সুহৃদ ধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।"

মনুসংহিতায়াং ৮মঃ অধ্যায়ঃ।

একমাত্র সুহৃদ ধর্ম্মই মৃত্যুকালে অনুগমন করিয়া থাকে। তাই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন:—

"ধর্ম্মো এব প্লবনান্যঃ স্বর্গং দ্রৌপদি গচ্ছতাম্।"

মহাভারতে বনপর্ব্ব ৩১শঃ অধ্যায়ঃ।

হে দ্রৌপদি! স্বর্গে গমন করিবার ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন পথ নাই। সুতরাং যিনি শ্রীভগবত্তত্ত্ববেত্তা—যিনি শিষ্যের ধর্ম্ম-পিপাসা বৃদ্ধি করাইয়া স্বীয় উপদেশামৃত সিঞ্চন করতঃ তাহার তাপিত হৃদয় সুশীতল করিতে সমর্থ, তিনিই গুরু। যিনি অজ্ঞান-তিমির দ্বারা আচ্ছন্ন অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু, জ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকাদ্বারা বিকশিত করিয়াছেন, তিনিই গুরু। যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকারে চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন তৎপদ (সেই পরব্রহ্ম পদ) যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনিই গুরু। অথবা যাহা কর্ত্তৃক, অখণ্ডমণ্ডলাকারে চরাচর পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে তৎপদ (তাঁহার প্রাপ্তি পন্থা) যিনি দেখাইয়াছেন তিনিই গুরু। বিচক্ষণ পাঠক! উপরোক্ত প্রমাণ নিচয় দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, গুরু উপাধিটী কোন বংশ বিশেষে জন্মগ্রহণের ফল নহে—উহা বহু শিক্ষা ও বহু সাধনার ফল।

মণি-মাণিক্য-রত্নাদির সুচতুর ব্যবসায়ী যেমন খনির গর্ভ হইতে নানাবিধ প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া কোন্‌টী হীরক, কোন্‌টী পদ্মরাগ, কোন্‌টী বা সামান্য প্রস্তরখণ্ড, তাহা নির্ণয় করতঃ বহুমূল্য রত্নাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যঋষিগণ লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে, কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত গুরুর উপযুক্ত তাহার লক্ষণাদি স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গুরুর লক্ষণে দেখিতে পাই,—

"শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ মন্ত্র তন্ত্র বিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহেশক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"

তন্ত্রসারম্।

অপিচঃ—

সদাচারঃ কুশলধীঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ পারগঃ।
নিত্যনৈমিত্তিকানাঞ্চ কার্য্যানাং কারকঃ শুচিঃ॥
অপর্ব্বমৈথুনপরঃ পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
গুরুভক্তো জিতক্রোধো বিপ্রাণাং হিতকৃৎ সদা।
দয়াবান্ শীলসম্পন্নঃ সৎকুলীনো মহামতি॥*

ইতি শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃতঃ যুক্তিকল্পতরুঃ।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে যার তার নিকট দীক্ষা লইবার ব্যবস্থা নাই। অনেকের মুখেই শুনিতে পাই যে উপযুক্ত ভাল লোক দেখিয়া গুরু করিবে। আজকাল এই ভাল লোক লক্ষ্য করিয়া বহু উপাধি প্রয়োগ হয়। যথা:—মহাপুরুষ, উন্নতপুরুষ, মহাত্মা, সাধুপুরুষ, ভক্ত, জ্ঞানী, সাধক, সিদ্ধ, যোগী, সন্ন্যাসী, মহাজন, মোহন্ত, বাবাজি, মহারাজ ও ধার্ম্মিক। এতদ্ব্যতীত পুরী, গিরী, ভারতী, হংস, পরমহংস, স্বামী প্রভৃতিও ভাল লোক সংজ্ঞায় অভিহিত। ঐ শব্দগুলির মধ্যে কতকগুলি গৃহী, আর কতকগুলি উদাসীনের প্রতি প্রযুজ্য। তন্মধ্যে ধার্ম্মিক শব্দ সর্ব্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অমুক লোকটী ধার্ম্মিক এই কথা শুনিলেই সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়। উপরোক্ত নামগুলি যে গৌরবপ্রকাশক তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আজন্ম সংস্কারের ফলে, ঐ নামগুলির প্রতি সাধারণের মনে এমন একটী শ্রদ্ধার ভাব আছে যে তাহার বশবর্ত্তী হইয়া অধিকাংশ লোকই, বৈড়ালিক ব্রতাচারী অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগকেও সে আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ কি—যাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আত্মসমর্পণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে সেই সমুদয় সদ্‌গুণরাশি আছে কিনা, তাহার কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না—কিম্বা তাদৃশ বিবেচনার ক্ষমতাও নাই। এইরূপ কপট ধার্ম্মিকদিগকে গুরুজ্ঞানে তাহাদের চরণে আত্মসমর্পণ করায় কত লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ধার্ম্মিক হওয়া বড়ই কঠিন। বৃন্দাবনী পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, অলকাতিলকায় পরিশোভিত হইয়া জপমালিকা হস্তে ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে হাই তুলিয়া 'জয়রাধে গোবিন্দ' বলিলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। রক্তবস্ত্র পরিধান, কপালে সিন্দুরের ফোটা, হস্তে ও গলদেশে রুদ্রাক্ষধারণ, স্কন্ধদেশে পূজোপকরণ সমন্বিত দোদুল্যমান্ ঝুলি, হস্তে ত্রিশূল প্রভৃতি বীরের চিহ্নাদি দ্বারা পরিশোভিত হইয়া, কপালকুণ্ডলার কাপালিকের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে করিতে মুখে 'তারা, তারা,' উচ্চারণ করিলেও ধার্ম্মিক হওয়া যায় না,—সর্ব্বাঙ্গে ফোটা কাটিয়া আড়াই প্রহর বেলা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া ইষ্টদেবতা চিন্তন বা ঈশ্বরোপাসনা করিলেও ধার্ম্মিক হওয়া যায় না—দিবারাত্রে বহুবার কোমর পর্য্যন্ত জলে ধৌত করিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ পর্য্যন্ত ধৌত করিয়া নিরামিষ আহার করিলেও তাহাকে ধার্ম্মিক বলা যায় না। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের লক্ষণগুলি প্রকৃষ্টরূপে যাঁহাতে বিদ্যমান, তিনিই প্রকৃত

* শ্লোক দুইটীতে বিশেষ কোন কঠিন শব্দ না থাকায় বঙ্গানুবাদ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

পক্ষে ধার্ম্মিক। ধর্ম্মের লক্ষণে মহাত্মা মনু বলিয়াছেন—

ধৃতিঃ ক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণং॥

ধৃতি ধৈর্য্য অর্থাৎ প্রলোভনাদিতে মনের চঞ্চলতা উপস্থিত না হওয়া, ক্ষমা—ক্ষমতা সত্বেও অপ্রতিকারেচ্ছা, দম—মনসংযম. অস্তেয়—চুরি না করা, ধী—নিখিলশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান থাকা, বিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা সত্য বাক্যে ও কার্য্যে সম্যক্ সত্যের অনুসরণ করা, শৌচ—বাহ্য ও অন্তঃশুদ্ধি, অস্তেয়—চুরি না করা বা অসরলভাবে কোন কথার অর্থগ্রহণ না করা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—অযথা ইন্দ্রিয় পরিচালনা না করা, অক্রোধ—ক্রোধ না করা, ভগবান্ মনু এই দশটীকে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়াছেন। * সুধু বেশ ধারণ, উপাসনা বা যোগের ভান করিলেই যে ধার্ম্মিক হওয়া যায় তাহা নহে, কেন না ধর্ম্মের লক্ষণে কোথায়ও এমন কথা নাই। সুতরাং যিনি পূর্ণরূপে ঐ দশটী গুণের অধিকারী তিনিই প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক।

* ধর্ম্মের লক্ষণে অন্যান্য শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

(ক) 'অহিংসা লক্ষণো ধর্ম্মো।'
মহাভারতম্।

(খ) 'বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ম্।' শ্রীমদ্ভাগবতম্।

(গ) "পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চপূজনম্।
শ্রদ্ধা বলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়্‌বিধংধর্ম্মলক্ষণং॥"
পাদ্মোত্তরখণ্ডম্।

ধর্ম্মের মূল যথা—

"অদ্রোহশ্চাপালোভশ্চ দমোভূতদয়াতপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমাধৃতিঃ
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদম্॥"
মৎস্যপুরাণম্।

ধর্ম্মাঙ্গানি যথা—

"ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ত্ততে।
দানেন নিয়মে নাপি ক্ষমা শৌচেন বল্লভ।
অহিংসয়া সশান্ত্যাচ অস্তেয়েনাপি বর্ত্ততে।
এতৈর্দ্দশভিরঙ্গৈস্তু ধর্ম্মমেব প্রসূচয়েৎ॥"
পাদ্মোভূমিখণ্ডম্।

এতাদৃশ বহুশাস্ত্রে বহুবিধ ধর্ম্মের লক্ষণ, মূল. ও অঙ্গাদির কথা উক্ত থাকিলেও মনুকথিত ধর্ম্মের দশ লক্ষণেই এ স্থলে ধৃত হইল—

(১) ধৃতিঃ ধৈর্য্যম্ ধারণা। সা ত্রিধাঃ—'সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী।' ধৃতি অর্থ ধৈর্য্য বা ধারণা। উহা সাত্তিকী, রাজসী ও তামসীভেদে তিন প্রকার। বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(২) ক্ষমা-ক্ষান্তিঃ। বৃহস্পতি বলিয়াছেন :—

"বাহ্যে চাধ্যাত্মিকে চৈব দুঃখে চোৎপাদিতে কচিৎ।
ন কুপ্যতি ন বা হন্তি সা ক্ষমা পরিকীর্ত্তিতা॥"
একাদশীতত্ত্বম্।

অপিচঃ—

"আক্রেষ্টোঽভিহতো যস্তু নাক্রোশেন্নহনেদপি।
অদুষ্টৈর্বাঙ্মনঃ কায়ৈস্তিতিক্ষুশ্চ ক্ষমাস্মৃতা॥"
মাৎস্যে ১২০শ অধ্যায়।

(৩) 'দমঃ বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।'
বেদান্তসারঃ।

অপিচ—

"কুৎসিতাৎ কর্ম্মণো বিপ্র যচ্চ চিত্ত
নিবারণম্"।
স কীর্ত্তিতো দমঃ প্রাজ্ঞৈঃ সমস্ত
তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

পাদ্মে ক্রীয়াযোগ সারে।

"দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১শঃ।

(৪) অস্তেয়ং—'মনসাপি পরস্বা-গ্রহণম্।' শ্রীধরস্বামী।

(৫) শৌচম্—শুদ্ধম্। যথা বৃহস্পতিঃ—

"অভক্ষ্য পরিহারস্তু সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
স্বধর্ম্মে চ ব্যবস্থানং শৌচমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥

একাদশীতত্ত্বম্

(৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ—'অন্তরেন্দ্রিয় সংযমঃ।'

(৭) ধীঃ—বুদ্ধিঃ ইত্যমরঃ।

(৮) সত্যম্—যথার্থম্। যথা—

"যথার্থ কথনং যচ্চ সর্ব্বলোক সুখপ্রদম্।
তৎসত্যমিতি বিজ্ঞের মসত্যং তদ্বিবর্য্যয়ম্॥"

পাদ্মেক্রীয়াযোগসারে ১৬শঃ অধ্যায়ঃ।

অপিচ—

সত্যেন লোকং জয়তি সত্যন্তু পরমং তপঃ।
যথাভূত প্রসাদস্তু সত্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥

কৌর্ম্মে উপবিভাগে ১৪ শঃ অধ্যায়ঃ।

অপিচ— "নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে জন্মখণ্ডে ৯৫শঃ অধ্যায়ঃ।

অপিচ— "সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম।" শ্রুতি।

(৯) বিদ্যা—'বিদ্যাত্মনিভিদাবাধঃ।' শ্রীমদ্ভাগবতম্। আত্মাতে অভেদ জ্ঞানের নাম বিদ্যা।" "নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধি র্বিদ্যেতি ভণ্যতে॥" অধ্যাত্মরামায়ণম্। এই স্থূল শরীর আমি নহি, সচ্চিদানন্দময় আত্মাই আমি ইত্যাকার জ্ঞানের নাম বিদ্যা।" সর্ব্বৈব ভাবনাবুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্যভিধীয়তে।" সর্ব্বএব ভাবনাবুদ্ধিকে বিদ্যাবলে॥

(১০) অক্রোধঃ—সর্ব্বতোভাবে ক্রোধ পরিত্যাগ করা। শ্রীভগবান্ ক্রোধকে নরকের দ্বার বলিয়াছেন, কেননা রজগুণ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি—"ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

শ্রীমদ্ভগবদগীতা।

শ্রীগুরুতত্ত্ব বলিতে বলিতে উপরোক্ত প্রমাণ নিচয়ের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিমিত্ত উহা প্রদত্ত হইল। প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে ঐগুলির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল না। যাঁহারা ভাল সংস্কৃত জানেন না। তাঁহারা এগুলি পরিত্যাগ করিলেও মূলপ্রবন্ধ বুঝিতে কোনরূপ কষ্ট হইবে না। উপরোক্ত লক্ষণগুলির যথাযথ আচরণই প্রকৃত তপস্যা। তপস্যা তিন প্রকার কায়িক বাচনিক ও মানসিক। শারিরীক তপার্থে শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি, বাচিক তপার্থে সত্য বাক্য প্রভৃতির প্রয়োগ, ও মানসিক তপার্থে বিদ্যা, অক্রোধ, ধী, ক্ষমা প্রভৃতির অনুশীলন করিতে হয়। যিনি এই ত্রিবিধতপে সিদ্ধ তিনিই প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক। সুতরাং ধার্ম্মিক গুরু বলিলে কি প্রকার ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তাহার নির্ণয়ের ভার বুদ্ধিমান পাঠকের উপর রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।
উথলী।

কবিতাগুচ্ছ।

সংসার। ১।

এ যে রে এমন ধাম,
আগে যদি জানিতাম,
তা হ'লে কি এই ফাঁসি পরিতাম সাদরে?
কত গুল্ম কাঁটা স্তূপ,
কত গর্ত্ত শুষ্ক কূপ,
পঙ্কিল করিছে ধরা ছায়াবাজী আকারে।১।
সংসারের সুখরাশি,
যেন স্বপনের হাসি,
মুহূর্ত্তে মিলায়ে যায় ভবিষ্যত আঁধারে।
তাই ত মনের খেদে,
দিবা নিশি কত কাঁদে,
তাপিত পরাণ কত শত দুঃখ-প্রহারে।২।
পাপের পঙ্কিল স্রোতে,
অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে,
ভেসে যাই অবিরাম এ দুরন্ত সংসারে।
পরস্পর দ্বেষাদ্বেষী,
পরস্পর রোষা রোষী,
হায় রে কিসের তরে বৃথা এই প্রাণাধারে।৩।
কঠিন পাষাণ স্তরে,
সৃজিয়াছ এ ধরারে,
সৃজিলে না কেন তবে ওহে দয়াময়?
দৃঢ়তর বজ্রসারে,
মৃত্যুশীল মানবেরে,
রুক্ষ প্রাণে তিক্ত বিষ সহিতে হেলায়?৪।
নদীতে নদেতে যাঁর,
প্রেম স্রোত অনিবার,
বহে কি সে স্রোত এই দুর্নিবার সংসারে?
বিলাসে অন্তর্যামী
কাহারে দেখাব আমি,
যে আগুন দিবা-নিশি জ্বলিতেছে অন্তরে।৫।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

বসন্ত। ২।

শিশির অন্তে নব বসন্ত
আইল ঋতুরাজ,
অঙ্গে ঝলকে স্বর্ণ-সুষমা
শিরে মরকত তাজ।১।
ঐন্দ্রজালিক কণকদণ্ডে
মৃদু পরশন মাত্র,
সুপ্ত প্রকৃতি লুপ্ত জড়িমা
চমকি মেলিল নেত্র।২।
অমনি বহিল কোমল মলয়
কি যেন কহিল কর্ণে,
দ্রুমলতাদল আকুল পুলকে
শোভিল বিবিধবর্ণে।৩।

তাম্র পাটল নূতনপত্রে
আবরি পীবর অঙ্গ;
মহামহীরুহ লভিল মন্ত্র
কত্র ব্রততী সঙ্গ।৪।

শুভ্র লোহিত ফুল্ল কুসুম
পাণ্ডু কোরক গুচ্ছ,
শ্যামলপত্র মরি কি চিত্র!
তুচ্ছ ময়ূর পুচ্ছ।৫।

বনানীবৃন্দে নয়নানন্দ
সুন্দর নবদৃশ্য—
তীব্র চটুল স্পন্দ পুলকে
চঞ্চল সারা বিশ্ব।৬।
চূত মুকুল গন্ধ লোলুপ
মধুপপুঞ্জ গুঞ্জে,
পঞ্চমে কল মঙ্গলগীতি
কোকিল কুহরে কুঞ্জে।৭।

মধুর কণ্ঠ বহু বিহঙ্গ
নবপল্লব বৃক্ষে,
হৃষ্ট মানসে মিষ্ট কাকলী
ঢালিছে অন্তরীক্ষে।৮।

প্রণয়সিক্ত প্রগাঢ় রক্ত
প্রণয়ি মানসপদ্ম,
বিকসি সদ্যঃ হ'ল অপূর্ব্ব
ভাব-বিভব—সদ্ম।৯।
শুভ্র জোছনা ধৌত রজনী
স্নিগ্ধ কুসুমগন্ধ,
মুক্ত আকাশে বিতরে নিত্য
নৈশসমীর মন্দ।১০।
শিশির অন্তে এস, বসন্ত,
মোহনকান্ত মূর্ত্তি,
তব উদয়ে লভুক পৃথ্বী
নিত্য নূতন স্ফূর্ত্তি।১১।
মৃত্যু শীতল রুগ্ন পরাণে
সঞ্চরি নবশক্তি,
এস বসন্ত নবীন জীবন
পুরাতন হতে মুক্তি?১২।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মৌলিক।

দয়াল। ৩।

এম্‌নি দয়াল, এম্‌নি দয়া,
এম্নি গো ত'ার স্নেহের ভাষা।
প্রাণ গল'য়ে, মন ভুলায়ে,
কর্‌তে চায় সে মেলা মেশা॥
চাইনা আমি, সে চায় মোরে,
এই জ্বালাতেই জ্ব'লে মরি।
পরের জ্বালায় আপনি জ্বলে
কি দয়া ত'ার মরি মরি॥

অযাচিত ভালবাসা তা'র,
কর্‌লে পরেও প্রত্যাখ্যান।
ঘুরে ফিরে আবার আ'সে
এম্নি গো তা'র স্নেহের টান॥
তা'র দয়ার কি আছে সীমা?
তা'র দয়ার কি আছে শেষ?
আকাশ, পাতাল, জগৎজোড়া
তাহার স্নেহের মোহনবেশ॥

তা'র দয়া যে অযাচিত
এ রোগে কি উপায় করি ?
আমি ভুলিত, সে ভুলে না
এত কি আর সইতে পারি ?
তা'র দয়া থাক্ তারি কাছে,
আমায় কেন টানাটানি ?
আমার সঙ্গে চুপ্ চুপ্
কিসের এত কাণা কাণি ?
ভালবাস ? ভাল বেসো ;—
কিসের এত আসা যাওয়া ?
যখন তখন কিসের এত
কেবল তোমার কথা কওয়া ?
কিসের এত ভালবাসা—
কিসের এত জারিজুরি ?
কাজের কালে প্রাণের মাঝে
কেন বা খেলাও লুকোচুরি ?
এম্নি ক'রেই যখন তখন,
আমার প্রাণে দাও হে ব্যথা !
লজ্জা সরম সব খোয়ালুম
ছি ! ছি ! সেকি লাজের কথা !!
তোমার প্রেমে যে ম'জেছে
প্রাণের জ্বালা সেই ত জানে।
স্থির হ'য়ে যে ব'সবো বারেক
তা'ও সবে না তোমার প্রাণে ॥
কেউ কোথা নাই ! বৃষ্টিপড়ে,
মেঘে মেঘে আকাশ ছাওয়া !
কাপড় চোপড় গায়ে মুড়ে,
একটুকু যাই ব'স্তে যাওয়া
ভিজে ভিজে তুমি আ'স,
আর কি আমি সইতে পারি ?
জলের শব্দে, মেঘের শব্দে
কি ডাক তোমার, মরি মরি !!
প্রাণ ফেটে যায়, বুক ফেটে যায়,
এত কষ্ট যায় না দেখা।
আমার জন্য, জীবের জন্য,
কতই কষ্ট পাও হে সখা ॥
কতই ডাক "স্নেহের ডাক"—
আমার জন্য ঘুরে ঘুরে।
কত বর্ষা, আর কত শীত,
অযত্নে গিয়েছ ফিরে ॥
আর না হরি ! আর না দয়াল !
আর রেখ না মোহের ঘোরে।
চিন্‌তে দাওহে তোমায় আপন !
দেখ্‌তে দাওহে পরাণ ভ'রে ॥
চোখ খুলে যাক্ প্রাণ খুলে যাক্
তোমার প্রেমে যাক্ না গ'লে।
দাও না অভয়, দেও না হে স্থান,
তোমার পায়ে, তোমায় কোলে ॥
জয় দয়াময় ! জয় দয়াময় !
আর কিবা ভয় ? আর কি ভুলি ?
তোমায় আমায়, আমায় তোমায়,
করি এস, কোলাকুলি ॥

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা।

তুমি আছ কোথায়? ৪।

বিষাদ জলদরাশি, আচম্বিতে দিবানিশি,
ঢাকিতেছে সুখ-আশা ঘোর অন্ধকারে।
পশি প্রায় দুঃখানল জ্বলিছে অন্তরে। ১।
তাই ত জানাতে ব্যথা, খুঁজি তুমি আছ কোথা?
আহারে বিহারে আর স্বপনে নিদ্রায়
পথে দ্বারে ঘাটে মাঠে আসনে শয্যায়। ২।
ব্যোম মর্ত্ত্য ধরাতল, স্বরগ জলধি-জল,
চারু তরু গুল্ম মরু গহ্বর কানন
কোথায় হে দয়াময় পাব দরশন?। ৩।
আছ কিহে নভস্তলে, তারা রাজি যথা জ্বলে,
প্রভাত সমীরে কিম্বা জলদ হুঙ্কারে
অথবা তটিনীতটে স্বচ্ছ সরোবরে? ৪।
আছ কিহে চন্দ্রমায়, সান্ধ্য-গগন ছায়ায়?
অত্যুচ্চ ভূধরে কিম্বা দূর প্রভাকরে?
কহ দাসে আছি ভবে বিদগ্ধ অন্তরে। ৫।
পিতামাতা দয়াধার, পত্নীর প্রণয়-হার,
স্বজন যাঁহার হায় সে কিরে এমন]
নীরবে নির্জ্জনে কাল করে নির্ব্বাপণ? ৬।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

রাধার অনুরোধ। ৫।

কাল—যমুনার তীরে,
মোহন মুরলী ধ'রে
আছ দাঁড়াইয়া হে মম প্রাণেশ্বর!
নিয়ত মধুর স্বরে,
ডাকিছ মিলন তরে,
স্বর শুনে নাথ! শ্রীরাধা যে বিভোর।
উন্মাদিনী হ'ল রাধা,
সংসার ননদী বাধা,
মিলনের পথে কঠোর, প্রিয়তম!
ছুটিয়া মিলিতে চায়,
ননদী পিছনে ধায়,
টেনে ধরে শমন-সম নিরমম।
তুমি চাও শ্রীরাধায়,
রাধাও তোমায় চায়,
ননদিনী কেন তায় অরি যে সাজে!
প্রাণ কাঁদে নিশিদিন,
তোমাতে থাকিতে লীন
দূরে দূরে থেকে মর্ম্মে, বড় যে বাজে।
লাজ ভয় তেয়াগিয়া,
মিলিবারে চায় হিয়া,
তীব্র যবে পশে কাণে, বংশীর ধ্বনি।
(পুনঃ) ননদীর কোলাহলে,
তীব্রতা যে যায় ভুলে,
হৃদয়ে ভীরুতা আসে, হে গুণমণি

বাজাও বাজাও বাঁশী
লাজ ভয় যাক্ ভাসি
অতি উচ্চে তুলি রব, হে প্রেমময়!
ননদীর হাক্ ডাক্
ডুবে যা'ক্ ডুবে যা'ক্,
তব ডাক করে যেন, হৃদি বিজয়।
তুমি কৃষ্ণ পরমাত্মা,
তুমি রাধা জীব-আত্মা,
তব সহ প্রেম-প্রীতি যে সনাতন;
ননদী সংসার তায়,
প্রণয়ে কণ্টক হায়!
মিলনে দূরত্তা রাখে হে নিরঞ্জন!
ব্যবধান নাশিবার,
উপায় কি আছে আর,
বিনে তব আহ্বান গীতি তীব্রতর?
বাজাও বাজাও বাঁশী
উন্মাদিনী হয়ে দাসী,
অবহেলি ননদী মিলুক সত্বর।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

সূর্য্য।৬।

দেখ দেখ কি সুন্দর, উঠিয়াছে দিবাকর
ধরিয়াছে কি শোভাধরণী
দেখিয়া ভাস্করদেবে আনন্দে মগন সবে
ওই দেখ ওই দিনমণি,
সূর্য্য হেরে সূর্য্যমুখী অন্তরে হইয়া সুখী
চেয়ে আছে ভাস্করের পানে
শুনহে মানবগণ স্বীয় কাযে দেহমন
নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে,
বিকাশী আলোক-মালা ভুবন করিয়া আলা,
ঐ দেখ হাসে দিবাকর
সন্ধ্যা আসিবে আবার জগত করি আঁধার
আবার উদিবে সুধাকর,
মানবেরও এই ভাবে সুখ-সূর্য্য নাহি রবেঃ
আসিবে আঁধার পুন ঘিরে
তাই বলি নরগণ পুণ্যপথে দেহ মন
অন্তে যাবে বৈকুণ্ঠনগরে,
ধন্য ধন্য নারায়ণ কমলার পতি,
তোমার মহিমা বুঝে কাহার শকতি।

শ্রীনির্ম্মলাবালা ঘোষ।

ফাহিয়ান।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৬)।

দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ৯ যোজন যাইয়া ফাহিয়ান এক নির্জ্জন পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তাহার শিখরে একটি গুহা (১)। শক্র আসিয়া এখানে বুদ্ধকে ৪২টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এখান হইতে এক যোজন দক্ষিণ পশ্চিমে নালো (Nalo) (২)। এই

(১) ইন্দ্রশিলা—হুয়েনসাঙ্গ।

(২) কালপিণাক—হুয়েনসাঙ্গ।

স্থানে সারিপুত্র জন্ম ও নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তথা হইতে যোজনান্তর পশ্চিমে অজাতশত্রু নির্ম্মিত নব রাজগৃহ। প্রায় ৩০০ পা পশ্চিমদিকে অজাতশত্রু নির্ম্মিত বুদ্ধের স্মৃতি স্তূপ। উহার ৪ লি দক্ষিণে পঞ্চপর্ব্বত বেষ্টিত উপত্যকা। এইখানে বিম্বিসারের প্রাচীন রাজধানী ছিল। এস্থানের আয়তন প্রায় ৭ লি ×. ৫ লি। এইখানে নির্গ্রন্থ অনলগর্ভ গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়াছিল এবং বুদ্ধকে বিষাক্ত ভোজ্য সামগ্রী আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। এইখানেই রাজা অজাতশত্রু মহাকায় মদমত্ত কৃষ্ণ হস্তী দ্বারা বুদ্ধের প্রাণ নাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। উত্তর পূর্ব্বদিকে সংকীর্ণ বক্র পার্ব্বত্য পথে ভিষক্ জীবক অম্বাপালীর উদ্যানে বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া বুদ্ধ এবং তাঁহার ১২৫০ জন শিষ্যকে অম্বাপালীর পূজা গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ১৫ লি দক্ষিণ পূর্ব্বে গৃধ্রকূট পর্ব্বত। পর্ব্বতের শিখর হইতে ৩ লি দূরে একটি গিরিগুহা। বুদ্ধ এই স্থানে বসিয়া ধ্যান করিতেন। ৩০ পা উত্তর পশ্চিমে আর একটি গুহা। তথায় আনন্দ ধ্যান করিতেন। দেবমার পিশুন গৃধ্রবেশে আনন্দকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ জন্য এই পর্ব্বতের নাম গৃধ্রকূট হইয়াছে। এ স্থানে দেবদত্ত উপর হইতে প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতে বুদ্ধের চরণাঙ্গুলী ক্ষত হইয়াছিল। যে পর্ব্বতের উপর বুদ্ধ সুরঙ্গম সূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তথায় যাইয়া ফাহিয়ান ভাবে অভিভূত হইলেন। তিনি গন্ধপুষ্পদীপাদি লইয়া বুদ্ধের অর্চ্চনা করিতে বসিলেন এবং সুরঙ্গমসূত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ভক্তিতে তাঁহার প্রাণ গদ্‌গদ হইল, উভয় নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

প্রাচীন নগর হইতে ৩০০ পা উত্তরে রাজপথের পশ্চিম পার্শ্বে কলন্দবেণুবন (১) বিহার। তাহার পশ্চিমে আরও ৩০০ পা অগ্রসর হইয়া পর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বে পিপ্পলগুহা নামক একটী গহ্বর দেখিলেন। বুদ্ধ তথায় মধ্যাহ্নভোজনান্তে ধ্যান করিতে বসিতেন। উহার ৫.৬ লি পশ্চিমে চেতি (cheti) নামক পর্ব্বতগুহা এই স্থানে বুদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর ৫০০ অর্হৎ ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। (২)

(প্রাচীন রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ৩ লি উত্তর পূর্ব্বে যাইয়া তিনি দেবদত্তের পর্ব্বতগুহা (Cell) প্রাপ্ত হইলেন। তথা হইতে ৪ যোজন পশ্চিমে গমন করিয়া গয়াধামে উপনীত হইলেন। গয়া তখন বিজন প্রান্তর মাত্র। (৩) ২০ লি দক্ষিণে গমন করিয়া যেখানে বোধিসত্ব ৬ বৎসর কাল কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন সেই স্থানে প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্থান তখন অরণ্যানী সমাচ্ছন্ন। ৩ লি পশ্চিমে যে স্থলে বুদ্ধ স্নান করিতে সলিলে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং দেবগণ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া উঠিতে আম্রশাখা অবনত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

(১) Kalanda Nenuvan Vihar.

(২) Here 500 Arhats assembled after the Nirvan of Buddha to arrange the collection of sacred books. Beal.

(৩) All within this city is desolate and desert, Ibid.

ফাহিয়ান বলেন সেই আম্রবৃক্ষ তখনও জীবিত ছিল, যেহেতু মধ্যভারতে জলবায়ু গুণে বৃক্ষ সকল সহস্র সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। (১) ২ লি উত্তরে গ্রাম্য বালিকারা বৃদ্ধকে দুগ্ধান্ন (milk and rice) খাইতে দিয়াছিল। অর্দ্ধ যোজন উত্তর পূর্ব্বে একটী পর্ব্বতগুহা। তথায় বুদ্ধ দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে ৩০ পদ অগ্রসর হইয়া দেবতাদিগের নিকট হইতে কুশতৃণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আরও ৫০ পা চলিয়া পিতো (Peito) বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। সেখান হইতে অর্দ্ধ যোজন দক্ষিণ পশ্চিমে কুশ বিস্তার করিয়া তদুপরি পর্ব্বতমুখে উপবেশন করিয়াছিলেন। তৎপর মার তাঁহার প্রলোভনের নিমিত্ত ৩ জন নর্ত্তকী প্রেরণ করিয়াছিল এবং স্বয়ং তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। গোধিসত্ব চরণাঙ্গুলী ভূগর্ভে প্রবিষ্ট করিয়া অরাতি মারের অষ্টাদশ সৈন্যদল পরাজিত করিয়াছিলেন এবং রমণী তিন জন শূকরীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সকল স্থানে মন্দিরও মূর্ত্তি অবস্থিতি করিতেছিল। (২) বুদ্ধ নগ্রোধ বৃক্ষতলে বর্গাকার প্রস্তরখণ্ডে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছিলেন। যেখানে তিনি কশ্যপ ভ্রাতৃগণ ও তাঁহাদের সহস্র শিষ্য স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, যেখানে অন্ধ রাক্ষস মুচিনন্দ তাঁহাকে সাত দিন বেষ্টন করিয়াছিল, যেখানে স্বর্গরাজগণ তাঁহাকে ভিক্ষাপাত্র অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং পাঁচশত বণিক তাঁহাকে লাজ ও মধু উপহার দিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান ফাহিয়ান পরিদর্শন করিলেন।

ফাহিয়ান বলিয়াছেন বুদ্ধের জীবনের ৪টী প্রধান প্রধান ঘটনাস্থলে ৪টী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। যথা— যেখানে বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি বুদ্ধত্বলাভ করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং যেখানে তিনি মহানির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধগয়ার প্রসঙ্গে ফাহিয়ান অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। অশোক বাল্যকালে অতিশয় চঞ্চল ও দুর্বিনীত ছিলেন। একদা তিনি রাজপথে ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময় সেই পথে শাক্যবুদ্ধ ভিক্ষায় যাইতেছিলেন। দুষ্ট বালক চাতুরীর এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। একমুষ্টি ধূলি বুদ্ধকে ভিক্ষা প্রদান করিলেন। বুদ্ধ তাহা হস্ত পাতিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং অশোকের (ব্যায়াম) ক্রীড়াস্থলে তাহা ছড়াইয়া দিলেন। এজন্য অশোক উত্তরকালে দুর্দ্দান্ত পরাক্রমশালী হইয়া বজ্রমুষ্টিতে অখণ্ড জম্বুদ্বীপে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন (১)। অশোক জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণকালে একদা দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থান লৌহবেষ্টিত দুষ্ট লোকের পীড়ন স্থান দেখিতে

(১) In mid India trees live for thousand of years. Beal.

(২) Towers and figures of Buddha still exist over the place. Ibid.

(১) Became an iron wheel king and ruled over Jambudvip. Beal.

পাইলেন। তিনি সঙ্গীয় মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে উহা যমরাজ কর্ত্তৃক পাপীদিগের শাস্তি প্রদান করিবার স্থান। তিনিও তাঁহার রাজ্যের দুষ্টদিগের শাস্তির জন্য ঐরূপ একটী স্থান নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কারাগারের জন্য উপযুক্ত অধ্যক্ষের সন্ধান আরম্ভ হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর একটি স্রোতস্বিনী তীরে একটি বীভৎস প্রকৃতির কৃষ্ণবর্ণ লোক পাওয়া গেল। সে নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে পশু-পক্ষীদিগকে নিকটে আনিয়া হত্যা করিতেছিল। তাহাকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বর্গাকারে ফল ফুল সুশোভিত উদ্যানের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করা হইল (১)। অশোক আদেশ করিলেন, যেকেহ এই উদ্যানে প্রবেশ করিবে, তাহাকেই নিষ্ঠুর ভাবে পীড়ন করিবে। অশোক স্বয়ং প্রবেশ করিলে তাহাকেও যেন ছাড়িয়া দেওয়া না হয়। কিছুদিন অন্তর একদা এক বৌদ্ধভিক্ষু ভিক্ষা করিতে মধ্যাহ্নকালে অশোকের কারা-উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। যমদূতকল্প কারাপতি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া পীড়নোদ্যত হইল। ভিক্ষুক কাতর ভাবে অনুনয় বিনয় করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মধ্যাহ্নভোজন হয় নাই, একটু সময় দিলে আহারান্তে শাস্তির জন্য প্রস্তুত হইবেন। নিষ্ঠুর কারাধ্যক্ষ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে দৈবক্রমে অপর এক ব্যক্তি উদ্যানের উন্মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করিলে ভিক্ষুককে পরিত্যাগ করিয়া সে তাহার প্রতি ধাবিত হইল, এবং এক লম্ফে তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া লৌহময় উদূখলে তাহার শরীর চূর্ণ করিতে লাগিল। সে হতভাগ্যের মুখ হইতে শোণিত ধারা নির্গত হইতে লাগিল। এই নিদারুণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া ভিক্ষুর তত্ত্বজ্ঞান সমুপস্থিত হইল। তিনি অর্হত অবস্থার উপনীত হইলেন (১)। এমন সময়ে সহসা কালান্তক যমের ন্যায় কারাধ্যক্ষ আসিয়া ভিক্ষুকে ফুটন্ত সলিলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু তখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। উষ্ণ জল শীতল হইল, কটাহ মধ্যে একটি মৃণালদণ্ড উদ্গত হইয়া তদুপরি কমল প্রস্ফুটিত হইল। অর্হত তদুপরি আসীন হইয়া সানন্দে বিরাজ করিতে লাগিলেন। রক্ষী বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে ঊর্দ্ধশ্বাসে মহারাজ অশোক সন্নিধানে ধাবিত হইল, এবং তাঁহাকে কারাগারে আসিয়া এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিতে নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করিল। কিন্তু অশোক তাঁহার পূর্ব্ব আদেশ স্মরণ করিয়া কারাউদ্যানে যাইতে ভীত ও অনিচ্ছুক হইলেন। রক্ষী পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে অশোকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল এবং পূর্ব্ব নিয়ম প্রত্যাহার করিয়া কারাগৃহে গমন করিলেন। তথায় অর্হতের উপ-

(১) "Plant every kind of flower and fruit tree, make beautiful alcoves so as to attract men, if any one will peep in, torture him and let no one ever go out again &c."
Beal.

(১) The Bhikshu at this sight arrived at the condition of an arhat.
Beal.

দেশ শুনিয়া তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন (১)। কারাগৃহ ভূমিসাৎ করা হইল। অশোক অনুতাপদগ্ধ হইয়া প্রাণের শান্তির জন্য পিতোবৃক্ষের সন্নিকটে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাণী রাজার অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া রাজার গম্যস্থান জানিতে পারিলেন। এবং গোপনে লোক নিযুক্ত করিয়া ঐ বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরদিন রাজা যথা সময়ে বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া শোকে সংজ্ঞাহীন হইলেন। শ্রমনগণ বহুকষ্টে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করাইলেন। পরে রাজা বৃক্ষের মূলে মৃত্তিকা স্তূপিকৃত করিয়া তাহাতে দুগ্ধ সিঞ্চন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। রাজা অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া ধরণীতলে পতিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন "যদি বৃক্ষ সঞ্জীবিত না হয়, আমি আর গাত্রোত্থান করিব না।" (২) মূল হইতে নব নব শাখা বিনির্গত হইল, রাজার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। ফাহিয়ানের সময়েও এই বৃক্ষ জীবিত ছিল। তখন উহা প্রায় ১২০ ফুট উচ্চ।

ঐ স্থান হইতে ৩ লি দক্ষিণে কুক্কুটপাদশিলা। (৩) তথায় মহাকাশ্যপ বাস করিতেন। তদনন্তর ফাহিয়ান পাটলিপুত্রে প্রত্যাগত হইলেন এবং গঙ্গার ধারে ধারে পশ্চিমমুখে ১০ যোজন চলিয়া কোয়াঙ্গ য়ি (Kwang-yi) বা মরুবিহার প্রাপ্ত হইলেন।

তৎপর আরও ১২ যোজন পশ্চিমে যাইয়া কাশীদেশে উপনীত হইলেন। উহার রাজধানীর নাম বারাণসী। বারাণসী হইতে প্রায় ১০ লি উত্তর পূর্ব্বকোণে প্রাচীন ঋষিদিগের সারঙ্গ বিহার (Deer Park) পূর্ব্বে প্রত্যেক বুদ্ধ এইখানে বাস করিতেন। কথিত আছে এই স্থানের কোন রাজা এক উপপত্নীতে আসক্ত ছিলেন। কালক্রমে তাহার গর্ভ সঞ্চার হয়। কিন্তু কোন সন্তান না হইয়া আঠার ন্যায় কতকগুলি জলীয় পদার্থ প্রসূত হইল। উহা পাত্রে করিয়া সিন্ধুকে ভরিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। বৈশালীর নিকট লিচ্ছবীরাজ নদীতে সিন্ধুক ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া কৌতুহল বশতঃ উহা তীরে আনিয়া মধ্যে কি আছে পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু কিল কিল করিতেছে। সহস্র ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া তিনি ঐ সকল শিশুকে প্রতিপালন করিলেন। ক্রমে তাহারা বয়োপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের সাহায্যে তিনি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। এই দেশের রাজার সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতে শত্রুতা ছিল। তিনি তাঁহার সহস্র পালিত পুত্রকে মহাপরাক্রমশালী অরাতি রাজা জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। রাজা শুনিয়া ভয়ে অধীর হইলেন। নগরে হাহাকার উঠিল। কিন্তু তাঁহার উপপত্নী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "মহারাজের কোনই চিন্তা নাই, আমি সন্ধি স্থাপন করিয়া দিব।" রাজা প্রথমে কিছুতেই সে কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। কিন্তু পরিশেষে উপায়ান্তর অভাবে উপপত্নীর কথায় নির্ভর করিয়া তাহার আদেশানুযায়ী চলিতে সম্মত হইলেন। নগরের দ্বার রুদ্ধ

(১) The Bhikshu delivered a lecture there and he was converted. Beal.

(২) If the tree does not revive, I will never rise again.

(৩) Cock's foot mountain.

হইল। তদুপরি উচ্চমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া রাজা উপপত্নীকে তথায় স্থাপন করিলেন। প্রবল বিপক্ষসৈন্য দ্বারভঙ্গ করিত উদ্যত হইলে রাজার উপপত্নী উচ্চৈ স্বরে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। তিনি বলিলেন "তোমার আমার পুত্র, আমি তোমাদের জননী। পিতার সহিত যুদ্ধকরা তোমাদের কর্ত্তব্য নহে।" তাহারা একথা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তখন রমণী বলিলেন "তোমরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া মঞ্চের সম্মুখে দণ্ডায়মান হও, আমি প্রমাণ দেখাইতেছি"। তাহারা তাহাই করিল। মঞ্চের উপর হইতে তাহার উভয় স্তন হইতে সহস্রধারা নির্গত হইয়া সহস্র সন্তানের মুখে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষে সন্ধিস্থাপিত হইল। ইহারা সহস্র ভাই প্রত্যেকে বুদ্ধ। বুদ্ধ বলিয়াছেন তিনিই পূর্ব্বজন্মে এই অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সারঙ্গনাথে ফাহিয়ান বন্য হরিণ দেখিতে পাইলেন। এইখানে অজ্ঞাত কৌণ্ডিন্য এবং তাঁহার সঙ্গিগণ বাস করিতেন। তাঁহারা দূর হইতে বুদ্ধকে আসিতে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছিল "এই শ্রমণ গৌতম ছয়বৎসর যাবৎ বহুক্লেশ ভোগ করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছে। প্রত্যহ এক দানামাত্র অন্ন গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিত। তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছে। এখন মনুষ্য সমাজে মিশিয়া কর্ম্ম, বাক্ ও চিন্তার সংযম পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে তাহা লাভ করিতে আশা করিতে পারে? আজ সে এখানে আসিলে আমরা কেহ তাহার সহিত বাক্যালাপ করিব না। (১) কিন্তু বুদ্ধ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল এবং অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিল। এই স্থানে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার ৬০ পা উত্তরে যেখানে বুদ্ধ অজ্ঞাত কৌণ্ডিন্যাদি পঞ্চ শিষ্যকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তথায়ও একটী স্তূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ২০ পা উত্তরে যেখানে বুদ্ধ, মৈত্রেয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তথায় এবং তাহার ৫০ পা দক্ষিণেও স্তূপ বিদ্যমান ছিল। উদ্যানের মধ্যস্থানে দুইটী সংঘারাম ছিল, তাহাতে শ্রমণেরা বাস করিতেন। ঐ স্থান হইতে ১৩ যোজন উত্তর পশ্চিমে কৌশম্বি। তথায় ঘোষিরাবন (১) বিহারের ভগ্নাবশেষমাত্র বর্ত্তমান ছিল। উহার ৮ যোজন পূর্ব্বে এক দুরাচার দানব বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এই স্থান হইতে ২০০ যোজন দক্ষিণে তাথ্-সিন (Ta-thsin) বা দক্ষিণদেশ। সেখানে কাশ্যপ বুদ্ধের পর্ব্বত হইতে খোদিত সংঘারম ছিল। সিংহ ও হস্তিমূর্ত্তি শিলা হইতে খোদাই করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। এই অট্টালিকার নাম পোলোইয়ুন (Po-lo-yun) বা কপোত অট্টালিকা। এ দেশ সাধারণতঃ অনুর্ব্বর এবং জনশূন্য। দূরবর্ত্তী গ্রামে বিধর্ম্মিদিগের বাস। তাহারা বুদ্ধ, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দর্শনজ্ঞানের কোনই সংবাদ রাখে না। (২) তাহারা ফাহিয়ানকে বলিয়াছিল সেই বৌদ্ধ মন্দিরে

(১) To-day when he comes here, let us carefully avoid all conversation with him.

(১) Ghoshiraban Vihar.

(২) They know nothing of Buddha, Sraman, or Brahman,

দেশ দেশান্তর হইতে গগনপথে শ্রমণেরা আসিতেন। তাহারা ফাহিয়ানকেও, তিনি আকাশপথে উড়িয়া আসেন নাই কেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। উত্তরে রসিক চীনপরিব্রাজক বলিয়া ছিলেন, "যেহেতু আমায় এখনও পাখা গজায় নাই!" দক্ষিণ দেশে পথঘাট বহুবিঘ্নসঙ্কুল ছিল। বিদেশীয় তীর্থযাত্রীরা ভেট দিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তিনি তাহাদের জন্য উপযুক্ত রক্ষী প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন।

of any of the different schools of learning. Beal.

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

নামকরণ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

কিন্তু তাঁহার এ কথা প্রশ্নশূন্য নহে। হইলে কখনই হিতোপদেশরচয়িতা কেবল "বিষ্ণু শর্ম্মা" এবং কাতন্ত্রসূত্র প্রণেতা সর্ব্ববর্ম্মা (৫) বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতেন না। অথবা "ভীষ্মবাতৃ বর্ম্মণে" না বলিয়া তর্পণের সময় যখন আমরা "বৈয়াঘ্র পদ্য গোত্রায় সাঙ্কৃতি প্রবরায়চ। অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সতিলং ভীষ্ম বর্ম্মণে" বলিয়া থাকি; এবং মহারাজ শূদ্রক যখন স্বরচিত মৃচ্ছকটিক নাটকে সার্থবাহ অর্থাৎ বণিক বা বৈশ্যদিগকে কেবল দত্তান্ত নামেই পরিচিত করিয়াছেন (৬) তখন অন্যতম টীকাকার পূজ্যপাদ কাশীরাম বাচস্পতি মহাশয়ের কথা কিরূপে সমীচীন বলিয়া সাদরে গ্রহণ করা যাইতে পারে? বলাবাহুল্য চকার কেবল সমুচ্চয়ার্থেরই দ্যোতক নহে। কোষকার মেদিনীকর বলেন, উহা পক্ষান্তরেরও প্রতিপাদক। যথা,—

"চান্বাচয় সমাহারেহপ্যন্যোন্যার্থে সমুচ্চয়ে।
পক্ষান্তরে তথা পাদপূরণেহপ্যবধারণে॥"

(নানার্থ শব্দকোষে মেদিনী)

অপি চ পূজ্যপাদ টীকাকার বাচস্পতি মহাশয় বসু ঘোষাদি পদ্ধতিধারী জাতিকে কেন

---

৫) "রাজার্হ রত্ন নিচয়ৈ রথ সর্ব্ববর্ম্মা।
তেনার্চ্চিতো গুরুরিতি প্রণতেন রাজ্ঞা॥
স্বামীকৃতশ্চ বিষয়ে বক কচ্ছ নাম্নি।
কূলোপকণ্ঠে বিনিবেশিনি নর্ম্মদায়াঃ॥"

(কথা সরিৎসাগর)

(৬) সোণ্ণ সত্থবাহ বিণ অদত্তস্স পত্তিত্তো, সা অর দত্তস্স তণত্তো, সুণহিদণামহেত্তো অজ্জ চারুদত্তো নাম সেট্ঠি চত্তরে পড়িবসাদি, তং হি মে দালিদ্দা জোব্বণ সুহগণুভবদি।"

(মৃচ্ছ কটিকে নবমোহঙ্কঃ)

যে, "অমুক বসু দাস" বা "অমুক ঘোষ দাস" ইত্যাদি রূপনাম রাখিতে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও আমরা বুঝিলাম না। বলাবাহুল্য যেমোক্ত "দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ" এই পদ্যাংশে চকার নাই। থাকিলেও যা হয় ত এক দিন পূজ্যপাদ স্মার্ত্তরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের দোহাই দিয়া টীকাকার বাচস্পতি মহাশয় বহু কষ্টে আত্মমত কথঞ্চিৎ সমর্থন করিতে পারিতেন। অথবা আমরা জানি না যাহার বলে বসু ঘোষাদি পদ্ধতিকারীজাতিকে "দাসান্ত", নামে অভিহিত করা যাইতে পারে এমত কোন শাস্ত্র আছে কি না। পরমারাধ্য স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহোদয় বসু ঘোষাদি পদ্ধতিধারী জাতিকে শূদ্র বা সচ্ছূদ্র বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে দাসান্ত নামে পরিচিহ্নিত করিতে যখন তাঁহারও সুদৃঢ় লেখনী স্তম্ভিত (৭) হইয়াছে, তখন সেই বসু ঘোষাদি পদ্ধতিধারী জাতি ভাক্ত শূদ্র কি না, তাহা বিজ্ঞ টীকাকার বাচস্পতি মহাশয়ের পক্ষে অন্ততঃ একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল। তাহা না দেখিয়া উঁহাদিগকে দাসান্ত নামে পরিচিহ্নিত করিতে গিয়া খ্যাতনামা টীকাকার বাচস্পতি মহাশয় স্বীয় অগাধ পাণ্ডিত্যে কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছেন কিনা, তাহা সুধীমণ্ডলী অনুগ্রহপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিবেন। আমরা অতঃপর প্রকৃতের অনুসরণ করি।

সত্য বটে ব্রাহ্মণের শর্ম্মান্ত, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মান্ত, বৈশ্যের ভূত্যন্ত এবং শূদ্রের দাসান্ত নাম হইবে। (৮), ইহাই মহর্ষি শাতাতপের অনুশাসন। কিন্তু তাই বলিয়াই যে, শর্ম্মাদি শব্দ ভিন্ন তৎ তৎ শব্দ বাচক অন্য কোন শব্দ উপপদরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না, শাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে। হইলে প্রাচীন নিবন্ধকার খ্যাতনামা মাধবাচার্য্য কখনই স্বরচিত পরাশরভাষ্যে "মাঙ্গল্যদীনি পূর্ব্বপদানি শর্ম্মাদীন্যুত্তর পদানি। তথা চ নামান্যেবং বিধানি সম্পদ্যন্তে; শ্রীশর্ম্মা, বিক্রমপালঃ, মাণিক্যশ্রেষ্ঠী, হীনদাসঃ" এই কথা; এবং অন্যতম প্রাচীন স্মার্ত্ত অশেষ শাস্ত্র পারদৃশ্বা মহামতি মদন পাল কখনই স্বরচিত মদন পারিজাতে "যথা রুদ্র শর্ম্মা, শক্তি পালঃ, ধনপুষ্টো, হীনদাসঃ" এই কথা লিখিতে সাহসী হইতেন না। ফলতঃ আমরা মনে করি আলোচ্য শাতাতপ বচনে শর্ম্মা প্রভৃতি পদগুলি উপলক্ষ্য মাত্র। বলাবাহুল্য ইহা যে কেবল আমরাই বলিতেছি তাহা নহে। ভগবান্ মনুরও ইহাই অভিমত। যথা,—

"শর্ম্ম বদ্ব্রাহ্মণস্যস্যাদ্রাজ্ঞোরক্ষা সমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রেষ্য সংযুতম্।"
(মনুস্মৃতিঃ)

"ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্মঃ উপপদ, ক্ষত্রিয়ের নামে বর্ম্মাদি কোন রক্ষাবাচক

---

(৭) "শিবদত্ত প্রপৌত্রী, বিষ্ণুদত্ত পৌত্রী, হরিদত্ত পুত্রী, যজ্ঞদত্তা কন্যা, শিবমিত্র প্রপৌত্রায়, বিষ্ণুমিত্র পৌত্রায়, রামমিত্র পুত্রায় রুদ্রমিত্রায় তুভ্যং সংপ্রদদেতি।"
(উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ)।

(৮) "শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যস্যাবর্ম্মান্তং
ক্ষত্রিয়স্য চ।
ধনান্তঞ্চৈব বৈশ্যস্য দাসান্তঞ্চান্ত্য-
জন্মনঃ॥
(প্রাদ্ধতত্ত্বধৃত শাতাতপঃ

উপপদ, বৈশ্যের নামে ভূতি প্রভৃতি কোন পুষ্টিবাচক উপপদ এবং শূদ্রের নামের অন্তে দাসাদি কোন প্রৈষ্যবাচক পদ যুক্ত করিবে। (৯)।

(পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ)

"অতএব শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য" এই যম বচনের ব্যাখ্যামুখে খ্যাতনামা নিবন্ধকার মদন পাল লিখিয়াছেন,—

"ত্রাতেতি রক্ষ শব্দ প্রদর্শনার্থং। অত্র শক্তি পালেত্যাদি শব্দা ভবন্তি।"

(মদনপারিজাতে চতুর্থঃ স্তবকঃ)

প্রিয়দর্শন পাঠক! অতঃপর আমরা আর একটী মাত্র কথা বলিয়া, আরব্ধ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। কথাটী এই,—

হয়তঃ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন "শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য" ইত্যাদি যমবচনে চকারগুলি সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত না হইলে, অথবা "শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ" ইত্যাদি শাতাতপ বা শঙ্খবচনের শর্ম্মা প্রভৃতি পদগুলি উপলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলে, ব্রাহ্মণের দেবান্তনাম কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না কেন? এ কথা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু ব্রাহ্মণের "দেবান্ত" নাম কোথায়ও পরিদৃষ্ট হয় না বলিয়াই যে, তাঁহাদের পক্ষে "দেবান্ত" নামধারণ সর্ব্বথা অবৈধ, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যেহেতু,—

"তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ।
জগতাং শর্ম্মদানেন শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণে ভবেৎ॥
তাপত্রয়াদতি বলাজ্জগৎ সংরক্ষতীতি যৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বসমেধীরে বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়ে ভবেৎ॥
কালে কালে ধনং দত্ত্বা সর্ব্বান্ গোপায়তীতি যৎ।
তস্মাদ্বৈশ্যস্য নাম্নৈতৎ গুপ্তান্তমভিধীয়তে॥
দ্বিজান্ শুশ্রূষন্ নিত্যং শূদ্রস্তোষয়তীতি যৎ।
তস্মাত্তস্য চ দাসান্তং তত্তৎ স্ত্রীণাং তথা তথা॥

ইহার মর্ম্মার্থ এই,—তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শম ও দম দ্বারা জগতের সুখ বিধান করেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণের শর্ম্মান্ত নাম হইবে, অতিশয় বলশালী হেতু তাপত্রয় হইতে জগৎ রক্ষা করেন বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের বর্ম্মান্ত নাম, সময়ে সময়ে ধনদানে সকলকে রক্ষা করেন বলিয়া বৈশ্যগণের গুপ্তান্ত এবং শুশ্রূষা দ্বারা সর্ব্বদা দ্বিজবৃন্দের পরিতুষ্টি বিধান করেন বলিয়া শূদ্রগণের দাসান্ত নাম হইবে। এবং তত্তৎ জাতীয় স্ত্রীগণের নামের অন্তেও সেই সেই উপপদ থাকিবে। যেমন ব্রাহ্মণমহিলার অমুকী শর্ম্মণী, ক্ষত্রিয়ের অমুকী বর্ম্মণী, বৈশ্যের অমুকী গুপ্তা এবং শূদ্রের অমুকী দাসী ইত্যাদি। ইহাই যখন মহর্ষি আশ্বলায়নের অনুশাসন; তখন যে ব্রাহ্মণমহিলাগণ সর্ব্বদা "দেব্যন্ত" নামে অভিহিত, সেই ব্রাহ্মণগণের পক্ষে দেবান্ত নাম ধারণ যে সর্ব্বথা অবৈধ এ কথা কিরূপে অনুমোদন করা যাইতে পারে? ফলতঃ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য পাদ যেমন স্বরচিত উদ্বাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন,—

(৯) "ইদানীমুপপদ নিয়মার্থমাহ শর্ম্ম বদ্ব্রাহ্মণস্যেতি। এষাং যথাক্রমং শর্ম্ম রক্ষা পুষ্টি প্রৈষ্য বাচকানি কর্ত্তব্যানি। শর্ম্ম বর্ম্ম ভূতি দাসা দীনি উপপদানি কার্য্যানি, উদাহরণানিতু শুভ শর্ম্মা, বলবর্ম্মা, বসুভূতিঃ দীন দাস ইতি।"
(বর্ষকৃত্যমুক্তাবল্যাং কুলূকভট্টঃ)

"শর্ম্মাণীত্যাদি প্রয়োগস্তু ন ব্যবহারিকঃ"

(উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ)

ব্যবহার নাই বলিয়াই ব্রাহ্মণমহিলাগণ স্ব স্ব নামের অন্তে শর্ম্মণীপদ ধারণ করেন না; অন্যথা উহা যে, প্রকৃত পক্ষেই অবৈধ তাহা নহে। এখানেও সেই রূপই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ব্যবহার নাই বলিয়াই ব্রাহ্মণগণ দেবান্ত নামে আত্মপরিচয় প্রদান করেন না। প্রকৃত পক্ষে দেবান্তনাম ধারণ তাঁহাদের পক্ষে কোনই দোষের বিষয় নহে। ইত্যলং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

কায়স্থসম্মিলন।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্মস্থাপয়িতা ও ধর্ম্মের রক্ষক আদিদেব শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবকে নমস্কার।

ধর্ম্মের স্থাপক ও রক্ষক বলিয়া আমরা আমাদের আদিদেব শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তকে নমস্কার করিয়াছি, কিন্তু অন্যায় করিয়াছি কি?

হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের সংস্থাপক বলিয়া খ্যাত। শ্রৌত গৃহসূত্র এবং স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই ব্যবস্থা যথাযথ প্রতিপালিত হয় কি না, তাহা কে দেখিবে? ধর্ম্ম-ব্যবস্থা যথাযথ প্রতিপালিত না হইলে ধর্ম্মের রক্ষা হয় না। পরন্তু অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়। সমাজে যাহারা ধর্ম্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অধর্ম্ম বৃদ্ধি করে, তাহাদিগকে দমন না করিলে অধর্ম্ম নিবারণ এবং ধর্ম্মসংস্থাপন হয় না। পক্ষান্তরে ধর্ম্মভীরু ধার্ম্মিকগণ যাহাতে নিরুপদ্রবে স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করতঃ সমাজে উত্তম আদর্শ প্রচলিত করেন, তদ্ধেতু তাঁহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করাও নিতান্ত আবশ্যক। প্রাচীন ভারতে এই সজ্জন-পালন, দুষ্ট দমন এবং ধর্ম্মসংস্থাপন ক্ষাত্র-শক্তির উপর নির্ভর করিত। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, তিনি যুগে যুগে সাধুদিগের রক্ষা, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাম ও কৃষ্ণাবতারেই এই কার্য্য বিশেষভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা পুরাণেতিহাস গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। ক্ষত্রিয়দেহ ধারণ করিয়া, তিনি বুঝাইয়াছেন যে, ক্ষত্রশক্তির উপর-ই এই গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে।

অধুনা সভ্যসমাজে যেরূপ রাজ্যশাসন প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতেও শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন এবং ধর্ম্ম রক্ষা এই ত্রিবিধ কার্য্য ক্ষাত্রশক্তির উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে। আধুনিক এই শক্তি দ্বিবিধ ভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক ভাগ ভিন্ন ভিন্ন দুই সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া কার্য্য করিতেছে। বাহ্য শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা এবং অন্তর্বিপ্লব

হইতে প্রজা রক্ষার ভার যে সম্প্রদারের উপর ন্যস্ত তাহার নাম Military এবং সমাজের দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালন ও সমাজ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি-ব্যবস্থার রক্ষার ভার যে সম্প্রদায়ের উপর, তাহার নাম Civil এই Civil বিভাগ আবার স্থূলতঃ Executive বা শাসন ও Judicial বা বিচার এই দুই ভাগে বিভক্ত। শাসন ও বিচার বিভাগ উভয়ে একযোগে সামাজিক বিবিধ অত্যাচার ও অনাচার দমন করতঃ দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালন ও ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিয়া থাকে। তরবারী Military বিভাগের এবং লেখনী Civil বিভাগের অবলম্বন। তরবারী এবং লেখনী এই উভয় অবলম্বন সাহায্যেই দেশে শান্তিরক্ষা, প্রজাপালন, শত্রু-দমন, ধর্ম্মরক্ষা সকল কার্য্যই নির্ব্বাহ হয়। প্রাচীনভারতে, শুধু প্রাচীনভারতে কেন—হিন্দুসাম্রাজ্যে—ক্ষত্রিয়বর্ণের উপর দেশ রক্ষা ও প্রজা রক্ষার ভার ছিল। তরবারী ক্ষত্রিয়ের অবলম্বন। তিনি ঔপনিষদিক জ্ঞানমার্গের উদ্ভাবক বলিয়া আখ্যাত হইলেও লেখনী "ক্ষত্রিয়" আখ্যাধারী বর্ণের অবলম্বন ছিল কি না সন্দেহস্থল। আমাদের আদিদেব শ্রীশ্রী-চিত্রগুপ্তই তরবারী এবং লেখনীর একত্র ব্যবহার করিয়া ক্ষত্রিয়কে Civil এবং Military উভয় বিভাগের নেতা হইবার উপযুক্ত শিক্ষা দেন, এবং লেখনী ও তরবারী উভয়ের ব্যবহারে সুনিপুণ ক্ষত্রিয়কে মূলক্ষত্রিয় হইতে পৃথক্ করিবার উদ্দেশ্যে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়," "ব্রহ্ম-কায়স্থ" অথবা "কায়স্থ" এই আখ্যা প্রদান করেন। কালক্রমে লেখনী উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে তরবারী অপেক্ষাও অধিকতর বীর্য্যবতী হইয়া উঠে এবং সমাজের সভ্য অবস্থায় ইহাই দেশ শাসনের প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এবং তরবারী কেবল লেখনীর সাহায্যার্থেই প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হয়। অধুনা সমস্ত সভ্যসমাজে লেখনীর-ই সহায়তায় বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষিত ও শাসিত হইতেছে, কেবল কচিৎ নিতান্ত প্রয়োজন হইলে তরবারীকে লেখনীর সাহায্য করিতে হয়। দেশ শাসনের অর্থাৎ ধর্ম্মরক্ষার এতাদৃশ যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা এবং তরবারী-প্রয়োগে সুদক্ষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব যদি ধর্ম্ম-সংস্থাপক এবং রক্ষক বলিয়া সমাজে সুপূজিত না হন, আর কে হইবে?

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের বংসধরগণ যে আজিও বিচারালয়ে, শাসনবিভাগে, রাজস্ব-সংগ্রহে, প্রজাপালনে হিন্দুসমাজে অগ্রগণ্য রহিয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? কলিকাতা হাইকোর্টে হিন্দুসমাজের নানা-শ্রেণীর লোকই বিচারপতির পদ পাইয়াছেন কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারদক্ষতায় চিত্রগুপ্তবংশই যে অগ্রগামী তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আজিকার দিনেও রাজ্যশাসনের বিবিধ-বিভাগে চিত্রগুপ্তবংশধরদিগের প্রতিভা জ্যোতিঃ সেই সেই বিভাগকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ব্যবহার শাস্ত্রের কথা তুলিলেও কায়স্থের নাম গৌরবের অত্যুচ্চ শিখরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। জড়-বিজ্ঞান, রসায়ন, বিবিধ প্রাচীন অর্ব্বাচীন প্রচলিত অপ্রচলিত ভাষা, কাব্য, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ—কোন্ শাস্ত্রের নাম করিব,—যাহা কায়স্থের প্রতিভাকে ধন্য ও বরেণ্য করে নাই। যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) ও কালীপ্রসন্ন

সিংহের নাম অমর থাকিবে। লেখনীর ব্যবহারে এরূপ সর্ব্বব্যাপিনী দক্ষতা বঙ্গদেশে, শুধু বঙ্গদেশ কেন?—সমগ্র ভারতে আর কেহই আয়ত্ব করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান কালে রাজনীতি কায়স্থকে তরবারি ব্যবহার করিবার জন্য আহ্বান করেন নাই,—সুতরাং অস্ত্রচালনে আমাদের দক্ষতা লাভ হয় নাই। কিন্তু যদি কোন্ দিন দেশ রক্ষার জন্য দেশের রাজশক্তি, চিত্রগুপ্তবংশধরগণকে তরবারি গ্রহণ করতঃ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন নিমিত্ত আহ্বান করেন, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে চিত্রগুপ্তবংশ কখনও কোনও কালে তরবারি অথবা স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের অবমাননা করিবেন না। এই মহাপ্রতিভাশালী ক্ষত্রিয়বর্ণের আদিপুরুষকে ধর্ম্মসংস্থাপক এবং ধর্ম্মরক্ষক বলিয়া প্রণাম করিব না ত কাহাকে এই গৌরবময়ী আখ্যা প্রদান করিব।

অধুনা, আমাদের সেই পরমপূজ্য জ্ঞান ও শক্তির আধারস্বরূপ আদিদেবের কৃপায় স্বধর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছি। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থকুলের মহাভাস্কর কায়স্থকুল-ভাস্কর মুন্সী কালীপ্রসাদের হৃদয়ে কায়স্থজাতির মহত্বের ধারণা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়। সেই মহাপ্রাণ উদারহৃদয় পুণ্যচরিত মহাত্মার অনবরত যত্নের ফলে যুক্তপ্রদেশের দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত কায়স্থগণ একত্র মিলিত হইয়া সমাজের দুঃখ ও দুর্নীতি দূর করিতে কৃতসংকল্প হন এবং তাঁহারা এ সম্বন্ধে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা প্রতিভার পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। বঙ্গদেশে ও কতিপয় সমাজহিতৈষী বদান্যচরিত ও উদার-হৃদয় কায়স্থকুলতিলক ঐ উদ্দেশ্য-পরিচালিত হইয়া "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা" স্থাপন করেন এবং বঙ্গদেশের চারি শ্রেণীর কায়স্থকে এক কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিত করিয়া সমাজের শুভ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। সুখের বিষয় শুভ সংকল্প নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের চেষ্টায় সম্যক্ না হইলেও অনেক ফল পাইয়াছেন। অত্যল্প কালমধ্যে চিরকুসংস্কার জড়িত, আলস্যপরায়ণ, নানা-দুর্নীতি জর্জরিত শতধাবিচ্ছিন্ন বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে সমবেত চেষ্টার একটা অদম্য প্রভাব চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। এই যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি শত সহস্র সামাজিক বিপদ ও গুরুপুরোহিত-বৃন্দের জ্বালাময় অভিসম্পাৎ তুচ্ছ করিয়া ক্ষত্রোচিত সংস্কার গ্রহণ করিতেছেন,—এই যে প্রতিবৎসরই কতকগুলি পরিবারমধ্যে বিনা বরপণে কন্যাগ্রহণ প্রথার নিদর্শন দেখা যাইতেছে, এই যে কায়স্থ জাতিমধ্যে আন্তর্গনিক বিবাহের প্রচার হইতেছে, ইহারা কি কায়স্থ-কুলের উদীয়মানা নবশক্তির পরিচয় দিতেছেন না? দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে উত্তর ভারতবর্ষের যে কায়স্থসম্প্রদায় বঙ্গীয় কায়স্থ ভ্রাতৃগণকে হীনবর্ণ মনে করিয়া নিজ সভায় প্রবেশাধিকার দানে কুণ্ঠিত ছিলেন,—অধুনা আমাদের সমাজের শিরোমণিস্বরূপ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রজ মহাশয় ও অন্য কয়েকজন বঙ্গমাতার সুসন্তানের চেষ্টায় তাঁহারাই,—সেই সোপবীত, ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন আর্য্যাবর্ত্তের চিত্রগুপ্তবংশজ কায়স্থ মহোদয়গণই আমাদিগকে নিজ নিকট আত্মীয় ও দায়াদ স্বীকার করিয়া সপ্রেম আলিঙ্গন দানে ধন্য করিতেছেন-ইহা কি অভিনব জাগরণের শুভ লক্ষণ নহে? বেদ ভগবান্ তারস্বরে বলিয়াছেন,—সকলে তোমরা

মিলিত হও,— তোমাদের হৃদয়, তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক,—মিলনেই তোমাদের মঙ্গল। ভারতের পার্শীসম্প্রদায়ের সংখ্যা অতি ক্ষুদ্র, লক্ষাধিকও নহে,—কিন্তু মিলনের সুবর্ণসূত্রে তাঁহারা একত্রিত থাকায় তাঁহাদের সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি দ্রুতবেগে সর্ব্বতোমুখে অগ্রসর। সমুদ্রপ্লাবনে স্রোতোবেগে যে অগণ্য বালুকণা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও উৎক্ষিপ্ত হইতেছে,—যে অসংখ্য রেণু বায়ুবিতাড়িত হইয়া দূর হইতে দূরান্তরে চালিত হইতেছে,—সদ্যোজাত শিশুর প্রশ্বাস বায়ুও যাহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারে,—সেই বালুকণায় এবং চিরস্থায়ী, অচল, অটল, পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্বরূপ অভ্রভেদী হিমালয়ে কি প্রভেদ? মিলনের প্রভাবে একজন অজেয়, দুর্দ্ধর্ষ, বজ্রাঘাত ও ঝঞ্ঝাবাতে অকাতর পর্ব্বতরাজ,—মিলনের অভাবে অপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিন্ন বিছিন্ন স্রোতচালিত বায়ুতাড়িত বালুকণা মাত্র! এই জন্মভূমি ভূভারতে আমাদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। এই এক কোটি কায়স্থ একত্র মিলিত হইতে পারিলে, এক শুভ উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধরিয়া, এক লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিতে পারিলে, আমাদের যে কি উপকার হয়, তাহা কল্পনারও অতীত। সুমিলিত এক কোটি প্রাণীর উদ্দেশ্যে বিঘ্ন সাধন করা কাহারও সাধ্য নহে। যাঁহারা আজি ঈর্ষ্যাবশে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন,—আমরা এই এক কোটি নরনারী মিলিত হইতে পারিলে তাঁহারা বিস্ময়ে হউক, সম্ভ্রমে হউক, ভয়ে হউক অভিভূত হইয়া পড়িবেন,—বিরোধ করা দূরে থাকুক, প্রবল অগ্নিতে বায়ুর ন্যায় আমাদের সহায়তাই করিবেন।

সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানের শ্রীচরণে কোটি ধন্যবাদ যে, এই পরম কল্যাণদায়িনী মহতী একতার সূত্রপাত হইয়াছে। সে দিন কলিকাতায় পরম প্রশংসার্হ কতিপয় কায়স্থ মহাশয়ের যত্নে ভারতবর্ষীয় সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থ-মহাসম্মিলনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। পরম মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয়ের ভবনে যে সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থ সম্মিলন হইয়া গিয়াছে আমরা তাহারই কথা বলিতেছি। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা এই দেবদুর্লভ দৃশ্য দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। বসুজ মহাশয়ের বাসভবন এক মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, দাসত্বে বদ্ধ আমরা এই দৃশ্য দেখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিলাম না। আমাদের ভাগ্য অতিশয় প্রসন্ন যে আমরা অদ্যও শান্তিময় ইংরেজরাজ্যে বাস করিতেছি। পাঠকবর্গ অতীত ইতিহাসের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন,—পূর্ব্বে কখনও কোনও কালে এবম্প্রকার দৃশ্যের সমাবেশ সম্ভব হইত কি না? কাশ্মীর হইতে কুমারিকা, বোম্বাই হইতে ব্রহ্মদেশ এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী সাগরচুম্বিত চরণা দেশলক্ষ্মীর কায়স্থপুত্রগণ একত্র এক বাটীতে মিলিত হইয়া স্বধর্ম্মের ও স্বসমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। নিশ্চয়ই সেই পরম পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া আদিদেব ভগবান্ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পরম প্রীত হইয়াছেন, সুরাঙ্গনাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন এবং গন্ধর্ব্বগণ পুণ্যময় গাথা গান করিয়াছেন। আশা করি, এই উদ্যম এই চেষ্টা বর্ষে বর্ষে অধিকতর বল লাভ করিয়া সত্বরেই সমগ্র ভারতব্যাপী এক মহান্ কায়স্থসঙ্ঘের সৃষ্টি করিবে এবং আমরা বাঙ্গালী, বেহারী, পশ্চিমা, দক্ষিণী—সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থ

সমবেত চেষ্টার ফলে নিজ নিজ উন্নতি বিধান করিয়া সেই আদিদেব আদর্শপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার প্রকৃত অধিকারী হইতে পারিব। আমাদের যেন মনে থাকে, আমরা দুষ্টদমন, শিষ্টপালন এবং ধর্ম্মসংস্থাপক ও রক্ষাকারী,—ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মরাজের বংশধর। সমাজ আমাদের নিকট অনেক প্রত্যাশা করেন। আমরা যেন সমাজের এই প্রত্যাশা পূর্ণ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে পারি। এই কর্ত্তব্যের পথে আমাদের প্রধান অবলম্বন সেই বেদবাণী,—রাজভাষায় অনুদিত হইলে বলিতে পারি—United We stand, Divided we fall. ভগবান্ আমাদের এই সম্মিলনকে চিরজীবি করুন।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

ভীমের কলঙ্ক।

(প্রতিবাদ)

বিগত মাঘ মাসের, ১০ম সংখ্যা প্রতিভায় বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা বিরচিত "ভীমের কলঙ্ক" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র কবিতা পাঠ করিয়া মর্ম্মন্তুদ বেদনা পাইলাম। অধিকন্তু কায়স্থসমাজের মুখপত্র "প্রতিভার" পরমশ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান সুযোগ্য সম্পাদক নির্ব্বিচারে তাহা যে কি প্রকারে "প্রতিভার" অঙ্কে স্থানদান করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। সম্ভবতঃ কবির উৎসাহবর্দ্ধনই "ভীমের কলঙ্ক" "প্রতিভার" অকলঙ্কদেহে কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছে। নতুবা যে নিস্কলঙ্ক মহাবীর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অন্যতম নেতা, সমগ্র পৃথিবী তন্ন তন্ন করিলে যাহার বীরত্বের তুলনা হয় না, যে নির্ম্মল চরিত্র, অকপট বীরের বীরত্বে, ভারত যুদ্ধের তদানীন্তন প্রথিতনামা বীরেন্দ্রবৃন্দের বীরত্ব নিষ্প্রভ হইয়া ছিল। যে বীরহৃদয়ের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে, বীরত্ব স্ফুলিঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন লুক্কায়িত ছিল, যাহার অমানুষিক অসীম সাহস দর্শনে ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীকৃষ্ণ অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন; যাহার বালহৃদয়নিন্দিত সারল্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিবৃত করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। যে বীর ভীরুতা, কপটতা মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে জানিত না; যাহার দৃঢ়তা ব্যঞ্জক বদনমণ্ডল সদানন্দময়; যে মহাবীর আশ্রিত বাৎসল্যে জগতে বীরেন্দ্রবৃন্দ মধ্যে অতুল। শ্রীকৃষ্ণের কোপভয়ে ভীত হইয়া, দণ্ডীরাজ দেব যক্ষ রক্ষ কিন্নর এবং মানব প্রভৃতির নিকট আশ্রয় প্রার্থী হইয়াও যখন কোথায়ও আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইল না তখন সেই শরণাগত দণ্ডীরাজকে ভাবী বিপদপাত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যে বীরাঙ্গনা কর্ত্তব্যের অনুরোধে আশ্রয় দান করিয়াছিল সে কাহার সাহসে? বীরের গৌরব মহাবীর ভীমের সাহসে নয় কি? মহাবীর ভীম,

বীরাঙ্গনা মাতৃস্বরূপা সুভদ্রা দেবীর কার্য্যের সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়াই ত আজও ত্রৈলোক্য মধ্যে পাণ্ডবগৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তুমি যদি কাহারও ভক্ত হও তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধও কি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইবে? সম্ভবতঃ তাহা অসম্ভব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ভীম কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহা অম্লান বদনে সম্পাদান করিয়াছিলেন। যে মহাবীরের অকপট পরাভক্তিতে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ নিয়ত ছায়ার ন্যায় পশ্চাদনুসরণ করিয়াছেন। যে মহাবীর ধৃষ্টতা কাহাকে বলে জানিতেন না, যাঁহার ধৈর্য্য অচলসম, যাঁহার তিতিক্ষার সীমা নাই, শিষ্টাচার যে দেবমানবের আদর্শ। যে মহাবীর অগ্রজের আজ্ঞার প্রতীক্ষায় কুরুরাজ সভায় অনার্য্য (১) দুর্য্যোধন এবং দুঃশাসন কর্ত্তৃক বারংবার নানাবিধ উপায়ে লাঞ্ছিত হইয়াও তাহা নীরবে সহ্য করিয়াছেন, সেই ক্ষাত্রবীর্য্যের গৌরব বীরকুলের আদর্শ, পরম পূজ্যপাদ বীরকেশরী ভীমের চরিত্রে কলঙ্ক? একাধারে এত গুণ মানবে ত সম্ভবেই না, বুঝিবা বৃন্দারকবৃন্দমাঝেও মিলিবে কিনা তদ্বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ পর্য্যন্ত পাণ্ডবচরিত্রে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। এই পঞ্চত্ব মিলিয়াই একটী পূর্ণ পদার্থ গঠিত হইয়াছে; ইহার একটী অপরটীর অনুপূরক সুতরাং একটীর অভাবে অঙ্গহীন হইবেই। যুধিষ্ঠিরের যাহা অভাব, ভীমে তাহা পূর্ণ করিয়াছে, ভীমের অভাব, অর্জ্জুনে, এবং অর্জ্জুনের অভাব নকুল সহদেবে পূর্ণ করিয়াছে। মক্ষিকাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে যেন কেহ পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদীচরিত্র পর্য্যালোচনা না করেন। পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদীচরিত্রে পূর্ণ মনুষ্যত্ব ছিল বলিয়াই ত, পূর্ণপুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সখা। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে অবতার স্বীকার করিবেন, তিনিই ভীমের পদরজঃ শিরে গ্রহণ করতঃ কৃতার্থম্মন্য হইবেন। কেন না শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শিক্ষার জন্য মধ্যম পাণ্ডবকে শ্রদ্ধা করিয়া গিয়াছেন। অধিক লিখিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। উপসংহারে আর কয়েকটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। পাণ্ডবচরিত্রের সমালোচকগণ যেন উপযুক্ত আচার্য্যের চরণতলে আসীন হইয়া, পাণ্ডবচরিত্র অধ্যয়ন করেন, অথবা স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখিত "নিন্দুকের এত নিন্দা কেন?" প্রবন্ধটীও যেন নিয়মিত পাঠ করেন। লেখক প্রকারান্তরে দুর্য্যোধনকে সম্মান করিয়াছেন, পরন্তু দুর্য্যোধন তদ্রূপ সম্মানভাজন ছিল কি না, লেখক তাহা প্রণিধান করেন নাই। যে ব্যক্তি পরশ্রীকাতরতার অনুবর্ত্তিতায় অজ্ঞাতসারে আহার্য্য দ্রব্য সহযোগে বিষ প্রয়োগে অন্যের প্রাণ সংহার করিবার সঙ্কল্প করে, সে ত কাপুরুষ! সে ত অনার্য্য! যে কপট পাশায় জয়লাভ করতঃ পর দারা সভা মধ্যে আনিয়া স্বীয় উরুদেশে বসাইতে কুণ্ঠা বোধ করে না, কিংবা নারীজাতির লজ্জা-

(১) যে আর্য্যত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না, আমি তাহাকেই অনার্য্য বলিতে ইচ্ছুক। লেখক।

শীলতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সভা মধ্যে বিবস্ত্রা করিতে আদেশ দিয়া, ক্ষণিক আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, তাহার উরুদেশে গদা কেন শত সহস্র অশনি প্রহার করা বীরধর্ম্মানুমোদিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভীম আদর্শপুরুষ, সুতরাং তাহার কার্য্যের প্রতিবাদ করা অযৌক্তিক। অধিকন্তু আমরা বর্ত্তমানকালের লোক, বর্ত্তমান সামরিকবিধানানুসারেও, ভীমের কার্য্য বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নিকটে অবৈধ প্রতীয়মান হইতেছে না। যে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নির্দ্দোষ ব্যক্তিগণের প্রাণসংহার করিবার জন্য, তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতে পারে, যে নিরপরাধ অপগণ্ডশিশু হত্যায় লিপ্ত হইতে পারে, অন্যায় সমরে অসহায় বালককে নির্ম্মম ব্যবহারে যে হত্যা করিতে পারে, এককথায় যাহাদ্বারা সাধু সাধ্বী এবং নিরপরাধ বালক লাঞ্ছিত হয়, যাহাদ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়া অধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহাকে যে কোন প্রকারে বিশেষতঃ দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিধন করা মহাকাল শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত। এ স্থলে আর একটী কথা উল্লেখ না করিয়াই থাকিতে পারিলাম না। পরন্তু পাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণের ছায়া। পঞ্চপাণ্ডবপত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যজাতির জননীস্বরূপা বরনারী যাজ্ঞসেনী শ্রীকৃষ্ণের সখী। ইহাদের আধ্যাত্মিক আলোচনা করিতে হইলে নিষ্কাম হওয়া প্রয়োজন। কেন না আমার আচার্য্যদেব বলিয়াছেন "যেমন নীলবর্ণের চশমা চক্ষে ধারণ করিয়া দৃক্পাত করিলে দৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থই নীলবর্ণ প্রতীয়মান হয়, কামচক্ষে দর্শন করিলে শ্রীকৃষ্ণ এবং তৎপার্ষদ লীলাও তদ্রূপ প্রতীয়মান হইবে"। লেখক দুর্য্যোধনকে "অভিমানী" বলিয়াছেন, বস্তুতঃ লেখক অভিমানের প্রকৃত অর্থই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অভিমান কি পরপীড়ক? না আত্মরক্ষক? রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলিয়াছেন "যে অভিমান বিষমক্ষিকার মত ন্যায়্য প্রয়োজন বিনা পরের মর্ম্মস্থলে দংশন করে, ন্যায্য কারণ বিনা পরপীড়নে প্রবৃত্ত হয়, পরের স্বাধীনতা ও সম্মান প্রিয়তার উপরে কোন না কোনরূপে একটুকু আঘাত করিতে পারিলেই, অন্তরে অতি নিকৃষ্ট লুক্কায়িত আনন্দ অনুভব করিতে থাকে, এবং পৃথিবীতে অন্য কাহারও যশ, মান, সুপ্রতিষ্ঠা ও সমুচ্ছ্রিত ভাব সহিয়া লইতে প্রস্তুত নহে"। উহা অভিমান নহে, বস্তুতঃ অভিমানের কদর্য্য বিকার। দুর্য্যোধনের এই প্রকার অভিমান ছিল। দুর্য্যোধন এই নীচ অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া, আপনাকে এক অসাধারণ স্থানে, ন্যায়ের শাসন, স্নেহের শাসন এবং সর্ব্বপ্রকার সন্তাপের শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া, সংসারে আপনার শাসনই প্রবল করিতে ইচ্ছুক (১) হইয়াছিল, কাজেই তাহার এই অভিমানের কদর্য্য বিকার ভীমগদাঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। অভিমানের এই কদর্য্য বিকার ধ্বংশ করিয়া প্রকৃত অভিমান প্রদর্শন করিবার জন্যই ভীমের জন্ম। লেখক বলিয়াছেন "ভীম দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছে।" দুর্য্যোধনের পূর্ব্বোক্ত অত্যাচারগুলির তুলনায় তাহা অতি নগণ্য। যে অসহায় শিশুহত্যাকারী

(১) প্রভাতচিন্তা। লেখক।

এবং আততায়ীকে ক্ষমা করিতে পারে? পত্নীর অপমান কে স্বচক্ষে দেখিতে পারে? এ প্রকার অসহায় শিশুহত্যাকারী এবং পত্নীপীড়কের মস্তকে পদাঘাত করা বরং শিষ্টাচার সম্মত। অধিকন্তু ভীম শ্রীকৃষ্ণভক্ত, তাঁহার পদরজঃ অভক্তের শিরে পড়িলে আমিত সেই ব্যক্তিকে পরম সৌভাগ্যবান মনেকরি, কেন না ভক্ত ও ভগবান্ অভেদ। লেখক যদি এরূপ ভক্তিমান হয়েন তবে তাঁহার পদরজঃ আমি অম্লান বদনে শিরে লইতে প্রস্তুত আছি। ভীমের কলঙ্ক প্রবন্ধের প্রথম কয়েক পংতি আমার ভালই লাগিয়াছে, শেষ কয়েক পংতিতে আর্য্যবীর ভীমের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিলে পরম আপ্যায়িত হইতাম। লেখকের নামের পশ্চাতে দেব বর্ম্মা লেখাদেখিয়াই এই সকল উক্তি লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইলাম। অলমিতি বিস্তারেণঃ।

শ্রীকালীচরণ সরকার দেববর্ম্মা।

মহাত্মা
"চৈতন্যকৃষ্ণ নাগের তিরোধানে।"

জাতি বিশেষের ইতিবৃত্ত কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে জাগরিত করিতে না পারিলেও ব্যক্তি বিশেষের কাহিনী অবশ্যই ব্যক্তি বিশেষের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়, কারণ সেই দুঃখ, সেই আশা, সেই উদ্যম এবং সেই উত্থান ও পতন—কেবল আধার ভেদ। তাই আজ মহাত্মা চৈতন্যকৃষ্ণের জীবনকাহিনী পর্য্যালোচনা করিতে বাসনা হইয়াছে। আকাশপটে ঐ রবি শশী যথা সময় উঠিতেছে, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ সুবিস্তৃত রহিয়াছে, নিম্নে শস্য শ্যামলা মেদিনী এবং অনতিদূরে অসীম সমুদ্র আবহমানকাল এক-ই ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু মানব-জীবন এই অসীম নিলিম রাজ্য ভেদ করিয়া দেখিতে দেখিতে খরগতিতে কাল-সাগরের কুক্ষিগত হইতেছে, পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিলাইয়া যাইতেছে, জীবনের জলবিন্দু অতল ও অপার জীবন-সাগরে মিশিয়া যাইতেছে। যে মনুষ্য এক সময়ে আপনার প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে এই পৃথিবী কম্পিত করিত, যাঁহার দৃষ্টিমাত্রেই সহস্র হৃদয় ভয়ে জড় সড় থাকিত, আজি জীবন-মহানাটকের শেষাঙ্ক অভিনয়কালীন সে দুধের শিশু হইতেও অধিকতর দুর্ব্বল ও নিঃসহায়; যে কখনও অন্যদীয় ন্যায্য স্বত্বের সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি-টুকুও বিনা যুদ্ধে প্রত্যর্পণ করিতে প্রস্তুত নহে, সে আজি সূচটীও সঙ্গে না লইয়া শূন্য হস্তে চলিয়া যাইতেছে। যাহার আকাঙ্ক্ষা সেকেন্দরসাহের দুর্ণীবার আকাঙ্ক্ষার মত সাগরাম্বরা অবনীর সমস্ত প্রধান রাজ্য আয়ত্ত করিয়াও অতৃপ্ত ছিল, আজি সে সমুদায়

পরিত্যাগ করিয়া একাকী বিনা সম্বলে চির-বিদায় গ্রহণে প্রস্তুত হইতেছে,—এ দৃশ্য বড়ই হৃদয় বিদারক—এ শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্যই অমূল্য সম্পদ—এ দীক্ষা সমগ্র জগতের জন্যই চিরস্মরণীয় তত্ত্ব।

আমরা সকলেই আশা ও আকাঙ্ক্ষার স্রোতে কখন শৈবাল কখনও সুখ-শোভন কুসুমের মত সংসার-সাগরে ভাসিয়া যাই-তেছি—কখনও বা উদ্দাম প্রবৃত্তির আবর্ত্তে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছি, কিন্তু বুঝিতেছি না যে, এ জীবনের দীপশিখা নিবিয়া যাইবে এবং জীবনের এ বৈতরিণী তীরে ভোগী ও বিলাসী হইয়া বৃথা প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিতেছি এবং মোহান্ধতা বশতঃ দেখিতে পাইতেছি না যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জলে, স্থলে ও নভো-মণ্ডলে, তুষাররাশি-মণ্ডিত পর্ব্বত শৃঙ্গে, অথবা কল্লোলিত সমুদ্র-তরঙ্গে—কলকলান্বিত লোকা-রণ্যে কিংবা কল্পনার অগম্য মহাশূন্যে সকল স্থানে সকল প্রকার বস্তু বিতানে প্রকৃতির নিত্য লীলা বিকাশ, বিলাস ও বিলুপ্তি। এ নিয়ম চেতন অচেতন এবং উদ্ভিদে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং নিমিষের জন্যও জগদ্‌যন্ত্রের এই ক্রিয়াশীলতার নিবৃত্তি কি নিরোধ নাই। মানুষের আর সমস্তই এই বিশ্বজনীন নিয়মের অধীন কেবল কীর্ত্তিই এ অনুশাসনের অধীন নহে। ইহার ধ্বংস নাই এবং বিলুপ্তি নাই। তজ্জন্যই চিন্তাশীল শাস্ত্র-কার তারস্বরে বলিয়াছেন, "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

চৈতন্যকৃষ্ণের মাটীর দেহ মাটীতে মিশিয়াছে, অণু অণুতে পরমাণু পরমাণুতে মিলাইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি মিশিয়া বিলয় পায় নাই এবং তাহা চিরকাল জাগরূক রহিবে এবং জনসাধারণকে গম্ভীর স্বরে উপদেশ দান করিবে। সৌরকর সমাগমে পৃথিবী যেমন উদ্ভাসিত হয়, বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চালনে জীব-হৃদয় যেমন প্রফুল্ল হয়, পূর্ণচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কিরণে সন্তাপিত দেহ যেমন স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ হয় ধার্ম্মিক লোকের আবির্ভাবে এবং তাঁহাদের সহবাসে জনসাধারণও সেইরূপ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, উপদেশলাভে প্রফুল্ল ও সদাচারে বিগত সন্তাপ হইয়া থাকে। চৈতন্যকৃষ্ণের আবির্ভাবেও আমাদের তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি তাঁহার জীবনের প্রারম্ভ হইতে অবসান পর্য্যন্ত আপদের পর্ব্বতভারে সমাক্রান্ত রহিয়াও এবং দারিদ্র্যের ঝটিকাবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইয়াও অভাবের পঙ্কিল প্রবাহে কখনও কলুষিত হন নাই, উচ্ছৃঙ্খলতার লেশ মাত্রও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই এবং দুরবস্থা কখনও তাঁহার শিক্ষা, শক্তি, সুরুচি, জোয়ারের জলধারার মুখে বালুরেখার ন্যায় বিধৌত ও বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। বিলুপ্ত কেন তাঁহাকে এক পদও হেলাইতে পারে নাই, বিন্দুমাত্রও নোয়াইতে পারে নাই। তিনি ধর্ম্মের অস্ফুট সম্ভাষণে অন্তরে স্পৃষ্ট থাকিতেন এবং বিবেক-সমীরণের মৃদুল দোলনেই তিনি দুলিইয়া পড়িতেন তজ্জন্যই তাঁহার লোকোত্তর গুণরাশি অটুট ও অকলঙ্কিত ছিল। মহত্ত্ব যদি পর্ণকুটীরে লতা পাতার আচ্ছাদনে পড়িয়া থাকে সেই পর্ণ-কুটীরও স্বর্ণপ্রাসাদ হইতে সুন্দর দেখায়, মহত্ত্ব যদি অসংখ্য গ্রন্থিযুক্ত জীর্ণাম্বরে পরিহিত রহে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও সেখানে লজ্জায় নিষ্প্রভ হয়। বিশেষতঃ যে দেশে বিদুরের দৈন্য, বিদুরের শান্ত সমাহিত নির্ম্মল চিত্ত এবং বিদুরের খুদ

ধর্ম্ম শিক্ষার সূত্রস্বরূপে গ্রথিত, এবং যে দেশে ভগবান্ বুদ্ধদেব জ্ঞানালোকের বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া সর্ব্বাগ্রে সুবিস্তৃত রাজ্য ও অতুলনীয় ধন সম্পত্তি পদদলিত করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অথবা দারিদ্র্যব্রত অবলম্বনে অনন্ত জ্ঞানের পাবক শিখায় সমগ্র জগৎ আলোকিত করিয়াছিলেন— এবং যে দেশে মহাত্মা চৈতন্য দেব দয়ার তাদৃশ তরঙ্গ-বিহ্বলা দেবগঙ্গা পোষণ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মগ্রহণে ও ভিক্ষাবৃত্তি পরিগ্রহে প্রেমভক্তির অমৃত মন্দাকিনী তর তর বেগে প্রবাহিত করিয়াছিলেন সেই দেশে—পুণ্যভূমি সেই আর্য্যাবর্ত্তে দারিদ্র্য দোষণীয় নহে, অভাব পাপ নহে এবং দরিদ্র লোক তথায় ঘৃণার পাত্র নহে। তজ্জন্য আমাদের মহানুভব চৈতন্যকৃষ্ণও নিন্দনীয় নহেন। দারিদ্র্যদুঃখ সাধুরা ধর্ম্মের সহায় বলিয়াই মনে করেন এবং ভারতের আর্য্য মহাত্মাগণ সাদরে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম-জগতে অক্ষয় ও অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সংসার যখন অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয়, সাংসারিক দুঃখ যখন চারিদিকে ঝটিকার ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে পরদ্রোহী প্রতারকের বিষাক্ত লোভ-জনিত বিকার, বিদ্বেষ এবং বিশ্বাসঘাতকতা যখন বজ্রের ন্যায় বিকট শব্দে হৃদয়ে আতঙ্ক জন্মায় এবং কঠোর মূর্ত্তি বিপত্তি উহার করাল জিহ্বা প্রসারণ করিয়া জীবনের সমুদায় সুখ শান্তিকে রাক্ষসীর মত যখন একই গ্রাসে উদরস্থ করিবার জন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং দরিদ্রতা ঈর্ষা ও অভিমানের আক্রোশে প্রাণের উপর আঘাত করিবার জন্য নৈরা-শ্যের শেলশূল সাংঘাতিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যখন প্রচণ্ড বিক্রমে দানবের ন্যায় উপ-স্থিত হয় তখনই আমাদের চরিত্রের পরী-ক্ষার সময়। এ বিষম সঙ্কটাপন্ন সময়ে অনে-কেরই পদস্খলন হইতে দেখা যায় এমন কি বাল্মীকির ন্যায় মহাতপস্বীর ও দস্যুবৃত্তি পরিগ্রহে আসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহানুভব চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ মহাশয় এ পরী-ক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন; এরূপাবস্থায়ও তিনি আত্মবিক্রয় করেন নাই, ধর্ম্মপথ হইতে বিচ-লিত হন নাই, তাই তিনি আমাদের আদর্শ মহাপুরুষ, তাই তিনি সমাজের আরাধ্য।

যেমন একটি দীপ হইতে সহস্র প্রদীপ মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রজ্জলিত হয়, তেমনই একটা ভাব-বিহ্বল হৃদয় হইতে শত সহস্র হৃদয় নূতনভাবে অনুপ্রাণিত ও আবেশিত হইয়া থাকে। মৃত অদ্ভুতকর্ম্মা কায়স্থরত্ন শশীভূষণ নন্দী মহাশয়ের অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হইয়া এবং তাঁহার আবেশে আবেশিত হইয়া স্বজাতির উন্নতিকল্পে অগ্রস্থ কতিপয় কায়স্থ মহাত্মা বদ্ধপরিকর হইয়া ছিলেন। মহাত্মা চৈতন্যকৃষ্ণ বাবুও তাঁহাদের একজন। জলে জল, বায়ুতে বায়ু, অগ্নিশিখায় অগ্নিশিখা সহজে মিশিয়া যায়। আকাশেই নক্ষত্র ফোটে, সরোবরেই কমল বিকশিত হয় এবং মধুচক্রেই মধুর অবস্থান সম্ভবে। তজ্জন্যই পরলোকগত নন্দী মহাশয়ের শিক্ষা ও দীক্ষা চৈতন্যকৃষ্ণের সরস হৃদয়েই দৃঢ়ভাবে আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে তিনি কখনও জ্ঞানের প্রদীপ ভাবিয়া আলেয়ার আলোর অনু-সরণ করিতেন না এবং মন্দারমালাভ্রমে সর্পকে গলদেশে ধারণ করিতেন না। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিয়া ছিল, বিরাট দৈত্য বিভীষিকা দেখা-ইয়া ছিল, ভীমনাদে বজ্রনির্ঘোষ হইয়া ছিল

এবং প্রত্যক্ষ রোষ মূর্ত্তিমান হইয়া গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে ভীতির আলেখ্য সম্মুখে ধরিয়া ছিল কিন্তু নিরুপায় ও নিঃসম্বল চৈতন্যকৃষ্ণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং তাহাতে ভীত বিচলিত ও কর্ত্তব্যবিমুখ হন নাই এবং অবিরত স্বীয় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও অটল ছিলেন। তাঁহার এই দৃঢ় সংকল্প তাঁহার জীবনের চিরসহচর ছিল।

বৃক্ষ যেমন কোটরস্থ বহ্নি দ্বারা পোড়া পোড়া হইয়া হঠাৎ এক সময়ে সামান্য বায়ু হিল্লোলেই ভাঙ্গিয়া পড়ে চৈতন্যকৃষ্ণও তেমনি রোগ শোকে জর্জ্জরিত হইয়া বার্দ্ধক্যভারে প্রপীড়িত হইয়া আকস্মিক ব্যাধিতে দেহত্যাগে বাধ্য হইয়া ছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তার বিন্দুমাত্র অপচয় ঘটে নাই এবং তাঁহার লোকোত্তর গুণরাশি এই সময়েই চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছে এবং তজ্জন্যই তাঁহার দুঃখবিহ্বল জীবনের অবসান-কাহিনী অধ্যাত্মতত্ত্বে একটি অধ্যায়রূপে জাতীয় ইতিহাসে চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে এবং সর্ব্বহন্তা মহাকাল সহস্র চেষ্টাসত্ত্বেও সে চিহ্নের বিন্দুমাত্র অপসারণে সমর্থ হইবে না।

মনুষ্যদেহের যে অঙ্গ যত বেশী কোমল সেই অঙ্গই তত বেশী রোগপ্রবণ, এইরূপে মনুষ্য-হৃদয়ের যে বৃত্তি যত বেশী ভাব-তরল, সেই বৃত্তি-ই মন্দের দিকে তত বেশী আবেগ-বিহ্বল। এই দৃঢ়সংকল্পতাই চৈতন্যবাবুর আর্থিক স্বচ্ছলতার পরিপন্থীস্বরূপে দাঁড়াইয়াছিল। তিনি ব্যবহারজীবস্বরূপে অর্থোপার্জ্জনে বিফল-মনোরথ হইলেও ওকালতি পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষকতা গ্রহণে পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই। কোথায় নন্দন-কানন-সঞ্জাত কল্পবৃক্ষের উচ্চতম উচ্চতা আর কোথায় তিমিরাবৃত গিরি-গহ্বরের নিম্নতম নীচতা, কোথায় কাব্যের কমনীয় বিলাস আর কোথায় নাট্যের তাণ্ডব-নৃত্য, কোথায় চরিত্রের চিরস্পৃহনীয় মাধুরী আর কোথায় ক্রূর স্বভাবের চিরবিতৃষ্ণাজনক কূটচিন্তা। চৈতন্যবাবু উকীলের উপাদানে গঠিত ছিলেন না কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁহাকে সেই পথে পরিচালিত করিয়া আজীবন উক্ত গণ্ডীর মধ্যে নিয়োজিত রাখিয়া তাঁহার আর্থিক অস্বচ্ছলতা জন্মাইয়াছে। কিন্তু কখনও তাঁহাকে বিপথে লইয়া যাইতে সক্ষম হয় নাই। কেবল এই একমাত্র স্থলেই উক্ত মহাত্মা তাঁহার অন্তর্নিহিত দৃঢ় সঙ্কল্পের কুফল ভোগ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য, তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠা, তাঁহার অধ্যয়ন লালসা, তাঁহার জ্ঞানামৃত পিপাসা এবং তাঁহার প্রতিভা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই, কারণ তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট। স্বভাব-নিয়োজিত পথের ব্যতিক্রমেই মানুষের পদে পদে বিপদ ঘটে, এবং সেই ভুল ভ্রান্তির সংশোধন হয় না। মানুষ তজ্জন্যই আত্মকৃত ব্যাধির যন্ত্রণায় দিনরাত ছট্‌ফট্ করে।

আমরা চৈতন্যবাবুর উৎকৃষ্ট ভাগেরই ইঙ্গিত করিলাম, তবে তাহাতে অপকৃষ্ট ভাবের লব লেশও আছে কি না তাহা এখন সমালোচনা করিব না। এ সংসারে কিছুই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে; বায়ু-হিল্লোলেও সংক্রামকতা আছে, গোলাপেও কণ্টক আছে, রমণী-হৃদয়েও ছলনা আছে, চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। রক্ত-মাংসবিশিষ্ট মানুষে সম্পূর্ণ পবিত্রতা ও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি থাকিতে পারে না। কিন্তু অন্ত আমরা

তাহার আলোচনা করিব না কারণ মাথার উপরে সেই চাঁদ হাসিতেছে, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, নিম্নে শস্য শ্যামলা ধরণী শোভা পাইতেছে, এবং অদূরে অসীম সমুদ্র তাহার অসীমত্ব প্রকটিত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে ; কিন্তু চৈতন্যকৃষ্ণ কোথাও নাই। ঐ দেখুন, মেঘমুক্ত আকাশ আবার হাসিতেছে, রাহুগ্রাসে নিস্তেজ চন্দ্র পুনরায় স্বীয় অমিয়ধারা বিকীর্ণ করিতেছে, এবং স্নিগ্ধ কৌমুদীরাশিতে দিগদিগন্ত আবার উদ্ভাসিত হইতেছে ; কিন্তু চৈতন্যকৃষ্ণের প্রাণ-বায়ু চিরতরে অমর ধামে চলিয়া গিয়াছে। আর সহস্র ক্রন্দনেও সহস্র আবেদনেও তাঁহাকে কেহই এ মর্ত্ত্যভূমিতে দেখিতে পাইবেন না, সুতরাং তাঁহার ভ্রমভ্রান্তির সমালোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ ছাত্রজীবনে পাঠাভ্যাস বিষয়ে আমরা অনেকেই উক্ত মহাত্মার নিকট যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি। সে উপকার বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। যদিও তাৎকালীন বাল্যসহচর বন্ধু-বান্ধবের অনেকে অকালশুষ্ক কুসুমের ন্যায় ঢলিয়া পড়িয়াছেন, তথাপি দীর্ঘকাল পরে আজ তাঁহাদের কথাও মনে পড়িতেছে। হৃদয়-যন্ত্রের কোন্ তার স্পর্শ করিলে কখন কি তান্ বাজিয়া উঠে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না, তজ্জন্য আজ মহাত্মা চৈতন্যকৃষ্ণের পবিত্র স্মৃতির স্মরণার্থ প্রবন্ধ রচনায় পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। বস্তুতঃ মনুষ্যের প্রকৃত সুখ পরের সুখে, প্রকৃত দুঃখ পরের দুঃখে এবং মানব জাতির প্রাণনিহিত প্রীতি আত্মসুখের সপ্তম স্বর্গে সমুত্থিত হইলেও পরকে পাশরিয়া,—উপকারীর উপকার এবং বান্ধবের বান্ধবতা বিস্মৃত হইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। এ শিক্ষা বোধ হয় সকল সময়েই সর্ব্বসাধারণের চিরস্মরণীয় তত্ত্ব।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

জেনারেল কালীচরণ ঘোষ।

একদিন এই পুণ্যভূমি ভারতে বিদ্যা বুদ্ধি ও শৌর্য্য-বীর্য্যে কায়স্থজাতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ এই বিষয় অগ্রণী ছিলেন। মুসলমান রাজত্বের সময়েও এই জাতি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায়, কেদার রায় প্রভৃতি বীরগণ তাঁহাদের বীরত্ব কাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই শৌর্য-বীর্য্য অতীত কাহিনী মাত্র, এই আধুনিক যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের শাসনসময়ে, সময়ে সময়ে ইহারা বীরজনোচিত কৃতিত্ব দেখাইতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

আজ একটি কায়স্থ কুলতিলকের বীরত্ব-কাহিনী প্রকাশ করিতেছি। যিনি তাঁহার অসামান্য বুদ্ধিবলে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ইংরেজ গভর্ণমেন্টের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে অশেষ শৌর্য-বীর্য্য

প্রদর্শন করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সম্মানিত জেনারেল উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কায়স্থ বীরপুরুষের নাম জেনারেল কালীচরণ ঘোষ। ইনি হুগলি জিলার অন্তর্গত আকনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ইনি কোন সওদাগার আফিসে কার্য্য করেন, পরে সরকারি পল্টনের রসদ বিভাগে প্রবেশ করেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই নিজ প্রতিভা বলে একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিদের নিকট বিবেচিত হইয়া খাস পল্টনের কেরাণীপদে উন্নত হয়েন। যে সময় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত মহারাষ্ট্র-কুলতিলক মহারাজা হোলকারের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, ভারতেতিহাসে যাহা দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। হোলকাররাজ ভরতপুরের জাঠরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, ভরতপুরাধিপতি তাঁহাকে "ডিগ্" দুর্গ ছাড়িয়া দেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত দুর্গ ইংরেজাধিকৃত হয়। ইংরেজের সহিত ভরত-পুরের কোনও শত্রুতা ছিল না; কিন্তু তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া হোলকারের পক্ষাবলম্বন করায় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এক বিপুলবাহিনী প্রেরণ করেন। কালীচরণ সেই সৈন্যদলের কেরাণী ছিলেন, কাজেই তিনিও এই সঙ্গে গিয়াছিলেন। ইংরেজসৈন্য ভীমবিক্রমে ও বিপুল আয়োজনে ভরতপুরের দুর্গ অবরোধ করিয়া তাহার ধ্বংসসাধনে চেষ্টিত হইলেন। দুর্গরক্ষক জাঠসৈন্যগণের ভীষণ আক্রমণে ইংরেজসৈন্য পদে পদে পশ্চাদপদ হইতে লাগি-লেন, একবার দুইবার নহে, বার বার উন্মত্তার সহিত আক্রমণেও ইংরেজপক্ষ অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাহাদের তিন সহস্রাধিক সৈন্য হত ও বহুসংখ্যক আহত এবং প্রধান সেনানায়ক রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। অব-শিষ্ট অল্প সংখ্যক সৈন্য যাহা রহিল, তাহারাও ছত্রভঙ্গ হইয়া পাড়ল। এমন একজন সৈন্যা-ধ্যক্ষও রহিল না যে, সৈন্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে পারে। অবশিষ্ট সুবাদার ও হাবিলদারগণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কালীচরণ এই সৈন্যদলে ছিলেন। সর্ব্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যা-ধ্যক্ষগণের সহিত একত্র থাকিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন নির্ভীক কালীচরণ সৈন্যচালনা প্রণালী ও রণকৌশল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া ছিলেন, তাঁহার এই কৃতিত্বের কথা সর্ব্বত্রই বিদিত ছিল, হাবিলদার সুবাদার প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চপদস্থ সেনানীগণকে সময় সময় যুদ্ধকৌশল, সৈন্যপরিচালনা, কামান স্থাপন ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি ও পরামর্শ দিতেন তাহাতে অনেক সেনানী অনেক সময় প্রকৃতই ফল পাইতেন বলিয়া অনেকে ইহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। সাধারণ সৈন্যের মধ্যেও তাঁহার এই অভিজ্ঞতার কৃতিত্বের বিষয় অপ্রকাশ ছিল না। এই বিষম বিপদের সময় হতাবশিষ্ট হাবিলদার ও সুবাদারগণ মিলিত হইয়া কালীচরণকে ধরিয়া বসিলেন "কেরাণী-বাবু এখন আর আমাদের উপায় কি? মান সম্ভ্রম ত গেলই জীবনও যে যায়, কাপ্তেন কর্ণেল প্রভৃতি সেনাধিপগণের মধ্যে কেহই জীবিত নাই সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ, এখন উপায় কি? কে বিপুল সাহসে সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া

পরিচালিত করিবে এবং কেই-বা যুদ্ধ করিবার জন্য হুকুম দিবে? আপনিই এই বিপদের কর্ণধার। আপনি যদি জেনারেলের পোষাক পরিয়া জেনারেল হইয়া যুদ্ধের হুকুম না দেন তবে কাপুরুষের মত দাঁড়াইয়া মরিতে হইবেক। মৃত্যু ত আজ অনিবার্য্য তবুও আপনি আমাদিগকে লইয়া একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখুন।”

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কালীচরণ ঘোষ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—“যে অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে আজ কেহ যে প্রাণে বাঁচিবে এইরূপ আশা নাই, কিন্তু যদি মরিতে হয় তবে কাপুরুষের ন্যায় এক স্থানে দাঁড়াইয়া মরিব কেন? এস সকলে জীবনপণ করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হই। শত্রুরা জানুক, শত্রুরা বুঝুক আমরা কাপুরুষ নাহ, আমরা বীরের জাতি বীর! ঘোষজ এই বলিয়া তাঁবুর ভিতর হইতে জেনেরেলের পোষাক পরিধান করিয়া হতাবশিষ্ট সৈন্যদিগকে বহু আয়াসে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ভীমবেগে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। বিপক্ষের পক্ষে এই আক্রমণ সহ্য করা কঠিন হইয়া উঠিল। বহু সুশিক্ষিত সৈন্যসাহায্যে ইংরাজ সেনাপতি যাহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, একজন অন্য ব্যবসায়ী দুর্ব্বল বাঙ্গালী মুষ্টিমেয় সৈন্য দ্বারা তাহা অতি সহজে সম্পন্ন করিলেন। ভরতপুরাধিশ্বরের দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন কি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিবারও অবসর পাইলেন না, তিনি ইংরেজদিগের যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ বিশলক্ষ টাকা নগদ দিবার অঙ্গীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ইংরাজপক্ষ রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দুর্গাবরোধ উঠাইয়া লইলেন। ভরতপুররাজকে তাঁহার ভিগদুর্গ প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, রাজাও হোলকারের পক্ষ ত্যাগ করিলেন।

এইরূপে একজন বঙ্গীয় কায়স্থযুবক ইতিহাস প্রসিদ্ধ মকরন্দ ঘোষের বংশধর বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংরাজ শাসনকালে যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্কট সময়ে অসীম সাহস ও অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বিজয়লক্ষ্মীকে তদীয় অঙ্কশায়িনী করিতে পারিয়াছিলেন। এই সাহসিকতার জন্য ইংরেজগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি অভিনন্দিত হইয়া তিনসহস্র টাকা পুরস্কার ও জেনেরেল উপাধি লাভ করিয়া ছিলেন।*

শ্রীভূপালচন্দ্র ঘোষ।

---

* বীরত্বের এই সমুজ্জ্বল নিদর্শনটী ভারতইতিহাসের কোনও পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই না কেন? ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে জেনেরেল লেকের তত্ত্বাবধানে ইংরেজসৈন্য ভরতপুরের দুর্গাবরোধ করিয়াছিলেন। আমাদের বোধ হয় সেই সময় এই ঘটনা হইয়াছিল। অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংকলিত সংক্ষিপ্ত ইংরেজী ভারতেতিহাসের ১৯৩ পৃষ্ঠায় আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করি

In the course of the war (the 2nd Maharatta war) the Jat Rajah of Bharatpur threw off his alligiance to the English and declared in favour of the maharatta chief. General Lake laid seige to the Fort of Bhurtpur, though he failed, to take it, the Rajah at last got alarmed and tendered his sub-

mission. একটু মনোযোগেরসহিত পাঠ করিলে পাঠক দেখিবেন এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটী মধ্যে জেনারেল কালীচরণ ঘোষের ঘটনাটী যেন লুক্কায়িত ভাবে কটাক্ষপাত করিতেছে। জেনেরেল লেক ভরতপুরের দুর্গাবরোধ করিলেন, কিন্তু দুর্গ জয় করিতে পারিলেন না, তথাপি ভরতপুরাধিপ সভীতান্তকরণে ইংরেজ বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ইহার প্রকৃত কারণ মহাত্মা কালীচরণ ঘোষের শেষ আক্রমণ।

সম্পাদক।

আন্তর্গণিকবিবাহ।*

আন্তর্গণিকবিবাহ প্রবর্ত্তন সমীচীন কি না, এ চিন্তা এক্ষণ আর শুধু কায়স্থজাতির মধ্যে নিবদ্ধ নহে; বঙ্গীয় কায়স্থেতর সমুদয় জাতির মধ্যেই ইহা বিস্তার লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক জাতিই তাহার বিছিন্ন স্বজনবৃন্দকে আর পর ভাবিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় পর করিয়া রাখিতে চাহিতেছে না। খণ্ড সমূহকে অখণ্ডাকারে পরিণত করতঃ শক্তিশালী জাতিরূপে গণ্য হইতে চাহিতেছে। সঙ্কীর্ণমত বিলুপ্ত হইয়া তৎস্থানে উদারমত অধিকারপূর্ব্বক ভাবী উন্নতির আশা মানসক্ষেত্রে জাগাইয়া তুলিতেছে। ইহা বঙ্গীয় সমাজের পক্ষে শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। এক বহু হইলে, বিভিন্ন আচারসম্পন্ন হইলে বৈচিত্র বর্দ্ধিত হয় সত্য কিন্তু একের শক্তি, বহু বিভক্ত হওয়ায় ক্ষীণামূর্ত্তি ধারণ করে—সংঘর্ষে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়—সঙ্কীর্ণ আকারে সঙ্কীর্ণতা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া হয় ত পৃথিবী হইতে একেবারে তিরোহিত হয়। আবার ক্ষুদ্র খণ্ডনিচয়কে এক আচারবিশিষ্ট এক মতাবলম্বী করিয়া এক অখণ্ডাকারে গঠিত করিতে পারিলে পার্থক্যজনিত বৈচিত্র হ্রাস পাইলেও এমন এক বিস্তীর্ণা ও প্রবলা শক্তি লাভ করে; যাহা যে কোন সংঘর্ষ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া জগতে স্বীয় অস্তিত্ব বিলোপ হইতে দেয় না; বরং বিছিন্নশক্তি সমবায়ে কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিতায়তন হওয়ায় কর্ম্মের গৌরবে বিশ্ববাসীর নিকট একটা যোগ্যতর স্থান লাভ করিতে অধিকারী হয়। বঙ্গের জাতিবৃন্দের আপনজনকে আপন করিয়া লইবার যে আয়োজন পরিলক্ষিত হইতেছে; ইহা মনুষ্যত্বের ও নবজীবন সঞ্চারের পরিচায়ক, দূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালী যে জাতিরূপে জগতে পরিচিত হইতে পারিবে, ইহা বোধ হয়, তাহার পূর্ব্বাভাস। খণ্ডিত জাতিকে

* কোন জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর বিবাহ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়াকে আন্তর্গণিক-বিবাহ বলে। যেমন, কায়স্থজাতির বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ী প্রভৃতি শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান; উহাই আন্তর্গণিকবিবাহ।

অখণ্ড করিতে হইলে যে সমস্ত উপায় অবলম্বনীয় তন্মধ্যে আন্তর্গণিকবিবাহ যে অন্যতম, তৎসম্বন্ধে মতভেদ হইতেই পারে না। একতা নানারূপে সংস্থাপিত হইতে পারিলেও রক্তের সম্বন্ধ সংস্থাপন দ্বারা তাহা যেরূপ দৃঢ় ও স্বাভাবিক হয়; অন্য কোন রূপই তাহা হওয়া সম্ভাবিত নহে। আর স্বজাতির অন্তর্ভুক্ত কোন শ্রেণীবিশেষের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন যে অবৈধ ও অতৃপ্তিকর নহে; তাহাও সামান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিও না বুঝিতে পারেন, এমন নহে। আন্তর্গণিকবিবাহ প্রবর্ত্তিত হইলে শ্রেণীগত সঙ্কীর্ণতা যে দূরীভূত হইয়া হৃদয় অনেক পরিমাণে প্রশস্ত হইবে; তাহাও নিশ্চয়। শ্রেণীবিশেষের বিশেষত্ব ও আন্তর্গণিকবিবাহফলে অন্য শ্রেণীতে সংক্রামিত হইয়া যে লাভবান্ করিবে; তাহাতেও কোনও সংশয় জন্মিতে পারে না। আন্তর্গণিকবিবাহ প্রচলিত হইলে জাতি অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণী-ই অল্লাধিক পরিমাণে লাভবান্ হইবেন। সে লাভ শরীরে মনে ও সমাজে প্রত্যক্ষ করা যাইবে। কেহ কেহ আন্তর্গণিকবিবাহের প্রতিকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তিগুলি সুধু অহমিকা ও অদূরদর্শিতা প্রসূত বলিয়াই আমাদের অনুমিত হইয়াছে। তাঁহারা অধিক সুফলের কথা না ভাবিয়া অল্প কুফলেরই আশঙ্কায় ভীত হইয়া সরিয়া পড়িতে চাহিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া নিতান্তই দয়ার্দ্র হইয়াছি। অধুনা আন্তর্গণিকবিবাহ প্রায় সর্ব্বজাতি কর্ত্তৃক স্বীকৃত। আন্তর্গণিকবিবাহের বৈধতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে সমাজসেবী ব্যক্তি মাত্রেই অনুকূল মত পোষণ করিয়া থাকেন। লোক মত আন্তর্গণিকবিবাহে এরূপ অনুকূল হইলেও অন্য জাতির কথা দূরে থাকুক; সর্ব্বাগ্রে আন্তর্গণিকবিবাহের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গমকারী কায়স্থজাতিও আন্তর্গণিকবিবাহে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারেন নাই—ইহার হেতু কি? ইহার হেতু আর কিছুই নহে—কোন প্রস্তাব সর্ব্ববাদী সম্মত হওয়া আর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়া কখনই এক কথা নহে। প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বোধ হইলেই তাহা সর্ব্বজন কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বাধা-বিঘ্ন অপসারিত না করিলে কখনই সাফল্য লাভ হয় না। প্রস্তাব কাগজে কলমে বা মানববিশেষের অন্তরেই থাকিয়া যায়। কায়স্থজাতির মধ্যে যে আন্তর্গণিকবিবাহ যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইয়াও আজ দশ বৎসরেও কিছুমাত্র প্রসারিত হইতে পারিতেছে না; তাহার কারণ ও শ্রেণীগত নিয়মাদি ও কুলীন শ্রেণীর কৌলিন্য-বিধিঘটিত অসাম্য। বাধা বিনাশ না করিলে মিলন সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রেণীগত নিয়মাদি ও কৌলিন্যঘটিত বিধিনিচয়ের অসমতা দূরীভূত করিয়া শ্রেণীচতুষ্টয়ের কায়স্থকে কোন এক বিশেষ বিধিব্যবস্থার অধীন না করিতে পারিলে আন্তর্গণিকবিবাহ প্রচলন আশাতীত ব্যাপার বলিয়াই অমাদিগের মনে হয়। সকল শ্রেণীর কায়স্থই তাহার স্ব সমাজের বিধি-ব্যবস্থা ভালবাসেন; প্রত্যেক শ্রেণীর কুলীনই তাহার কৌলিন্যের নিয়মকে মানিয়া চলেন। এক শ্রেণীর বিধি-ব্যবস্থা বা কৌলীন্য-পদ্ধতি অন্য শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন হইতে পারে। হইতে পারে কি? নিশ্চয়ই সেরূপ প্রতিকূল ভাবাপন্ন নিয়ম বিভিন্ন

শ্রেণীতে প্রচলিত আছে। কেহই স্ব সমাজের স্ব বংশের নিয়মাদি সহজে বর্জ্জন করিয়া অন্যের নিয়মাধীন হইতে সম্মান বোধ করিতে পারেন না। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে কেহই অন্য শ্রেণীর সহিত আদান-প্রদান করিতে পারেন না। আর কেহ যদি নিজ সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অন্য শ্রেণীতে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাহা হইলে স্ব শ্রেণীতে তাঁহার প্রতিপত্তির হ্রাস অনিবার্য্য। তবেই আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনে সাহায্য করিতে অনেকের-ই অনিচ্ছা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কেহ কেহ বলিবেন "যাহার মনের বল আছে, সে কখনি নিয়মাদির দাসত্ব করিবেনা। ত্যাগস্বীকারে বাধ্য হইবে।" এরূপ মনও বড়ই দুর্ঘট। আর এরূপ দু দশটা মন পাওয়া গেলেও তদ্দ্বারা কায়স্থসমাজে আন্তর্গণিকবিবাহ প্রবর্ত্তনের যথেষ্ট আনুকূল্য হইবে; বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থেরই সম্মান বজায় থাকে; কেহই আত্মসম্মানে আঘাত না পান; এই প্রকার সাধারণ বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন না করিলে আন্তর্গণিকবিবাহ কখনই কায়স্থশ্রেণীচতুষ্টয়কে এক করিতে সক্ষম হইবে না। প্রত্যেক শ্রেণীর কায়স্থদিগকেই কতকগুলি কুলবিধি ও শ্রেণীগত বিধিব্যবস্থা পরিহারপূর্ব্বক এক সাধারণ বিধিব্যবস্থাকে মানিয়া চলিতে হইবে। এইটুকু ত্যাগস্বীকার না করিলে কায়স্থশ্রেণীচতুষ্টয় এক বিরাটমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারিবে না। নানাবিধ কুলবিধি ও নানারূপ আচার-পদ্ধতি কায়স্থজাতির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বর্ত্তমান থাকিবে, অথচ আন্তর্গণিক-বিবাহ ভাদ্রের গঙ্গার ন্যায় দেশ ভাসাইয়া দিবে; ইহা কল্পনারও অতীত। যেখানে যত বৈষম্য, সেখানে মিলন তত দূরবর্ত্তী। আন্তর্গণিকবিবাহ সম্বন্ধে আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকেই বলেন, "কায়স্থজাতির শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তিত হইলেই অনায়াসে আন্তর্গণিকবিবাহ প্রচলিত হইবে।" সত্য বটে, ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণের ফলে গণশ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে একবিধ সমতা যে লাভ না হইবে এমন নহে। পরন্তু তাহাতে আন্তর্গণিকবিবাহের বাধা নিরাকৃত হওয়া কি সম্ভবে? বহুকাল সঞ্চিত শ্রেণীবিশেষের প্রথা ও কৌলিন্যের নিয়ম, যাহা সংস্কাররূপে মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত আছে; তাহা একমাত্র ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ করিলেই অন্তর্হিত হইবার নহে। যদি আমরা দেখিতে পাইতাম, উপবীতীকায়স্থ মাত্রেই ক্ষত্রিয়োচিত গুণগ্রামে ভূষিত হইবার জন্য ব্যগ্র,—ক্ষত্রিয়ের সৎসাহস দেখাইবার জন্য প্রস্তুত—তাঁহাদের অনেকেই ঘৃণিত পণ—প্রথা ও বংশের বৃথাভিমান উচ্ছেদনপূর্ব্বক জাতীয় উন্নতিবিধানে তৎপর; তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস হইতে পারিত—ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণমাত্রেই আন্তর্গণিক বিবাহের অন্তরায়সমূহ স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। আমরা কি ইহাই দেখিতেছি না, যে আমরা পূর্ব্বেও যাহা ছিলাম, অধুনাও তাহাই আছি,—সেই নীচতা, সেই অভিমান, সেই ভেদজ্ঞান সবই আছে, কেবলমাত্র উপবীতগ্রহণ ফলে "আমরা শূদ্র নহে - ক্ষত্রিয়" এই কথা বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। ইহাও যে কতক লাভ, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনে ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ যে অনুকূল

উপায়ের অন্যতর ইহাও আমরা গোপন করিতে চাহি না। আমাদের কথা এই যে, যতদিন কায়স্থসমাজে শ্রেণীগত প্রাধান্য রক্ষণের প্রবৃত্তি হ্রাস না হইবে; এক শ্রেণীর কুলীনগণ অন্য শ্রেণীর কুলীনের সহমিলনের প্রতিবন্ধক কুলনিয়মকে পরিহার করিতে অভিলাষী না হইবেন; এবং সকল শ্রেণীর প্রীতিকর কতগুলি সাধারণ নিয়ম সৃষ্টি করতঃ তাহা প্রতিপালনে বাধ্য না হইবেন; ততদিন ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ বা আন্তর্গণিক বিবাহের বৈধতা প্রমাণ করিলেই আন্তর্গণিক বিবাহ সচ্ছন্দগতিতে সমগ্র কায়স্থসমাজে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে না। যে যাহা ছিলেন; তাহাই থাকিবেন; অথচ অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় স্ব স্ব কুলমর্য্যাদা অব্যাহত রাখিয়া আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলিত করিবেন; ইহা সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও স্বীকার করিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করিবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, "কুলীনে কুলীনে আন্তর্গণিকবিবাহ সহজে সম্ভাপর না হইতে পারে। কিন্তু মৌলিকগণের অন্য শ্রেণীর কুলীনেরসহিত আন্তর্গণিক বিবাহের বাধা কি? তাহারা ত ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া অনায়াসে আন্তর্গণিকবিবাহের সহায়তা করিতে পারেন? সকল শ্রেণীর কায়স্থেই কুলীনের সংখ্যাপেক্ষা মৌলিকের সংখ্যাই অধিক। তাঁহারা আন্তর্গণিকবিবাহে আগ্রহ প্রদর্শন করিলে কুলীনেরা কিছুদিন পরে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিশ্চয়ই সুপথে আসিবেন।" বস্তুতঃ মৌলিকেরা যদি স্ব শ্রেণী ও অন্য শ্রেণীতে সমভাবে আদান-প্রদান করেন; তবে যে আন্তর্গণিকবিবাহ অতি সত্বরই বহুপরিমাণ বাধা বিমুক্ত হইতে পারে; এ কথায় আমরা সানন্দে সমর্থন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মৌলিকেরা সেরূপ সৎসাহস দেখাইতে সহজে রাজী হইবেন বলিয়া মনে করা যায় না। প্রত্যেক শ্রেণীর মৌলিক, তাহার স্ব শ্রেণীর অন্তর্গত কুলীনদিগকে যে পরিমাণ সম্মানের চক্ষে দেখেন, অন্য শ্রেণীর কুলীন সম্বন্ধে সেরূপ ধারণা তাঁহাদের নাই। মনের বহুদিন সঞ্জাত সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করা বড়ই দুষ্কর। কাজেই অন্য শ্রেণীর কুলীনেরসহ বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনে মনের তৃপ্তি না ঘটিলে বিস্ময়ের হেতু কিছু নাই। ব্যক্তিগত হিসাবে কেহ তৃপ্ত হইলেও সমাজের উপেক্ষায় তাঁহার তৃপ্তি বড় বেশী দিন স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারে না। একের আশাময় কার্য্য ফল দর্শনে অন্যের অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি নষ্ট হয়; ইহা যদি অসত্য না হয় তবে মৌলিকগণকর্তৃক আমাদের কোন ভরসা নাই। কুলীনে কুলীনে আন্তর্গণিকবিবাহ সংস্থাপিত হইলে, অন্য সমাজের কুলীনের সম্মানের ওজন মৌলিকেরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন; এবং নিজ সম্প্রদায়ের কুলীনগণের সমর্থন থাকায় পরসমাজের কুলীনসহ বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনে স্ব সমাজে উপেক্ষিত হইতে হয় না। তাঁহারা নিরুদ্বেগে আন্তর্গণিকবিবাহে সহায়তা করিতে পারেন। তবেই দেখা গেল, কুলীনগণের মধ্যে আন্তর্গণিকবিবাহপ্রবর্ত্তনই সর্ব্বাগ্রে অত্যাবশ্যক। যতদিন কুলীনেরা আন্তর্গণিকবিবাহে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন; ততদিন কায়স্থজাতিতে আন্তর্গণিকবিবাহ কখনই সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না, ইহা নিশ্চয়। মৌলিক কায়স্থমহোদয়েরা এই কথায় হয় ত মনে মনে একটু অসন্তোষ পোষণ করিবেন;

তাঁহারা মনে করিবেন, আমরা কুলীনসম্প্রদায়ের এত অধীন কিসে? আমরা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিলে কে তাহাতে বাধা দিতে পারে? এ কথা সত্য নহে আমরা এমন বলি না; পরন্তু আমরা জানি, মৌলিকেরা মুখে যাহাই বলুন, কার্য্যকালে সংস্কারের দাসত্ব ছেদন করা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। কুলক্রিয়ার প্রলোভন ও সমাজে কুলক্রিয়া-জনিত প্রতিপত্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা, তাঁহারা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। আমরা ইহা বিশেষরূপে অবগত আছি; তাই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, আন্তর্গণিকবিবাহ কায়স্থ-সমাজে পরিব্যাপ্ত করিতে হইলে কুলীন-সম্প্রদায়ের ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত তাহা সংসাধিত হইতে পারিবে না। কুলীনেরা মৌলিকের ন্যায় হস্তপদবিশিষ্ট হইলেও পুরুষপরম্পরায় তাঁহারা সমাজের উপর একটা অবাধ প্রভাব প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা অগ্রবর্ত্তী না হইলে সামাজিক বিষয়ে কেহই একপদও চলিতে চাহেন না। সমাজে যখন কুলীনদের এরূপ শক্তি এখনও বিদ্যমান; তখন তাঁহাদের মুখাপেক্ষী না হইয়া আন্তর্গণিকবিবাহ প্রচলনের কাহারও হাত নাই। কুলীনেরা কি আন্তর্গণিকবিবাহের বিরোধী? না, কুলীনেরা আন্তর্গণিকবিবাহের বিরোধী নহে। আমরা জ্ঞাত আছি—আন্তর্গণিকবিবাহের শুভ ফলের বিষয় চিন্তা করেন নাই, শ্রেণী চতুষ্টয়ের কুলীনবৃন্দের মধ্যেই এমন লোকের সংখ্যা বিরল। আন্তর্গণিকবিবাহে অনেক বুদ্ধিমান কুলীনসন্তানের স্বতঃই প্রবৃত্তি আছে। প্রবৃত্তি থাকিলে কি হইবে, অন্তরায় অপসারিত না হইলে মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে না। কায়স্থ-জাতির চারিশ্রেণীর সমাজসেবী সুধী কুলীন মৌলিকমহোদয়গণের কর্ত্তব্য; তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া সকলশ্রেণীর কায়স্থের দেশাচার বংশাচার ও কুলাচারসমূহের আলোচনা করিয়া যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করেন। ইহা বহু চিন্তা ও সময়সাপেক্ষ হইলেও—আদৌ অসম্ভব মনে হইলেও, চেষ্টা আরব্ধ হইলে ক্রমশই সহজ হইয়া আসিবে। শুধু আন্তর্গণিকবিবাহ সমীচীন, ঘোষণা করিলেই যথেষ্ট হইল যাঁহারা মনে করেন; তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না—যাঁহারা প্রকৃতই আন্তর্গণিকবিবাহের পক্ষপাতী ও আন্তর্গণিকবিবাহ উপনয়ন সংস্কারের ন্যায় বিস্তার লাভ করিতেছে না বলিয়া ক্ষুব্ধ তাঁহারা যেন আমাদের কথাগুলি একটু ভাবিয়া দেখেন। চিন্তা করিলে সকল কথায় আমাদের সহিত একমত হইতে না পারিলেও, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, আন্তর্গণিকবিবাহ প্রবর্ত্তনের পথে কত প্রকারের কত বাধা-বিঘ্ন বিদ্যমান। সে সব বাধা-বিঘ্ন বর্ত্তমান থাকিতে আন্তর্গণিক বিবাহ কিছুতেই সমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। কেবলমাত্র শব্দমাধুর্য্যে, আশার কুহকে যেন আমরা মুগ্ধ না হই। যে কোন হিতকর প্রস্তাব-ই যেন আমরা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি; ইহাই আমাদের সংকল্প হওয়া বাঞ্ছনীয়। আন্তর্গণিকবিবাহ কায়স্থজাতির কেন, সকল জাতির পক্ষেই যে, অশেষ কল্যাণকর; কে এমন ধৃষ্ট ইহা গোপন করিবে? যাহাতে আন্তর্গণিকবিবাহ বাধা বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে প্রসারিত হইতে পারে, প্রত্যেক চিন্তাশীল কায়স্থের তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে চিন্তা-শক্তি ব্যয়িত করা সঙ্গত। এবং সেই উপায়াবলম্বনে অল্পাধিক ত্যাগ-

স্বীকারের দ্বারা বিচ্ছিন্ন জাতিকে এক বিরাট জাতিতে পরিণত করা প্রত্যেক কায়স্থের-ই কর্ত্তব্য। যিনি আন্তর্গণিকবিবাহ প্রচলনে বাধা-বিমুক্তির পথে কণ্টকস্বরূপ হইবেন; তিনি নিশ্চয়-ই জাতির শত্রু - দেশের পরম শত্রু। (১)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। নিবেদন।—বঙ্গাব্দ ১৩১৮ অবসান প্রায়। যে সকল প্রতিভার গ্রাহকগণের নিকট চাঁদার টাকা বাকী আছে, তাঁহারা দয়া করিয়া নিজ নিজ দেয় অতি সত্বর আমাদের নিকট পাঠাইয়া প্রতিভার স্থায়িত্ব বিধান করিবেন। অনেকের নিকট ভিঃপি পাঠান হইতেছে, আশা করি সকলেই ভিঃ পির মূল্য ১৷৵০ মুক্তহস্তে প্রদান করিবেন। ভিঃ পিতে গ্রাহকমহোদয়-গণের কপর্দ্দকও বেশী ব্যয় হয় না। মনি অর্ডারে এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইতে যে ১৷৵০ মোট ব্যয়, ভিঃ পিতে তাহাই আমরা গ্রহণ করিতেছি। পোষ্টেজ কাহাকেও দিতে হয় না। আশা করি কেহই ফেরত দিবেন না ফেরত দিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হয়। বৎসরের কোনও সংখ্যা যদি কেহ না পাইয়া থাকেন, আমাদিগকে লিখিলেই, তিনি বিনা ব্যয়ে উহা পাইবেন অলম্মিতি বিস্তারেণ।

২। অসবর্ণবিবাহ।—হিন্দু সামাজিক-গণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অসবর্ণবিবাহের পাণ্ডুলিপি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১১জন সভ্য ইহার পক্ষে ও ৪৩ জন বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। আমা-দের বোধ হয় সমগ্র হিন্দুসমাজের অভিমত লইলে একশতের মধ্যে ৯৯ জন ইহার বিরুদ্ধে ও ১জন মাত্র ইহার পক্ষে মত প্রকাশ করিত। এ প্রকার সমাজ বিপ্লবকারী প্রস্তাব কদাপি আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই। হিন্দুবিবাহ কি প্রকার সুদৃঢ়বন্ধন ও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন তাহা জানিলে এই প্রেমবন্ধন শিথিল করিতে বসুজ মহাশয় কদাপি চেষ্টা করিতেন না। বিচ্ছিন্নতা (Divorce) যাহার মূলমন্ত্র, সেইরূপ বিবাহকে হিন্দুসমাজ গণ্ডী মধ্যে প্রবিষ্ট করিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইল না! হিন্দু থাকিতে হইলে, হিন্দুর ন্যায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবেক, চুক্তিমূলক কামচারী বিবাহের যিনি পক্ষপাতী, তাঁহাকে হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিতে হইবেক। ইহাই আর্যধর্ম্মোপদেশ। অক্ষতযোনী ও স্খলিতবীর্য্য মধ্যে বিবাহপ্রথা, শৈশবে বিবাহ, পণপ্রথার ঘোর অত্যাচার যাহা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা মনু মহারাজের নিম্নলিখিত আদেশানুসারে সংস্কার করিতে পারিলে সমাজের মহতী মঙ্গল সাধিত হইবেক।

(১) আমাদের বিশ্বাস, যখন উপনয়ন প্রভাবে প্রকৃত ক্ষত্রিয়শক্তি সমাজে প্রবিষ্ট হইবে, তখন আভিজাত্যের অহমিকা বিনষ্ট হইয়া আন্তর্গণিকবিবাহ সমাজে প্রচলিত হইবে, তাহার অগ্রে হইবে না। সম্পাদক।

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ, বেদশাস্ত্রা বিরোধিনা।
যস্তর্কেণ অনুসন্ধধত্তে, সধর্ম্মং বেদনেতর॥
১০৬। ১২শ অধ্যায়।

অর্থাৎ বেদ শাস্ত্রের অবিরোধী ঋষিদিগের ধর্ম্মোপদেশ অনুসরণ করতঃ যিনি তর্ক দ্বারা ধর্ম্ম নির্ণয় করেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা জানেন, অপরে জানেন না। বসুজ মহাশয়ের ন্যায় বিজ্ঞ প্রাচীন ও দেশহিতব্রতে নিরত মহাত্মা যদি এই প্রকারে হিন্দুর বিবাহ-সংস্কার করিতে চেষ্টা করিতেন তবে তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইত। বঙ্গে বর্ণধর্ম্ম পরিচালিত হইতেছে না। সর্ব্ব প্রথমে চাতুর্ব্বর্ণসমাজ সংস্থাপিত করিতে হইবেক। তাহার পর অনুলোমবিবাহ প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিলে কতকটা সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে।

৩। কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ১১ই ফাল্গুন শুক্রবার, হুগলী জেলার অন্তর্গত সাটীথান্‌-গ্রামে নিম্নলিখিত কায়স্থমহোদয়গণ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বেচারাম দেবশর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ দেবশর্ম্মা হোতা ও আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। হাতিশালানিবাসিনী শ্রীযুক্তা হরিকামিনী দেবী কায়স্থরমণীর ব্যয়ে ও সাটীথান্‌নিবাসী লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী দেববর্ম্মা সূর্য্যধ্বজ মহাশয়ের প্রযত্নে উক্ত শুভ-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।—

শ্রীযুক্ত তারকনাথ বসু।
,, গোপালচন্দ্র ঘোষ।
,, আশুতোষ ঘোষ।
,, ভূতনাথ ঘোষ।
,, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ।
,, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ।
শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ সিংহ।
,, দেবেন্দ্রনাথ সিংহ।
,, সতীশচন্দ্র দেব মজুমদার॥

৪। বিগত ১৭ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চাঁদ রায় ও কেদার রায় কায়স্থ-রাজন্যদিগের বংশসম্ভূত ত্রিপুরা জিলান্তর্গত দুর্গাপুরগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শশিমোহন রায় মহাশয়ের চাঁদপুরের বাসাবাটীতে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রমুখ চারি জন ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যে নিম্নলিখিত এক বিংশতি কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত অভয়চরণ ঘোষ (৬১ বৎসর বয়স) জগদ্বন্ধু দেব রায় (৭০ বৎসর বয়স) প্রতাপচন্দ্র রায় চৌধুরী, মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, নগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ রায়, যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বসু, অনুকূলচন্দ্র রায়, কমলমোহন রায়, জগদানন্দ রায়, ব্রজেন্দ্রলাল বসু রায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব রায়, বগলামোহন রায়, যোগীন্দ্রমোহন দেব রায়, কালীকৃষ্ণ মজুমদার, শ্যামাকান্ত দেব রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন মজুমদার, দেবেন্দ্রকৃষ্ণ মজুমদার, হরেন্দ্রকিশোর রায়, হরিমোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত শশিমোহন রায়, যাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর।

উল্লিখিত কয়েক জন প্রাচীন ও জ্ঞানবৃদ্ধ কায়স্থমহোদয়গণ তাঁহাদিগের বার্দ্ধক্যে জাতীয় সংস্কার গ্রহণ করিয়া যে অত্যুত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন তাহা কায়স্থসমাজে সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

৫। বর্দ্ধমান জিলান্তর্গত দাঁইহাটনিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"গত ২১শে ফাল্গুন রাজ-সাহীনগরে কায়স্থকুলাবতংশ শ্রীযুক্ত রাধিকা-

প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত নদীয়া জিলার অন্তর্গত হাঁস-পুকুরিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বেনওয়ারীলাল দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন দত্ত দেববর্ম্মার শুভ পরিণয় কার্য্য বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে। দেনা পাওনার কোনও কথা হয় নাই, যে পক্ষ যাহা দিতে পারিয়াছেন তাহাই দিয়াছেন। বিবাহসভায় শতাধিক অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি উপস্থিত ছিলেন। কুশণ্ডিকা হোমাদি কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছিল।" আমাদের মতে এই একটি আদর্শ বিবাহ।

৬। প্রতিভার মুদ্রণকার্য্য শেষ হইবার সময়ে বরিশাল হইতে পরম শ্রদ্ধাস্পদ কায়স্থসমাজের প্রকৃত হিতৈষী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের সুযুক্তি এবং উপদেশপূর্ণ বক্তৃতায় একটি বিরাট কায়স্থ-সভার অধিবেশন সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। উক্ত সভায় বরিশালের গণ্য মান্য প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ও চন্দ্রদ্বীপের বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ মিত্র রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাতে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ও বরিশালের প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত হরনাথ ঘোষ মহাশয় সভার কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ভারতীয় কায়স্থসম্প্রদায়ের মহামিলনের একান্ত পক্ষপাতী এবং প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ ব্যতীত এই মহা-মঙ্গলকর মিলন সম্ভবে না। অতঃপর আমরা আশা করি, তাঁহারা উভয়ে অতি সত্বর ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বঙ্গজসমাজের উন্নতি বিধান করিবেন।

সম্পাদক

বর্ষশেষে।

১। ১৩১৮ বঙ্গাব্দ শেষে আর্য্যকায়স্থ প্রতিভার গ্রাহকগণ এবং নিম্নলিখিত লেখিকা ও লেখকগণ আমাদের শতসহস্র ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা সাহায্যদানে ও নিঃস্বার্থভাবে প্রতিভার অঙ্গ পুষ্টিসাধন জন্য যে প্রকার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে আমাদিগকে অচ্ছেদ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার আংশিক ভাবে পরিশোধের একমাত্র উপায় আমাদের হৃদয়োত্থিত কৃতজ্ঞতা। শ্রীভগবান্ সমীপে আমরা প্রার্থনা করি, তাঁহারা সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া আর্য্যকায়স্থ প্রতিভার মঙ্গলবিধান করুন।

ব্রাহ্মণ লেখকগণ।

১। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার—সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ।
২। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।
৩। ,, ভুবনমোহন শর্ম্মা মজুমদার।

কায়স্থ লেখিকাগণ।

১। শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্নাময়ী দেবী।
২। ,, উৎপলিনী দেবী।
৩। শ্রীযুক্তা নির্ম্মলাবালা দেবী।
৪। ,, সুহাসিনী দেবী।
৫। কুমারী সুচারুবালা দেবী।

কায়স্থ লেখকগণ।

১। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা।
২। ,, মধুসূদন রায় বিশারদ।
৩। ,, বিধুভূষণ শাস্ত্রী।
৪। ,, প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা। বি, এ, বি, এল্।
৫। ,, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্মা শাস্ত্রী।

৬। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত।
৭। " যোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা।
৮। " যজ্ঞেশ্বর মিত্র দেববর্ম্মা।
৯। " রাধাবিনোদ সরকার দেববর্ম্মা।
১০। " গোবিন্দচন্দ্র দাস।
১১। " অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি-এ, বি-এল।
১২। " বীরেন্দ্রমোহন সরকার।
১৩। " চারুচন্দ্র সরকার।
১৪। শ্রীযুক্ত হরিচরণ দেববর্ম্মা।
১৫। " মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।
১৬। " সরলচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।
১৭। " রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।
১৮। " সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।
১৯। " বরদাকান্ত ঘোষ দেববর্ম্মা কবিরত্ন।
২০। " নৃসিংহগোপাল সিংহ চৌধুরী।
২১। " মন্মথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা।
২২। " উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।
২৩। " বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা কবিরত্ন।
২৪। " সুরেন্দ্রলাল চৌধুরী বি-এ।
২৫। " ভূপালচন্দ্র দেববর্ম্মা।
২৬। " কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, জ্যোতিঃশেখর কবিরত্ন।
২৭। শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ।
২৮। " রসিকলাল রায়।
২৯। " হেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা কবিভূষণ এম-এ।
৩০। " ললিতকুমার কর দেববর্ম্মা কাব্যতীর্থ এম-এ।
৩১। " প্রসন্ননাথ রায় দেববর্ম্মা বি-এ, বি-এল।
৩২। শ্রীযুক্ত কালীচরণ সরকার।
৩৩। " কিরণচন্দ্র দত্ত।
৩৪। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র দেববর্ম্মা।
৩৫। " প্রভাসচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা।
৩৬। " যতীন্দ্রনাথ মজুমদার দেববর্ম্মা।
৩৭। " চন্দ্রকুমার রায়।
৩৮। " যতীন্দ্রকুমার গুহ ঠাকুরতা।
৩৯। " বিপিনচন্দ্র দেব।

নিম্নলিখিত পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়গণ যাঁহারা দয়া করিয়া আর্য্যকায়স্থ প্রতিভার বিনিময়ে আমাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা শতশত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করি, তাঁহারা দীর্ঘজীবনলাভ করিয়া মাতৃভুমির উপকার সংসাধন করিতে থাকুন।

সাপ্তাহিক পত্রিকা।

১। বিশ্ববার্ত্তা, ২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩। সঞ্জয়, ৪। জাগরণ, ৫। মহামায়া, ৬। নববঙ্গ, ৭। নীহার।

মাসিক পত্রিকা।

১। গৃহস্থ, ২। কোহিনূর, ৩। পল্লীচিত্র, ৪। বিজয়া, ৫। বীরভূম, ৬। মাহিষ্য-সমাজ, ৭। শাস্তিকণা, ৮। হিন্দুপত্রিকা, ৯। কৃষি-সম্পদ, ১০। হিন্দুসখা এবং ১১। কায়স্থ-পত্রিকা।

২। প্রায় বর্ষত্রয় হইতে চলিল আর্য্যকায়স্থপ্রতিভা ফরিদপুরের হিতৈষী প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে। ইহার তত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয়কে এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণকে আমরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি শ্রীভগবানের নিকট আমরা সর্ব্বান্তকরণে প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু দেববর্ম্মা মহাশয়গণ প্রতিভার অশেষবিধ কার্য্য সম্বন্ধে আমাদিগকে যে আনুকূল্য প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য সর্ব্বান্তকরণে তাঁহাদিগকে আমরা শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। সম্পাদক।

ওঁ

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

চতুর্থবর্ষ

১৩১৮ বঙ্গাব্দ।



ফরিদপুর

হিতৈষী প্রেসে

শ্রীজানকীনাথ দেব দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

চতুর্থ বর্ষের (১৩১৮ সালের)

সূচীপত্র।



বিষয়।		পৃষ্ঠা।
১।	নববর্ষ—(বঙ্গাব্দ ১৩১৮) … … … …	১
২।	কবিতাগুচ্ছ … ৪, ৪৯, ৯৯, ১৫২, ২০১, ২৪৭, ২৯৬, ৩৪৪, ৩৯২, ৪৩৯, ৪৮৭,	৫৩৯
৩।	শ্রীসুমঙ্গল প্রশস্তি … … … …	১০
৪।	করণ ও অম্বষ্ঠ … … … … …	১৬, ৫৯
৫।	শ্যামবর্ণ … … … … … …	১৮, ২৫৯
৬।	উদ্বাহে উদ্বন্ধন (গল্প) … … … …	২০, ৬২
৭।	কায়স্থকার শ্রীমধুসূদন … … … …	২৪, ৬৭
৮।	শৌনকীয়া সন্ধ্যোপাসনা পদ্ধতি (পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ) … …	২৯
৯।	লঙ্কায় বিদ্যোদয় বিহার … … … …	৩৩
১০।	মদালসা (উপখ্যান) … … … …	৩৪, ১৬২
১১।	সমালোচনা … …, ৪২, ৯১, ১৪১, ১৯৪, ২৮২, ৩৩২, ৪৩০, ৪৭৭,	৫২৪
১২।	বিবধপ্রসঙ্গ ৪৫, ৯২, ১৪২, ১৯৫, ২৪০, ২৮৪, ৩৩৬, ৩৮৪, ৪৩৫, ৪৮১, ৫২৬,	৫৭১
১৩।	হিন্দু ও পৌত্তলিকতা … … … …	৫৪, ১০৯
১৪।	ঐতিহাসিক এক পৃষ্ঠা … … … …	৭৬
১৫।	লক্ষ্ণৌনগরে বঙ্গীয় কায়স্থসভা … … …	৭৮
১৬।	কাক সংবাদ … … … …	৮০, ১৮৮, ৩৭৬
১৭।	তীর্থদর্শন … (এলাহাবাদ, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, কাশীধাম ও গয়া)	৮৪, ১২৩, ২২৫
১৮।	বসুমতী ও কায়স্থবিদ্বেষ … … … …	৮৯
১৯।	শ্রীশ্রীরাসগীতা … … … … …	৯৭, ১৪৯
২০।	সেকাল ও একাল … … … … …	১০৪
২১।	দেববর্ম্মা … … … … …	১০৭
২২।	বঙ্গীয় হিন্দুর নিকট বর্ত্তমান সময়ে নিবেদন … … …	১১৫
২৩।	ভক্তজীবনের প্রভাব … … … …	১৩৩
২৪।	অভিষেক গীতি … … … … …	১৪৮
২৫।	সংহিতাসংগ্রহ … … … … …	১৫৬
২৬।	কায়স্থ ও বৈদ্য … … … …	১৫৮

বিষয় । পৃষ্ঠা ।

২৭ । শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকদর্শন ১৬৬
২৮ । নিবেদন ১৬৯
২৯ । বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের বরপণ সম্বন্ধে দুটী কথা ১৭৪
৩০ । প্রাবৃড়ালেখ্যম্ (বর্ষাচিত্র)... ... ... ১৭৮
৩১ । মিশ্রকারিকা ১৮৩, ২১৯, ৩৭১, ৪৫৭
৩২ । বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার নবম বার্ষিক অধিবেশন ১৯০
৩৩ । শিক্ষাষ্টকং ১৯৭, ২৯৩, ৩৪১, ৩৮৯, ৪৩৭, ৪৮৫
৩৪ । আর্য্যজাতির বঙ্গে আগমন ২০৪
৩৫ । বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ ২০৯
৩৬ । জন্মাষ্টমী ২১৩
৩৭ । ধার্ম্মিক চন্দ্রকুমার নাগ ২১৬
৩৮ । মায়ের আগমন ২১৯
৩৯ । আগমনী ২২৩
৪০ । সমাজসংস্কার ২৩০
৪১ । আশ্বিনে আগমনী ২৪৫
৪২ । শ্রীমদ্ভাগবত (পুরঞ্জন উপখ্যান) ২৫০
৪৩ । সত্যনারায়ণের পুঁথী ২৫৪
৪৪ । দুর্গোৎসব ২৫৬
৪৫ । পণপ্রথায় সর্ব্বনাশ ২৬২
৪৬ । স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা ২৬৭
৪৭ । ব্রাহ্মণসমাজে আন্তর্গণিকবিবাহ ২৬৮
৪৮ । বরিশালে কায়স্থধর্ম্ম প্রচার ২৭১
৪৯ । কায়স্থ উপনয়নে ব্রাহ্মণ ২৯২
৫০ । আর্য্যসমাজে বর্ণবিভাগ ২৯৯, ৩৫৪
৫১ । তীর্থেরপথে (দেবঘর ও তপোবন) ৩০৪, ৪৪৩
৫২ । ললাট লিখন (গল্প) ৩১০
৫৩ । বেলা যে যায় ৩১৩
৫৪ । মোল্লাশাহ ৩১৫
৫৫ । বিজয়সেন প্রশস্তি (পূর্ব্বানুবৃত্তি) ৩২২
৫৬ । চিত্রগুপ্ত পূজা (কায়গয়ে) ৩২৯

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
৫৭। ভারতেশ্বরাভিনন্দনম্	... ৩৪২, ৪২২
৫৮। শ্যাম ও শ্যামা	... ৩৫২, ৩৯৬
৫৯। মনস্বী হরিনাথ দেব	... ৩৫৭
৬০। প্রাচ্যে প্রতীচ্য প্রভাব	... ৩৬০, ৪১৬
৬১। ছোট বৌ (গল্প)	... ৩৬৫, ৪১১
৬২। সমালোচনা (তীর্থদর্শন সম্বন্ধে)	... ৩৮০, ৪১৯
৬৩। অভিষেক	... ৩৮২
৬৪। ফাহিয়ান	৩৯৮, ৪৬২, ৫৪৩
৬৫। নিক্ষত্র শব্দের মূল কোথায়	... ৪০৬
৬৬। কিসে কায়স্থসমাজ উন্নত হইবে	... ৪২৩, ৫২২
৬৭। সমালোচনা (বৈষ্ণবী-উপাখ্যান)	... ৪২৬
৬৮। পরলোকগত চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ দেববর্ম্মা	... ৪৫১
৬৯। অভিষেক ও ভাবীফল	... ৪৫৪
৭০। শিক্ষা (গল্প)	.. ৪৬৭, ৪৯৫
৭১। স্বপ্নদর্শন (মুক্তিবিষয়ক)	... ৪৭৩, ৫০৮
৭২। আত্মপূজা	... ৪৯১
৭৩। নামকরণ	... ৪৯৩, ৫৪৯
৭৪। বরিশালে কায়স্থসভা	... ৫০২
৭৫। কায়স্থ কিঙ্কর সেন	... ৫১৩
৭৬। নিবেদন	... ৫১৬
৭৭। আদর্শ বিবাহপ্রথা	... ৫২০
৭৮। গুরুতত্ত্ব	... ৫৩৩
৭৯। কায়স্থসম্মিলন	... ৫৫২
৮০। ভীমের কলঙ্ক (প্রতিবাদ)	... ৫৫৩
৮১। মহাত্মা চৈতন্যকৃষ্ণ নাগের তিরোধানে	... ৫৫৯
৮২। জেনারেল কালীচরণ ঘোষ	... ৫৬৩
৮৩। আন্তর্বর্ণিকবিবাহ	... ৫৬৬



প্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তি-স্বীকার।

২৭৩।	শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র গুহ ঠাকুরতা ব্রাহ্মণগাঁও, ঢাকা	১৩১৭	১৷০
২৭৪।	,, জগদ্বন্ধু সরকার তালবাড়ীয়া, কুষ্টিয়া	ঐ	১৷০
২৭৬।	,, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ কাটদিয়া সিমুলিয়া, ঢাকা	ঐ	১৷০
২৭৭।	,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহ শেরপুর, বগুড়া	ঐ	১৷০
২৭৮।	,, জয়চন্দ্র রায় মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা	১৩১৮	১৷০
২৭৯।	,, জগদীশ্বর সিংহ বাঘভাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ	১৩১৭	১৷০
২৮০।	,, জানকীভূষণ সিংহ কাশীপুর, বরিশাল	১৩১৮	১৷০
২৮৩।	,, জয়কুমার দত্ত ভগবানগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	ঐ	১৷০
২৮৫।	,, মাননীয় জানকীনাথ বসু, কটক	১৩১৭	১৷০
২৮৮।	,, জানকীনাথ বালো ক্ষত্রিয়পাড়া, দিনাজপুর	১৩১৮	১৷০
২৮৯।	,, জ্যোতীন্দ্রনাথ মিত্র দেববর্ম্মা সোমশপুর, নদীয়া	১৩১৭	১৷০
২৯৩।	,, ডাক্তার জলধর ভৌমিক দেববর্ম্মা টেপা, রংপুর	১৩১৮	১৷০
২৯৪।	,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, জলপাইগুড়ী	ঐ	১৷০
২৯৫।	,, জয়গোপাল নন্দী দেববর্ম্মা, কোন্নগর	ঐ	১৷০
২৯৬।	,, গুরুপ্রসন্ন দেব তরাকর, ঢাকা	ঐ	১৷০
২৯৭।	,, তারাপ্রসন্ন দাস ভাঙ্গা, ফরিদপুর	ঐ	১০৷
২৯৯।	,, তারকনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা কাটাপাড়া, ফরিদপুর	১৩১৭	১৷০
৩০০।	,, তারিণীকান্ত সেন দেববর্ম্মা জগতী, নদীয়া	১৩১৮	১৷০

বিজ্ঞাপন।

১। [illegible] ১৩১৮ সনের চাঁদা অনেক টাকা বাকী পড়িয়াছে, এত বাকী কখনও পড়ে নাই। তজ্জন্য ১।৵০ করিয়া ভিঃ পিঃ বাহির হইতেছে, ইহা অতি সামান্য টাকা আশা করি কেহই ভিঃ পিঃ ফেরত দিবেন না।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

২। পরম শ্রদ্ধাস্পদ পূজাপাদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়কে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিতে তাঁহার শিষ্যগণ ও অন্যান্য কায়স্থ মহাত্মা যাহা কিছু দান করিতে চান তাহা আমার নিকট পাঠাইতে পারেন, আমি যত্নসহকারে উক্ত টাকা কাব্যরত্ন মহাশয়কে পাঠাইয়া দিব ও এই পত্রিকায় উক্ত দানস্বীকার করিব। অদ্য পর্য্যন্ত যে টাকা আমার হস্তগত হইয়াছে।

১। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা ... ... ২৲
২। ,, বসন্তকুমার বসু শিলিগুড়ি ... ... ১৲
৩। ডাক্তার ,, ধনেন্দ্রকুমার মিত্র এম-বি কলিকাতা ... ... ১৲

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা।
১।১২।১৮

কৃষি-সম্পদ।

সদ্গোপসোপান।

ফরিদপুর
হিতৈষী প্রেসে
শ্রীজানকীনাথ দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সন১৩১৮।